পবিত্র
কোরআন
BENGALI

পবিত্র কোরআন

অনুবাদ
মাওলানা ওয়াহিদুদ্দীন খান
অধ্যাপিকা-ফরিদা খানম

বাংলা রূপান্তর
ওয়ালিউর রহমান চাঁদপুরী

পুনঃ-পর্যবেক্ষণ
মাওলানা ইঈরাফিল উমরী

GOODWORD BOOKS

সূচিপত্র

পবিত্র কোরআন

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

বিষয়-সূচী

পরিচয়

কুরআন আল্লাহ্‌র কেতাব। মূল আরবী ভাষায় সম্পূর্ণ সুরক্ষিত। এধরনের একটি কেতাবের অনুবাদ কখনই মূল কেতাবের বিকল্প হতে পারে না। কুরআন অনুবাদের উদ্দেশ্য একে বোধগম্য করে তোলা, কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, যে ব্যক্তি আরবী ভাষা জানেন না তিনি কুরআন বুঝতে পারবেন না। কুরআন আরবী ভাষা না জানা ব্যক্তির জন্যও একটি বোধগম্য কেতাব। কুরআন প্রত্যক্ষতঃ আরবী ভাষায় কিন্তু বাস্তবিক ভাবে এটা প্রকৃতির ভাষায় রচিত, অর্থাৎ ওই ভাষায় যে, ভাষা সৃষ্টির রচনাকালে আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে প্রত্যক্ষ সম্বোধন করেছিলেন। এই সম্বোধন প্রত্যেক নারী পুরুষের অন্তরে সহজরূপে সদা বিদ্যমান। এজন্য কুরআন প্রত্যেক মানুষের জন্য একটি বোধগম্য কেতাব, কারো জন্যে চেতনা রূপে আর কারো জন্যে অবচেতন রূপে।

এই বাস্তবিকতা কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে ঃ "এটা খোলাখুলি কথা ওই লোকদের অন্তরে যে বিষয়ের জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।" (৪৯:৪৯)

এর অর্থ এই যে, কুরআন যে আকাশবানীর বাস্তবিকতার চেতনার ভাষায় কথা বলছে, তা সহজ ভাষায় প্রথম থেকেই মানুষের মধ্যে মজুত আছে। কুরআনের বার্তা মানুষের জন্য কোন অচেনা বার্তা নয়, এটা ওই জ্ঞানেরই এক শাব্দিক অভিব্যক্তি যার সাথে মানুষ প্রকৃতির স্তরে প্রথম হতেই পরিচিত।

কুরআনে বলা হয়েছে যে মানুষ পরবর্তি যুগে জন্মগ্রহণ করছে, তা সবই প্রারম্ভিক রূপে আদমকে তৈরী করার সময়ই সৃষ্টি করা হয়েছিল। ওই সময় আল্লাহ্ ওই মানব আত্মাদের প্রত্যক্ষ সম্বোধন করেছিলেন। এব্যাপারে কুরআনে এভাবে বর্ণনা করা হয়েছে।

"আর যখন তোমার পালনকর্তা আদম সন্তানের পীঠ হতে তাদের

বংশধরদের বার করেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে স্বাক্ষী দিতে বলেন “আমি কি তোমাদের প্রভূ নই”? তারা বলল হ্যাঁ আমরা স্বীকার করছি। এটা এজন্যে যে, তোমরা যেন মহাবিনাশের দিন না বলো আমরা এসম্পর্কে কোন খবরই জানি না।” (৭:১৭২)

আল্লাহ্ আর বান্দার মধ্যে এক অন্য বার্তায় কুরআনে এভাবে উল্লেখ করা হয়েছে—“আমিতো এই আমানত (ঐচ্ছিক কর্ম) আকাশ, ভূমন্ডল, পর্বতরাজির নিকটে পেশ করেছিলাম তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং ওরা এথেকে ভয় পেয়ে গেল এবং মানুষ তা উঠিয়ে নিল। নিঃসন্দেহে সে অত্যাচারী ও অজ্ঞ ছিল। (৩৩:৭২)

এই দুটি আয়াতে জানা যায় যে, সৃষ্টির প্রথম আল্লাহ্ সমস্ত মানুষকে প্রত্যক্ষ্য রূপে সম্বোধন করেছিলেন। এই সম্বোধনে যে কথা বলা হয়েছিল, তা সমস্ত মানুষের অবচেতন মনে সুরক্ষিত করে দেওয়া হয়েছে। আল্লাহ্র যে বাণী মানুষ কুরআন রূপে পাঠ করেছে। ইতিপূর্বে প্রত্যক্ষতঃ আল্লাহ্র সম্বোধনের অন্তর্গত সে এই বাণী শুনেছে এবং বুঝেছে। কুরআন মানুষের জন্য এক জানা কথা জানার মাধ্যম, না কোন অজানা কথা হঠাৎ শোনা। আসল কথা এই যে, কুরআন মানুষের চেতনার উন্মেষ। (Unfolding)

একথা যদি সামনে রাখা হয় তাহলে এটা জানা কঠিন নয় যে, কুরআনকে বোঝার জন্য কুরআনের অনুবাদও এক পর্যাপ্ত সাধনের মর্যাদা রাখে। যে ব্যক্তির প্রকৃতি জীবিত, যে নিজেই নিজেকে পরবর্তি কন্ডিশনিং (conditioning) থেকে রক্ষা করেছে, সে যখন কুরআনের অনুবাদ পড়বে তখন তার মনের এই দরজা খুলে যাবে যেখানে সৃষ্টির সময় বলা আল্লাহ্র সম্মোধন প্রথম হতেই সংরক্ষিত আছে। “আলাস্তু বি রব্বিকুম” (আমি কি তোমাদের প্রভূ নই) এর সম্বোধন যদি আল্লাহ্র প্রথম সম্বোধন হয় তাহলে কুরআন আল্লাহ্র দ্বিতীয় সম্বোধন। দুটি একে অপরের পরিপূরক। কোন ব্যক্তি যদি

আরবী ভাষা না জানে অথবা অল্প জানে এবং সে কেবলমাত্র কুরআনের অনুবাদ পড়ার স্থিতিতে থাকে তাহলে তার কুরআন না বোঝার হতাশার স্বীকার হওয়া উচিৎ নয়—কুরআনের এই মানব ধারণা বর্তমান যুগে এক বৈজ্ঞানিক তথ্যে পরিণত হয়েছে। বর্তমান যুগে জেনেটিক কোর্ডের বিজ্ঞান এবং এ্যান্থ্রোপলেজির অধ্যায় দুটিই কুরআনের এই দৃষ্টিকোণকে পূরোপুরি পোষণ করে।

কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব

কুরআন আল্লাহ্‌র কিতাব যা ইসলামের পয়গম্বর মুহম্মাদ (সঃ) কে প্রদান করা হয়েছে। কুরআন একটি সংকলন রূপে অবতীর্ণ হয়নি, বরং এটা ২৩ বৎসর যাবৎ ভিন্ন ভিন্ন অংশরূপে অবতীর্ণ করা হয়েছে। ইসলামের পয়গম্বর মক্কায় ছিলেন, ৬১০ খৃষ্টাব্দে কুরআনের প্রথম অংশ অবতীর্ণ হয়। এর পর নিরন্তর এর বিভিন্ন অংশ পয়গম্বরের নিকট অবতীর্ণ হতে থাকে। কুরআনের শেষ অংশ ৬৩২ খৃষ্টাব্দে অবতীর্ণ হয়, যখন তিনি মদীনায় ছিলেন। কুরআনের এই অবতরণ ফেরেশতা জিব্রাঈল এর মাধ্যমে হত। অবশেষে ফেরেশতা জিব্রাঈলের নির্দ্দেশ অনুযায়ী কুরআনের বিভিন্ন অংশ একটি গ্রন্থরূপে সংকলিত করা হয়।

কুরআনে মোট ১১৪ টি সূরাহ আছে, কিছু বড় সূরাহ আর কিছু ছোট সূরাহ। আয়াতের সংখ্যা মোট ৬২৩৬ টি। পাঠ করার সুবিধার জন্য কুরআনকে ৩০ ভাগে এবং ৭ মঞ্জিলে ভাগ করা হয়েছে। কুরআন সপ্তম শতাব্দীর প্রথম ভাগে অবতীর্ণ হয়। ওই সময় কাগজ আবিষ্কার হয়েছিল। এই কাগজ কিছু বিশেষ বৃক্ষের বাকল হতে হস্ত উদ্যোগ রূপে তৈরী করা হত। তাকে বলা হত পেপিরাস (Papyrus)। কুরআনের কোন অংশ যখনই অবতীর্ণ হত তখনই সেটা ওই কাগজে লিখে নেওয়া হত, যাকে আরবী ভাষায় বলা হত ‘কিরতাস’। এর সাথে সাথে লোকেরা কুরআনকে তাদের স্মৃতিতে সংরক্ষণ করে নিতেন,

কেননা ওই সময় কুরআনই একমাত্র ইসলামী সাহিত্য ছিল। কুরআনকে নামাযে পড়া হত এবং ইসলামের দিকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য লোকের সামনে পড়ে শোনানো হত। এভাবে কুরআন একই সঙ্গে লেখা হত এবং কণ্ঠস্থও করা হত।

ইসলামের পয়গম্বর মুহাম্মাদ (সঃ) এর অন্তিম জীবন পর্যন্ত কুরআন সুরক্ষিত করার এই নিয়মই প্রচলিত থাকে। তাঁর মৃত্যু ৬৩২ খৃষ্টাব্দে হয়, এরপর আবু বকর সিদ্দীক প্রথম খলীফা হন। তিনি নিয়মিত রূপে নিজ প্রচেষ্টায় কুরআনের বাঁধাই করা একটি সংকলন বানান। এটা প্রাচীন কালের কাগজ বা কিরতাসের উপর বানানো। কুরআনের এই বাঁধাই করা সংকলনটি চৌকোনা ছিল, অতএব একে রোবআ (বর্গ) বলা হত। এভাবে কুরআন ইসলামের প্রথম খলীফার যুগে একটি বাঁধাই করা কিতাব আকারে সংরক্ষিত হয়ে যায়। তৃতীয় খলীফা উসমান বিন আফফান এর শাসনামলে এই বাঁধাই করা কিতাবের অতিরিক্ত প্রতিলিপি তৈরী করা হয় এবং বিভিন্ন নগরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। এই প্রতিলিপি নগরের জুমা মসজিদে পড়ার জন্য রেখে দেওয়া হত। লোকেরা এটাকে পড়ত আবার এথেকে প্রতিলিপি তৈরী করে নিত।

কুরআন লেখার এই ক্রম ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত প্রচলিত ছিল। ঊনবিংশ শতাব্দীতে প্রিন্টিং প্রেস আবিষ্কার হল এবং কাগজ ও আধুনিক উদ্যোগে অধিক মাত্রায় উৎপাদন হতে লাগল। এভাবেই ঊনবিংশ শতাব্দী হতে নিয়মিত রূপে প্রিন্টিং প্রেসে ছাপার কাজ শুরু হল। মুদ্রন শিল্পে নিরন্তর উন্নতি হতে থাকল। এভাবে কুরআনেরও উৎকৃষ্ট ছাপা তৈরী হতে থাকল। এখন কুরআনের মুদ্রিত প্রতিলীপি এমন সহজলভ্য হয়ে পড়ল যে, প্রত্যেক ঘরে, প্রত্যেক মসজিদে, প্রত্যেক পুস্তকালয়ে এবং প্রত্যেক বাজারে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া যায় এবং প্রত্যেক মানুষ বিভিন্ন ভাষায় ছাপা কুরআনের সুন্দর প্রতিলিপি সংগ্রহ করতে পারে, সে পৃথিবীর যে কোন প্রান্তেই থাকুক না কেন।

আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নির্মাণ যোজনা

প্রত্যেক বই এর একটি বিষয় (Subject) থাকে। কুরআনের বিষয় হল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নির্মাণ যোজনা (Creation Plan of God)-এর সাথে মানুষকে অবগত করান, অর্থাৎ মানুষকে একথা বলা যে, আল্লাহ্ এই বিশ্ব সংসার কিজন্য তৈরী করেছেন। মানুষকে পৃথিবীতে বসানোর উদ্দেশ্যে কি ? মৃত্যুর পূর্বের জীবনকাল হতে মানুষের নিকটে কি কাঙ্খিত এবং মৃত্যুর পরের জীবনে মানুষের সাথে কি ঘটবে। মানুষ এক অমর সৃষ্টি। তার জীবনযাত্রা মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে। কুরআন এই সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য পথ প্রদর্শকের মর্যাদা রাখে। মানুষকে এই বাস্তবিকতা সম্পর্কে অবগত করান, এটাই কুরআনের উদ্দেশ্য আর এটাই কুরআনের বার্তার বিষয়।

আল্লাহ মানুষকে এক অমর সৃষ্টি রূপে তৈরী করেছেন। অতঃপর তার জীবনকালকে দুভাগে ভাগ করেছেন। অল্প সময় মৃত্যুর পূর্বের জীবনে রেখেছেন আর বৃহৎ ভাগ মৃত্যুর পরের জীবনকালের জন্য রেখেছেন। মৃত্যুর পূর্বের যে সময় তা পরীক্ষাকাল এবং মৃত্যুর পরের যে কাল তা পরীক্ষার ফল অনুযায়ী ভাল অথবা মন্দ পরিণাম পাওয়ার কাল। কুরআন জীবনের এই বাস্তবিকতার জন্যে এক পরিচায়ত্মক পুস্তকের মর্যাদা রাখে।

এক দৃষ্টিতে কুরআন উপকারকারীর তরফ থেকে পুরষ্কার স্বরূপ। আল্লাহ মানুষকে বিশেষ গুণে গুণান্বিত করে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তাকে পৃথিবীর মত গ্রহে বসতি স্থাপন করিয়েছেন, যেখানে মানুষের জন্য প্রত্যেক রকমের জীবনোপকরণ (Life Support System) এর ব্যবস্থা রেখেছেন। কুরআনের উদ্দেশ্য এই যে, মানুষ প্রকৃতির এই পুরষ্কার হতে লাভবান হয়ে উপকারকারীকে স্মরণ রাখে। সে পুরষ্কার রচয়িতার প্রতি আস্থা রাখে। পুরষ্কার উপভোগ করে উপকারকারীকে মানা এবং তাঁর তাগীদ পূরো করা, এটাই চিরন্তন জান্নাতে স্থান পাওয়ার সার্টিফিকেট (Certificate)। এবং পুরষ্কারগুলি উপভোগ

করে পুরষ্কারদাতাকে ভূলে যাওয়া মানুষকে নরকের ভাগীদার বানিয়ে দেয়। কুরআন বাস্তবে এই সবচেয়ে বড় বাস্তবিকতার অনুসরণ।

যখন আপনি কুরআন পড়বেন তখন ওতে বার বার এধরনের বর্ণনা পাবেন যে এটা আল্লাহর অবতীর্ণ বানী (Word of God)। বাহ্যতঃ এটা একটা সাধারণ কথা, কিন্তু যখন একে তুলনাত্মক রূপে দেখা হয় তখন বুঝতে পারা যায় যে, এটি একটি অসাধারণ কথা। জগতে অনেক গ্রন্থ আছে যার সম্পর্কে মানুষের ধারণা যে, এটা আসমানী গ্রন্থ। কিন্তু কুরআন ছাড়া অন্য কোন পবিত্র ধর্মগ্রন্থে আপনি এই লেখা দেখতে পাবেন না যে, এটা আল্লাহর বাণী। এধরনের বর্ণনা বিশেষ রূপে কুরআনেই পাওয়া যায়। কুরআনে এ ধরনের বর্ণনা হওয়া এর পাঠককে একটা প্রারম্ভিক বিন্দু (Starting Point) দেয়। সে কুরআনের অধ্যায়ন এক বিশেষ প্রকার পুস্তক রূপে করে, না সাধারণ মানবীয় পুস্তক রূপে।

কুরআনের শৈলী ও এক অপূর্ব শৈলী। সাধারণ মানুষের পুস্তকের রীতি এই যে, এতে বস্তুর লিখিত ক্রম অনুযায়ী লেখা হয়। উহাতে A হতে Z পর্যন্ত ক্রমবদ্ধ রূপে বস্তুর বর্ণনা করা হয়। কিন্তু কুরআনে এধরনের শৈলী নেই। সাধারণ মানুষের নিকট প্রত্যক্ষতঃ কুরআন একটি অক্রমবদ্ধ বানী মনে হয়, কিন্তু বাস্তবিকতা অনুযায়ী দেখা হলে তা একটি অত্যন্ত ব্যবস্থিত এবং ক্রমবদ্ধ বানীই দেখা যাবে। কুরআনের বাক্য শৈলী সম্বন্ধে এটা বলা উপযুক্ত হবে যে, এ শৈলী এক রাজসিক শৈলী। কুরআন পড়ার সময় এমন মনে হয় যে, এর লেখক এমন এক উচ্চতম স্থানে অধিষ্ঠান করছেন যেখান হতে তিনি সমগ্র মানব মণ্ডলীকে দেখছেন, সম্পূর্ণ মানবতা তাঁর কনসার্ন (concern)। তিনি তাঁর মহানতার স্থান হতে সমস্ত মানবমন্ডলীকে সম্বোধন করছেন। এই সম্বোধনের মধ্যে তিনি কখনও এক সম্প্রদায়ের দিকে তাকাচ্ছেন আবার কখনও অন্য সম্প্রদায়ের দিকে।

পরিচয়

কুরআনের এক বিশেষ দৃষ্টিকোণ এই যে, এর পাঠক যে কোন মুহূর্তে এর লেখকের সঙ্গে কনসাল্ট (Consult) করতে পারেন। কুরআনের লেখক আল্লাহ্। তিনি চিরন্তন ও সজীব, তিনি সমগ্র মানবতাকে বেষ্টন করে আছেন, তিনি কোন মধ্যস্থতা ছাড়াই মানুষের কথা শোনেন এবং তার জবাব দেন। এজন্যে কুরআনের পাঠকের জন্য প্রতি মুহূর্তে এটা সম্ভব যে, সে আল্লাহ্র সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে পারে। সে আল্লাহকে জিজ্ঞাসা করে এবং আল্লাহর নিকট হতে তার উত্তর পেয়ে যায়।

যারা কেবল মিডিয়ার মাধ্যমে কুরআন জানে তারা সাধারণতঃ জানে যে কুরআন জেহাদী পুস্তক। আর তাদের দৃষ্টিকোণ জেহাদ হিংসার মাধ্যমে নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধি করারই নাম। কিন্তু এটা ভূল ধারণা যে ব্যক্তিই কুরআনকে সঠিকভাবে পড়ে তার জন্য এটা বোঝা মুশকিল হয় যে, কুরআনের সাথে হিংসার কোন সম্পর্ক নেই। কুরআন পরিপূর্ণ ভাবে শান্তির পুস্তক, হিংসার পুস্তক নয়।

জেহাদ কি?

এটা বাস্তব যে, কুরআনের শিক্ষার মধ্যে একটি শিক্ষা এটাও যাকে জেহাদ বলা হয়। কিন্তু জেহাদ শান্তিপূর্ণ প্রয়াসের নাম, না কোন প্রকার হিংসাত্মক কার্যকলাপের নাম। কুরআনে বলা হয়েছে যে, "আর এর (কুরআনের) মাধ্যমে তুমি ওর সাথে বড় জেহাদ কর।" (২৫:৫২)

কুরআনের এই আয়াতে কুরআনের মাধ্যমে জেহাদ করার শিক্ষা দেওয়া হয়েছে। এটা স্পষ্ট যে, কুরআন কোন হাতিয়ার নয়, কুরআন একটি বিচারশীল পুস্তক। কুরআন আল্লাহর আইডিয়োলজির (বিচার ধারা) পরিচয়। এতে কুরআনে বর্ণিত জেহাদের ধারণা স্পষ্ট রূপে পরিলক্ষিত হয়। কুরআন অনুযায়ী জেহাদ বাস্তবে শান্তিপূর্ণ বৈচারিক সংঘর্ষ (Peaceful Ideological Struggle)

এর নাম। এই বৈচারিক সংঘর্ষের লক্ষ কুরআনে এভাবে বলা হয়েছে যে, কুরআনের শান্তিবার্তা মানুষের অন্তরে অবতরিত হয়।

এই আয়াত অনুসারে কুরআনের বাঞ্ছিত কথা এই যে, 'কওলে বলীগ' (বোধগম্য কথন) হতে হবে, অর্থাৎ এমন বাণী যা মানুষের মনকে সম্মোধন করে, যা মানুষের সন্তুষ্টকারী হবে, যার মাধ্যমে মানুষের মনে কুরআনের সত্যতা সম্পর্কে বিশ্বাস জন্ম নেবে, যার মাধ্যমে মানুষের মধ্যে বৈচারিক আন্দোলন উৎপন্ন হবে। এটাই কুরআনের মিশন। আর এই প্রকার বৈচারিক মিশন কেবল তর্কের মাধ্যমে পূরো করা যায়। হিংসা অথবা স্বশস্ত্র কার্যকলাপের মাধ্যমে এই লক্ষ্যে উপনিত হওয়া সম্ভব নয়।

একথা ঠিক যে, কুরআনে কিছু আয়াত এমন আছে যা কেতাল (যুদ্ধ) এর অনুমতি দেয়, কিন্তু এআয়াত কেবল মাত্র যুদ্ধ পরিস্থিতি সময়ের জন্য, এটা কেবল আক্রমণের সময় আত্মরক্ষার অর্থে বলা হয়েছে। রক্ষণাত্মক যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধ ইসলামে বৈধ নয়। এই রক্ষণাত্মক যুদ্ধও কেবল একটি প্রতিষ্ঠিত রাজ্য (established state) করতে পারে। রাজ্য ব্যতিত কোন ব্যক্তি অথবা সংগঠনের জেহাদ ঘোষণার অধিকার নেই।

কুরআন বোঝার জন্য একটি মহত্বপূর্ণ কথা এই যে, কুরআন কোন আইনের বই নয়, কুরআন একটি দাওয়াতী (আহ্বায়ক) কেতাব। কুরআনের বাকশৈলী আইনি নয় বরং আবাহকের। আইনের ভাষা নির্দ্ধারণ করার ভাষা হয়। আইনের লেখায় বস্তু শাব্দিক রূপে বাঞ্ছিত হয়। পরন্তু আমন্ত্রণী লেখার ব্যাপার এরকম হয় না। আমন্ত্রণী লেখায় তার অর্থের প্রতি বিশেষ মনযোগ দিতে হয়। আমন্ত্রণমূলক লেখায় শব্দের মর্যাদা কেবল একটা মাধ্যম হয়ে যায়, যেখানে আইনের পুস্তকে শব্দ স্বয়ং নিজে নিজেই বাঞ্ছিত হয়ে যায়।

এর আর একটি দিক এই যে, আমন্ত্রণী লেখায় বিশেষত জোর দিয়ে উদ্দেশ্য সাধনের জন্য তীক্ষ্ণ শৈলী ব্যবহার করা হয়। আমন্ত্রণী লেখায় এমন

শব্দ প্রয়োগ করা হয় যা প্রত্যক্ষভাবে অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, কিন্তু আহ্বানের বাণীতে এই কঠোরতা বিবেকের উপর ছেড়ে দেওয়া হয়। এরকম কোন বাণীতে কঠোরতা দেখে তাকে আইনি কঠোরতার অর্থে নেওয়া সম্পূর্ণ না বোঝার কথা হবে। এই তত্ত্বদর্শিতার পরিণাম এই যে, আহ্বানের ভাষায় অধিকাংশ সময়ে এমন হয় যে, উহাতে এমন একটি কথা বলা হয় যা আইনি শৈলী অনুযায়ী অত্যন্ত কঠোর মনে হয়, কিন্তু আমন্ত্রণী শৈলী অনুযায়ী তা কেবল ধাক্কা দেওয়ার জন্য হয়ে থাকে, তা কেবল এজন্য যে, মনুষ্য প্রকৃতিকে জাগ্রত করা, তার মধ্যে লুকিয়ে থাকা ভাবকে গতিময় করা। একটি উদাহরণ দ্বারা একথা প্রমাণিত হয়।

পয়গম্বর মোহম্মদ (সঃ) এর জীবদ্দশায় দ্বিতীয় হিজরীতে বদরের যুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধ আক্রমনের সময় আত্মরক্ষার জন্য লড়েছিলেন। এই যুদ্ধে তিনি জয়লাভ করেন। যুদ্ধের পর বিরোধীপক্ষের ৭০ জনকে গ্রেফতার করেন। অতঃপর এদের যুদ্ধবন্দীরূপে মদীনায় আনা হয়। এই ঘটনার উপরে কুরআনের এই আয়াত অবতীর্ণ হয় "কোন পয়গম্বরের জন্য এ উপযুক্ত নয় যে, তাঁর কাছে কোন কয়েদী থাকে। যতক্ষণ না তারা যমীনের উপর ভালভাবে রক্তপাত না করে।" (৮:৬৭)

এই আয়াতের শব্দার্থ যদি আইনি অর্থে নেওয়া হয় তাহলে এর অর্থ এই হবে যে, যুদ্ধবন্দীদের অবশ্যই হত্যা করতে হবে। যেমন জানা যায় এই যুদ্ধবন্দী কুরআন অবতরণের সময় সম্পূর্ণভাবে মহম্মদ (সঃ) এর নিয়ন্ত্রণে ছিল। এই পরিস্থিতিতে এই আয়াতের অর্থ যদি আইনের ভাষায় হত তাহলে এতে এই শব্দ হওয়ার কথা ছিল যে, যে ৭০ জন ব্যক্তিকে তুমি যুদ্ধের ময়দান হতে বন্দী করে মদীনায় নিয়ে এসেছ এরা সবাই নিজ অপরাধের কারণে হত্যাযোগ্য। এজন্য সত্ত্বর এদের হত্যা করে এদের শেষ করে দাও। কিন্তু না কুরআনে এধরনের আয়াত অবতীর্ণ হয়েছে, না রসূল (সঃ) এই

আয়াতকে আইনি আয়াত মনে করে এর শব্দার্থ অনুযায়ী কার্যকরি করেছেন।

এই ঘটনা স্পষ্টরূপে বলছে যে, এই আয়াত তার প্রকাশিতব্য অর্থ অনুযায়ী বাঞ্ছিত ছিল না, বরং এ নিজ বাস্তবিকতা অনুযায়ী বাঞ্ছিত ছিল। এটা ভাষার কঠোরতর ব্যাপার ছিল যা এজন্য ছিল যে, যুদ্ধবন্দীর মধ্যে শোধরানোর ভাবনা উৎপন্ন হয়। অন্য অর্থে কুরানের উপরোক্ত আয়াতে যে কথা ছিল তা কোন আইনি আদেশ ছিল না বরং এ কেবল হ্যামারিং এর ভাষা (Language of hammering) ছিল। এই আয়াতের অর্থ অপরাধিদের শোধরানোর জন্য ছিল, না অপরাধীদের হত্যা। অতঃপর ওই কয়েদীদের মধ্যে অধিকাংশ ব্যক্তি পরে ইসলামের অন্তর্ভূক্ত হয়ে গিয়েছিল। উদাহরণ স্বরূপ সোহেল বিন আমর ইত্যাদি।

করণীয় কাজ

যারা কুরআনের মাধ্যমে সত্য অন্বেষণ করে তাদের কুরআন দ্বিসূত্র কার্যক্রম দেয়। নিজের জীবনে আল্লাহ্‌র মার্গ দর্শনের পূর্ণরূপে অনুশীলন এবং অপর মানুষের এই আসমানী কেতাব সম্পর্কে অবগত করানো। আসমানী মার্গদর্শনের প্রাথমিক সূচনা জ্ঞান অথবা আসমানী বাস্তবিকতার অন্বেষণ দ্বারা হয়। একজন মানুষ যখন কুরআনের মাধ্যমে সত্য অন্বেষণ করে তখন তার মধ্যে এক মানসিক বিপ্লব উৎপন্ন হয়। তার চিন্তা বদলে যায়, তার চাওয়া না চাওয়ার চাহিদা বদলে যায়। তার জীবন বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীন দুদিকেই এক নতুন দিব্য নকশা অঙ্কিত হয়ে যায়।

আল্লাহ্‌বোধের এই অভিব্যক্তি যে রূপে হয় তাকে যিকর (গুণগান) এবং ইবাদত (উপাসনা) আর উত্তম ব্যবহার এবং ঐশ্বরিক জীবন ইত্যাদি শব্দে প্রস্তুত করা হয়েছে। সত্য অন্বেষণ কোন যান্ত্রিক খোঁজ নয়। সত্যের খোঁজ জীবনের বাস্তবিকতার খোঁজ এবং যে ব্যক্তি জীবনের বাস্তবিকতার

খোঁজ পেয়ে যায় সে স্বয়ং নিজ প্রকৃতির শক্তিতে এক নতুন মানুষ হয়ে যায়। সত্যের খোঁজ কোন মানুষের জন্য এক জন্মের পর পূর্ণজন্ম নেওয়া। এই নূতন জীবন এমন এক বাড়ন্ত বৃক্ষের মত যা সর্বদা বাড়তেই থাকে যার বিকাশের যাত্রা কখনও সমাপ্ত হয় না।

কুরআনের মাধ্যমে যারা সত্য অন্বেষণ করে তাদের ব্যবহারিক কার্যক্রমের দ্বিতীয় অংশ ওটাই যাকে কুরআনে আল্লাহ্‌র প্রতি আবাহন বলা হয়েছে অর্থাৎ আসমানী সত্য অপরকে অবগত করানো। এই আবাহন প্রক্রিয়া অত্যন্ত গম্ভীর প্রক্রিয়া। এ পরিপূর্ণ ডেডিকেশন (dedication) চায়। এই দৃষ্টিকোণ থেকে একে জেহাদ ও বলা হয়েছে।

কুরআন অনুযায়ী জেহাদ সম্পূর্ণরূপে এক অরাজনৈতিক (Non Political) প্রক্রিয়া। আহ্বানকারী জেহাদের লক্ষ মানুষের অন্তর আর মনের পরিবর্তন সাধন। আর অন্তর ও মনের পরিবর্তন কেবল শান্তিপূর্ণ প্রচারের মাধ্যমে হয়ে থাকে, না কোন প্রকার বলপ্রয়োগ অথবা হিংসাত্মক কাজের মাধ্যমে।

কুরআনের কথায় মানুষ দিব্য মানুষ। (৩:৭৯) অর্থাৎ ওই মানুষ যে এই সংসারে খোদা ওয়ালা মানুষ হয়। যে বিশ্ব জগতের প্রতিপালকের প্রতি একাগ্র থেকে জীবন অতিবাহিত করে। পালন কর্তার পছন্দনীয় মানুষ হওয়ার এই প্রক্রিয়াকে কুরআনে তাজকীয়া (শুদ্ধিকরণ) (২:১৯) বলা হয়েছে। কুরআন অনুযায়ী জান্নাত (স্বর্গ) ওই ব্যক্তিদের জন্য যে এই পৃথিবীতে নিজের শুদ্ধিকরণ করে নিয়েছে, সে মুজাক্কা (শুদ্ধ) মানুষ হয়ে পরের জীবনে প্রবেশ করুক (ত্বাহা ঃ ৭৬)

তাজাকীয়ার অর্থ শুদ্ধিকরণ (Purification) অর্থাৎ আপন ব্যক্তিত্বকে অবাঞ্ছিত বস্তু হতে রক্ষা করা। ব্যক্তিত্বকে পবিত্র করার এই প্রক্রিয়া এক স্বাত্ত্বিক প্রক্রিয়া যা কখনও সমাপ্ত হয় না। কুরআনে আস্থাবানদের অন্তরে এই প্রক্রিয়া জীবনের শেষ মুহুর্ত পর্যন্ত গতিময় থাকে।

বাস্তবিকতা এটাই যে, প্রত্যেক মানুষ জন্ম অনুসারে মূল প্রকৃতির উপর জন্মগ্রহণ করে। জন্ম অনুযায়ী প্রত্যেক মানুষ মিষ্টার নেচার (Mr. Nature) হয়ে থাকে, কিন্তু জীবনে প্রতিদিন এমন অনুভূতি সামনে আসে যা তার প্রাকৃতিক ব্যক্তিত্বের উপর নেতিবাচক দাগ কাটতেই থাকে, ক্রোধ, বিদ্বেষ, ইর্ষা ও লোভ, ভেদাভেদ এবং অহংকার, অস্বীকার এবং বদলের ভাবনা এসব ওই নেতিবাচক দাগ। যা মানুষের প্রাকৃতিক ব্যক্তিত্ব দূষিত করতে থাকে। এমন পরিস্থিতিতে প্রত্যেক নারী ও পুরুষের কর্তব্য যে, সে আত্মনিরীক্ষণ (Introspection) এর মাধ্যমে নিজের শুদ্ধিকরণ করতে থাকুক, সে তার মনে পেতে থাকা দূষিত ব্যক্তিত্বকে প্রাকৃতিক ব্যক্তিত্বে পরিণত করতে থাকুক। প্রত্যেক মানুষের বাতাবরণ তাকে এক কন্ডিশন্‌ড (conditioned) মানুষ বানিয়ে দেয়। এখন প্রত্যেক ব্যক্তির করণিয় তাকে ডি-কন্ডিশনিং (de-conditioning) এর মাধ্যমে নিজেই নিজেকে পূনরায় মিঃ নেচার রূপে গড়ে তুলুক। এই মিঃ নেচারের কুরআনী নাম দিব্য ব্যক্তিত্ব অথবা আল্লাহ্‌র পছন্দনীয় মানুষ।

ওয়াহীদুদ্দীন খাঁন
skhan@goodwordbooks.com

১. সূরাহ আল ফাতিহা (উদ্বোধনী)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) সকল স্তুতি আল্লাহ্‌র জন্য যিনি নিখিল জগতের প্রতিপালক। (২) পরম করুণাময় ও দয়ালু। (৩) প্রতিফল দিবসের মালিক। (৪) আমরা তোমরারই উপাসনা করি এবং তোমারই সহায়তা চাই। (৫) আমাদের সোজাপথ দেখাও। (৬) তাদের পথ যাদের তুমি কৃপা করেছ। (৭) তাদের পথ নয় যারা তোমার ক্রোধের পাত্র, আর না তাদের পথ যারা সোজা পথ থেকে বেরিয়ে গেছে।

২. সূরাহ আল বাকারাহ (বকনা বাছুর)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু—

(১) আলিফ-লাম-মীম। (২) এটা আল্লাহ্‌র গ্রন্থ। এতে কোন সন্দেহ নেই, যারা তাঁকে ভয় করে তাদের জন্য আছে পথনির্দেশ। (৩) যে বিশ্বাস করে অদৃশ্য সত্যকে এবং নামায প্রতিষ্ঠিত করে, আর যা কিছু আমরা তাকে দিয়েছি সে তা থেকে খরচ করে। (৪) আর যে বিশ্বাস করে ওর উপর যা অবতারিত তোমাদের উপর করেছি (কুরআন) এবং যা তোমার পূর্বে অবতরণ করা হয়েছিল। আর যারা পরলোক বিশ্বাসী। (৫) এধরনের লোকেরা আপন প্রতিপালকের পথ পেয়ে গেছে এবং তারাই সফল হবে।

(৬) যারা (একথা) অবজ্ঞা করে তাদের জন্য সমান তুমি তাদের ভয় দেখাও আর ভয় না দেখাও। তারা মানবে না। (৭) আল্লাহ্ তাদের অন্তর ও কান সীল করে দিয়েছেন, আর তাদের চোখের উপর পর্দা আছে, ওদের জন্য কঠোর শাস্তি নির্দ্ধারিত।

(৮) আবার মানুষের মধ্যে এমন কিছু আছে যারা বলে আমরা ঈমান

এনেছি (বিশ্বাস করেছি) আল্লাহ্কে এবং পরলোকের দিনকে, কিন্তু বাস্তব এটাই তারা বিশ্বাসী নয়। (৯) তারা আল্লাহ্কে ও বিশ্বাসীদের ধোকা দিতে চায়, কিন্তু তারা কেবল নিজেই নিজেকে ধোকা দিচ্ছে আর তারা এটা বুঝতে পারছে না। (১০) তাদের অন্তরে ব্যাধি আছে আল্লাহ্ তাদের ব্যাধি বাড়িয়ে দিয়েছেন আর তাদের জন্য, কষ্ট দায়ক যন্ত্রণা, কারণ তারা মিথ্যা বলত। (১১) আর যখন তাদের বলা হয় যে, পৃথিবীতে ফাসাদ (বিশৃংখলা) কোরো না তখন তারা উত্তর দেয় আমরাতো শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে চাই। (১২) সাবধান! বাস্তবে এরাই বিশৃংখলা সৃষ্টি কারী কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। (১৩) আর যখন তাদের বলা হয় তুমি ও ওদের মত বিশ্বাসী হও (নিষ্ঠাবান হয়ে যাও) যেভাবে অন্যেরা বিশ্বাসী হয়ে গেছে তখন সে বলে আমি কি ওরকম বিশ্বাসী হয়ে যাব যেরকম বিশ্বাসী মূর্খ লোকেরা হয়ে গেছে। সাবধান! মূর্খ স্বয়ং এরাই কিন্তু তারা জানে না। (১৪) আর যখন তারা বিশ্বাসীদের সাথে মিলিত হয় তখন বলে আমরাও বিশ্বাস করেছি, আর যখন তারা নিজেদের শয়তানদের সান্নিধ্যে যায় তখন বলে আমরা তোমাদের সঙ্গেই আছি, আমরাতো ওদের সাথে কেবল উপহাস করি। (১৫) আল্লাহ্ ওদের সাথে উপহাস করছেন আর তিনি তাদের বিদ্রোহের অবকাশ দিচ্ছেন। তারা পথহারা হয়ে ঘুরছে। (১৬) এরা সেই লোক যারা সঠিক পথের পরিবর্তে পথভ্রষ্টতা ক্রয় করছে ফলে তাদের ব্যবসা লাভজনক হয়নি এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়নি।

(১৭) তাদের উদাহরণ এমন যেমন এক ব্যক্তি আগুন জ্বালাল, আগুন যখন তার আশপাশ আলোকিত করল, তখনই আল্লাহ্ তাদের চোখের আলো ছিনিয়ে নিলেন, এবং তাকে অন্ধকারে ছেড়ে দিলেন তখন তারা আর কিছুই দেখতে পায় না। (১৮) তারা বধির, বোবা ও অন্ধ এখন এরা সঠিক পথে

ফিরে আসতে পারে না। (১৯) অথবা তাদের উদাহরণ এরকম যেমন আকাশ থেকে মূষলধারায় বৃষ্টি পড়ছে, ওতে অন্ধকার ও বজ্র-বিদ্যুৎ তারা বজ্রপাতের শব্দে ভীত হয়ে মৃত্যু হতে বাঁচার জন্য কানে আঙুল দিয়ে রাখছে, বস্তুতঃ আল্লাহ্ অবজ্ঞাকারীদের ঘেরাও করে নিয়েছেন। (২০) বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি কেড়ে নেওয়ার উপক্রম করে, যখনই বিদ্যুৎ ঝলক মেরে ওঠে তখন তারা পথ চলতে থাকে, আবার যখন তাদের উপর অন্ধকার নেমে আসে তখন তাদের চলা থেমে যায়। আর আল্লাহ্ ইচ্ছা করলে তাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি ছিনিয়ে নিতে পারতেন। বাস্তব এই যে, আল্লাহ্ সবকিছুই করার সামর্থ্য রাখেন।

(২১) হে মানুষ! তোমার প্রভুর দাসত্ব করো যিনি তোমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তাদেরও যারা তোমার পূর্বে চলে গেছে, যাতে তোমরা নরকের অগ্নী (জাহান্নামের আগুন) থেকে বাঁচতে পারো। (২২) তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা ও আকাশকে ছাদ বানিয়েছেন, এবং আকাশ থেকে বৃষ্টিধারা বর্ষন করেছেন, এবং তা থেকে সকল প্রকার ফল তৈরী করেছেন তোমাদের জীবিকারূপে। অতএব তোমরা কাউকে আল্লাহ্র সমকক্ষ বানিওনা যখন তোমরা জানো। (২৩) আর আমি আমার বান্দার উপর যে বানী অবতরণ করেছি (কুরআন) সে সম্মধ্যে তোমাদের মনে যদি কোন সন্দেহ হয় তাহলে তার আদলে একটি সুরাহ রচনা করে দেখাও আর ডেকে নাও তোমাদের সমর্থকদের, আল্লাহ্ ব্যতিত, যদি তোমরা সঠিক হও। (২৪) আর যদি তোমরা এরকম করতে না পার এবং কখনই করতে পারবে না তাহলে ভয় কর সেই আগুনের যার জ্বালানী হবে মানুষ ও পাথর, যা অবজ্ঞাকারীদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে। (২৫) আর সু-সংবাদ দাও ওই লোকদের যারা বিশ্বাসী ও সৎকর্ম করেছে একথার যে, তাদের জন্য এমন উদ্যান থাকবে যার পাদদেশ

দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, যখনই তাদের ওই উদ্যান হতে কোন ফল খাওয়ার জন্য মিলবে তখন তারা বলবে, এটাতো ওই ফল যা ইতিপূর্বে আমাদের দেওয়া হয়েছিল, তাদেরকে একই আকৃতির বস্তু মিলবে, এবং ওদের জন্য সেখানে পবিত্র সঙ্গিনীও থাকবে, এবং তারা সেখানে চিরকাল বাস করবে।

(২৬) আল্লাহ্ এতে লজ্জাবোধ করেন না যে, তিনি মশার উদাহরণ বর্ণনা করুন বা এর চেয়েও কোন ছোট জিনিষের। যারা বিশ্বাসী তারা জানে যে, সত্য তার পালনকর্তার নিকট হতে, আর যারা অস্বীকার করে তারা বলে এই উদাহরণ বর্ণনার দ্বারা আল্লাহ্ কি চাইছেন? আল্লাহ্ এর মাধ্যমে অনেককে বিপথগামী করেন, এবং অনেককে এর মাধ্যমে পথের সন্ধান দেন, আর তিনি তাদেরকেই বিপথগামী করেন যারা অবজ্ঞাকারী। (২৭) যে আল্লাহ্র সঙ্গে নিজকৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর সেই জিনিষ ভাঙে যা আল্লাহ্ গড়ার আদেশ দিয়েছেন, আর পৃথিবীতে বিশৃংখলা সৃষ্টি করে, এরাই সেই লোক যারা ক্ষতিগ্রস্থ। (২৮) তোমরা কিভাবে আল্লাহ্কে অস্বীকার করো, তোমরা প্রাণহীন ছিলে, তারপর তিনিই তোমাদের জীবন দান করলেন, ফের তিনি তোমাকে মৃত্যু দিবেন, ফের জীবিত করবেন, ফের তাঁর কাছেই তোমার প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৯) তিনিই যিনি তোমাদের জন্য সব কিছুই তৈরী করেছেন যা কিছু পৃথিবীতে আছে, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোনিবেশ করলেন এবং সপ্ত আকাশ সুষমভাবে তৈরী করলেন, আর তিনি সবকিছুই জানেন।

(৩০) আর যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাগণকে বললেন আমি পৃথিবীতে এক খলীফা (উত্তরাধিকারী) বানাব; দেবদূতগণ বলেছিল : তুমি কি পৃথিবীতে এমন কাউকে বসাতে চাও যে ওখানে বিশৃংখলা করবে আর রক্তপাত ঘটাবে।

আমরাতো তোমার স্তূতি করি এবং তোমার পবিত্রতা বর্ণনা করি। আল্লাহ্ বললেন—আমি যা জানি তোমরা তা জানো না।

(৩১) এবং আল্লাহ্ শিখিয়ে দিলেন আদমকে সমস্ত নাম, ফের তাঁকে দেবদূতদের সম্মুখে এনে বলেন যদি তোমরা সত্য হও তাহলে এদের নামগুলো বল। (৩২) দেবদূতগণ বলল তুমিই পবিত্র। আমরা কেবল ওটাই জানি যা তুমি আমাদের বলেছ। নিঃসন্দেহে তুমিই জ্ঞানী এবং পরম প্রাজ্ঞ। (৩৩) আল্লাহ্ বললেন হে আদম! ওদের বলো ওই লোকদের নাম, আদম যখন ওদের বললেন ওই লোকদের নাম, তখন আল্লাহ্ বললেন আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আকাশ ও পৃথিবীর ভেদ আমিই জানি। আর আমি জানি তোমরা যা কিছু প্রকাশ করো আর যা কিছু গোপন করো।

(৩৪) আর যখন আমরা দেবদূতদের বললাম যে আদমকে সেজদা কর, তখন তারা সেজদা করল। কিন্তু ইবলিস সেজদা করল না। সে অবজ্ঞা করল এবং অহংকার করল এবং সে অবজ্ঞাকারীদের দলভূক্ত হয়ে গেল। (৩৫) আর আমি বললাম হে আদম! তুমি আর তোমার পত্নী দুজনেই জান্নাতে (স্বর্গের উদ্যানে) থাক এবং এর মধ্যে যখন যেখানে খুশি সেখান থেকে খাও। তবে ওই বৃক্ষের নিকটে যেওনা অন্যথায় তোমরা অত্যাচারীদের দলভূক্ত হয়ে যাবে। (৩৬) অতঃপর শয়তান (ইবলিস) ওই বৃক্ষের মাধ্যমে দুজনকেই বিচলিত করে তুলল এবং তাদের ওই আনন্দময় জীবন হতে বার করে দিল যেখানে তারা ছিল। আর আমি বললাম তোমরা সবাই নেমে যাও এখান হতে তোমরা একে অপরের শত্রু হবে, এবং তোমাদের পৃথিবীতে থাকতে হবে, কাজ করতে হবে একটি নির্দিষ্ট সময় অবধি। (৩৭) আদম তখন তার প্রভূর নিকট হতে কয়েকটি বুলি শিখে নেয়। অতঃপর তিনি তাঁকে কৃপা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমা প্রার্থীর ক্ষমা স্বীকার করেন,

তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (৩৮) অতঃপর আমি বললাম তোমরা সবাই এখান থেকে নেমে যাও। অনন্তর যদি আমর পক্ষ হতে তোমাদের নিকটে কোন নির্দেশনা যায় তাহলে যারা আমার নির্দেশনা অনুসরণ করবে তাদের কোন ভয় বা দুঃখ থাকবে না। (৩৯) আর যারা অবজ্ঞা করবে এবং আমার নিদর্শনগুলি মিথ্যা বলবে তারাই নরকের অধিবাসী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(৪০) হে ঈসরায়িলের সন্তান! আমার সেই উপকার স্মরণ কর যা অমি তোমাদের করেছি, আর আমার অঙ্গীকার পূরণ কর। আমিও তোমাদের অঙ্গীকার পূরো করব, আর আমাকেই ভয় কর। (৪১) আর বিশ্বাস স্থাপন কর ওই জিনিষের (কুরআন) উপর যা আমি পাঠিয়েছি। তোমাদের নিকট যে গ্রন্থ আছে তা বিশ্বাস করেও, আর তোমরা তার প্রথম মিথ্যা প্রতিপন্নকারী হয়ো না। আর আমার আয়াতকে বিক্রি করে সামান্য মূল্য গ্রহণ কোরো না। আর আমাকেই ভয় কর। (৪২) আর সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত কোরো না, আর জেনে শুনে সত্য গোপন কোরো না। (৪৩) নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, এবং অবনতকারীদের সাথে অবনত হও। (৪৪) তোমরা মানুষকে সৎকাজ করতে বল আর নিজের ক্ষেত্রে ভূলে যাও। অথচ তোমরা গ্রন্থ পাঠ কর। তোমরা কি বোঝ না? (৪৫) ধৈর্য্য ও নামাযের সাহায্য নাও নিঃসন্দেহে এ খুব কঠিন। কিন্তু ওই লোকদের জন্য নয়, যারা ভয় করে। (৪৬) যারা মনে করে যে, তাকে নিজ প্রভূর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে এবং তাকে তাঁরই নিকটে ফিরে যেতে হবে।

(৪৭) হে ঈসরায়িলের সন্তান! আমার সেই উপকারের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং একথার যে, আমিই তোমাদের বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (৪৮) এবং ওই দিনকে ভয় কর যখন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, না ওর তরফে কোন সুপারিশ

(recommendation) গৃহিত হবে। আর না তার বিনিময়ে কিছু নেওয়া হবে আর না তাদের (অপরাধীদের) কোন সাহায্য করা হবে। (৪৯) আর (স্মরণ কর) যখন আমরা তোমাদের ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলাম, সে তোমাদের নির্যাতন করত। তোমাদের পুত্রদের হত্যা করত আর তোমাদের কন্যাদের জীবিত রাখত, এর মধ্যে তোমাদের প্রভূর এক বিরাট পরীক্ষা ছিল। (৫০) আর (স্মরণ কর ওই সময়) যখন আমি সমুদ্রকে বিভক্ত করে তোমাদের পার করিয়েছিলাম। অতঃপর তোমাদের বাঁচিয়ে ফেরাউনের লোকদের ডুবিয়ে দিলাম, আর তোমরা দেখছিলে। (৫১) আর যখন আমি মূসাকে অঙ্গীকার করলাম চল্লিশ রাতের জন্য, আর তার অনুপস্থিতিতে তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিলে তোমরা অত্যাচারী ছিলে। (৫২) এরপরেও আমরা তোমাদের ক্ষমা করলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (৫৩) আর যখন আমি মূসাকে গ্রন্থ দিলাম এবং ফয়সালাকারী বস্তু যাতে তোমরা দিক-নির্দ্দেশনা পাও। (৫৪) আর যখন মূসা তার জাতিকে বলেছিল হে আমার জাতি! তোমরা বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিজেদের উপর বড় অন্যায় করেছ। এখন আপন সৃষ্টিকর্তার দিকে মনোযোগ দাও এবং অপরাধীদের নিজ হাতে হত্যা কর। এটা তোমাদের জন্য তোমাদের সৃষ্টিকর্তার নিকটে কল্যাণকর। আল্লাহ্ তোমাদের তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) স্বীকার করেছেন, নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল। পরম দয়ালু। (৫৫) আর যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা! আমরা তোমাকে বিশ্বাস করব না যতক্ষণ না আমরা আল্লাহ্কে প্রকাশ্যে দেখতে পাব। তখনই তোমাদের উপর বজ্রপাত হল আর তোমরা তা দেখছিলে। (৫৬) তারপর তোমাদের মৃত্যুর পর আবার তোমাদের জীবিত করেছিলাম যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৫৭) আর আমরা তোমাদের উপর মেঘের ছায়া দিয়েছিলাম,

এবং তোমাদের জন্য মান্না এবং সালওয়া (এক বিশেষ উপকারী খাদ্য) পাঠিয়েছিলাম "আমার দেওয়া উত্তম খাবার খাও" তারা আমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারেনি বরং তারা নিজেদের ক্ষতি করতে লাগল।

(৫৮) আর যখন আমি বলেছিলাম "এই জনপদে প্রবেশ করে যেখান থেকে চাও খাওয়া দাওয়া কর, আর মাথা নত করে এর প্রবেশ দ্বার দিয়ে প্রবেশ কর আর বলতে থাক হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের পাপ সমূহ মার্জনা কর। আমি তোমাদের পাপ সমূহ দূর করে দেব আর উত্তম কাজ সম্পন্নকারীদের আরো অধিক দেব। (৫৯) কিন্তু অত্যাচারীরা একথা বদলে দিল যা তাদের বলা হয়েছিল। তাই তাদের অবাধ্যতার কারণে আকাশ থেকে শাস্তি অবতরণ করলাম। (৬০) আর স্মরণ কর ওই সময়। যখন মূসা তাঁর জাতির জন্য পানি চেয়েছিল, তখন আমি বলেছিলাম তোমার লাঠি পাথরে আঘাত কর তখন তাহতে প্রবাহিত হল বারটি স্রোত। প্রত্যেক দল তাদের পানি পানের জায়গা চিনে নিল। খাও ও পান কর আল্লাহ্‌র দেওয়া জীবিকা হতে এবং পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টিকারী হয়ে বিচরণ কোর না। (৬১) এবং স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে হে মূসা ! আমরা একই প্রকার খাবারে সন্তুষ্ট নই। তোমার প্রভূকে আমাদের জন্য বল যে, তিনি আমাদের জন্য বার করুন যা মাটি থেকে উৎপন্ন হয়, সবজী, শসা, গম, মুসুর এবং পেয়াজ। মূসা বললেন তোমরা কি এক উত্তম জিনিষের পরিবর্তে সাধারণ জিনিষ চাও তাহলে কোন এক শহরাঞ্চলে চলে যাও তোমরা যা চাইছ সেখানে পেয়ে যাবে, তাদের উপর লাঞ্ছনা ও দারিদ্র এঁটে দেওয়া হল আর তারা আল্লাহর ক্রোধভাজন হয়ে গেল। তাদের এই পরিণতির কারণ তারা আল্লাহ্‌র নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করত ও দূতকে অকারণে হত্যা করত। তাদের এই পরিণতির কারণ তারা অবজ্ঞা করেছিল এবং তারা সীমার মধ্যে থাকেনি।

(৬২) নিঃসন্দেহে যারা মুসলমান হয়েছে, যারা ইহুদী হয়েছে এবং খৃষ্টান ও সাবেয়ী (নক্ষত্র পূজারী) এদের মধ্যে যে ব্যক্তি আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করে এবং পরকাল বিশ্বাস করে আর সৎকাজ করে তাদের জন্য তাদের প্রভূর নিকট ভাল প্রতিফল আছে, আর তাদের জন্য না কোন ভয় আছে আর না কোন দুঃখ।

(৬৩) যখন আমরা তোমাদের কাছে প্রতিশ্রুতি নিয়েছিলাম এবং তূর পাহাড় তোমাদের উপর তুলে ধরেছিলাম, তোমাদের যা দিয়েছি তা শক্ত করে ধরে রাখ আর ওতে যা কিছু তা মনে রাখ যাতে তোমরা বাঁচো। (৬৪) তার পরেও তোমরা ফিরে গেলে। যদি আল্লাহ্‌র দয়া ও অনুগ্রহ তোমাদের প্রতি না থাকত তাহলে অবশ্যই তোমরা ধ্বংস হয়ে যেতে। (৬৫) আর তাদের অবস্থা তোমরা তো জানো যারা শনিবার সম্পর্কে আল্লাহ্‌র আদেশ লঙ্ঘন করেছিল তখন আমরা তাদের বলেছিলাম তোমরা অপমানিত বাঁদর হয়ে যাও। (৬৬) অতঃপর আমরা এটাকে শিক্ষাপ্রদ করেদিলাম ওই লোকদের জন্য যারা সেখানে ছিল এবং পরবর্তি বংশধরদের জন্য। আরা আমরা এতে শিক্ষা রেখেছি যারা ভয় করে তাদের জন্য।

(৬৭) যখন মূসা তার জাতিকে বলল যে, আল্লাহ্ তোমাদের আদেশ দিচ্ছেন একটি গাভী জবাই কর। তারা বলল তুমি কি আমাদের সাথে ঠাট্টা করছ। মূসা বললেন আমি আল্লাহ্‌র নিকট আশ্রয় চাই মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া থেকে। (৬৮) তারা বলল তোমার প্রতিপালকের নিকট জিজ্ঞাসা করো যেন তিনি আমাদের বলে দেন যে, ওই গাভী কেমন হবে। মূসা বললেন-আল্লাহ্ বলছেন ওই গাভী না বুড়ি হয় আর না বাচ্চা এর মধ্যবর্তী হবে। এখন করে ফেল যে আদেশ তোমাদের মিলেছে। (৬৯) আবার তারা বলল আপন প্রতিপালকের নিকটে নিবেদন কর তিনি বলেদিন তার রং

কেমন হবে। মূসা বললেন-আল্লাহ্ বলছেন সেটি গাঢ় হলুদ বর্ণের হবে সেটি দেখতে খুবই সুন্দর হবে। (৭০) আবার তারা বলতে থাকল তোমার প্রতিপালককে জিজ্ঞাসা কর তিনি আমাদের বলে দিন সেটি কেমন হবে? কেন না গাভীতে আমাদের সন্দেহ হচ্ছে। আর আল্লাহ্ চাইলে অবশ্যই আমরা সঠিক দিক-নির্দেশনা পাব। (৭১) মূসা বললেন—আল্লাহ্ বলছেন সেটা এমন গাভী হবে যে, পরিশ্রম কারী হবে না, ভূমি চাষ বা ক্ষেতে পানি দেওয়ার কোনটাই করে না, সম্পূর্ণ নিখুঁত তার গায়ে কোন দাগ থাকবে না। বলল এবার তুমি ঠিক বলেছ। অতঃপর তারা ওকে জবাই করল। যদিও কাজটি তারা করতে পারবে বলে মনে হচ্ছিল না। (৭২) আর যখন তুমি এক ব্যক্তিকে মেরে ফেললে এবং তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করছিলে, আর আল্লাহ্ সেটাকে প্রকাশ করে দিতে চাইছিলেন যা তোমরা গোপন করছিলে। (৭৩) তখন আমরা আদেশ দিয়েছিলাম যে, মারো ওই মৃতকে জবাইকৃত গাভীর একটি টুকরো দিয়ে। এভাবেই আল্লাহ্ মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি তোমাদের নিজের নিদর্শন দেখান যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৭৪) এরপর তোমাদের মন আবার কঠিন হয়ে গেল। তা যেন পাথর বা তার চেয়েও কঠিন। পাথরের মধ্যে কিছু এমন পাথরও হয় যা থেকে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত হয়। কিছু পাথর ফেটে তা থেকে পানি বের হয় আবার এমন পাথরও আছে যা আল্লাহ্র ভয়ে নিচে ধসে পড়ে। আর আল্লাহ্ অনভিজ্ঞ নন যা তোমরা কর।

(৭৫) তুমি কি আশাকর যে? তোমাদের কথায় বিশ্বাস করবে। যদিও ওদের মধ্যে এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহ্র বানী শুনত আবার তা জেনে শুনে বিকৃত করত। (৭৬) যখন তারা বিশ্বাসীদের সঙ্গে সাক্ষাৎ করত

তখন বলত আমরা বিশ্বাস করি। আর যখন নিজেরা পরস্পর একান্তে মিলিত হত তখন বলত আল্লাহ্ তোমাদের নিকটে যা প্রকাশ করেছেন তা কি তোমরা ওদের কাছে বল নাকি? তাহলে তো তারা এটা দিয়ে তোমাদের প্রভূর কাছে তোমাদের বিরুদ্ধে তর্ক-বিতর্ক করবে। তোমরা কি বুঝতে পার না। (৭৭) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ্ সবই জানেন যা তরা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে।

(৭৮) আর ওর মধ্যে নিরক্ষর যারা জানে না গ্রন্থকে কিন্তু অভিলাষা। তাদের নিকটে কল্পনা ছাড়া আর কিছু নেই। (৭৯) অতঃপর ওদের জন্য ধ্বংস যারা নিজের হাতে গ্রন্থ লেখে আর বলে এ আল্লাহ্র নিকট থেকে এসেছে। যাতে এর মাধ্যমে কিছু অর্থ সংগ্রহ করতে পারে। অতঃপর তাদের উপর ধ্বংসের কারণ যা তাদের হাত লিখেছে এবং তাদের উপরেও ধ্বংস যারা এর মাধ্যমে উপার্জন করেছে। (৮০) আর তারা বলে নরকের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না হাতে গোনা কয়েকদিন ছাড়া। বলো তোমরা কি আল্লাহ্র নিকট হতে কোন অঙ্গিকার নিয়েছ যে, আল্লাহ্ তাঁর অঙ্গীকারের বিরোধ করবেন না। অথবা আল্লাহ্ সম্পর্কে এমন কথা বলো যার জ্ঞান তোমাদের নেই। (৮১) বস্তুত যারা কোন পাপ করে এবং তাদের পাপ তাদেরকে ঘিরে রাখে তাহলে ওই লোকেরাই নরকবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৮২) আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই স্বর্গবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(৮৩) আর যখন আমি ইস্রায়িল এর সন্তানদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম যে, তোমরা আল্লাহ্ ছাড়া কাউকে উপসনা করবে না, এবং তোমরা মাতা পিতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করবে, আত্মীয় স্বজনের সাথে, অনাথ ও গরীবদের সাথে, আর মানুষের সাথে ভাল কথা বলবে, এবং

নামায প্রতিষ্ঠা কর, যাকাত আদায় কর, কিন্তু তোমরা একথা শুনলেনা অল্প কিছু লোক ছাড়া। আর তোমরা কথা দিয়ে তা থেকে হটে যাওয়া লোক।

(৮৪) আর যখন আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলাম যে, তোমরা নিজেদের মধ্যে রক্তপাত করবে না এবং নিজেদের লোকজনকে ঘরছাড়া করবে না। তখন তোমরা বচন দিয়েছিলে আর তোমরাই তো তার স্বাক্ষী। (৮৫) তারপর এই তোমরাই নিজেদের লোকদের হত্যা করছ এর নিজেদেরই একটি দলকে তাদের শহর থেকে বের করে দিচ্ছ। তাদের বিরুদ্ধে তাদের শত্রুদের সাহায্য করছ পাপ ও অন্যায়ের সাথে। আর যদি তারা তোমাদের নিকটে বন্দী হয়ে আসে তাহলে তোমরা জরিমানা (অর্থদন্ড) নিয়ে তাদেরকে ছেড়ে দিচ্ছ। অথচ তাদের বের করে দেওয়াটাই তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ ছিল (হারাম ছিল)। তোমরা কি আল্লাহ্‌র গ্রন্থ কিছু অংশ মানো আর কিছু অংশ অমান্য কর। অতএব তোমাদের মধ্যে যারা এরূপ করে তার শাস্তি এছাড়া আর কি হতে পারে যে, তাদের পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনা আর কেয়ামত (পুনরুত্থান দিবস) এর দিনে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করা। তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ্ সবই জানেন। (৮৬) এরাই সেই লোক যারা পরলোকের বদলে পার্থিব জীবন ক্রয় করেছে। অতএব না তাদের শাস্তি কম করা হবে আর না তাদের কোন সাহায্য করা হবে।

(৮৭) আমি মূসাকে গ্রন্থ দিয়েছি এবং তারপরে একে একে পয়গম্বর (বার্তা বাহক) পাঠিয়েছি। মরিয়মের পুত্র ঈসাকে স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি এবং পবিত্র আত্মার (জিব্রাঈল) মাধ্যমে তাকে সহায়তা করেছি। তবে কি যখনই কোন রসূল তোমাদের কাছে তোমাদের অমনপূত বিষয় নিয়ে এসেছে তখন তোমরা নিজেদেরকে বড় মনে করেছ? অতঃপর তোমরা একদলকে অবিশ্বাস করেছ আর একদলকে হত্যা করে দিয়েছ। (৮৮) আর ইহুদীরা

বলে আমাদের হৃদয় বন্ধ। না, বরং আল্লাহ্ তাদের অবজ্ঞার কারণে তাদের উপর অভিসম্পাত পাঠিয়েছেন। একারণে তারা খুবই কম বিশ্বাস করে।

(৮৯) আর যখন ওদের নিকটে আল্লাহ্র তরফ হতে একটি গ্রন্থ এল যা তাদের নিকট বিদ্যমান গ্রন্থের সত্যতা স্বীকারকারী, আর এর পূর্বে ওরা স্বয়ং অমান্যকারীদের বিরুদ্ধে বিজয় প্রার্থনা করত। আর যখন ওদের নিকট সেই জিনিষ এল যাকে ওরা চিনতে পেরেছিল তখন ওরা তাকে অবিশ্বাস করল। অতএব আল্লাহ্র অভিসম্পাত অস্বীকারকারীদের উপর। (৯০) কত খারাপ জিনিষ ওটা যার বিনিময়ে ওরা নিজের প্রাণের সওদা করে যে, তারা অস্বীকার করছে আল্লাহ্র অবতরণ করা বাণীকে এই গোঁয়ার্তুমির কারণে। আল্লাহ্ আপন কৃপা ও দয়া আপন বান্দাহদের উপর যাকে খুশি তার উপর বর্ষন করেন। অতএব তারা ক্রোধের উপর ক্রোধের পাত্র হয়েছে আর অস্বীকারকারীদের উপর রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(৯১) আর যখন তাদের বলা হয় ওই বানী বিশ্বাস করো যা আল্লাহ্ অবতরণ করেছেন তখন তারা বলে আমরা ওটাই বিশ্বাস করি যা আমাদের উপর অবতারিত হয়েছে। আর তারা ওটাকে অবিশ্বাস করে যা তাদের পরে অবতারিত হয়েছে, যদিও তা সত্য এবং তাদের কাছে যা আছে তারও সমর্থক। বলো যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাক তাহলে ইতিপূর্বে যে দূতগণ এসেছিল তাদের কেন হত্যা করতে? (৯২) আর মূসা তোমাদের দিকট স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। কিন্তু তোমরা তার পিছনে বাছুরকে উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিলে, আর তোমরা অত্যাচারী। (৯৩) আর যখন আমরা তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিয়েছিলাম আর তূর পাহাড়কে তোমাদের উপর দাঁড় করিয়েছিলাম যে আদেশ আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম তাকে দৃঢ়তার সঙ্গে ধরো, আর শোন। তারা বলল-আমরা শুনলাম কিন্তু মানলাম না।

আর তাদের অস্বীকার এর কারণে বাছুর তাদের অন্তরে বদ্ধমূল হয়েছিল। বলো! যদি তোমরা বিশ্বাসী হয়ে থাকো তাহলে কত খারাপ ওই জিনিষ, যা তোমার বিশ্বাস তোমাকে শেখায়। (৯৪) বলো! যদি আল্লাহ্‌র নিকটে পরলোকের ঘর বিশেষ রূপে তোমাদের জন্য হয়, অন্যদের ছেড়ে তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৯৫) কিন্তু ওরা কখনই এর কামনা করবে না, এর কারণ যা তারা নিজের পূর্বে পাঠিয়ে দিয়েছে। আল্লাহ্ এই অত্যাচারীদের কথা ভাল করেই জানেন। (৯৬) আর তুমি তাদের জীবনের প্রতি সবচেয়ে অধিক লোভী পাবে, তাদের চেয়েও অধিক যারা অংশীবাদী তাদের মধ্যে প্রত্যেকে চায় যে সে হাজার বৎসর আয়ু পায়, যদিও এতদিন বেঁচে থেকেও তারা শাস্তি হতে বাঁচতে পারবে না। আর আল্লাহ্ দেখছেন তারা যা করছে।

(৯৭) বলো, যে জিব্রাঈল (আল্লাহ্‌র বাণী পয়গম্বরের নিকট যে দূত নিয়ে এসেছেন) এর বিরোধী, তিনিই তো এই বাণী আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশে তোমার হৃদয়ে অবতারিত করেছেন, তিনি তারও সত্যতা স্বীকার করেন যা এর পূর্বে ছিল এবং তা বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও শুভ সূচনা। (৯৮) যে আল্লাহ্‌র, তাঁর দেব দূত (ফেরেশতা), এবং রসূলদের এবং জিব্রাঈল ও মিকাইল (দেব দূতের নাম) এর শত্রু তাহলে আল্লাহ্ এমন অবজ্ঞাকারীদের শত্রু। (৯৯) আর আমরা তোমার উপরে স্পষ্ট নিদর্শন সমূহ অবতীর্ণ করেছি আর কেউ তা অস্বীকার করতে পারবে না কিন্তু ওরা যারা সীমা লঙ্ঘনকারী। (১০০) তাহলে কি যখনই তারা কোন প্রতিজ্ঞা করেছে তখনই তাদের কোন না কোন দল তা ভঙ্গ করেছে? আসলে তাদের অধিকাংশেরই প্রকৃত বিশ্বাস নেই। (১০১) আর যখন ওদের নিকটে আল্লাহর পক্ষ হতে একজন বার্তাবাহক এসেছেন যিনি তাদের কাছে বিদ্যমান গ্রন্থের সত্যতা স্বীকার করেন, তখন

ওই লোকেরা যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছিল আল্লাহর কিতাবকে এমনভাবে পিছনে ফেলে দিয়েছে যেন তারা তা জানেই না।

(১০২) আর তারা ওই জিনিষের পিছনে পড়ে গেল যা শয়তান সোলেমান এর রাজ্যের নাম নিয়ে পড়ত। যদিও সোলেমান অস্বীকারকারী ছিলেন না বরং এই শয়তানই ছিল অস্বীকারকারী। সে মানুষকে জাদু শেখাত। এবং সে ওই জিনিষের পিছনে পড়ে গেল যা বাবেলে দুই ফেরেশতা হারুত ও মারুত এর উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল, তাদের ব্যাপার এই ছিল যে, যখনই তারা কাউকে এ জিনিষ শেখাত তখন পূর্বেই বলে নিত যে, আমরা কেবল এক পরীক্ষা। অতএব তুমি অস্বীকারকারী হয়ো না। কিন্তু তারা তাদের নিকট ওই জিনিষ শিখত যার দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটাতে পারে। যদিও আল্লাহ্‌র নির্দ্দেশ ছাড়া এ দ্বারা কারো কোন ক্ষতি করতে পারত না। আর তারা এমন জিনিষ শিখত যা দ্বারা তাদেরই ক্ষতি হত, লাভ হত না, আর তারা জানত যারা এর খরিদ্দার পরলোকে (কল্যানের) কোন অংশ তাদের নেই। কত খারাপ জিনিষ যার বদলে তারা নিজেদের বিক্রি করে দিয়েছে। যদি! তারা এটা বুঝত। (১০৩) আর যদি তারা বিশ্বাসী হয়ে যেত এবং আল্লাহ্‌কে ভয় করত তাহলে আল্লাহ্‌র তরফ হতে উত্তম প্রতিফল পেত। যদি! তারা এটা বুঝত।

(১০৪) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা ‘রায়না’ (আমাদের দিকে লক্ষ কর, অবজ্ঞাকারীরা এই বাক্য বদলে ‘রাইনা’ অর্থাৎ আমাদের চারণ বলত) বোলনা বরং ‘উনযুরনা’ (আমাদের প্রতি খেয়াল করুন) বলো আর শোন। অবজ্ঞাকারীদের জন্য পীড়াদায়ক শাস্তি আছে। (১০৫) যারা অবজ্ঞা করেছে, সে কিতাবধারীই হোক বা বহুদেববাদী তারা চায় না যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রতিপালকের তরফ হতে কোন কল্যান আসুক। আল্লাহ্ যাকে ইচ্ছা করেন নিজ অনুগ্রহের

পাত্র হিসাবে বেছে নেন। আল্লাহ্ পরম দয়াবান। (১০৬) আমরা যে আয়াত রহিত কিংবা বিস্মৃত করি তাহলে তার চেয়ে উত্তম অথবা তার সমান আয়াত আনয়ন করি। তোমার কি জানা নেই যে, আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (১০৭) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর সাম্রাজ্য কেবল আল্লাহ্র জন্য, আর আল্লাহ্ ছাড়া তোমাদের অতিরিক্ত কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী নেই। (১০৮) তোমরা কি চাও যে, তোমরা তোমাদের রসূলকে প্রশ্ন কর যেমন ইতিপূর্বে মূসাকে প্রশ্ন করা হয়েছিল। আর যে ব্যক্তি বিশ্বাসকে অবজ্ঞা দ্বারা বদলে দিয়েছে সে নিশ্চিতরূপে সঠিক পথ হারিয়ে ফেলেছে।

(১০৯) অনেক গ্রন্থধারী মন থেকে চায় তোমাদের বিশ্বাসী হয়ে যাওয়ার পর যেকোন প্রকারে তোমাকে আবার মুনকির (অবজ্ঞাকারী) করে দেয়, ইর্ষাবশতঃ এর পরেও যে, সত্য তাদের সামনে প্রকট হয়েছে অতএব তোমরা ক্ষমা করে যাও আর উপেক্ষা করতে থাক যতক্ষণ না আল্লাহ্র নির্ণয় আসে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ সবকিছু করতে সক্ষম। (১১০) আর নামায প্রতিষ্ঠিত কর, যাকাত দাও, আর যে ভাল কর্ম তোমরা পূর্বে পাঠাবে সেটা তুমি আল্লাহ্র নিকটে পাবে, যা কিছু তোমরা কর, আল্লাহ্ নিশ্চিতরূপে তা দেখছেন। (১১১) আর ওরা বলে স্বর্গে (জান্নাতে) কেবল ওরাই প্রবেশ করতে পারবে যারা ইহুদী অথবা খৃষ্টান, এটা তাদের মনের ইচ্ছা, বলো তোমার প্রমাণ নিয়ে এস যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১১২) বরং যে নিজেকে স্বয়ং আল্লাহ্র কাছে সমর্পণ করে এবং তার হৃদয়ও পরিষ্কার তাহলে এমন ব্যক্তির জন্য তার প্রতিপালকের নিকট প্রতিফল আছে, ওর জন্য না কোন ভয় আছে আর না কোন দুঃখ।

(১১৩) আর ইহুদীরা বলে খৃষ্টানরা কোন বস্তুই নয় আর খৃষ্টানরা বলে ইহুদী কোন বস্তুই নয়। আর ওরা সবাই ঐশীগ্রন্থ পাঠ করে। যারা জানে না

তারাও তাদের মত এমন কথাই বলে। অতএব আল্লাহ্ বিচার দিনে তারা যা নিয়ে মতভেদ করত সে বিষয়ের মীমাংসা করবেন। (১১৪) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হবে যে আল্লাহ্র মসজিদে তাঁর নাম স্মরণ করতে বাধা দেয় এবং তা ধ্বংসের চেষ্টা করে। তাদের অবস্থাতো এমন হওয়া উচিৎ ছিল যে, তারা মসজিদে আল্লাহ্র ভয়ে ভীত হয়ে প্রবেশ করত। তাদের জন্য পৃথিবীতে লাঞ্ছনা আর পরলোকেও বড় ধরনের শাস্তি নির্দ্ধারিত। (১১৫) আর পূর্ব ও পশ্চিম আল্লাহ্রই তুমি যে দিকেই মুখ ফেরাও আল্লাহ্ রয়েছেন। নিশ্চিত রূপে আল্লাহ্ বিশাল, মহাজ্ঞানী। (১১৬) তারা বলছে আল্লাহ্ একজন সন্তান গ্রহণ করেছেন। আল্লাহ্ এ হতে পবিত্র ! বরং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। সবাই তাঁর অনুগত। (১১৭) তিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। তিনি যখন কোন কাজ করার সিদ্ধান্ত নেন তাহলে তার জন্য তিনি বলে দেন 'হয়ে যাও' তখনই তা হয়ে যায়।

(১১৮) যারা অজ্ঞ তারা বলে, আল্লাহ আমাদের সাথে কথা বলেন না কেন ? অথবা আমাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে না কেন ? এভাবে এদের পূর্ববর্তীরাও এদের মতই বলেছিল, তাদের অন্তর একই রকমের। আমি প্রত্যায়ী লোকদের জন্য নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে দিয়েছি। (১১৯) আমরা তোমাকে সত্যের সাথে পাঠিয়েছি, সুসংবাদ দাতা এবং ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে। আর তোমাকে নরকবাসীদের জন্য কোন প্রশ্ন করা হবে না। (১২০) ইহুদী আর খৃষ্টানগণ কখনই তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবে না, যতক্ষণ না তুমি তাদের ধর্মের অনুসারী না হও। তুমি বলো যে পথ আল্লাহ্ দেখান সেটাই সঠিক পথ। আর এই জ্ঞানের পিছনে যা তোমার নিকট পৌঁছেছে, যদি তুমি তাদের ইচ্ছার অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহ্র মোকাবিলায় না তোমার কোন বন্ধু থাকবে না কোন সাহায্যকারী। (১২১) যাদের আমরা

কিতাব দিয়েছি যারা তা যথার্থ ভাবে পাঠ করে, তারা তা বিশ্বাস করে, আর যারা তা অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

(১২২) হে ইসরায়িলের সন্তান! আমার সেই উপকার স্মরণ কর যা আমি তোমাদের উপর করেছি এবং একথাও যে, আমি তোমাদের জগৎবাসীদের মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছি। (১২৩) আর সেই দিনকে ভয় কর যেদিন কেউ কারো কোন কাজে আসবে না, আর না কারো থেকে কোন অর্থদন্ড নেওয়া হবে আর না কারো কোন সুপারিশ কারো উপকার করতে পারবে আর না কারো কোন সাহায্য পাওয়া যাবে। (১২৪) আর যখন ইবরাহীমকে তাঁর প্রতিপালক কয়েকটি কথা দ্বারা পরীক্ষা করেছিলেন তখন তিনি তা পূরণ করেছিলেন। আল্লাহ্ বললেন—আমি তোমাকে সমস্ত লোকের পথ প্রদর্শক করব। ইবরাহীম বললেন—আমার সন্তানদের মধ্য থেকেও? তখন আল্লাহ্ বললেন আমার অঙ্গীকার অত্যাচারীদের ক্ষেত্রে প্রযোজ্য হবে না।

(১২৫) আর যখন আমরা কাবাকে মানুষের একত্রিত হওয়ার স্থান এবং শান্তির স্থান ঘোষণা করলাম আর আদেশ দিলাম যে, মকামে-ইবরাহীম (ইবরাহীমের দাঁড়াবার স্থান) কে নামায পড়ার জায়গা বানিয়ে নাও। আর আমরা ইবরাহীম ও ইসমাঈলকে আদেশ দিলাম যে, আমার ঘরের পরিক্রমাকারী, এতেকাফ (বসে বসে স্তুতী) কারী আর নত ও অবনত কারীদের জন্য পবিত্র রাখবে। (১২৬) আর যখন ইবরাহীম বলেছিল হে প্রভূ! এই নগরকে শান্তির নগর বানিয়ে দাও আর এর বাসিন্দাদের যারা আল্লাহ্ ও পরলোকে বিশ্বাসী তাদের ফলদ্বারা জীবিকা প্রদান কর। আল্লাহ্ বললেন—যারা অবজ্ঞা করবে আমি তাদেরও কিছুদিনের জন্য উপভোগ করতে দেব। অতঃপর তাকে আগুনের শাস্তির মধ্যে নিক্ষেপ করব আর সেটা অত্যন্ত নিকৃষ্ট গন্তব্যস্থল।

(১২৭) আর যখন ইব্রাহীম ও ইসমাঈল আল্লাহ্র ঘরের (কাবা) দেওয়াল

গেঁথে তুলছিল আর বলছিল ঃ হে আমাদের প্রতিপালক, আমাদের একাজ গ্রহণ কর, তুমিতো সবই শোন সবই জানো। (১২৮) হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের তোমার কৃতজ্ঞ কর, আর আমাদের বংশ থেকে তোমার অনুগত একটি জাতি তৈরী কর, আর আমাদের উপাসনা পদ্ধতি বলে দাও, আর আমাদের ক্ষমা কর, তুমিই ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু। (১২৯) হে আমাদের প্রভূ ! আর এদেরকে এদের মধ্য হতে একজন রসূল পাঠাও যে ওদেরকে তোমার আয়াত (স্তূতী) শোনাবে আর ওদের গ্রন্থ ও বিবেকের শিক্ষা দাও আর ওদের তাজকীয়া (শুদ্ধিকরণ ও আধ্যাত্মিক বিকাশ) করো। নিঃসন্দেহে তুমিই তো পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১৩০) আর কে আছে যে, ইব্রাহীমের ধর্মকে পছন্দ করে না, কিন্তু যে নিজেকে স্বয়ং মূর্খ বানিয়ে নিয়েছে। বস্তুত আমরা ইব্রাহীমকে জগতে বেছে নিয়েছিলাম, আর পরলোকেও সে উত্তম লোকদের মধ্যে গণ্য হবে। (১৩১) যখন তাঁর প্রতিপালক তাঁকে বললেন মুসলিম (আজ্ঞা প্রতিপালন কারী) হয়ে যাও, তখন তিনি বললেন আমি স্বয়ং নিজেকে জগৎ স্বামীর নিকট সমর্পণ করলাম। (১৩২) আর এই পন্থা অনুসরণের জন্য ইব্রাহীম তাঁর সন্তানদের উপদেশ দিয়েছিলেন, আর এই উপদেশ দিয়েছিলেন ইয়াকুব তাঁর সন্তানদের। হে আমার পুত্রগণ ! আল্লাহ্ তোমাদের জন্য এই দ্বীন (ধর্ম) মনোনীত করেছেন। অতএব ইসলাম ছাড়া অন্য কোন অবস্থায় যেন তোমাদের মৃত্যু না আসে। (১৩৩) তুমি কি ইয়াকুবের মৃত্যুর সময় উপস্থিত ছিলে? যখন সে তার পুত্রদের বলেছিল আমার পরে তোমরা কার উপাসনা করবে? তারা বলেছিল আমরা ওই আল্লাহ্র উপাসনা করব যার উপাসনা আপনি আর আপনার পূর্বপুরুষ ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক করে এসেছেন তিনিই একমাত্র উপাস্য আমরা তাঁরই অনুসরণকারী। (১৩৪) এরা ছিল এক জাতি

যারা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের আর তোমরা যা উপার্জন করছ তা তোমাদের। তারা যা করত সে সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(১৩৫) তারা বলে ইহুদী অথবা খৃষ্টান হয়ে যাও তাহলে সঠিক পথ পাবে। বলো যে, না বরং আমরাতো অনুসরণ করি ইব্রাহীমের ধর্ম যা আল্লাহ্‌র প্রতি একাগ্রচিত্ত ছিল আর তিনি বহু দেববাদী ছিলেন না। (১৩৬) বলো যে, আমরা আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করি আর সেই পথের যা আমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, এবং ওর উপরও যা ইব্রাহিম এবং ইসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব ও তার সন্তানদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছিল আর যা দেওয়া হয়েছিল মূসা ও ঈসাকে আর যা দেওয়া হয়েছিল বার্তা বাহকদের তাদের প্রতিপালকের তরফ হতে। আমরা তাদের মধ্যে কারো সাথে কারো প্রভেদ করি না। আর আমরা আল্লাহরই অনুগত (মুসলিম)। (১৩৭) তোমরা যা যা বিশ্বাস করেছ তারা যদি তদ্রুপ বিশ্বাস করে তাহলে নিঃসন্দেহে তারা সঠিক পথ পেয়ে গেছে। আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তারা বিরোধের মধ্যেই থাকল। অতএব তোমাদের তরফ হতে আল্লাহই তাদের জন্য যথেষ্ট তিনি সব কিছুই শোনেন সব কিছুই জানেন। (১৩৮) বলো, আমরা আপন করে নিয়েছি আল্লাহর রং আর আল্লাহর রং হতে আর কার রং উত্তম আর আমরা তাঁরই উপাসনাকারী। (১৩৯) বলো, তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে আমাদের সাথে ঝগড়া করতে চাও? অথচ তিনি আমাদেরও প্রভূ আর তোমাদের ও প্রভূ। আমাদের জন্য আমাদের কর্ম আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম, আর আমরা তাঁরই জন্য নিবেদিত। (১৪০) তোমরা কি বলতে চাও যে, ইব্রাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব আর তাঁর সন্তানেরা সবাই ইহুদী অথবা খৃষ্টান ছিল? বলো যে তোমরা বেশী জানো না আল্লাহ। আর ওর চেয়ে

অধিক অত্যাচারী আর কে হবে যে সেই স্বাক্ষ্য গোপন করে যা আল্লাহ্‌র তরফ হতে ওর নিকটে এসেছে। আর যা কিছু তোমরা করছ সে সম্পর্কে আল্লাহ্‌ অনভিজ্ঞ নন। (১৪১) এরা ছিল এক জাতি যারা অতিক্রান্ত হয়েছে। তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের আর তোমরা যা উপার্জন করেছ তা তোমাদের। তাদের সম্পর্কে তোমাদের জিজ্ঞাসা করা হবে না।

(১৪২) নির্বোধ লোকেরা অচিরেই বলবে, বিশ্বাসীদের কিসে তাদের কিবলা (কেন্দ্র) থেকে ফিরালো। বলো, পূর্ব আর পশ্চিম আল্লাহ্‌র। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন সোজা পথ দেখান। (১৪৩) আর এভাবেই আমরা তোমাদের মধ্যম উম্মত বানিয়েছি যাতে তোমরা মানুষকে বলতে পারো আর রসূল (মুহম্মদ) তোমাদের বলবেন। আর যে কিবলায় (কেন্দ্রে) তুমি ছিলে আমরা কেবল এজন্যই তা পরিবর্তন করেছি যে, যাতে আমরা জেনে নিই যে, কে রসূলের অনুসরণ করল আর কে এথেকে উল্টো পায়ে ফিরে গেল। আর নিঃসন্দেহে এটা বেশ কঠিন, কিন্তু ওই লোকদের যাদের আল্লাহ্‌ সঠিক রাস্তা দেখিয়ে দিয়েছেন। আর আল্লাহ্‌ এমন নন যে, তিনি তোমাদের বিশ্বাস নষ্ট করে দেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ্‌ মানুষের প্রতি অত্যন্ত স্নেহ পরায়ন, পরম দয়ালু।

(১৪৪) আমরা তোমাদের মূখ বারবার আকাশের দিকে তাকাতে দেখছি। অতএব আমি তোমাকে ওই কিবলার (কেন্দ্রের) দিকে ফিরিয়ে দেব যেটা তুমি পছন্দ করো, এখন আপন মূখ মসজিদে্‌ হারাম (কাবা) এর দিকে ফিরিয়ে নাও। আর তোমরা যেখানেই থাকো আপন মূখগুলি ওদিকেই কর। আর যাদের গ্রন্থ দেওয়া হয়েছে তারা ভালভাবেই জানে যে, এটা তাদের প্রভূর তরফ হতে সঠিক বিধান। তারা যা করছে আল্লাহ্‌ সে সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নন। (১৪৫) আর যদি তুমি ওই কিতাবীদের নিকট সমস্ত প্রমাণ উপস্থিত

কর তবুও তারা তোমাদের কিবলা (কেন্দ্র) মানবে না, আর না তোমরা তাদের কিবলা অনুসরণ করতে পারবে। আর না তারা স্বয়ং একে অপরের কিবলা মেনে নেবে। একথা জানার পর যা তোমাদের নিকটে এসেছে, যদি তুমি ওদের ইচ্ছার অনুসরন কর তাহলে অবশ্যই তুমি অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (১৪৬) আমরা যাদের গ্রন্থ দিয়েছি তারা তাকে ওভাবেই চেনে যে ভাবে সে তার সন্তানদের চেনে। আর ওদের মধ্যে একদল সত্য গোপন করছে, যদিও তা তারা জানে। সত্য ওটাই যা তোমার প্রতি পালক বলেন। (১৪৭) অতএব তুমি কখনও সন্দেহ পোষন কোরো না।

(১৪৮) প্রত্যেকের জন্য এক এক দিশা আছে যেদিকে সে তার মুখ ফেরায়। অতএব তুমি ভালোর দিকে ধাবমান হও। তুমি যেখানেই থাক না কেন আল্লাহ তোমাদের সকলকে নিয়ে আসবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই করতে পারেন। (১৪৯) আর তুমি যেখান থেকেই বেরোও না কেন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও। নিঃসন্দেহে এটা তোমার প্রভূর তরফ হতে সত্য। আর যা কিছু তুমি করো সে সম্পর্কে আল্লাহ অনভিজ্ঞ নন। (১৫০) তুমি যেখান থেকেই বের হওনা কেন মসজিদে হারামের দিকে মুখ ফেরাও; আর তোমরা যেখানেই থাকনা কেন এই মসজিদের দিকেই মুখ ফেরাবে। যাতে মানুষ তোমাদের বিপক্ষে কোন যুক্তি দাঁড় করাতে না পারে ওই লোকেরা ছাড়া যারা অন্যায়কারী। অতএব তুমি ওদের ভয় করনা, আমাকেই ভয় কর। যাতে আমি আমার কৃপা তোমাদের ওপর পূর্ণ করেদিই, আর যাতে তোমরা সঠিক দিশা পেয়ে যাও। (১৫১) যেভাবে আমরা তোমাদের নিকট তোমাদের মধ্য হতে একজন রসূল (বার্তাবাহক) পাঠিয়েছি যিনি তোমাদেরকে আমাদের আয়াত (স্তূতি) পড়ে শোনায় আর সে তোমাদের পবিত্র করে আর তোমাদের গ্রন্থের (কুরআনের) এবং হিকমতের (বিবেকের)

শিক্ষা দান করে। আর তোমাদের ওই জিনিষ শেখায় যা তোমরা জানতে না। (১৫২) অতএব তুমি আমাকে স্মরণ রাখো। আমিও তোমাকে স্মরণ রাখব। আর আমার প্রতি কৃতজ্ঞ থাক কৃতঘ্ন হয়ো না।

(১৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! ধৈর্য্য আর নামাযের মাধ্যমে সহায়তা প্রাপ্ত কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (১৫৪) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় মৃত্যুবরণ করে তাদেরকে মৃত বোলো না, তারা জীবিত, কিন্তু তোমরা জান না। (১৫৫) আর আমরা অবশ্যই তোমাকে পরীক্ষা করব কিছু ভয় আর ক্ষুধা দ্বারা, সম্পত্তি, প্রাণ আর ফল ইত্যাদির ক্ষতি দ্বারা। আর ধৈর্য্যধারণকারীদের সুসংবাদ দাও। (১৫৬) যার অবস্থা এমন যাদের উপর যখন কোন বিপদ আসে তখন সে বলে আমরা আল্লাহরই আর আমরাতো তাঁরই নিকটে ফিরে যাব। (১৫৭) এরাই সেই লোক যাদের ওপর তাদের প্রতিপালকের নিকট থেকে বিশেষ কৃপা আর অনুগ্রহ রয়েছে। আর এরাই সঠিক পথে আছে।

(১৫৮) সাফা আর মারওয়া (মক্কার দুটি পাহাড়ি) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিদর্শন। অতএব যারা আল্লাহর ঘরে হজ্ব অথবা উমরা করতে যায় তারা এদুটি পরিক্রমা করায় তাদের জন্য কোন ক্ষতি নেই, এবং স্বতঃপ্রনোদিত হয়ে যদি কেউ কিছু ভালকাজ করে তাহলে আল্লাহ যথার্থ পুরষ্কারদাতা ও সর্বজ্ঞাত। (১৫৯) যারা গোপন করে আমার অবতীর্ন করা স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ এবং আমার দিক নির্দেশনা, এর পিছনে যে, আমরা একে মানুষের জন্য গ্রন্থের মধ্যে স্পষ্ট করেছি, এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ অভিসম্পাত করবেন আর তাদের উপরে অভিসম্পাতকারীরা অভিসম্পাত করে। (১৬০) হ্যাঁ, যারা তওবা (অনুশোচনা) করেছে এবং শুধরে নিয়েছে এবং স্পষ্ট রূপে ওর বর্ণনা করে দিয়েছে তাহলে তাকে আমি ক্ষমা করব এবং

অমিতো ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৬১) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করেছে এবং ওই অবস্থায় মৃত্যুবরণ করেছে তাহলে তাদের উপর আল্লাহর, দেবদূতগণ এবং মানুষের অভিসম্পাত। (১৬২) তারা ওই অভিশাপ নিয়েই চিরকাল থাকবে। না তাদের শাস্তি লঘূ করা হবে, না তাদেরকে ছাড় দেওয়া হবে।

(১৬৩) তোমাদের উপাস্য এক উপাস্য, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি অত্যন্ত করুনাময় এবং পরম দয়ালু। (১৬৪) নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিতে, রাতদিনের আবর্তনে, মানুষের উপকারী সামগ্রী নিয়ে জলপথে চলমান নৌযানে, আর আকাশ থেকে যে পানি আল্লাহ বর্ষন করেন তার সাহায্যে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন। এবং তিনি ভূমিতে যে সব প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন, বাতাসের দিক-পরিবর্তনে আর আকাশ ও ভূমির মাঝখানে ভাসমান মেঘরাশি যা আল্লাহর অধিন। বুদ্ধিমান লোকদের জন্য এতে সঙ্কেত আছে।

(১৬৫) কিছু লোক এমন আছে যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে তাঁর সমকক্ষ মনে করে। সে তাকে এমন ভালোবাসে যেমন ভালবাসা আল্লাহর প্রতি থাকা উচিৎ। আর যারা বিশ্বাসী তারা সবচেয়ে বেশি আল্লাহকে ভালবাসে। আর যদি এই অত্যাচারীরা ওই সময়টা দেখে নিত যখন সে যাতনাগ্রস্থ হবে। সম্পূর্ণ ক্ষমতা আল্লাহর আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা। (১৬৬) যখন শাস্তি তাদের সামনে হবে তখন তারা যাদের কথা শুনে চলত তাদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়বে আর তাদের প্রত্যেক দিশা সম্পর্কে মোহ ভঙ্গ হয়ে পড়বে। (১৬৭) আর তাদের অনুসারিরা বলবে হায়, যদি আমরা আর একবার পৃথিবীতে ফিরে যেতে পারতাম তাহলে তারা যেভাবে আমাদের দায় অস্বীকার করেছে তেমনি আমরাও তাদের দায় অস্বীকার করতাম। এভাবে আল্লাহ

তাদের কর্মসমূহকে তাদের জন্যে আক্ষেপে পরিণত করে দেখাবেন। আর তারা আগুন (জাহান্নাম) থেকে বের হতে পারবে না।

(১৬৮) হে মানুষ! পৃথিবীর বৈধ ও পবিত্র বস্তু খাও আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। (১৬৯) সে কেবল তোমাদেরকে মন্দ কাজ এবং নির্লজ্জতার আদেশ দেয় আর আল্লাহ সম্পর্কে তাই বলতে বলে যা তোমরা জান না। (১৭০) আর যখন তাদের বলা হয় আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা মেনে চল, তখন তারা বলে আমরাতো তাই মেনে চলব যা আমাদের (বাপ-দাদা) পূর্বজদের মেনে চলতে দেখেছি। তবে কি ওই পরিস্থিতিতেও যে, তাদের পূর্বজেরা কিছু না জেনে থাকলেও কিংবা সঠিক দিক-নির্দেশনা না পেয়ে থাকলেও। (১৭১) আর ওই অস্বীকারকারীদের উদাহরণ হল যে, কোন ব্যক্তি এমন এক পশুর পিছনে চিৎকার করছে কিন্তু সে ডাক আর সম্বোধন ছাড়া আর কিছু শুনতে পায় না, তারা বধির, মূক ও অন্ধ তারা কিছুই বোঝে না।

(১৭২) হে বিশ্বাসীগণ! আমার দেওয়া পবিত্র বস্তুসমূহ খাও এবং আল্লাহর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর যদি তুমি তাঁর উপাসক হও। (১৭৩) আল্লাহ্ তোমাদের জন্য অবৈধ করেছেন মৃতদেহ, রক্ত, শূকরের মাংস এবং যা আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে উৎসর্গীকৃত। আর যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে যায়, অনিচ্ছুক হয় আর সীমা লঙ্ঘনকারী না হয় তাহলে ওর জন্য কোন পাপ নেই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১৭৪) আল্লাহ গ্রন্থের যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে সামান্য বৈষয়িক মূল্য গ্রহণ করে তারা শুধু আগুন খেয়ে নিজেদের উদর পূর্ণ করছে। উত্থান দিবসে আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন আর না তাদের পবিত্র করবেন। আর

তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি আছে।(১৭৫) এরাই সেই লোক যারা সুপথের বদলে পথভ্রষ্টতা আর ক্ষমার বদলে শাস্তি ক্রয় করেছে। তারা নরকের ঝুঁকিতেও কত দুঃসাহসী। (১৭৬) এ জন্যে যে, আল্লাহ তাঁর গ্রন্থ যথাযথ অবতীর্ণ করেছেন, কিন্তু যারা গ্রন্থের মধ্যে কোন পথ (মতভেদ) বার করে নিয়েছে তারা গভীর বিরোধের মধ্যে অনেক দূর চলে গেছে।

(১৭৭) পুণ্য এ নয় যে, তোমরা তোমাদের মূখ পূর্বদিকে কর আর পশ্চিম দিকে কর বরং পূর্ণ্য এটাই যে, মানুষ আল্লাহ্‌কে বিশ্বাস করুক, পরলোকের দিনে, দেবদূত, ঐশী গ্রন্থের এবং বার্তাবাহকদের, সম্পদ দান করুক আল্লাহ্‌র ভালবাসায় নিকট আত্মীয়দের, অনাথদের, সাহায্য প্রার্থীদের এবং পথিকদের এবং দাসমুক্ত করতে। আর নামায প্রতিষ্ঠা করুক। যাকাত প্রদান করুক প্রতিশ্রুতি দিলে তা রক্ষা করুক। কঠিন সময়ে বিপদের সময়, দুঃখ কষ্টের সময় ধৈর্য্য ধারণ করুক। এরাই খাঁটি এবং এরাই ভয় করে।

(১৭৮) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের জন্য হত্যার প্রতিশোধ অনিবার্য করা হচ্ছে। স্বাধীন ব্যক্তির বদলে স্বাধীন ব্যক্তি, দাসের বদলে দাস, মহিলার বদলে মহিলা, তবে কাউকে তার ভাইয়ের পক্ষ থেকে কিছু ক্ষমা করা হলে সেক্ষেত্রে তার উচিৎ ন্যায় সঙ্গত ব্যবস্থা গ্রহণ করা এবং সহৃদয়তার সাথে তার অনুকূলে রক্তমূল্য পরিশোধ করা। এটা তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে এক সুবিধা এবং দয়া। এর পরেও যদি কোন ব্যক্তি সীমালঙ্ঘন করে তার জন্য কষ্টদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত।(১৭৯) হে বুদ্ধি সম্পন্ন মানুষেরা! কেসাসের (প্রতিশোধের) মধ্যে তোমাদের জন্য জীবন নিহিত আছে যাতে তোমরা বাঁচতে পারো।(১৮০) তোমাদের জন্য অনিবার্য করা হচ্ছে যে, যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় আর সে মৃত্যুকালে কিছু ধন সম্পদ রেখে যায় তাহলে সে সাধারণ রীতি অনুযায়ী অসিয়ৎ (মৃত্যুকালীন জবান

বন্দী) করে দেয় তার মাতা-পিতার জন্য এবং নিজ আত্মীয়দের জন্য, এটা আবশ্যিক যারা আল্লাহ্কে ভয় করে তাদের জন্য।(১৮১) অতঃপর অসিয়ৎ শোনার পর যদি কেউ তা বদলে দেয় তাহলে তার পাপ তারই উপরে বর্তাবে যে অসিয়ৎ বদলালো। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ সব কিছুই শোনেন সব কিছুই জানেন।(১৮২) হ্যাঁ, তবে কেউ যদি কোন অসিয়ৎকারীর কোন রকম পক্ষপাত বা অন্যায়ের আশঙ্কা করে বা কারো অধিকার হতে বঞ্চিত করা হয়েছে বলে মনে করে এবং সে আপোষ মীমাংসা করে দেয় তাহলে তার কোন পাপ নেই। আল্লাহ ক্ষমাশীল এবং দয়ালু।

(১৮৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের উপর রোযা (উপবাস) আবশ্যিক (অপরিহার্য্য) করা হয়েছে, যেমন তোমাদের পূর্বের লোকদের উপর উপবাস অপরিহার্য্য করা হয়েছিল যাতে তোমরা সংযমি হও।(১৮৪) নির্দিষ্ট কয়েক দিনের জন্য। তবে তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় অথবা ভ্রমণে থাকে তাহলে অন্য দিনে তারা সংখ্যা পূরো করে নেবে। আর যার শক্তি নেই তার উপর একদিন উপবাসের পরিবর্তে একজন গরীবকে একদিনের খাদ্য দিতে হবে। যে অতিরিক্ত পূণ্য করবে তাহলে তা তার জন্য উত্তম। আর যদি তুমি উপবাস কর তাহলে তা তোমাদের জন্য মঙ্গল। যদি তোমরা বুঝতে পারো। (১৮৫) উপবাসের মাস যাতে কুরআন অবতীর্ণ করা হয়েছে। মানুষের জন্য দিক-নির্দ্দেশনা এবং প্রত্যক্ষ নিদর্শন সৎপথের, সত্য আর অসত্যের মধ্যে পার্থক্য নির্ণয়কারী। অতএব তোমাদের মধ্যে যে কেউ এই মাস পায় সে এতে উপবাস করুক। আর যারা রোগগ্রস্থ অথবা ভ্রমণ রত অবস্থায় থাকে সে অন্যদিনে এই সংখ্যা পূরো করে নিক। আল্লাহ তোমাদের জন্য সহজ চান তিনি তোমাদের জন্য কঠিন চান না। আর (তিনি চান) তুমি

সংখ্যা পুরো করে নাও আর আল্লাহর মহিমা বর্ণনা কর একথার যে, তিনি তোমাদের পথ বলে দিয়েছেন যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা ব্যক্তকারী হও।

(১৮৬) আর যখন আমার উপাসক তোমাকে আমার সম্বন্ধে প্রশ্ন করে তবে আমিতো কাছেই আছি। কেউ যখন আমাকে ডাকে তখন আমি তার ডাকে সাড়া দিই। অতএব তারাও আমার আদেশ মান্যকরুক এবং আমার উপরে বিশ্বাস রাখুক যাতে তারা সঠিক পথ পায়। (১৮৭) তোমাদের জন্য উপবাসের রাত্রিতে আপন পত্নীদের নিকটে গমন করা বৈধ করা হল। তারা তোমাদের বস্ত্র স্বরূপ আর তোমরাও তাদের বস্ত্র স্বরূপ। আল্লাহ জানেন তোমরা ইতিপূর্বে প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছিলে, তবে তিনি তোমাদের উপর কৃপা করেছেন এবং তোমাদের ক্ষমা করেছেন। এখন তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের সংস্পর্শে যেতে পার এবং আল্লাহ তোমাদের জন্য যা বরাদ্দ করে রেখেছেন তা কামনা করতে পার। আর খাও পান কর যতক্ষণ না কালো রেখা থেকে প্রভাতের সাদা রেখা স্পষ্ট হয়। অতঃপর উপবাস পূরো কর রাত পর্যন্ত। আর যখন তুমি মসজিদে এতেকাফরত (উপাসনার জন্য নির্জন বাস) অবস্থায় থাকবে তখন স্ত্রীসম্ভোগ করবে না। এটাই আল্লাহর তৈরী সীমা রেখা অতএব তোমরা ওদের নিকট যাবে না। এভাবে আল্লাহ আপন নিদর্শন মানুষের নিকট বর্ণনা করেন যাতে তারা বাঁচে। (১৮৮) তোমরা অন্যায়ভাবে একে অপরের সম্পদ খাবে না, এবং জ্ঞাতসারে অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদের একটা অংশ খাওয়ার উদ্দেশ্য তা শাসকদের নিকটে পেশ করো না। তোমরা এটা ভালভাবেই জানো।

(১৮৯) তারা তোমার নিকটে চাঁদের বিভিন্ন আকার সম্পর্কে প্রশ্ন করে। বলো এগুলো মানুষের জন্য এবং হজ্বের জন্য সময় নির্দ্দেশক। তোমরা যে পিছন দিক দিয়ে ঘরে প্রবেশ করো। এটা পূণ্য নয়, বরং পূণ্য এটাই যে

মানুষ সংযমী হোক, আর দরজা দিয়েই ঘরে প্রবেশ কর ও আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। (১৯০) এবং আল্লাহর পথে ওদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা তোমাদের সঙ্গে যুদ্ধ করে। আর অত্যাচার করো না আল্লাহ অত্যাচারীকে পছন্দ করেন না। (১৯১) আর মারো ওদের যেখানে পাও, আর বার করে দাও ওদের যেখান থেকে ওরা তোমাদের বার করে দিয়েছে। আর ফেতনা (উপদ্রব) হত্যার চেয়েও গুরুতর। আর তাদের সাথে মসজিদে হারামের নিকট যুদ্ধ করো না। যতক্ষণ না ওরা তোমাদের সাথে সেখানে যুদ্ধ না করে। অতএব যদি তারা তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে তাহলে তাদের বধ করো। এটাই অবজ্ঞাকারীদের শাস্তি। (১৯২) আর যদি তারা মেনে নেয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৯৩) আর ওদের সাথে যুদ্ধ কর যতক্ষণ ফেতনা (ধর্মীয় অত্যাচার) অবশিষ্ট থাকে আর দ্বীন (ধর্ম) আল্লাহর হয়ে যায়। আর যদি তারা মেনে নেয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে কোন বৈরিতা নেই, কিন্তু অত্যাচারীদের সাথে।

(১৯৪) পবিত্র মাসের পরিবর্তে পবিত্র মাস এবং পবিত্র জিনিষেরও কেসাস (প্রতিশোধ) প্রযোজ্য। অতএব যারা তোমার উপরে অত্যাচার করেছে তুমিও তাদের উপর অত্যাচার করো যেমন তারা তোমার উপর অত্যাচার করেছে। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে নাও আল্লাহ খোদাভীরুদের সঙ্গে আছেন। (১৯৫) এবং আল্লাহর রাস্তায় খরচ করো আর নিজেদেরকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিওনা। আর কাজ ভালভাবে কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পছন্দ করেন যারা ভালভাবে কাজ করে তাদের।

(১৯৬) তোমরা আল্লাহর জন্য হজ্ব আর উমরাহ যথাযথ ভাবে সম্পন্ন কর। তবে যদি বাধাপ্রাপ্ত হও তাহলে যেমনটি পাওয়া যায় একটি পশু উৎসর্গকর। উৎসর্গের পশুটি তার জায়গায় না পৌঁছানো পর্যন্ত মাথা মুন্ডন করো না।

আর তোমাদের মধ্যে যদি কেউ অসুস্থ হয় কিম্বা কারো মাথায় কোন সমস্যা থাকে তাহলে সে ক্ষতিপূরণ (ফিদিয়া) দেবে। উপবাস, দান অথবা উৎসর্গ দ্বারা। তারপর নিরাপত্তা ফিরে এলে কেউ হজ্বের সাথে উমরার লাভ পেতে চাইলে তাহলে যেমন পাওয়া যায় একটি পশু উৎসর্গ করবে। আর যদি পশু না পাওয়া যায় তাহলে হজ্বের সময় তিন দিন রোযা (উপবাস) করবে আর ঘরে ফিরে সাত দিন উপবাস পালন করবে। এভাবে পূরো দশদিন হোল। এটা তাদের জন্য যাদের পরিবার মসজিদে হারামের নিকট বাস করে না। আল্লাহকে ভয় কর আর মনে রেখ আল্লাহ কঠোর শাস্তি প্রদানকারী। (১৯৭) হজ্বের জন্য নির্দ্ধারিত মাস আছে। অতএব যিনি এই নির্দ্ধারিত মাসে হজ্ব করার ইচ্ছা করেছেন তাহলে হজ্বের মধ্যে সে কোন অশ্লীলতা, অন্যায় কাজ বা ঝগড়া-বিবাদ করতে পারবে না। এবং যে ভাল কাজ তোমরা করবে আল্লাহ তা জানতে পারবেন। সঙ্গে পাথেয় নিও। সবচেয়ে ভাল পাথেয় হল খোদা ভীরুতা। হে বুদ্ধিমানেরা। আমাকে ভয় কর।

(১৯৮) এতে কোন পাপ নেই যে, তোমরা আপন প্রভূর অনুকম্পা অন্বেষণ কর। আর তাঁকে স্মরণ কর যেভাবে আল্লাহ তোমাদের বলেছেন। ইতিপূর্বে অবশ্যই তোমরা পথভ্রষ্টদের মধ্যে ছিলে। (১৯৯) অতঃপর পরিক্রমায় চলো যেখান দিয়ে সব লোক চলে এবং আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। বাস্তবিক আল্লাহ ক্ষমা প্রদানকারী, দয়াবান। (২০০) অতঃপর যখন তুমি হজ্বের প্রক্রিয়া পূরো করে নাও তখন আল্লাহকে স্মরণ কর যেভাবে তোমরা এর পূর্বে আপন বাপ-দাদাকে স্মরণ করতে বরং তার চেয়েও অধিক। কিছু মানুষ আছে যারা বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এই জগতেই সবকিছু দিয়ে দাও আর পরলোকে তার কোন ভাগ নেই। (২০১) আর কিছু লোক বলে হে আমাদের প্রতিপালক! আমাকে এই জগতে কল্যান

দাও আর পরলোকেও কল্যান দান কর এবং আমাকে আগুনের যন্ত্রণা হতে বাঁচাও।(২০২) তাদের জন্যই আছে প্রতিফল তাদের কৃতকর্মের (এই জগতে ও পরলোকে) আর আল্লাহ অতি সত্বর হিসাব নেবেন।(২০৩) আর আল্লাহকে স্মরণ কর নির্দ্ধারিত দিনে। আর যে তাড়াতাড়ি করে দুদিনেই চলে আসে তার কোন পাপ নেই, আর যে ব্যক্তি থেকে যাবে তারও কোন পাপ নেই। এ তাদের জন্য যে, আল্লাহকে ভয় করে। আর তুমি আল্লাহকে ভয় করতে থাকো এবং ভাল ভাবেই জেনে নাও যে, তোমাকে তাঁরই নিকটে একত্রিত করা হবে।

(২০৪) মানুষের মধ্যে এমন লোকও আছে যার পার্থিব জীবন সম্পর্কিত কথা তোমাকে মুগ্ধ করে। তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে সে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে। আসলে সে সর্বাধিক কলহপ্রিয় প্রতিপক্ষ। (২০৫) এবং যখন সে চলে যায় তখন পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে এবং শস্যক্ষেত ও জীবজন্তু ধ্বংস করার প্রয়াস চালায়। আল্লাহ অশান্তি পছন্দ করেন না। (২০৬) আর যখন তাকে বলা হয় আল্লাহকে ভয় কর তখন অহমিকা তাকে অপরাধের দিকে টেনে ধরে। অতএব এমন ব্যক্তির জন্য নরক নিশ্চিত, আর তা অত্যন্ত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (২০৭) এবং মানুষের মধ্যে এমন কিছু লোকও আছে যে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেকে বিলিয়ে দেয় আর আল্লাহ আপন বান্দার উপর পরম স্নেহপরায়ন।

(২০৮) হে বিশ্বাসীগণ! পুরোপুরি ইসলামের মধ্যে প্রবেশ কর, আর শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না, সে তোমাদের প্রত্যক্ষ শত্রু। (২০৯) তোমাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন আসা সত্যেও যদি তোমরা হোঁচট খাও তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান। (২১০) তবে কি মানুষ এই প্রতিক্ষায় আছে যে, আল্লাহ (স্বয়ং) মেঘের

ছায়ায় মধ্যে দিয়ে তাদের কাছে চলে আসে এবং ফেরেশতারাও এসে যাক। আর বিষয়টির মিমাংসা করে দিক। আর সমস্ত বিষয় আল্লাহরই নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (২১১) ইসরাঈলের সন্তানদের জিজ্ঞাসা কর, আমরা ওদের কি পরিমান স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নেয়ামত (অনুকম্পা) পরিবর্তন করে, যখন তা তাদের নিকট এসে পৌঁছে গেছে তাহলে আল্লাহ নিশ্চিতরূপে কঠোর দন্ডদাতা। (২১২) অবজ্ঞাকারীদের জন্য এই সাংসারিক জীবন আকর্ষণীয় করে দেওয়া হয়েছে। আর তারা বিশ্বাসীদের উপহাস করে। তবে যারা খোদাভীরুতা অবলম্বন করেছে তারা পরলোকের দিনে ওদের তুলনায় অনেক উঁচুতে থাকবে। আর আল্লাহ যাকে চান অগণিত দান করেন।

(২১৩) মানুষ একটি মাত্র জাতি ছিল। তারা বিভেদ করল তখন আল্লাহ পয়গম্বরদের (বার্তা বাহকদের) পাঠালেন সুসংবাদদাতা ও ভয় প্রদর্শনকারী বানিয়ে। এবং তাদের সঙ্গে গ্রন্থ অবতীর্ণ করলেন সত্য সহ, যাতে তারা নির্ণয় করে ওই কথার যাতে লোকেরা মতভেদ করছে। আর এই মতভেদ তারাই করছে যাদের সত্য দেওয়া হয়েছিল। তা সত্ত্বেও যে, তাদের নিকট প্রকাশ্য দিক নির্দ্দেশনা এসেছিল। নিজেদের হঠকারিতার কারণে। অতঃপর আল্লাহ্ আপন দয়ায় সত্যের ব্যাপারে বিশ্বাসীদের পথ দেখিয়েছেন যা নিয়ে তারা ঝগড়া করছিল এবং আল্লাহ যাকে চান সোজা পথ দেখান। (২১৪) তোমরা কি মনে করছ যে, তোমরা স্বর্গে প্রবেশ করতে পারবে? এখনও তোমাদের উপর সেই পরিস্থিতি অতিক্রান্তই হয়নি যা তোমাদের পূর্ববর্তী লোকদের উপরে হয়ে গেছে। তারা অভাব-অনটন ও দুঃখ কষ্টের মধ্যে পড়েছিল এবং এমনভাবে কম্পিত হয়েছিল যে, রসূল ও তাঁর সঙ্গী

বিশ্বাসীগণ চিৎকার করে উঠেছিল যে, কখন আল্লাহর সাহায্য আসবে? মনে রেখ আল্লাহর সাহায্য খুবই নিকটে।

(২১৫) মানুষ তোমার নিকট জানতে চায় যে, তারা কি খরচ করবে। বলে দাও যে, ধন তোমরা খরচ করো তাতে অধিকার আছে তোমাদের মাতা-পিতার, আত্মীয়-স্বজনের, অনাথদের, গরীব মানুষদের এবং ভ্রমণকারীদের। আর যে উত্তম কাজ তোমরা করবে তা আল্লাহ জানেন। (২১৬) তোমার উপর যুদ্ধের আদেশ এসেছে অথচ তা তোমাদের নিকটে কঠিন মনে হচ্ছে। হতে পারে তোমরা কোন জিনিষ পছন্দ করো না অথচ ওটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। এবং হতে পারে তুমি যে জিনিষ পছন্দ করো আর সেটাই তোমাদের জন্য অমঙ্গল। আর আল্লাহ জানেন, তোমরা জানো না।

(২১৭) লোকেরা তোমাকে যুদ্ধ নিষিদ্ধ মাস সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে ওই মাসে যুদ্ধ করা কিরকম। বলো ওই মাসে যুদ্ধ করা খুবই খারাপ। কিন্তু আল্লাহর পথে বাধা দেওয়া এবং তা অস্বীকার করা, এবং মসজিদে হারামে যেতে না দেওয়া, এবং এর লোকদের এ থেকে বার করে দেওয়া আল্লাহর দৃষ্টিতে এর চেয়েও খারাপ। আর বিশৃঙ্খলা হত্যার চেয়েও আরও বড় খারাপ কাজ। আর এরা তোমার সাথে নিরন্তর যুদ্ধ চালিয়ে যাবে, এমনকি এরা তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) থেকে ফিরিয়ে নেবে যদি তারা সক্ষম হয়। আর তোমাদের মধ্যে যে কেউ নিজ ধর্ম থেকে বিচ্যুৎ হবে আর কুফরী (অবিশ্বাস) অবস্থায় মরে যায় তাহলে এমন লোকদের কর্ম নষ্ট হয়ে গেল এই জগতে এবং পরলোকে। আর সে আগুনে (নরকে) নিক্ষিপ্ত হবে এবং সেখানে চিরকাল থাকবে। (২১৮) যারা বিশ্বাস এনেছে আর যারা হিজরত (আল্লাহর পথে নিজেদের ঘরবাড়ী ছেড়ে দিয়েছে) করেছে এবং আল্লাহর পথে লড়াই করেছে। সে আল্লাহর অনুগ্রহের অপেক্ষা রাখে আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(২১৯) লোকেরা তোমাকে মদ ও জুয়া সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো এদুটি জিনিষেই বড় পাপ রয়েছে আর লোকদের জন্য কিছু লাভ ও রয়েছে। আর ওদের লাভের চেয়ে বেশী পাপ বিদ্যমান। আর তারা তোমাকে জিজ্ঞাসা করে তারা কি ব্যয় করবে। বলো যা প্রয়োজনের অতিরিক্ত। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য বিধান সমূহ বর্ণনা করেন। যাতে তোমরা চিন্তা কর। (২২০) এই জগৎ এবং পরলোক সম্বন্ধে। আর তারা তোমাকে অনাথদের সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে বলো যাতে তাদের ভাল হয় সেটাই উপযুক্ত। আর যদি তোমরা তাদের নিজের সাথে মিলিয়ে নাও তাহলে তারা তোমাদের ভাই। আর আল্লাহ জানেন কে অকল্যানকারী আর কে কল্যানকারী। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের বিপত্তিতে ফেলতে পারতেন। আল্লাহ পরাক্রমশীল, প্রজ্ঞাময়।

(২২১) আর বহুদেববাদী নারীদের বিবাহ করো না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়, আর একজন বিশ্বাসী দাসী অধিক উত্তম একজন বহুদেববাদী নারীর চেয়ে, যদিও ওকে তোমার ভাল লাগে। নিজেদের মেয়েদের বহুদেববাদী পুরুষের সাথে বিবাহ দিও না যতক্ষণ না তারা বিশ্বাসী হয়ে যায়। বিশ্বাসী দাস একজন স্বাধীন বহুদেববাদী পুরুষের চেয়ে উত্তম, যদিও তাকে তোমাদের ভাল লাগে। এরা নরকের দিকে আহ্বান করে আর আল্লাহ স্বর্গের দিকে এবং তাঁর ক্ষমার দিকে আর তাঁর বিধান সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (২২২) আর ওরা তোমাকে মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে, বলো ওটা একটা কষ্টদায়ক জিনিষ। ওই সময় তোমরা নারীদের থেকে আলাদা থাক। আর যতক্ষণ না তারা পবিত্র হচ্ছে তার নিকটে যেও না। অতঃপর যখন সে ভালভাবে পবিত্র হয়ে যায় তখন আল্লাহ যেভাবে তোমাদের নির্দ্দেশ দিয়েছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ অনুশোচনা কারীদের

ভালবাসেন আর যারা পবিত্র থাকে তাদের ভালবাসেন। (২২৩) তোমাদের নারীরা তোমাদের ক্ষেতস্বরূপ, অতএব তোমাদের ক্ষেতে যেভাবে চাও যেতে পার আর নিজের জন্য কিছু পাথেয় আগে পাঠাও এবং আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ তোমাকে অবশ্যই তাঁর সাথে মিলতে হবে। এবং বিশ্বাসীগণকে শুভ সংবাদ দাও।

(২২৪) আর আল্লাহকে শপথের অজুহাত বানিও না যে, তোমরা ভাল না কর, খোদাকে ভয় না করো, আর লোকদের মধ্যে শান্তি স্থাপন না করে দাও। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২২৫) আল্লাহ তোমাদের অজানা শপথের জন্য তোমাদের ধরবেন না। বরং তিনি তোমাদের অন্তরের অভিপ্রায়ের জন্য পাকড়াও করবেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন, ধৈর্যশীল। (২২৬) যারা নিজ স্ত্রীদের সংস্রব থেকে দূরে থাকার শপথ করে, তারা চার মাস অপেক্ষা করবে। ফের যদি তারা (নিজ পত্নীর কাছে) ফিরে আসে তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (২২৭) আর যদি তারা বিবাহ বিচ্ছেদের সিদ্ধান্ত নেয় তাহলে নিশ্চিতরূপে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। (২২৮) আর বিচ্ছেদ প্রাপ্তা স্ত্রীরা নিজেদেরকে তিন ঋতুস্রাব কাল পর্যন্ত অপেক্ষায় রাখবে, আর যদি সে আল্লাহকে এবং পরলোকের দিনে বিশ্বাস রাখে তাহলে তার জন্য এটা বৈধ নয় যে, ওই জিনিষকে গোপন করবে যা আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন ওর পেটে। এবং এই সময় পর্যন্ত তার স্বামী তাকে আবার ফিরিয়ে নেওয়ার অধিকার রাখে, যদি সে সম্পর্ক ঠিক করে নিতে চায়। আর ওই মহিলার জন্য নিয়মানুযায়ী ওই রকমই অধিকার আছে যে, নিয়মানুযায়ী তাদের উপর দায়িত্ব আছে। তবে নারীর উপর পুরুষের মর্যাদা রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২২৯) বিচ্ছেদ (তালাক) দুবার, এরপর হয় যথোচিতভাবে রাখতে

হবে অথবা ভালভাবে বিদায় করতে হবে। আর তোমাদের জন্য এটা বৈধ নয় যে তুমি যা কিছু ওই মহিলাকে দিয়েছ তার মধ্যে কিছু ফিরিয়ে নাও, তবে দুজনেই যদি আশঙ্কা করে যে, আল্লাহর সীমা রেখা ঠিক রাখতে পারবে না তাহলে ভিন্ন কথা। আর যদি তোমার এই আশঙ্কা হয় যে, দুজনেই আল্লাহর সীমারেখা ঠিক রাখতে না পারে তাহলে স্ত্রী নিজেকে মুক্ত করতে কিছু বিনিময় দিলে তাতে দুজনের কারো পাপ হবে না। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা; তোমরা এগুলো লঙ্ঘন করো না। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমা লঙ্ঘন করে তারা অত্যাচারী। (২৩০) ফের যদি সে তাকে তালাক (বিচ্ছেদ) দিয়ে দেয় তাহলে তারপর ওই স্ত্রী তার জন্য বৈধ নয়, যতক্ষণ না সে অন্য কোন পুরুষকে বিবাহ করে। অতঃপর যদি সেই পুরুষ তাকে তালাক (বিচ্ছেদ) দেয় তখন কোন পাপ নেই ওদের দুজনের ক্ষেত্রে যদি তারা আবার মিলে যায়। শর্ত এটাই যে তাদের আল্লাহর সীমা রেখায় দৃঢ় থাকার আশা থাকতে হবে। এটাই আল্লাহর বিধান যেটা তিনি বর্ণনা করছেন ওই লোকদের জন্য যারা বুদ্ধিমান। (২৩১) আর যখন নারীদের তালাক দেবে আর সে তার ইদ্দত (তিন মাস দশদিন অথবা প্রসবের সময় পর্যন্ত) পূরো করবে তখন তাকে নিয়মানুযায়ী রেখে দাও অথবা নিয়ম অনুযায়ী তাকে বিদায় করে দাও। তাকে কষ্ট দেওয়ার উদ্দেশ্যে আটকে রেখ না, তার উপর অত্যাচার করো না। আর যে এমন করবে সে নিজেরই প্রতি অন্যায় করবে। আর আল্লাহর বাণীসমূহকে খেলা বানিও না। আর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ করো, আর এই গ্রন্থ ও প্রজ্ঞাকে যা তিনি তোমাদের উপদেশ দেওয়ার জন্য অবতীর্ণ করেছেন। আর আল্লাহকে ভয় কর এবং জেনে রাখ আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(২৩২) আর যখন তোমরা নিজ স্ত্রীদের তালাক দিয়ে দাও আর সে তার ইদ্দত পূরো করে নেয় তখন সে যদি তার স্বামীর সাথে পূর্ণবির্বাহ

করতে চায় তাহলে তোমরা বাধা দিও না। যখন তারা বিধি সম্মতভাবে আপোষে সম্মত হয়ে যায়। এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে ওই ব্যক্তিকে যে তোমাদের মধ্যে আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী, এটা তোমাদের জন্য অধিকতর পরিচ্ছন্ন ও পবিত্র বিধান। আল্লাহই জানেন তোমরা জান না। (২৩৩) আর মা তার সন্তানদের পূরো দুই বৎসর দুধ পান করাবে, তাদের জন্য যারা পূরো মেয়াদ দুধ পান করাতে চায়। এক্ষেত্রে সন্তানের পিতাকে যথোচিত ভাবে মায়েদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করতে হবে। কারো প্রতি আদেশ দেওয়া হচ্ছে না, কিন্তু তার সাধ্য অনুযায়ী। কোন মাকে তার সন্তানের কারণে কষ্ট দেওয়া না হয় আর না কোন পিতাকে তার সন্তানের কারণে। আর এই দায়িত্ব উত্তরাধিকারীকেও পালন করতে হবে। আর যদি পিতা মাতা পারস্পরিক সহমত ও পরামর্শে দুধ ছাড়াতে চায় তাহলে দুজনের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা চাও তাহলে আপন সন্তানকে অন্যের দুধ খাওয়াও, তাহলেও তোমাদের উপর কোন পাপ নেই। শর্ত এই যে, বিধি অনুসারে তা আদায় করো যা তুমি তাকে দিতে ঠিক করেছিলে। আর আল্লাহকে ভয় কর আর জেনে রাখ যা কিছু তুমি করছ আল্লাহ সেটা দেখছেন।

(২৩৪) আর তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রী রেখে মারা যাবে তাদের স্ত্রীরা চার মাস দশদিন নিজেদের অপেক্ষায় রাখবে। তাদের এই সময়কাল পূর্ণ হলে তারা নিজেদের ব্যাপারে রীতি অনুযায়ী যা করবে তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মের সম্যক অবগত। (২৩৫) আর তোমাদের জন্য এব্যাপারে কোন দোষ নেই যে ওই নারীদের (বিবাহের) প্রস্তাব দেওয়ার জন্য কোন কথা আকারে ইঙ্গিতে বললে কিংবা মনের মধ্যে গোপন রাখলে। আল্লাহ জানেন যে, তাদের কথা তোমাদের মনে আসবে। কিন্তু লুকিয়ে তাদের সাথে অঙ্গীকার করবে না, তোমরা তাদের

সাথে স্বাভাবিক রীতি অনুযায়ী কথা বলতে পার। আর ওই সময় পর্যন্ত বিবাহের ইচ্ছা করো না যতক্ষণ নির্দ্ধারিত সময় (ইদ্দত) পূরো না হয়। আর জেনে রাখ আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমাদের অন্তরে আছে। অতএব তাঁকে ভয় কর এবং জেনেরাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও সহনশীল। (২৩৬) যদি তোমরা স্ত্রীদের এই পরিস্থিতিতে তালাক দাও যে, এখনও তোমরা তাদের স্পর্শ করোনি আর না তাদের জন্য কোন মোহর নির্দ্ধারিত করেছ তাহলে তাদের মোহর সম্পর্কে তোমাদের ধরা হবে না। হ্যাঁ রীতি অনুযায়ী কিছু সামগ্রী দিয়ে দাও। ধনী তার সাধ্যানুসারে, গরীব তার সাধ্যানুসারে। এটা সৎকর্মশীলদের জন্য অনিবার্য। (২৩৭) আর যদি তোমরা স্ত্রীদের স্পর্শ করার পূর্বেই তালাক দাও আর তাদের জন্য কিছু মোহর ও নির্দ্ধারিত করেছিলে তাহলে যত মোহর নির্দ্ধারণ করেছিলে তার অর্দ্ধেক পরিশোধ করো, তবে যদি তারা ছেড়ে দেয় অথবা সে ছেড়ে দেয় যার হাতে বিবাহের বন্ধন। আর তোমরা ছেড়ে দিলে সেটাই হবে স্বাত্ত্বিক কর্মের নিকটতম। আর নিজেদের মধ্যে একে অপরকে উপকার করতে ভূলো না। যা কিছু তোমরা করো তা আল্লাহ দেখছেন।

(২৩৮) নামাযের প্রতি যত্নবান হও, বিশেষ করে মধ্যবর্তী নামাযের। (২৩৯) আল্লাহর সামনে বিনম্র অবস্থায় দাঁড়াও। আর যদি তোমাদের ভয়ের আশঙ্কা থাকে তাহলে চলতে চলতে বা যানবাহনে চলন্ত অবস্থায় নামায পড়ে নাও। আর যখন অবস্থা স্বাভাবিক হয়ে যাবে তখন আল্লাহকে ওই ভাবে স্মরণ করো যেভাবে তিনি তোমাদের শিখিয়েছেন। যা তোমরা জানতে না। (২৪০) তোমাদের মধ্যে যারা স্ত্রীদের রেখে মারা যায়। তারা যেন স্ত্রীদের সম্বন্ধে অসিয়ৎ করে যায় যে, এক বৎসর পর্যন্ত তাদের বাড়ীতে রেখে যেন খরচ দেওয়া হয়। তবে সে যদি নিজেই ঘর ছেড়ে দেয় তাহলে সে বিধান

অনুযায়ী নিজের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেয় তাতে তোমাদের কোন দোষ নেই। আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (২৪১) আর তালাক দেওয়া মহিলাদেরও বিধান অনুযায়ী খরচ দিতে হবে। এটা অনিবার্য খোদাভীরুদের জন্য। (২৪২) এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আদেশ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (২৪৩) তুমি কি ওই লোকদের দেখনি যারা মৃত্যুর ভয়ে নিজেদের ঘর-বাড়ী থেকে বের হয়েছিল? আর তাদের সংখ্যা ছিল হাজার হাজার। তখন আল্লাহ তাদের বলেছিলেন মরে যাও। তারপর আল্লাহ তাদের জীবিত করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (২৪৪) তোমরা আল্লাহর পথে লড়াই করো আর জেনে রাখ আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (২৪৫) কে আছে যে, আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দিতে পারে? আল্লাহ তা তার জন্য অনেকগুণ বাড়ীয়ে দেবেন। আল্লাহ কমাতেও পারেন, বাড়াতেও পারেন। আর তোমাদেরকে তারই কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(২৪৬) তোমরা কি মূসার পরে ইস্রায়িলের সন্তানদের নেতাদের দেখনি? যখন তারা তাদের দূতকে বলেছিল আমাদের জন্য একজন রাজা নিযুক্ত করে দিন, আমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করব। দূত বলেছিলেন : এমন হবে নাতো যে, তোমাদের উপর যুদ্ধ ধার্য করা হলে তখন তোমরা যুদ্ধ করবে না। তারা বলেছিল এ কিভাবে সম্ভব যে, আমরা লড়ব না আল্লাহর পথে। যখন আমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেওয়া হয়েছে। সন্তান সন্ততিদের নিকট থেকে বিছিন্ন করা হয়েছে। অতঃপর যখন তাদের প্রতি যুদ্ধের আদেশ হল তখন অল্প কয়েকজন ব্যতিত তারা প্রত্যাখান করল। আর আল্লাহ অত্যাচারিতদের ভাল ভাবেই জানেন। (২৪৭) আর তাদের দূত তাদেরকে বললেন : আল্লাহ তালূতকে তোমাদের রাজা নিযুক্ত করেছেন। তারা বলল,

সে আমাদের রাজা হয় কিভাবে? রাজা হওয়ার জন্য তো তার চেয়ে আমরাই বেশী যোগ্য, তার তো পর্যাপ্ত ধন-সম্পদ ও নেই। দূত বললেন : আল্লাহ তোমাদের জন্য তাকেই মনোনিত করেছেন এবং তিনি তাকে ব্যাপক জ্ঞান ও শারিরিক শক্তি প্রদান করেছেন। আর আল্লাহ যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী মহাজ্ঞানী। (২৪৮) তাদের নবী তাদেরকে আরো বলেছিলেন : তালূতের রাজা হওয়ার লক্ষণ এই যে, তোমাদের কাছে একটি সিন্দুক আসবে যাতে থাকবে তোমাদের প্রভূর নিকট থেকে আসা প্রশান্তির উপকরণ এবং মূসা ও হারুনের বংশধরদের রেখে যাওয়া কিছু জিনিষপত্রের অবশিষ্টাংশ দেবদূতেরা সেটি বহন করে আনবে। এতে তোমাদের জন্য বড় নিদর্শন থাকবে। যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(২৪৯) পরে তালূত যখন সেনা দল নিয়ে বার হল তখন সে বললঃ আল্লাহ তোমাদেরকে একটি নদী দ্বারা পরীক্ষা নেবেন। যে ওই নদীর পানি পান করবে সে আমার দলভূক্ত নয়, আর যে তার স্বাদ গ্রহণ করবে না সে আমার দলভূক্ত। অবশ্য যে নিজের হাতের এক কোষ পরিমাণ নেবে তার কথা আলাদা। কিন্তু অল্প কয়েকজন ছাড়া সবাই ভরপুর পানি পান করল। তারপর যখন তালূত ও তাঁর সঙ্গি বিশ্বাসীগণ নদী পার হয়ে গেল তখন তারা বললঃ আজ জালূত ও তার সেনাদের মোকাবিলা করার ক্ষমতা আমাদের নেই। তবে যারা এ জানত যে, তাদের আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হবে তারা বলল, আল্লাহর হুকুমে কত ছোট দল বড় দলকে পরাজিত করেছে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সঙ্গে আছেন। (২৫০) আর যখন তারা জালূতও তার সেনাদলের মুখোমুখি হল তখন তারা বললঃ হে আমাদের প্রভূ! আমাদের পর্য্যাপ্ত ধৈর্য্য দান করুন, আমাদের পা অবিচল রাখুন এবং অবিশ্বাসী লোকদের বিরুদ্ধে আমাদের বিজয়ী করুন। (২৫১) তারপর তারা আল্লাহর হুকুমে ওদেরকে

পরাজিত করল এবং দাউদ জালূতকে হত্যা করল। আর আল্লাহ দাউদকে রাজত্ব এবং বিচক্ষনতা প্রদান করেন, আর সে যা চাইছিল তা তাকে শিখিয়ে দিলেন। আল্লাহ যদি কতক মানুষকে কতক মানুষ দ্বারা দমনের ব্যবস্থা না রাখতেন তাহলে পৃথিবীর ভারসাম্য নষ্ট হয়ে যেত। কিন্তু আল্লাহ জগৎবাসীর প্রতি অত্যন্ত অনুগ্রহশীল।

(২৫২) এগুলো আল্লাহর নিদর্শন, আমি তোমার কাছে যথাযথ ভাবে শোনাচ্ছি। আর নিঃসন্দেহে তুমি দূতগণের অন্তর্ভূক্ত। (২৫৩) ওই পয়গম্বরদের মধ্যে আমরা কতককে কতকদের উপর শ্রেষ্টত্ব দান করেছি। তাদের মধ্যে কিছু আছে যাদের সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন, আবার কতককে উচ্চ মর্য্যাদা দান করেছেন। আর আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে প্রকাশ্য নিদর্শন দান করেছি। এবং আমরা তাকে সাহায্য করেছি পবিত্র আত্মা দ্বারা। আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তার পরবর্তীরা স্পষ্ট আদেশ আসার পরেও হানাহানি করতনা। কিন্তু তারা মতভেদ করেছে, অতঃপর তাদের মধ্যে কিছু লোক বিশ্বাস করেছে আর কিছু লোক অবিশ্বাস করেছে। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা হানাহানি করত না। পরন্তু আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(২৫৪) হে বিশ্বাসীগণ! খরচ কর ওই জিনিষ হতে যা আমি তোমাদের দিয়েছি, আর সেদিন আসার পূর্বেই যেদিন না কোন লেনদেন থাকবে, না কোন বন্ধুত্ব থাকবে, আর না কোন সুপারিশ। আর অবজ্ঞাকারীরাই অত্যাচারী। (২৫৫) আল্লাহ ব্যতিত কোনই উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সমস্ত জগতের প্রতিপালক। তিনি না তন্দ্রায় আচ্ছন্ন হন না নিন্দ্রায়। আসমান ও পৃথিবীতে যা কিছু সবই তাঁর। কে আছে যে তাঁর নিকটে তাঁর অনুমতি ছাড়া সুপারিশ করতে পারে? তিনি সবই জানেন যা কিছু তাঁর সামনে আছে আর যা কিছু তাঁর পিছনে। তিনি যতটুকু চান তাছাড়া তাঁর জ্ঞানের কিছুই তারা আয়ত্ত্ব

করতে পারেনা। তাঁর সিংহাসন আকাশ ও পৃথিবী পরিব্যাপ্ত করে আছে। এই দুইয়ের সংরক্ষনে তিনি ক্লান্ত হন না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহামহিম। (২৫৬) ধর্মের ব্যপারে কোন জবরদস্তি নেই। ভ্রান্তপথ হতে সঠিক পথ আলাদা হয়ে গেছে। অতএব যে ব্যক্তি শয়তানকে অমান্য করে আর ঈমান আনে সে এমন মজবুত সাহারা ধরে নিয়েছে যা ভাঙবে না। আর আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন। (২৫৭) আল্লাহ বিশ্বাসীদের অভিভাবক। তিনি তাদের অন্ধকার থেকে আলোর দিকে নিয়ে আসেন, আর যারা অবিশ্বাসী তাদের বন্ধু শয়তান, সে তাদের আলো থেকে অন্ধকারে নিয়ে যায়। এরা নরকের অধিবাসী সেখানে তারা চিরদিন থাকবে।

(২৫৮) তুমিকি তাকে দেখনি? যে ইবরাহীমের সঙ্গে তার প্রতিপালকের সম্মন্ধে তর্ক-বিতর্ক করেছিল, কেননা আল্লাহ তাকে রাজত্ব প্রদান করেছিলেন। যখন ইবরাহীম বলেছিলেনঃ আমার প্রভূ তিনি যিনি জীবিত করেন ও মৃত্যু দান করেন। সে বলেছিল আমিও জীবন দিই এবং মৃত্যু দিই। ইবরাহীম বলেছিলেনঃ আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক হতে আনয়ন করেন। তুমি ওটাকে পশ্চিমদিক দিয়ে আনয়ন কর। তখন সেই অস্বীকারকারী স্তব্ধ (ভ্যাবাচ্যাকা) খেয়ে রইল। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের পথ দেখান না।

(২৫৯) অথবা যেমন ওই ব্যক্তি যে একটি গ্রামে গিয়েছিল। আর সেই গ্রামের বাড়ীঘরগুলি পড়া অবস্থায় ছিল। সে বলেছিল : এই গ্রামটিকে মৃত্যুর পর আল্লাহ পূনরায় কিভাবে জীবিত করবেন? এরপর আল্লাহ তাকে একশত বৎসরের জন্য মৃত্যু দিলেন। অতঃপর তাকে পূনরায় জীবিত করলেন। আল্লাহ জিজ্ঞাসা করলেন : তুমি এই অবস্থায় কতক্ষণ ছিলে? সে বলল একদিন বা তার চেয়ে কিছু কম। আল্লাহ বললেন! না, বরং তুমি একশত বৎসর এই অবস্থায় আছো। এখন তুমি তোমার খাদ্য সামগ্রী ও পানীয় দ্রব্যের দিকে

তাকাও এগুলি নষ্ট হয়নি, আর তোমার গাধাটির দিকে তাকাও। আমি তোমাকে মানুষের জন্য একটি নিদর্শন বানাতে চাই। আর হাড়গুলির দিকে তাকিয়ে দেখ আমি কিভাবে ওগুলি দিয়ে আমি একটি কাঠমো তৈরী করি, তারপর ওতে মাংস দিয়ে ঢেঁকে দিই। যখন ব্যাপারটি তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল তখন সে বলল আমি জানি নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। (২৬০) যখন ইব্রাহীম বলেছিল, হে আমার প্রভূ! আমাকে দেখাও তুমি কিভাবে মৃতকে জীবিত করবে? আল্লাহ বললেন : কেন তুমি কি বিশ্বাস কর না? সে বলল, হ্যাঁ তবে মনের প্রশান্তির জন্য, তিনি বললেন আচ্ছা তাহলে চারটি পাখি নাও এবং তাদেরকে তোমার পোষ মানাও। এবং তাদের প্রত্যেককে টুকরো করে পাহাড়ের উপর রেখে দাও অতঃপর তাদের ডাক দাও, তারা তোমার কাছে ছুটে আসবে। আর জেনে রাখ, আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২৬১) যারা তাদের সম্পত্তি আল্লাহর পথে খরচ করে, তাদের উদাহরণ এমন যেমন একটি দানা যা থেকে সাতটি শিষ উৎপন্ন হল আর প্রত্যেক শিষে একশটি দানা হল। আল্লাহ যাকে চান তার সম্পদ বহুগুণ বাড়ীয়ে দেন। আর আল্লাহ পরম দাতা, মহাজ্ঞানী। (২৬২) যারা তাদের পুঁজী আল্লাহর পথে খরচ করে, এবং ব্যায় করার পরে খোঁটা দেয় না বা কষ্ট দেয়না তার জন্য তার প্রভূর নিকটে বিনিময় রয়েছে। তাদের কোন ভয় নেই, আর তারা দুঃখিত হবে না। (২৬৩) যে দানের পরে কষ্ট দেওয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম। আর আল্লাহ সম্পদশালী, সহনশীল। (২৬৪) হে বিশ্বাসীগণ! খোঁটা কিংবা কষ্ট দিয়ে নিজের দানকে নষ্ট করো না, যেভাবে ওই ব্যক্তি লোক দেখানোর জন্য সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করে না। অতএব ওদের উদাহরণ এমন যেমন একটি পাথর যার

উপরে কিছু মাটি আছে অতঃপর তার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি হল আর পাথরটি সম্পূর্ণভাবে পরিষ্কার হয়ে গেল। এমন লোকদের উপার্জন কিছুই হাতে আসবে না। আর আল্লাহ্ অস্বীকারকারীদের পথ দেখান না।

(২৬৫) পরন্ত যারা নিজেদের সম্পদ আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এবং নিজেদের আস্থা সুদৃঢ় করার জন্য আল্লাহর পথে খরচ করে তাদের উদাহরণ একটি টিলার উপর অবস্থিত বাগানের সাথে দেওয়া যায়, তার উপরে মুষলধারে বৃষ্টি হলে তার ফসলও দ্বিগুণ হয়ে যায়। আর যদি অধিক বৃষ্টিপাত না হয় তাহলে হালকা শিশিরই যথেষ্ট। আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা দেখছেন। (২৬৬) তোমাদের মধ্যে কেউ কি এ পছন্দ করে যে তার কাছে খেজুর ও আঙুরের একটি বাগান থাকে। তার নীচে নদী প্রবাহিত হচ্ছে, তাতে তার জন্য সমস্ত প্রকার ফল থাকে, তার সন্তান-সন্ততি দূর্বল থাকতেই সে বৃদ্ধ হয়ে গেছে। তার বাগানে হঠাৎই এক অগ্নিময় ঘূর্ণাবর্তে সব কিছু জ্বালিয়ে দেয়। আল্লাহ এভাবেই তোমাদের জন্য নির্দশন সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা চিন্তা কর।

(২৬৭) হে ঈমানদারগণ! সবচেয়ে উত্তম জিনিষ খরচ কর নিজ উপার্জন হতে আর ওর মধ্যে থেকে যা আমরা তোমাদের জন্য ভূমি থেকে উৎপন্ন করেছি। খারাপ জিনিষ ব্যয় করতে যেয়ো না কেন না তোমরা নিজেরাই চোখ বন্ধ না করে তা নিতে চাইবে না। জেনে রাখ অবশ্যই আল্লাহ্ প্রয়োজনমুক্ত। প্রশংসিত। (২৬৮) শয়তান তোমাদেরকে দারিদ্রের ভয় দেখায় আর অশ্লিলতা করতে বলে আর আল্লাহ তোমাদিগকে তাঁর পক্ষ হতে ক্ষমা ও অনুগ্রহের প্রতিশ্রুতি দেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, সুবিজ্ঞ। (২৬৯) আল্লাহ যাকে প্রজ্ঞা বিবেক দান করেন আর যে বিশেষ জ্ঞান পেল সে বড় সম্পদ পেল। আর বুদ্ধিমান লোকেরাই পথ প্রাপ্ত হয়।

(২৭০) তোমরা যা খরচ কর বা যা কিছু মানত কর তা আল্লাহ জানেন। আর অত্যাচারীদের কোন সাহায্যকারী নেই। (২৭১) তোমরা যদি আপন দান প্রকাশ কর তাও ভাল, তবে যদি তা গোপন রেখে গরীবদের দিয়ে দাও তাহলে সেটা তোমাদের জন্য অধিক উপযুক্ত। আর আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ দূর করে দেবেন। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন। (২৭২) তাদেরকে পথে আনার দায় তোমায় নয়, বরং আল্লাহ্ যাকে চান পথ দেখান। আর যে সম্পদ তোমরা ব্যয় কর, নিজেরই জন্য ব্যয় করবে। তোমারাতো আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া ব্যয় করছ না। আর তোমরা যে সম্পদ ব্যয় করবে তা তোমাদের পূরণ করে দেওয়া হবে। আর ওতে তোমাদের জন্য কোন ঘাটতি করা হবে না। (২৭৩) দান সেই বঞ্চিতদের জন্য যারা আল্লাহর পথে এমনভাবে আবদ্ধ হয়ে আছে যে ব্যক্তিগত জীবিকার জন্য পৃথিবীতে দৌড়-ঝাঁপ করতে পারে না। যারা জানেনা তাদের ধনবান মনে করে থাকে তাদের না চাওয়ার কারণে। তাদের হাবভাব দেখে তোমরা তাকে চিনতে পারবে, তারা মানুষের কাছে মিনতি করে কিছু চায়না। তোমরা যে সম্পদ ব্যয় কর আল্লাহ তা ভাল করেই জানেন। (২৭৪) যারা রাতে ও দিনে গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে তাদের জন্য তাদের প্রভূর নিকট প্রতিফল আছে। আর তাদের কোন ভয় নেই, তারা দুঃখিত হবে না।

(২৭৫) যারা সুদ খায় তারা কেয়ামতের দিনে শয়তানে-ধরা মানুষের মত উঠবে। এজন্যে যে, তারা বলে ব্যবসা করাও তো ওরকম যে রকম সুদ নেওয়া। কিন্তু আল্লাহ ব্যবসাকে বৈধ করেছেন আর সুদ অবৈধ করেছেন। ফের যে ব্যক্তির নিকট তার প্রভূর তরফ থেকে উপদেশ পৌঁছেছে আর সে থেমে গেছে তাহলে যা কিছু সে গ্রহণ করেছে তা তার জন্য। আর তার

বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যস্ত। আর যে ব্যক্তি পুনরায় ওটা করে তাহলে ওরাই নরকবাসী, ওরা সেখানে চিরকাল বাস করবে। (২৭৬) আল্লাহ সুদকে কমান আর দানকে বর্ধিত করেন। আর আল্লাহ কৃতঘ্নদের ও পাপীদের পছন্দ করেন না। (২৭৭) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে ও সৎকর্ম করেছে এবং যথাযথ নামায আদায় করে, যাকাত দেয় তাদের জন্য তাদের প্রভূর নিকট প্রতিফল আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবে না।

(২৭৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর, এবং যে সুদ বকেয়া আছে তা ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহর উপর আস্থাবান হও। (২৭৯) যদি তোমরা এরকম না কর তাহলে সাবধান হও আল্লাহ ও তার রসূলের তরফ থেকে যুদ্ধ ঘোষণার জন্য। আর যদি তোমরা তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) কর তাহলে তোমাদের মূলধন তোমাদের থাকবে। তোমরা কারো প্রতি অন্যায় করো না তোমাদরে প্রতি ও অন্যায় করা হবে না। (২৮০) আর যদি কোন ব্যক্তি বিপন্ন হয় তাহলে তার সম্পূর্ণতা আসা পর্যন্ত অবকাশ দাও। আর যদি মাফ করে দাও তাহলে এটাই তোমাদের জন্য অধিক উত্তম। যদি তোমরা বোঝ। (২৮১) আর ওই দিনকে ভয় কর যেদিন তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। ফের প্রত্যেক ব্যক্তি কৃতকর্মের পূরো প্রতিফল পেয়ে যাবে তাদের প্রতি কোন অবিচার হবে না।

(২৮২) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা কোন নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি ঋণের লেনদেন কর তাহলে সেটা লিখে রাখবে। তোমাদের মধ্যে থেকে কেউ সেটা যেন ন্যায় সঙ্গত ভাবে লেখে। লেখক যেন লিখতে অস্বীকার না করে, যেমন আল্লাহ তাকে শিখিয়েছেন তেমনই সে যেন লিখে দেয়। আর ওই ব্যক্তি লেখাবে যার উপর দায়িত্ব আসে। আর সে ভয় করুক আল্লাহকে যিনি তার প্রতিপালক, আর সে যেন এতে এতটুকু কম না লেখায়। আর

যদি ওই ব্যক্তি যার উপর দায়িত্ব বর্তায়, মূর্খ হয় বা দুর্বল হয় অথবা নিজে লেখাতে অক্ষম হয় তাহলে তার অভিভাবক যেন ন্যায় সঙ্গত ভাবে লিখিয়ে দেয় এবং নিজেদের মধ্যে হতে দুজন পুরুষ ব্যক্তিকে স্বাক্ষী বানিয়ে নেয়। যদি দুজন পুরুষ না হয় তাহলে একজন পুরুষ ও দুই জন স্ত্রীলোক ওই লোকদের মধ্যে যাদের তুমি পছন্দ কর। যদি একজন স্ত্রীলোক ভুলে যায় তাহলে দ্বিতীয়জন যাতে স্মরণ করিয়ে দিতে পারে। আর স্বাক্ষীদের ডাকা হলে তারা যেন অস্বীকার না করে। আর লেন-দেন ছোট হোক বা বড়, মেয়াদ উল্লেখ পূর্বক তা লিখতে অলসতা করো না, আর এই লিখে নেওয়া আল্লাহর নিকট অধিক ন্যায় সঙ্গত আর স্বাক্ষীদের অধিক বিশ্বস্থরক্ষাকারী এবং তোমাদের সন্দেহ পতিত না হওয়ার জন্য অধিক অনুকূল। কিন্তু যদি কোন লেনদেন হাতে হাতে হয় যেমন তোমরা পরস্পর করে থাকো। তাহলে তোমাদের উপর কোন দোষ নেই যদি তোমরা না লেখ। কিন্তু যখন সওদা করবে তখন স্বাক্ষী রাখবে। আর কোন লেখকের বা কোন স্বাক্ষীকে কষ্ট দিও না, আর যদি এমন কর তাহলে এটা তোমাদের জন্য বড় অপরাধ হবে। আর আল্লাহকে ভয় কর। আল্লাহ তোমাদের শেখান, তিনি সর্ব বিষয়ে জানেন। (২৮৩) আর যদি তোমরা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকো আর লেখার লোক না পাও তাহলে কোন জিনিষ বন্ধক রেখে সমস্যা মেটাও। আর যদি একে অপরকে বিশ্বাস করে তাহলে যার প্রতি বিশ্বাস করা হয়েছে সে যেন বিশ্বাসের পূরো মর্যাদা রাখে। আর আল্লাহকে ভয় করে যিনি তোমাদের প্রভূ। আর স্বাক্ষ্য গোপন করো না, আর যে গোপন করবে তার অন্তর অপরাধী হয়ে যাবে, আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সবই জানেন।

(২৮৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তোমরা নিজের মনের কথা প্রকাশ কর অথবা গোপন কর, আল্লাহ তোমাদের নিকট

তার হিসাব নেবেন। অতঃপর তিনি যাকে খুশি ক্ষমা করবেন যাকে খুশী শাস্তি দেবেন। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২৮৫) রসূল তার প্রভূর নিকট থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা বিশ্বাস করেছে। আর মুসলমানেরাও তা বিশ্বাস করেছে। সবাই বিশ্বাস করেছে আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফেরেশতাগণের প্রতি, তাঁর কিতাব সমূহের প্রতি, আর তাঁর রসূলগণের প্রতি আমরা তাঁর রসূলগণের কারো মধ্যে প্রভেদ করি না। আর তারা বলে আমরা শুনলাম আর মেনে নিলাম। আমরা তোমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করি হে আমাদের প্রভূ। আর তোমারই দিকে আমাদের ফিরতে হবে। (২৮৬) আল্লাহ কারো উপর সাধ্যের বাইরে দায়িত্ব দেন না। সে যা উপার্জন করে সে তার ফল প্রাপ্ত হয়। আর সে যা করে তার কূফল ও সে ভোগ করবে। হে আমাদের প্রভূ ! যদি অমরা ভূল করি তাহলে আমাদের ধরো না। হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের উপর বোঝা চাপিও না যেমন তুমি আমাদের পূর্ববর্তীদের উপর বোঝা চাপিয়েছিলে। হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের এমন দায়িত্ব দিও না যা পালন করার ক্ষমতা আমাদের নেই। আর আমাদের ক্ষমা করে দাও, আমাদের উপর দয়া কর। তুমিই আমাদের কার্য সম্পন্নকারী। অতএব অবিশ্বাসীদের মোকাবিলায় আমাদের সাহায্য কর।

৩. সূরাহ আলে ইমরান (ইমরান পরিবার)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম,

(২) আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি চিরঞ্জীব, অবিনশ্বর, জগতের সংরক্ষক। (৩) তিনি তোমার উপর মহাসত্য সহ মহাগ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন,

ওই গ্রন্থের সমর্থক হিসাবে যা ইতিপূর্বে এসেছে। আর তিনি তৌরাত (Torah) এবং ইঞ্জিল (বাইবেল) অবতীর্ণ করেছেন। (৪) ইতিপূর্বে মানুষের পথ-নির্দেশের জন্য, আর আল্লাহ ফুরকান (সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ) অবতীর্ণ করেছেন। নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে তাদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকটে পৃথিবীর বা আকাশের কোন কিছুই গোপন নেই। (৬) তিনিই তোমাদের মাতৃগর্ভে যেভাবে চান আকৃতি গঠন করেন। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(৭) ঐ আল্লাহ যিনি তোমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এতে কিছু আয়াত স্পষ্ট, এগুলোই কিতাবের মূল অংশ। এবং অন্য অংশ রূপকধর্মী। অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা আছে তারা এর রূপকধর্মী অংশের পিছনে পড়ে আছে উৎপাতের খোঁজে আর এর অর্থের অন্বেষণে। অথচ এর অন্তর্নিহিত অর্থ আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। আর যারা পরিপক্ক জ্ঞানের অধিকারী তারা বলে আমরা এগুলো বিশ্বাস করেছি। সবই আমাদের প্রভূর তরফ হতে এসেছে। আর উপদেশ ওই লোকেরাই গ্রহণ করে যারা বুদ্ধিমান। (৮) হে আমাদের প্রতিপালক! আমাদের অন্তরকে বিপথগামী করো না, যখন তুমি আমাদেরকে পথ দেখিয়েছ। আর তোমার পক্ষ হতে আমাদের উপর দয়া কর। নিঃসন্দেহে তুমিই সবকিছু প্রদানকারী। (৯) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি একদিন সবাইকে একত্রকারী সেদিন আসার কোন সন্দেহ নেই। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(১০) নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাসের নীতি অবলম্বন করেছে তাদের ধন-সম্পদ, তাদের সন্তান-সন্ততি আল্লাহর মোকাবিলায় তাদের কোনই

কাজে আসবে না। আর এরাই হবে নরকের জ্বালানি। (১১) এদের পরিণাম ওরকমই হবে যেমন ফেরাউন ওয়ালাদের এবং তারও পূর্ববর্তীদের হয়েছিল। তারা আমার নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করেছিল, এজন্য আল্লাহ তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা। (১২) অস্বীকারকারীদের বলে দাও যে, এখন তোমাদের পরাজিত করা হবে এবং নরকের দিকে দলবদ্ধ ভাবে নিয়ে যাওয়া হবে। আর নরক খুবই খারাপ ঠিকানা। (১৩) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় ওই দুই দলের যাদের মধ্যে (বদরের ময়দানে) যুদ্ধ হয়েছিল। একটি দল আল্লাহর রাস্তায় যুদ্ধ করছিল আর অন্যদল অবিশ্বাসী ছিল। এই অবিশ্বাসীরা খোলা চোখে তাদেরকে দ্বিগুণ দেখছিল। আর আল্লাহ যাকে চান স্বীয় সাহায্য দ্বারা শক্তিদান করেন। এতে দৃষ্টিসম্পন্নদের জন্য শিক্ষা রয়েছে।

(১৪) মানুষের (অন্তরের) জন্য আকর্ষক করে দেওয়া হয়েছে প্রেম-নারী, সন্তান, স্বর্ণ-রৌপের অঢেল সম্পদ, ছাপযুক্ত ঘোড়া, গবাদী পশু এবং ক্ষেত-খামার। এসব হল পার্থিব জীবনের ভোগ্য সামগ্রী। আর আল্লাহর নিকটে উত্তম ঠিকানা রয়েছে। (১৫) বলো, আমি কি তোমাদের এর চেয়েও ভাল কিছুর কথা বলব? ওই লোকদের জন্য যারা ধর্মপরায়ন। ওদের প্রতিপালকের নিকট এমন উদ্যান আছে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। ওরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আরো রয়েছে পবিত্র সঙ্গিনীরা (অপ্সরা) ও আল্লাহর সন্তুষ্টি। আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন। (১৬) যারা বলে হে আমাদের প্রভূ! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর আর আমাদের নরকের যন্ত্রণা হতে বাঁচাও। (১৭) ওরা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, অনুগত এবং দানশীল ও শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী।

(১৮) আল্লাহ স্বয়ং স্বাক্ষী আর ফেরেস্তা ও জ্ঞানীগণ যে, আল্লাহ ছাড়া

কোন উপাস্য নেই। তিনি ন্যায় স্থাপনকারী। তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তিনি পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাবান। (১৯) ধর্ম আল্লাহর নিকট কেবল ইসলাম। আর যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তারা পরস্পর বিদ্বেষবশতঃ মতভেদ করেছে তাদের নিকট সত্য জ্ঞান আসার পরেও। যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ অতি শীঘ্র তাদের হিসাব নেবেন। (২০) ফের যদি তারা এ সম্বন্ধে তোমাদের সাথে ঝগড়া করে তাহলে ওদের বলে দাও যে, আমি নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করেছি আর আমার অনুসারীরাও। যারা কিতাবধারী ও যারা কিতাবধারী নয় তাদের জিজ্ঞাসা কর তোমরাও কি এভাবে আত্মসমর্পণ করেছ? যদি তারাও আত্ম সমর্পণ করে তাহলে তারা পথ পেয়ে গেল। আর যদি তারা মূখ ফিরিয়ে চলে যায় তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর আল্লাহ বান্দাদের সবকিছু দেখেন। (২১) যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে, নবীদের অন্যায়ভাবে হত্যা করে এবং ন্যায়ের আদেশদানকারী লোকদের হত্যা করে তাদেরকে এক কষ্টদায়ক শাস্তির কথা জানিয়ে দাও। (২২) এরাই সেই লোক যাদের কর্ম ইহলোক ও পরলোকে নিষ্ফল হয়ে গেছে আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(২৩) তুমি কি ওদের দেখনি? যাদেরকে আল্লাহর কিতাবের একটি অংশ দেওয়া হয়েছিল। ওদেরকে আল্লাহর কিতাবের দিকে আহ্বান করা হচ্ছে যাতে ওরা ওর মধ্যে নির্ণয় করে। ফের ওদের একটি দল মূখ ফিরিয়ে চলে যাচ্ছে কানি কেটে। (২৪) একারণে যে, ওরা বলে নরকের আগুন আমাদের স্পর্শ করবে না অতিরিক্ত হাতে গোনা কয়েকদিন ব্যতিত। নিজেদের ধর্ম সম্পর্কে তাদের বানানো কথা তাদের ধোকায় ফেলে দিয়েছে। (২৫) তখন কি হবে? যখন একদিন আমরা ওদের একত্রিত করব, আর

সেদিন আসায় কোন সন্দেহ নেই এবং প্রত্যেক ব্যক্তি যা কিছু করেছে তার পূরোপূরি বিনিয়ম দেওয়া হবে আর ওদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না। (২৬) তুমি বলো হে আল্লাহ্! সম্রাজ্যের স্বামী, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান কর। আর যার নিকট থেকে খুশী রাজত্ব ছিনিয়ে নাও। আর তুমি যাকে ইচ্ছা সম্মান প্রদান করো আর যাকে ইচ্ছা অপমানিত করো। তোমার হাতেই কল্যান। নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছু করতে সক্ষম। (২৭) তুমি দিনের মধ্যে রাত আর রাতের মধ্যে দিন প্রবেশ করাও। আর তুমি প্রাণহীন হতে প্রাণবানকে বার কর এবং তুমিই প্রাণবান হতে প্রাণহীনকে বার কর। তুমি যাকে ইচ্ছা কর অঢেল জীবিকা দান কর।

(২৮) বিশ্বাসীগণের উচিৎ বিশ্বাসীগণ ছাড়া অবিশ্বাসীগণকে বন্ধুরপে গ্রহণ না করা। আর যে এরকম করবে তাহলে আল্লাহর সঙ্গে তার কোন সম্পর্ক থাকবে না। কিন্তু এমন পরিস্থিতিতে যে তোমরা তাদের থেকে নিজেকে রক্ষা করতে চাও। আর আল্লাহ তোমাদেরকে সতর্ক করেন তাঁর নিজের সম্পর্কে এবং আল্লাহর দিকেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (২৯) বলে দাও, যা কিছু তোমাদের মনে আছে তা গোপন কর বা প্রকাশ কর, আল্লাহ সবই জানেন। এবং আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তাও জানেন। সর্ব বস্তুতেই আল্লাহর প্রভূত্ব। (৩০) যেদিন প্রত্যেক ব্যক্তি তার উপার্জিত পূণ্য তার সামনে মজুত পাবে আর যে মন্দ করেছে তাও। সেদিন প্রত্যেকেই চাইবে আহ, যদি এই দিন এখনও অনেক দূর হত। আর আল্লাহ নিজে থেকে তোমাদের সতর্ক করেন। আল্লাহ আপন বান্দার প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (৩১) বলো যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদের ভালবাসবেন। আর তোমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৩২) বলো, যে, আল্লাহর আদেশ পালন কর আর রসূলের।

এর পরেও যদি তারা মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ অস্বীকার কারীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করেন না।

(৩৩) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আদমকে, নূহকে, ইব্রাহীমের পরিবার পরিজনদের এবং ইমরানের পরিবার পরিজনদের সমগ্র বিশ্বে মনোনীত করেছেন। (৩৪) এরা একে অপরের সন্তান। আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন। (৩৫) যখন ইমরানের স্ত্রী বলল ঃ হে আমার প্রভূ ! আমার গর্ভে যে সন্তান রয়েছে তা আমি একান্তভাবে তোমার জন্য উৎসর্গ করলাম। আমার পক্ষ হতে তুমি তা গ্রহণ কর। নিঃসন্দেহে তুমি মহাশ্রোতা, মহাজ্ঞানী। (৩৬) তারপর সে যখন তাকে প্রস্রব করল তখন বলল ঃ হে আমার প্রভূ ! আমি তো কন্যা প্রস্রব করেছি। সে যা প্রস্রব করেছে তাতো আল্লাহই ভাল জানেন, আর পুরুষ তো নারীর মত নয়। আমি তার নাম রেখেছিলাম মরিয়ম আর আমি তাকে ও তার সন্তান-সন্ততিকে অভিশপ্ত শয়তানদের প্রভাব থেকে রক্ষার জন্য তোমার স্মরণে দিচ্ছি। (৩৭) অতঃপর তার প্রভূ তাকে ভালভাবে স্বীকার করেন এবং ভালভাবে লালনপালন, এবং যাকারিয়াকে তার অভিভাবক করেন। যাকারিয়া যখনই তাকে দেখতে কক্ষে প্রবেশ করত তখনই তার কাছে খাদ্য সামগ্রী দেখতে পেত। সে জিজ্ঞাসা করল হে মরিয়ম, এসব জিনিষ তুমি কোথা থেকে পাও ? মরিয়ম বলল এসব আল্লাহর নিকট হতে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান অঢেল জীবিকা দান করেন। (৩৮) ওই সময় যাকারিয়া আপন প্রতিপালক কে আহ্বান করল। সে বললঃ হে আমার প্রভূ ! আমাকে তোমার নিকট হতে পবিত্র সন্তান দান কর। নিঃসন্দেহে তুমি প্রার্থনা শ্রবণকারী। (৩৯) অতঃপর সে যখন কক্ষের মধ্যে নামাযে দাঁড়িয়ে নামায পড়ছিল তখন দেবদূতেরা তাকে সম্মোধন করে বলল আল্লাহ তোমাকে ইয়াহিয়ার সু-সংবাদ দিচ্ছেন যে, আল্লাহর বানীর সমর্থক হবেন এবং নেতা

হবেন, আর নিজের অন্তরাত্মা দমনকারী অত্যন্ত সংযমী হবেন। এবং বার্তাবাহক (পয়গম্বর) ও সৎমানুষ হবেন। (৪০) যাকারিয়া বললেন হে প্রভূ! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমার যে বার্ধক্য এসে গেছে আর আমার স্ত্রীও বন্ধ্যা। বললেন এভাবেই আল্লাহ করে থাকেন যা চান। (৪১) যাকারিয়া বললেন হে প্রভূ! আমার জন্য কোন পূর্ব লক্ষণ নির্দ্ধারিত করে দাও। বললেন তোমার জন্য পূর্ব লক্ষণ হবে এই যে, তুমি তিন দিন পর্যন্ত মানুষের সাথে ইশরায় ছাড়া কথা বলতে পারবে না। বেশী করে তোমার প্রভূকে স্মরণ কর এবং সকাল সন্ধ্যা তাঁরই স্তুতি কর। (৪২) আর যখন দেবদূতগণ বলেছিল যে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে মনোনীত করেছেন এবং তোমাকে পবিত্র করেছেন, আর পৃথিবীর নারীদের মধ্যে তোমাকেই বেছে নিয়েছেন। (৪৩) হে মরিয়ম, তোমার প্রভূর অনুগত হও এবং প্রণীপাত কর আর মস্তক অবণতকারীদের সাথে মস্তক অবনত কর। (৪৪) এটা অন্তরিক্ষের সংবাদ যা আমরা তোমাকে শ্রুতির মাধ্যমে অবহিত করছি, আর তুমি ওদের নিকটে উপস্থিত ছিলে না যখন তারা কলম নিক্ষেপ করছিল এটা স্থীর করার জন্য যে, কে মরিয়মের লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে, আর না তুমি ওই সময়ও সেখানে উপস্থিত ছিলে তারা যখন বিষয়টি নিয়ে ঝগড়া করছিল।

(৪৫) যখন দেবদূতেরা বলেছিল হে মরিয়ম, আল্লাহ তোমাকে সুসংবাদ দিচ্ছেন তাঁর একটি নিদর্শনের যার নাম 'মরিয়মের পুত্র মসীহ' হবে। সে এই জগতে ও পরলোকে মর্যদাবান এবং আল্লাহর ঘনিষ্ঠ বান্দাদের মধ্যে হবে। (৪৬) সে মানুষের সঙ্গে কথা বলবে যখন সে মাতৃক্রোড়ে থাকবে এবং পরিণত বয়সের হবে এবং সে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে। (৪৭) মরিয়ম বললেন হে আমার প্রভূ! আমার পুত্র কিভাবে হবে? যখন কোন পুরুষ আমাকে স্পর্শই করেনি। তিনি বললেন এভাবেই আল্লাহ সৃষ্টি করেন

যা চান। যখন তিনি কোন কাজ করতে ইচ্ছা করেন তখন বলেন 'হয়ে যাও' আর তা হয়ে যায়। (৪৮) আর আল্লাহ তাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তৌরাত ও ইঞ্জিল শিক্ষা দেবেন। (৪৯) আর তাকে রসূল নিযুক্ত করা হবে ইস্রায়িলের সন্তানদের উপর যে, আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রতিপালকের নিদর্শন নিয়ে এসেছি। আমি তোমাদের জন্য মাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি তৈরী করি আর তাতে ফুঁক দিই তখন তা আল্লাহর আদেশে সত্যিকার পাখীতে পরিণত হয়ে যায়। আমি আল্লাহর আদেশে জন্মান্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করি আর আমি আল্লাহর আদেশে মৃতকে জীবিত করি। আর আমি তোমাদের বলে দিই তোমরা কি খাও আর ঘরে কি সংরক্ষণ কর। নিঃসন্দেহে এতে তোমাদের জন্য নিদর্শন আছে যদি তোমরা বিশ্বাস কর। (৫০) আর আমি তৌরাতের সমর্থনকারী যা আমার পূর্বের, আর আমি এজন্য এসেছি যে, এমন কিছু বস্তু তোমাদের জন্য বৈধ করতে যা তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছিল। আর আমি তোমাদের নিকটে তোমাদের প্রভূর তরফ থেকে নিদর্শন নিয়ে এসেছি। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার আনুগত্য কর। (৫১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমার প্রভূ আর তোমাদেরও। অতএব তাঁরই উপাসনা কর, এটাই সোজা পথ।

(৫২) কিন্তু যখন ঈসা তাদের মধ্যে অবিশ্বাস টের পেল তখন বলল আল্লাহর পথে আমার সাহায্যকারী কে আছে? অনুসারীরা বলল আমরা আছি আল্লাহর সাহায্যকারী। আমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস করেছি, তুমি স্বাক্ষ্য থাক যে, আমরা অনুগত। (৫৩) হে আমাদের প্রতিপালক! তুমি যা অবতীর্ণ করেছ আমরা তাতে বিশ্বাস করেছি, এবং রসূলের অনুসরণ করেছি। অতএব আমাদেরকে স্বাক্ষী হিসাবে তালিকাভূক্ত কর। (৫৪) তারা গোপন কৌশল করেছিল, আর আল্লাহ ও গোপন কৌশল করেছিলেন। আর আল্লাহ

সবচেয়ে উত্তম কৌশলকারী। (৫৫) যখন আল্লাহ বলেছিলেন ঃ হে ঈসা, আমি তোমাকে ফিরিয়ে নেব এবং তোমাকে আমার কাছে উঠিয়ে নেব, তোমাকে অবিশ্বাসীদের থেকে পবিত্র করব। আর যারা তোমার অনুসারী তাদের কেয়ামত পর্যন্ত ওই লোকদের উপর যারা তোমাকে অবিশ্বাস করেছিল তাদের উপরে রাখব। অতঃপর সবাইকে আমার নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের মধ্যে মতানৈক্যের বিষয়ে মীমাংসা করব। (৫৬) আর যারা অস্বীকারকারী তাদের দুনিয়ায় আর পরলোকে কঠিন শাস্তি দেব আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না। (৫৭) আর যারা বিশ্বাস করেছে ও সৎকর্ম করেছে তাদেরকে আল্লাহ পূরোপুরি বিনিময় দান করবেন। আর আল্লাহ অত্যাচারিতদের সাথে বন্ধুত্ব রাখেন না। (৫৮) এটা তত্ত্বজ্ঞান ও বিবেক পূর্ণ স্মৃতি সমূহ যা আমরা তোমাকে শোনাচ্ছি আপন আয়াতের মাধ্যমে।

(৫৯) নিঃসন্দেহে ঈসার দৃষ্টান্ত আল্লাহর নিকটে আদমের মত। আল্লাহ তাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছিলেন। তারপর বলেছিলেন হয়ে যাও তখন সে হয়ে যায়। (৬০) সত্য কথা তোমার প্রতিপালকের তরফ থেকে হয়। অতএব সন্দেহ পোষণকারী হয়ো না। (৬১) ফের এ ব্যাপারে যে তোমার সাথে তর্ক-বিতর্ক করে এর পরেও যে তোমার নিকট জ্ঞান এসে গেছে তবে তাকে বলো, এসো আমরা আমাদের সন্তানদের ও তোমাদের সন্তানদের এবং আমাদের স্ত্রীগণকে ও তোমাদের স্ত্রীগণকে একত্রে ডাকি। এবং আমরা ও তোমরা সবাই একত্রিত হই, অতঃ সবাই মিলে প্রার্থনা করি যে, যে যারা মিথ্যাবাদী তাদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত হোক। (৬২) নিঃসন্দেহে এটাই সত্য বর্ণনা। আর আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই এবং আল্লাহই

পরম পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ। (৬৩) আর যদি তারা না মানে তাহলে আল্লাহ গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের সম্পর্কে সম্যক অবগত আছেন।

(৬৪) বলো, হে গ্রন্থধারীগণ (অর্থাৎ ইহুদী ও খৃষ্টানগণ) এসো এমন একটি কথার দিকে যা আমাদেরও তোমাদের মধ্যে সাদৃশ্যপূর্ণ যে, আমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা করব না, আল্লাহর সাথে কাউকে অংশীস্থাপন করব না, আর আমাদের মধ্যে কেউই কোন অন্যকে আল্লাহ ছাড়া অতিরিক্ত প্রতিপালক বানাব না। যদি ওরা এথেকে বাঁচতে চায় তাহলে বলে দাও যে তোমরা স্বাক্ষী থেকো আমরা অনুগত। (৬৫) হে কিতাবধারী গণ, তোমরা ইব্রাহীম সম্পর্কে কেন বিতর্ক করছ? অথচ তৌরাত ও ইনজীল তার পরেই অবতীর্ণ করা হয়েছে। তোমরা কি বোঝনা? (৬৬) তোমরা সেই লোক যে, তোমরা ওই কথায় বাদানুবাদ করছ যাতে তোমাদের কিছু জ্ঞান ছিল। এখন তুমি এমন কথায় বাদানুবাদ করছ যে বিষয়ে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই। আর আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (৬৭) ইব্রাহীম ইহুদীও ছিল না খৃষ্টান ও ছিল না বা বরং সে ছিল একাগ্রচিত্ত অনুগত মুসলিম। আর সে অংশীবাদীদের দলভূক্ত ছিল না। (৬৮) অবশ্যই ইব্রাহীমের ঘনিষ্ঠ মানুষ তারাই যারা তার অনুসরণ করেছিল আর এই নবী আর এই পয়গম্বর আর যারা এই পয়গম্বরের উপর ঈমান এনেছে। আর আল্লাহ বিশ্বাসীগণের বন্ধু। (৬৯) কিতাবধারীদের একটি দল তোমাদেরকে বিভ্রান্ত করতে চায়। আসলে তারা কেবল নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করছে। কিন্তু তারা বুঝতে পারে না। (৭০) হে কিতাবধারীগণ, তোমরা আল্লাহর নিদর্শনকে কেন অমান্য করছ? অথচ তোমরাই তো স্বাক্ষী। (৭১) হে কিতাবধারীগণ, কেন তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করছ? আর সত্যকে গোপন করছ কেন? অথচ তোমরা জানো।

(৭২) আর কিতাবধারীদের একদল বলল যে, বিশ্বাসীদের প্রতি যা

অবতীর্ণ করা হয়েছে তার উপরে সকালে বিশ্বাস কর আর সন্ধ্যায় তা প্রত্যাখান কর হয়ত বিশ্বাসীগণও এর থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবে। (৭৩) আর তোমাদের ধর্মের অনুসরণ করে এমন লোক ছাড়া কাউকে বিশ্বাস করো না। বলো, সঠিক পথ ওটাই যা আল্লাহ দেখিয়েছেন। আর এসব এজন্য যে, অন্য কারো ওই জিনিষ কেন মিলল যা তোমাদের দেওয়া হয়েছিল অথবা ওরা কেন বৈশিষ্ট্যপূর্ণ হয়ে গেল তোমাদের প্রতিপালকের সামনে। বলো, অনুগ্রহ তো আল্লাহর হাতে, তিনি যাকে চান দিয়ে থাকেন, আর আল্লাহ বড় দানশীল, মহাজ্ঞানী। (৭৪) তিনি যাকে খুশী স্বীয় অনুগ্রহের জন্য বেছে নেন। আর আল্লাহ পরম অনুগ্রহকারী। (৭৫) আর কিতাবধীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যে যদি তুমি তার কাছে বিপুল সম্পদ গচ্ছিত রাখলেও সে তা তোমাকে ফেরৎ দেবে। আর তাদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যে, যদি তুমি তার নিকটে এক দিনারও গচ্ছিত রাখো তাহলে সে তা তোমাকে ফেরৎ দেবে না যদি না তার মাথার উপরে দাঁড়িয়ে না যাও। এটা এজন্যে যে, ওরা বলে যে, যারা কিতাবধারী নয় তাদের সম্পর্কে আমাদের কোন দোষ নেই। তারা আল্লাহ সম্পর্কে জেনে শুনে মিথ্যা বলে। (৭৬) বরং যে ব্যক্তি নিজ অঙ্গীকার পূরো করে এবং আল্লাহকে ভয় করে নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন খোদাভীরু ব্যক্তিকে ভালবাসেন।

(৭৭) যারা আল্লাহর বচন ও নিজেদের অঙ্গীকার সামান্য মূল্যে বিক্রয় করে তাদের জন্য পরলোকে কোন অংশ নেই। আল্লাহ না তাদের সাথে কথা বলবেন আর না কেয়ামতের দিনে তাদের দিকে ফিরে তাকাবেন এবং না তাদেরকে শোধন করবেন। তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৭৮) আর তাদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা গ্রন্থ পড়ার সময় (উচ্চারণ বিকৃতি ঘটাতে) জিহ্বা বাঁকা করে, যাতে তোমরা তাকে গ্রন্থের

অংশ মনে কর, অথচ তা আল্লাহর পক্ষ থেকে নয়। আর তারা জেনে শুনেই আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বলে। (৭৯) কোন মানুষের এই কাজ নয় যে, আল্লাহ তাকে কিতাব, বিবেক-বুদ্ধি, পয়গম্বরী দেওয়ার পর সে মানুষকে বলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমার দাস হও। বরং সেতো বলবে তোমরা প্রভূপরায়ন হও, কেননা তোমরা অন্যকে কিতাবের শিক্ষা দাও আর নিজেও তা পাঠ কর। (৮০) আর না সে তোমাদের এই আদেশ দেবে যে, তোমরা দেবদূতদের এবং পয়গম্বরদের প্রতিপালক বানাও। তোমরা মুসলমান হওয়ার পর সে কি তোমাদের কে অস্বীকারকারী হতে আদেশ দেবে?

(৮১) আর যখন আল্লাহ পয়গম্বরগণের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিলেন যে, যা কিছু আমি তোমাকে কিতাব ও প্রজ্ঞা দান করেছি, অতঃপর তোমাদের নিকট পয়গম্বর এল এবং তোমাদের কাছে যে ভবিষ্যৎ বানী আছে তা সমর্থন করল, তখন তুমি অবশ্যই তার উপরে ঈমান আনবে আর তাকে সাহায্য করবে। আলাহ বললেনঃ এটাকে কি তোমরা মানো? আর একথার অঙ্গিকার করলে? তারা বলল আমরা অঙ্গিকার করলাম। বললেনঃ তোমরা স্বাক্ষী থেকো আর আমিও তোমাদের সাথে স্বাক্ষী রইলাম। (৮২) অতঃপর এর পরে যারা ফিরে যাবে তারাই কৃতঘ্ন। (৮৩) এরা কি আল্লাহর ধর্মের পরিবর্তে অন্য কোন ধর্ম চাইছে? অথচ তাঁরই অনুগত যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে, স্বেচ্ছায় হোক আর অনিচ্ছায়, আর সবই তার কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (৮৪) বলো, আমরা আল্লাহর উপর ঈমান আনলাম আর যা আমাদের প্রতি অবর্তীর্ণ করা হয়েছে, আর যা অবর্তীর্ণ হয়েছে ইবরাহীম, ইসমাঈল, ইসহাক, ইয়াকুব ও তাঁর সন্তানদের প্রতি। আর যা দেওয়া হয়েছে মূসা। ইসা এবং অন্য পয়গম্বরগণকে তাদের প্রতিপালকের পক্ষ থেকে। আমরা তাদের মধ্যে কোন পার্থক্য করিনা। আর আমরা তাঁরই অনুগত।

(৮৫) আর যে ব্যক্তি ইসলাম ছাড়া অন্য ধর্ম চাইবে তা কখনও গ্রহণ করা হবে না, আর পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (৮৬) আল্লাহ কেন এমন লোকদের পথ দেখাবেন যারা ঈমান আনার পর অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। যখন সে স্বাক্ষী দিয়ে দিয়েছে যে, এই রসূল (বার্তাবাহক) সত্য আর তার নিকট স্পষ্ট নিদর্শন এসে গেছে। আর আল্লাহ অত্যাচারীদের পথ দেখান না। (৮৭) এমন লোকদের শাস্তি এই যে, এদের উপর আল্লাহর, তাঁর ফেরেশতার ও সব মানুষের অভিসম্পাত। (৮৮) ওরা ওর মধ্যে চিরকাল থাকবে, না তাদের শাস্তি লঘূ করা হবে আর না তাদের কোন অবকাশ দেওয়া হবে। (৮৯) হ্যাঁ, যারা এর পরেও তওবা (ক্ষমা-প্রার্থনা) করে নিজেকে শুধরে নেয় তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তওবা স্বীকারকারী পরম দয়ালু। (৯০) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনার পরে অবিশ্বাস করেছে এবং তার অবিশ্বাস বেড়েই চলেছে তাদের ক্ষমা প্রার্থনা কখনই গৃহিত হবে না। এরাই পথভ্রষ্ট। (৯১) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করে এবং অস্বীকারকারী অবস্থায় মৃত্যুপ্রাপ্ত হয় তাহলে তারা মুক্তিপন স্বরুপ যদি পৃথিবী পরিমাণ স্বর্ণও দেয় তাহলেও তা কখনই গ্রহণ করা হবে না। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আর তাদের কোন সাহায্যকারী নেই।

(৯২) তোমরা কখনই পূন্যের নাগাল পাবে না যতক্ষন না তোমরা তোমাদের পছন্দের বস্তু হতে ব্যয় না করবে। আর তোমরা যা কিছু ব্যয় করবে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। (৯৩) সমস্ত প্রকার খাদ্যবস্তু (যাহা হযরত মুহম্মদের পন্থায় বৈধ) ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য বৈধ ছিল। এছাড়া ইসরাঈল নিজের জন্য যা অবৈধ করে নিয়েছিল তৌরাত অবতীর্ণ হওয়ার পূর্বে। বলো, তৌরাত নিয়ে এস এবং তা পাঠ কর। যদি তোমরা সঠিক হও। (৯৪) এর পরেও যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারাই

অত্যাচারী।(৯৫) বলো, আল্লাহ সত্য বলেছেন।এখন ইব্রাহীমের ধর্ম অনুসরণ কর যা একাগ্রচিত্ত ছিল এবং শির্কমুক্ত (আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য বানিয়ে নেওয়া) ছিল। (৯৬) নিঃসন্দেহে প্রথম ঘর যা মানুষের জন্য তৈরী হয়েছিল সেটা ওই ঘর যা মক্কায় অবস্থিত। বরকতময় ও সমগ্র বিশ্বের জন্য পথনির্দেশ কেন্দ্র।(৯৭) এতে স্পষ্ট নিদর্শন আছে। মকামে-ইব্রাহীম (ইব্রাহীমের দাঁড়াবার স্থান) আছে, এই ঘরে যে প্রবেশ করবে সে নিরাপদ। আর মানুষের উপর আল্লাহর অধিকার এই যে, যে এই ঘর পর্যন্ত যাওয়ার ক্ষমতা রাখে সে এর হজ্ব করে। আর যে এহতে বিমূখ হল তাহলে আল্লাহ পার্থিব জগতের অধিবাসী হতে বেপরোয়া। (৯৮) বলো, হে কিতাবধারীগণ কেন তোমরা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করছ? অথচ আল্লাহ দেখছেন যা তোমরা করছ। (৯৯) বলো, হে কিতাবধারীগণ, যারা ঈমান এনেছে তোমরা কেন তাদেরকে আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছ? তোমরা সেখানে বক্রতা সন্ধান করছ, অথচ তোমাদেরই তো স্বাক্ষী বানানো হয়েছে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্ম সম্পর্কে বে খবর নন।

(১০০) হে বিশ্বাসীগণ! যদি তোমরা কিতাবধারীগণের (ইহুদী ও খৃষ্টান) মধ্যে কোন এক সম্প্রদায়ের কথা মেনে নাও তাহলে তারা তোমাদের বিশ্বাসী থেকে আবার অবিশ্বাসী করে দেবে।(১০১) আর তোমরা কিভাবে অবিশ্বাস করবে, যখন তোমাদের আল্লাহর বানী পাঠ করে শোনান হচ্ছে। আর তোমাদের মধ্যে তাঁর রসূল বর্তমান আছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহকে দৃঢ়তার সঙ্গে আঁকড়ে ধরবে সে সঠিক পথে পৌঁছে গেল।(১০২) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমন ভয় করা উচিৎ, আর পূরোপূরি আল্লাহর অনুগত না হয়ে মরো না। (১০৩) আর সবাই মিলে আল্লাহর রশিকে শক্ত করে ধরো, এবং মতভেদ করো না। আর আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ রাখো, যখন তোমরা

একে অপরের শত্রু ছিলে। অতঃপর তিনি তোমাদের অন্তরে প্রেমের আবেগ সঞ্চার করলেন। অতএব তোমরা পরস্পরের ভাই-ভাই হয়েছে। আর তোমরা নরকের খাদের কিনারায় দাঁড়িয়েছিলে। আল্লাহই তোমাদের ও থেকে বাঁচিয়ে নিলেন। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর নিদর্শন সমূহ প্রকাশ করেন যাতে তোমরা দিক-নির্দেশনা পাও।

(১০৪) আর তোমাদের জন্য এ অপরিহার্য যে তোমাদের মধ্যে যেন এমন একটি সম্প্রদায় থাকে যারা কল্যানের দিকে আহ্বান জানাবে, সৎকাজের আদেশ দেবে এবং মন্দ কাজ হতে বিরত রাখবে, এধরনের লোকেরাই সফল হবে। (১০৫) আর ওই লোকদের মত হয়ে যেওনা যারা বিভিন্ন সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গেছে আর নিজেদের মধ্যে মতভেদ করেছে স্পষ্ট নির্দ্দেশ আসার পরেও। আর এদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। (১০৬) সে দিন কিছু চেহারা উজ্জ্বল হবে আর কিছু চেহারা মলিন হবে। যাদের চেহারা মলিন হবে তাদের জিজ্ঞাসা করা হবে যে, তোমরা কি বিশ্বাস করার পরে আবার অবিশ্বাসী হয়ে গিয়েছিলে? তাহলে এখন অবিশ্বাস করার শাস্তি ভোগ কর। (১০৭) আর যাদের চেহারা উজ্জ্বল হবে তারা আল্লাহর করুনাভূক্ত থাকবে এবং অনন্তকাল সেখানেই অবস্থান করবে। (১০৮) এগুলো আল্লাহর নিদর্শন যা আমরা তোমাদের সততার সাথে শোনাচ্ছি, আর আল্লাহ জগৎবাসীর উপর অত্যাচার চান না। (১০৯) আর আকাশ পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর জন্য। আর সর্ব বিষয় আল্লাহর সম্মুখেই প্রস্তুত করা হবে।

(১১০) এখন তোমরাই সর্বোত্তম (সর্বোত্তম গুণ সম্পন্ন) সম্প্রদায় যাদেরকে মানুষের জন্য আবির্ভূত করা হয়েছে। তোমরা সৎকাজের আদেশ দাও, মন্দ কর্ম রূখে দাও এবং আল্লাহকে বিশ্বাস কর। আর যদি কিতাবধারীগণও (ইহুদী ও খৃষ্টান) বিশ্বাস করত তাহলে তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। তাদের মধ্যে

কিছু বিশ্বাসী আছে আর অধিকাংশই অবিশ্বাসী। (১১১) তারা তোমাদের কিছুই ক্ষতি করতে পারবে না কিছু কষ্ট দেওয়া ছাড়া। আর যদি ওরা তোমাদের সাথে সম্মুখ সমরে অবতীর্ণ হয় তাহলে তারা পলায়ন করবে। অতঃপর তারা কোন সহায়তা পাবে না। (১১২) আর তাদের উপরে লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে, তাদেরকে যেখানেই পাওয়া যাক না কেন, এছাড়াও আল্লাহর তরফ হতে কোন অঙ্গীকার বা মানুষের তরফ হতে কোন অঙ্গীকার হোক না কেন। আর তারা আল্লাহর ক্রোধের পাত্র হয়ে গেছে। আর তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয়েছে দূরবস্থা, এজন্য যে, তারা আল্লাহর নিদর্শনগুলো অমান্য করেছে আর আপন পয়গম্বরদের অন্যায় ভাবে হত্যা করেছে। এটা এজন্য যে, তারা অবাধ্য হয়েছিল এবং সীমা লঙ্ঘন করেছিল।

(১১৩) সমস্ত কিতাবধারী (ইহুদী ও খৃষ্টান) সমান নয়। তাদের মধ্যে একদল নিজ প্রতিজ্ঞায় অটল। তারা রাত্রে আল্লাহর বানী পাঠ করে এবং সিজদাবনত অবস্থায় থাকে। (১১৪) তারা আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করে। সৎকর্মের আদেশ দেয় এবং মন্দ কর্ম হতে বিরত রাখে ও সৎকর্মের দিকে ছুটে যায়। এরাই সৎলোক। (১১৫) যে ভাল কাজই তারা করবে ফল থেকে তাদের বঞ্চিত বা উপেক্ষা করা হবে না আর আল্লাহ পরহেজগার (সাত্ত্বিক) দের ভালভাবেই জানেন। (১১৬) নিঃসন্দেহে যারা অবিশ্বাস করেছে আল্লাহর সামনে তাদের ধন সম্পত্তি ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজেই আসবে না। আর এরাই নরকবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (১১৭) এই পার্থিব জীবনে তারা যা ব্যয় করে তার উদাহরণ এমন একটি বাতাসের মত যাতে আছে তুষার কণা যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে তাদের শস্যক্ষেতের উপর দিয়ে এই বাতাস প্রবাহিত হয় এবং তাকে ধ্বংস করে দেয়। আল্লাহ

তাদের উপর অত্যাচার করেন নি, বরং এরা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে।

(১১৮) হে বিশ্বাসীগণ! অপরকে গোপন কথা জানিও না, তারা তোমাদের ক্ষতি করতে কোন ত্রুটি করে না। তুমি কষ্ট পেলে ওরা খুশী হয়। তাদের শত্রুতা মুখের কথায় প্রকাশ পেয়েছে, আর তাদের মনে যা লুকিয়ে আছে তা গুরুতর। আমরা তোমাদের জন্য নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট করে প্রকাশ করেছি যদি তোমরা বুদ্ধিমান হও। (১১৯) তোমরা ওদের ভালবাস কিন্তু ওরা তোমাদের ভালবাসে না। যদিও তোমরা সব আসমানী কিতাব (তৌরাত ও ইঞ্জিল) বিশ্বাস কর। তারা যখন তোমাদের সাথে সাক্ষাৎ করে তখন বলে আমরাও বিশ্বাস করেছি কিন্তু যখন তারা নিজেরা পরস্পর মিলিত হয় তখন তোমাদের প্রতি তাদের ক্রোধ ও আক্রোশ এত বেশী বেড়ে যায় যে, তারা নিজেদের আঙুল কামড়াতে থাকে। বলো, তোমরা আপন ক্রোধে মরে যাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরের কথা জানেন। (১২০) তোমাদের ভাল হলে তাদের কষ্ট হয়, এবং যখন তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে তখন তারা খুশী হয়। তোমরা যদি ধৈর্য্য ধরো ও আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তাদের কোন কৌশল তোমাদের ক্ষতি করতে পারবে না। তারা যা কিছু করছে তা সবই আল্লাহর আয়ত্বাধীন।

(১২১) যখন তুমি অতি প্রত্যুষে নিজের ঘর থেকে বের হয়েছিলে আর বিশ্বাসীদের যুদ্ধের স্থানে নিযুক্ত করেছিলে। আল্লাহ সব শোনেন ও জানেন। (১২২) যখন তোমাদের দুটি দল হতোদ্যম হওয়ার উপক্রম করেছিল আর আল্লাহ তাদের দুটি দলকে সহায়তা করার জন্য বর্তমান ছিলেন। আর বিশ্বাসীগণের উচিৎ আল্লাহর উপর নির্ভর হওয়া। (১২৩) আর আল্লাহ তোমাদের সহায়তা করেছেন বদর যুদ্ধে যখন তোমরা দূর্বল ছিলে। অতএব আল্লাহকে

ভয় কর যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হতে পার। (১২৪) যখন তুমি বিশ্বাসীদের বলছিলে যে, তোমাদের প্রভূ তিন হাজার ফেরেশতা অবতীর্ণ করে তোমাদের সাহায্য করলে সেটা কি তোমাদের জন্য যথেষ্ট হবে না? (১২৫) যদি তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর (অটল থাকো) আর আল্লাহকে ভয় কর আর শত্রুরা যদি আচমকা আক্রমণ করে তাহলে তোমাদের প্রভূ পাঁচ হাজার চিহ্নিত ফেরেশতা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করবেন। (১২৬) আর আল্লাহ এটা এজন্যে করেছেন যাতে তোমাদের জন্য সুসংবাদ হয় এবং তোমাদের অন্তর এতে সন্তুষ্ট হয়। আর সাহায্য কেবল আল্লাহর তরফ হতেই হয়, যিনি পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (১২৭) অবিশ্বাসীদের একটি অংশকে বিচ্ছিন্ন করার জন্য কিংবা তাদেরকে দমন করার জন্য যাতে তারা নিরাশ হয়ে ফিরে যায়। (১২৮) এই ব্যাপারে তোমার করণীয় কিছু নেই। আল্লাহ তাদের তওবা (ক্ষমা প্রার্থনা) গ্রহণ করেন অথবা তাদের শাস্তি প্রদান করেন, কেন না তারা অত্যাচারী। (১২৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা আল্লাহর। তিনি যাকে চান ক্ষমা করেন যাকে চান শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৩০) হে বিশ্বাসীগণ! কয়েকগুণ বাড়ীয়ে সুদ খেও না, আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা সফল হও। (১৩১) আর সেই নরককে ভয় কর যা অবিশ্বাসীদের জন্য তৈরী করে রাখা হয়েছে। (১৩২) আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার। (১৩৩) আর ছুটে যাও আপন প্রভূর ক্ষমার দিকে এবং সেই স্বর্গের দিকে যার বিশালতা আকাশ ও পৃথিবীর মত। ওটা প্রস্তুত করা হয়েছে খোদাভীরুদের জন্য। (১৩৪) যারা সুদিন ও দুর্দিনে ব্যায় করে , যারা ক্রোধ সংবরনকারী ও মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। (১৩৫) আর এমন লোক যারা প্রকাশ্যে কোন মন্দ কাজ করে ফেলে অথবা নিজের উপর কোন

অত্যাচার করে ফেলে তখন আল্লাহকে স্মরণ করে নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা চায়। আল্লাহ ছাড়া কে আছেন যে পাপ ক্ষমা করে? আর তারা জেনে শুনে নিজেদের কৃতকর্মের উপর অটল থাকে না। (১৩৬) তাদের প্রতিদান হল তাদের প্রভূর পক্ষ থেকে ক্ষমা এবং এমন বাগান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। কত সুন্দর প্রতিদান সৎকর্মশীলদের জন্য। (১৩৭) তোমার পূর্বে অনেক উদাহরণ অতিবাহিত হয়েছে। অতএব পৃথিবীতে ঘুরে ফিরে দেখ যে, অবিশ্বাসীদের পরিণাম কি হয়েছিল। (১৩৮) এই বিবরণ মানুষের জন্য এবং পথ নির্দেশ ও উপদেশ খোদা ভীরুদের জন্য।

(১৩৯) হিম্মত হারিয়ো না এবং বিষন্ন হয়ো না, তোমরাই বিজয়ী হবে যদি তোমরা আস্থাবান হও। (১৪০) যদি তোমাদের কোন আঘাত লাগে তাহলে শত্রুদের তো এমনই আঘাত লেগেছে আর এই দিনগুলি (পরিস্থিতি) আমি মানুষের মধ্যে বদলাবদলি করতে থাকি যাতে আল্লাহ বিশ্বাসীদের যাচাই করতে পারেন এবং তোমাদের মধ্যে কিছু লোককে স্বাক্ষী বানাতে পারেন আর আল্লাহ অত্যাচারীদের ভালবাসেন না। (১৪১) যাতে তিনি বিশ্বাসীদের শোধন আর অস্বীকারকারীদের নির্মূল করতে পারেন। (১৪২) তুমি কি মনে কর যে, তুমি স্বর্গে চলে যাবে, অথচ এখনও আল্লাহ ওই লোকদের যাচাই করেন নি যারা কঠিন সংঘর্ষ করেছে এবং যারা অবিচল থাকবে। (১৪৩) আর তোমরা মৃত্যু কামনা করছিলে মৃত্যুর সম্মুখীন হওয়ার পূর্বেই, এখন তোমরা খোলা চোখে তা দেখে নিলে।

(১৪৪) মুহম্মদ মাত্র একজন রসূল (বার্তাবহ) তাঁর পূর্বেও রসূল অতিবাহিত হয়েছে। তিনি যদি মারা যান অথবা নিহত হন তাহলে কি তোমরা পিছন ফিরে চলে যাবে? আর যে ব্যক্তি ফিরে যাবে সে আল্লাহর কিছুই ক্ষতি

করতে পারবে না। আর আল্লাহ কৃতজ্ঞদের পুরষ্কার দেবেন। (১৪৫) আল্লাহর অনুমতী ছাড়া কোন প্রাণী মরতে পারে না। আল্লাহর নির্দ্ধারিত সময় ব্যতীত। যে দুনিয়ার লাভ চায় তাকে আমরা দুনিয়ায় দিয়ে দিই। আর যে পরলোকে লাভ চায় তাকে আমরা পরলোকে দিয়ে দিই। আর কৃতজ্ঞ লোকদের প্রতিদান অবশ্যই আমি দেব। (১৪৬) আর কত নবী (বার্তাবহ) আছেন যাদের সাথে অনেক ধার্মিক লোক মিলে যুদ্ধ করেছেন। আল্লাহর পথে তাদের অনেক বাধার সম্মুখীন হতে হয়েছে তাতে তারা মনোবল হারায়নি আর দুর্বলতাও দেখায়নি এবং নতি স্বীকারও করেনি। আর আল্লাহ ধৈর্যশীলদের ভালবাসেন। (১৪৭) তাদের মূখ থেকে এর অতিরিক্ত আর কিছু বের হয়নি যে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের পাপ ক্ষমা কর, আর আমাদের কাজে আমাদের যে অন্যায় হয়েছে তাও ক্ষমা করে দাও, আমাদের পদক্ষেপ দৃঢ় কর আর অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে আমাদের সাহায্য কর। (১৪৮) অতঃপর আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব প্রতিদান ও পরলোকে উত্তম প্রতিফল ও দিয়েছেন। আল্লাহ পুন্যবানদের ভাল বাসেন।

(১৪৯) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা যদি অবিশ্বাসীদের কথা মত চলো তাহলে তারা তোমাদের পিছনে ফিরিয়ে দেবে এবং তোমরা বিফল হয়ে থেকে যাবে। (১৫০) বরং আল্লাহ তোমাদের সহায়ক এবং তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী। (১৫১) আমরা অস্বীকারকারীদের অন্তরে তোমাদের ভয় সঞ্চার করব, কারণ তারা আল্লাহর সাথে এমন জিনিষের শরিক করেছে যার জন্য আল্লাহ কোন সনদ (প্রমাণ) অবতীর্ণ করেন নি। (১৫২) আর আল্লাহ তোমাদের সাথে তাঁর ওয়াদা পূরণ করে দেখিয়েছেন, যখন তোমরা আল্লাহর আদেশে ওদেরকে হত্যা করেছিলে। এমনকি যখন তোমরা স্বয়ং দূর্বল হয়ে গিয়েছিলে এবং পরস্পর বিতর্কে লিপ্ত হয়ে পড়েছিলে, আর তোমরা পরগম্বরের কথাও

শোননি। যদিও আল্লাহ তোমাদের সেই জিনিষ দেখিয়েছিলেন যা তোমরা চাইছিলে। তোমাদের মধ্যে কিছু লোক সাংসারিক বৈভব চাইছিল। আর কিছু লোক পরলোক চাইছিল। অতঃপর পরীক্ষা করার জন্য তিনি তোমাদেরক তাদের কাছ থেকে সরিয়ে রেখেছিলেন। আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ বিশ্বাসীগণের উপর বড়ই অনুগ্রহশীল। (১৫৩) স্মরণ কর, যখন তোমরা পালিয়ে যাচ্ছিলে এমনকি পিছনে ফিরেও দেখছিলেনা আর রসূল তোমাদের ডাকছিলেন। অতঃপর আল্লাহ তোমাদের কষ্টের উপর কষ্ট দিয়েছিলেন (তোমাদের ব্যবহারের জন্য) যাতে তোমরা নিরাশ না হও যা হাত ছাড়া হয়ে গেছে এবং যে বিপদ তোমাদের উপর এসেছে তার জন্য দুঃখ না কর। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(১৫৪) অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে কষ্টের পর শান্তিময় তন্দ্রা দান করেন যা তোমাদের একদলকে আচ্ছন্ন করেছিল আর একদল কেবল নিজের প্রাণের চিন্তায় পড়েছিল। এরা আল্লাহ সম্পর্কে অজ্ঞানতাবশতঃ বাস্তবিকতার বিপরীত ধারণা পোষণ করেছিল। তারা বলছিল, বিষয়টিই আল্লাহর অধিকারে। তারা তাদের মনে এমন কথা লুকিয়ে রেখেছে যা তোমার কাছে প্রকাশ করছিল না। তারা বলছিল, বিষয়টিতে যদি আমাদের কিছু করার থাকত তাহলে এখানে আমরা নিহত হতাম না। বলো, যদি তোমরা নিজের ঘরেও থাকতে তবুও যাদের নিহত হওয়া নির্দ্ধারিত থাকত তাহলে তারা তাদের মৃত্যুর জায়গায় বেরিয়ে পড়ত। আসলে আল্লাহ চেয়েছেন তোমাদের মনে যা আছে তা পরীক্ষা করতে এবং তোমাদের অন্তরে যা আছে তা শোধন করতে। আর আল্লাহ মনের গোপন কথা ভালভাবেই জানেন। (১৫৫) যেদিন দুটো দল সামনা-সামনি যুদ্ধে অবতীর্ণ হয়েছিল এবং তোমাদের মধ্যে একটি

দল পশ্চাদপসরণ করেছিল। তাদেরকে শয়তান তাদের কিছু কর্মের জন্য স্খলিত করেছিল। আল্লাহ তাদের ক্ষমা করেছেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন, সহনশীল।

(১৫৬) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা অবিশ্বাসীদের মত হয়ো না। ওরা নিজের ভাইয়ের সম্বন্ধে বলে যখন তারা সফরে অথবা যুদ্ধ যাত্রা করে এবং ওদের মৃত্যু হয়। তখন বলে যদি ওরা আমাদের কাছে থাকত তাহলে মরত না বা নিহত হত না। যাতে আল্লাহ এটাকে তাদের অন্তরে পরিতাপের বিষয়ে পরিণত করতে পারেন। আর আল্লাহই জীবনদান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ তা দেখেন। (১৫৭) আর যদি তোমরা আল্লাহর পথে মারা যাও বা নিহত হও তাহলে যা কিছু তোমরা জমা করো তারচেয়ে আল্লাহর ক্ষমা ও অনুগ্রহ উত্তম। (১৫৮) যদি তোমরা মরে যাও বা নিহত হও সবরকম পরিস্থিতিতে তোমাদেরকে আল্লাহর কাছে একত্রিত করা হবে। (১৫৯) এটা আল্লাহর অত্যন্ত অনুগ্রহ যে, তুমি তাদের প্রতি কোমল আচরণ করেছিলে। যদি তুমি কঠোর স্বভাব ও কঠোর হৃদয় হতে তাহলে এরা তোমার নিকট হতে পালাত। অতএব ওদের ক্ষমা করে দাও এবং ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ কর। আর যখন সিদ্ধান্ত নেবে তখন আল্লাহর উপর ভরসা কর। নিশ্চয়ই আলাহ তাদের ভালবাসেন যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে। (১৬০) আল্লাহ যদি তোমাদের সাথে থাকেন তাহলে তোমাদের উপর কেউই বিজয়ী হতে পারবে না, আর যদি তিনি তোমাদের সঙ্গ ছেড়ে দেন তাহলে তিনি ছাড়া এমন কে আছে যে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? আর বিশ্বাসীগণের আল্লাহর উপরই নির্ভর হওয়া উচিৎ।

(১৬১) আর এটা পয়গম্বরের কাজ নয় যে, তিনি কিছু গোপন করেন।

যারাই গোপন করবে তারা নিজের গোপন জিনিষ পরলোকে নিয়ে আসবে। অতঃপর প্রত্যেক ব্যক্তির তার কৃতকর্মের পূরো প্রতিফল দেওয়া হবে কারো প্রতি অবিচার করা হবে না। (১৬২) যে ব্যক্তি আল্লাহর ইচ্ছার অনুসরণকারী সেকি ওই ব্যক্তির মত হবে যে আল্লাহর ক্রোধ নিয়ে ফিরে এসেছে এবং ওর ঠিকানা নরকে? আর তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (১৬৩) আল্লাহর নিকটে তাদের স্তর ভিন্ন-ভিন্ন হবে। আর আল্লাহ দেখছেন তারা যা করছে। (১৬৪) আল্লাহ বিশ্বাসীগণের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন যে, তাদের মধ্যে হতেই তাদের (বার্তাবহ) পাঠিয়েছেন যিনি তাদেরকে আল্লাহর বানী শোনান এবং তাদের পরিশোধন করেন, কিতাবও জ্ঞান শিক্ষা দেন (কুরআন ও বিবেক শিক্ষাদেন) নিঃসন্দেহে এরা ইতিপূর্বে পথভ্রষ্ট ছিল।

(১৬৫) আর যখন তোমাদের উপর এমন বিপর্যয় এল যার দ্বিগুণ বিপর্যয় ইতিপূর্বে তোমরা ঘটিয়েছিলে, তখন তোমরা বললে এটা কোথা থেকে এল? বলো এটা তোমাদের নিজেদের কাছ থেকেই এসেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (১৬৬) আর দুপক্ষের যুদ্ধের দিনে তোমাদের যে বিপর্যয় হোলো তা আল্লাহর আদেশেই হয়েছিল, এজন্যে যে আল্লাহ বিশ্বাসীদের যাচাই করেন। (১৬৭) আর তাদেরকেও যাচাই করেন যারা কপটচারী ছিল যাদেরকে বলা হল এস আল্লাহর পথে লড়াই কর অথবা শত্রুদের বাধা দাও (রক্ষা কর) তারা বলল যদি আমরা জানতাম যে, যুদ্ধ হবে তাহলে অবশ্যই আমরা তোমাদের সাথে যেতাম। সেদিন তারা বিশ্বাসের চেয়ে অবিশ্বাসের অধিক নিকটে ছিল। তারা নিজের মূখে সেকথাই বলে যা তাদের অন্তরে নেই, তারা যেটা গোপন করে অবশ্যই তা আল্লাহ ভালভাবেই জানেন। (১৬৮) এরা সেই সব লোক যারা ঘরে বসে তাদের ভাইদের সম্পর্কে বলছিল

যে, যদি ওরা আমাদের কথা শুনত তাহলে মারা যেত না। বলো তোমরা নিজের মৃত্যু আটকাও যদি তোমাদের কথা সত্যি হয়।

(১৬৯) আর যারা আল্লাহর রাস্তায় নিহত হয়েছে তাদের মৃত মনে কোরো না। বরং তারা তাদের প্রভূর নিকটে জীবিত। তারা জীবিকা পাচ্ছে। (১৭০) আল্লাহ তাদেরকে যে, অনুগ্রহ দান করেছেন তাতে তারা আনন্দিত এবং তারা সুসংবাদ দিচ্ছে তাদের জন্যও যারা তাদের পিছন থেকে এখনও তাদের সাথে মিলিত হয়নি। এজন্যে যে তাদের কোন ভয় নেই আর তাদের দুঃখও করতে হবে না। (১৭১) তারা আল্লাহর দান ও অনুগ্রহে আনন্দ প্রকাশ করে, আর তা এজেন্য যে, আল্লাহ ও রসূলের (বার্তাবহ) আদেশ অনুসরণ করেছে আহত হওয়ার পরেও তাদের মধ্যে যে সৎ ও খোদাভীরু তাদের জন্য বড় প্রতিফল রয়েছে। (১৭৩) যাদেরকে লোকেরা বলেছিল যে, শত্রুরা তোমাদের বিরুদ্ধে বড় শক্তি একত্রিত করেছে তাদেরকে ভয় কর। কিন্তু একথায় তাদের বিশ্বাস আরো বেড়ে গিয়েছিল এবং তারা বলেছিল আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট আর তিনি সর্বোত্তম সহায়ক। (১৭৪) অতঃপর তারা আল্লাহর অনুকম্পা এবং কৃপা নিয়ে ফিরে এসেছিল। কোন অনিষ্ট তাদের স্পর্শ করে নি। তারা আল্লাহর সন্তুষ্টির পথেই চলেছিল এবং আল্লাহ বড়ই দয়ালু। (১৭৫) এ শয়তান যে তোমাদের তার বন্ধুদের দিয়ে ভয় দেখায়। তোমরা ওদের ভয় করো না বরং আমাকে ভয় কর, যদি তোমরা বিশ্বাসী হও।

(১৭৬) আর ওরা যেন তোমার জন্য দুঃখের কারণ না হয় যারা অবিশ্বাসের দিকে ধাবিত হচ্ছে। তারা আল্লাহকে কখনই কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ চাইছেন ওদের জন্য পরলোকে কোন ভাগ না রাখতে। ওদের জন্য রয়েছে মস্তবড় শাস্তি। (১৭৭) যারা বিশ্বাসের মূল্যে অবিশ্বাস ক্রয় করে

তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। তাদের জন্য রয়েছে বেদনা দায়ক শাস্তি। (১৭৮) আর যারা অবিশ্বাস করছে তারা যেন মনে না করে যে, আমি যে অবকাশ দিচ্ছি তা তাদের জন্য ভাল। আমি কেবল এজন্য অবকশ দিচ্ছি যাতে তারা অপরাধের দিকে আরো অগ্রসর হয়, আর তাদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি। (১৭৯) আল্লাহ এমন নন যে, বিশ্বাসীগণকে ওই অবস্থায় ছেড়ে দেবেন যেমন তোমরা এখন আছ। যতক্ষন না তিনি পবিত্রকে অ অপবিত্র থেকে আলাদা করছেন। আর আল্লাহ এমন নন যে, তিনি তোমাদের অদৃশ্য সম্পর্কে জানিয়ে দেবেন, বরং আল্লাহ বেছে নেন তার রসূলদের মধ্যে যাকে চান। অতএব তোমরা বিশ্বাস করো আল্লাহকে আর তাঁর রসূলগণকে। আর যদি তুমি বিশ্বাস করো এবং খোদাকে ভয় কর তাহলে তোমার জন্য বড় প্রতিদান রয়েছে।

(১৮০) আল্লাহর দেওয়া সম্পদ নিয়ে যারা কার্পন্য করে তারা যেন মনে না করে যে এটা তাদের জন্য ভাল, বরং এটা তাদের জন্য খারাপ। যে জিনিস নিয়ে তারা কার্পন্য করছে কেয়ামতের দিন ওটাই তাদের জন্য বেড়ীতে পরিণত হবে। আর আসমান ও পৃথিবীর উত্তরাধিকারী আল্লাহই। আর যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ জানেন। (১৮১) আল্লাহ সেই সব লোকদের কথা শুনেছেন যারা বলেছে আল্লাহ নির্ধন আর আমরা ধনবান। আমরা তাদের এই কথা লিখে নেব। আর তাদের পয়গম্বরদের অন্যায়ভাবে হত্যা করার কথাও। আর আমরা বলব তোমরা আগুনে পোড়ার কষ্ট আস্বাদন কর। (১৮২) এটা তোমাদের কৃতকর্মেরই ফল, আর আল্লাহ বান্দাদের প্রতি অন্যায়কারী নন। (১৮৩) যারা বলে যে, আল্লাহ আমাদের আদেশ দিয়েছেন যে, আমরা কোন রসূলকে স্বীকার না করি যতক্ষন না তিনি আমাদের কাছে এমন কুরবানী উপস্থিত করেন যাকে আগুন গ্রাস করে নেয়। ওদের বলো, আমার পূর্বেও

তো তোমাদের কাছে অনেক রসূল এসেছিল স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে, তোমরা যে, নিদর্শনের কথা বলছ তা নিয়েও। তাহলে তোমরা যদি সত্যবাদী হও কেন তাদেরকে হত্যা করেছিলে? (১৮৪) অতএব এরা যদি তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে তোমার আগেও তো অনেক রসূলকে অস্বীকার করা হয়েছিল যারা স্পষ্ট নিদর্শন এবং সহীফা (ধর্মগ্রন্থ) এবং আলোদানকারী কিতাব নিয়ে এসেছিল। (১৮৫) প্রত্যেক বক্তিকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর কেয়ামতের দিনে (পরলোকে) তোমাদেরকে তোমাদের কর্মফল পূরোপূরী দেওয়া হবে। তখন যাকে নরক থেকে সরিয়ে নিয়ে স্বর্গে প্রবেশ করানো হবে সেই সফলকাম হবে। আর পার্থিব জীবন তো শুধু প্রতারণার সওদা।

(১৮৬) নিশ্চয়ই তোমাদের জীবন ও সম্পদের ব্যাপারে তোমাদেরকে পরীক্ষা করা হবে। এবং তুমি অনেক কষ্টপ্রদ কথা শুনবে ওদের নিকট থেকে যারা তোমাদের পূর্বে কিতাব প্রাপ্ত হয়েছে আর তাদের থেকেও যারা শির্ক (বহুদেববাদ) করেছে। আর যদি তুমি ধৈর্য্য ধারণ কর এবং খোদাভীতি অবলম্বন কর তাহলে সেটা হবে দৃঢ় প্রত্যয়ের কাজ। (১৮৭) আর যখন আল্লাহ কিতাবধারীদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলেন যে, তোমরা আল্লাহর কিতাব পূর্ণরূপে মানুষের কাছে প্রস্তুত করবে এবং কোনকিছু গোপন করবে না। কিন্তু তারা একথা পিছনে ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল এবং এটাকে অল্প মূল্যে বিক্রি করে দিয়েছিল। কত খারাপ যা তারা ক্রয় করে। (১৮৮) যারা তাদের এই কর্মের জন্য প্রসন্ন এবং তারা চায় যে, কাজ তারা করেনি তার জন্য তাদের প্রশংসা হোক, এমন লোকদেরকে শাস্তি থেকে রেহাই প্রাপ্ত মনে করো না। তাদের জন্য বেদনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (১৮৯) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহর। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(১৯০) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টিতে এবং রাত-দিনের আবর্তনে অবশ্যই বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৯১) যারা দাঁড়ানো অবস্থায়, বসা অবস্থায় ও শোয়া অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করে এবং আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি সম্পর্কে চিন্তা করতে থাকে আর বলে ওঠে হে আমাদের প্রভূ ! তুমি এসব কোন উদ্দেশ্য ছাড়া সৃষ্টি করোনি, তুমি পবিত্র, তাই তুমি আমাদেরকে নরকের শাস্তি হতে রক্ষা কর। (১৯২) হে আমাদের প্রভূ, তুমি যাকে নরকে নিক্ষেপ করলে বাস্তবে তাকে লাঞ্ছিত করলে, আর আমরা এক আহ্বানকারীকে বলতে শুনেছি যিনি ঈমানের দিকে আহ্বান করছিলেন, আপন প্রভূকে বিশ্বাস কর, অতএব আমরা বিশ্বাস করলাম, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করা, আমাদের মন্দগুলি দূর কর এবং আমাদের সমাপ্তি পূণ্যবানদের সাথে কর। (১৯৪) হে আমাদের প্রভূ ! তুমি তোমার রসূলের মাধ্যমে যে ওয়াদা আমাদের সাথে করেছ তা পূরো কর। আর কেয়ামতের দিনে আমাদের অপমানিত করো না। নিঃসন্দেহে তুমি তো ওয়াদা ভঙ্গ করো না।

(১৯৫) তাদের প্রভূ তাদের প্রার্থনা স্বীকার করলেন যে, তোমাদের কর্ম আমি নষ্ট করি না সে পুরুষ হোক অথবা নারী, তোমরা একে অপরের অংশ। অতঃপর যারা হিজরত (খোদার পথে প্রবাসী) করেছে আর যারা নিজের ঘর থেকে বেরিয়ে গেছে এবং আমার পথে অত্যাচারিত হয়েছে আর আমার পথে যুদ্ধে নিহত হয়েছে আমি অবশ্যই তাদের পাপসমূহ দূর করে দেব, এবং তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। আল্লাহর নিকটে এটাই তাদের পূরস্কার, আর সর্বোত্তম পুরস্কার আল্লাহর নিকটেই রয়েছে। (১৯৬) আর দেশের মধ্যে অবিশ্বাসীদের চলাফেরা যেন তোমাদের বিভ্রান্তির মধ্যে না ফেলে। (১৯৭) এটা স্বল্পকালীন উপভোগ মাত্র। অতঃপর তাদের ঠিকানা হবে নরক। তা কতই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(১৯৮) হ্যাঁ যারা, আপন প্রভূকে ভয় করে তাদের জন্য হবে এমন উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তারা সেখানেই চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর তরফে অতিথি সৎকার হবে। আর যা কিছু আল্লাহর নিকটে পূন্যবানদের জন্য প্রস্তুত আছে তা সর্বোত্তম।(১৯৯) আর অবশ্যই কিতাবধারীদের (ইহুদী, খৃষ্টান) এমন কিছু লোক আছে যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে আর ওই কিতাবকেও মানে যা ইতিপূর্বে ওদের নিকটে পাঠানো হয়েছে তারা আল্লাহর প্রতি ঝুঁকে আছে আর তারা আল্লাহর আয়াতসমূহ অল্পমূল্যে বিক্রি করে না। এমন লোকদের জন্য তাদের প্রভূর কাছে পুরষ্কার আছে। আর আল্লাহ অতি সত্ত্বর হিসাব নেবেন। (২০০) হে বিশ্বাসীগণ, ধৈর্য্য ধারণ কর, আর মোকাবিলা করার জন্য দৃঢ় থাক আর নিজেরা ঐক্যবদ্ধ থাকো এবং আল্লাহকে ভয় কর। আশা করা যায় তোমরা সফল হবে।

৪. সূরাহ-আন-নিসা (নারী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) হে মানুষ! আপন প্রভূকে ভয় কর, যিনি তোমাদের একটি জীবন হতে সৃষ্টি করেছেন, আর তা থেকেই সৃষ্টি করেছেন তার জোড়া। আর এই দুজন থেকে অনেক পুরুষ ও নারী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আল্লাহকে ভয় কর যার দোহাই দিয়ে দিয়ে তোমরা পরস্পরের নিকট সহায়তা চাও আর সচেতন থাকে। নিকট-আত্মীয়তা সম্পর্কে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের নিরিক্ষণ করছেন। (২) আর অনাথদের সম্পদ তাদের কাছে ফিরিয়ে দাও। ভাল সম্পদের সাথে মন্দ সম্পদ বদল কোরো না, আর তোমাদের সম্পদের সাথে মিশিয়ে তাদের সম্পদ ভক্ষণ করো না, এটা মহাপাপ। (৩) আর যদি তোমরা অনাথা মেয়েদের ক্ষেত্রে সুবিচার না করার আশঙ্কা কর তাহলে মেয়েদের

মধ্যে যাকে তোমার পছন্দ হয় তাদের মধ্যে থেকে দুই-দুই, তিন-তিন, চার-চার পর্যন্ত বিয়ে করে নাও। আর যদি তোমরা আশঙ্কা করো যে, তুমি সুবিচার করতে পারবে না তাহলে একটিই বিবাহ কর অথবা যে দাসী তোমার অধিনস্থ আছে। এতে আশা করা যায় যে, তোমরা ন্যায়ের ব্যাপারে বিচলিত হবে না। (৪) নারীদেরকে সানন্দে তাদের মোহরানা (বিয়ের সময় স্ত্রীকে দেয় অর্থ) দিয়ে দাও। তবে তারা যদি খুশীমনে তোমাদেরকে তার কিছু অংশ ছেড়ে দেয় তাহলে তোমরা তা স্বাচ্ছন্দে উপভোগ কর।

(৫) যে সম্পদকে আল্লাহ তোমাদের জীবনযাত্রার অবলম্বন করেছেন তা বোকাদের হাতে দিও না, তবে তার মধ্যে তাদের খাওয়া পরার ব্যবস্থা করবে এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথা বলবে। (৬) আর অনাথদের পর্যবেক্ষণে রাখ যতদিন না তারা বিবাহের বয়সে পৌঁছে যায়। যদি তাদের মধ্যে পরিপক্কতা দেখতে পাও তাহলে তাদের সম্পদ তাদেরকে সমর্পণ করো। অপচয় করে এবং তারা বড় হয়ে যাবে এই ভয়ে তাড়াতাড়ি করে অনাথদের সম্পদ শেষ করে ফেলনা। আর যার আবশ্যকতা নেই সে যেন অনাথের সম্পদ হতে বিরত থাকে। আর যে ব্যক্তি নির্ধন সে সামান্য পরিমাণে ন্যায় সঙ্গত উপায়ে খেতে পারে। আর যখন তোমরা তাদের পুঁজি তাদের দিয়ে দেবে তখন তাদের উপস্থিতিতে স্বাক্ষী রেখ। হিসাব গ্রহণের জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (৭) পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়রা যা রেখে যায় তাতে পুরুষদের অংশ আছে। পিতা-মাতা ও নিকটাত্মীয়ের ছেড়ে যাওয়া সম্পত্তিতে নারীদেরও অংশ আছে। কম হোক বা বেশী এক নির্দ্ধারিত অংশ। (৮) বন্টনকালে অনাথ গরীবরা উপস্থিত থাকলে তা থেকে তাদেরকেও কিছু দাও এবং তাদের সাথে সহানুভূতিপূর্ণ কথা বার্তা বলো। (৯) আর এরকম লোকদের ভয় পাওয়া উচিৎ যে, যদি সে নিজের পিছনে দুর্বল সন্তান ছেড়ে যেত

তাহলে তার জন্য খুবই চিন্তা থাকত। অতএব তারা যেন আল্লাহকে ভয় করে এবং পাকা কথা বলে। (১০) যারা অন্যায়ভাবে অনাথের সম্পদ খায় তারা আগুন দ্বারা নিজের উদর পূর্ণ করছে। আর শিঘ্রই তারা জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে।

(১১) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের সন্তানদের ব্যাপারে আদেশ দিচ্ছেন যে, পুরুষপাবে দুই নারীর অংশের সমান, কিন্তু যদি নারী দুই এর অধিক হয় তাহলে তাদের জন্য তিনভাগের দুভাগ পরিত্যক্ত সম্পত্তিতে। আর যদি একজন হয় তাহলে সে পাবে অর্ধেক। মৃতের পিতা মাতার প্রত্যেকে পাবে তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির ছয়ভাগের এক ভাগ যদি তার সন্তান থাকে। আর যদি মৃতের সন্তান না থাকে আর তার পিতা মাতা তার উত্তরাধিকারী হয় তাহলে তার মা পাবে তিনভাগের একভাগ, আর যদি তার ভাই বোন থাকে তাহলে মা পাবে ছয়ভাগের একভাগ, আর কোন অসিয়ৎ থাকলে তা পূরণ কিংবা কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পরে। তোমাদের পিতা মাতা ও সন্তাদের মধ্যে উপকারের দিক থেকে কে তোমাদের নিকটতর তা তোমরা জান না। এসব অংশ আল্লাহর পক্ষ থেকে নির্দ্ধারিত। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও প্রজ্ঞাময়। (১২) তোমরা তোমাদের স্ত্রীদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির অর্দ্ধেক পাবে শর্ত এটাই যে তার কোন সন্তান না থাকে। আর যদি তার কোন সন্তান থাকে তাহলে তোমরা তার রেখে যাওয়া সম্পত্তির চারভাগের একভাগ পাবে, তাদের কোন অসিয়ৎ থাকলে তা পূরণ কিংবা ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পর। আর তোমাদের স্ত্রীরা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির চার ভাগের এক ভাগ পাবে যদি তোমাদের কোন সন্তান না থাকে, আর তোমাদের সন্তান থাকলে তারা তোমাদের রেখে যাওয়া সম্পত্তির আট ভাগের এক ভাগ পাবে। তোমাদের কোন অসিয়ৎ

থাকলে তা পূরণ কিংবা ঋণ থাকলে তা পরিশোধের পরে। আর যে লোকটির বা স্ত্রীলোকটির অসিয়ৎ বন্টন করা হবে যদি নিঃসন্তান ও পিতৃ-মাতৃহীন হয় এবং তার একজন ভাই বা একজন বোন থাকে তাহলে তাদের প্রত্যেকে ছয়ভাগের একভাগ পাবে। আর যদি তাদের সংখ্যা অধিক হয় তাহলে তারা তিন ভাগের এক ভাগে অংশীদার হবে, কোন অসিয়ৎ থাকলে তা পূরণ কিংবা কোন ঋণ থাকলে তা পরিশোধ করার পরে, যাতে কারো কোন ক্ষতি না হয়। এটা আল্লাহর নির্দ্দেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (১৩) এগুলো আল্লাহর নির্দ্ধারিত সীমারেখা আর যে আল্লাহ ও তার রসূলের আনুগত্য করবে আল্লাহ তাকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। সে সেখানে চিরকাল থাকবে আর এটাই বড় সফলতা। (১৪) আর যে আল্লাহ ও তার রসূলের অবাধ্য হবে এবং তার নির্দ্ধারণ করা নিয়মের বাইরে বেরিয়ে যাবে তাকে নরকে নিক্ষেপ করবেন। যেখানে সে চিরকাল থাকবে, তার জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি।

(১৫) আর তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা ব্যাভিচার করে তাহলে তাদের উপর নিজেদের মধ্য হতে চারজনের স্বাক্ষ্য নেবে। তারা যদি স্বাক্ষী দেয় তাহলে ওই নারীদের ঘরের মধ্যে আবদ্ধ রাখবে যতক্ষণ না তাদের মৃত্যু হয় বা আল্লাহ তাদের জন্য কোন পথ বার করেন। (১৬) আর তোমাদের মধ্যে যদি কোন পুরুষ ব্যাভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি দাও। আর যদি ওরা দুজনেই তওবা (অনুশোচনা) করে এবং নিজেকে সংশোধন করে নেয় তাহলে তাদের বিচার ছেড়ে দাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ তওবা (অনুশোচনা) গ্রহণকারী পরম দয়ালু। (১৭) অনুশোচনা, যা গ্রহণ করার দায়িত্ব আল্লাহর, তা ওই লোকদের জন্য যারা অজ্ঞতাবশতঃ খারাপ কাজ করে তারপর অবিলম্বে তওবা করে নেয়। এমন লোকদের তওবা আল্লাহ স্বীকার করে নেবেন।

আল্লাহ সবই জানেন তিনি বিবেকবান। (১৮) আর এমন লোকদের তওবার সুযোগ নেই যারা নিরন্তর মন্দ কাজ করতেই থাকে। এমনকি যখন মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন সে বলে এখন আমি তওবা করছি। তাদেরও তওবার সুযোগ নেই। যারা অবিশ্বাসী অবস্থায় মৃত্যুবরণ করে। তাদের জন্য আমরা যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(১৯) হে বিশ্বাসীগণ, জোর পূর্বক নারীদের উত্তরাধিকারী হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়। তোমরা তাদেরকে যা দিয়েছ তার কিছু অংশ নিয়ে নেওয়ার জন্য তাদেরকে আটকে রেখো না, তবে তারা প্রকাশ্য অশ্লীলতা করলে অন্য কথা। তাদের সাথে সম্মান জনক ভাবে বসবাস করো। আর যদি তোমরা তাদেরকে অপসন্দ করো তাহলে এমন ও হতে পারে যে, তোমরা একটা জিনিষ অপছন্দ করছো অথচ আল্লাহ ওতে তোমাদের জন্য অনেক বড় কল্যান রেখেছেন। (২০) আর যদি তোমরা এক স্ত্রীর বদলে অন্য স্ত্রী নিয়ে আসার সংকল্প করেই থাকো, তাহলে তোমরা তাকে স্তুপীকৃত সম্পদ দিয়ে থাকলেও তা থেকে কিছুই ফিরিয়ে নিও না। তোমরা কি মিথ্যা অপবাদ দিয়ে ও সুস্পষ্ট অত্যাচার করে তা ফিরিয়ে নেবে? (২১) আর তোমরা তা কিভাবে নেবে? যখন তোমরা একে অপরের সাথে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক তৈরী করেছ এবং তারা তোমাদের নিকট থেকে পাকাপোক্ত অঙ্গীকার নিয়েছে। (২২) আর তোমরা ওই নারীকে বিবাহ করবে না যাকে তোমার পিতা বিবাহ করেছে, তবে পূর্বে যা হয়ে গেছে তা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে এটা নির্লজ্জপ্রসূত এবং ঘৃণার কথা এবং অত্যন্ত নিকৃষ্ট প্রচলন।

(২৩) তোমাদের জন্য অবৈধ করা হয়েছে তারা হল তোমাদের মায়েরা, কন্যারা, বোনেরা, পিসিরা, মাসিরা, ভাই-ঝিরা, ভাগ্নিরা, দুধ মায়েরা, শ্বাশুড়িরা, দুধ বোনেরা এবং তোমাদের যে স্ত্রীদের সাথে তোমরা সহবাস করেছ তাদের

কন্যারা যারা তোমাদের তত্ত্বাবধানে আছে, তোমরা ওই স্ত্রীদের সাথে সহবাস না করে থাকলে তোমাদের কোন পাপ নেই। এছাড়া তোমাদের ঔরসজাত পুত্রদের স্ত্রীদেরকে এবং একত্রে দুই বোন বিয়ে করাও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে। কিন্তু পূর্বে যা হয়েগেছে তা হয়ে গেছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (২৪) আর ওই নারীকেও তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে যে অন্যের বিবাহীতা স্ত্রী, কিন্তু যদি সে যুদ্ধবন্দী হিসাবে তোমার হাতে আসে। এটা আল্লাহর আদেশ তোমাদের উপর। এছাড়া অন্য নারীরা তোমাদের জন্য বৈধ তবে শর্ত এই যে, তোমরা তোমাদের সম্পদের মাধ্যমে তাদের কামনা কর, তাদের বৈবাহিক সম্পর্কে আবদ্ধ করে, তবে ব্যভিচার করার জন্য নয়। অতঃপর ওই নারীদের মধ্যে যার সাথে তোমরা দাম্পত্য জীবনের ফায়দা নিয়েছ তার পরিবর্তে তার নির্দ্ধারিত মোহরানা দিয়ে দাও। নির্দ্ধারণের পর পারস্পরিক সম্মতিতে কোন হ্রাস বৃদ্ধি করলে তোমাদের কোন পাপ হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (২৫) তোমাদের মধ্যে যাদের স্বাধীন নারীদেরকে বিয়ে করার আর্থিক সামর্থ নেই, তারা তোমাদের অধিকারভুক্ত বিশ্বাসী দাসীদেরকে বিয়ে করবে। তোমাদের বিশ্বাস সম্পর্কে আল্লাহ ভালই জানেন। তোমরাতো সবাই এক। অতএব তাদের মালিকের অনুমতি নিয়ে তাদেরকে বিয়ে করবে, এবং যথাযথভাবে তাদের মোহর পরিশোধ করবে। এভাবেই তাদের বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করবে। যদি তারা সচ্চরিত্রা হয় এবং ব্যাভিচারিনী কিংবা উপ-পতি গ্রহণকারীনি না হয়। আর বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার পর তারা যদি ব্যভিচার করে তাহলে তাদের শাস্তি স্বাধীন মহিলাদের জন্য যা নির্দ্ধারিত তার অর্দ্ধেক। এটা তোমাদের মধ্যে ওর জন্য যার খারাপ কাজ করার আশঙ্কা থাকে। আর ধৈর্য ধারণ করতে পারলে তা তোমাদের জন্য আরো উত্তম। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(২৬) আল্লাহ তোমাদের জন্য পরিষ্কার করে দিতে চান, তোমাদেরকে তোমাদের পূর্ববর্তীদের পথ দেখিয়ে দিতে চান এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিতে চান। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (২৭) আর আল্লাহ তোমাদের প্রতি মনোযোগ দিতে চান, আর যে লোকেরা নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে তারা চায় তোমরা সঠিক পথ হতে বহুদূরে চলে যাও। (২৮) আল্লাহ চাইছেন তোমাদের বোঝা হাল্কা করতে, কারণ মানুষকে দূর্বল করে সৃষ্টি করা হয়েছে।

(২৯) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা পরস্পরের ধনসম্পদ অন্যায়ভাবে খেয়ে ফেল না, তবে পারস্পরিক সম্মতিতে ব্যবসা করতে পার। আর আপোষে খুনোখুনী করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াবান। (৩০) আর যে ব্যক্তি বিদ্রোহ আর অত্যাচার করে এমনটি করবে তাকে অবশ্যই আমি আগুনে নিক্ষেপ করব। আর আল্লাহর পক্ষে এটা করা খুবই সহজ। (৩১) যদি তোমরা এই বড় পাপ থেকে বাঁচতে পারো যা থেকে তোমাদের বাধা দেওয়া হয়েছে তাহলে আমরা তোমাদের ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দেব এবং তোমাদেরকে একটি মহৎ জায়গায় স্থান দেব। (৩২) যেসব জিনিষ দ্বারা আল্লাহ তোমাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন তোমরা সেরকম জিনিষ পেতে চেয়ো না। পুরুষ যা উপার্জন করে সে তার অংশ পাবে এবং নারী যা উপার্জন করে সেও তার অংশ পাবে। তোমরা আল্লাহর কাছে তাঁর কৃপা প্রার্থনা কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু অবগত আছেন। (৩৩) পিতা-মাতা ও আত্মীয়দের রেখে যাওয়া সম্পত্তিতে প্রত্যেকের জন্য উত্তরাধিকারী নির্দ্ধারণ করেছি, আর যাদের সাথে তোমাদের অঙ্গীকার রয়েছে তাদেরকে তাদের অংশ দিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে সবজিনিষই আল্লাহর সামনে।

(৩৪) পুরুষেরা নারীদের তত্ত্বাবধায়ক, কারণ আল্লাহ তাদের একজনকে আরেকজনের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং পুরুষেরা তাদের সম্পদ থেকে ব্যয় করে থাকে। অতএব যারা ভাল নারী তারা অনুগত হয় এবং তাদের অনুপস্থিতিতেও আল্লাহ যা রক্ষা করতে বলেছেন তা রক্ষা করে। আর যে নারীদের মধ্যে তোমরা অবাধ্যতার আশঙ্কা কর তাদেরকে বোঝাও, বিছানায় তাদেরকে একলা ছেড়ে দাও তাদেরকে শাস্তি দাও। এতে যদি তারা তোমাদের অনুগত হয় তাহলে তাদের বিরুদ্ধে দোষারোপের পথ অন্বেষণ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবার উপরে অনেক বড়। (৩৫) তোমরা যদি স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিরোধের আশঙ্কা কর, তাহলে স্বামীর পরিবারে মধ্য হতে একজন সালিসী এবং স্ত্রীর পরিবার থেকে একজন সালিসী নিযুক্ত কর। যদি তারা মীমাংসা চায় তাহলে আল্লাহ তাদের সহমত করে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই জানেন এবং সবই অবগত আছেন।

(৩৬) আর আল্লাহরই উপাসনা কর, তাঁর সাথে কোন কিছু শরীক করো না। পিতা-মাতার সাথে সদ্ব্যবহার কর, এবং আত্মীয়, অনাথ, গরীব, কাছের প্রতিবেশী দূরের প্রতিবেশী, ঘনিষ্ঠ সহচর, পথিকজন ও তোমাদের দাস দাসীদের সাথেও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কখনো দাম্ভিক ও অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (৩৭) যারা কার্পন্য করে এবং লোকদেরও কার্পন্য শেখায় এবং যা কিছু আল্লাহ কৃপা করে তাদের দিয়েছেন তা গোপন করে। আর আমরা অস্বীকার কারীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (৩৮) আর যারা লোক দেখানোর জন্য নিজেদের সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাস করে না, আর শয়তান যার সঙ্গী হয়, সে খুব খারাপ সঙ্গী। (৩৯) তারা যদি আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করত তাহলে তাদের কি ক্ষতি হত? আর আল্লাহ তাদের যা কিছু দিয়েছেন তা হতে ব্যয়

করত। আর আল্লাহ তাদের সম্পর্কে সম্যক অবগত। (৪০) নিঃসন্দেহে আল্লাহ কারও উপর অনুপরিমাণও অত্যাচার করেন না। আর যদি কারো কোন পূণ্য থাকে তাহলে তাকে দ্বিগুণ বৃদ্ধি করে দেন, এবং নিজের থেকে অশেষ পূণ্য দান করেন।

(৪১) ওই সময় কি হবে? যখন আমি প্রত্যেক জাতি হতে একজন করে স্বাক্ষী নিয়ে আসব এবং তোমাকেও এদের বিরুদ্ধে স্বাক্ষী করে আনব। (৪২) ওরা যারা অস্বীকার করেছে এবং পয়গম্বরকে অবিশ্বাস করেছে সেদিন তারা কামনা করবে যদি (এমন সম্ভব হত) মাটি ফেটে যেয়ে তাদেরকে সমান করে দেওয়া হত, তারা আল্লাহর কাছে কোন কথাই গোপন করতে পারবে না। (৪৩) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নেশাগ্রস্থ অবস্থায় নামাযের ধারে কাছেও যেওনা, যতক্ষণ না যা বল তা বুঝতে পার। আর না ওই সময় যখন স্নানের আবশ্যকতা থাকে। তবে সফরে থাকলে ভিন্ন কথা এমনকি স্নান করে নাও। আর যদি তোমরা অসুস্থ হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেউ শৌচাগার থেকে আসো অথবা নারীদের নিকট গমন করে থাক এবং স্নান করার জন্য পানি না পাও তাহলে তোমরা পবিত্র মাটি দ্বারা পবিত্র হয়ে নাও, এবং নিজের মূখমন্ডল ও হাত মুছে নাও। নিশ্চয়ই আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল।

(৪৪) তুমি কি তাদের দেখনি যাদেরকে কিতাবের অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা পথভ্রষ্টতা ক্রয় করেছে এবং তারা চাইছে তুমিও সঠিক পথ হতে বিচ্যুত হও। (৪৫) আল্লাহ তোমাদের শত্রুদেরকে ভালভাবে জানেন। আর অভিভাবক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট এবং সাহায্যকারী হিসাবেও আল্লাহই যথেষ্ট। (৪৬) ইহুদীদের মধ্যে একদল শব্দ বিকৃত করে এবং বলে “আমরা শুনলাম ও অমান্য করলাম।’ আরো বলে “শোন, তোমাকে তো শোনানো

যায় না” (যদিও তুমি শোনানোর যোগ্য নও)। তারা নিজের জিহ্বা বাঁকা করে বলে ‘রাইনা’ (আমাদের রাখাল) ধর্মের দোষারোপ করার জন্য। আর যদি তারা বলত “আমরা শুনলাম ও মানলাম” এবং শোন ও আমাদের প্রতি লক্ষ কর” তাহলে তাদের জন্য অধিক উত্তম ও উপযুক্ত হত। কিন্তু আল্লাহ তাদের অস্বীকার করার কারণে তাদেরকে অভিশপ্ত করেছেন। অতএব ওরা বিশ্বাস করবে না অল্প কয়েকজন ছাড়া।

(৪৭) হে ওই লোকেরা! যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে একে বিশ্বাস করো যা আমরা অবতীর্ণ করেছি, ওই কিতাবের সমর্থক যা তোমাদের কাছে আছে, এর পূর্বেই যে আমরা চেহারা মুছে দিই অতঃপর তাকে উল্টে দিয়ে পিছনের দিকে করে দিই, অথবা তাদের অভিশাপ দিই যেমন আমরা অভিশপ্ত করেছিলাম শনিবার ওয়ালাদের উপর। আর আল্লাহর আদেশ কিন্তু কার্যকর হয়েই থাকে। (৪৮) আল্লাহ তার সাথে শরীক করার পাপ কিছুতেই ক্ষমা করেন না। এছাড়া অন্যান্য পাপ তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করে দেবেন। আর যে আল্লাহর সাথে শরীক করল সে ভয়ঙ্কর তুফান বাধল। (৪৯) তুমি কি তাদের দেখেছ যারা নিজেদেরকে পূত-পবিত্র বলে? বরং আল্লাহ যাকে চান পবিত্র করেন। আর তাদের প্রতি অনূ পরিমাণও অবিচার করা হবে না। (৫০) দ্যাখো, তারা কিভাবে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে! স্পষ্ট পাপ হিসাবে এটাই যথেষ্ট।

(৫১) তুমি কি ওই লোকদের দেখনি যাদের কিতাবের অংশ দেওয়া হয়েছিল? তারা ‘জিব’ (যাদু/কাল্পনিক বস্তু) আর ‘তাগুত’ (শয়তান আর মন্দ আত্মা’) কে মানে আর অস্বীকারকারীদের সম্পর্কে বলে এরা বিশ্বাসীদের চেয়ে অধিক সঠিক পথে আছে। (৫২) এই হল তারা যাদেরকে আল্লাহ অভিশপ্ত করেছেন। আর আল্লাহ যাকে অভিশপ্ত করেন তার জন্য তুমি

কোন সাহায্যকারী পাবে না। (৫৩) তবে কি আল্লাহর সত্ত্বায় এদের কোন হস্তক্ষেপ আছে? তাহলে তো তারা মানুষকে তিল পরিমাণ ও কিছু দেবে না। (৫৪) নাকি আল্লাহ মানুষকে যা দান করেছেন তার জন্যে তারা তাদের হিংসা করছে? আমি তো ইব্রাহীমের বংশধরকে গ্রন্থ ও প্রজ্ঞা দান করেছিলাম এবং তাদেরকে বিশাল রাজ্য ও দিয়েছিলাম। (৫৫) এদের মধ্যে কেউ তাকে মানল আবার কেউ তাঁর থেকে মূখ ফিরিয়ে নিল, এদের জন্য নরকের জলন্ত আগুনই যথেষ্ট। (৫৬) নিঃসন্দেহে যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করবে তাদেরকে আমরা জলন্ত আগুনে নিক্ষেপ করব। যতবার তাদের চামড়া দগ্ধ হবে ততবার আমরা তাদের অন্য চামড়া দিয়ে তা পরিবর্তন করে দেব, যাতে তারা যন্ত্রণা ভোগ করতে থাকে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৫৭) আর যারা বিশ্বাসী ও সৎকাজ করে তাদেরকে আমরা এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের জন্যে থাকবে শুদ্ধ স্ত্রীগণ আমরা তাদেরকে নিবিড় ছায়ায় রাখব।

(৫৮) আল্লাহ তোমাদের নির্দ্দেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা আমানত সমূহ তার প্রাপকদের ফিরিয়ে দাও এবং তোমরা যখন লোকদের মধ্যে বিচার কর তখন যেন ন্যায় এর সাথে বিচার কর। আল্লাহ তোমাদেরকে ভাল উপদেশ দেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (৫৯) হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের মধ্যে অধিকার প্রাপ্ত ব্যক্তির আনুগত্য কর। আর যদি কোন ব্যাপারে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয় তাহলে তার মীমাংসার ভার আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ছেড়ে দাও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী হও, একথাই ভাল আর এর পরিণামও শ্রেয়তর। (৬০) তুমি কি তাদেরকে দেখনি যারা

দাবী করে যে, তারা বিশ্বাস করে তোমার উপর অবতীর্ণ কিতাবে এবং যা তোমার পূর্বে অবতীর্ণ করা হয়েছে, তারা চায় মামলা শয়তানের দিকে নিয়ে যেতে। যদিও তাদের প্রতি নির্দ্দেশ হয়েছে তাকে না মানার। আর শয়তান চায় তাদেরকে বিপথে অনেক দূর নিয়ে যেতে। (৬১) আর যখন তাদের বলা হয় যে, এসো আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাবের দিকে আর রসূলের দিকে তাহলে দেখবে কপটচারীরা তোমার দিক থেকে একেবারে মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (৬২) ফের ওই সময় কি হবে? যখন তাদের নিজের হাতে আনয়ন করা বিপদ তাদের কাছে পৌঁছাবে। তখন তারা তোমার নিকট এসে আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে যে, আল্লাহর কসম আমরা তো কেবল কল্যান আর মিটমাট চাইছিলাম। (৬৩) তাদের অন্তরে যা আছে আল্লাহ তা ভালাভাবেই জানেন, তাই তুমি তাদেরকে উপেক্ষা কর, এবং তাদের উপদেশ দাও, আর তাদের এমন কথা বলো যা তাদের হৃদয়ে প্রভাব ফেলতে পারে।

(৬৪) আর আমরা যেসব রসূল (বার্তাবহ) পাঠিয়েছি তা এজন্য পাঠিয়েছি যে, মানুষ আল্লাহর নির্দ্দেশমত তার আনুগত্য করবে। আর যদি তারা, যখন তারা নিজেদের উপরে অত্যাচার করেছিল তখন যদি তোমার কাছে আসত আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইত এবং রসূল ও তাদের জন্য ক্ষমা চাইতেন তাহলে অবশ্যই তারা আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পেত। (৬৫) অতএব তোমার প্রভূর শপথ, তারা কখনই বিশ্বাসী হবে না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের সকল বিরোধে তোমাকে নির্ণায়ক বিচারক হিসাবে মেনে নেয়। তারপর তুমি যে ফয়সালা করবে তাতে তাদের মন সবরকম সঙ্কীর্ণতামুক্ত থাকবে এবং তা সন্তোষজনক ভাবে মেনে নেবে। (৬৬) আর যদি আমরা তাদের নির্দ্দেশ দিতাম নিজেরা নিজেদেরকে হত্যা কর অথবা আপন ঘর থেকে বেরিয়ে যাও তাহলে অল্প কিছু লোকই এই নির্দ্দেশ কার্যকর করত। তবে

তাদেরকে যা করতে উপদেশ দেওয়া হচ্ছে তাহলে এটা তাদের পক্ষে ভাল হত, এবং বিশ্বাসের ভীত দৃঢ় হত। (৬৭) আর তখন আমরা ওদেরকে নিজের নিকট থেকে বড় প্রতিফল দিতাম। (৬৮) আর তাদের সোজা পথ দেখাতাম। (৬৯) যারা আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য পালন করবে, তারা ওই লোকদের সঙ্গী হবে যাদেরকে আল্লাহ পুরস্কৃত করেছেন, অর্থাৎ পয়গম্বর, সত্যনিষ্ঠ ব্যক্তি, শহীদ এবং সৎকর্মশীল ব্যক্তি। আর সঙ্গী হিসাবে তারা কতই উত্তম। (৯০) এই অনুগ্রহ আল্লাহর পক্ষ হতে এবং আল্লাহর জ্ঞানই পর্যাপ্ত।

(৭১) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা সাবধানতা অবলম্বন কর এবং বের হও আলাদা আলাদা অথবা একসঙ্গে। (৭২) আর তোমাদের মধ্যে কি এমন লোকও আছে যারা বিলম্ব করে। তারপর যদি তোমাদের কোন বিপদ আসে তখন তারা বলে আল্লাহ আমাকে কৃপা করেছেন কারণ আমি ওদের সাথে ছিলাম না। (৭৩) আর যদি তোমরা আল্লাহর পক্ষ হতে কোন অনুগ্রহ লাভ কর তাহলে বলে যেন তোমাদেরও তার মধ্যে কোন হৃদ্যতা ছিলনা যে, আমিও ওদের সাথে থাকতাম তাহলে দারুণ ভাবে সফল হতাম। (৭৪) অতএব আল্লাহর রাস্তায় ওই লোকেরা যুদ্ধ করবে যারা পরলোকের বদলে ইহলোকের জীবন বিক্রি করে দেয়। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে লড়াই করে এবং নিহত হয় অথবা বিজয় লাভ করে তাহলে আমরা তাকে মহান পুরস্কার দেব। (৭৫) তোমাদের হয়েছে কি? যে, তোমরা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করছ না? আর ওই সব দূর্বল মানুষ ও শিশুদের জন্য যারা বলছে হে আমাদের প্রভূ! অত্যাচারী অধিবাসী বিশিষ্ট এই জনপদ থেকে আমাদের বের করো, আর তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন অভিভাবক দাও এবং তোমার পক্ষ থেকে আমাদের জন্য একজন সাহায্যকারী দাঁড় করিয়ে দাও। (৭৬) যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর পথে লড়াই করে।

আর যারা অস্বীকার করে তারা শয়তানের পথে লড়াই করে। অতএব তোমরা শয়তানের সঙ্গীদের বিরুদ্ধে লড়াই করো। নিঃসন্দেহে শয়তানের কৌশল খুবই দূর্বল।

(৭৭) তুমি কি ওই লোকদের দেখনি? যাদেরকে বলা হয়েছিল, তোমরা তোমাদের হাত সংযত কর, নামায প্রতিষ্ঠিত কর ও যাকাত দাও। তারপর যখন তাদের যুদ্ধের নির্দ্দেশ দেওয়া হল তখন তাদের মধ্যে একটি দল মানুষকে এমন ভয় করতে লাগল যেমন আল্লাহকে ভয় করা দরকার, বরং তার চেয়েও বেশী, তারা বলতে লাগল হে আমাদের প্রভূ, তুমি কেন আমাদের জন্য যুদ্ধ অনিবার্য করে দিলে? আমাদের কিছু সময়ের জন্য অবকাশ দিলে না কেন? বলে দাও, এ জগতের ভোগ তো সামান্য, খোদভীরুদের জন্য পরলোকই উত্তম। আর তোমাদের উপর বিন্দু পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। (৭৮) তোমরা যেখানেই থাক না কেন মৃত্যু তোমাদেরকে ধরে ফেলবে; সুরক্ষিত দূর্গে থাকলেও। যদি তাদের ভাল কিছু হয় তাহলে তারা বলে, এটা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর যদি খারাপ কিছু হয় তাহলে বলে, এটা তোমার জন্যে হয়েছে। বলে দাও সবকিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়। ওই লোকগুলোর হয়েছে কি? মনে হয় তারা কোন কথাই বুঝতে পারবে না। (৭৯) তোমার কাছে ভাল যা আসে তা আল্লাহর পক্ষ থেকে, আর তোমার সাথে খারাপ যা কিছু ঘটে তা তোমার নিজের কারণে। আর আমরা তোমাকে মানুষের কাছে পয়গম্বর করে পাঠিয়েছি। আর স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৮০) যে রসূলের আনুগত্য করে সে আল্লাহরই আনুগত্য করল, আর যে উল্টোদিকে ফিরে গেল, আমরা তো তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। (৮১) আর এরা বলে আমরা রাজী আছি। আর যখন তোমার নিকট থেকে বেরিয়ে যায় তখন এদের মধ্যে একটি দল ওর বিরুদ্ধে পরামর্শ করে যা

তারা বলেছিল। আর আল্লাহ তাদের কানা-ঘূষা লিখছেন। অতএব তুমি ওদের উপেক্ষা কর আর আল্লাহর উপরে ভরসা রাখো, আর ভরসার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (৮২) এরা কি কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না, যদি এ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো কাছ থেকে আসত তাহলে তারা এতে অনেক বৈপরিত্য দেখতে পেত। (৮৩) যখন তাদের কাছে নিরাপত্তা বা ভয়ের কোন বিষয় উপস্থিত হয় তখন তারা সেটা প্রচার করে দেয়। তারা যদি বিষয়টা রসূল ও তাদের মধ্যে দায়ীত্বশীলদের গোচরে আনত তাহলে সেটা তাদের থেকে এমন লোকেরা জানতে পারত যারা তার সূত্র উদ্ঘাটন করতে পারত। তোমাদের উপর যদি আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে অল্প কয়েকজন ছাড়া তোমরা সবাই শয়তানদের অনুসরণ করতে।

(৮৪) অতএব আল্লাহর পথে লড়াই কর। তোমার উপর নিজের ছাড়া অন্য কারো দায়িত্ব নেই, আর বিশ্বাসীদের উদ্বুদ্ধ কর। আশা করা যায় আল্লাহ অস্বীকারকারীদের দাপট ভেঙে দেবেন। আর আল্লাহ পরম শক্তিশালী এবং তাঁর শাস্তি সবচেয়ে কঠোর। (৮৫) যে ব্যক্তি ভাল কাজের সুপারিশ করবে তার জন্য তার একটি অংশ থাকবে এবং যে এর বিপক্ষে সুপারিশ করবে তার জন্য তার একটি অংশ থাকবে। আর আল্লাহ সবকিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৮৬) আর যখন কেউ তোমাকে অভিবাদন করবে তখন তুমিও অভিবাদন জানাবে তার চেয়েও ভালভাবে অথবা একই অভিবাদন ফিরিয়ে দেবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুরই হিসাব গ্রহণকারী। (৮৭) আল্লাহই উপাস্য, তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তিনি তোমাদের সবাইকে কেয়ামতের দিনে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই। আর কথায় আল্লাহর চেয়ে অধিক সত্যবাদী আর কে হতে পারে?

(৮৮) ফের তোমাদের হল কি যে, তোমরা কপটচারীদের ব্যাপারে দু'দলে বিভক্ত হয়ে যাচ্ছ? অথচ আল্লাহ তাদের কৃতকর্মের কারণে তাদেরকে পিছনে ঘুরিয়ে দিয়েছেন। তোমরা কি চাও যে, তাদের সুপথে আনবে যাদের আল্লাহই পথ ভ্রষ্ট করেছেন? আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেছেন তোমরা কখনই তাদের সুপথে আনতে পারবে না। (৮৯) ওরা চায় যে, যেভাবে ওরা অস্বীকার করেছে তোমরাও সেভাবে অস্বীকার কর, যাতে তোমরা সবাই সমান হয়ে যাও। অতএব তুমি ওদের মধ্যে কাউকেও বন্ধু করো না, যতক্ষণ না তারা আল্লাহর পথে হিজরত (দেশত্যাগ) করে। যদি তারা রাজি না হয় তাহলে ওদের ধর এবং যেখানে ওদের পাবে হত্যা কর। আর ওদের মধ্যে কাউকে বন্ধু বা সাহায্যকারী বানিও না। (৯০) কিন্তু ওদের সম্পর্ক যদি এমন কোন দলের সাথে থাকে যাদের সাথে তোমাদের কোন শান্তি-চুক্তি আছে, অথবা যারা তোমাদের কাছে এমন অবস্থায় আসে যে, তাদের মন তোমাদের সাথে অথবা তাদের নিজের লোকদের সাথে যুদ্ধ করতে অনীহা প্রকাশ করছে। আর যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের চেয়ে তাদের অধিক শক্তিশালী করতেন, তখন তারা অবশ্যই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করত। অতএব তারা যদি তোমাদের থেকে সরে যায় এবং তোমাদের সাথে যুদ্ধ না করে সন্ধি করতে চায় তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকেও তাদের বিরুদ্ধে আক্রমণের অনুমতি দিচ্ছেন না। (৯১) অন্য কিছু এমন লোকও তোমরা পাবে যারা চায় যে, তোমাদের সাথেও শান্তিপূর্ণভাবে থাকতে এবং নিজেদের গোত্রের সঙ্গেও শান্তিপূর্ণ ভাবে থাকতে। যখনই তারা উপদ্রব করার সুযোগ পায় তখনই তাতে ঝাঁপিয়ে পড়ে। এধরনের লোক তোমাদের সাথে যদি একাগ্রতার সাথে না থাকে, তোমাদের সাথে সন্ধি না করে এবং নিজেদের হাত সংযত না রাখে তাহলে তোমরা ধরো এবং মার যেখানেই তাদের পাবে। আমি তোমাদের এদের বিরুদ্ধে স্পষ্ট কর্তৃত্ব দিলাম।

(৯২) আর বিশ্বাসীদের কাজ এ নয় যে, কোন বিশ্বাসীকে হত্যা করে। তবে ভূলক্রমে হয়ে গেলে অন্য কথা। আর যদি কেউ কোন বিশ্বাসী কে ভূলবশতঃ হত্যা করে তাহলে সে একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করবে এবং নিহতের পরিবারকে রক্তমূল্য পরিশোধ করবে। তবে তারা ক্ষমা করলে ভিন্ন কথা। যদি নিহত ব্যক্তি তোমাদের শত্রুপক্ষের লোক হয় এবং বিশ্বাসী হয় তাহলে একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করতে হবে। আর যদি এমন কোন গোষ্ঠীর লোক হয় যাদের সাথে তোমাদের শান্তিচুক্তি আছে তাহলে তার পরিবারকে রক্তমূল্য পরিশোধ করতে হবে এবং একজন বিশ্বাসী দাস মুক্ত করতে হবে। আর যে (দাস মুক্ত করার) ক্ষমতা প্রাপ্ত নয় সে অবিরাম দুমাস রোযা রাখবে এটা আল্লাহর তরফ থেকে প্রায়শ্চিত্য আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়। (৯৩) আর যে ব্যক্তি কোন বিশ্বাসীকে জেনেশুনে হত্যা করে তাহলে তার শাস্তি নরক, যাতে সে চিরকাল থাকবে। তার উপর আল্লাহর ক্রোধ এবং অভিশাপ, আর আল্লাহ তার জন্য বড় শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৯৪) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা যখন আল্লাহর পথে যাত্রা করবে তখন ভালভাবে যাচাই করে নেবে এবং যে তোমাকে সালাম (শান্তি কামনা) করবে তাকে বলো না যে, তুমি বিশ্বাসী নও। তোমরা পার্থিব জীবনের সম্পদ পেতে চাও তাহলে আল্লাহর নিকটে অনেক উত্তম জিনিষ আছে। তোমরাও তো পূর্বে এমন ছিলে, তারপর আল্লাহ তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন, অতএব যাচাই করে নাও। যা কিছু তোমরা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত আছেন। (৯৫) সমান হতে পারে না অকারণে বসে থাকা বিশ্বাসী আর আল্লাহর পথে জান-মাল দিয়ে লড়াইকারী বিশ্বাসী। জান-মাল দিয়ে যুদ্ধকারীর মর্যাদা বসে থাকা লোকদের চেয়ে অনেক উর্দ্ধে। আর প্রত্যেকের

সঙ্গে আল্লাহ কল্যানের ওয়াদা করেছেন। আর আল্লাহ ধর্মযুদ্ধের সৈনিকদের ঘরে বসে থাকা লোকদের চেয়ে শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন। (৯৬) তাদের জন্য আল্লাহর তরফ হতে বড় মর্যাদা, ক্ষমা ও অনুগ্রহ আছে। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৯৭) আর যারা নিজের মন্দ করছিল, যখন ফেরেশতা তাদের প্রাণ হরণ করবেন তখন সে তাকে প্রশ্ন করবে তুমি কি অবস্থায় ছিলে? উত্তরে সে বলবে পৃথিবীতে আমরা দূর্বল ছিলাম। ফেরেশতা বলবেন আল্লাহর যমীন কি প্রশস্ত ছিল না যে, তুমি স্থানত্যাগ করে প্রবাসে চলে যেতে। এরাই সেই লোক যদের ঠিকানা নরক, আর তা খুবই খারাপ ঠিকানা। (৯৮) দূর্বল নর-নারী ও শিশুরা ব্যতীতঃ যারা কোন উপায় অবলম্বন করতে পারে না এবং কোন পথেরও সন্ধান পায় না। (৯৯) আশা করা যায় আল্লাহ এদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (১০০) আর যে আল্লাহর পথে দেশত্যাগ করবে সে পৃথিবীতে অনেক আশ্রয় স্থল ও প্রাচুর্য্য লাভ করবে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তার রসূলের উদ্দেশ্যে ঘর থেকে বের হয়, তারপরে মারা যায়, তাকে পুরষ্কৃত করা আল্লাহর দায়ীত্ব হয়ে যায়। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াময়।

(১০১) আর যখন তোমরা ভ্রমণ করো তখন নামায সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমাদের আশংঙ্কা হয় যে অস্বীকারকারীরা তোমাদের অত্যাচার করবে। নিঃসন্দেহে অস্বীকারকারীরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (১০২) আর যখন তুমি বিশ্বাসীগণের মাঝে থাকবে (যুদ্ধের সময়) আর ওদের জন্য নামায পড়াতে দাঁড়াবে, তখন তাদের একদল তোমার সাথে দাঁড়াবে এবং তারা তাদের অস্ত্র সাথে রাখবে। তারপর তারা যখন সেজদা সম্পন্ন করবে তখন তোমাদের পিছনে অবস্থান নেবে, এবং নামায

পড়েনি এমন আর একটি দল এসে তোমার সাথে নামায পড়বে, তারাও সতর্ক থাকবে এবং নিজেদের অস্ত্র সঙ্গে রাখবে। অস্বীকারকারীরা চায় তোমরা তোমাদের অস্ত্র-সস্ত্র ও মালপত্র সম্পর্কে অসাবধান হয়ে পড়। যাতে তারা একবারে তোমাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে পারে। আর বৃষ্টির কারণে যদি তোমাদের কষ্ট হয় কিংবা তোমরা অসুস্থ থাক তাহলে অস্ত্র নামিয়ে রাখলে তোমাদের কোন পাপ হবে না, তবে তোমরা সতর্ক থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অস্বীকারকারীদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। (১০৩) অতএব যখন তুমি নামায সম্পন্ন করবে তখন দাঁড়িয়ে, বসে এবং শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে তারপর যখন নিশ্চিন্ত হবে তখন নিয়মানুযায়ী নামায পড়বে। নিঃসন্দেহে বিশ্বাসীগণের জন্য নামায নিয়তওসময় নির্দ্ধারিত ফরয (অনিবার্য)। (১০৪) আর জাতির পিছনে ছুটতে হতোদ্যম হয়ো না, যদি তোমাদের কষ্ট হয় তাহলে তারাও তোমাদের মত কষ্ট পায়, আর তোমরা আল্লাহর কাছে যা আশাকর তারা সে আশা করে না। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১০৫) নিঃসন্দেহে আমরা এই কিতাব তোমাদের কাছে তথ্য সহকারে পাঠিয়েছি যাতে তোমরা লোকদের মধ্যে এই অনুসারে মীমাংসা করতে পার যা আল্লাহ তোমাদের দেখিয়েছেন। আর বিশ্বাসঘাতকদের পক্ষে বিতর্ককারী হয়ো না। (১০৬) আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১০৭) আর তুমি ওই লোকদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করো না যারা নিজেদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে। আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পছন্দ করেন না যারা বিশ্বাসঘাতক এবং পাপী। (১০৮) তারা মানুষের কাছে লজ্জিত হয় আর আল্লাহর কাছে লজ্জিত হয় না। বস্তুত তারা ওদের সাথেই থাকে যখন ওরা কানা ঘুষো করে এমন কথা যাতে আল্লাহ সন্তুষ্ট

নন। আর যা কিছু তারা করে আল্লাহ তা নিজ পরিধির মধ্যে নিয়ে রেখেছেন।

(১০৯) তোমরা তো পার্থিব জীবনে ওদের পক্ষ থেকে বিতর্ক করে নিয়েছ, কিন্তু পরলোকে কে তাদের পক্ষে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে আর কে তাদের কার্য-নির্বাহী হবে? (১১০) যে লোক কোন খারাপ কাজ করে কিংবা নিজের প্রতি অন্যায় করে, তারপর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চায় সে আল্লাহকে ক্ষমাশীল ও দয়ালু পাবে। (১১১) আর যে ব্যক্তি কোন অপরাধ করে তবে সেটা সে নিজেরই জন্য করে। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ। (১১২) আর যে ব্যক্তি কোন ভূল বা অপরাধ করে অতঃপর কোন নিরপরাধ ব্যক্তির উপর তার আরোপ লাগায় তাহলে সে একটি বড় আরোপ এবং স্পষ্ট অপরাধ নিজের মাথায় নিল। (১১৩) আর যদি তোমার উপর আল্লাহর কৃপা ও দয়া না হত তাহলে তাদের একটি দল সংকল্প করেই নিয়েছিল যে, তোমাদের বিভ্রান্ত করেই ছাড়বে। যদিও তারা নিজেদেরকেই বিভ্রান্ত করছিল। তারা তোমাদের কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর আল্লাহ তোমাদের উপর কিতাব ও হিকমত (সুন্নাত/আদর্শ) অবতীর্ণ করেছেন আর তোমাদের ওই জিনিষ শিখিয়েছেন যা তুমি জানতে না আর তোমার প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ অনেক বড়।

(১১৪) তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শে ভাল কিছু নেই। ভাল ওই গোপন পরামর্শে আছে যা দান করতে বলে অথবা কোন ভাল কাজের জন্য বলে এবং মানুষের মধ্যে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা বলে। যে ব্যক্তি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের জন্য এরকম করে আমি তাকে বড় পুরষ্কার দেব। (১১৫) কিন্তু যে ব্যক্তি রসূলের বিরোধীতা করবে, বিশ্বাসীদের পথ ছাড়া অন্য কোন পথে চলবে, যদিও তাদের কাছে সঠিক পথ স্পষ্ট হয়েছে, তাহলে

তাকে আমরা ওই পথেই ফেরাব যেদিক সে ফিরতে চেয়েছে। তাকে নরকে প্রবেশ করাব আর তা কত খারাপ গন্তব্য।

(১১৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহর সাথে শরীক করা হলে আল্লাহ তা ক্ষমা করবেন না, এছাড়া অন্য অপরাধ তিনি ক্ষমা করবেন যাকে ইচ্ছা। আর যে আল্লাহর শরীক করল সে সুদূর বিভ্রান্তিতে পড়ল। (১১৭) সে আল্লাহকে ছেড়ে দেবীদের ডাকে আর তারা ডাকে বিদ্রোহী শয়তানকে। (১১৮) আল্লাহ তাকে অভিশাপ দিয়েছেন। আর শয়তান বলেছিল যে আমি তোমার বান্দাদের মধ্যে থেকে একটি নির্দ্দিষ্ট অংশকে নিয়েই ছাড়ব। (১১৯) আমি অবশ্যই তাদেরকে বিপথগামী করব, তাদের মনে মিথ্যা আশা জাগাব, আমি অবশ্যই তাদের আদেশ দেব আর তারা পশুর কান কাটবে, আমারই আদেশে তারা আল্লাহর সৃষ্টি বিকৃত করবেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহছাড়া শয়তানকে বন্ধু ও পথ প্রদর্শক বানিয়ে নেবে তারা স্পষ্টতই ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (১২০) সে তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেয় আর তাদের আশান্বিত করে, আর শয়তানের সব আশাই ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। (১২১) এসব লোকের ঠিকানা নরক আর তারা এথেকে পরিত্রানের কোন পথ খুঁজে পাবে না। (১২২) আর যারা বিশ্বাস করে, সৎকর্ম করে তাদেরকে আমরা এমন উদ্যানে প্রবেশ করাব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা আল্লাহর সত্য প্রতিশ্রুতি, আর আল্লাহ ছাড়া কথায় সত্যবাদী আর কে আছে?

(১২৩) না তোমাদের আশা আনুযায়ী আর না গ্রন্থধারীদের আশানুযায়ী। যেই খারাপ করবে সে তার প্রতিফল পাবে এবং আল্লাহ ছাড়া নিজের জন্য সে কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী পাবে না। (১২৪) আর যে ভাল কাজ করবে সে পুরুষ হোক বা নারী শর্ত এই যে, তাকে বিশ্বাসী হতে হবে।

তাহলে এমন লোকেরা স্বর্গে প্রবেশ করবে, আর তাদের প্রতি সামান্য পরিমাণও অত্যাচার করা হবে না। (১২৫) আর ওর চেয়ে উত্তম কার ধর্ম? যে নিজেকে আল্লাহর দিকে ঝুঁকিয়ে দেয় এবং সৎকর্মশীল, আর তারা ইব্রাহীমের ধর্মে চলে যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন। আর আল্লাহ ইব্রাহীমকে নিজের বন্ধু বানিয়ে নিয়েছিলেন। (১২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আল্লাহ সব কিছু পরিবেষ্টন করে আছেন।

(১২৭) তারা তোমাদের কাছে নারীদের সম্পর্কে জানতে চায়। বলে দাও, আল্লাহ তোমাদের তাদের সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন এবং (স্মরণ করাচ্ছেন) কিতাবের ওই আয়াতও পড়ে শোনান হচ্ছে যাতে ওই অনাথাদের জন্য বলা হয়েছে, তোমরা তাদের নির্দ্ধারিত প্রাপ্য দাও না অথচ তাদের বিয়ে করতে চাও। আর যে নির্দেশ দূর্বল শিশুদের জন্য আছে তা এই যে, অনাথদের প্রতি ন্যায় বিচার কর। তোমরা ভাল যা কিছু কর তা আল্লাহ ভালভাবেই অবগত আছেন। (১২৮) যদি কোন নারী তার স্বামীর কাছ থেকে দূর্ব্যবহার কিংবা উপেক্ষার আশঙ্কা করে তাহলে তারা নিজেদের মধ্যে আপোষ মীমাংসা করে নিলে কারো কোন দোষ হবে না। আপোষ মীমাংসা ভাল। আর লোভ তো মানুষের মনেই শিকড় গেড়ে আছে। আর যদি তোমরা ভাল ব্যবহার কর এবং ধর্মপরায়নতার সাথে কাজ কর তাহলে যা কিছু তোমরা করবে আল্লাহ তার খবর রাখেন। (১২৯) আর তোমরা কখনই নারীদের সমান রাখতে পারবে না, যদিও তোমরা এরকম করতে চাইলেও। অতএব একজনের প্রতি পূরোপূরি ঝুঁকে পড়ে আরেকজনকে ঝুলন্ত অবস্থায় ফেলে রেখ না। আর যদি তোমরা শুধরে নাও আর ভয় কর তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১৩০) আর যদি দুজনেই বিচ্ছিন্ন হয়ে যায় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রাচুর্য দ্বারা প্রত্যেককে অভাবমুক্ত করবেন। আর আল্লাহ বড়ই প্রাচুর্যময়, প্রজ্ঞাবান।

(১৩১) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর আর আমরা নির্দেশ দিয়েছি ওই লোকদের যাদের তোমাদের পূর্বে কিতাব দিয়েছি এবং তোমাদেরকেও যে, আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা অমান্য কর তাহলেও আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহর। আল্লাহ অভাবমুক্ত। সর্বগুণ সম্পন্ন। (১৩২) আর আকাশ ও পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর, আর ভরসা করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। (১৩৩) তিনি যদি ইচ্ছা করেন তোমাদের সবাইকে সরিয়ে দিতে পারেন। হে লোক সকল, এবং অন্যদের তোমাদের স্থানে নিয়ে আসতে পারেন। আর এ ক্ষমতা আল্লাহ রাখেন। (১৩৪) যে ব্যক্তি জগতের কল্যান চায় তাহলে আল্লাহর নিকট হইকাল ও পরকালের কল্যানও আছে। আল্লাহ সবই শোনেন সবই দেখেন।

(১৩৫) হে বিশ্বাসীগণ, ন্যায়ের উপর ভালভাবেই দৃঢ় থাকো এবং আল্লাহর জন্য স্বাক্ষীদাতা হও। যদিও তা তোমাদের মাতা-পিতা বা আত্মীয়-স্বজনের বিরুদ্ধেও হয়। ধনবান হোক বা নির্ধন আল্লাহই তোমাদের চেয়ে ওদের বেশী হিতৈষী। অতএব তোমরা ইচ্ছার অনুসরণ করে ন্যায় থেকে সরে যেও না। আর যদি তোমরা হেরা-ফেরি করো বা এড়িয়ে যাও তাহলে তোমরা যা কিছু করছ আল্লাহ তা অবগত আছেন।

(১৩৬) হে বিশ্বাসীগণ আল্লাহ ও রসূলকে বিশ্বাস কর আর ওই কিতাবে যা তিনি আপন রসূলের উপর অবতীর্ণ করেছেন আর ওই কিতাবেও যা তিনি পূর্বে অবতীর্ণ করেছেন। আর যে ব্যক্তি অস্বীকার করে আল্লাহকে, তাঁর ফেরেশতাগণকে, তাঁর কিতাব সমূহকে, তাঁর রসূলগণকে এবং পরলোকের দিনকে তাহলে সে সূদূর বিভ্রান্তিতে পতিত হয়েছে। (১৩৭) নিঃসন্দেহে যে লোক বিশ্বাস করল তারপর অস্বীকার করল, আবার বিশ্বাস করল তারপর আবার অস্বীকার করল, অতঃপর অস্বীকার করতেই থাকল তাহলে আল্লাহ

তাকে কখনও ক্ষমা করবেন না আর কোনও পথ ও দেখাবেন না। (১৩৮) কপটচারীদের সু-সংবদা দাও যে, ওদের জন্য এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি নির্দ্ধারিত আছে। (১৩৯) ওই লোকেরা যারা বিশ্বাসীদের ছেড়ে অস্বীকারকারীদের সাথে মিত্রতা করে তারা কি ওদের কাছে সম্মান অন্বেষণ করছে? তাহলে সম্মান তো সবই আল্লাহর জন্যেই।

(১৪০) আর আল্লাহ নিজ কিতাবে তোমাদের উপর এই নির্দেশ অবতীর্ণ করেছেন যে, যখন তোমরা শুনবে যে, আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে অস্বীকার করা হচ্ছে আর উপহাস করা হচ্ছে তখন তোমরা তাদের কাছে বসবে না, যতক্ষণ না তারা অন্য কথায় লিপ্ত হয়ে যায়। তাহলে তোমরাও ওদের মত হয়ে যাবে। আল্লাহ কপটচারীদের ও অস্বীকারকারীদের নরকের এক জায়গায় একত্রিত করবেন। (১৪১) ওই কপটচারীরা তোমাদের প্রতিক্ষায় থাকে। যদি তোমাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ হতে কোন বিজয় আসে তাহলে তারা বলে "আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না?" আর যদি অস্বীকারকারীদের কোন অংশ মিলে যায় তখন ওদের বলবে "আমরা কি তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করার ক্ষমতা রাখতাম না? তবুও তোমাদেরকে ওদের হাত থেকে বাঁচিয়েছি। পরলোকে আল্লাহই তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করবেন, আর আল্লাহ অস্বীকারীদের জন্য বিশ্বাসীদের বিরুদ্ধে কোন পথ দেখাবেন না।

(১৪২) কপটচারীরা আল্লাহর সাথে ধোকাবাজী করছে, অথচ আল্লাহই ওদেরকে ধোকায় ফেলে রেখেছেন। ওরা যখন নামাযের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা অলসভাবে লোক দেখানোর জন্য দাঁড়ায়। আল্লাহকে অল্পই স্মরণ করে। (১৪৩) ওরা (বিশ্বাস-অবিশ্বাসের) দুটোর মধ্যে দোদূল্যমান, না এদিকে না ওদিকে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন পথ পাবে না। (১৪৪) হে বিশ্বাসীগণ, বিশ্বাসীদের ছেড়ে সত্য অস্বীকারকারীদের

সাথে বন্ধুত্ব করো না। তোমরা কি আল্লাহর জন্য নিজেদের বিরুদ্ধে একটি স্পষ্ট প্রমাণ যোগাড় করে দিতে চাও? (১৪৫) কপটচারীদের স্থান হল নরকের সর্বনিম্ন স্তরে, আর তুমি তাদের জন্য কোন সাহায্যকারী পাবে না। (১৪৬) হ্যাঁ, যারা তওবা (অনুশোচনা) করে নিজেকে সুধরে নেয় এবং আল্লাহকে দৃঢ় ভাবে ধরে নেয়, শুধু আল্লাহর জন্য নিজেদের ধর্মে একনিষ্ঠ থাকে, তাহলে এরা বিশ্বাসীদের সাথে থাকবে। আর আল্লাহ বিশ্বাসীগণকে এক মহান প্রতিদান দেবেন। (১৪৭) তোমরা যদি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর আর বিশ্বাসী হও তাহলে আল্লাহ তোমাদের কেন শাস্তি দেবেন? আল্লাহ তো গুণগ্রাহী, (সন্মানদাতা) সব কিছুই জানেন।

(১৪৮) আল্লাহ কূ-কথা পছন্দ করেন না, তবে কারো প্রতি অত্যাচার হয়ে থাকলে তার কথা আলাদা। আল্লাহ সব কিছু জানেন সবকিছু শোনেন। (১৪৯) তোমরা যদি কোন ভাল কিছু প্রকাশ কর কিংবা তা গোপন কর অথবা খারাপ কিছু ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহও ক্ষমাশীল। সর্ব শক্তিমান। (১৫০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের অবিশ্বাস করছে। আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মধ্যে পার্থক্য করতে চায় আর বলে-আমরা কাউকে বিশ্বাস করব আর কাউকে বিশ্বাস করব না। আর তারা চায় এর মধ্যবর্তী কোন পথ বার হোক। (১৫১) এধরনের লোক পাক্কা অস্বীকারকারী আর আমরা অস্বীকারকারীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি। (১৫২) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের মেনে নিয়েছে তাদের কারো মধ্যে পার্থক্য করে না। তিনি তাদেরকে অবশ্যই তাদের প্রতিদান দেবেন। আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৫৩) গ্রন্থধারীগণ (ইহুদী এবং খৃষ্টান) তোমার কাছে দাবী করে যে, তুমি তাদের জন্য আকাশ থেকে একটি কিতাব আনয়ন কর। মূসার নিকটেও

তারা এরচেয়েও বড় অপরাধজনক দাবী করেছিল। তারা বলেছিল-প্রকাশ্যে আমাদের আল্লাহকে দেখাও। তখন তাদের এই অত্যাচারের জন্যেই তাদের উপর বজ্রপাত হয়েছিল। অতঃপর স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও তারা বাছুরকে নিজেদের উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল। আমি তাও ক্ষমা করেছিলাম। আর মূসাকে স্পষ্ট কতৃত্ব দিয়েছিলাম। (১৫৪) আর আমরা ওদের উপরে তূর পাহাড়কে তুলে ধরেছিলাম ওদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নেওয়ার জন্য। আর আমরা ওদেরকে বলেছিলাম অবনত মস্তকে দরজায় প্রবেশ কর, আরো বলেছিলাম সবত (শনিবার) এর ব্যাপারে বাড়াবাড়ী করো না। আর আমরা ওদের নিকট থেকে কঠোর প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম।

(১৫৫) তারা যে শাস্তি পেল তা এই জন্য যে, তারা প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করেছে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অমান্য করেছে, অন্যায়ভাবে রসূলদের হত্যা করেছে, এবং "আমাদের অন্তর সমূহ আচ্ছাদিত" একথা বলার কারণে, বরং আল্লাহ তাদের অস্বীকার করার কারণে তাদের অন্তর সমূহ সীল করে দিয়েছেন, তাই তারা অল্পই বিশ্বাস করে। (১৫৬) আর তাদের অস্বীকার করার কারণে এবং মরিয়মের উপর গুরুতর অপবাদ আরোপ করার কারণে। (১৫৭) আর তাদের একথা বলার কারণে যে, আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসা মসীহকে হত্যা করেছি, বরং ব্যাপারটা তাদের জন্য সন্ধিগ্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর যারা এতে মতভেদ করছে তারা এসম্বন্ধে সন্দিহান হয়ে পড়েছে। তাদের এব্যাপারে কোন জ্ঞান নেই, তারা কেবল অনুমান এর উপর ভিত্তি করে চলছে। আর নিঃসন্দেহে ওরা তাকে হত্যা করেনি। (১৫৮) বরং আল্লাহ তাঁকে নিজের কাছে উঠিয়ে নিয়েছেন। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(১৫৯) আর গ্রন্থধারীগণ (ইহুদী এবং খৃষ্টান) এর মধ্যে এমন কেউ নেই যে, মৃত্যুর পূর্বে তার উপর বিশ্বাস আনবে না। আর কেয়ামত (পরলোক)

এর দিন তিনি তাদের উপর স্বাক্ষী হবেন।(১৬০) অতএব ইহুদীদের অত্যাচারের কারণে আমরা ওই সমস্ত পবিত্র জিনিষ ওদের জন্য অবৈধ করে দিয়েছি যা তাদের জন্য বৈধ ছিল। আর এ কারণে যে, তারা আল্লাহর পথে অনেককে বাধা দিত। (১৬১) আর একারণে যে, তারা সূদগ্রহণ করত অথচ এহতে তাদের নিষেধ করা হয়েছিল। আর একারণে যে, তারা অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ খেয়ে নিত। আর আমরা ওদের মধ্যে অস্বীকারকারীদের জন্য যন্ত্রণা-দায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৬২) কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে পরিপক্ক এবং সত্য পরায়ন, তারা বিশ্বাস করেছে যা তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, আর তোমাদের পূর্বেও যা অবতীর্ণ করা হয়েছিল। আর তারা নামায পড়ে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাস করে। এধরনের লোকদের আমরা অবশ্যই বড় প্রতিদান দেব।

(১৬৩) আমরা তোমার কাছে ওহী (শ্রুতি) পাঠিয়েছি যেমনভাবে আমরা নূহ এবং তাঁর পরবর্তি নবীদের নিকট ওহী পাঠিয়েছিলাম,আর আমরা ইব্রাহীম ও ঈসমাঈল, ইসহাক ও ইয়াকুব, ইয়াকুবের সন্তান ও ঈসা এবং আইয়ূব, ইউনূস ও হারুন এবং সোলায়মান এর উপর ওহী পাঠিয়েছিলাম। আর আমরা দাউদকে যবূর দিয়েছি। (১৬৪) আর আমরা এমন রসূলদের পাঠিয়েছিলাম যাদের বিবরণ তোমাকে আগেই শুনিয়েছি আর এমন রসূল যাদের বিবরণ তোমাকে শোনাইনি। আর মূসার সাথে আল্লাহ কথা বলেছেন। (১৬৫) আল্লাহ রসূলদের সুসংবাদ দাতা ও সকর্তকারীরূপে পাঠিয়েছেন যাতে রসূলদের পরে আল্লাহর বিষয়ে মানুষের কাছে কোন অজুহাত না থাকে। আর আল্লাহ হলেন পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১৬৬) তবে আল্লাহ তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছেন সে সম্পর্কে তিনি স্বাক্ষী দিচ্ছেন যে, তিনি তা নিজ জ্ঞানে অবতীর্ণ করেছেন। আর

ফেরেশতাগণ ও স্বাক্ষী দিচ্ছে। যদিও স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৬৭) যারা অবিশ্বাস করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছে তারা দারুণভাবে বিপথগামী হয়েছে। (১৬৮) যারা অবিশ্বাস করেছে আর অত্যাচার করেছে তাদেরকে আল্লাহ কখনই ক্ষমা করবেন না, আর না তাদেরকে কোনও পথ দেখাবেন। (১৬৯) নরক ছাড়া যেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আর আল্লাহর জন্য তা খুবই সহজ। (১৭০) হে মানুষ! তোমাদের কাছে রসূল এসেছেন তোমাদরে প্রভূর নিকট হতে স্পষ্ট বার্তা নিয়ে। অতএব মেনে নাও এতে তোমাদেরই মঙ্গল হবে। আর যদি না মানো তাহলে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর আল্লাহ সবই জানেন, এবং বিবেকবান।

(১৭১) হে গ্রন্থধারীগণ, (ইহুদী এবং খৃষ্টান) তোমাদের ধর্মের ব্যাপারে অতিশয়োক্তি করো না আর আল্লাহর সম্পর্কে সত্যি ছাড়া কোন কথা বলো না। মরিয়মের পুত্র ঈসা তো কেবল আল্লাহর একজন রসূল আর তাঁরই একটি কলেমা (বাক্য) যা তিনি মরিয়মের কাছে পাঠিয়েছেন আর তাঁরই পক্ষ হতে একটি আত্মা। অতএব আল্লাহ ও তাঁর রসূলগণকে বিশ্বাস কর আর একথা বলো না যে, আল্লাহ তিন। বিরত হও, এতে তোমাদের মঙ্গল। উপাস্য তো কেবল মাত্র আল্লাহই। তার কোন সন্তান হওয়া থেকে তিনি পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। আর কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। (১৭২) মসীহ কখনই আল্লাহর বান্দা হতে সঙ্কোচ করবেন না আর খুব কাছের ফেরেশতাগণেরও কোন সঙ্কোচ হবে না, আর যারা আল্লাহর উপাসনা করতে লজ্জা করবে এবং অহঙ্কার করবে আল্লাহ অচিরেই তাদের সবাইকে নিজের কাছে একত্রিত করবেন। (১৭৩) আর যারা মেনে নিয়েছে এবং যারা সৎকর্ম করেছে তাদেরকে তিনি পূরোপুরি প্রতিফল দেবেন আর নিজ অনুগ্রহে আরো বেশী দেবেন। আর যারা তিরষ্কার

ও অহঙ্কার করেছে তাদের কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। (১৭৪) আর তারা আল্লাহ ছাড়া কোন বন্ধু বা সাহায্যকারী পাবে না।

(১৭৫) হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর নিকট থেকে প্রমাণ এসেছে আর আমরা তোমাদের উপর স্পষ্ট আলো অবতরণ করেছি। (১৭৬) অতএব যারা আল্লহকে মেনে নেবে আর দৃঢ়তা পূর্বক তাকে ধরে নেবে তাদেরকে অবশ্যই আল্লাহ আপন দয়া ও অনুগ্রহে প্রবেশ করিয়ে নেবেন আর তাদেরকে নিজের দিকের সোজা পথ দেখাবেন।(১৭৭) লোকেরা তোমার কাছে বিধান জানতে চায়। বলো আল্লাহ তোমাদের 'কালাল' (ওই মৃত ব্যক্তি যার মাতা-পিতা জীবিত নেই আর না কোন সন্তান) সম্বন্ধে নির্দ্দেশ দিচ্ছেন যদি কোন ব্যক্তি মারা যায় আর তার কোন সন্তান না থাকে এবং তার একটি বোন থাকে তাহলে তার পরিত্যক্ত সম্পত্তির অর্দ্ধেক সে পাবে। আবার বোনের কোন সন্তান না থাকলে ভাই তার উত্তরাধিকারী হবে, যদি দুই বোন থাকে তাহলে তারা পাবে পরিত্যক্ত সম্পদের দুই তৃতীয়াংশ। আর যদি ভাই ও বোন উভয়েই থাকে তাহলে একজন পুরুষ পাবে দুজন নারীর অংশের সমান। তোমরা বিভ্রান্ত হতে পার বলে আল্লাহ তোমাদেরকে স্পষ্ট ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছেন। আর আল্লাহ সবকিছুই সম্যক অবগত।

৫. সূরাহ-আল-মায়েদাহ (তালিকা)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) হে বিশ্বাসীগণ! অঙ্গীকার পূরো কর। তোমাদের জন্য চতুষ্পদ প্রজাতির সকল জন্তু বৈধ করা হল। কেবল ওই সমস্ত জন্তু ছাড়া যাদের উল্লেখ পরবর্তিতে করা হচ্ছে। কিন্তু ইহরাম (হজ্বের জন্য বিশেষ পরিধেয়) রত অবস্থায় শিকার বৈধ মনে করবে না। আল্লাহ যা করতে চান তার নির্দেশ

দেন। (২) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের, পবিত্র মাস সমূহের, কোরবানীর পশুর, গলায় মালা পরানো চিহ্নিত পশুর এবং প্রভূর অনুগ্রহ লাভের আশায় পবিত্র গৃহের উদ্দেশ্যে গমনকারীদের অসম্মান করো না। আর যখন তোমরা ইহরাম থেকে মুক্ত হবে তখন শিকার করতে পার। তোমাদেরকে পবিত্র মসজিদে যেতে বাধা দিয়েছিল বলে কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাদেরকে বাড়াবাড়ী করতে প্ররোচিত না করে। তোমরা সৎকাজ ও ধর্মপরায়নতায় একে অপরের সহায়তা কর পাপ ও অন্যায়ে একে অপরকে সহায়তা করো না। আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ কঠোর দণ্ডদাতা।

(৩) তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে মৃত প্রাণী, রক্ত, শূকরের মাংস, আল্লাহ ব্যতিত অন্যের নামে উৎসর্গ করা হয়েছে, এবং শ্বাস রোধ করে মারা হয়েছে এমন প্রাণী, আঘাত করে মারা হয়েছে এমন প্রাণী, পড়ে গিয়ে মারা গেছে এমন প্রাণী, শিং এর আঘাতে মারা গেছে এমন প্রাণী, হিংস্র জন্তুতে খাওয়া প্রাণী (মরার আগে) জবাই করতে পারলে তা ব্যতিত আর বিশেষ স্থানে জবাইকৃত প্রাণী। এবং যাহা জূয়ার তীর দ্বারা ভাগ করা। এসব পাপ কাজ। আজ অস্বীকারকারীরা তোমাদের ধর্ম সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা ওদের ভয় করো না। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের ধর্মকে পূরো করে দিলাম। তোমাদের জন্য আমার অনুগ্রহ সম্পন্ন করলাম এবং ধর্ম হিসাবে ইসলামকে তোমাদের জন্য পছন্দ করলাম। তবে ক্ষুধায় বিবশ হয়ে পড়লে, পাপ প্রবণ না হলে যদি কেউ নিষিদ্ধ খাবার খেতে বাধ্য হয় তাহলে আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৪) ওরা জিজ্ঞাসা করে যে, ওদের জন্য কি কি জিনিষ বৈধ করা হয়েছে? বলো যে তোমাদের জন্য পবিত্র জিনিষ বৈধ করা হয়েছে। আর তোমরা

শিকারী পশুদের মধ্যে যাদের প্রশিক্ষণ দিয়েছ এবং আল্লাহ তোমাদের যেভাবে শিখিয়েছেন তাদেরকে তোমরা সেভাবেই শিক্ষা দিয়েছ, এরা তোমাদের জন্য যে শিকার ধরে আনে তা তোমরা খাও। তবে তার উপরে তোমরা আল্লাহর নাম নেবে, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৫) আজ তোমাদের জন্য সমস্ত পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ করা হল। এবং গ্রন্থধারীদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) খাবার ও তোমাদের জন্য বৈধ, আর তোমাদের খাদ্য তাদের জন্য বৈধ। আর তোমাদের জন্য বৈধ করা হল সতী-সাধ্বী বিশ্বাসী নারী ও তোমাদের পূর্বে যাদের কিতাব দেওয়া হয়েছে তাদের সতী -সাধ্বী নারীও যখন তোমরা তাদের মোহরানা দিয়ে বিয়ে করবে, অবৈধ যৌনকর্ম কিংবা গোপন প্রেম করার জন্য নয়। ঈমানের বিষয় যে অবিশ্বাস করবে তার কর্ম নিষ্ফল হয়ে যাবে। পরলোকেও সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(৬) হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমরা নামাযের জন্য উঠবে তখন নিজের মুখমন্ডল এবং হাতের কনুই পর্যন্ত ধুয়ে নাও আর মস্তক মসাহ (হাত ভিজিয়ে মাথা স্পর্শ) কর এবং গোড়ালির উপরের গিঁঠ পর্যন্ত পা ধূয়ে ফেল। আর যদি তোমরা অপবিত্র অবস্থায় থাকো তাহলে স্নান করে নাও। আর যদি তোমরা রোগাক্রান্ত অথবা ভ্রমণরত অবস্থায় থাকো অথবা তোমাদের কেউ শৌচালয় থেকে (মল-মূত্র ত্যাগ করে) আসে বা তোমাদের মধ্যে কেউ পত্নী সম্ভোগ করে আসে এবং তোমরা পানী না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করে নাও, নিজের মুখ মন্ডল ও হাত মুছে নাও। আল্লাহ চান না তোমাদের কোন অসুবিধায় ফেলতে, বরং তিনি চান তোমাদের পবিত্র করতে এবং তাঁর কৃপাধন্য করতে যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী হও।

(৭) আর তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ ও তোমাদের কাছ থেকে

নেওয়া তাঁর অঙ্গীকারের কথা স্মরণ কর, যখন তোমরা বলেছিলে, আমরা শুনেছি এবং মেনে নিয়েছি। আর আল্লাহকে ভয় কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহ মনের কথাও জানেন। (৮) হে বিশ্বাসীগণ, আল্লাহর জন্য ন্যায়ের স্বাক্ষীরূপে তোমরা অবিচল থাকো। কোন সম্প্রদায়ের শত্রুতা যেন তোমাকে প্ররোচিত না করে অন্যায় করতে। ন্যায় বিচার কর এটাই ঐশী-পরায়নতার সবচেয়ে নিকটে, আর আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (৯) যারা বিশ্বাস এনেছে এবং সৎকাজ করেছে তাদের প্রতি আল্লাহর প্রতিশ্রুতি ক্ষমা, এবং বড় প্রতিফল। (১০) আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমাদের নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে, এধরনের লোকেরাই নরকবাসী। (১১) হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যখন একটি সম্প্রদায় সিদ্ধান্ত নিয়েছিল যে, তোমাদের উপর হাত ওঠাবে, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের প্রতি তাদের হাত নিবৃত করেছিলেন। আর আল্লাহকে ভয় কর। বিশ্বাসী গণকে আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা উচিৎ।

(১২) আল্লাহ ইসরায়ীলের সন্তানদের নিকট থেকে অঙ্গীকার নিয়েছিলেন। আর আমরা ওদের মধ্য থেকে ১২ জন নেতা নিযুক্ত করেছিলাম। আল্লাহ বলেছিলেন আমি তোমাদের সঙ্গে আছি। যদি তোমরা নামায সুসম্পন্ন কর, যাকাত আদায় কর, আর আমার পয়গম্বরের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর ও তাদেরকে সহায়তা কর এবং আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও তাহলে আমি তোমাদের পাপসমূহ অবশ্যই মোচন করে দেব এবং অবশ্যই তোমাদের এমন উদ্যান সমূহে স্থান দেব যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। কিন্তু এর পরও তোমাদের মধ্যে হতে যে ব্যক্তি অস্বীকার করবে সে অবশ্যই সরল পথ হতে বিচ্যুত হবে। (১৩) অতএব ওদের দ্বারা বার বার অঙ্গীকার ভঙ্গের কারণে আমরা তাদেরকে অভিশম্পাত দিয়েছি এবং তাদের হৃদয় কঠিন করে দিয়েছি।

তারা বাক্যের সঠিক অর্থ বিকৃত করে। এবং তাদেরকে যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল তার একটা বড় অংশ তারা ভূলে বসে আছে। আর তুমি নিরন্তর তাদের কোন না কোন বিশ্বাস ঘাতকতায় অভিজ্ঞ হচ্ছ, অল্প সংখ্যক লোক ব্যাতিত। তাদেরকে ক্ষমা কর আর উপেক্ষা কর, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন।

(১৪) আর যারা বলে 'আমরা খৃষ্টান' ওদের থেকেও আমরা অঙ্গীকার নিয়েছিলাম, কিন্তু তাদেরকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম তার একটা বড় অংশ তারাও ভূলে বসেছে। অতঃপর আমি কেয়ামত পর্যন্ত তাদের মধ্যে ঈর্ষা ও শত্রুতা সঞ্চার করে দিয়েছি। আল্লাহ অচিরেই তাদের অবহিত করবেন যা কিছু তারা করছিল।

(১৫) হে গ্রন্থধারীরা, তোমাদের নিকট আমাদের বার্তাবহ এসেছে, সে আল্লাহর কিতাবের ওই সমস্ত কথা তোমাদের সামনে প্রকাশ করছেন যা তোমরা গোপন করছিলে। আর সে অনেক কিছুই মার্জনা করেছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের কাছে আল্লাহর তরফ হতে এক বিশেষ আলো ও একটি স্পষ্ট কিতাব এসেছে। (১৬) এর মাধ্যমে আল্লাহ ওই লোকদের শান্তির পথ দেখান যারা তাঁর সন্তুষ্টি লাভ করতে চায় এবং তিনি নিজ কৃপায় তাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনেন আর সোজা পথে তাদের পরিচালিত করেন। (১৭) নিঃসন্দেহে ওই লোকেরাই তো অস্বীকার করে যারা বলে 'আল্লাহই তো মরিয়মের পুত্র মসীহ'। বলো, আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যাওয়ার সাধ্য কার আছে? তিনি যদি চান মসীহকে, আর তার মাকে আর পৃথিবীর সমস্ত লোককে মৃত্যু প্রদান করবেন। আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুই তার সম্রাজ্য। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(১৮) ইহুদী ও খৃষ্টানরা বলে 'আমরা আল্লাহর সন্তান ও তাঁর প্রিয়জন।'

তুমি বলো, তাহলে তিনি তোমাদের পাপের কারণে শাস্তি দেন কেন? না, বরং তোমরাও তার সৃষ্টির মধ্যে এক মানুষ। তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন আর যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন। আকাশ, পৃথিবী, ও তার মধ্যবর্তী সব কিছুই আল্লাহরই এবং তাঁর কাছেই সবাইকে ফিরে যেতে হবে। (১৯) হে গ্রন্থাগারীগণ, তোমাদের নিকটে আমাদের বার্তাবহ এসেছে, সে তোমাদেরকে স্পষ্টভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছে, রসূলদের আগমন ধারা একটি বিরতির পর। যাতে তোমরা একথা না বলো যে, আমাদের কাছে কোন সুসংবাদদাতা কিংবা সতর্ককারী আসেনি। অতএব এখন তোমাদের কাছে সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী এসে গেছে। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(২০) আর যখন মূসা তার লোকদের বলেছিল— হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর যে, তিনি তোমাদের মধ্যে বার্তাবহ সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদেরকে এমন জিনিষ দিয়েছেন যা পৃথিবীর কাউকে দেন নি। (২১) হে আমার সম্প্রদায়! ওই পবিত্র ভূমিতে প্রবেশ কর, যা আল্লাহ তোমাদের জন্য লিখে দিয়েছেন। আর পশ্চাদপদসরণ করো না তাহলে ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (২২) তারা বলল হে মূসা, ওখানে তো একদল মহাশক্তিধর লোক আছে। আমরা কখনই ওখানে যাব না যতক্ষণ না তারা ওখান থেকে বের হয়ে যায়। যদি ওরা বেরিয়ে যায় তাহলে আমরা প্রবেশ করব। (২৩) দুজন ব্যক্তি যারা আল্লাহকে ভয় করত আর ওই দুজনকেই আল্লাহ পুরষ্কৃত করেছিলেন, তারা বলেছিল যে, তোমরা ওদের উপর আক্রমণ করে নগরের ফটকে প্রবেশ কর। (২৪) যখন তোমরা ওখানে প্রবেশ করবে তখন তোমরাই বিজয় লাভ করবে আর আল্লাহর প্রতি নির্ভর কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। তারা বলল হে মূসা, আমরা কখনই ওখানে প্রবেশ করব না

যতক্ষণ ওই লোকেরা থাকবে। অতএব তুমি আর তোমার প্রভূ দুজনে যেয়ে লড়াই কর, আমরা এখানে বসে আছি।

(২৫) মূসা বলল হে আমার প্রভূ ! আমি ও আমার ভাই ছাড়া অন্যদের উপর আমার অধিকার নেই। অতএব তুমি আমাদের আর এই কৃতঘ্ন সম্প্রদায়ের থেকে আলাদা করে দাও। (২৬) আল্লাহ বললেন-তাহলে ওই পবিত্র ভূমি ওদের জন্য চল্লিশ বৎসর পর্যন্ত নিষিদ্ধ করে দেওয়া হল। এরা পৃথিবীতে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘুরতে থাকবে। অতএব তুমি এই অবাধ্য সম্প্রদায়ের জন্য দুঃখিত হয়ো না।

(২৭) আর ওদেরকে আদমের দুই পুত্রের (হাবীল, কাবীল) ঘটনা ঠিকঠাক ভাবে শোনাও। যখন তারা দুজনে নৈবদ্য সাজিয়ে ছিল তখন একজনের নৈবদ্য স্বীকার করা হয়েছিল আর অপরজনের নৈবদ্য অস্বীকার করা হয়েছিল। সে বলল আমি তোমাকে খুন করে ফেলব তখন অপরজন বলল আল্লাহ কেবল খোদাভীরু লোকদের নৈবদ্যই গ্রহণ করেন। (২৮) তুমি যদি আমাকে হত্যা করার জন্য হাত ওঠাও তাহলে আমি তোমাকে হত্যা করার জন্য তোমার উপরে হাত ওঠাবো না। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি বিশ্বজগতের প্রভূ। (২৯) আমি চাই তুমি আমার ও তোমার দুজনের পাপ মাথায় নিয়ে নরকের অধিবাসীদের অন্তর্ভূক্ত হও। আর এটাই অত্যাচারীদের শাস্তি।

(৩০) অতঃপর তার মন তাকে নিজের ভাইকে হত্যা করার জন্য প্ররোচিত করল এবং সে তাকে হত্যা করল। আর সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে পড়ল। (৩১) তখন আল্লাহ একটি কাক পাঠালেন যে মাটি খুঁড়ছিল যাতে সে তাকে দেখাতে পারে কিভাবে তার ভাই এর লাশ লুকাতে পারে। সে বলল হায়রে আফসোস আমি ওই কাকের মতও হতে পারলাম না যে আমার ভাইয়ের লাশকে লুকাতে পারতাম। অতঃপর সে খুবই অনুতপ্ত হল।

(৩২) এজন্যেই আমরা ইসরাঈলের সন্তানদের জন্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছি যে, যে ব্যক্তি কোন মানুষ হত্যার প্রতিশোধ ছাড়া কিংবা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টির অভিযোগ ছাড়া কাউকে হত্যা করে সে যেন সব মানুষকেই হত্যা করল, আবার কেউ যদি কারো জীবন রক্ষা করে সে যেন সব মানুষেরই জীবন রক্ষা করল। আমাদের বার্তাবাহক তো তাদের নিকট স্পষ্ট নির্দেশ নিয়ে এসেছে। তাসত্ত্বেও তাদের অনেকেই পৃথিবীতে সীমালঙ্ঘন করে চলেছে। (৩৩) যারা আল্লাহ ও তার রসূলের সাথে যুদ্ধ করে আর পৃথিবীতে অশান্তি করে বেড়ায় তাদের শাস্তি এই যে, তাদেরকে হত্যা করা হবে অথবা শুলে চড়ানো হবে অথবা বিপরীত দিক থেকে তাদের হাত পা কেটে দেওয়া হবে অথবা তাদরে দেশ থেকে বহিষ্কার করা হবে। এটা হল তাদের জন্য দুনিয়ার লাঞ্ছনা আর পরলোকেও তাদের জন্য রয়েছে বড় শাস্তি। (৩৪) তবে যারা তওবা করে নিজেকে শুধরে নেবে তোমাদের কব্জায় আসার পূর্বে, তাহলে জেনে রাখ আল্লাহ ক্ষমাশীল ও পরম দয়ালু।

(৩৫) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর তাঁর নৈকট্য অন্বেষণ কর আর তাঁর পথে সংঘর্ষ কর যাতে তোমরা সফল হতে পার। (৩৬) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করেছে যদি তাদের কাছে পৃথিবীর সবকিছুই থাকে এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ সম্পদ থাকে এবং তারা কেয়ামতের দিনের শাস্তি হতে নিষ্কৃতি পাওয়ার জন্য অর্থ-দণ্ড হিসাবে দিতে চায় তবুও তাদের নিকট থেকে তা গ্রহণ করা হবে না, তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি অবধারিত আছে। (৩৭) তারা চাইবে আগুন থেকে বের হয়ে যেতে, কিন্তু তারা সেখান থেকে বেরতে পারবে না, তাদের জন্য স্থায়ী শাস্তি রয়েছে। (৩৮) পুরুষ চোর এবং নারী চোর উভয়ের হাত কেটে দাও। এটা তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল এবং আল্লাহর পক্ষ হতে এক দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি। আর

আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (৩৯) তবে কেউ যদি অন্যায় করার পর তওবা করে আর নিজেকে শুধরে নেয় তবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহতো ক্ষমাশীল ও দয়ালু। (৪০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য শুধু আল্লাহরই ? তিনি যাকে চান শাস্তি দেন আর যাকে চান ক্ষমা করেন। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।

(৪১) হে পয়গম্বর, যারা অস্বীকারের পথে বড়ই তৎপরতা দেখাচ্ছে তারা তোমাকে চিন্তায় না ফেলে। এদের মধ্যে একদল আছে যারা মুখে বলে আমরা বিশ্বাস এনেছি যদিও তাদের অন্তরে বিশ্বাস নেই। আবার ইহুদীদের মধ্যে একদল আছে যারা মিথ্যা শুনতে আগ্রহী, তারা অন্য একদল লোকের কথাও শুনছে যারা তোমার কাছে আসেনি। ওরা শব্দ সমূহের সঠিক অর্থ বিকৃত করে। ওরা লোকদের বলে যে, যদি তোমাদের এই নির্দ্দেশ মেলে তাহলে মেনে নেবে আর এই নির্দ্দেশ না মিললে তা থেকে দূরে থাকবে। আসলে যাকে আল্লাহ পরীক্ষার মধ্যে নিক্ষেপ করতে চান তার জন্য তুমি আল্লাহর ইচ্ছার বিরুদ্ধে কিছুই করতে পারবে না। এরাই সেইসব লোক যাদের অন্তর আল্লাহ পবিত্র করতে চান না। তাদের জন্য পৃথিবীতে আছে লাঞ্ছনা আর পরলোকে রয়েছে ভয়ানক শাস্তি।

(৪২) তারা মিথ্যা শুনতে খুবই আগ্রহী, হারাম (অবৈধ ভাবে উপার্জিত সম্পদ) খেতে অভ্যস্ত। যদি তারা তোমার কাছে (বিচারের জন্য) আসে তাহলে চাইলে ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দাও অথবা উপেক্ষা কর। যদি তুমি তাদের উপেক্ষা কর তাহলে তারা তোমার কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। আর যদি তুমি ফয়সালা কর তাহলে সুবিচার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ সুবিচারকারীদের ভালবাসেন। (৪৩) ওরা কিভাবে তোমাকে সালিশী মানবে ? যখন ওদের কাছে তওরাত আছে যাতে আল্লাহর নির্দেশ মজুত আছে। এর

পরেও তারা এথেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। আর এরা কখনই ঈমানদার নয়।

(৪৪) নিশ্চয়ই আমি তওরাত অবতীর্ণ করেছি যাতে জ্যোতি সম্বলিত পথ নির্দেশ আছে। ওই তৌরাত অনুযায়ী আল্লাহর কৃতজ্ঞ বার্তা-বাহকেরা ইহুদীদের মধ্যে বিচার কাজ সম্পন্ন করত, আর তাদের ধর্ম-যাজকেরা ও শাস্ত্রবিদগণও। এজন্য যে, তাদেরকে আল্লাহর কিতাবের সংরক্ষক নিযুক্ত করা হয়েছিল আর তারা এর স্বাক্ষীও ছিল। অতএব তুমি মানুষকে ভয় করো না আমাকে ভয় কর, আর নগন্য মূল্যে আমার আয়াত সমূহ বিক্রি করো না। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী বিচার না করে তারাই বিধর্মী। (৪৫) আর আমরা ওই কিতাবে (তৌরাতে) তাদের জন্য বিধিবদ্ধ করেছিলাম যে, প্রাণের বদলে প্রাণ, চোখের বদলে চোখ, নাকের বদলে নাক, কানের বদলে কান, দাঁতের বদলে দাঁত এবং আঘাতের বদলে সমান আঘাত। তবে কেউ ক্ষমা করে দিলে তা তার জন্য পাপের প্রায়শ্চিত্য হবে। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুযায়ী ফয়সালা না করে তারাই অত্যাচারী। (৪৬) আর তাদের পরপরই আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। সে ছিল তার পূর্ববর্তী কিতাবে তৌরাতের সত্যায়নকারী। আর আমরা তাকে ইনজীল (কিতাব) দিয়েছি, যাতে আছে পথ-নির্দ্দেশ ও আলো এবং যা তার পূর্ববর্তী কিতাব তৌরাতের সত্যায়নকারী আর খোদা-ভীরুদের জন্য পথ-নির্দেশ ও উপদেশ। (৪৭) ইনজীলে আল্লাহ যে বিধান অবতীর্ণ করেছেন ইনজীল ধারীরা যেন সেই অনুসারে বিচার করে। আর যারা আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে ফয়সালা করে না তারা অকৃতজ্ঞ।

(৪৮) আর আমরা তোমার উপরেও যথার্থই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা তার পূর্ববর্তী কিতাবের সত্যায়নকারী আর তার বিষয়সমূহের সংরক্ষক। অতএব আল্লাহর বিধান অনুসারে তাদের মধ্যে বিচার মীমাংসা কর আর

তোমার কাছে আগত সত্য ছেড়ে তাদের ইচ্ছাকে প্রশয় দিও না। আমরা তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ধর্ম-বিধান ও একটি কর্ম-পথ নির্দ্ধারণ করেছি। আর যদি আল্লাহ চাইতেন তবে তোমাদেরকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন। কিন্তু আল্লাহ চাইলেন তাঁর দেওয়া নির্দেশে তোমাদের পরীক্ষা নিতে। অতএব তোমরা ভালর দিকে দৌড়াও। অবশেষে আল্লাহর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনিই ঠিক করে দেবেন যে বিষয়ে তোমার মতভেদ করছিলে।

(৪৯) আর তুমি আল্লাহর অবতীর্ণ বিধান অনুসারে ওদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা কর, ওদের ইচ্ছাকে প্রশয় দিও না এবং তুমি ওদের থেকে সাবধান থেকো যাতে ওরা তোমাকে আল্লাহর অবতীর্ণ কতিপয় বিধান থেকে দূরে সরিয়ে না দিতে পারে। অনন্তর ওরা যদি মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জানবে যে, আল্লাহ ওদের কিছু পাপের শাস্তি দিতে চান। আর আসল কথা এই যে, মানুষের মধ্যে অধিকাংশ লোক অস্বীকারকারী। (৫০) এরা কি অন্ধকার যুগের বিচার-মীমাংসা কামনা করে? আর আল্লাহ ছাড়া কার নির্ণয় হতে পারে যারা বিশ্বাসী তাদের জন্য?

(৫১) হে বিশ্বাসীগণ, ইহুদী আর খৃষ্টানদের বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করো না। ওরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু। আর তোমাদের মধ্যে যে ব্যক্তি ওদের সাথে বন্ধুত্ব করবে সে ওদেরই দলভূক্ত হবে। আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ দেখান না। (৫২) তুমি দেখতে পাচ্ছ যে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে তারা ওদের দিকেই ধাবিত হচ্ছে। ওরা বলে "আমাদের এই আশঙ্কা হয় যে, আমরা কোন বিপদে না পড়ে যাই"। তবে শীঘ্রই আল্লাহ বিজয় দান করবেন তখন ওরা ওদের মনে যা লুকিয়ে রাখত সেজন্য অনুতপ্ত হবে। (৫৩) আর তখন বিশ্বাসীরা বলবে—এরাই কি তারা যারা আল্লাহর নামে

জোরাল শপথ করে বলেছিল আমরা তোমাদের সাথেই আছি। ওদের কর্মসূমহ নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং ওরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে।

(৫৪) হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের মধ্যে যারা স্বীয় ধর্ম ত্যাগ করবে তাদের স্থলে আল্লাহ এমন একদল লোক নিয়ে আসবেন যারা আল্লাহর প্রিয় হবেন এবং আল্লাহও ওদের প্রিয় হবেন। তারা বিশ্বাসীদের প্রতি কোমল আর অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর হবেন। ওরা আল্লাহর পথে জেহাদ (ধর্ম পথে কঠোর সাধনা) করবে এবং কোন নিন্দুকের নিন্দায় ভীত হবে না। এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা তাকে দান করেন। আল্লাহ পরম ব্যাপক এবং মহাজ্ঞানী। (৫৫) বস্তুত তোমাদের বন্ধু তো আল্লাহ, তাঁর রসূল আর বিশ্বাসীগণ যারা বিনয়াবনত হয়ে নামায সুসম্পন্ন করে ও যাকাত আদায় করে। (৫৬) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ, তাঁর রসূল ও বিশ্বাসীদেরকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তাহলে নিঃসন্দেহে আল্লাহর দলই বিজয় প্রাপ্ত হবে।

(৫৭) হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের পূর্ববর্তী কিতাবধারীদের মধ্যে যারা তোমাদের ধর্মকে উপহাস ও খেলার বস্তু মনে করে তাদেরকে ও অস্বীকারকারীদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। আর আল্লাহকে ভয় কর, যদি তোমরা যথার্থই বিশ্বাসী হয়ে থাক। (৫৮) তোমরা যখন নামাযের জন্য আহ্বান কর তখন ওরা এটাকে উপহাস করে আর খেলার বস্তু মনে করে। এর কারণ ওরা নির্বোধ। (৫৯) বলো, হে গ্রন্থধারীরা, তোমরা আমাদের সাথে কেবল এজন্যেই বৈরী-আচরণ করছ যে, আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ করা হয়েছে এবং আমাদের পূর্বে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তার প্রতি বিশ্বাস এনেছি। আর তোমাদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই অস্বীকারকারী। (৬০) বলো, আমি কি তোমাদের বলব ওকথা যা আল্লাহর নিকট পরিণাম অনুসারে এর চেয়েও খারাপ? আল্লাহ যাদের উপর অভিশাপ দিয়েছেন

এবং যাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন, এবং যাদেরকে বানর ও শূকরে পরিণত করে দিয়েছেন ও যারা শয়তানের পূজা করেছে, এধরনের লোকেরাই পরিস্থিতি অনুযায়ী সবচেয়ে নিকৃষ্ট এবং সৎপথ থেকে অনেক দূরে।

(৬১) আর ওরা যখন তোমাদের কাছে আসে তখন বলে আমরা বিশ্বাস করেছি, অথচ তারা অবিশ্বাস নিয়ে এসেছিল এবং অবিশ্বাস নিয়েই বেরিয়ে গেছে। যা গোপন করছে আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন। (৬২) তুমি তাদের অনেককে পাপ, অন্যায় ও হারাম খাওয়ায় তৎপর দেখবে। তারা যা করছে আসলে তা খুবই খারাপ। (৬৩) ওদের ধর্মযাজকেরা ও বড়রা কেন ওদের নিষেধ করে না পাপ কথা বলতে ও হারাম খেতে? তারা যা করছে তা আসলে খুবই খারাপ।

(৬৪) আর ইহুদীরা বলে আল্লাহর হাত বাঁধা। ওদের হাত বন্ধ হোক এবং তারা অভিশপ্ত হোক একথা বলার কারণে। বরং আল্লাহর দুই হাত মুক্ত। তিনি যেভাবে চান ব্যয় করেন। আর তোমাদের উপর তোমাদের প্রভূর তরফ হতে যা কিছু অবতীর্ণ হয়েছে নিশ্চয়ই তা অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। আর আমরা ওদের মধ্যে শত্রুতা এবং ঈর্ষা কেয়ামত পর্যন্ত সঞ্চার করেছি। তারা যখনই যুদ্ধের আগুন জ্বালিয়েছে আল্লাহ তা নিভিয়ে দিয়েছেন। ওরা পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে দিতে সক্রিয়। আর আল্লাহ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পছন্দ করেন না।

(৬৫) গ্রন্থধারীরা যদি বিশ্বাস করত আর আল্লাহকে ভয় করত তাহলে আমরা অবশ্যই তাদের মন্দগুলো তাদের থেকে দূর করে দিতাম আর তাদেরকে সুখের উদ্যানে প্রবেশ করাতাম। (৬৬) তারা যদি তৌরাত ইঞ্জিল এবং তাদের প্রভূর নিকট থেকে তাদের উপর যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সঠিক ভাবে মেনে চলত তাহলে তারা উপর থেকে এবং তাদের পায়ের নিচ থেকে

খাদ্যের যোগান পেত। তাদের মধ্যে কিছু লোক সোজা পথে আছে, কিন্তু তাদের মধ্যে অধিকাংশ লোক খারাপ করছে।

(৬৭) হে পয়গম্বর, তোমার কাছে তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা তুমি পৌঁছে দাও। আর যদি তুমি এমন না কর তাহলে তো তুমি আল্লাহর বার্তা পোঁছে দিলে না। আর আল্লাহ তোমাকে মানুষ থেকে রক্ষা করবেন। অবশ্যই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পথ দেখান না।

(৬৮) বল, হে গ্রন্থধারীরা, যতক্ষণ না তোমরা তৌরাত ও ইঞ্জিল এবং তোমাদের কাছে তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা সঠিকভাবে মেনে চলবে ততক্ষণ তোমরা কোন পথেই নেই। আর যা কিছু তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে নিশ্চিতভাবে তা অনেকের অবাধ্যতা ও অবিশ্বাস বাড়িয়ে দেবে। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য দুঃখ করো না। (৬৯) নিঃসন্দেহে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর যারা ইহুদী, অগ্নি উপাসক এবং খৃষ্টান যারাই বিশ্বাস আনয়ন করবে আল্লাহর উপর, পরলোকের উপর এবং ভাল কাজ করবে তাহলে তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিত ও হবে না।

(৭০) আমরা ঈসরায়ীলের সন্তানদের নিকট থেকে প্রতিজ্ঞা নিয়েছিলাম এবং তাদের নিকট অনেক বার্তাবাহক পাঠিয়েছিলাম। যখন কোন বার্তাবাহক তাদের কাছে এমন বিষয় নিয়ে এলেন যা তাদের মনঃপূত হত না তখনই তারা কতককে মিথ্যুক বলত আবার কতককে হত্যা করে দিত। (৭১) আর মনে করেছিল যে তাদের কোন ক্ষতি হবে না। অতএব তারা অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। তারপর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণার দৃষ্টিতে তাকালেন। পুনরায় তাদের মধ্যে অনেকে অন্ধ ও বধির হয়ে গেল। আর তারা যা কিছু করছে আল্লাহ দেখছেন।

(৭২) যারা বলে “আল্লাহ হলেন মরিয়মের পুত্র মসীহ” তারা নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী হয়ে গেছে। অথচ মসীহ বলেছিলেন হে ঈসরায়ীলের সন্তান। আল্লাহর উপাসনা কর যিনি আমার প্রভূ এবং তোমাদেরও প্রভূ। যে আল্লাহর সাথে শরীক করে আল্লাহ তার জন্য স্বর্গ অবৈধ করে দিয়েছেন এবং তাদের বাসস্থান নরক। আর অত্যাচারীর কোন সাহায্যকারী নেই। (৭৩) যারা বলে আল্লাহ হলেন তিনজনের তৃতীয়জন তারা নিশ্চয়ই অস্বীকারকারী হয়ে গেছে, অথচ এক উপাস্য ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তারা যদি এধরনের কথা বন্ধ করে তাহলে অস্বীকার করার উপর অটল থাকার কারণে তাদেরকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি গ্রাস করবে। (৭৪) এরা আল্লাহর সামনে তওবা (অনুশোচনা) করছে না কেন, আর তাঁর নিকট ক্ষমা চাইছে না কেন? আর আল্লাহ তো ক্ষমাশীল, পরমদয়ালু। (৭৫) মরিয়মের পুত্র মসীহ তো কেবল একজন বার্তাবহ, ওর পূর্বেও অনেক বার্তাবহ চলে গেছেন। আর তার মা একজন সত্যনিষ্ঠা মহিলা ছিলেন। দুজনেই খাবার খেত। দ্যাখো আমরা কিভাবে ওদের সামনে আলোচনার বর্ণনা করেছি। আবার দ্যাখো ওরা কিভাবে উল্টো দিকে চলে যাচ্ছে। (৭৬) বলো, তোমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিষের উপাসনা করছ যা না তোমাদের ক্ষতি করতে পারে না উপকার করতে পারে। আর আল্লাহই সবকিছু শোনেন আর সবকিছুই জানেন।

(৭৭) বলো, হে গ্রন্থধারীরা, (ইহুদী ও খৃষ্টান) নিজ ধর্মে অনুচিত অতিশয়োক্তি কর না আর ওদের ইচ্ছানুসারে কাজ করো না যারা ইতিপূর্বে বিপথগামী হয়েছে এবং যারা অনেককে বিপথগামী করেছে এবং ওরা সঠিক পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে।

(৭৮) ঈসরায়ীলের সন্তানদের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছিল তারা দাউদ ও মরিয়মের পুত্র ঈসা কর্তৃক অভিশপ্ত হয়েছিল। কারণ তারা অস্বীকার

করত আর সীমালঙ্ঘন করত। (৭৯) তারা যে নিকৃষ্ট কাজ করত তা থেকে একে অপরকে নিষেধ করত না। তারা যা যা করত তা অবশ্যই খারাপ। (৮০) তুমি ওদের মধ্যে অনেককে দেখবে যে, তারা অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব করে। তারা নিজেদের জন্য যা সঞ্চয় করেছে তা কতই নিকৃষ্ট। যে কারণে আল্লাহ তাদের উপর ক্রুদ্ধ হয়েছেন তারা চিরকাল যন্ত্রণার মধ্যে থাকবে। (৮১) যদি ওরা আল্লাহ ও রসূলকে বিশ্বাস করত এবং যা তাদের উপর অবতীর্ণ হয়েছে তার উপর, তাহলে তারা অবিশ্বাসীদের সাথে বন্ধুত্ব রাখত না, কিন্তু তাদের মধ্যে অনেকেই অবিশ্বাসী।

(৮২) বিশ্বাসীগণের কঠোর শত্রু হিসাবে ইহুদী ও বহুদেববাদীদের দেখতে পাবে। আর বিশ্বাসীদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা পোষণকারী হিসাবে তুমি ওদের দেখবে যারা বলে আমরা খৃষ্টান। এর কারণ এদের মধ্যে পুরোহীত ও পাদ্রীরা রয়েছে এবং তারা অহংকার করে না। (৮৩) তারা যখন রসূলের নিকট অবতীর্ণ বাণী শোনে তখন দেখবে যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছে এজন্য যে, তারা সত্যকে চিনতে পেরেছে। তারা চিৎকার করে ওঠে হে আমাদের প্রভূ, আমরা বিশ্বাস এনেছি। অতএব তুমি আমাদের স্বাক্ষীদের তালিকাভূক্ত করে নাও। (৮৪) আর আমরা কেন আল্লাহকে ও আমাদের কাছে আগত সত্যকে বিশ্বাস করব না যখন আমরা এই আশা রাখি যে, আমাদের প্রভূ আমাদের সৎ লোকদের সঙ্গে সম্মিলিত করবেন। (৮৫) তাদের এই কথার প্রতিদান স্বরূপ এমন উদ্যান প্রদান করবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আর এটাই সৎকর্মশীল ব্যক্তিদের প্রতিদান। (৮৬) আর যারা অবিশ্বাস করে এবং আমার বাণীকে মিথ্যা বলে তারাই নরকবাসী।

(৮৭) হে বিশ্বাসীগণ, ওই সমস্ত বিশুদ্ধ জিনিষকে অবৈধ করো না যা

আল্লাহ তোমাদের জন্য বৈধ করেছেন আর সীমালঙ্ঘন করো না। সীমালঙ্ঘনকারীদের আল্লাহ পছন্দ করেন না। (৮৮) আর আল্লাহ তোমাদের যে সমস্ত বৈধ জিনিষ দিয়েছেন তা খাও। আর আল্লাহকে ভয় কর যাঁর উপর তোমরা বিশ্বাস আনয়ন করেছ। (৮৯) তোমাদের নিরর্থক শপথের জন্য আল্লাহ তোমাদের ধরবেন না, তবে যে শপথ তোমরা দৃঢ়তার সাথে নিয়েছ তার জন্য তিনি অবশ্যই তোমাদের ধরবেন। এমন শপথের প্রায়শ্চিত্য হল দশজন গরীবকে মধ্যম মানের খাবার খাওয়ানো যা তোমরা তোমাদের পরিবারকে খাওয়াও অথবা বস্ত্র দান করা অথবা একটি দাস মুক্ত করা। যার সামর্থ নেই সে তিন দিন রোযা (উপবাস) রাখবে। এটাই তোমাদের শপথের প্রায়শ্চিত্য যখন তোমরা শপথ ভঙ্গ করবে। আর তোমরা তোমাদের শপথ রক্ষা করবে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য আপন নির্দ্দেশ বর্ণনা করেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও।

(৯০) হে বিশ্বাসীগণ, মদ, জুয়া, থান (দেবস্থান) পাশা সব শয়তানের ঘৃণ্য কাজ, অতএব এসব থেকে দূরে থাক যাতে তোমরা সফল হও। (৯১) শয়তান তো চায় যে, মদ ও জুয়ার মাধ্যমে তোমাদের মধ্যে শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি করতে এবং তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ ও নামায থেকে বিরত রাখতে। তাহলে তোমরা কি এ থেকে বাঁচবে? (৯২) তোমরা আল্লাহ ও রসূলের অনুগত হও আর সাবধান থাক। যদি তোমরা বিমূখ হও তাহলে জেনে রাখ আমাদের বার্তাবাহকের কাজ শুধুমাত্র স্পষ্ট ভাবে পৌঁছে দেওয়া। (৯৩) যারা বিশ্বাস এনেছে এবং ভাল কাল করেছে তারা পূর্বে যা খেয়েছে তাতে তাদের কোন পাপ নেই, যদি তারা ভয় করে, বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে, আবার আল্লাহকে ভয় করে ও বিশ্বাস করে, আবার আল্লাহকে ভয় করে ও সৎকাজ করে। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভাল বাসেন।

(৯৪) হে বিশ্বাসীগণ, তোমাদের হাত ও বর্শার নাগালের মধ্যের কিছু শিকারের প্রাণী দ্বারা আল্লাহ তোমাদেরকে পরীক্ষা করবেন, যাতে তিনি বুঝতে পারেন কে তাঁকে না দেখেও ভয় করে। এরপর যে অত্যাচার করবে তার জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৯৫) হে বিশ্বাসীগণ, শিকারকে মেরো না এহরাম (হজ্জের সময়ের বিশেষ পোষাক) অবস্থায়। তোমাদের মধ্যে যে ইচ্ছাকৃতভাবে তা বধ করবে তাহলে তার ক্ষতিপূরণ স্বরূপ বধকৃত জন্তুর অনুরূপ একটি পশু---যা তোমাদের দুজন ন্যায়বান ব্যক্তি ঠিক করে দেবে---কাবায় কোরবাণী হিসাবে পৌঁছাতে হবে; অথবা এর প্রায়শ্চিত্যের জন্য কয়েকজনের খাবার খাওয়াতে হবে কিংবা সমপরিমাণ রোযা রাখতে হবে, যাতে সে তার কৃতকর্মের শাস্তি আস্বাদন করে। যা হয়ে গিয়েছে আল্লাহ তা ক্ষমা করেছেন। কিন্তু যে আবার একাজ করবে আল্লাহ তাকে শাস্তি দেবেন। আল্লাহ পরাক্রান্ত, প্রতিশোধ গ্রহণকারী।

(৯৬) তোমাদের জন্য সামুদ্রিক প্রাণী শিকার এবং তা খাওয়া বৈধ করেছেন তোমাদের ও পর্যটকদের সুবিধার জন্য, এবং যতক্ষণ তোমরা এহরাম অবস্থায় থাকবে ততক্ষণ তোমাদের জন্য স্থলের শিকার অবৈধ করা হয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে। (৯৭) আলাহ পবিত্র ঘর কাবাকে মানুষের কর্মচাঞ্চল্যের কেন্দ্র করেছেন এবংপবিত্র মাস, কোরবাণীর পশু ও গলায় মালা পরানো পশুকে তাদের কল্যানের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন, তা এজন্যে যে, তোমরা যেন জানতে পার, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন এবং তিনি সবকিছুই ভালভাবে অবগত আছেন। (৯৮) জেনে রাখ, আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠোর এবং নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৯৯) রসূলের দায়িত্ব তো কেবল পৌঁছে দেওয়া আর আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ কর আর যা কিছু তোমরা

গোপন কর। (১০০) বলো, পবিত্র আর অপবিত্র সমান নয়, যদিও অপবিত্রের আধিক্য তোমাকে ভাল মনে হয়। অতএব হে বুদ্ধিমানেরা, তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, যাতে তোমরা সফল হতে পারো।

(১০১) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা এমনসব জিনিষ সম্বন্ধে প্রশ্ন করো না যা তোমাদের কাছে ভারি লাগে আর যদি ও সম্বন্ধে প্রশ্ন কর এমন সময় যখন কুরআন অবতারিত হচ্ছে তাহলে তা তোমাদের কাছে প্রকাশ করে দেওয়া হবে। আল্লাহ তা ক্ষমা করে দিয়েছেন। আল্লাহ ক্ষমাপরায়ন, সহনশীল। (১০২) এরকম প্রশ্ন তেমাদের পূর্বেও একদল করেছিল। তারপর একারনেই তারা অবিশ্বাসী হয়েছিল। (১০৩) বাহীরা, সায়েবা, অসীলা এবং হাম (দেবতার নামে ছেড়ে দেওয়া পশু) এর কোনটাই আল্লাহ ঠিক করে দেননি বরং অবিশ্বাসীরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে, আর তাদের অধিকাংশই বোঝে না। (১০৪) যখন তাদেরকে বলা হয়, আল্লাহ যা কিছু অবতরণ করেছেন তোমরা তার দিকে এবং রসূলের দিকে এস, তখন তারা বলে আমাদের জন্য এটাই যথেষ্ট যার উপরে আমরা আমাদের পূর্বজদের পেয়েছি। তাহলে কি তাদের পূর্বজরা কিছু না জেনে থাকলেও এবং সঠিক পথে না চললেও। (১০৫) হে বিশ্বাসীগণ, তোমরা নিজের চিন্তা কর। যদি কেউ বিপথগামী হয় তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি নেই যদি তোমরা সঠিক পথে থাক। তোমাদের সবাইকে আল্লাহর নিকটে ফিরে যেতে হবে। তখন তিনি তোমাদের তোমরা যা করতে তা অবহিত করাবেন।

(১০৬) হে বিশ্বাসীগণ, যখন তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিত হয় তখন অসিয়ত কালে তোমাদের মধ্য থেকে দুজন ন্যায়পরায়ন লোককে স্বাক্ষী রাখবে। অথবা তোমরা সফরে থাকলে এবং সে অবস্থায় তোমাদের মৃত্যুর বিপদ এসে পড়লে তোমাদের ছাড়া অন্যদের মধ্য থেকে দুজন স্বাক্ষী

রাখতে পার। যদি তোমাদের সন্দেহ হয় তাহলে স্বাক্ষীদ্বয়কে নামাযের পরে ধরে রাখবে এবং তারা আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে "আত্মীয় হলেও আমরা এর বিনিময়ে কোন মূল্য নেব না এবং আমরা আল্লাহর স্বাক্ষী গোপন করব না। যদি আমরা এরকম করি তাহলে অবশ্যই আমরা পাপীদের অন্তর্ভূক্ত হব। (১০৭) অতঃপর যদি জানা যায় যে, তারা দুজন কোন অধিকার হরণ করেছে তাহলে ওদের স্থানে অন্য দুজন ওদের মধ্যে থেকে দাঁড়াবে যাদের অধিকার পিছনের দুই স্বাক্ষী কেড়ে নিতে চেয়েছে। তারা আল্লাহর কসম খাবে যে, আমাদের স্বাক্ষ্য ওই দুজন স্বাক্ষীর চেয়ে অধিক সত্য আর আমরা কোন অন্যায় করিনি। যদি আমরা এরূপ করে থাকি তাহলে অবশ্যই আমরা অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত হব। (১০৮) এটাই নিকটতম বিধান যে, লোকে সঠিকভাবে স্বাক্ষী দেবে এবং এই ভয় করবে যে, আমাদের শপথ ওদের শপথের পর উল্টে যাবে। আল্লাহকে ভয় কর এবং শোন। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সঠিক পথে পরিচালিত করেন না।

(১০৯) যে দিন আল্লাহ রসূলদের একত্রিত করে বলবেন তোমরা কি উত্তর পেয়েছিলে? তারা বলবে আমাদের কিছু জানা নেই, তুমিই তো গোপন কথা ভালই জানো। (১১০) যখন আল্লাহ বলবেন হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, আমার সেই অনুগ্রহের কথা স্মরণ কর যা আমি তোমার ও তোমার মায়ের প্রতি করেছি যখন আমি পবিত্র আত্মা দ্বারা তোমাদের সাহায্য করেছিলাম। তুমি মানুষের সাথে কথা বলতে মায়ের কোলে থাকা অবস্থায় এবং বড় হয়েও। যখন তোমাকে কিতাব, প্রজ্ঞা, তৌরাত ও ইনজীল শিক্ষা দিয়েছিলাম, যখন তুমি আমার আদেশে কাদামাটি দ্বারা পাখীর আকৃতি বানিয়ে তাতে ফুঁ দিতে ফলে তা আমার আদেশে পাখী হয়ে যেত, আর তুমি আমার আদেশে অন্ধ ও কুষ্ঠ রোগীকে সুস্থ করে দিতে। আর যখন তুমি আমার আদেশে

মৃতদেরকে বের করে আনতে। আর যখন আমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের নিবৃত্ত্ব রেখেছিলাম, যখন তুমি তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসলে তখন তাদের মধ্যে অবিশ্বাসীরা বলেছিল এতো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়।

(১১১) আর যখন আমি হাওয়ারীদের (হযরত ঈসার সঙ্গীদের) অন্তরে নির্দেশ দিয়েছিলাম যে, আমার ও আমার রসূলের উপর বিশ্বাস স্থাপন কর, তার বলেছিল "আমরা বিশ্বাস করলাম এবং তুমি স্বাক্ষী থাক যে, আমরা বিশ্বাসী। (১১২) যখন সাথীরা বলেছিল, হে মরিয়মের পুত্র ঈসা! তোমার প্রভূ কি আমাদের জন্য আকাশ থেকে থাল পাঠাতে পারেন? (ওই থালায় যাতে সুস্বাদু ব্যঞ্জনে সাজানো)। ঈসা বলল—অল্লাহকে ভয় কর যদি তোমরা বিশ্বাসী হও। (১১৩) তারা বলল—আমরা চাই আমাদের অন্তরের প্রশান্তির জন্য কিছু খাবার খাব আর জানব যে, তুমি আমাদের কাছে সত্য বলেছ এবং আমরা তার স্বাক্ষী হব। (১১৪) মরিয়মের পুত্র ঈসা প্রার্থনা করল হে আল্লাহ, আমাদের প্রভূ, তুমি আকাশ থেকে আমাদের জন্য একটি থাল পাঠাও যা আমাদের জন্য এক উৎসব হয়ে যায় আমাদের আগের ও পরের সবার জন্য তোমার পক্ষ থেকে এক নিদর্শন হোক। আর আমাদের প্রদান করো, তুমিই সর্বশ্রেষ্ঠ প্রদানকারী। (১১৫) আল্লাহ বললেন—"আমি অবশ্যই এই থাল তোমাদের পাঠাব, কিন্তু তারপর তোমাদের মধ্যে যে অবিশ্বাস করবে তাকে আমি এমন ভয়ানক শাস্তি দেব যা সারা পৃথিবীর আর কাউকে দেব না।

(১১৬) আর যখন আল্লাহ জিজ্ঞাসা করবেন হে মরিয়মের পুত্র ঈসা, তুমি কি মানুষকে বলেছিলে যে, তোমরা আল্লাহকে ছেড়ে আমাকে ও আমার মাকে উপাস্য বানাও? সে বলবে তুমি পবিত্র, আমার যা বলার অধিকার

নেই আমি তো তা বলতে পারি না। আমি যদি অমন কথা বলতাম তাহলে তুমি তা অবশ্যই জানতে। তুমিই জানো যা আমার মনে আছে আর আমি জানি না তোমার মনে কি আছে, নিশ্চয়ই তুমি গোপন বিষয় সম্যক অবগত। (১১৭) আমি ওদের এই কথাই বলেছি যা তুমি আমাকে নির্দেশ দিয়েছিলে যে আল্লাহর উপাসনা কর যিনি আমারও তোমাদের প্রভূ। আর আমি যতদিন ওদের মধ্যে ছিলাম ততদিন ওদের উপরে স্বাক্ষী ছিলাম। অতঃপর যখন তুমি আমাকে মৃত্যু দান করলে তখন থেকে তুমিই তো ওদের পর্যবেক্ষক ছিলে আর তুমি সকল বস্তুর উপর স্বাক্ষী। (১১৮) যদি তুমি ওদের শাস্তি দাও তাহলে ওরা তো তোমার বান্দা আর যদি তুমি ওদের ক্ষমা কর তাহলে তুমিই তো পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১১৯) আল্লাহ বলবেন আজ ওই দিন যে সত্যবাদীদের তাদের সত্য কাজে আসবে। তাদের জন্য উদ্যান রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তাতে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই বড় সফলতা। (১২০) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তার আধিপত্য আল্লাহরই, তিনি সবকিছু করতে সক্ষম।

৬. সূরাহ-আল-আনআম (গৃহপালিত পশু)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১) সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং অন্ধকার ও আলোর উদ্ভব ঘটিয়েছেন। তবুও অবিশ্বাসীরা তাদের প্রভূর সাথে সমকক্ষ দাঁড় করায়। (২) তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন তারপর একটি সময় নির্দ্ধারণ করেছেন। আরেকটি নির্দ্ধারিত সময় তাঁর কাছে আছে। তারপর ও তোমরা সন্দেহ কর।

(৩) আর ওই আল্লাহ আকাশেও আছেন এবং পৃথিবীতে। তিনি তোমাদের গোপন ও প্রাকশ্য বিষয় জানেন, আর তিনি জানেন যা কিছু তোমরা কর। (৪) আর ওদের প্রভূর নিদর্শন সমূহের মধ্যে যে নিদর্শনই তাদের কাছে আসে ওরা তা হতে বিমুখ হয়। (৫) অতঃপর যে সত্য ওদের কাছে এসেছে তারা তাকে মিথ্যা বলেছে। তবে তারা যা নিয়ে উপহাস করত ওদের কাছে অচিরেই তার সংবাদ আসবে। (৬) ওরা কি দেখেনি যে, আমরা ওদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, ওদেরকে আমরা এই পৃথিবীতে এমনভাবে প্রতিষ্ঠিত করে দিয়েছিলাম যেমনটি তোমাদেরকেও করিনি আর আমরা ওদের উপর আকাশ থেকে প্রচুর বৃষ্টি বর্ষণ করেছিলাম এবং আমরা নদী প্রবাহিত করেছিলাম নিচে দিয়ে। অতঃপর ওদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি এবং ওদের পরে অন্যান্য প্রজন্মকে উঠিয়েছি।

(৭) আর আমি যদি তোমার কাছে এমন কিতাব অবতীর্ণ করতাম যা কাগজের উপর লেখা থাকত এবং তারা তা নিজের হাতে স্পর্শ করে দেখত তবুও অবিশ্বাসীরা বলত এটা প্রকাশ্য যাদু বৈ কিছু নয়। (৮) তারা এও বলত তাঁর কাছে কোন ফেরেশতা (দেবদূত) পাঠান হল না কেন? আর আমি যদি কোন ফেরেশতাই পাঠাতাম তাহলে ব্যাপারটি তখনই নিষ্পত্তি হয়ে যেত এবং তাদেরকে কোন অবকাশ দেওয়া হত না। (৯) আর আমি যদি কোন ফেরেশতাকে রসূল করে পাঠাতাম তাহলেও তাকেও মানুষের আকৃতিতে পাঠাতাম এবং তাদের সেই সন্দেহেই ফেলতাম যে সন্দেহে এখন তারা ভূগছে। (১০) তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে উপহাস করা হয়েছে। তবে যারা তাদেরকে উপহাস করেছে তাদের উপর সেই জিনিষই আপতিত হয়েছে যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (১১) বলো, তোমরা পৃথিবীতে

ভ্রমণ করো এবং দ্যাখো যারা সত্যকে প্রত্যাখ্যান করেছিল তাদের পরিণতি কি হয়েছে।

(১২) জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা কার? বলো সব কিছুই আল্লাহর। তিনি অনুগ্রহকে নিজের উপর অনিবার্য করে নিয়েছেন। তিনি অবশ্যই তোমাদের একত্রিত করবেন কেয়ামতের (উত্থান দিবসে) দিনে, এতে কোন সন্দেহ নেই। যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারাই বিশ্বাস করবে না। (১৩) আর সব কিছুই আল্লাহরই যা রাতে ও দিনে থাকে আর তিনি সবই শোনেন সবই জানেন। (১৪) বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে অভিভাবক বানাবো? যিনি আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন। অথচ তিনিই সবাইকে খাওয়ান, তাঁকে কেউই খাওয়ান না। বলো, আমার প্রতি নির্দ্দেশ এসেছে যে, আমি সবার পূর্বে আত্মসমর্পণকারী হই আর তোমরা কখনই মূর্তি-পূজকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (১৫) বলো, যদি আমি আমার প্রভূকে অবিশ্বাস করি তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করছি। (১৬) সেদিন যাকে শাস্তি থেকে দূরে রাখা হবে তাকে অবশ্যই তিনি অনুগ্রহ করলেন আর সেটাই হবে স্পষ্ট সফলতা।

(১৭) আর আল্লাহ যদি তোমাদের কোন কষ্ট দেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না। আর যদি আল্লাহ তোমাদের কোন কল্যান দান করেন তাহলে তিনি সব কিছুই করতে সক্ষম। (১৮) তাঁরই কতৃত্ত্ব চলে তাঁর বান্দাদের উপর, আর তিনিই সর্বজ্ঞ, সর্বব্যাপী। (১৯) তুমি জিজ্ঞাসা কর যে, সবচেয়ে বড় স্বাক্ষী কে? বলো, আল্লাহ, তিনিই আমার ও তোমাদের মাঝে স্বাক্ষী। আর আমার কাছে এই কুরআন পাঠানো হয়েছে যাতে আমি তোমাদেরকে অবগত করাই এবং তাই অবগত করাই যা এই কুরআন পৌঁছে দেয়। তোমরা কি এই স্বাক্ষ্য দিচ্ছ যে, আল্লাহর সাথে অন্যান্য উপাস্য ও

আছে? বলো, আমি এর স্বাক্ষী দিই না, বলো, তিনিই একমাত্র উপাস্য। আর আমি তোমাদের শির্কের (মূর্ত্তিপূজার) আরোপ হতে মুক্ত।

(২০) যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা এটাকে চেনে, যেমন তারা নিজেদের ছেলেকে চেনে। যারা নিজেদের ক্ষতি করেছে তারা এটাকে মানে না। (২১) আর ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় জালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহকে দোষ দেয় আর আল্লাহর নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে। বাস্তবে জালেমরা কখনও সফল হয় না। (২২) আর যেদিন আমি তাদের সকলকে একত্রিত করব এবং ওই অংশীদাবাদীদের বলব কোথায় তোমাদের সেই সব শরিকরা যাদের দাবী তোমরা করতে? (২৩) অতঃপর তাদের কোন অজুহাত থাকবে না শুধু বলবে, আমাদের প্রভূ আল্লাহর কসম, আমরা অংশীবাদী ছিলাম না। (২৪) লক্ষ কর, কিভাবে তারা নিজেদের জন্য ক্ষতিকর মিথ্যা বলছে, আর তারা বানিয়ে বানিয়ে যা বলত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে গিয়েছে।

(২৫) তাদের মধ্যে কিছু লোক এমনও আছে যারা তোমার কথা কান পেতে শোনে, আর আমরা ওদের অন্তরে আবরণ দিয়ে রেখেছি যেজন্য তারা তা বুঝতে পারে না, আর তাদের কানে দিয়েছি বধিরতা। যদি তারা সমস্ত নিদর্শনসমূহ দেখেও নেয় তথাপি তারা বিশ্বাস করবে না। এমনকি তারা যখন বিতর্ক করার জন্য তোমার কাছে আসে তখন এই অবিশ্বাসীরা বলে এতো দেখছি আগের দিনের মানুষের কেচ্ছা-কাহিনী ছাড়া আর কিছুই নয়। (২৬) তারা লোকদের বাধা দেয় এবং নিজেরাও এথেকে দূরে থাকে। তারা নিজেদেরই ধ্বংস ডেকে আনে, কিন্তু তা উপলব্ধি করে না। (২৭) যখন তাদের নরকের আগুনের সামনে দাঁড় করানো হবে তখন তুমি যদি দেখতে! তারা তখন বলবে, হায়রে যদি আবার আমাদের পাঠানো হত

তাহলে আমরা আমাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করতাম না এবং আমরা বিশ্বাসীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যেতাম। (২৮) এখন ওদের সেই সব গোপন কথা প্রকাশ হয়ে পড়েছে যা তারা আগে গোপন করত। আর তাদেরকে যদি আবার পাঠিয়ে দেওয়া হয় তাহলে পুনরায় তারা তাই করবে যা তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল। নিশ্চয়ই তারা মিথ্যাবাদী।

(২৯) তারা বলে, জীবনতো বাস এই আমাদের সাংসারিক জীবন। আর আমাদের পুনরায় ওঠানো হবে না। (৩০) আর যদি তুমি তাদের ওই সময় দেখতে যখন তাদেরকে আপন প্রভূর সামনে দাঁড় করান হবে, তিনি জিজ্ঞাসা করবেন, এটা কি সত্যি নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রভূর শপথ, এ সত্য। আল্লাহ বলবেন, আচ্ছা তাহলে শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর ওই অস্বীকার এর বদলে যা তোমরা করতে।

(৩১) বাস্তবে এরা ক্ষতিগ্রস্থ যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ কে মিথ্যা বলেছিল। অবশেষে যখন তাদের কাছে ওই সময় আকস্মাৎ এসে যাবে তখন তারা বলবে-হায়, আফশোস, এই ব্যাপারটায় আমরা কিভাবে অবহেলা করেছিলাম! তখন তারা তাদের বোঝা নিজেদের পিঠে বহন করবে। দ্যাখো, তারা যে বোঝা বহন করবে তা কতই না খারাপ। (৩২) আর জাগতিক জীবন তো খেল তামাশা ছাড়া কিছুই নয়, আর পরলোকের ঘরতো সুন্দর ওদের জন্য যারা ভয় করে। তোমরা কি বোঝ না।

(৩৩) আমি জানি, তাদের কথায় তুমি দুঃখ পাও। তবে তারা তো তোমাকে অবিশ্বাস করে না বরং জালেমরা আল্লাহর নিদর্শনাবলীকেই অস্বীকার করে। (৩৪) আর তোমার পূর্বেও রসূলদের অবিশ্বাস করা হয়েছে। তাদেরকে অবিশ্বাস করা ও কষ্ট দেওয়া সত্ত্বেও তারা ধৈর্য্য ধারণ করেছে। এমনকি তাদের নিকটে আমাদের সাহায্য পৌঁছে গেছে। আর আল্লাহর সিদ্ধান্ত কেউ

পরিবর্তন করতে পারে না। আর রসূলদের কিছু সংবাদ তোমার কাছে পৌঁছেও গেছে। (৩৫) আর যদি ওদের বিমূখতা তোমার কাছে ভারি মনে হয় তাহলে তোমার যদি সামর্থ থাকে তাহলে তুমি ভূগর্ভে যাওয়ার একটি সুড়ঙ্গ অথবা আকাশে যাওয়ার একটি সিঁড়ি লাগিয়ে ওদের জন্য কোন নিদর্শন নিয়ে এস। আর আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওদের সবাইকে সঠিক পথে একত্রিত করে দিতেন। অতএব তুমি মূর্খদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (৩৬) বস্তুত যারা মন দিয়ে শোনে তারাই স্বীকার করে। আর যারা মৃত তাদেরকে আল্লাহ পূনর্জীবিত করবেন। তারপর তাদেরকে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৩৭) আর তারা বলে রসূলের নিকটে তার প্রভূর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন পাঠানো হয়নি কেন? বলো, অবশ্যই আল্লাহ কোন নিদর্শন পাঠাতে সক্ষম, তবে তাদের অধিকাংশই জানে না। (৩৮) পৃথিবীতে চলমান প্রতিটি প্রাণী এবং নিজের দুই ডানা দিয়ে উড্ডয়মান প্রতিটি পাখী তোমাদের মতই এক একটি প্রজাতি। আমরা লেখার কোন বিষয়ই ছেড়ে দিই নি। পরে তাদের সকলকে আপন প্রভূর কাছে একত্রিত করা হবে। (৩৯) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে তারা বধির ও বোবা তারা অন্ধকারে নিমজ্জিত। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন এবং যাকে চান সঠিক পথে চালনা করেন।

(৪০) বলো, তোমরা বলো দেখি যদি তোমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি নেমে আসে অথবা প্রলয় আসে, তাহলে কি তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কাউকে আহ্বান করবে? বলো যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪১) বরং তোমরা তাঁকেই আহ্বান করবে। অতঃপর তিনিই ওই বিপত্তি দূর করেন যার জন্য

তোমরা তাকে আহ্বান করো যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা ভূলে যাও ওদের যাদেরকে তোমরা শরীক করেছিলে।

(৪২) আর তোমাদের পূর্বেও অনেক জাতির কাছে আমরা রসূল পাঠিয়েছিলাম এবং যাতে তারা বিনয়াবনত হয় সেজন্য তাদেরকে দুঃখ দূর্দশায় নিপতিত করেছিলাম। (৪৩) যখন আমার পক্ষ থেকে তাদের উপর কঠিন পরিস্থিতি এসেছিল তখন তারা কেন বিনয়াবত হয়নি, বরং তাদের অন্তর আরও কঠোর হয়ে গেল। আর শয়তান তাদের কর্মকে তাদের দৃষ্টিতে মনোহর বানিয়ে দেখাতে থাকল। (৪৪) অতঃপর যখন তারা সেই উপদেশ ভূলে গেল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল তখন আমরা তাদের সামনে সব জিনিষের দ্বার খুলে দিলাম। এমনকি যখন ওরা ওই সব জিনিষে প্রসন্ন হয়ে পড়ল যা তাদের দেওয়া হয়েছিল তখন তারা নিরাশ হয়ে যায়। (৪৫) অতঃপর ওই লোকদের শিকড় কেটে দিই যারা অত্যাচার করেছিল। আর সমস্ত প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিখিল জগতের প্রভূ।

(৪৬) বলো, বলো দেখি, আল্লাহ যদি তোমাদের শ্রবণশক্তি ও দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেন আর তোমাদের অন্তর সমূহ সীল করে দেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া কে এমন উপাস্য আছেন যে এগুলো ফিরিয়ে আনতে পারে? দেখ আমরা কিভাবে প্রমাণ সমূহ বিভিন্নভাবে বর্ণনা করি, তার পরও তারা বিমূখ হয়ে যায়। (৪৭) বলো, তোমরা বলো দেখি, যদি তোমাদের উপরে আল্লাহর শাস্তি অকস্মাৎ বা ঘোষিত রূপে এসে যায় তাহলে অত্যাচারীরা ছাড়া আর কে ধ্বংস হবে? (৪৮) আর আমি রসূলদের পাঠাই সুসংবাদ দাতা রূপে অথবা সতর্ককারী হিসাবে। অতঃপর যারা বিশ্বাস করল এবং নিজেকে শুধরে নিল তাহলে তার কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখিত হবে না। (৪৯) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করল তাদের অবাধ্যতার কারণেই

তাদের উপর শাস্তি আসবে। (৫০) বলো, আমি তোমাদের একথা বলি না যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভান্ডার আছে আর না আমি অদৃশ্য (পরোক্ষ) জানি আর আমি একথাও বলি না যে আমি দেবদূত। আমিতো কেবল ওই আল্লাহর বানী অনুসরণ করি যা আমার কাছে এসেছে। বলো, অন্ধ আর দৃষ্টি সম্পন্ন মানুষ কি সমান হয়? তোমরা কি চিন্তা কর না?

(৫১) আর তোমরা এই প্রত্যাদেশের মাধ্যমে সতর্ক করো ওই লোকদের যারা ভয় করে একথা বলে যে ওদেরকে আপন প্রভূ সমীপে একত্রিত করা হবে এই অবস্থায় যে, আল্লাহ ছাড়া না ওদের কোন সাহায্যকারী থাকবে আর না সুপারিশ কারী হয়ত তারা আল্লাহকে ভয় করবে। (৫২) আর তুমি ওই সমস্ত লোকদের নিজের কাছ থেকে দূরে সরিয়ে দিও না যারা সকাল সন্ধায় নিজ প্রভূকে আহ্বান করে আর তাঁর সন্তুষ্টি কামনা করে। তোমার উপর ওদের জবাবদিহীর কোন দায়ভার নেই আর ওদের উপর তোমারও জবাবদিহীর কোন দায়ভার নেই অতএব তাদেরকে দূরে সরিয়ে দেবে কেন? এটা করলে তুমি অন্যায়কারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাবে। (৫৩) আর এভাবেই আমরা একজনকে অন্যজন দ্বারা পরীক্ষা নিয়েছি যাতে তারা বলে আল্লাহ কি আমাদের মধ্যে থেকে এদেরকেই অনুগ্রহ করলেন? কৃতজ্ঞদের সম্পর্কে আল্লাহই কি অধিক অবগত নন?

(৫৪) আর যখন তোমার কাছে ওই লোকেরা আসে যারা আমার আয়াত (নিদর্শন) এর উপরে বিশ্বাস আনয়ন করেছে তখন ওদের বলো যে, তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। তোমাদের প্রভূ নিজের উপর করুনা অনিবার্য করে নিয়েছেন। নিঃসন্দেহে তোমাদের মধ্যে ভূলবশতঃ কোন খারাপ কাজ করে ফেলে আর তারপরে তারজন্য তওবা (অনুশোচনা) করে এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৫৫) আর এভাবেই

আমরা নিদর্শন সমূহ স্পষ্টরূপে বর্ণনা করি যাতে অপরাধীদের নীতিও স্পষ্ট হয়ে যায়।

(৫৬) বলো, আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা আহ্বান করো তাদের উপাসনা করতে আমাকে নিষেধ করা হয়েছে। বলো, আমি তোমাদের ইচ্ছা অনুসরণ করতে পারি না। যদি আমি এরকম করি তাহলে আমি পথভ্রষ্ট হয়ে যাব আর সৎপথপ্রাপ্তদের অন্তর্ভূক্ত থাকব না। (৫৭) বলো, আমার কাছে আমার প্রভূর পক্ষ থেকে আসা একটি স্পষ্ট প্রমাণ আছে আর তোমরা তাকে মিথ্যা বলছ। আর ওই জিনিষ আমার কাছে নেই যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছ। নির্ণয় করার ক্ষমতা একমাত্র আল্লাহরই আছে। তিনি সত্য বর্ণনা করেন আর তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ নির্ণয়কারী। (৫৮) বলো, আমার কাছে যদি ওই জিনিষ থাকত যার জন্য তোমরা তাড়াতাড়ি করছ তাহলে আমার আর তোমাদের মাঝে ব্যাপারটাতো মিটেই যেত। আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবহিত। (৫৯) যাবতীয় অদৃশ্য বিষয়ের চাবি তাঁর কাছে। তিনি ছাড়া কেউ তা জানে না। জলে স্থলে, ও সমুদ্রে যা কিছু আছে তা সবই আল্লাহ জানেন। গাছের থেকে যে পাতাটি খসে পড়ে তাও তিনি জানেন। আবার ভূমির অন্ধকারে যে শস্য দানাটি কিংবা আদ্র বা শুষ্ক বস্তুটি আছে তাও সব একটি স্পষ্ট কিতাবে লিখিত আছে।

(৬০) আর তিনিই রাত্রিকালে তোমাদের মৃত্যু (নিদ্রা) দান করেন। আর দিনের বেলায় তোমরা যা কিছু করো তা জানেন। অতঃপর তিনি তোমাদের জাগ্রত করেন যাতে একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ পূর্ণ হয়। তারপর তাঁরই কাছে তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনিই তোমাদের অবহিত করবেন যা তোমরা পৃথিবীতে করছিলে। (৬১) তিনি তার বান্দাদের উপর পরাক্রমশালী, আর তিনি তোমাদের উপর সংরক্ষক পাঠান এমনকি যখন

তোমাদের মধ্যে কারো মৃত্যুর সময় উপস্থিত হয় তখন আমাদের পাঠানো ফেরেশতা (দেবদূত) ওর প্রাণ বার করে নেয় আর তারা কোন ত্রুটি করে না। (৬২) অতঃপর যখন আল্লাহ, তাদের প্রকৃত প্রভূর নিকট ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। শুনে রাখ, আদেশ তাঁরই এবং তিনি অচিরেই হিসাব নেবেন।

(৬৩) বলো, কে তোমাদের জল ও স্থলের বিপদ হতে বাঁচায় ? তোমরাই তো তাকে বিনম্র ভাবে ও গোপনে ডাক যে, যদি আল্লাহ আমাদের এই বিপত্তি থেকে উদ্ধার করেন তাহলে আমরা অবশ্যই চিরকৃতজ্ঞ থাকব। (৬৪) বলো, আল্লাহই তোমাদেরকে সে বিপদ থেকে এবং সকল দুঃখ-কষ্ট থেকে উদ্ধার করেন। তারপরেও তোমরা তার সাথে শরীক কর। (৬৫) বলো, তোমাদের উপরের দিক থেকে অথবা তোমাদের পায়ের নিচ থেকে তোমাদের উপর আযাব পাঠাতে কিংবা তোমাদেরকে বিভিন্ন দল উপদলে মিলিয়ে ফেলে একদলকে আরেক দলের শক্তি মত্তার স্বাদ গ্রহণ করাতে সক্ষম। লক্ষ কর, কিভাবে আমি আয়াত সমূহ নানা ভাবে বুঝিয়ে দিচ্ছি, যাতে তারা বুঝতে পারে। (৬৬) আর তোমার লোকেরা তো একে মিথ্যা বলেছে; অথচ তা সত্য। বলো, আমি তোমাদের উপর সংরক্ষক (দারোগা) নই। (৬৭) প্রত্যেক সংবাদেরই একটি নির্দ্দিষ্ট সময় রয়েছে এবং তোমরা শিঘ্রই জানতে পারবে।

(৬৮) আর যখন তুমি ওদের দেখবে আমার আয়াত (বাণী) এর খুঁৎ বার করছে তাহলে ওদের থেকে পৃথক হয়ে যাও। যতক্ষণ না ওরা অন্য বিষয়ের আলোচনায় ফিরে যায়। আর যদি শয়তান তোমাকে ভুলিয়ে দেয় তাহলে স্মরণ হওয়ার পর এই অন্যায়ী লোকদের সাথে বসবে না। (৬৯) আর যারা আল্লাহকে ভয় করে তাদের উপর তাদের হিসাবের কোন দায়ভার নেই কিন্তু স্মরণ করিয়ে দেওয়া যেতে পারে যাতে তারা আল্লাহকে

ভয় করে। (৭০) ওদের কথা ছেড়ে দাও যারা নিজের ধর্মকে খেল-তামাশা বানিয়ে রেখেছে আর সাংসারিক জীবনে যারা ধোকায় পড়ে আছে। আর কুরআনের মাধ্যমে উপদেশ দিতে থাকে যাতে কোন ব্যক্তিই যেন তার কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার না হয়ে যায় এই অবস্থায় যে, আল্লাহ থেকে রক্ষাকারী কোন অভিভাবক বা সুপারিশকারী থাকবে না। যদি সে পৃথিবীর সমতুল্য মুক্তিপণ ও দেয় তাহলেও তখন তা গ্রহণ করা হবে না। এরাই নিজের কৃতকর্মের জন্য গ্রেফতার হয়ে গেছে। এদের জন্য থাকবে ফুটন্ত গরম পানি পান করার জন্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি এজন্যে যে তারা অস্বীকার করত।

(৭১) বলো, আমরা কি আল্লাহকে ছেড়ে ওদের ডাকব যারা না আমার কোন উপকার করতে পারে আর না কোন ক্ষতি করতে পারে। আর আমরা কি আবার উল্টো পায়ে ফিরে যাব যখন আল্লাহ আমাদের সঠিক পথ দেখিয়ে দিয়েছেন, ওই ব্যক্তির মত যাকে শয়তান অনুর্বর ভূমিতে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে আর সে দিশাহারা হয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে। তার সঙ্গীরা তাকে সোজাপথের দিকে ডাকছে যে, আমাদের কাছে এসো, বলো, আল্লাহর পথই একমাত্র পথ, আর আমার উপর নির্দেশ এসেছে যে, আমরা নিজেদের জগতের প্রভূর নিকট সমর্পণ করি। (৭২) আর নামায প্রতিষ্ঠিত কর আর আল্লাহকে ভয় কর। আর তিনিই যাঁর কাছে তোমাদের একত্রিত করা হবে। (৭৩) তিনি নিজ অধিকারে আকাশ ও পৃথিবী তৈরী করেছেন আর যেদিন তিনি বলবেন হয়ে যাও তখনই তা হয়ে যাবে। তাঁর কথা সত্য আর সেদিন রাজত্ব তাঁরই হবে যেদিন (প্রলয় শঙ্খ) ফুঁ দেওয়া হবে। তিনিই পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জানেন তিনি পরম বিবেকবান ও সর্বজ্ঞ। (৭৪) আর যখন ইব্রাহীম তার পিতা আযরকে বলেছিল তুমি কি মূর্ত্তিগুলোকে নিজের উপাস্য মনে কর ? আমি তোমাকে ও তোমার সম্প্রদায়কে স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে দেখছি।

(৭৫) আর এভাবেই আমরা ইব্রাহীমকে আকাশ ও পৃথিবীর সত্ত্বা দেখিয়ে দিই যাতে তার বিশ্বাস দৃঢ় হয়। (৭৬) একবার রাতের অন্ধকার নেমে এলে সে একটি তারকা দেখতে পায়। তখন সে বলে এইতো আমার প্রভূ। অতঃপর যখন সেটি অস্ত যায় তখন সে বলল "আমি অস্ত যাওয়া বস্তুর সাথে বন্ধুত্ব করি না। (৭৭) তারপর যখন সে আলোকজ্জ্বল চন্দ্র দেখতে পায় তখন বলে "এই তো আমার প্রভূ; কিন্তু যখন তাও অস্ত যায় তখন বলে আমার প্রভূ যদি আমাকে পথ না দেখায় তাহলে অবশ্যই আমি পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যাব। (৭৮) অতঃপর যখন সে কিরণোজ্জ্বল সূর্য কে দেখল তখন বলল এটাই আমার প্রভূ; এটাই সবচেয়ে বড়। তারপর যখন সূর্য ও অস্ত গেল তখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল হে লোক সকল! তোমরা যে শির্ক (অংশীবাদ) করছ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই। (৭৯) আমি একনিষ্ঠ হয়ে সেই মহান সত্ত্বার দিকে আমার মূখ ফিরালাম যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন আর আমি শির্ক (মূত্তিপূজা) কারীদের সাথে নই। (৮০) আর ইব্রাহীমের সম্প্রদায় তার সাথে বিতর্ক করতে লাগল। সে বলেছিল, "তোমরা কি আল্লাহর ব্যাপারে আমার সাথে বিতর্ক করছ? অথচ তিনিই তো আমাকে সঠিক পথ দেখিয়েছেন। তোমরা তাঁর সাথে যাদের শরিক করো আমি তাদের ভয় করি না, তবে আমার প্রভূ কিছু চাইলে তা ভিন্ন কথা আমার প্রভূর জ্ঞান সর্বব্যাপী। তোমরা কি চিন্তা করবে না? (৮১) আর তোমরা যাদেরকে শরীক কর আমি তাদেরকে কেন ভয় করব? তোমরা যেখানে আল্লাহর সাথে এমন সব বস্তুকে শরীক করতে ভয় কর না যাদের সম্পর্কে তিনি তোমাদের কাছে কোন প্রমাণ পাঠাননি। অতএব উভয় দলের মধ্যে কোনটি নিরাপত্তা লাভের বেশী যোগ্য? যদি তোমরা জান। (৮২) যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং নিজেদের বিশ্বাসের সাথে অনুচিৎ

কোন বস্তুকে মিশ্রিত করেনি তাদের জন্যই নিরাপত্তা এবং তারাই সঠিক পথে আছে। (৮৩) এটাই আমাদের তর্ক যা আমরা ইব্রাহীমকে তার সম্প্রদায়ের সাথে মোকাবিলার জন্য দিয়েছিলাম। আমরা যাকে চাই তার মর্যাদা উঁচু করে দিই। নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ পরম প্রাজ্ঞ, মহাজ্ঞানী। (৮৪) আর আমরা ইব্রাহীমকে ইসহাক এবং ইয়াকুবকে দান করেছিলাম এবং প্রত্যেককে আমরা সুপথগামী করেছিলাম আর নূহ কেও আমরা সুপথগামী করেছিলাম এর পূর্বে। আর তার বংশধরদের মধ্যে থেকে দাউদ, সোলায়মান, আইউব, ইউসূফ, মূসা ও হারুনকে। এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার দিয়ে থাকি।

(৮৫) আর যাকারিয়া, ইয়াহইয়া, ঈসা ও ইলিয়াসকেও এরা প্রত্যেকেই সদাচারী ছিলেন। (৮৬) আর ইসমাঈল, আল-ইয়াসা, ইউনুস ও লূতকেও এদের মধ্যে প্রত্যেককে আমরা বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছিলাম। (৮৭) এদের পূর্ব-পুরুষ, বংশধর ও ভাইদের মধ্য থেকে আরো কতককেও, তাদেরকে আমরা বেছে নিয়েছিলাম আর আমরা সঠিক পথের দিকে তাদের পথ প্রদর্শন করেছিলাম। (৮৮) এটাই আল্লাহ প্রদত্ত পথ। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান এ পথ প্রদর্শন করেন। আর যদি তারা আল্লাহর সাথে কাউকে শরিক করত তাহলে তাদের কর্মসমূহ অবশ্যই নিষ্ফল হয়ে যেত। (৮৯) এরাই সেই লোক যাদেরকে আমি কিতাব, কর্তৃত্ব ও পয়গম্বরী দান করেছিলাম। অতএব যদি এই মক্কাবাসীরা এটা অস্বীকার করে তাহলে আমরা এর জন্য এমন লোক নিযুক্ত করে দিয়েছি যারা এ অবিশ্বাস করবে না। (৯০) এই লোকদেরই আল্লাহ সুপথগামী করেছেন। অতএব তুমি তাদের পথই অনুসরণ কর। বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। এতো সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য এক অমূল্য স্মারক। (৯১) আর ওরা

আল্লাহকে যথাযথ মূল্যায়ন করতে পারে নি, যখন ওরা বলেছে যে, আল্লাহ কোন মানুষের কাছে কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। বল, মানুষের জন্য আলো ও পথ-নির্দ্দেশ স্বরূপ যে কিতাব মূসা নিয়ে এসেছিল তা কে অবতীর্ণ করেছিল? যাকে তোমরা খন্ড খন্ড করে রেখেছ তার কিছু প্রকাশ করছ আর অনেক কিছুই গোপন করছ। আর তোমাদের এমন কিছু শেখান হয়েছে যা তোমরা জানতেনা আর তোমাদের বাপ-দাদা-রাও জানত না। বলো, আল্লাহই অবতীর্ণ করেছেন। অতঃপর ওদের প্রসঙ্গ ছেড়ে দাও ওরা ওদের কৃতকর্মেই খেলতে থাকুক।

(৯২) আর এ একটি কিতাব যা আমরা অবতীর্ণ করেছি। বরকতময়, এটি তার পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। যাতে তুমি মক্কাবাসী ও তার আশপাশের মানুষকে সতর্ক করতে পার। অর যারা পরলোক বিশ্বাস করে তারাই একে বিশ্বাস করবে আর তারা নিজের নামায কে রক্ষা করে। (৯৩) তার চেয়ে বড় অত্যাচারী কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে অথবা বলে আমার উপরে আল্লাহর বাণী এসেছে অথচ তার কাছে কিছুই পাঠান হয়নি। এবং যে বলে আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার মত আমিও শীঘ্রই কিছু একটা অবতীর্ণ করব। যদি তুমি ওই সময় দেখতে যখন ওই অত্যাচারী মৃত্যু যন্ত্রণায় ভূগবে আর ফেরেশতা (দেবদূত) হাত প্রসারিত করে বলবে তোমাদের প্রাণগুলো বার করে দাও আজ তোমাদেরকে অপমানজনক শাস্তি দেওয়া হবে, কারণ তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে অসত্য কথা বলতে এবং তাঁর নিদর্শনাবলী সম্বন্ধে ঔদ্ধ্যত্য প্রকাশ করতে।

(৯৪) আর তোমরাতো আমাদের কাছে একা-একা এসে গেছ যেমন ভাবে আমরা তোমাদের প্রথম বার সৃষ্টি করেছিলাম। আর যা কিছু আমরা তোমাদের দিয়েছিলাম তা সব কিছু তোমাদের সাথে দেখছিনা যাদেরকে

তোমরা ভেবেছিলে যে, তোমাদের কাজে আসবে। তোমাদের মধ্যকার সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে আর তোমরা যা যা দাবী করতে সব উধাও হয়ে গেছে। (৯৫) নিঃসন্দেহে আল্লাহ শস্যদানা ও ফলের আঁটি অঙ্কুরিত করেন। তিনি মৃত থেকে জীবিতকে আর জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। তিনিই তোমাদের আল্লাহ অতএব তোমরা পথ ভূলে কোথায় যাচ্ছ?

(৯৬) তিনিই প্রভাত উন্মেষকারী। তিনি রাতকে বিশ্রামের জন্য এবং সূর্য চন্দ্রকে হিসাবের জন্য নির্দ্ধারিত করেছেন। এটা মহা পরাক্রমশালী ও মহাজ্ঞানীর নির্ধারণ। (৯৭) তিনিই তোমাদের জন্য তারকারাজী সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা স্থলে ও সমুদ্রে অন্ধকারে পথ পাও। নিঃসন্দেহে আমরা নিদর্শন সমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি ওদের জন্য যারা জানতে চায়। (৯৮) আর তিনিই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন একটি প্রাণ থেকে। তারপর তোমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি ঠিকানা ও একটি সংগ্রহশালা রয়েছে। আমরা নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট রূপে বর্ণনা করেছি ওদের জন্য যারা বুঝবে।

(৯৯) আর তিনিই আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন তারপর এর মাধ্যমে আমি সব রকমের গাছপালা উৎপন্ন করি। তা থেকে আমি সবুজ বৃন্ত উদ্গত করি, যা থেকে ঘন থোকা শস্য দানা বের করি। খেজুর গাছের শিষ থেকে নির্গত হয় নিচে নূয়ে পড়া কাঁদি। আঙুরের বাগান, জলপাই ও ডালিম উৎপন্ন করি। এগুলোর মধ্যে কোন কোনটি অন্য যে কোনটি থেকে ভিন্ন। গাছে যখন ফল ধরে তখন এর ফল ও তার পরিপক্কতার দিকে লক্ষ কর। নিশ্চয়ই এসবরে মধ্যে বিশ্বাসী লোকদের জন্য অনেক নিদর্শন রয়েছে। (১০০) তারা জ্বীনদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করেছে, অথচ আল্লাহই তাদের সৃষ্টি করেছেন। আর তারা না জেনে বুঝে তাঁর জন্য ছেলে মেয়েও সাব্যস্ত করেছে। তিনি পবিত্র ও মহান একথা থেকে যা তারা বলছে।

(১০১) তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর রচয়িতা, তাঁর সন্তান হবে কি করে? তার তো কোন স্ত্রী নেই। আর তিনিই সবকিছুই সৃষ্টি করেছেন আর তিনি সবকিছুই জানেন। (১০২) এই হলেন আল্লাহ তোমাদের প্রভূ। তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। আর তিনিই সবকিছুর রচয়িতা অতএব তোমরা তাঁকেই উপাসনা কর। তিনিই সবকিছুরই কার্যনির্বাহী। (১০৩) চোখ তার দেখা পায় না, কিন্তু তিনি চোখের দৃষ্টির নাগাল পেয়ে যান। তিনি অত্যন্ত সূক্ষ্ম দর্শী ও সবকিছুর খরব রাখেন। (১০৪) যখন তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে চাক্ষুস প্রমানাদী এসে গেছে। অতএব এখন যে দেখবে তার উপকার হবে আর যে অন্ধ হয়ে থাকবে তার ক্ষতি হবে। আর আমি তোমাদের উপর তো প্রহরী নই। (১০৫) আর এভাবেই আমরা তর্কগুলো বিভিন্ন ঢঙে বর্ণনা করি তা না হলে তারা বলতে পারে তুমি তো পড়েছ, আর যাতে আমি জ্ঞানী লোকদের কাছে তা পরিষ্কার করে ব্যক্ত করতে পারি।

(১০৬) তোমরা কেবল ওটাই অনুসরণ কর যা তোমরা প্রভূর পক্ষ থেকে তোমাদের উপর অবতীর্ণ করা হচ্ছে। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর শির্ককারীদের (বহু দেব-বাদী) দিকে ধেয়ান দিও না। (১০৭) যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা ওদের শরীক করতে পারত না। আর আমরাও তোমাকে ওদের প্রহরী বানাইনি, তুমি তাদের কর্মধিায়কও নও। (১০৮) আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা যাদেরকে ডাকে তাদের কুকথা বলো না, তাহলে তারা অজ্ঞানবশতঃ অন্যায়ভাবে আল্লাহকে কূকথা বলবে। এমনিভাবে আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায়ের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কাজকর্ম মোহময় বানিয়ে দিয়েছি। অতঃপর ওদের সবাইকে আপন প্রভূর নিকট ফিরে আসতে হবে। তখন তিনি ওদের বলবেন যা তারা করত। (১০৯) তারা আল্লাহর নামে

জোরাল শপথ করে বলে যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তাহলে তারা অবশ্যই তা বিশ্বাস করবে। বলে দাও, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছে তোমাদেরকে জানাবে যে, নিদর্শন এসে গেলেও ওরা বিশ্বাস করবে না।

(১১০) আর আমরা ওদের অন্তরসমূহ এবং চোখ ঘুরিয়ে দেব যেমন ভাবে এরা প্রথম বার এটাকে বিশ্বাস করেনি। আর আমরা ওদের অবাধ্যতার মধ্যেই ঘুরতে ছেড়ে দেব। (১১১) আর যদি আমরা ওদের কাছে ফেরেশতা পাঠাতাম আর মৃত ব্যক্তিরা তাদের সাথে কথা বলত এবং সবকিছুই তাদের সামনে একত্রিত করে দিতাম তবুও তারা বিশ্বাস আনত না। অবশ্য আল্লাহ ইচ্ছা করলে ভিন্ন কথা, কিন্তু তাদের অধিকাংশই মূর্খের মত কাজ করে। (১১২) আর এভাবেই আমরা উপদ্রবী মানুষ ও উপদ্রবী জ্বিনদের প্রত্যেক নারীদের শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। তারা একে অপরকে ছলনাময় কথাবার্তা শিখিয়ে দেয় ধোকা দেওয়ার জন্য। যদি তোমার প্রভূ চাইতেন তাহলে তারা এরকম করতে পারত না। অতএব তুমি তাদেরকে এবং তারা যা বানিয়ে বলে তা ছেড়ে দাও। (১১৩) আর এটা এজন্য যাতে এর প্রতি পরকালে অবিশ্বাসীদের মন আকৃষ্ট হয়, তারা এতে সন্তুষ্ট থাকতে পারে এবং যেসব অপকর্ম করেছে তা করে যেতে পারে। (১১৪) আমি কি তবে আল্লাহ ব্যতিত অন্য কোন বিচারক খুঁজব? অথচ তিনিই তোমাদের কাছে বিস্তারিত কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। আর আমরা যাদেরকে পূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা জানে যে, এ তোমার প্রভূর নিকট হতে সত্যিই অবতীর্ণ। অতএব তুমি কিছুতেই সন্দেহ পোষণকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না।

(১১৫) তোমার প্রভূর বাণী সত্য ও ন্যায়ে পরিপূর্ণ। কেউ তার বাণী পরিবর্তন করতে পারে না। তিনি সর্বশ্রোতা ও মহাজ্ঞানী। (১১৬) তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের কথামতো চলো তাহলে তারা তোমাকে

আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করবে। তারা কেবল কল্পনার অনুসরণ করে আর অনুমান করে বলে। (১১৭) তোমার প্রভূই ভাল জানেন ওদের যারা তাঁর পথ থেকে ছিটকে গেছে, আর সঠিক পথের অনুসারীদেরও তিনি ভালই জানেন। (১১৮) আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা প্রাণীর মাংস খাও, যদি তোমরা তাঁর বিধান সমূহে বিশ্বাসী হও।

(১১৯) কেন তোমরা আল্লাহর নাম নিয়ে জবাই করা প্রাণীর মাংস খাবে না? অথচ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা যা অবৈধ করেছেন তার বিস্তারিত বিবরণ দিয়েছেন, অবশ্য নিরূপায় হয়ে তোমরা কিছু খেতে বাধ্য হলে তার কথা আলাদা আর অনেকে তো না জেনে নিজেদের খেয়াল খুশিমত মানুষকে বিভ্রান্ত করে। অবশ্যই তোমার প্রভূ সীমালঙ্ঘনকারীদের সম্পর্কে ভালভাবে অবগত আছেন। (১২০) আর তোমরা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ পাপ পরিত্যাগ করো। যারা পাপ কামাই করে তারা শীঘ্রই তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে। (১২১) আর তোমরা ওই প্রাণীর মাংস খেয়ো না যার উপর আল্লাহর নাম নেওয়া হয়নি অবশ্যই তা পাপ, আর শয়তান তার বন্ধুদেরকে তোমার সাথে বিতর্ক করতে প্ররোচনা দেয়। যদি তোমরা তাদের কথামত চলো তাহলে অংশীবাদী হয়ে যাবে। (১২২) যে ব্যক্তি মৃত ছিল, তারপর আমি তাকে জীবিত করেছি এবং একটি আলো দান করেছি যার সাহায্যে সে মানুষের মধ্যে চলতে পারে, সে কি ওই ব্যক্তির মত হতে পারে, যে অন্ধকারের মধ্যে আছে এবং সেখান থেকে বের হচ্ছে না। এভাবেই অবিশ্বাসীদের দৃষ্টিতে তাদের নিজেদের কর্ম আকর্ষক বানিয়ে দেওয়া হয়েছে।

(১২৩) আর এভাবেই আমরা প্রত্যেক জনপদে বড় বড় পাপীদের সরদার রেখে দিয়েছি যারা সেখানে ষড়যন্ত্র করে। যদিও তারা যে ষড়যন্ত্র করে তা নিজেদের বিরুদ্ধেই করে, কিন্তু তারা তা অনুভব করে না।

(১২৪) আর যখন তাদের কাছে কোন নিদর্শন আসে তখন তারা বলে আমরা কখনও বিশ্বাস করব না যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর রসূলদের যা দেওয়া হয়েছে আমাদেরকেও অনুরূপ জিনিষ না দেওয়া হয়। আল্লাহই ভাল জানেন তাঁর পয়গম্বরী কাকে প্রদান করবেন। অবশ্যই যারা অপরাধী আল্লাহর পক্ষ থেকে তারা অপমানিত হবে এবং তাদের ষড়যন্ত্রের কারণে শাস্তি পাবে। (১২৫) অতএব আল্লাহ যাকে সুপথ দেখাতে চান ইসলামের জন্য তার অন্তর দূয়ার খুলে দেন। আর যাকে বিপথে নিতে চান তার অন্তর সঙ্কুচিত করে দেন যেন সে আকাশে আরোহণ করছে। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের উপর নোংরা নিক্ষেপ করেন।

(১২৬) আর এই হল তোমার প্রভূর সঠিক পথ। আমরা নিদর্শন সমূহ বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করেছি চিন্তাশীলদের জন্য। (১২৭) ওদের জন্যে শান্তির আবাস ওদের প্রভূর কাছে। আর তিনিই ওদের সাহায্যকারী ওই কর্মের কারণে যা তারা করছে। (১২৮) আর যেদিন আল্লাহ ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন, হে জ্বীন সম্প্রদায়, তোমরা তো মানুষের মধ্যে থেকে অনেককে তোমাদের অনুগামী করে নিয়েছিলে, আর তাদের মানুষ বন্ধুরা বলবে, হে আমাদের প্রভূ ! আমরা একে অপরকে প্রয়োগ করেছিলাম তবে এখন আমরা সেই অঙ্গীকারে উপনীত হয়েছি যা তুমি আমাদের জন্য নির্দ্ধারিত করে রেখেছিলে আল্লাহ বলবেন, এখন তোমাদের ঠিকানা নরক। সেখানে তোমরা চিরকাল বাস করবে। তবে আল্লাহ কিছু চাইলে সে কথা ভিন্ন। নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ বিবেকবান, মহাজ্ঞানী।

(১২৯) আর এভাবেই আমরা পাপীদের একে অপরের সাথে মিলিয়ে দেব তাদের কৃতকর্মের কারণে। (১৩০) হে জ্বীন ও মানুষ সম্প্রদায়, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে কোন বার্তাবহ আসেননি ? যে তোমাদের আমার

বাণী শোনাত আর তোমাদের ওই দিনের মুখোমুখী হওয়ার ব্যাপারে সতর্ক করত? তারা বলবে আমরা আমাদের নিজেদের বিরুদ্ধেই স্বাক্ষ্য দিচ্ছি, নিঃসন্দেহে আমরা অস্বীকারকারী ছিলাম। (১৩১) এটা এজন্যে যে, তোমাদের প্রভূ কোন অন্যায়ের কারণে অধিবাসীদেরকে অনবহিত রেখে জনপদ সমূহ ধ্বংস করেন না। (১৩২) আর প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য কর্ম অনুসারে মর্যাদা আছে। আর তোমাদের প্রভূ লোকদের কর্ম সম্পর্কে বেখবর নন।

(১৩৩) আর তোমাদের প্রভূ নিরপেক্ষ ও দয়াশীল। তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে যাকে ইচ্ছা তোমাদের স্থানে নিয়ে আসতে পারেন। যেমন ভাবে তিনি তোমাদেরকে অন্য লোকদের বংশধর থেকে সৃষ্টি করেছেন। (১৩৪) যে জিনিষের অঙ্গীকার তোমাদের সাথে করা হচ্ছে তা আসবেই আর তোমরা আল্লাহকে বিবশ করতে পারবে না। (১৩৫) বলো, হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা কর্ম করতে থাক তোমাদের জায়গায়, আমি ও কর্ম করছি। অতি শীঘ্র তোমরা জানতে পারবে পরিণাম কার ভাল হয়। নিঃসন্দেহে অত্যাচারী কখনও সফল হবে না। (১৩৬) আর আল্লাহ যে সব শস্যক্ষেত্র ও গবাদী পশু সৃষ্টি করেছেন তার একটি অংশ তারা আল্লাহর জন্য নির্দ্ধারিত করে আর নিজেদের ধারণা অনুযায়ী বলে, এটা আল্লাহর জন্য আর এটা আমাদের শরীকদের জন্য। আর যে অংশ তাদের শরীকদের জন্য তা আল্লাহর কাছে পৌঁছায় না আর যে অংশ আল্লাহর জন্য তা তাদের শরীকদের কাছে পৌঁছে যায়। কেমন খারাপ নির্ণয় যা তারা করছে।

(১৩৭) আর এভাবেই অনেক শরীক বানানো ওয়ালাদের দৃষ্টিতে তাদের শরীকরা তাদের সন্তান হত্যা আকর্ষক বানিয়ে দিয়েছে তাদেরকে ধ্বংস করার জন্য ও তাদের মনে ধর্ম সম্পর্কে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার জন্য। আর যদি

আল্লাহ চাইতেন তাহলে তারা একাজ করত না। অতএব ওদেরকে ওদের বানানো মিথ্যা নিয়েই থাকতে দাও। (১৩৮) তারা তাদের ধারণা অনুসারে বলে। এই পশু আর এই শস্য নিষিদ্ধ। আমরা যাদেরকে চাইব তারা ব্যতিত কেউ এগুলি খেতে পারবে না। আর অমূক পশুর পীঠে আরোহন করাও নিষিদ্ধ। আবার কিছু পশুর উপর তারা আল্লাহর নাম নেয় না। তাদের এসব মনগড়া মিথ্যাচারের জন্য তিনি শীঘ্রই তাদেরকে শাস্তি দেবেন। (১৩৯) তারা আরো বলে অমূক পশুগুলোর গর্ভে যা আছে তা আমাদের পুরুষদের জন্য নির্দিষ্ট এবং আমাদের নারীদের জন্য নিষিদ্ধ। আর যদি তা মৃত হয় তাহলে সবাই অংশীদার। আল্লাহ শীঘ্রই তাদের এই কথার জন্য শাস্তি দেবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী। (১৪০) যারা বোকার মত না জেনে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করেছে এবং আল্লাহ তাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন আল্লাহর প্রতি ভ্রান্ত ধারণাবশতঃ তা নিষিদ্ধ করেছে তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থ হয়েছে। নিশ্চয়ই তারা বিপথগামী হয়েছে এবং তারা সৎপথে ছিল না। (১৪১) আর তিনিই আল্লাহ যিনি বাগান তৈরী করেছেন কিছুটা মাচানের উপর চড়ানো হয় আর কিছুটা মাচান বিহীন, আর খেজুর গাছ, বিভিন্ন স্বাদের শস্য, জলপাই আর ডালিম উৎপন্ন করেন যার কোনটি কোনটির মত আবার কোনটি কোনটির মত নয়। এসব গাছপালায় যখন ফল হয় তোমরা তার ফল খাবে, তবে ফসল সংগ্রহের দিনে তার নায্য অংশ দান করবে। আর অপচয় করবে না, নিশ্চয়ই আল্লাহ অপচয়কারীদের পছন্দ করেন না।

(১৪২) আর তিনিই গবাদীপশুদের মধ্যে ভারবাহী সৃষ্টি করেছেন এবং মাটির সাথে লেগে থাকাও। আল্লাহ তোমাদেরকে যে জীবিকা দান করেছেন তা থেকে খাও। এবং শয়তানের অনুসরণ করো না সে তোমাদের প্রকাশ্য

শত্রু। (১৪৩) আল্লাহ আটটি জোড়া সৃষ্টি করেছেন। দুটি ভেড়ার জোড়া আর দুটি বকরির জোড়া। বলো তিনি কি পুরুষ দুটো অবৈধ করেছেন না স্ত্রী দুটো, নাকি স্ত্রী দুটোর গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা? তোমরা জেনে আমাকে বল যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৪৪) আর এমনি ভাবে দুটি উটের জোড়া আর দুটি গরুর জোড়া। জিজ্ঞেস করো, তিনি কি পুরুষ দুটো অবৈধ করেছেন নাকি স্ত্রী দুটো নাকি স্ত্রীদুটোর গর্ভে যে বাচ্চা রয়েছে তা? তুমি কি তখন উপস্থিত ছিলে? যখন আল্লাহ আদেশ দিয়েছিলেন অতএব মানুষকে বিপথগামী করার জন্য না জেনে যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে? নিঃসন্দেহে আল্লাহ জালেমদের সুপথ দেখান না। (১৪৫) বলো, আমার কাছে যে অহী (শ্রুতি) এসেছে তাতে এমন কোন জিনিষ পাই না যা অবৈধ করা হয়েছে কোন জিনিষ খাওয়া কেবল মৃতপ্রাণী, প্রবাহিত রক্ত, শূকরের মাংস এগুলো অপবিত্র, অথবা অবৈধ রূপে জবাই করা পশু যাতে আল্লাহর নাম ছাড়া অন্য কারো নামে উৎসর্গ করা হয়েছে এমন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি ক্ষুধার তাড়নায় অনিয়ন্ত্রিত হয়ে পড়ে। এবং অস্বীকার না করে এবং সীমালঙ্ঘন না করে, তাহলে তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (১৪৬) আর ইহুদীদের জন্য আমরা সবরকম নখওয়ালা প্রাণী অবৈধ করেছিলাম। আর গরু ও ছাগলের চর্বি অবৈধ করেছিলাম, তবে এদের পীঠ ও নাড়ি ভূঁড়ির সাথে সংলগ্ন অথবা হাড়ের সাথে মিশ্রিত চর্বি নয়। তাদের অবাধ্যতার জন্য আমরা তাদেরকে এ শাস্তি দিয়েছিলাম। আর নিশ্চিতভাবে আমরা সত্যবাদী।

(১৪৭) অতঃপর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলবে, তোমাদের প্রভূ অসীম দয়ার মালিক এবং অপরাধীদের থেকে তাঁর

শাস্তি ফিরিয়ে নেওয়া হয় না। (১৪৮) যারা শরীক করেছে তারা বলবে যে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা শির্ক করতাম না আর না আমাদের বাপ-দাদারা শির্ক করত আর না আমরা কোন বস্তুকে হারাম (অবৈধ) করে নিতাম। এভাবেই তাদের পূর্ববর্তীরাও অবিশ্বাস করেছিল যতক্ষণ না তারা আমাদের শাস্তি আস্বাদন করেছিল। বলো, তোমাদের কাছে কি কোন জ্ঞান আছে যা আমাদের সামনে পেশ করতে পার? তোমরা তো শুধু ধারণার বশবর্তী হও আর মনগড়া কথা বল।

(১৪৯) বলো, সমস্ত নির্ণায়ক তর্ক তো আল্লাহর অতএব তিনি যদি চাইতেন তাহলে অবশ্যই তোমাদের সকলকে সঠিক পথ দেখিয়ে দিতেন। (১৫০) বলো, তোমাদের সেই স্বাক্ষীদের নিয়ে এস যারা এর স্বাক্ষীদেয় যে, আল্লাহ এই বস্তুগুলো হারাম (অবৈধ) করেছেন। যদি ওরা মিথ্যা স্বাক্ষী দিয়েও দেয় তাহলে তুমি তাদের সাথে স্বাক্ষী দিও না। আর তুমি ওই লোকদের ইচ্ছানুসারে কাজ করো না যারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলে এবং পরলোক বিশ্বাস করে না এবং অন্যকে আপন প্রভূর সমকক্ষ মনে করে। (১৫১) বলো, এসো আমি শুনিয়ে দিই ওই বস্তু যা তোমাদের প্রভূ তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করে দিয়েছেন। তা এই যে, তোমরা আল্লাহর সাথে কোন কিছু শরীক করো না, এছাড়া পিতা মাতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে, দারীদ্রের ভয়ে নিজেদের সন্তানদের হত্যা করবে না। আমরা তোমাদেরকে জীবিকা দান করি ওদেরকেও। আর অশ্লীল কাজের কাছেও যাবে না, প্রত্যক্ষরূপে হোক বা পরোক্ষরূপে। আর যে প্রাণ হত্যা করা আল্লাহ নিষিদ্ধ করেছেন তাকে হত্যা করো না কিন্তু ন্যায় সঙ্গত কারণ ছাড়া। আল্লাহ তোমাদেরকে এই আদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বুদ্ধির সঙ্গে কাজ কর।

(১৫২) বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত অনাথের সম্পদের কাছেও যাবে না।

যেতে হলে শরীয়ত সম্মত শ্রেষ্ঠতম পন্থায় যাবে। মাপ ও ওজনে পূরোপূরি ন্যায় করবে। কাউকে আমি তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাই না। আর যখন কথা বলবে নায্য বলবে, সংশ্লিষ্ট ব্যক্তি নিকটাত্মীয় হলেও। আর আল্লাহর অঙ্গীকার পূরণ কর। তিনি তোমাদিগকে এই আদেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা মনে রাখ।

(১৫৩) আর আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন এটাই আমার সোজাপথ। অতএব এই পথেই চলো অন্য রাস্তায় যেও না কারণ অন্য রাস্তা তোমাদের আল্লাহ হতে বিচ্ছিন্ন করে দেবে। আল্লাহ তোমাদের এই নির্দ্দেশ দিয়েছেন যাতে তোমরা বাঁচতে পারে। (১৫৪) ফের আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি সৎকর্মশীলদের উপর আপন উপকার পূরণ করার জন্য, আর সবকিছুর বিস্তারিত বিবরণ, পথ-নির্দেশ এবং অনুগ্রহ দিয়েছিলাম যাতে তারা তাদের প্রভূর সাথে সাক্ষাতে বিশ্বাসী হয়।

(১৫৫) আর এভাবেই আমরা এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) কিতাব। অতএব তোমরা এটি মেনে চলো আর আল্লাহকে ভয় কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হও। (১৫৬) এজন্য যে তোমরা একথা বলতে না পার যে, কিতাব তো আমাদের পূর্বেই দুই সম্প্রদায়কে দেওয়া হয়েছিল আর আমরা তা পড়তে পড়াতে অক্ষম ছিলাম। (১৫৭) অথবা বলো যে, যদি আমাদের উপর কিতাব অবতারিত করা হত তাহলে আমরা তার শ্রেষ্ঠ পথে চলতাম। অতঃপর তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর তরফ হতে এসে গেছে স্পষ্ট প্রমাণ, পথ ও অনুগ্রহ। অতএব যে আল্লাহর আয়াত সমূহকে মিথ্যা বলে এবং তার দিক থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় তার চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? যারা আমাদের নিদর্শন হতে বিমূখ হয় আমরা ওদের বিমূখতার ফল স্বরূপ খুবই নিকৃষ্ট শাস্তি দেব। (১৫৮) এই লোকেরা কি এই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের নিকটে ফেরেশতা আসবে অথবা তোমাদের প্রভূ আসবে অথবা তোমাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহের

মধ্যে কোন নিদর্শন আসবে? যে দিন তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন এসে পৌঁছাবে তখন কোন ব্যক্তির কোন বিশ্বাসই কাজে আসবে না যে, আগে বিশ্বাস করেনি অথবা বিশ্বাস অনুসারে কোন সৎকাজ করেনি। বল, তোমরাও প্রতীক্ষা কর আমিও প্রতীক্ষা করছি। (১৫৯) যারা নিজেদের ধর্মকে খন্ড-বিখন্ড করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে ওদের সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। ওদের বিষয়টি আল্লাহর উপর ন্যাস্ত রয়েছে। তিনিই তাদেরকে অবহিত করবেন তাদের কৃতকর্ম সম্বন্ধে।

(১৬০) যে ব্যক্তি ভাল কর্ম নিয়ে আসবে সে তার মত দশটির ফল পাবে। আর যে খারাপ কর্ম নিয়ে আসবে তাকে শুধু সেটিরই ফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি অত্যাচার করা হবে না। (১৬১) বলো, আমার প্রভূ আমাকে সঠিক পথ বলে দিয়েছেন। সঠিক ধর্ম ইব্রাহীম পন্থীর (সম্প্রদায়) যিনি একনিষ্ঠ ছিলেন আর তিনি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ছিলেন না।

(১৬২) বলো, আমার নামায, আমার কোরবাণী, আমার জীবন ও আমার মৃত্যু আল্লাহরই জন্য যিনি প্রভূ সমগ্র বিশ্বের। (১৬৩) কেউই তাঁর শরীক নয়। আর আমাকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছে আর আমিই প্রথম অনুগত। (১৬৪) বলো, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন প্রভূ অন্বেষণ করব? অথচ তিনিই সবকিছুর প্রভূ। যে যা উপার্জন করে তার ফল তারই উপর বর্তায়। একজন আরেকজনের ভার বহন করে না। পরিশেযে তোমাদের প্রভূর কাছেই তোমাদের প্রত্যাবর্তন। অতঃপর তিনিই তোমাদেরকে অবহিত করবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করছিলে। (১৬৫) আর তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে একে অপরের উত্তরাধিকারী করেছেন আর তোমাদের মধ্যে একে অপরের তুলনায় উচ্চ মর্যাদা দান করেছেন। যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন তাঁর দেওয়া জিনিষ দিয়ে। তোমাদের প্রভূ দ্রুত শাস্তি প্রদানকারী। আবার নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

৭. সূরাহ-আল-আরাফ (শিখর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম সোয়াদ।

(২) এই কিতাব তোমার কাছে অবতারিত একটি গ্রন্থ। অতএব এর ব্যাপারে তোমার মনে যেন কোন সঙ্কীর্ণতা না থাকে। যাতে এর দ্বারা তুমি লোকদের সচেতন করো, আর এটা বিশ্বাসীদের (ধর্মে আস্থাবানদের) জন্য একটি স্মারক। (৩) যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে তোমরা তার অনুসরণ কর এবং তিনি ছাড়া অন্য কোন অভিভাবকদের অনুসরণ করো না। তোমরা খুব কমই উপদেশ গ্রহণ করো। (৪) আমরা অনেক জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের উপরে আমার শাস্তি এসেছিল রাতে অথবা দূপূরে তারা যখন বিশ্রামরত ছিল। (৫) তাদের উপর যখন আমার শাস্তি এসেছিল তখন তারা এছাড়া কিছুই বলতে পারেনি যে, বাস্তবে আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (৬) অতএব যাদের কাছে রসূল পাঠানো হয়েছিল অবশ্যই আমরা তাদের প্রশ্ন করব। এবং অবশ্যই আমরা রসূলদেরকেও প্রশ্ন করব। (৭) অতঃপর আমি তাদের সামনে সবকিছুই বর্ণনা করব জ্ঞাতসারে। আমিতো অনুপস্থিত ছিলাম না। (৮) সেদিন ওজনদার (প্রভাবী) হবে সঠিক। অতএব যাদের পাল্লাভারী হবে তারাই সফল ঘোষিত হবে। (৯) আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে এরাই নিজেদেরকে লোকসানে নিক্ষেপ করেছে, কেন না তারা আমার প্রতিকের প্রতি অবিচার করেছে।

(১০) আর আমরাই তোমাদেরকে পৃথিবীতে স্থান দিয়েছি আর আমরাই এতে তোমাদের জন্য জীবন-সামগ্রী রেখেছি। কিন্তু তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১১) আর আমরা তোমাদের সৃষ্টি করেছি অতঃপর আমরাই

তোমাদের রূপদান করেছি। অতঃপর ফেরেশতাদের বলেছি যে, আদমকে সিজদাহ কর। অতঃপর তারা সিজদাহ করেছে, কিন্তু ইবলীস সিজদাহকারীদের দলে শামিল হয় নি। (১২) আল্লাহ বললেন, তোকে কিসে সিজদাহ করতে বাধা দিল? যখন আমি তোকে নির্দ্দেশ দিলাম সিজদাহ করতে। ইবলীস বলল, আমি এর চেয়ে উত্তম। তুমি আমাকে আগুন হতে সৃষ্টি করেছ আর আদমকে মাটি থেকে। (১৩) আল্লাহ বললেন, তুই এখান থেকে নেমে যা। তোর এই অধিকার নেই যে এখানে তুই অহংকার করিস। অতএব বেরিয়ে যা নিশ্চিতরূপে তুই লাঞ্ছিতদের দলভূক্ত। (১৪) ইবলীস বলল সেইদিন পর্যন্ত তুমি আমাকে অবকাশ দাও যখন সব লোককে পুনরুত্থান করা হবে। (১৫) আল্লাহ বললেন তোকে অবকাশ দেওয়া হল। (১৬) ইবলিস বলল যখন তুমি আমাকে বিপথে ঠেলে দিলে, আমিও লোকদের জন্য তোমার সরলপথে বসে থাকব। (১৭) ফের আমি তাদের কাছে আসব তাদের পিছন থেকে এবং তাদের সামনে থেকে, তাদের ডানদিক দিয়ে আর তাদের বাম দিক দিয়ে, ফলে তুমি তাদের অধিকাংশকে কৃতজ্ঞ পাবে না। (১৮) আল্লাহ বললেন, বেরিয়ে যা এখান থেকে অপমানিত ও তিরস্কৃত হয়ে। এদের মধ্যে যে তোর পথে চলবে অবশ্যই আমি তাদের সকলের দ্বারা নরক পূর্ণ করব।

(১৯) আর হে আদম, তুমি ও তোমার পত্নী স্বর্গে থাক যেখান থেকে খুশী খাও, কিন্তু ওই বৃক্ষের নিকটে যেও না অন্যথায় তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে হয়ে যাবে। (২০) তখন শয়তান তাদের আবৃত লজ্জাস্থান অনাবৃত করার মতলবে তাদের কুমন্ত্রণা দেয় আর বলে, তোমাদের প্রভূ তোমাদেরকে গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করেছেন কেবল এই কারণে যে, যাতে তোমরা ফেরেশতা বা এখানকার স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে যাও। (২১) সে তাদের কাছে শপথ করে বলল, আমি অবশ্যই তোমাদের হিতাকাঙ্খী।

(২২) এভাবে সে ধোকা দিয়ে তাদেরকে বিভ্রান্ত করল। অতঃপর যখন তারা দুজনে বৃক্ষের ফলের স্বাদ গ্রহণ করল তখন তাদের লজ্জাস্থান অনাবৃত হয়ে গেল এবং তারা স্বর্গের পাতা দিয়ে নিজেদেরকে আবৃত করতে লাগল, আর তাদের প্রভূ তাদেরকে সম্বোধন করে বললেন আমি কি তোমাদের ওই গাছটির কাছে যেতে নিষেধ করিনি এবং বলিনি যে, শয়তান তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু? (২৩) তারা বলল হে আমাদের প্রভূ! আমরা নিজেদের প্রতি অত্যাচার করেছি আর যদি তুমি আমাদের ক্ষমা না কর আর আমাদের দয়া না কর তাহলে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব। (২৪) আল্লাহ বললেন, নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু থাকবে আর তোমাদের জন্য পৃথিবীর কিছুকালের নিবাস ও সূখভোগের ব্যবস্থা রয়েছে। (২৫) আল্লাহ বললেন, এতেই তোমরা বাঁচবে আর এতেই তোমরা মরবে আর এখান থেকেই তোমাদের বের করা হবে।

(২৬) হে আদম সন্তানেরা, আমরা তোমাদেরকে লজ্জা নিবারণ ও সাজ-সজ্জার জন্য বস্ত্র দিয়েছি। আর তাকওয়ার (ধর্মপরায়নতা) পোষাক এর চেয়েও উত্তম। এগুলো আল্লাহর প্রতিকের মধ্য থেকে যাতে লোক চিন্তা করে। (২৭) হে আদমের সন্তানেরা, শয়তান যেন তোমাদের পথ ভ্রষ্ট না করে দেয় যেভাবে সে তোমাদের পিতা-মাতাকে জান্নাত (স্বর্গ) থেকে বের করে দিয়েছিল, সে তাদের পোষাক খুলে দিয়েছিল যাতে তার সামনে ওদের বিবস্ত্র করতে পারে। সে ও তার সাথীরা এমন স্থান থেকে তোমাদের দেখে যেখানে তোমরা তাকে দেখতে পাও না। আমরা শয়তানকে ওই লোকদের বন্ধু করে দিয়েছি যারা আস্থাবান নয়।

(২৮) যখন তারা কোন অশ্লীল কাজ করে তখন বলে আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের এটা করতে দেখছি আর আল্লাহ আমাদের এটা করতে আদেশ দিয়েছেন। বলো, আল্লাহ কখনও অশ্লীল কাজের আদেশ দেন না। তোমরা কি

আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলছ যা তোমরা জান না? (২৯) বলো, আমার প্রভূ ন্যায় বিচারের আদেশ দিয়েছেন, আর তোমরা প্রত্যেক নামাযের সময় নিজেদের চেহারা সোজা রাখ। আর তাঁকেই ডাক তাঁরই জন্য দ্বীন (ধর্ম) কে বিশুদ্ধ করার জন্য। যেভাবে তিনি তোমাদের প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন ওই ভাবে তোমরা দ্বিতীয়বারও সৃষ্টি হবে। (৩০) এক দলকে তিনি সুপথ দেখিয়ে দিয়েছেন এবং আরেক দলের পথ ভ্রষ্টতা অবধারিত হয়েছে। তারা আল্লাহর পরিবর্তে শয়তানকে বন্ধু বানিয়েছে আর মনে করেছে তারা সঠিক পথেই আছে।

(৩১) হে আদম সন্তানেরা, প্রত্যেক নামাযের সময় বস্ত্র পরিধান কর আর পানাহার কর, আর সীমা লঙ্ঘন করো না নিঃসন্দেহে আল্লাহ সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৩২) বলো আল্লাহর সৌন্দর্য কে হারাম (অবৈধ) করেছে? যা তিনি আপন বান্দাদের জন্য সৃষ্টি করেছিলেন খাওয়া দাওয়ার পবিত্র বস্তুসমূহ। বলো, এগুলো সাংসারিক জীবনে ও আস্থাবানদের জন্য বৈধ আর পরলোকে তা বিশেষভাবে ওদের জন্যই হবে। এভাবে আমরা আপন আয়াত (নিদর্শন) বিস্তারিত ভাবে বর্ণনা করি ওদের জন্য যারা জানতে চায়। (৩৩) বলো, আমার প্রভূ কেবল অশ্লীল কাজকর্ম অবৈধ করেছেন তা প্রকাশ্যই হোক বা গোপনে, আর পাপকে, অসঙ্গত বাড়াবাড়ীকে, আর আল্লাহর সাথে কাউকে শরীক করা তিনি যার কোন প্রমাণ পাঠাননি আর আল্লাহ সম্পর্কে তোমাদের এমন কথা বলা যা তোমরা জান না।

(৩৪) প্রত্যেক জাতির জন্য একটি সময় নির্দ্ধারিত আছে। যখন তাদের সেই সময় এসে যায় তখন তারা তা না এক মুহূর্ত পিছোতে পারে আর না এক মুহূর্ত এগোতে পারে। (৩৫) হে আদমের সন্তানেরা, যদি (সৃষ্টির আদিতে আল্লাহ বলে দিয়েছিলেন) তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে থেকে একজন বার্তাবাহক আসে যে তোমাদেরকে আমার বাণী শোনাবে তাহলে যে ব্যক্তি সচেতন হবে

এবং যে শুধরে যাবে তার জন্য কোন ভয় থাকবে না আর সে দুঃখী ও হবে না। (৩৬) আর যারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলবে এবং সেগুলোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য দেখাবে তারাই নরকবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৩৭) যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা তাঁর নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে? তাদের ভাগে যা লেখা আছে তা তাদের কাছে পৌঁছাতে থাকবে। এমনকি যখন আমাদের ফেরেশতা তার প্রাণ নেওয়ার জন্য তার কাছে পৌঁছাবে তখন সে তাকে জিজ্ঞাসা করবে যে,আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তুমি ডাকতে সে কোথায়? সে বলবে তারা সব হারিয়ে গেছে। আর তারা নিজেদের বিরুদ্ধেই স্বাক্ষী দেবে যে তারা অস্বীকারকারী ছিল।

(৩৮) আল্লাহ বলবেন, তোমাদের পূর্বে যে সব জ্বীন ও মানুষের দল চলে গেছে তাদের সাথে তোমরাও নরকে প্রবেশ কর। যখনই কোন দল নরকে প্রবেশ করবে সে তার সাথী দলকে অভিশাপ দেবে। অবশেষে সবাই যখন সেখানে একত্রিত হবে তখন পরবর্তি দল পূর্ববর্তী দল সম্পর্কে বলবে হে আমাদের প্রভূ, এরা আমাদেরকে বিপথগামী করেছে অতএব এদেরকে নরকের দ্বিগুণ শাস্তি দাও। আল্লাহ বলবেন সবার জন্যেই দ্বিগুন আছে কিন্তু তোমরা জান না। (৩৯) আর তাদের পূর্ববর্তীরা পরবর্তীদের বলবে আমাদের উপর তোমাদের কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই। অতএব আপন কামাইয়ের পরিণাম স্বরূপ শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর।

(৪০) নিঃসন্দেহে যারা আমাদের নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করে আর সেগুলো সম্পর্কে ঔদ্ধ্যত্য প্রকাশ করে তাদের জন্য আকাশের দূয়ার খোলা হবে না এবং তারা স্বর্গে প্রবেশ করবে না, যতক্ষণ না সূচের ছিদ্রে উট প্রবেশ করে। আর আমরা অপরাধীকে এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৪১) ওদের জন্য থাকবে নরকের শয্যা এবং তার উপরে ওরই আচ্ছাদন। আর আমরা অত্যাচারীদের এভাবেই

শাস্তি দিই। (৪২) আর যারা আস্থাবান হয়েছে এবং সৎকর্ম করেছে, আমরা কোন ব্যক্তির উপর তার সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাই না। এরাই স্বর্গবাসী, তারা ওখানে চিরকাল থাকবে। (৪৩) আর ওদের মন থেকে প্রতিটি খটকা আমরা দূর করে দেব। তাদের পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে আর তারা বলবে সম্পূর্ণ প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদেরকে এপর্যন্ত আসার পথ দেখিয়েছেন, তিনি আমাদের পথ না দেখালে আমরা পথের সন্ধান পেতাম না। আমাদের প্রভূর রসূল সত্য নিয়ে এসেছিলেন। এবং তাদেরকে ডেকে বলা হবে এই হল জান্নাত (স্বর্গ); তোমাদেরকে এর উত্তরাধীকারী ঘোষনা করা হয়েছে নিজ কর্মের বিনিময়ে।

(৪৪) আর স্বর্গের অধিবাসীরা নরকের অধিবাসীদের ডেকে বলবে, আমাদের প্রভূ আমাদেরকে যে অঙ্গীকার করেছিলেন আমরা তা সত্য পেয়েছি। তোমরাও কি আপন প্রভূর অঙ্গীকার সত্য পেয়েছ? তারা বলবে হ্যাঁ তখন একজন ঘোষণকারী তাদের মধ্যে ঘোষণা করবে অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ। (৪৫) যারা আল্লাহর পথে বাধা দিত এবং তাতে বক্রতা অন্বেষণ করত। তারা পরকালেও অবিশ্বাসী ছিল।

(৪৬) উভয়ের মাঝে একটা পর্দা থাকবে আর আরাফের উপরেও কিছু লোক থাকবে যারা সকলকে তাদের লক্ষণ দেখে চিনতে পারবে আর তারা স্বর্গবাসীদের ডেকে বলবে তোমাদের উপর শান্তিবর্ষিত হোক, তারা তখনও স্বর্গে প্রবেশ করেনি তবে প্রত্যাশা করছে। (৪৭) এরপর যখন তারা নরকবাসীদের দিকে দেখবে তখন বলবে হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে এই অত্যাচারী লোকদের সঙ্গী করো না। (৪৮) আর আরাফের লোকেরা ওই লোকদের ডেকে বলবে যাদের লক্ষণ দেখে তারা চিনে নেবে। তারা বলবে "তোমাদের দলবল ও অহংকার তোমাদের কোন কাজে আসেনি।" (৪৯) এরা কি তারা যাদের সম্পর্কে তোমরা শপথ নিয়ে বলতে যে, এদের উপর আল্লাহ কখনও কৃপাদৃষ্টি করবেন

না। স্বর্গে প্রবেশ কর, এখন আর তোমাদের কোন ভয় নেই আর তোমরা দুঃখিত ও হবে না।

(৫০) আর নরকের অধিবাসীরা স্বর্গের অধিবাসীদের ডেকে বলবে "আমাদের উপর কিছু পানি ঢেলে দাও অথবা আল্লাহ তোমাদের যা খেতে দিয়েছে তার কিছু অংশ আমাদের দিকে দাও। তারা বলবে আল্লাহ এই দুটোই অস্বীকারকারীদের জন্য নিষিদ্ধ করেছেন।(৫১) যারা তাদের ধর্মকে খেল তামাশা বানিয়ে নিয়েছিল এবং দুনিয়ার জীবন যাদেরকে প্রতারিত করেছিল। অতএব আজ আমি তাদের ভূলে যাব যেভাবে তারা তাদের আজকের দিনটির সাক্ষাৎকে ভূলে গিয়েছিল, এবং যেভাবে তারা আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা মনে করত।

(৫২) আর আমরা এই লোকদের কাছে এমন একটি কিতাব নিয়ে এসেছি যা আমরা জেনে বুঝে বর্ণনা করেছি, পথ নির্দ্দেশ ও অনুগ্রহরূপে আস্থাবানদের জন্য।

(৫৩) তারা কি কেবল এর মর্ম উদ্ঘাটনের অপেক্ষা করছে? যেদিন তার মর্ম উদ্ঘাটিত হবে সেদিন যারা তাকে আগে ভূলে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদের প্রভূর রসূলগণ তো সত্য নিয়ে এসেছিলেন। আমাদের জন্য কি সুপারিশকারী পাওয়া যাবে, যারা আমাদের জন্য একটু সুপারিশ করবে? যাতে আমরা আগে যা করতাম তার চেয়ে ভিন্নতর কর্ম কিছু করতে পারি। তারা নিজেদেরই ক্ষতি করেছে এবং তারা যে মিথ্যা বানিয়ে বলত তাও তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে।

(৫৪) নিশ্চয়ই তোমাদের প্রভূ আল্লাহ, যিনি ছয় দিনে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর আরশে (সিংহাসনে) সমাসীন হয়েছেন। তিনি রাত দিয়ে দিনকে ঢেঁকে দেন, দিন তার পিছনে দ্রুত ছুটে আসছে। তিনি আরো সৃষ্টি করেছেন সূর্য্য, চন্দ্র, আর তারকারাজী। সবাই তাঁর আদেশ পালনকারী। মনে

রেখ, তাঁরই কাজ সৃষ্টি করা আর আদেশ করা। আল্লাহ মহিমান্বিত যিনি সারা বিশ্বের প্রভূ। (৫৫) নিজের প্রভূকে ডাক মিনতি করে ও সংগোপনে। নিশ্চয়ই তিনি সীমালঙ্ঘনকারীদের পছন্দ করেন না। (৫৬) শান্তি প্রতিষ্ঠার পর তোমরা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করো না এবং ভয় ও প্রত্যাশা নিয়ে তাকে ডাক। নিশ্চয়ই আল্লাহর কৃপা সৎকর্মশীলদের নিকটেই আছে।

(৫৭) আর তিনিই আল্লাহ যিনি তাঁর কৃপার (বৃষ্টির) পূর্বে বাতাসকে সুসংবাদরূপে পাঠান। এই বাতাস যখন ভারী মেঘ উঠিয়ে আনে তখন আমরা তাকে কোন নির্জীব ভূমির দিকে চালিয়ে দিই। তারপর তা থেকে পানি বর্ষন করি। তারপর তার মাধ্যমে আমরা সবরকম ফল উৎপন্ন করি। এভাবেই আমরা মৃতদেরকে বের করব, যাতে তোমরা চিন্তা কর। (৫৮) উৎকৃষ্ট ভূমির ফসল তার প্রভূর আদেশে সহজেই উৎপন্ন হয়। আর যে ভূমি নিকৃষ্ট তার ফসল কমই উৎপন্ন হয়। এভাবেই আমরা আপন নিদর্শন সমূহ নানাভাবে দেখাই কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের।

(৫৯) আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। নূহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশঙ্কা করছি। (৬০) তার সম্প্রদায়ের বড়রা বলেছিল আমরা তো দেখতে পাচ্ছি যে, তুমি স্পষ্ট পথভ্রষ্টতার মধ্যে লিপ্ত আছ। (৬১) নূহ বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়! আমার মধ্যে কোনই পথভ্রষ্টতা নেই। তবে আমি বিশ্বপ্রভূর পক্ষ থেকে পাঠান এক রসূল। (৬২) আমি আমার প্রভূর বার্তাসমূহ তোমাদের কাছে প্রচার করি এবং তোমাদেরকে সুদপোদেশ দিই। আমি আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন সব বিষয় জানতে পাই যা তোমরা জানো না। (৬৩) তোমরা কি এতে বিস্মিত হয়েছ যে, তোমাদেরই একজনের মাধ্যমে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে উপদেশ এসেছে।

যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে যাতে তোমরা বাঁচতে পার এবং তোমাদের উপর দয়া করা হয়। (৬৪) অতঃপর তারা তাকে মিথ্যাবাদী বলে। তারপর আমরা নূহকে বাঁচিয়ে নিই আর যারা তার সঙ্গে নৌকায় ছিল তাদেরও। আর আমরা ওই লোকদের ডুবিয়ে দিই যারা আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছিল। নিশ্চয়ই ওই লোকেরা অন্ধ ছিল।

(৬৫) আর আদ জাতির নিকট আমরা ওদের ভাই হুদকে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া কেউই তোমাদের উপাস্য নেই। তবে কি তোমরা ভয় করবে না? (৬৬) তার সম্প্রদায়ের বড়রা যা অবিশ্বাস করছিল বলল, আমরা তোমাকে মূর্খতায় লিপ্ত দেখতে পাচ্ছি আর আমরা মনে করি তুমি মিথ্যাবাদী। (৬৭) হুদ বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি মূর্খ নই বরং আমি বিশ্ব প্রভূর বার্তাবাহক। (৬৮) তোমাদেরকে আপন প্রভূর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিচ্ছি আর আমি তোমাদের একজন হিতাকাঙ্খী ও বিশ্বস্থ। (৬৯) তোমরা কি আশ্চার্য্য হয়ে যাচ্ছ যে, তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্যে হতে একজনের মাধ্যমে তোমাদের প্রভূর উপদেশ এসেছে যাতে সে তোমাদেরকে সতর্ক করে। আর স্মরণ কর যখন তিনি নূহের সম্প্রদায়ের পর তোমাদেরকে উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং তোমাদেরকে দেহের আকার বাড়ীয়ে দিয়েছেন। অতএব আল্লাহর উপহারগুলো স্মরণ কর যাতে তোমরা সফলকাম হও।

(৭০) হুদের সম্প্রদায় বলল, তুমি কি আমাদের কাছে শুধু এজন্যেই এসেছ যে, আমরা কেবল এক আল্লাহরই উপাসনা করি এবং তাদের পরিত্যাগ করি যাদের উপাসনা আমাদের পূর্বজেরা করে আসছে। তাহলে তুমি যে শাস্তির হুমকি আমাদের দিচ্ছ তা নিয়ে এস, যদি তুমি সত্য হও। (৭১) হুদ বলল, তোমাদের উপর তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে শাস্তি ও ক্রোধ অবধারিত হয়ে

গেছে। তোমরা কি তোমাদের ও তোমাদের বাপ-দাদাদের রাখা কতগুলো নাম নিয়ে আমার সাথে বিতর্ক করতে চাও যার কোন প্রমাণ আল্লাহ অবতীর্ণ করেননি। তাহলে প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় থাকলাম। (৭২) অতঃপর আমি তাকে ও তার সঙ্গীদের আমাদের বিশেষ অনুগ্রহে রক্ষা করেছিলাম। আর ওই লোকদের শিকড় কেটে দিয়েছিলাম যারা আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করত এবং বিশ্বাস করত না।

(৭৩) আর সামূদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই সলেহ কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর উপাসনা কর তিনি ছাড়া অন্য কেউ তোমাদের উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে এক স্পষ্ট প্রতীক এসে গেছে। আল্লাহর এই উঁটনি তোমাদের জন্য এক প্রতীক (চিহ্ন) রূপে এসেছে। অতএব তাকে ছেড়ে দাও সে আল্লাহর যমীনে চরে খাবে। আর ওকে কোন প্রকার কষ্ট দিও না। তাহলে তোমাদের উপর কঠিন শাস্তি আসবে। (৭৪) স্মরণ কর, যখন আল্লাহ আদ জাতির পরে তোমাদেরকে ওদের উত্তরাধিকারী মনোনীত করেছেন এবং পৃথিবীতে তোমাদের বাসিন্দা করেছেন। তোমরা তার সমতল ভূমিতে প্রাসাদ বানাচ্ছ আর পাহাড় কেটে ঘরবাড়ী তৈরী করছ। অতএব আল্লাহর উপহারগুলো স্মরণ কর, আর পৃথিবীতে গোলযোগ সৃষ্টি করো না। (৭৫) তার সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী নেতারা দূর্বল বলে বিবেচিত আস্থাবানদের বলল, তোমরা কি বিশ্বাস কর যে, সলেহ কি আপন প্রভূর প্রেরিত ব্যক্তি ? তারা উত্তর দিয়েছিল যে, সে যা নিয়ে এসেছে আমরাতো তা বিশ্বাস করি। (৭৬) ওই অহঙ্কারী লোকেরা বলতে লাগল আমরা তো ওকথা অস্বীকার করি যা তোমরা বিশ্বাস কর। (৭৭) অতঃপর তারা উষ্ট্রিটিকে হত্যা করল আর আপন প্রভূর আদেশ প্রত্যাখান করল। আর তারা বলল, হে সলেহ, যদি তুমি পয়গম্বর হও তাহলে আমাদের উপর সেই শাস্তি নিয়ে এস যে শাস্তির

ভয় তুমি আমাদের দেখাচ্ছিলে। (৭৮) তখন ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করে। ফলে তারা নিজের নিজের ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৭৯) তখন সলেহ এই বলে তাদের জনপদ থেকে বেরিয়ে গেল যে, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদের কাছে আমার প্রভূর বার্তা পৌঁছে দিয়েছি এবং তোমাদের ভাল চেয়েছি কিন্তু তোমরা হীতকাঙ্খীদের পছন্দ কর না।

(৮০) আর আমরা লূত কে পাঠালাম। যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কাজ করছ যা তোমাদের পূর্বে বিশ্বে আর কেউ করে নি। (৮১) তোমরা মহিলাদের পরিবর্তে পুরুষদের দ্বারা নিজেদের ইচ্ছা পূরণ করছ। তোমরা তো এক সীমালঙ্ঘনকারী সম্প্রদায়। (৮২) তার সম্প্রদায়ের কাছে কোন জবাব ছিল না, তাই তারা শুধু বলল এদেরকে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দাও, এরা খুবই সদাচারী সাজছে। (৮৩) অতঃপর আমরা লূতকে ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম তবে তার স্ত্রীকে নয় সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে ছিল। (৮৪) আমরা তাদের উপর পাথর বর্ষন করেছিলাম। অতএব দ্যাখো, অপরাধীদের কেমন পরিণতি হয়েছে।

(৮৫) আর মাদায়েনের প্রতি আমরা তাদের ভাই শোয়াএবকে পাঠালাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায়, আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ হতে স্পষ্ট প্রমাণ এসেছে। অতএব তোমরা মাপ ও ওজন পূরোপূরি দিও এবং লোকদেরকে তাদের জিনিষপত্র কম দিও না। আর পৃথিবীতে শান্তি স্থাপনের পর সেখানে অশান্তি সৃষ্টি করো না। এটাই তোমাদের জন্য ভাল যদি তোমরা আস্থাবান হও। (৮৬) আর রাস্তায় বসে তাদেরকে বাধা দিও না যারা ঈমান এনেছে (বিশ্বাস ব্যক্ত করেছে) এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করো না, এবং এতে কোন বক্রতা অন্বেষণ করো না। আর স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় কম ছিলে, তারপর

আল্লাহ তোমাদের সংখ্যা বাড়িয়ে দিয়েছেন। আর দ্যাখো, অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণতি কি হয়েছে। (৮৭) আর যদি তোমাদের একদল আমাকে যা দিয়ে পাঠান হয়েছে তা বিশ্বাস করে এবং আরেকদল বিশ্বাস না করে তাহলে তোমরা ধৈর্য্য ধারণ কর, যতক্ষণ না আল্লাহ আমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী।

(৮৮) তার সম্প্রদায়ের অহঙ্কারী নেতারা বলল, হে শোয়াএব আমরা তোমাকে ও যারা তোমার উপর বিশ্বাস এনেছে তাদের কে আমাদের জনপদ থেকে বের করে দেব অথবা তুমি আমাদের দলে ফিরে এস। শেয়াএব বলল, আমরা যদি অসন্তুষ্ট হই তবুও ? (৮৯) আমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপকারী হব যদি আমরা তোমাদের ধর্মে ফিরে আসি যা থেকে আল্লাহ আমাদের উদ্ধার করেছেন। আর আমাদের দ্বারা এটা সম্ভব নয় যে আমরা ওই ধর্মে ফিরে আসব, যদি আমাদের প্রভূ আল্লাহ না চান। আমাদের প্রভূ প্রত্যেক বস্তুকে তাঁর জ্ঞানের আওতায় রেখেছেন। আমরা আমাদের প্রভূর উপরে ভরসা করেছি। হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের আর আমাদের সম্প্রদায়ের মাঝে যথার্থ মীমাংসা করে দাও। কারণ তুমি শ্রেষ্ঠ মীমাংসাকারী। (৯০) তার সম্প্রদায়ের অস্বীকারকারী নেতারা বলল, যদি তোমরা শোয়াএব এর অনুসরণ কর তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে। (৯১) অতঃপর ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল এবং তারা তাদের বাড়ীতে মূখ উপুড় করে পড়ে রইল। (৯২) যারা শোয়াএবকে অবিশ্বাস করেছিল মনে হচ্ছিল তারা যেন কোনদিন এই জনপদে বসবাসই করে নি। যারাই শোয়াএবকে অবিশ্বাস করেছিল তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হল। (৯৩) ওই সময় শোয়াএব তাদের দিক হতে মূখ ফিরিয়ে নিল এবং বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি তোমাদেরকে আমার প্রভূর বার্তাসমূহ পৌঁছে দিয়েছি, আর আমি তোমাদের মঙ্গল চেয়েছি। এখন আমি কি অস্বীকারকারীদের জন্য অনুতাপ করব ?

(৯৪) আর আমরা যে জনপদেই কোন পয়গম্বর (বার্তাবহ) পাঠিয়েছি তখনই তার অধিবাসীদের অভাব-অনটন ও দুঃখ-কষ্ট দ্বারা পাকড়াও করেছি যাতে তারা নতি স্বীকার করে। (৯৫) ফের আমরা দুঃখকে সুখে পরিবর্তন করে দিয়েছি। এমনকি তারা প্রাচুর্যের অধিকারী হয়েছে আর বলেছে সুখ আর দুঃখ তো আমাদের পূর্বপুরুষদেরও হয়েছিল। তখন আমি তাদেরকে এমন আকষ্মিক ভাবে পাকড়াও করেছি যে তারা এর কল্পনাও করতে পারেনি। (৯৬) আর যদি গ্রামবাসীরা বিশ্বাস করত আর ভয় করত তাহলে আমি তাদের জন্য আকাশ ও মাটির উপহার সমূহ উন্মুক্ত করে দিতাম। কিন্তু তারা অবিশ্বাস করেছে। তাই আমি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করেছি। (৯৭) তবে কি গ্রামবাসীরা এথেকে নির্ভয় হয়ে গেছে যে রাতে ঘুমন্ত অবস্থায় আমার শাস্তি এসে পৌঁছে গিয়েছিল। (৯৮) অথবা গ্রাম বাসীরা কি এ থেকেও নির্ভয় হয়ে গেছে যে যখন তারা সকাল বেলায় খেলাধূলায় রত ছিল আমাদের শাস্তি এসে পৌঁছে গিয়েছিল। (৯৯) তারা কি আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নির্ভয় হয়ে গেল ? বস্তুত ক্ষতিগ্রস্থ লোকেরা ছাড়া কেউ আল্লাহর পরিকল্পনা থেকে নির্ভয় হতে পারে না।

(১০০) ওদের কি কোন শিক্ষা মেলেনি যারা পৃথিবীর উত্তরাধিকারী হয়েছে তাদের পূর্বসূরীদের কাছ থেকে। যদি আমরা মনে করি তাহলে ওদের পাপের কারণে ওদেরকে ধরতে পারি। আর আমরা ওদের অন্তরসমূহ সীল করে দিয়েছি ফলে তারা বুঝতে পারবে না। (১০১) এটা সেই জনপদ যার কিছু বৃত্তান্ত আমরা তোমাকে শোনাচ্ছি। ওদের কাছে আমাদের বার্তাবহ নিদর্শন নিয়ে এসেছিল। কিন্তু তারা আগেই যা অবিশ্বাস করেছিল তা আর বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আল্লাহ অবিশ্বাসীদের অন্তরসূমহে সীল করে দেন। (১০২) আর আমরা তাদের অধিকাংশকে প্রতীজ্ঞা পালনকারী পাইনি, বরং তাদের অধিকাংশকে অবাধ্য পেয়েছি।

(১০৩) অতঃপর তাদের পূর্বে আমরা মূসাকে আপন নিদর্শন দিয়ে ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের সর্দারদের কাছে পাঠিয়েছিলাম। কিন্তু তারা অন্যায়ভাবে আমাদের নিদর্শনগুলো প্রত্যাখান করে। সুতরাং চেয়ে দ্যাখো, অনাচারীদের কেমন পরিণতি হয়েছিল। (১০৪) আর মূসা বলেছিল, হে ফেরাউন, আমাকে বিশ্ব প্রভূর পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছে। (১০৫) আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া কিছু না বলাই আমার জন্য সমীচিন। আমি তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছি। অতএব ঈসরায়ীলের সন্তানদের আমার সাথে যেতে দাও। (১০৬) ফেরাউন বলল, যদি তুমি কোন নিদর্শন নিয়ে এসে থাক তাহলে তা পেশ কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। (১০৭) তখন মূসা তার লাঠিখানা নিক্ষেপ করল, আর অমনি তা একটি জলজ্যান্ত অজগরে পরিণত হল। (১০৮) তারপর সে তার হাত বের করল, আর অমনি তা দর্শকদের জন্য শূভ্রোজ্জ্বল হয়ে গেল। (১০৯) ফেরাউনের সম্প্রদায়ের নেতারা বলল, এ ব্যক্তি একজন বিজ্ঞ যাদুকর। (১১০) যে তোমাদেরকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে চায়। এখন তোমাদের পরামর্শ কি? (১১১) তারা বলল, মূসা আর ওর ভাইকে কিছুটা সময় দেওয়া হোক, আর নগরে নগরে খবর দেওয়া হোক। (১১২) তারা আপনার নিকট সমস্ত বিজ্ঞ যাদুকর নিয়ে আসুক।

(১১৩) আর যাদুকরেরা ফেরাউনের কাছে উপস্থিত হল। তারা বলল, আমরা যদি সফল হই তাহলে তো অবশ্যই আমরা পুরষ্কার পাব। (১১৪) ফেরাউন বলল অবশ্যই, আর তোমরা আমার কাছের মানুষে গণ্য হবে। (১১৫) যাদুকরেরা বলল, মূসা, হয় তুমি নিক্ষেপ কর না হয় আমরাই নিক্ষেপ করব। (১১৬) মূসা বলল, তোমরাই নিক্ষেপ কর। তারপর তারা যখন নিক্ষেপ করল তখন তারা লোকদের চোখগুলিকে সম্মোহীত করল, তাদেরকে আতঙ্কগ্রস্থ করল এবং একটা বড় যাদু প্রদর্শন করল। (১১৭) তখন আমরা মূসাকে আদেশ দিলাম যে, তুমি

তোমার লাঠিখানা নিক্ষেপ কর। আর অমনি তা তাদের তৈরী করা বস্তুগুলোকে গিলে ফেলতে লাগল। (১১৮) ফলে সত্য প্রমাণিত হয়ে গেল আর যা কিছু তারা বানিয়েছিল মিথ্যা হয়েই রইল। (১১৯) আর এভাবে তারা সেখানে হেরে গেল এবং অপমাণিত হয়ে গেল। (১২০) আর যাদুকরেরা আভূমি অবণত হয়ে পড়ল। (১২১) তারা বলল আমরা বিশ্বপ্রভূর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করলাম। (১২২) যিনি মূসা ও হারুনের প্রভূ।

(১২৩) ফেরাউন বলল, আমি তোমাদেরকে অনুমতি দেওয়ার আগেই তোমরা মূসাকে বিশ্বাস করলে? নিশ্চয়ই এটা একটা চক্রান্ত। তোমরা নগরীর বাসিন্দাদের সেখান থেকে বের করে দেওয়ার জন্য নগরীতে বসেই এই চক্রান্ত করেছ। তোমরা খুব শীঘ্রই জানতে পারবে। (১২৪) আমি বিপরীত দিক থেকে তোমাদের হাত-পা কেটে দেব। তারপর তোমাদের সকলকে শূলে চড়াব। (১২৫) তারা বলল, আমাদেরকে তো আমদের প্রভূর কাছে ফিরে যেতেই হবে। (১২৬) তুমি তো কেবল এজন্যেই আমাদের শাস্তি দিচ্ছ যে, আমাদের কাছে যখন আমাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহ এসে গেছে তখন আমরা তা বিশ্বাস করেছি। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ধৈর্য্য দান কর, আর আমাদের মৃত্যু প্রদান কর ইসলামের দশায়।

(১২৭) ফেরাউনের লোকদের মধ্যে নেতৃস্থানীয়রা বলল, আপনি কি মূসাও তার লোকদেরকে দেশে অশান্তি সৃষ্টি করার জন্য এবং আপনাকে ও আপনার দেবতাদেরকে বর্জন করে চলার জন্য ছেড়ে দেবেন? ফেরাউন বলল, আমরা ওদের পুত্র সন্তানদের হত্যা করব আর ওদের নারীদের জীবিত রাখব। আমরা তো ওদের উপর পরাক্রমশালী। (১২৮) মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহর কাছে সাহায্য চাও আর ধৈর্য্য ধর। পৃথিবী আল্লাহর, তিনি আপন বান্দাদের মধ্যে যাকে খুশী এর উত্তরাধিকারী বানান। আর অন্তিম সফলতা খোদাভীরুদের জন্যই।

(১২৯) মূসার সম্প্রদায় বলল, আমরা তোমার আসার পূর্বেও নির্যাতিত হয়েছি এবং তোমরা যাওয়ার পরেও। মূসা বলল, হতে পারে, তোমাদের প্রভূ তোমাদের শত্রুকে ধ্বংস করে দেবেন এবং তার স্থলে তোমাদেরকে এই ভূ-খন্ডের প্রতিনিধি বানিয়ে দেবেন। তারপর দেখবেন তোমরা কেমন কাজ কর।

(১৩০) আর আমরা ফেরাউনদের দূর্ভিক্ষ এবং ফলফলাদীর ঘাটতি দ্বারা পাকড়াও করেছিলাম, যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। (১৩১) কিন্তু যখন তাদের উপর সম্পন্নতা আসত তখন তারা বলত এটা আমাদের জন্য, আর যদি ওদের উপর কোন বিপত্তি আসত তাহলে বলত এটা মূসা ও তার সঙ্গীদের দূর্ভাগ্য। শোন, ওদের দূর্ভাগ্য তো আল্লাহর কাছে আছে, তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (১৩২) আর তারা মূসাকে বলল, আমাদের উপর যাদু করার জন্য তুমি যে নিদর্শন নিয়ে আস, আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব না।

(১৩৩) তখন আমরা স্পষ্ট নিদর্শন স্বরূপ তাদের উপর প্লাবন, পঙ্গপাল, উকূন, ব্যাঙ ও রক্তের উপসর্গ প্রেরণ করি। তবুও তারা অহংকার করল এবং এরা অপরাধী ছিল। (১৩৪) আর যখন ওদের উপর কোন শাস্তি আসত তখন বলত হে মূসা, তোমার প্রভূর কাছে আমাদের জন্য প্রার্থনা কর যা তিনি তোমার কাছে অঙ্গীকার করে রেখেছেন। যদি তুমি আমাদের উপর থেকে এই কষ্ট দূর করে দাও তাহলে অবশ্যই আমরা তোমার কথায় বিশ্বাস করব আর ঈসরায়ীলের সন্তানদের তোমাদের সাথে যেতে দেব। (১৩৫) কিন্তু যখন আমরা তাদের থেকে একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য শাস্তি সরিয়ে নিতাম সে পর্যন্ত পৌঁছানো মাত্রই তারা তাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করত।

(১৩৬) সুতরাং আমরা ওদের শাস্তি দিয়েছিলাম আর ওদেরকে সমুদ্রে ডুবিয়ে মেরেছিলাম। কেননা তারা আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছিল এবং সে সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে গিয়েছিল। (১৩৭) আর যাদেরকে দুর্বল মনে করা

হত তাদেরকে আমরা এই ভূ-ভাগের পূর্ব ও পশ্চিমাঞ্চলের উত্তরাধিকারী করে দিলাম। যাতে আমরা বরকত (বিভূতি) রেখেছিলাম। এবং যেহেতু ইসরায়ীলের সন্তানেরা ধৈর্য্যধারণ করেছিল, তাই তাদের জন্য তোমার প্রভূর অঙ্গীকার পূরণ হল; আর ফেরাউন ও তার লোকেরা যা কিছু তৈরী করেছিল এবং যে সব ভবনাদী উঁচু করে নির্মাণ করেছিল আমি তা ধ্বংস করে দিয়েছি।

(১৩৮) আর আমরা ইসরায়ীলের সন্তানদের সমুদ্র পার করে দিই। তখন তারা এমন এক জাতির কাছে এসে পড়ে যারা তাদের কতিপয় প্রতিমার প্রতি নিবেদিত ছিল। তারা বলল হে মূসা, আমাদের উপাসনার জন্যও একটি মূর্তি বানিয়ে দাও যেমন ওদের মূর্তি আছে। মূসা বলল, তোমরা বড়ই মূর্খ লোক। (১৩৯) এই লোকগুলো যে কাজে লিপ্ত আছে তা ধ্বংস হবে, আর এরা যা কিছু করছে তা মিথ্যা। (১৪০) সে আরো বলল, আমি কি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্য তোমাদের জন্য অন্বেষণ করব। অথচ তিনি তোমাদেরকে সারা বিশ্বের সকলের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করেছেন। (১৪১) আর যখন আমরা ফেরাউনের লোকদের কবল থেকে তোমাদের মুক্তি দিলাম, যারা তোমাদেরকে কঠোর শাস্তি দিত। তারা তোমাদের ছেলেদেরকে মেরে ফেলত আর তোমাদের নারীদেরকে জীবিত রাখত। এর মধ্যে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে এক বিরাট পরীক্ষা ছিল।

(১৪২) আমরা মূসার জন্য ত্রিশটি রাত নির্দ্ধারণ করেছিলাম এবং পরে এর সাথে আরো দশ রাত যোগ করে তা পরিপূর্ণ করেছিলাম। এভাবে তার প্রভূর নির্দ্ধারিত সময় চল্লিশ রাতে পূরো হয়েছিল। আর মূসা তার ভাই হারুনকে বলেছিল, তুমি আমার লোকদের মধ্যে আমার অবর্তমানে আমার প্রতিনিধি হিসাবে থাক, ঠিকমত কাজ করবে আর অনর্থ সৃষ্টিকারীদের অনুসরণ করবে না। (১৪৩) মূসা যখন আমাদের নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী উপস্থিত হয়েছিল এবং তার প্রভূ তার সাথে কথা বলেছিলেন তখন সে বলেছিল তুমি নিজেকে

দেখিয়ে দাও, আমি তোমাকে দেখব। বললেন, তুমি আমাকে দেখতে পাবে না। তুমি বরং পাহাড়ের দিকে দেখ, পাহাড় যদি নিজের জায়গায় স্থীর থাকতে পারে তাহলে তুমিও আমাকে দেখতে পাবে। এরপর তার প্রভূ যখন পাহাড়টির দিকে স্বীয় জ্যোতির বিকিরণ ঘটালেন তখন তা খন্ড বিখন্ড করে দিলেন। এবং মূসা মূর্ছিত হয়ে পড়ে গেলেন। যখন হুঁশ এল তখন বলল, তুমি পবিত্র, আমি তোমার দিকেই প্রত্যাবর্তন করছি আর আমিই হলাম প্রথম বিশ্বাসী।

(১৪৪) আল্লাহ বললেন, হে মূসা, তোমাকে লোকেদের উপর আমার পয়গম্বরী আর আমার বাক্য (শ্রুতি) দ্বারা বেছে নিয়েছি। অতএব আমি যা দিলাম তা গ্রহণ কর, এবং কৃতজ্ঞ হও। (১৪৫) আর আমরা তার জন্য ফলকের উপর প্রত্যেক উপদেশ আর প্রত্যেক বস্তুর বিবরণ লিখে দিয়েছি। এগুলো দৃঢ়ভাবে ধারণ কর আর তোমার সম্প্রদায়ের লোকদেরকে এর শ্রেষ্ঠ জিনিষ গ্রহণ করতে বল। শীঘ্রই তোমাদেরকে অবাধ্য লোকদের বাসস্থান দেখাব। (১৪৬) আমি আমার নিদর্শন সমূহ থেকে ওদের বিমূখ করব যারা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে দাম্ভিক আচরণ করে। আর যদি তারা প্রতিটি নিদর্শন দেখেও তবুও তার প্রতি বিশ্বাস করবে না। তারা সৎপথ দেখলেও পথ হিসাবে তাকে গ্রহণ করবে না; কিন্তু ভ্রান্ত পথ দেখলেই তাকে পথ হিসাবে গ্রহণ করবে। এটা এজন্যে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে এবং সে সম্বন্ধে তারা অমনোযোগী। (১৪৭) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ আর পরলোকের সাক্ষাৎ অবিশ্বাস করে তাদের যাবতীয় কর্ম নষ্ট হয়ে গিয়েছে। তারা যা করত তাছাড়া কি অন্য কিছুর প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হবে?

(১৪৮) আর মূসার সম্প্রদায় তার অনুপস্থিতিতে তাদের অলংকার দিয়ে একটি বাছুর বানিয়েছিল। এটিতে হাম্বারবের মত একটি শব্দ বার হত। তারা কি দেখেনি যে সে না তাদের সাথে কথা বলে আর না কোন পথ দেখাতে পারে।

তাকেই তারা আপন উপাস্য বানিয়ে নিয়েছিল, বস্তুত তারা বড়ই অত্যাচারী ছিল।(১৪৯) যখন তারা অনুতপ্ত হল এবং বুঝতে পারল যে, তারা পথভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছে তখন তারা বলল, যদি আমাদের প্রভূ আমাদের উপর দয়া না করেন আর আমাদের ক্ষমা না করেন তাহলে নিশ্চিতরূপে আমরা ক্ষতিগ্রস্থ হব। (১৫০) আর যখন মূসা রাগন্বিত ও দুঃখভারাক্রান্ত অবস্থায় তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল তখন সে বলল, তোমরা আমার অনুপস্থিতিতে যে কাজটি করলে তা খুবই খারাপ। তোমরা কি তোমাদের প্রভূর আদেশের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করলে? এরপর সে ফলকগুলো ছুঁড়ে ফেলল এবং নিজের ভাই হারুনকে তার মাথার চুল ধরে নিজের দিকে টানতে লাগল। হারুন বলল, ওরে আমার মায়ের পুত্র, লোকগুলো তো আমাকে দাবিয়ে দিয়েছিল এবং প্রায় আমাকে মেরেই ফেলেছিল। অতএব তুমি আমাকে শত্রুদের আনন্দের খোরাক বানিয়োনা এবং আমাকে অত্যাচারীদের অন্তর্ভূক্ত করো না।(১৫১) মূসা বলল, হে আমার প্রভূ! আমাকে ক্ষমা কর আর আমার ভাইকেও আর আমাদেরকে তোমার দয়ার আওতায় প্রবেশ করাও। তুমিই তো সবচেয়ে বড় দয়ালু।

(১৫২) যারা বাছুরকে উপাস্য বানিয়েছিল তাদের উপর এই দুনিয়ার জীবনেই তাদের প্রভূর ক্রোধ ও লাঞ্ছনা এসে পড়বে। মিথ্যা রচনাকারীদের আমরা এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি। (১৫৩) আর যারা খারাপ কাজ করার পর তওবা করে (অনুতপ্ত হয়) ও আস্থাবান হয়ে যায় তাহলে নিঃসন্দেহে এরপর তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(১৫৪) পরে যখন মূসার রাগ প্রশমিত হয় তখন সে ফলকগুলি তুলে নেয়। ফলক সমূহের লিপিতে সেই সব লোকের জন্য পথ-নির্দ্দেশ ও অনুগ্রহের কথা লেখা ছিল যারা তাদের প্রভূকে ভয় করে। (১৫৫) আমার নির্দ্ধারিত সময় ও স্থানে সাক্ষাতের জন্য মূসা তার সম্প্রদায়ের সত্তরজন লোককে বাছাই করল।

অতঃপর যখন ভূমিকম্প তাদেরকে আঘাত করল তখন মূসা বলল, হে আমার প্রভূ! তুমি ইচ্ছা করলে তাদেরকে ও আমাকে আগেই ধ্বংস করতে পারতে। আমাদের মধ্যে নির্বোধ লোকদের কর্মের জন্য কি তুমি আমাদেরকে ধ্বংস করবে? এতো তোমার পরীক্ষা ছাড়া আর কিছু নয়। এই পরীক্ষার মাধ্যমে তুমি যাকে ইচ্ছা বিপথগামী করবে আর যাকে ইচ্ছা সুপথগামী করবে। তুমি আমাদের অভিভাবক, তাই আমাদেরকে ক্ষমা করে দাও এবং আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করো। তুমিই তো শ্রেষ্ঠ ক্ষমাকারী। (১৫৬) আর আমাদের জন্য এই পৃথিবীতে ও পরলোকে কল্যান নির্দ্ধারিত কর। আমরা তো তোমার দিকেই ফিরে এসেছি। আল্লাহ বললেন, আমার শাস্তি আমি যাকে চাই দিয়ে থাকি এবং আমার অনুগ্রহ সবকিছুতেই পরিব্যাপ্ত। তাই যারা ভয় রাখে এবং যাকাত আদায় করে আর আমার নিদর্শন সমূহে বিশ্বাস করে তাদের জন্য শীঘ্রই আমি আমার এই অনুগ্রহ নির্দ্ধারিত করব। (১৫৭) যারা অনুসরণ করবে এই বার্তাবহকে যে উম্মী (লেখা পড়া না জানা) নবী, যাকে তারা তাদের তৌরাত ও ইনজীলে লিখিত আকারে পায়। সে তাদেরকে সৎকাজের আদেশ দেয় ও মন্দ কাজ করতে নিষেধ করে এবং তাদের জন্য পবিত্র বস্তু সমূহ বৈধ ও অপবিত্র বস্তুসমূহ অবৈধ করে এবং তাদেরকে ভারমুক্ত ও শৃঙ্খলামুক্ত করে। অতএব যারা তাকে বিশ্বাস, সম্মান ও সাহায্য করে এবং তার সাথে প্রেরিত আলোর অনুসরণ করে তারাই সফলকাম।

(১৫৮) বলো, হে মানুষ! নিঃসন্দেহে আমি তোমাদের সকলের প্রতি আল্লাহর বার্তাবহ, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্বের অধিকারী, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তিনিই জীবিন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। অতএব তোমরা আল্লাহ ও তাঁর সেই বার্তাবহ উম্মী নবীর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন কর, যে আল্লাহ ও তাঁর বানীসমূহের প্রতি বিশ্বাস রাখে। এবং তোমরা তারই অনুসরণ কর, যাতে সঠিক পথের সন্ধান পাও। (১৫৯) আর মূসার সম্প্রদায়ের মধ্যে এমন একটি

দল আছে যারা সত্য অনুযায়ী পথ-নির্দেশ দেয় এবং সত্য অনুযায়ী ন্যায় বিচার করে।

(১৬০) আর আমরা তাদের বারটি গোত্রে বিভক্ত করে তাদের ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায় বানিয়ে দিয়েছি। মূসার লোকেরা যখন তার কাছে পানি চাইল তখন আমরা মূসাকে নির্দেশ দিলাম অমুক পাথরে তোমার লাঠি মারো তখন সেখান থেকে বারটি ঝর্ণা বের হল। প্রত্যেক দল তাদের পানি পানের জায়গা চিনে নিল। আর আমরা ওদের উপর মেঘের ছায়া প্রদান করি এবং তাদের কাছে খাদ্য হিসাবে মান্ ও সালওয়া প্রেরণা করি। খাও পবিত্র জিনিষগুলো যা আমরা তোমাদের দিয়েছি। তারা আসলে আমার কোন ক্ষতি করেনি বরং নিজেদেরই ক্ষতি করতে থাকে। (১৬১) আর যখন ওদের বলা হল ওই জনপদে যেয়ে বসবাস কর এবং ওখানকার যেখান থেকে ইচ্ছা খাও আর বল, আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর মাথা নত করে দরজায় প্রবেশ কর, আমরা তোমাদের অপরাধ মার্জনা করব। আমরা সৎকর্মশীলদের আরো বেশী দেব। (১৬২) কিন্তু তাদেরকে যে কথা বলা হয়েছিল তাদের মধ্যে অন্যায়কারীরা তা পরিবর্তন করে দিয়েছিল। তাদের এই অন্যায়ের কারণে আমরা আকাশ থেকে শাস্তি পাঠিয়েছিলাম।

(১৬৩) ওদেরকে সমূদ্র তীরবর্তী ওই জনপদটি সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা কর; যখন সবত্ (শনিবার) এর ব্যাপারে সীমা লঙ্ঘন করত, যখন ওদের সবত্ এর দিনে মাছেরা পানির উপর ভেসে তাদের কাছে আসত আর যেদিন ওদের সবত্ হোত না সেদিন আসত না। তাদের পরীক্ষা আমরা এভাবেই করেছিলাম ওদের অবাধ্যতার কারণে। (১৬৪) আর যখন ওদের মধ্যে একটি দল বলেছিল, কেন তোমরা এমন লোকদের উপদেশ দিচ্ছ যাদেরকে আল্লাহ ধ্বংস করে দেবেন কিংবা কঠিন শাস্তি দেবেন। ওরা বলেছিল, তোমাদের প্রভূর কাছে কৈফিয়ৎ দেওয়ার জন্য, আর যাতে ওরা সাবধান হতে পারে।

(১৬৫) ওদেরকে যে সব উপদেশ দেওয়া হয়েছিল ওরা যখন তা ভূলে গেল তখন আমরা ওই লোকদের রক্ষা করলাম যারা অন্যায় করতে বাধা দিত। আর যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল তাদেরকে তাদের অবাধ্যতার কারণে কঠিন শাস্তি দিই। (১৬৬) তাদেরকে যে কাজ করতে নিষেধ করা হয়েছিল তারা যখন সেই কাজের দিকেই এগোতে থাকল তখন আমরা ওদেরকে বললাম "ইতর বানর হয়ে যাও।"

(১৬৭) যখন তোমার প্রভূ ঘোষণা করেছিলেন যে, তিনি ইহুদীদের উপর পরলোকের দিন পর্যন্ত এমন লোকদের পাঠাতে থাকবেন যারা তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেবে। নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ দ্রুত শাস্তিদাতা এবং নিশ্চয়ই তিনি ক্ষমাশীল দয়ালু। (১৬৮) আর আমরা ওদেরকে বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছি তাদের মধ্যে কিছু সৎকর্মশীল আবার কিছু এর ব্যাতিক্রম। আর আমরা ওদের কল্যান ও অকল্যান দ্বারা যাতে তারা ফিরে আসে।

(১৬৯) অতঃপর ওদের পরে এমন মন্দ প্রজন্ম এসেছে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়েছে, কিন্তু তারা এই তুচ্ছ জগতের সামগ্রী গ্রহণ করে আর বলে "আমাদেরকে ক্ষমা করে দেওয়া হবে"। অথচ তাদের কাছে যদি এরকম আরো সামগ্রী আসে তাও তারা গ্রহণ করবে। তাদের থেকে কি কিতাবের অঙ্গীকার নেওয়া হয়নি যে, তারা আল্লাহ সম্পর্কে সত্য ছাড়া বলবে না? তারা তো কিতাবে যা আছে তা পাঠও করেছে। আর পরলোকের ঘর যারা ভয় করে তাদের জন্য ভাল, তোমরা কি তা বোঝ না? (১৭০) আর যারা কিতাবকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকে আর সঠিক ভাবে নামায আদায় করে, নিঃসন্দেহে আমরা শুধরে যাওয়াদের প্রতিফল নষ্ট করব না। (১৭১) যখন আমরা তাদের উপর শামিয়ানার মত পাহাড় তুলে ধরেছিলাম, আর তারা মনে করেছিল যে, সেটা তাদের উপরেই

পড়বে। শক্ত করে ধর, আমরা যা দিয়েছি তোমাদের এবং স্মরণ রাখ যা এতে আছে, যাতে তোমরা বাঁচতে পার।

(১৭২) আর যখন তোমার প্রভূ আদমের সন্তানদের পিঠ থেকে তাদের বংশধরদের বের করে আনেন এবং তাদেরকে তাদের নিজেদের ব্যাপারে স্বাক্ষ্য দিতে বলেন, “আমি কি তোমাদের প্রভূ নই”? তারা বলে হ্যাঁ আমরা স্বাক্ষ্য দিলাম। এটা এজন্যে যে তোমরা যেন (পরলোক) পুনরুত্থানের দিন না বলতে পারো যে, আমরা এ সম্পর্কে কিছুই জানতাম না। (১৭৩) অথবা যেন না বল আমাদের বাপ-দাদারাই তো আগে শির্ক (অংশি) করেছে, আর আমরা হলাম তাদের পরবর্তী বংশধর। অতএব তুমি কি ওদের কৃতকর্মের জন্য আমাদেরকে ধ্বংস করবে? (১৭৪) আর এভাবেই আমরা আমাদের নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করে থাকি যাতে তারা ফিরে আসে।

(১৭৫) তুমি ওদের সেই লোকটির বৃত্তান্ত পড়ে শোনাও যাকে আমরা আপন নিদর্শন দিয়েছিলাম কিন্তু সে তা থেকে বেরিয়ে গেল। অতঃপর তার পিছনে শয়তান লেগে গেল আর সে পথভ্রষ্ট হয়ে যায়ে। (১৭৬) আমরা যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে ওকে এই নিদর্শনের মাধ্যমে উপরে উঠিয়ে দিতে পারতাম কিন্তু সে দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। অতএব তার উদাহরণ কুকুরের মত যদি তুমি তার উপরে বোঝা চাপাও তাও হাঁফায় আবার যদি তাকে ছেড়ে দাও তাহলেও হাঁফায়। যারা আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে এই উদাহরণ তাদের। অতএব তুমি ঘটনাগুলো তাদের শোনাও যাতে তারা চিন্তা করে। (১৭৭) যারা আমার নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করে তাদের উদাহরণ কত নিকৃষ্ট। তারা নিজেদের ক্ষতি করেছে। (১৭৮) আল্লাহ যাকে সুপথ দেখান সেই সুপথ প্রাপ্ত, আর যাদেরকে তিনি বিপথে নেন তারাই ক্ষতিগ্রস্থ।

(১৭৯) আর আমরা জ্বিন ও মানুষের মধ্যে অনেককে নরকের জন্য সৃষ্টি

করেছি। তাদের হৃদয় আছে যা দ্বারা তারা উপলব্ধি করে না, যাদের চোখ আছে যা দ্বারা তারা দেখে না, তারা পশুর মত বরং তার চেয়েও অধিক বিভ্রান্ত। এই লোকেরাই চেতনাহীন। (অসতর্ক)। (১৮০) আর আল্লাহর জন্যই সুন্দর নাম, অতএব সেই নামেই তাকে আহ্বান কর, আর যারা তাঁর নাম সমূহের ব্যাপারে অধার্মিক সুলভ মন্তব্য করে তাদের বর্জন কর। তারা তাদের কৃত কর্মের প্রতিফল পাবেই।(১৮১) আর আমরা যাদেরকে সৃষ্টি করেছি তাদের মধ্যে এমনও একদল আছে যারা সৎভাবে মানুষকে পথ দেখায় এবং সেভাবেই ন্যায়বিচার করে। (১৮২) আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ মিথ্যা মনে করে তাদেরকে আমরা ধীরে ধীরে এমন স্থানে ধরব যেখান থেকে তাদের আর খোঁজ পাওয়া যাবে না। (১৮৩) আর আমি ওদেরকে অবকাশ দিয়ে থাকি। আসলে আমার কৌশল খুব মজবুত।

(১৮৪) তারা কি চিন্তা করে দেখেনি? তাদের সাথীর (পয়গম্বর) মধ্যে কোন পাগলামী নেই। সেতো এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (১৮৫) তারা কি আকাশ ও পৃথিবীর ব্যবস্থাপনার দিকে লক্ষ করেনি? আর যে সব জিনিষ আল্লাহ উৎপন্ন করেছেন সে সব, আর একথার প্রতি যে, সম্ভবতঃ তাদের সময় ঘনিয়ে আসছে। অতএব এর পরে আর কোন কথায় তারা বিশ্বাস আনয়ন করবে? (১৮৬) আল্লাহ যাদের পথ হারা করেন তাকে পথ দেখানোর কেউ নেই। আর তিনি তাদেরকে অবাধ্যতার মধ্যে দিশেহারা হয়ে ঘোরার জন্য ছেড়ে দেন। (১৮৭) তারা তোমার কাছে পরলোকের পুনরুত্থান সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে যে তা কখন ঘটবে? বলো, তার জ্ঞান শুধু আমার প্রভূর কাছেই আছে। সময় হলেই তিনি তা প্রকট করবেন। আকাশ ও পৃথিবীতে এটি একটি গুরুতর বিষয়। সেটা যখন আসবে হঠাৎই আসবে। তারা তোমার কাছে প্রশ্ন করে যেন তুমি এর জ্ঞান প্রাপ্ত। বলো, এর জ্ঞান কেবল আল্লাহর নিকটেই আছে। কিন্তু অধিকাংশ

মানুষ তা জানে না। (১৮৮) বলো, আমি আমার নিজের মালিক নই ভাল মন্দ কিছু করার কিন্তু আল্লাহ যা চান। আমি যদি পরোক্ষ জানতাম তাহলে আমার নিজের জন্য অনেক লাভ করে নিতাম আর আমার কোন ক্ষতি হত না। আমি কেবল একজন সতর্ককারী ও সুসংবাদ দাতাদের জন্য যারা আমার কথা শোনে।

(১৮৯) তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি তোমাদেরকে একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। তার থেকেই তিনি তার জোড়া সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার কাছে শান্তি পাও। তারপর যখন পুরুষ ও নারীর মিলন ঘটে তখন স্ত্রী গর্ভবতী হয়। প্রথমদিকে গর্ভ হালকা হওয়ায় সে চলাফেরা করে। কিন্তু যখন গর্ভ ভারী হয় তখন তারা উভয়ে মিলে আপন প্রভূর কাছে প্রার্থনা করে বলে "যদি তুমি আমাদেরকে সুসন্তান দাও তাহলে আমরা তোমার কাছে কৃতজ্ঞ থাকব। (১৯০) অতঃপর আল্লাহ যখন তাদের সুসন্তান দিয়ে দেন তাহলে তারা তাঁর দেওয়া জিনিষে অন্যকে তাঁর অংশীদার করে নেয়। আল্লাহ শ্রেষ্ঠ ওই অংশীদার হতে যা এরা করে। (১৯১) তারা কি এমন সব বস্তুকে অংশীদার করছে যারা কোন কিছুই সৃষ্টি করে না বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। (১৯২) আর না ওরা ওদের কোন সাহায্য করতে পারে আর না নিজেরও কোন সাহায্য করতে পারে। (১৯৩) তুমি যদি ওদের সৎপথে ডাক তাহলে তারা তোমার ডাকে সাড়া দেবে না। ওদের ডাক অথবা চুপ থাক দুইই সমান। (১৯৪) আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক তারা তোমাদেরই মত বান্দা। অতএব তাদের ডাকতে চাও ডাক, তবে তারা যেন তোমাদের ডাকে সাড়া দেয় যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৯৫) ওদের কি পা আছে যা দ্বারা চলবে, ওদের কি হাত আছে যা দ্বারা ধরবে, ওদের কি চোখ আছে যা দ্বারা দেখবে, ওদের কি কান আছে যা দ্বারা শুনবে। বলো, তোমাদের শরীকদের ডাক, তারপর আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর আমাকে অবকাশ দিও না। (১৯৬) নিঃসন্দেহে আমার অভিভাবক তো

আল্লাহ যিনি কিতাব অবতীর্ণ করেছেন, আর তিনিই সৎকর্মশীলদের অভিভাবকত্ব করেন। (১৯৭) আর তাঁকে ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক সে না তোমাদের সাহায্য করতে পারে আর না নিজেদেরকে সাহায্য করতে পারে। (১৯৮) আর যদি তুমি ওদের সৎপথে ডাক তাহলে তারা তোমার কথা শুনবে না। অতএব তুমি মনে করছ যে, ওরা তোমার দিকে দেখছে কিন্তু তারা কিছুই দেখছে না।

(১৯৯) ক্ষমা কর, সৎকাজের আদেশ দাও এবং মূর্খদেরকে উপেক্ষা কর। (২০০) আর যদি তোমার কাছে শয়তানের কাছ থেকে কোন সন্দেহ আসে তাহলে আল্লাহর স্মরণ চাও। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। (২০১) যারা ভয় করে তাদের কাছে যখনই শয়তানের প্রভাবে কোন মন্দ বিচার তাদেরকে স্পর্শ করে তখনই তারা চমকে ওঠে আর তখনই তা তারা বুঝতে পারে। (২০২) আর যে শয়তানদের ভাই তাদেরকে পথভ্রষ্টতার দিকে টেনে নিয়ে যায়। এক্ষেত্রে সে কোন ত্রুটি করে না।

(২০৩) যখন তুমি তাদের কাছে কোন নিদর্শন (চমৎকার) না আন তখন তারা বলে, তুমি নিজে থেকে একটা কিছু বানিয়ে আনলে না কেন? বলো, আমি তো তাই অনুসরণ করি যা আমার প্রভূর পক্ষ হতে আমার কাছে পাঠান হয়। এটা তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে বিবেকের বাণী আর পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ আস্থাবানদের জন্য। (২০৪) আর যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তা মনোযোগ সহকারে শোন আর চুপ করে থাক যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পার। (২০৫) আর আপন প্রভূকে অন্তরে স্মরণ কর সকাল ও সন্ধায় বিনীত ভাবে এবং ভয়ের সাথে অনুচ্চ শব্দে আর অমনোযোগী হয়ো না। (২০৬) যারা (ফেরেশতা/দেবদূত) তোমাদের প্রভূর নিকটে আছে তারা তার দাসত্বে অহংকার করে না আর তারা সেই মহান সত্ত্বাকে স্মরণ করে আর তাঁর কাছেই মাথা অবনত করে।

৮. সূরাহ-আল-আনফাল (যুদ্ধে লুণ্ঠিত সম্পদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

(১) ওরা তোমাকে আনফাল (যুদ্ধে লুণ্ঠিত মাল) সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বলো, আনফাল আল্লাহ ও তাঁর রসূলের। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং নিজেদের পারস্পরিক সম্পর্ক শুধরে নাও আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য কর, যদি তোমরা আস্থাবান হও। (২) আস্থাবান তো ওরাই, আল্লাহর কথা আলোচিত হলে যাদের অন্তরে ভীতির সঞ্চার হয় এবং তাঁর বাণীসমূহ পাঠ করা হলে যাদের আস্থা বৃদ্ধি পায়, আর ওরা ওদের প্রভূর উপর ভরসা করে। (৩) ওরা নামায প্রতিষ্ঠিত করে আর যা কিছু তিনি ওদের দিয়েছেন তা থেকে খরচ করে। (৪) ওরাই বাস্তবে মোমিন (আস্থাবান)। ওদের জন্য ওদের প্রভূর নিকট উচ্চ মর্যাদা, ক্ষমা এবং সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে।

(৫) যেমন তোমাদের প্রভূ তোমাদের সত্যতার সাথে তোমাদের ঘর থেকে বের করেছেন। আর মোমিনদের (আস্থাবানদের) মধ্যে থেকে এক দলের এটা পছন্দ ছিল না। (৬) তারা এই সত্যতা সম্পর্কে তোমাদের সাথে বিতর্ক করছিল সত্য স্পষ্ট হওয়ার পরও, যেন তাদের মৃত্যুর দিকে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর তারা তাকিয়ে দেখছে। (৭) আর যখন আল্লাহ তোমাদের সাথে অঙ্গীকার করছিলেন যে, দুটি দলের মধ্যে যে কোন একটি তোমরা পেয়ে যাবে। আর তোমরা চাইছিলে কন্টকমুক্ত দলটি তোমাদের হোক। আর আল্লাহ চাইছিলেন তারা সত্যকে সত্য বলে স্বীকার করুক আপন কথায় এবং অস্বীকারকারীদের শিকড় কেটে দিতে। (৮) যাতে সত্য সত্য হয়েই থাকে আর মিথ্যা মিথ্যা হয়েই থাকে; যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করেছিল।

(৯) যখন তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে প্রার্থনা করছিলে তখন তিনি তোমাদের প্রার্থনা শুনে বলেছিলেন “আমি তোমাদের সাহায্য করার জন্য এক হাজার ফেরেশতা (দেবদূত) নিরন্তর পাঠাচ্ছি। (১০) আর আল্লাহ এটা করেছিলেন কেবল সুসংবাদ হিসাবে আর যাতে তোমাদের মন প্রশান্ত হয়। আর সাহায্য কেবল আল্লাহর পক্ষ থেকেই আসে। নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী ও প্রজ্ঞাময়। (১১) যখন আল্লাহ তোমাদের প্রশান্তি দেওয়ার জন্য তোমাদেরকে তন্দ্রাচ্ছন্ন করেছিলেন, আর আকাশ থেকে তোমাদের উপর পানি বর্ষন করেছিলেন যার দ্বারা তোমাদেরকে পবিত্র করার জন্য এবং তোমাদের উপর শয়তানের অপবিত্রতা অপসারণের জন্য, তোমাদের মন শক্ত করার জন্য, আর তোমাদের পা সুদৃঢ় করার জন্য। (১২) যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাদের নিকট বার্তা পাঠান যে, “আমি তোমাদের সাথে আছি”, অতএব তোমরা আস্থাবানদের অবিচল রাখো। আমি অবিশ্বাসীদের মনে ভীতি সঞ্চার করে দেব। তখন তোমরা ওদের গর্দানে আঘাত কর এবং ওদের প্রত্যেক আঙুলের ডগায় আঘাত কর। (১৩) এটা এজন্যে যে, ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করেছে। আর যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করবে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দেবেন। (১৪) অতএব এই শাস্তি আস্বাদন কর। এবং জেনে রাখ অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি।

(১৫) হে বিশ্বাসীগণ, যখন যুদ্ধক্ষেত্রে তোমাদের মুখোমুখি অস্বীকারকারীদের সাথে হবে তখন পশ্চাদপসরণ করবে না। (১৬) আর যে এই পরিস্থিতিতে পশ্চাদপসরণ করবে যুদ্ধ কৌশল বা প্রতিপক্ষ সেনার সাথে মেলার কারণ ব্যাতিত তাহলে সে আল্লাহর বিরাগভাজন হবে। আর তার ঠিকানা নরকে এবং তা বড়ই নিকৃষ্ট গন্তব্য।

(১৭) অতএব ওদেরকে তোমরা হত্যা করোনি বরং আল্লাহই হত্যা করেছেন। আর তোমরা যখন ওদের উপর কঙ্কর নিক্ষেপ করেছিলে তখন তা তোমরা নিক্ষেপ করোনি বরং আল্লাহই নিক্ষেপ করেছেন। যাতে তিনি আস্থাবানদের নিজের তরফ হতে পূরোপূরি সহায়তা করতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন। (১৮) এটা তো হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই আল্লাহ অস্বীকারকারীদের সমস্ত কৌশল নিষ্ক্রিয় করে দেবেন। (১৯) যদি তোমরা নির্ণয় চাও তাহলে নির্ণয় এসে গেছে। আর যদি তোমরা মেনে নাও তাহলে তা তোমাদের পক্ষে মঙ্গল। আর যদি তোমরা পুনরায় তাই কর তাহলে আমরাও আবার তাই করব আর তোমাদের সেনা তোমাদের কোন কাজে আসবে না তারা সংখ্যায় যতই বেশী হোক। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ আস্থাবানদের সাথে আছেন।

(২০) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আজ্ঞাপালন কর এবং তার থেকে মূখ ফিরিয়ে নিও না। যদিও তোমরা শুনছ। (২১) আর ওদের মত হয়ে যেওনা যারা বলে আমরা শুনেছি বস্তুত তারা শোনে না। (২২) নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট নিকৃষ্টতম প্রাণী হল ওই সব মূক ও বধির যারা কিছু বোঝে না। (২৩) আর যদি ওদের মধ্যে ভাল কিছুর জ্ঞান থাকত তাহলে আল্লাহ অবশ্যই ওদের শোনার সামর্থ দিতেন। আর তিনি যদি তাদেরকে শোনাতেনও তবু তারা উপেক্ষা ভরে মূখ ফিরিয়ে নিত।

(২৪) হে ঈমানদারগণ, (আস্থাবানগণ) আল্লাহ ও তঁর রসূলের আহ্বানে সাড়া দাও। রসূল যখন তোমাদের ওই জিনিষের দিকে আহ্বান করছে যা তোমাদের প্রাণময় করে তোলে। আর জেনে রাখ, মানুষও ও তার অন্তরের মাঝে আল্লাহ প্রতিবন্ধক হন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা

হবে। (২৫) আর ভয় কর এমন বিপদ হতে যা তোমাদের মধ্যে শুধুমাত্র যালেমদের উপরই আসবে না। আর জেনে রাখ, আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা।

(২৬) আর স্মরণ কর যখন তোমরা সংখ্যায় অল্প ছিলে এবং পৃথিবীতে তোমাদেরকে দূর্বল ভাবা হত। ভয় করতে যে, হঠাৎ মানুষ তোমাদের উঠিয়ে না নিয়ে যায়। অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে আশ্রয় দিয়েছেন, নিজের সাহায্য দ্বারা তোমাদেরকে শক্তিশালী করেছেন এবং তোমাদের পবিত্র জীবিকা দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞ হও। (২৭) হে ঈমানদারগণ, আল্লাহ ও রসূলের সাথে বিশ্বাস-ঘাতকতা করো না এবং জেনেশুনে নিজেদের আমানত সমূহের খেয়ানত করো না। (২৮) আর জেনে রাখ, তোমাদের ধন-সম্পত্তি ও সন্তান-সন্তুতি এক পরীক্ষা এবং আল্লাহর কাছেই রয়েছে বড় পুরষ্কার।

(২৯) হে ঈমানদারগণ, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তোমাদের জন্য ফুরকান (সত্য অসত্যের পার্থক্যকারী একটি মাপকাঠি) প্রদান করবেন, আর তোমাদের পাপ সমূহ মোচন করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করে দেবেন। আর আল্লাহ তো শ্রেষ্ঠ দাতা। (৩০) আর যখন অবিশ্বাসীরা তোমার সম্বন্ধে ফন্দি আঁটছিল যে, তারা তোমাকে বন্দী করবে অথবা তোমাকে হত্যা করবে অথবা তোমাকে নির্বাসিত করবে। তারা যুক্তি আটছিল আর আল্লাহও কৌশল করছিলেন। আর আল্লাহ সবচেয়ে ভাল কৌশলী।

(৩১) যখন তাদের কাছে আমার আয়াত সমূহ (শ্রুতি) পাঠ করা হয় তখন তারা বলে আমরা শুনেছি। ইচ্ছা করলে আমরাও এরকম বলতে পারি। এতো আগেকার মানুষের গল্প কাহিনী ছাড়া আর কিছু নয়। (৩২) আর যখন তারা বলেছিল হে আল্লাহ! এটা যদি সত্য হয় তাহলে তুমি আমাদের উপর আকাশ থেকে পাথর বর্ষন কর অথবা অন্য কোন বেদনাদায়ক শাস্তি আনো। (৩৩) তবে আল্লাহ এমন করবেন না যে, তাদের শাস্তি দেবেন

এমন পরিস্থিতিতে যখন তুমি ওদের মাঝে উপস্থিত আছ। আবার তারা ক্ষমা প্রার্থনা করছে এমন অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেবেন না। (৩৪) আর আল্লাহ তাদের শাস্তি দেবেন না কেন, যখন তারা মসজিদ-এ-হারাম (কাবা) থেকে লোকদেরকে বিরত রাখে? অথচ ওরা এর সংরক্ষক নয়। এর সংরক্ষক তো কেবল যারা আল্লাহকে ভয় করে তারাই হতে পারে। তবে তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (৩৫) আর আল্লাহর ঘরের কাছে তাদের নামায বলতে সিটি বাজানো ও হাততালি ছাড়া আর কিছু ছিল না। অতএব এখন অস্বীকারের শাস্তি আস্বাদন কর।

(৩৬) যারা অস্বীকার করে তারা লোকদের আল্লাহর পথ থেকে বিরত রাখতে নিজেদের ধনসম্পদ ব্যয় করে থাকে। অতএব তারা তা খরচ করতে থাকবে, তবে অবশেষে এই সম্পদ তাদের জন্য আক্ষেপের কারণ হবে। তারপর তাদের নরকের দিকে একত্রিত করা হবে। (৩৭) যাতে আল্লাহ পবিত্রকে অপবিত্র হতে পৃথক করতে পারেন আর অপবিত্রকে একটার উপর আরেকটা সাজিয়ে তারপর সেই স্তূপকে নরকে নিক্ষেপ করতে পারেন। এই লোকগুলোই ক্ষতিগ্রস্থ।

(৩৮) অস্বীকারকারীদের বলো, যদি তারা মেনে নেয় তাহলে যা কিছু হয়ে গেছে তা ক্ষমা করা হবে। আর যদি তারা পুনরাবৃত্তি করে তাহলে আমাদের হিসেব-নিকেশ পূর্ববর্তীদের সাথে তো হয়েই গেছে। (৩৯) আর তাদের সাথে যুদ্ধ কর উপদ্রব শেষ না হওয়া পর্যন্ত আর ধর্ম সামগ্রিকভাবে প্রতিষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত। অতঃপর যদি তারা বিরত হয় তাহলে আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ নিরীক্ষণ করছেন। (৪০) আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে জেনে রাখ, আল্লাহ তোমাদের অভিভাবক; আর কত উত্তম অভিভাবক ও কত উত্তম সাহায্যকারী।

(৪১) আরও জেনে রাখ, তোমরা যে মালে গনীমত (যুদ্ধলব্ধ সম্পদ) প্রাপ্ত হও তার পাঁচ ভাগের একভাগ আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য, তার আত্মীয় স্বজনের, অনাথদের, গরীবদের ও পথিকদের জন্য; যদি তোমরা বিশ্বাস কর আল্লাহকে আর ওই জিনিষকে যা আমরা নিজ বান্দার (মুহম্মদ) কাছে নির্ণয়ের দিনে (বদর যুদ্ধের দিন) পাঠিয়েছিলাম। যেদিন দুই বাহিনী পরস্পরের সম্মুখীন হয়েছিল। আর আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(৪২) আর যখন তোমরা ছিলে উপত্যকার নিকটবর্তী প্রান্তে আর ওরা দূরের প্রান্তে। আর কাফেলা তোমাদের থেকে নিচু স্থানে। যদি তোমরা আর ওরা সময় নির্দ্ধারণ করতে তাহলে অবশ্যই নির্দ্ধারিত সময় নিয়ে তোমাদের মধ্যে মতভেদ হয়ে যেত। তবে আল্লাহ চেয়েছিলেন এমন একটা কাজ সম্পন্ন করতে যা আগে থেকেই নির্দ্ধারিত হয়ে গিয়েছিল। যাতে যারা ধ্বংস হওয়ার তারা এক স্পষ্ট প্রমাণের পর ধ্বংস হয়, আর যারা বেঁচে থাকার তারা এক স্পষ্ট প্রমাণের পর বেঁচে থাকে। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৪৩) যখন আল্লাহ তোমাকে স্বপ্নের মাধ্যমে ওদের সংখ্যা কম দেখিয়েছিলেন। তিনি যদি তোমাকে ওদের সংখ্যা বেশী দেখাতেন তাহলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলতে এবং আপোষ বিতর্কে জড়িয়ে পড়তে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের রক্ষা করেছেন। নিশ্চয়ই তিনি অন্তরের বিষয় ভাল করেই জানেন। (৪৪) আর যখন আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়ে ছিলেন আর তোমাদেরকেও ওদের দৃষ্টিতে কম করে দেখিয়েছিলেন যাতে আল্লাহ এই ব্যাপারটির মীমাংসা করে দেন যা পূর্ব নির্দ্ধারিত ছিল। আর সকল বিষয় আল্লাহর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৪৫) হে ঈমানদারগণ, তোমরা যখন কোন বাহিনীর মুখোমুখী হবে তখন অবিচল থাকবে আর আল্লাহকে বেশী করে স্মরণ করবে, যাতে তোমরা

সফল হতে পার। (৪৬) আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করবে, নিজেদের মধ্যে বিবাদ করবে না। অন্যথা তোমাদের মধ্যে দূর্বলতা এসে যাবে এবং তোমাদের শক্তি চলে যাবে। আর ধৈর্য্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ধৈর্য্যধারণকারীদের সঙ্গে আছেন। (৪৭) আর তোমরা ওদের মত হয়ে যেও না যারা দম্ভভরে ও লোক দেখানোর জন্য নিজেদের ঘর থেকে বের হয়েছে, আর যারা আল্লাহর পথে বাধা দিচ্ছে। ওদের যাবতীয় কর্মকাণ্ড আল্লাহ ঘিরে রেখেছেন।

(৪৮) আর যখন শয়তান ওদেরকে ওদের কর্ম আকর্ষক করে উপস্থাপন করেছে আর বলেছে আজকের দিনে কোন মানুষ তোমাদের পরাস্ত করতে পারবে না, আর আমি তোমাদের সাথেই আছি। পরন্তু যখন উভয় বাহিনী পরস্পরের সামনা-সামনি হল তখন সে পিছনের দিকে ছুটে পালাল আর বলল, আমি তোমাদের উপর বিরক্ত হয়েছি, আমি এমন কিছু দেখতে পাচ্ছি যা তোমরা দেখতে পাচ্ছ না। আমি আল্লাহকে ভয় করি। আর আল্লাহ কঠোর শাস্তি দাতা। (৪৯) যখন কপটচারীরা ও যাদের অন্তরে ব্যাধী আছে তারা বলছিল "এদের ধর্ম এদের ধোকায় ফেলেছে।" তবে যারা আল্লাহর উপর ভরসা করে তারা নিশ্চিন্ত; কারণ আল্লাহ পরাক্রমশালী। পরম প্রাজ্ঞ।

(৫০) যদি তুমি দেখতে যখন ফেরেশতারা অস্বীকারকারীদের প্রাণ হরণ করে, তারা ওদের মুখে ও পাছায় আঘাত করে বলে "জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন কর।" (৫১) এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না। (৫২) ফেরাউনের লোকজন ও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের মত। তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল। তাই আল্লাহ তাদের পাপের কারণে পাকড়াও করেছিলেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা। (৫৩) এর কারণ এই যে, আল্লাহ যখন

কোন জাতিকে উপকার করেন তা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা তাদের নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।(৫৪) ফেরাউনের লোকজনও তাদের পূর্ববর্তীদের আচরণের মত। তারা তাদের প্রভূর নিদর্শনসূমহ অবিশ্বাস করেছিল। তাই আমরা তাদেরকে তাদের পাপের কারণে ধ্বংস করে দিয়েছি আর আমরা ফেরাউন ও তার লোকদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি। আর এরা অত্যাচারী ছিল।

(৫৫) নিঃসন্দেহে সকল প্রাণীর মধ্যে সবচেয়ে নিকৃষ্ট, আল্লাহর দৃষ্টিতে ওই লোকেরা যারা অস্বীকার করে আর আস্থাবান নয়। (৫৬) যাদের কাছ থেকে তুমি বচন নিয়েছ, অতঃপর তারা প্রতিটি ক্ষেত্রে তাদের অঙ্গীকার ভঙ্গ করে আর তারা ভয় করে না। (৫৭) অতএব যদি তুমি যুদ্ধে তাদের নাগালে পাও তাহলে তাদেরকে এমন শাস্তি দাও যে, তাদের পশ্চাতে অবস্থানকারীরাও যেন তা দেখে ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়, যাতে তারা শিক্ষা পায়। (৫৮) আর যদি তোমার কোন সম্প্রদায় হতে বিশ্বাসঘাতকতার সন্দেহ হয় তাহলে তাদের সন্ধি তাদের দিকে ছুড়ে ফেলে দাও। এভাবে তোমরা আর ওরা সমান হয়ে যাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের পছন্দ করেন না।

(৫৯) আর অবিশ্বাসীরা যেন মনে না করে যে, তারা পালিয়ে বাঁচবে, তারা কখনই আল্লাহকে বিবশ করতে পারে না।(৬০) তোমরা তাদের বিরুদ্ধে যতটা পার শক্তি ও অশ্ববাহিনী প্রস্তুত রাখবে যার দ্বারা আল্লাহর ও তোমাদের শত্রুকে এবং তাদের ছাড়া অন্যন্যদেরকেও আতঙ্কিত রাখবে। তাদেরকে তোমরা চেন না, আল্লাহ চেনেন। তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করবে তা পুরোটাই তোমাদের ফিরিয়ে দেওয়া হবে। আর তোমাদের সাথে কোন অবিচার করা হবে না। (৬১) আর তারা যদি সন্ধির দিকে ঝোঁকে তাহলে

তুমিও তার দিকে ঝুঁকবে। আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখবে। নিশ্চয়ই তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন। (৬২) আর যদি তারা তোমাকে ধোকা দিতে চায় তাহলে তোমার আল্লাহই যথেষ্ট। তিনিই তাঁর সাহায্য ও আস্থাবানদের দ্বারা তোমার শক্তি যুগিয়েছেন। (৬৩) আর ওদের অন্তরে সহমত উৎপন্ন করে দিয়েছেন। তুমি যদি পৃথিবীর তাবৎ সম্পদও ব্যয় করতে তবুও তাদের অন্তরে হৃদ্যতা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ তাদের মধ্যে সহমত উৎপন্ন করে দিয়েছেন। নিশ্চয়ই তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৬৪) হে নবী! তোমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট আর ওই আস্থাবানেরা যারা তোমার সঙ্গে আছে। (৬৫) হে নবী, আস্থাবানদের যুদ্ধের জন্য পাঠাও। যদি তোমাদের বিশ জন ধৈর্য্যশীল অবিচল লোক হয় তাহলে তারা দুশো জনের উপরও ভারী হবে, আর যদি তোমাদের একশত জন হয় তাহলে তারা এক হাজার অবিশ্বাসীদের উপর বিজয় লাভ করবে। কারণ ওই লোকগুলো বোঝে না। (৬৬) এখন আল্লাহ তোমাদের উপর থেকে বোঝা হাল্কা করে দিয়েছেন কারণ তিনি জানতে পেরেছেন যে, তোমাদের মধ্যেও কিছুটা দূর্বলতা আছে। অতএব তোমাদের একশত জন অটল ধৈর্য্যশীল হলে তারা দুশো জনকে পরাভূত করবে। আল্লাহ ধৈর্য্যশীলদের সাথে আছেন।

(৬৭) কোন নবীর (বার্তাবহ) জন্য শোভন নয় যে তার কাছে যুদ্ধবন্দী থাকে যতক্ষণ না পৃথিবীতে ব্যাপক রক্তপাত ঘটে। তোমরা দুনিয়ার সম্পদ চাও আর আল্লাহ পরলোক চান। আর আল্লাহ পরাক্রমশালী ও পরম প্রাজ্ঞ। (৬৮) যদি বিষয়টি আল্লাহর পক্ষ থেকে পূর্ব-নির্দ্ধারিত না হত তাহলে তোমরা যা গ্রহণ করেছ তার জন্যে তোমাদের অবশ্যই একটা বড় শাস্তি হত। (৬৯) অতএব যে সম্পদ তোমরা লাভ করেছ তা খাও, তা তোমাদের জন্য বৈধ এবং পবিত্র। আর আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়াবান।

(৭০) হে নবী, তোমার হাতে (কব্জায়) যে বন্দী আছে তাদের বলো, যে, যদি আল্লাহ তোমাদের অন্তরে কোন ভাল পান তাহলে তোমাদের কাছ থেকে যা নেওয়া হয়েছে তার চেয়ে ভাল কোন কিছু তিনি তোমাদের দেবেন, আর তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৭১) আর যদি তারা তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করে তাহলে এর আগেও তো তারা আল্লাহর সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছে। সেজন্য আল্লাহ তাদের উপর তোমাদের নিয়ন্ত্রণ দিয়েছেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিবেকবান।

(৭২) যারা ঈমান এনেছে (আস্থাবান হয়েছে) আর যারা হিজরত (প্রবাস) করেছে আর আল্লাহর পথে নিজেদের প্রাণ ও সম্পত্তি দ্বারা জেহাদ (যুদ্ধ) করেছে। এবং যারা তাদেরকে আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে তারা সবাই একে অপরের মিত্র। আর যারা আস্থা প্রকাশ করেছে কিন্তু হিজরত (প্রবাস) করেনি তাদের সাথে তোমাদের মিত্রতার কোন সম্বন্ধ নেই যতক্ষণ না তারা হিজরত (প্রবাস) করে না আসে। আর যদি তারা ধর্মের ব্যাপারে তোমাদের কাছে সাহায্য চায় তাহলে তাদের সাহায্য করা তোমাদের জন্য অনিবার্য। তবে তা এমন কোন সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে নয়, যাদের সাথে তোমাদের মৈত্রীচুক্তি রয়েছে। আর তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা দেখছেন। (৭৩) আর যারা অস্বীকারকারী তারা একে অপরের মিত্র। তোমরা যদি তেমনটি না করো তাহলে পৃথিবীতে অশান্তি ছড়িয়ে পড়বে আর বড় বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হবে।

(৭৪) আর যারা ঈমান এনেছে (আস্থাপ্রাকাশ করেছে) আর হিজরত (প্রবাস) করেছে আর আল্লাহর পথে যুদ্ধ করেছে এবং যারা আশ্রয় দিয়েছে ও সাহায্য করেছে এরাই খাঁটি মোমিন (আস্থাবান) এদের জন্য ক্ষমা এবং সবচেয়ে ভাল জীবিকা রয়েছে। (৭৫) আর যারা পরে ঈমান এনেছে (আস্থা প্রকাশ করেছে) এবং তোমাদের সাথে মিলে যুদ্ধ করেছে তারাও তোমাদের

অন্তর্ভূক্ত। আর রক্ত সম্পর্কীয় আত্মীয়রা আল্লাহর কিতাব অনুযায়ী অধিক দাবীদার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

৯. সূরাহ আত্-তওবা (অনুতাপ)

(১) বিরক্তিকর ঘোষণা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ হতে ওই বহুদেববাদীদের যাদের সাথে তোমরা সন্ধি করেছিলে। (২) অতএব তোমরা পৃথিবীতে চারমাস ঘুরে বেড়াতে পার। আর জেনে রাখ তোমরা আল্লাহকে বিবশ করতে পারবে না আর এটাও যে, আল্লাহ অস্বীকারকারীদের অপমানিত করবেন। (৩) আর মহান হজ্বের দিনে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের পক্ষ থেকে মানুষের প্রতি একটি ঘোষণা এই যে, আল্লাহ আর তাঁর বার্তাবহ বহুদেববাদীদের ব্যাপারে সবরকম দায় থেকে মুক্ত। এখন যদি তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলে তোমাদের জন্য ভাল। আর যদি বিমূখ হও তাহলে জেনে রাখ তোমরা আল্লাহকে বিবশ করতে পারবে না। আর অস্বীকারকারীদের কঠিন শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৪) কিন্তু অংশীবাদীদের মধ্যে যাদের সাথে তোমাদের চুক্তি হয়েছে এবং যারা তোমাদের সে চুক্তি রক্ষায় কোন ত্রুটি করেনি আর তোমাদের বিরুদ্ধে কাউকে সাহায্য ও করেনি তাদের ব্যাপারটি আলাদা। মেয়াদ পূরণ হওয়া পর্যন্ত তোমরা তাদের সাথে চুক্তি মেনে চলবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সদাচারীদের পছন্দ করেন।

(৫) অতঃপর হারাম মাস (নিষিদ্ধ মাস) অতিবাহিত হলে বহুদেববাদীদের যেখানে পাবে হত্যা করবে, পাকাড়াও করবে, অবরোধ করবে এবং তাদের জন্য প্রত্যেক ঘাঁটিতে বসে থাকবে। তবে যদি তারা তওবা (অনুতাপ) করে এবং ঠিকভাবে নামায পড়ে আর যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় করে তাহলে তাদের ছেড়ে দেবে। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (৬) আর যদি অংশীবাদীদের

কেউ তোমার কাছে আশ্রয় চায় তাহলে তাকে আশ্রয় দেবে, যাতে সে আল্লাহর বানী শোনে। তারপর তাকে তার নিরাপদ স্থানে পৌঁছে দেবে। এটা এজন্যে যে, ওদের জ্ঞান নেই।

(৭) আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সাথে অংশীবাদীদের সমঝোতা কিভাবে হতে পারে? তবে যাদের সাথে তোমরা মসজিদুল হারামের (কাবার) কাছে সমঝোতা করেছিলে, অতএব তারা যতক্ষণ তোমাদের সাথে ঠিক থাকবে তোমরাও তাদের সাথে ঠিক থাকবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সদাচারীদের পছন্দ করেন। (৮) কিভাবে সমঝোতা থাকবে? যখন এই পরিস্থিতি সৃষ্টি হয় যে, তারা তোমাদের উপর বিজয়ী হলে তোমাদের আত্মীয়তা বা চুক্তির মর্যাদা রাখে না। মুখের কথায় তোমাদের সন্তুষ্ট করতে চায়, কিন্তু তাদের অন্তর বিরূপ থাকে। আর তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসঘাতক। (৯) ওরা আল্লাহর আয়াত সমূহ (শ্রুতি) নগন্য মূল্যে বিক্রি করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে। তারা যা করেছে তা খুবই জঘন্য। (১০) কোন মোমীনের (আস্থাবান) ব্যাপারে না তারা কোন সম্পর্কের সম্মান করে আর না কোন চুক্তির। এরাই অত্যাচারী। (১১) তবে তারা যদি তওবা (অনুতাপ) করে এবং ঠিকমত নামায পড়ে আর যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় করে তাহলে সে তোমাদের ধরম ভাই। আর আমরা স্পষ্ট বর্ণনা করি আয়াত সমূহের জ্ঞানী লোকদের জন্য।

(১২) আর চুক্তির পর যদি তারা চুক্তি ভঙ্গ করে এবং তোমাদের ধর্মের প্রতি কটাক্ষ করে তাহলে অবজ্ঞাকারীদের এই সরদারদের সাথে যুদ্ধ কর। কারণ তাদের জন্য কোন চুক্তি নেই, যাতে তারা বিরত হয়। (১৩) তোমরা কি এমন লোকদের সাথে যুদ্ধ করবে না? যারা নিজেদের শপথ ভঙ্গ করেছে আর রসূলকে বহিষ্কারের দুঃসাহস দেখিয়েছে, এরাই তো প্রথম তোমাদের

সাথে যুদ্ধের সূচনা করেছে। তোমরা কি এদের ভয় করবে? ভয় করার অধিক দাবীদার তো আল্লাহ, যদি তোমরা আস্থাবান হও। (১৪) ওদের সাথে যুদ্ধ কর; আল্লাহ তোমাদের হাত দিয়েই ওদের শাস্তি দেবেন আর ওদের অপমান করবেন। আর তোমাদের ওদের উপরে প্রভূত্ব দান করবেন। আর আস্থাবান লোকদের বুক শান্ত করবেন, আর ওদের অন্তরের ঈর্ষা দূর করবেন। (১৫) আর আল্লাহ যাকে চাইবেন ক্ষমা করবেন। আল্লাহ সর্বজ্ঞ ও তত্ত্বদর্শী।

(১৬) তোমরা কি মনে করছ যে, তোমাদের ছেড়ে দেওয়া হবে? অথচ আল্লাহ এখনও তোমাদের মধ্যে তাদেরকে চিহ্নিত করেননি যারা জেহাদ করেছে এবং আল্লাহ তাঁর রসূল ও আস্থাবানদের ছাড়া অন্তরঙ্গ বন্ধু গ্রহণ করেননি। আর তোমরা যা কর আল্লাহ তার খবর রাখেন।

(১৭) আল্লাহর মসজিদ সমূহকে রক্ষণাবেক্ষণ করা বহুদেববাদীদের কাজ নয়, যখন তারা স্বয়ং নিজেদের বিরুদ্ধেই অবজ্ঞা করার সাক্ষ্য দেয়। এদের কর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে আর এরা চিরকাল নরকেই থাকবে। (১৮) আল্লাহর মসজিদ সমূহের রক্ষণাবেক্ষণ তো তারাই করবে যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী, নামায কায়েম করে, যাকাত আদায় করে এবং শুধু আল্লাহকেই ভয় করে। আশা করা যায় এধরনের লোকেরাই সঠিক পথে রয়েছে। (১৯) তোমরা কি হাজীদের পানী সরবরাহ আর মসজিদে হারাম (কাবা) এর রক্ষণাবেক্ষণকে সমান মর্যাদা মনে কর, যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাস করে এবং আল্লাহর পথে জেহাদ করে, আল্লাহর নিকটে এরা উভয়েই সমান হতে পারে না। আর আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ দেখান না। (২০) যারা আস্থাবান হয় এবং তারা হিজরত করেছে (প্রবাসী হয়েছে) আর আল্লাহর পথে জীবন ও সম্পদ দ্বারা জেহাদ করেছে আল্লাহর কাছে তাদের মর্যাদা অনেক বড় আর এরাই সফলকাম। (২১) তাদের প্রভূ তাদেরকে

সুসংবাদ দিচ্ছেন আপন দয়া ও সন্তুষ্টির এবং এমন উদ্যানের যেখানে তাদের জন্য স্থায়ী সুখের ব্যবস্থা রয়েছে।(২২) সেখানে তারা চিরকাল বাস করবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর কাছে রয়েছে বড় প্রতিফল।

(২৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমাদের বাপ-ভাইয়েরা যদি আস্থার বদলে অবজ্ঞাকে ভালবাসে তাহলে তোমরা তাদেরকে অভিভাবক মানবে না। তোমাদের মধ্যে যারা অমন বাপ-ভাইকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করে তাহলে এমন লোকেরাই অত্যাচারী।(২৪) বলো, যদি তোমাদের পিতা, তোমাদের সন্তান, তোমাদের ভাই, তোমাদের পত্নীরা আর তোমাদের পরিবার আর যে সম্পত্তি তোমরা উপার্জন করেছ আর ওই ব্যবসা যা বন্ধ হওয়ার ভয় করছ আর ওই ঘর যা তোমার পছন্দ এ সমস্ত তোমাদের আল্লাহ আর তাঁর রসূলের পথে জেহাদ করার চেয়ে অধিক প্রিয় হয় তাহলে প্রতিক্ষা কর যতক্ষণ না আল্লাহ কোন বিধান পাঠান। আর আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।

(২৫) নিঃসন্দেহে অনেক ক্ষেত্রে আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেছেন আর হুনাইনের দিনেও যখন তোমরা নিজেদের সংখ্যা বেশী দেখে অহংকারগ্রস্ত হয়ে পড়েছিলে। কিন্তু তা তোমাদের কোনই কাজে আসেনি। আর পৃথিবী বিশাল হওয়া সত্ত্বেও তোমাদের কাছে সঙ্কীর্ণ মনে হয়েছিল এবং পরে তোমরা পিছন ফিরে পালিয়েছিলে।(২৬) তারপর আল্লাহ তাঁর রসূল ও আস্থাবানদের প্রশান্তি দান করেছিলেন এবং এমন সেনাদল নামিয়েছিলেন যাদেরকে তোমরা দেখনি আর আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের শাস্তি দিয়েছিলেন। ওটাই অবজ্ঞাকারীদের কর্মফল। (২৭) তারপরও আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমা প্রার্থনা করার সৌভাগ্য দান করেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।(২৮) হে বিশ্বাসীগন! অংশীবাদীরা আসলে অপবিত্র। অতএব তারা যেন এ বছরের পর আর মসজিদে

হারাম (কাবা) এর নিকটে না আসে আর যদি তোমরা দারিদ্রতার আশঙ্কা কর তাহলে আল্লাহ চাইলে স্বীয় অনুগ্রহে তোমাদেরকে সম্পন্ন করে দেবেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী ও বিবেকবান।

(২৯) এই গ্রন্থধারীদের সঙ্গে যুদ্ধ কর যারা না আল্লাহকে বিশ্বাস করে আর না পরলোকের দিনে, আর না আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবৈধ ঘোষণাকে অবৈধ মনে করে। আর না সত্য ধর্মকে নিজের ধর্ম মনে করে যতক্ষণ না তারা হাত জোড় করে (রক্ষা কর) আর নত হয়ে থাকে। (৩০) আর ইহুদীরা বলে ওযায়ের আল্লাহর পুত্র। আর খৃষ্টানরা বলে মসীহ আল্লাহর পুত্র। এটা তাদের মূখের কথা। ওরা সেই লোকদের অনুকরণ করছে যারা ইতিপূর্বে অবজ্ঞাকারী ছিল। আল্লাহ তাদের ধ্বংস করুক। তারা কিভাবে বিচ্যুত হয়ে যাচ্ছে।

(৩১) তারা আল্লাহ ছাড়াও তাদের যাজক ও পাদ্রীদের এবং মরিয়মের পুত্র মসীহ কে প্রভূ বানিয়েছে। অথচ তাদের মাত্র একজন উপাস্যের উপাসনা করার আদেশ দেওয়া হয়েছিল। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তারা যে শরীক করছে তিনি তা হতে পবিত্র।

(৩২) ওরা চায় ফুঁ দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দেবে; কিন্তু আল্লাহ চান তাঁর জ্যোতির পূর্ণতা দান ছাড়া আর কিছু হতে দেবেন না, অবজ্ঞাকারীদের যতই অপ্রিয় লাগুক। (৩৩) তিনিই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দ্দেশ ও সত্য দ্বীনসহ পাঠিয়েছেন সব ধর্মের উপর এই ধর্মকে বিজয়ী করার জন্য। বহুদেববাদীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক।

(৩৪) হে ঈমানদারগণ, অনেক যাজক ও পাদ্রী অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করে এবং মানুষদের আল্লাহর পথে যেতে বাধার সৃষ্টি করে আর যারা সোনা ও রূপো জমা করে রাখে আর তা আল্লাহর পথে খরচ

করে না তাদেরকে এক কষ্টদায়ক যন্ত্রণার শুভ-সংবাদ দাও। (৩৫) সেদিন ওই সম্পত্তিকে নরকের আগুনে উত্তপ্ত করা হবে এবং তার দ্বারা তাদের ললাট, পাঁজর ও পিঠ দাগানো হবে। এই হল সেই সম্পদ যা তোমরা নিজেদের জন্য জমা করে রেখেছিলে এখন তার স্বাদ গ্রহণ কর যা তোমরা জমা করতে।

(৩৬) আল্লাহ যেদিন আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন সে দিনের ঠিক করা নিয়মে আল্লাহর কাছে মাসের সংখ্যা বারটি। এর মধ্যে চারটি নিষিদ্ধ মাস। এটাই সঠিক পন্থা। এমাসগুলোতে নিজেদের উপর অত্যাচার করো না। আর অংশীবাদীদের বিরুদ্ধে সবাই একসঙ্গে যুদ্ধ কর যেভাবে তারা সবাই একসঙ্গে মিলে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে। আর মনে রাখ যারা আল্লাহকে ভয় করে তিনি তাদের সঙ্গেই আছেন। (৩৭) মাস পিছিয়ে দেওয়া অবজ্ঞায় এক সংযোজন, এর দ্বারা অবজ্ঞাকারীরা পথভ্রষ্টতায় নিমজ্জিত হয়। তারা কোন বৎসরে নিষিদ্ধ মাসকে বৈধ করে নেয় আর কোন বৎসরে তা অবৈধ করে নেয়। যাতে আল্লাহ কর্তৃক নিষিদ্ধ মাসের সংখ্যা ঠিক রেখে আল্লাহ যা অবৈধ করেছেন তারা তা বৈধ করতে পারে। তাদের এসব খারাপ কাজ তাদের কাছে যৌক্তিক বলে উপস্থাপন করা হয়েছে। আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।

(৩৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের কি হয়েছে? যখন তোমাদের বলা হচ্ছে "আল্লাহর পথে বের হও' তখন তোমরা মাটির সাথে চিমটে যাচ্ছ। তোমরা কি পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট? পরলোকের তুলনায় তো পার্থিব জীবনের বস্তু অতি নগন্য। (৩৯) যদি তোমরা বের না হও তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি দেবেন। আর তোমাদের পরিবর্তে তিনি অন্য জাতিকে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। আর তোমরা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(৪০) যদি তোমরা রসূলের সহায়তা না কর তাহলে আল্লাহ স্বয়ং তাকে সাহায্য করেছেন যখন অবজ্ঞাকারীরা তাকে বের করে দিয়েছিল, যখন সে ছিল দুজনের দ্বিতীয়জন, যখন তারা দুজনে গুহায় ছিল, যখন সে তার সঙ্গীকে বলেছিল, চিন্তা করো না আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। অতঃপর আল্লাহ তার উপর শান্তি বর্ষন করেছেন, আর তাকে আপন সেনা দ্বারা সহায়তা করেছিলেন যা তোমরা দেখতে পাওনি। এবং অবজ্ঞাকারীদের কথা হেয় করে দিয়েছেন। আর আল্লাহর কথাই সমুন্নত, আল্লাহ পরম পরাক্রমশালী ও পরম প্রাজ্ঞ।

(৪১) হাল্কা ও ভারী এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে যুদ্ধ কর, এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল, যদি তোমরা জানতে। (৪২) যদি আশু লাভ ও সহজ যাত্রা হত তাহলে অবশ্যই তারা তোমাদের সহযাত্রী হত, কিন্তু এই গন্তব্য (দূরবর্তীর কারণে) তাদের কাছে কঠিন হয়ে পড়ল। এখন তারা শপথ করে বলবে, আমরা যদি পারতাম তাহলে অবশ্যই তোমাদের সাথে বের হতাম। ওরা নিজেদের ধ্বংস ডেকে আনছে। আর আল্লাহ জানেন যে, ওরা নিশ্চিতরূপে মিথ্যাবাদী।

(৪৩) আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন! তুমি কেন ওদের অনুমতি দিলে? এমনকি তোমার কাছে স্পষ্ট হয়ে যেত যে, কারা সত্যবাদী আর মিথ্যাবাদীদেরও তুমি জেনে নিতে। (৪৪) যারা আল্লাহ ও পরলোকে বিশ্বাসী তারা কখনও তোমার কাছে এই প্রার্থনা করবে না যে, তারা নিজেদের সম্পদ ও প্রাণ দিয়ে জেহাদ করবে না। আল্লাহ সন্ত্রস্ত লোকদের ভালভাবেই জানেন। (৪৫) তোমার কাছে তো ওই লোকেরাই অনুমতি চাইছে যারা আল্লাহর উপরে ও পরলোকে বিশ্বাস করে না আর ওদের অন্তরে সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছে। অতএব ওরা ওদের সন্দেহের মধ্যে দ্বিধাগ্রস্ত। (৪৬) তাদের যদি

বের হওয়ার ইচ্ছাই থাকত তাহলে তারা সেজন্যে কিছু সরঞ্জাম প্রস্তুত করত; কিন্তু আল্লাহ তাদের অভিযাত্রা অপছন্দ করেছেন; তাই তিনি তাদেরকে হতোদ্যম করেছেন এবং বলে দিয়েছেন, যারা বসে আছে তোমরা তাদের সাথেই বসে থাক।

(৪৭) তারা যদি তোমার সাথে বের হত তাহলে তোমাদের শুধু অনিষ্ঠই বাড়াত, আর ওরা তোমাদের মধ্যে উপদ্রব করার জন্য দৌড় ঝাঁপ করত। আর তোমাদের মধ্যে ওদের কথা শোনার লোকও রয়েছে। আল্লাহ অত্যাচারীদের সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত। (৪৮) এর পূর্বেও এরা উপদ্রব সৃষ্টি করার প্রয়াস করেছে এবং তোমাদের কাজ কর্ম উল্টে দিয়েছে। অবশেষে সত্য এসেছে, এবং আল্লাহর আদেশ প্রকট হয়েছে যদিও তারা অপ্রসন্ন থেকেই গেছে।

(৪৯) তাদের মধ্যে এমনও আছে যে বলে, আমাকে অব্যাহতি দাও আর আমাকে পরীক্ষার মধ্যে ফেল না। শুনে রাখ। তারা তো পরীক্ষার মধ্যে পড়ে গেছে। আর নিঃসন্দেহে নরক অবজ্ঞকারীদের বেষ্টন করে আছে। (৫০) তোমার কোন কল্যান হলে তাদের তা খারাপ লাগে। আর যদি তোমার কোন কষ্ট হয় তখন তারা বলে, আমরা আগেই আমাদের সামলে নিয়েছিলাম এবং তারা প্রসন্নচিত্তে সরে পড়ে। (৫১) বলো, আল্লাহ আমাদের জন্য যা নির্দ্ধারিত করে রেখেছেন তাছাড়া অন্য কিছু আমাদের হবে না। তিনিই আমাদের কার্য সম্পন্নকারী। আর আল্লাহর উপরেই আস্থাবানদের ভরসা করা উচিৎ। (৫২) বলো, তোমরা কি আমাদের জন্য দুটো কল্যানের যে কোন একটির প্রতিক্ষায় আছ? কিন্তু আমরা তোমাদের জন্য যে প্রতীক্ষা করছি তা হল, আল্লাহ তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের শাস্তি দিন অথবা আমাদের হাত দিয়ে। অতএব তোমরা প্রতীক্ষা কর আমরাও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

(৫৩) বলো, তোমরা স্বেচ্ছায় ব্যয় করো কিংবা অনিচ্ছায় তোমাদের সে ব্যয় কখন ও গ্রহণ করা হবে না। নিঃসন্দেহে তোমরা অবজ্ঞাকারী লোক। (৫৪) তাদের ব্যয় সমূহ কবুল হতে বাধা শুধু এটাই যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অবিশ্বাস করেছে আর এরা নামাযের জন্য আসে অলসভাবে আসে এবং খরচ করার সময় অনিচ্ছার সাথে খরচ করে। (৫৫) তুমি ওদের সম্পত্তি ও সন্তানদের কোন গুরুত্ব দিও না। আল্লাহ তো চান এর দ্বারা ওদের পার্থিব জীবনে শাস্তি দেবেন আর অবজ্ঞাকারী অবস্থায় ওদের প্রাণ চলে যাবে। (৫৬) তারা আল্লাহর শপথ করে বলে যে, তারা তোমাদের সাথে আছে অথচ তারা তোমাদের সাথে নেই। বরং এরা এমন লোক যারা তোমাদেরকে ভয় করে। (৫৭) তারা যদি কোন আশ্রয়স্থল পায় বা কোন গুহা অথবা লুকিয়ে থাকার স্থান তাহলে তারা সেদিকেই ছুটে পালাবে।

(৫৮) আর ওদের মধ্যে এমনও আছে যারা দান বন্টনের ব্যাপারে তোমাকে দোষারোপ করে। যদি ওদেরকে এর কিছু অংশ দিয়ে দেওয়া হয় তাহলে খুশী হয়, আর যদি না দেওয়া হয় অমনি তারা ক্রুদ্ধ হয়। (৫৯) কতই না ভাল হত, যদি আল্লাহ ও তাঁর রসূল তাদেরকে যা দিয়েছেন তাতে তারা সন্তুষ্ট হত আর বলত, “আল্লাহ আমাদের জন্য যথেষ্ট। আল্লাহ তাঁর অনুগ্রহ থেকে আমাদেরকে দান করবেন আর তাঁর রসূলও। আমরা তো আল্লাহকেই পেতে চাই।” (৬০) সদকা (যাকাত) তো কেবল গরীবদের জন্য এবং দূর্বলদের জন্য, তার সাথে সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের জন্য, যাদের মন আকৃষ্ট করা প্রয়োজন তাদের জন্য, দাসমুক্তির জন্য, ঋণগ্রস্তদের জন্য,আল্লাহর পথে জেহাদকারীদের জন্য এবং বন্দীমুক্তির জন্য, জরিমানা আদায় করার জন্য আর যাত্রী সহায়তায়। এটা আল্লাহর এক আদেশ। আল্লাহ মহাজ্ঞানী এবং বিবেকবান।

(৬১) তাদের মধ্যে এমন লোক ও আছে যারা নবী (বার্তাবহ) কে কষ্ট দেয় আর বলে, এই ব্যক্তি তো কান (সব কথায় কান দেয়)। বলো, সে তোমাদের মঙ্গলের কান, সে তো আল্লাহকে বিশ্বাস করে এবং আস্থাবানদের উপর ভরসা করে। আর তোমাদের মধ্যে যারা আস্থাবান তাদের জন্য দয়া স্বরূপ। আর যারা আল্লাহর রসূলকে কষ্ট দেয় তাদের জন্য রয়েছে কষ্টদায়ক শাস্তি। (৬২) তারা তোমাদের সামনে আল্লাহর শপথ নেয় যাতে তোমাদেরকে সন্তুষ্ট করতে পারে। অথচ আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সন্তুষ্ট করাই তাদের কর্তব্য, যদি তারা আস্থাবান হয়। (৬৩) তারা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতাকারীর জন্য রয়েছে নরকের অগ্নি যাতে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই তো চরম লাঞ্ছনা।

(৬৪) কপটচারীরা ভয় করে যে, পাছে আস্থাবানদের উপর এমন কোন সূরাহ (কুরআনের অংশ) অবতারিত হয় যা তাদের অন্তরের ভেদ ওদেরকে অবগত করে দেয়। বলো, উপহাস করে নাও, আল্লাহ নিশ্চিতরূপে তা প্রকাশ করে দেবেন যা তোমরা ভয় করছ। (৬৫) যদি তুমি ওদের জিজ্ঞাসা কর তাহলে ওরা বলবে আমরাতো হাঁসিঠাট্টা করছিলাম। বলো, তোমরা কি আল্লাহ আর তাঁর বানীসমূহ এবং তাঁর বার্তাবহকে নিয়ে হাঁসি তামাশা করছিলে? (৬৬) অজুহাত দেখিও না। তোমরা ঈমান আনার (আস্থা প্রকাশ করার) পর অস্বীকার করেছ। আর আমরা তোমাদের মধ্যে একদলকে ক্ষমা করে দেব তবে অন্য দলকে অবশ্যই শাস্তি দেব কেননা ওরা অপরাধী।

(৬৭) কপটচারী পুরুষ ও কপটচারী মহিলা সবাই একই রকম। ওরা খারাপ কাজের আদেশ দেয় আর ভাল কাজ থেকে বিরত রাখে, আর নিজেদের হাত বন্ধ রাখে। তারা আল্লাহকে ভূলে গেছে, তাই তিনিও তাদেরকে ভূলে গেছেন। নিঃসন্দেহে কপটচারীরা বড় অবজ্ঞাকারী। (৬৮) কপটাচারী পুরুষ

আর কপটাচারী মহিলা এবং অস্বীকারকারীদের আল্লাহ নরকের আগুনের ওয়াদা করেছেন যাতে তারা স্থায়ীভাবে থাকবে, এটাই ওদের জন্য পর্যাপ্ত। ওদের উপর আল্লাহর অভিশাপ ও ওদের জন্য রয়েছে স্থায়ী শাস্তি। (৬৯) তোমরা তোমাদের পূর্ববর্তীদের মতই। তারা শক্তিতে তোমাদের চেয়ে প্রবল ছিল এবং তাদের ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততিও তোমাদের চেয়ে বেশী ছিল। তারা তাদের অংশ ভোগ করেছিল, তোমরাও তোমাদের অংশ ভোগ করেছ, যেমন তোমাদের পূর্ববর্তীরা তাদের অংশ ভোগ করেছিল এবং তারা যেমন অনর্থক কথাবার্তা বলেছিল তোমরাও তেমন অনর্থক কথাবার্তা বলছ। তারাই সেই লোক যাদের কর্ম পৃথিবীতে এবং পরলোকে নষ্ট হয়ে গেছে আর তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। (৭০) ওদের কাছে কি ওই লোকদের সংবাদ পৌঁছায়নি? যারা ওদের পূর্বে চলে গেছে। নূহ, আদ, সামূদ এবং ইবরাহীমের সম্প্রদায় আর মাদায়েনের লোক ও উল্টে দেওয়া জনপদের বাসিন্দাদের। ওদের কাছে ওদের বার্তাবহ প্রমাণসহ এসেছিলেন আর এমন ও ছিল না যে, আল্লাহ তাদের উপর অত্যাচার করেছেন, বরং ওরা স্বয়ং নিজের উপর অত্যাচার করতে থাকে।

(৭১) আর আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলা একে অপরের সহায়ক। ওরা ভাল কাজের নির্দেশ দেয় আর খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে আর নামায কায়েম করে আর যাকাত (আবশ্যিক দান) আদায় করে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আদেশ পালন করে। এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী এবং তত্ত্বদর্শী। (৭২) আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের আল্লাহ ওয়াদা করেছেন এমন উদ্যানের যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে সেখানে তারা চিরদিন থাকবে। আরো প্রতিশ্রুতি সুন্দর সুন্দর বাসস্থানের, স্থায়ী থাকার উদ্যানের আর আল্লাহর

সন্তুষ্টির যা সবচেয়ে বড়। এটাই মহান সাফল্য। (৭৩) হে নবী! অস্বীকারকারী ও কপটচারীদের সাথে জেহাদ কর ওদের প্রতি কঠোর হও। আর ওদের নিবাস হল নরক আর তা বড়ই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭৪) ওরা আল্লাহর শপথ করে যে, ওরা কিছুই বলেনি। অথচ তারা অবজ্ঞার কথা বলেছে আর ওরা ইসলামের পরে অস্বীকারকারী হয়ে গেছে আর ওরা ওটাই চায় যা ওরা প্রাপ্ত হতে পারেনি। আর এটাই কেবল তাদের প্রতিফল যা আল্লাহ ও তাঁর রসূল আপন কৃপায় সম্পন্ন করেছেন। যদি ওরা তওবা (অনুতাপ) করে তাহলে ওদের জন্য উত্তম আর যদি মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ ওদেরকে ইহলোক ও পরলোকে কষ্টদায়ক শাস্তি দেবেন। আর পৃথিবীতে না তাদের কোন সমর্থক হবে আর না কোন সহায়ক।

(৭৫) আর ওদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহকে কথা দিয়েছিল যে, যদি তিনি আমাদের আপন কৃপা দান করেন তাহলে অবশ্যই আমরা দান করব আর অমরা সদাচারী হয়ে থাকব। (৭৬) অতঃপর আল্লাহ যখন ওদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে দান করলেন তখন ওরা কৃপণতা করতে থাকল এবং অঙ্গীকার থেকে মূখ ফিরিয়ে নিল। (৭৭) অতএব আল্লাহ ওদের অন্তরে কপটতা সঞ্চার করলেন সেই দিন পর্যন্ত যখন ওরা তাঁর সাথে মিলিত হবে, কারন ওরা আল্লাহর সাথে কৃত অঙ্গীকার ভঙ্গ করেছিল আর এই কারণে যে ওরা মিথ্যা বলত। (৭৮) ওরা কি জানতে পারেনি যে, আল্লাহ ওদের গোপন কথা ও গোপন সলা-পরমর্শ অবগত আছেন, এবং আল্লাহ সবই লুকানো কথা ভাল করেই জানেন।

(৭৯) ওই লোকেরা ওই আস্থাবানদের যে বিদ্রুপ করে যারা মন খুলে দান করে আর যারা কেবল নিজের কষ্টার্জিত মজুরি দ্বারা দান করে ওরা ওদের উপহাস করে, আল্লাহ ওই উপহাসকারীদের উপহাস করেন আর

ওদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৮০) তুমি ওদের জন্য ক্ষমা চাও আর না চাও, যদি তুমি সত্তর বার ওদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর তাহলেও আল্লাহ ওদের ক্ষমা করবেন না। কারণ ওরা আল্লাহ ও তার রসূলকে অবিশ্বাস করেছে। আর আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না।

(৮১) আল্লাহর রসূলের পিছনে থেকে যাওয়া লোকগুলো বসে বসে আনন্দ করেছে এবং নিজেদের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ করা ওদের খুব ভারী মনে হয়েছে। আর ওরা বলেছে গরমের মধ্যে অভিযানে বের হয়ো না। বলে দাও, নরকের আগুন এর চেয়ে অধিক গরম, "যদি তারা বুঝত।" (৮২) অতএব ওরা কম হাঁসুক আর বেশী কাঁদুক ওদের কৃতকর্মের ফলে যা ওরা করছিল। (৮৩) অতঃপর আল্লাহ যদি তোমাকে ওদের কোন দলের কাছে ফিরিয়ে আনেন এবং তারা যুদ্ধে বের হওয়ার অনুমতি চায় তাহলে তুমি বলবে, তোমরা আমার সাথে কখনও বের হবে না এবং আমার সাথে শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধও করবে না, প্রথম বারেও তো তোমরা বসে থাকতেই পছন্দ করেছিলে, অতএব পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের সাথে বসে থাক। (৮৪) ওদের মধ্যে কেউ মারা গেলে তার উপরে কখনও নামায পড়ো না আর তার কবরের পাশেও দাঁড়াবে না। নিঃসন্দেহে ওরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অবিশ্বাস করেছে আর ওরা অবাধ্য অবস্থায় মারা গিয়েছে।

(৮৫) ওদের ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি যেন তোমাকে বিস্মিত না করে। বস্তুত আল্লাহ চান, ওসব দিয়ে ওদেরকে পৃথিবীতে শাস্তি দেবেন আর ওদের প্রাণ অবিশ্বাসী অবস্থায় চলে যাক। (৮৬) আর যখন কোন সূরাহ অবতীর্ণ হয় যে, আল্লাহর উপর বিশ্বাস স্থাপন কর (আস্থারাখো) আর তাঁর রসূলের সঙ্গে থেকে জেহাদ কর, তখন ওদের সামর্থবানেরা তোমার কাছে ছাড় চাইতে থাকে আর বলে যে, আমাদের ছেড়ে দিন আমরা এখানকার

লোকদের সাথে থাকি। (৮৭) ওরা পিছনে থাকা মহিলাদের সঙ্গে থাকতেই পছন্দ করেছে। আর ওদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে যার ফলে ওরা বুঝতে পারে না। (৮৮) কিন্তু রসূল ও তার সাথের আস্থাবানগণ তাদের জীবন ও সম্পদ দিয়ে জেহাদ করেছে। তাদের জন্যেই কল্যান রয়েছে আর তারাই সফলকাম। (৮৯) ওদের জন্য আল্লাহ এমন উদ্যান তৈরী করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত সেখানে ওরা চিরদিন থাকবে। ওটাই বড় সফলতা।

(৯০) গ্রাম্য আরববাসীদের মধ্যেও অজুহাত পেশকারীরা এল যাতে তাদের অনুমতি মেলে, আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের সঙ্গে মিথ্যা বলে বসে রইল। এদের মধ্যে যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি পাকড়াও করবে। (৯১) দুর্বলদের উপর কোন পাপ নেই, আর না ব্যধিগ্রস্থদের উপর এবং যাদের ব্যয় করার মত কিছু নেই। যদি তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি আন্তরিক থাকে। সৎকর্মশীলদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান। (৯২) আর না ওই লোকদের প্রতি কোন অভিযোগ আছে, যখন তারা তোমার কাছে এল যে তুমি তাদের বাহন দাও। তখন তুমি বললে যে, আমার কাছে তোমাদেরকে দেওয়ার মত কোন বাহন নেই। তখন তারা এমন অবস্থায় ফিরে গেল যে, তাদের চোখ দিয়ে অশ্রু ঝরে পড়ছিল এই দুঃখে যে তাদের কাছে ব্যয় করার মত কিছু নেই। (৯৩) অভিযোগ তো কেবল ওই লোকদের প্রতি যারা তোমার কাছে অব্যহতি চাইছিল সম্পন্ন হওয়া সত্ত্বেও। তারা পিছনে থাকা মহিলাদের সাথে থাকতে পছন্দ করল। আর আল্লাহ তাদের অন্তরে মোহর লাগিয়ে দিলেন, তাই তারা জানতে পারছে না।

(৯৪) তুমি যখন ওদের কাছে ফিরে আসবে তখন ওরা তোমাদের

সামনে অজুহাত পেশ করবে। বলে দাও, বাহানা বানিও না আমরা তোমাদের কথা মানব না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আমাদের তোমাদের পরিস্থিতি বলে দিয়েছেন। এখন আল্লাহ ও রসূল তোমাদের কর্মকাণ্ড দেখবেন। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর দিকেই ফিরিয়ে আনা হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয় সমূহ অবগত আছেন। তিনিই তোমাদের বলে দেবেন যা তোমরা করছিলে। (৯৫) তোমরা তাদের কাছে ফিরে এলে তারা তোমাদের কাছে আল্লাহর নামে কসম খাবে যাতে তোমরা বিষয়টি উপেক্ষা কর এবং তাদের ছেড়ে দাও, নিঃসন্দেহে তারা অপবিত্র আর ওদের ঠিকানা নরকে যা তারা করেছিল তার ফলস্বরূপ। (৯৬) তারা তোমাদের সামনে শপথ করবে যাতে তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হও। যদি তোমরা তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েও যাও তাহলে আল্লাহ ওই অবাধ্য লোকদের প্রতি কিছুতেই সন্তুষ্ট হবেন না।

(৯৭) গ্রামের মানুষেরা অবাধ্যতা ও কপটাচারীতায় অধিক পারঙ্গম এবং আল্লাহ তাঁর রসূলের উপর যা অবতীর্ণ করেছেন তার সীমা রেখা সম্বন্ধে অনভিজ্ঞ। আর আল্লাহ সবই জানেন, এবং বিবেকবান। (৯৮) আর গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর পথে ব্যয় করাকে এক জরিমানা মনে করে আর তোমাদের জন্য মন্দ সময় আসুক এই প্রতীক্ষায় থাকে। তাদের উপরই দূর্বিপাক নেমে আসুক। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৯৯) আর গ্রাম্য মানুষদের মধ্যে এমনও আছে যারা আল্লাহর উপর এবং পরলোকের দিনকে বিশ্বাস করে আর যা কিছু খরচ করে আল্লাহর নৈকট্য লাভ ও রসূলের আশির্বাদ পাওয়ার মাধ্যম মনে করে। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে ওটা ওদের জন্য নৈকট্য লাভের মাধ্যম। আল্লাহ ওদের স্বীয় অনুগ্রহের মাঝে প্রবেশ করাবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১০০) আর মোহাজির (প্রবাসী) ও আনসার (সহায়তাকারী) এর মধ্যে যারা পূর্ববর্তী এবং যথার্থ অনুসরণকারীদের প্রতি আল্লাহ সন্তুষ্ট, এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। আর আল্লাহ ওদের জন্য এমন উদ্যান প্রস্তুত করে রেখেছেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। ওরা সেখানে চিরকাল থাকবে। এটাই তো বড় সাফল্য। (১০১) আর তোমাদের আশে পাশে যেসব গ্রাম্য লোক আছে ওদের মধ্যে কিছু কপট লোক আছে আর মদীনাবাসীদের মধ্যেও কিছু কপট লোক আছে। ওরা জিদ করে কপটতা করছে। তুমি ওদের চেন না, তবে আমি ওদেরকে চিনি। ওদেরকে আমি দ্বিগুণ শাস্তি দেব। তারপর ওদেরকে এক ভয়ানক শাস্তির দিকে পাঠানো হবে।

(১০২) আর একদল লোক আছে যারা নিজেদের ভূল স্বীকার করে নিয়েছে তারা ভাল-মন্দ মিশিয়ে কাজ করেছিল। আশা করা যায় যে, আল্লাহ তাদের দেখবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। (১০৩) তুমি তাদেরকে পবিত্র ও পরিশোধন করার জন্য তাদের সম্পদ থেকে দান গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য দোয়া কর। নিঃসন্দেহে তোমার দোয়া তাদের জন্য শান্তির কারণ হবে। আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছুই জানেন। (১০৪) তারা কি জানে না যে, আল্লাহই তাঁর বান্দাদের অনুতাপ গ্রহণ করেন ও তাদের দান গ্রহণ করেন এবং আল্লাহই অনুতাপ গ্রহণকারী ও পরম দয়ালু। (১০৫) বলো, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আর আস্থাবানেরা তোমাদের কাজ দেখবেন। আর অতি সত্বর তোমাদেরকে সেই সত্ত্বার দিকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে যিনি প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহ জানেন। তিনি তোমাদের বলে দেবেন যা কিছু তোমরা করছিলে। (১০৬) আর অন্য কিছু লোক আছে যাদের ব্যাপারে সিদ্ধান্ত আল্লাহর নির্দেশ না আসা পর্যন্ত স্থগিত

হয়ে আছে। তাদেরকে হয় তিনি শাস্তি দেবেন না হয় ক্ষমা করবেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১০৭) আর তাদের মধ্যে এমনও আছে যারা একটি মসজিদ বানিয়েছে ক্ষতি করার জন্যে, অস্বীকার করার জন্যে আর আস্থাবানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির জন্যে, আর এজন্যে যে, ইতিপূর্বে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারীদের ঘাঁটি হিসাবে ব্যবহারের জন্যে। আর এরা শপথ করে বলবে আমাদের উদ্দেশ্য তো ভাল; তবে আল্লাহ স্বাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এরা মিথ্যুক। (১০৮) তুমি এই ভবনে কখনও দাঁড়াবেনা হ্যাঁ, যে মসজিদটি প্রথম দিন থেকেই খোদা ভীরুতার উপর ভিত্তি করে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে সেটাই তোমার দাঁড়াবার জন্য অধিক যোগ্য। সেখানে এমন লোক আছে যারা পবিত্র থাকতে ভালবাসে। আর আল্লাহ পবিত্রতা অর্জনকারীদের পছন্দ করেন। (১০৯) ওই ব্যক্তিই কি শ্রেষ্ঠ যে তার ভবনের ভিত্তি প্রস্তর আল্লাহর ভয়ে ও আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য স্থাপন করেছে। অথবা ওই ব্যক্তি শ্রেষ্ঠ যে স্বীয় ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর এক ভাঙনের কিনারায় স্থাপন করে যা যেকোন মূহুর্তে ভেঙে পড়বে? অতঃপর ওই ভবন তাকে নিয়ে নরকের আগুনে গিয়ে পড়ে। আর আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ দেখান না। (১১০) আর যে ভবনটি তারা নির্মান করেছে তা তাদের অন্তরে সর্বদা এক সন্দেহের বস্তু হয়েই থাকবে, যে পর্যন্ত না তাদের অন্তরসমূহ টুকরো টুকরো হয়ে যায়। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১১১) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আস্থাবানদের কাছ থেকে তাদের জীবন ও সম্পদ কিনে নিয়েছেন স্বর্গের বিনিময়ে। তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, মারে এবং মরে। এটা আল্লাহর এক ওয়াদা তৌরাত,ও কুরআনে। আর আল্লাহর চেয়ে ওয়াদা পুরণকারী আর কে আছে? অতএব তোমরা আনন্দ

কর এব্যাপারে যা তোমরা আল্লাহর সাথে করেছ। আর এটাই বড় সাফল্য। (১১২) তারা ক্ষমা প্রার্থনাকারী, উপাসনাকারী, গুনগানকারী, ভালকাজের আদেশ প্রদানকারী, মন্দকাজে বাধাদানকারী,আল্লাহর সীমাসমূহ রক্ষাকারী আর আস্থাবানদের সুসংবাদ দিয়ে দাও।

(১১৩) রসূল ও আস্থাবানদের উচিৎ নয় যে, অংশীবাদীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, তার আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা স্পষ্ট হয়ে গেছে যে, তারা নরকে গমন করা লোক। (১১৪) আর ইবরাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রর্থনা তো ছিল কেবল তার সাথে কৃত একটি প্রতিজ্ঞার কারণে। কিন্তু যখন তার কাছে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, আল্লাহর শত্রু তখন সে তার সাথে আলাদা হয়ে গেল। নিঃসন্দেহে ইবরাহীম খুব কোমলপ্রাণ ও সহনশীল ছিলেন। (১১৫) আর আল্লাহ কোন সম্প্রদায়কে পথ দেখানোর পর পথভ্রষ্ট করেননা। যতক্ষন না পর্যন্ত তাদেরকে সাফ-সাফ ওই বিষয় বলে দেন যা থেকে তাদের বাঁচতে হবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন। (১১৬) আকাশ ও পৃথিবীর সত্ত্বা আল্লাহরই, তিনিই জীবনদান করেন এবং তিনিই মৃত্যুদান করেন। আর আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন বন্ধু নেই আর না কোন সহায়ক।

(১১৭) আল্লাহ রসূলের প্রতি মোহাজেরিন (প্রবাসী) এবং আনসার (সহায়তাকারী) গণের প্রতি মনযোগ দিলেন, যারা কঠিন সময়ে রসূলের অনুসারী হয়েছিল, যখন ইতিমধ্যেই তাদের একটি দলের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টির উপক্রম হয়েছিল। অতঃপর আল্লাহ তাদের প্রতি দয়াও করেছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের প্রতি কৃপাশীল, পরম দয়ালু। (১১৮) আর সেই তিনজনের প্রতিও আল্লাহ মনযোগ দিলেন যাদের সম্পর্কে সিদ্ধান্ত স্থগিত রাখা হয়েছিল। এমনকি যখন বিশাল পৃথিবী তাদের কাছে সঙ্কুচিত হয়ে পড়েছিল আর তারা স্বয়ং নিজেই নিজের কাছে বিতৃষ্ণার শিকার হয়ে পড়েছিল আর ওরা

মনে করেছিল আল্লাহর থেকে বাঁচার জন্য স্বয়ং আল্লাহ ছাড়া আর কোন আশ্রয়স্থল নেই। অতঃপর তিনি ওদের প্রতি অনুগ্রহশীল হলেন যাতে তারা ক্ষমাপ্রার্থনা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১১৯) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যবাদীদের সঙ্গে থাক। (১২০) মদীনার অধিবাসী ও তার আশেপাশের গ্রাম্য মানুষদের উচিৎ হয়নি যে তারা আল্লাহর রসূলকে ছেড়ে পিছনে থেকে যাওয়া আর রসূলের জীবন থেকে নিজেদের জীবনকে ভালবাসা। তা এজন্য যে, যে তৃষ্ণা, ক্লান্তি বা ক্ষুধা তাদের আল্লাহর পথে অনুভূত হয় আর অস্বীকারকারীদের কষ্ট দেওয়ার জন্য যে পদক্ষেপই তারা নেয়। আর যা কিছু তারা শত্রুদের কাছ থেকে ছিনিয়ে নেয় তার বিনিময়ে তাঁদের জন্য একটি করে সৎকর্ম লিখে দেওয়া হয়। আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না। (১২১) আর তারা ছোট কিংবা বড় যা কিছুই ব্যায় করে অথবা যেকোন উপত্যকা অতিক্রম করে তা সব তাদের জন্য লিখে দেওয়া হয়েছে যাতে আল্লাহ তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠতম প্রতিফল দিতে পারেন।

(১২২) এটা সম্ভব ছিলনা যে, আস্থাবানেরা সবাই একসঙ্গে বেরিয়ে পড়ে। তাহলে এমন হলোনা কেন যে তাদের প্রত্যেক দল থেকে একটি করে অংশ বেরিয়ে আসে যাতে তারা দ্বীনের (ধর্মের) গভীর জ্ঞান অর্জন করতে পারে এবং ফিরে যেয়ে তাদের সম্প্রদায়ের লোকদের সচেতন করে যাতে তারাও খোদাভীরু হতে পারে।

(১২৩) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের আশপাশে যে সব অস্বীকারকারীরা রয়েছে তাদের সাথে যুদ্ধ কর, তারা যেন তোমাদের মধ্যে কঠোরতা দেখতে পায়। আর জেনে যাখ যে, আল্লাহকে যারা ভয় করে আল্লাহ তাদের সাথেই আছেন। (১২৪) আর যখন কোন সূরাহ অবতীর্ণ হয় তখন তাদের মধ্যে

কেউ কেউ বলে, এটা তোমাদের মধ্যে কার কার ঈমান বৃদ্ধি করেছে? অতএব যারা ঈমানদার এই সূরাহ তাদের ঈমান বৃদ্ধি করে আর তারা খুশী হয়।(১২৫) আর যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এই সূরাহ তাদের পঙ্কিলতার সাথে আরো পঙ্কিলতা বৃদ্ধি করে। আর তারা আমৃত্যু অস্বীকারকারী হয়েই থাকে। (১২৬) তারা কি দেখেনা যে, তাদেরকে প্রতি বছর দু-একবার করে পরীক্ষায় ফেলা হয়, তার পরও তারা অনুশোচনা করে না বা শিক্ষা গ্রহণ করে না। (১২৭) আর যখনই কোন সূরাহ অবতীর্ণ হয় তখন এরা একে অপরের দিকে তাকায় যে, কেউ দেখছে না তো? তারপর চলে যায়। আল্লাহ তাদের অন্তর সমূহ ফিরিয়ে রেখেছেন একারণেই তারা এক নির্বোধ জনগোষ্ঠি।

(১২৮) তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য থেকেই একজন রসূল এসেছে। তোমাদের ক্ষতি তার নিকট কষ্টপ্রদ সে তোমাদের কল্যান চায় এবং আস্থাবানদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহশীল ও দয়ালু। (১২৯) তথাপি যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে তাদের বলবে যে, আমার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আমি তাঁরই উপর নির্ভর করি, আর তিনিই মহান আরশের (সিংহাসনের) মালিক।

১০. সূরাহ ইউনুস (যোনাহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) আলিফ, লাম, রা এগুলো প্রজ্ঞাপূর্ণ কিতাবের আয়াত (শ্রুতি) (২) মানুষের জন্য এটা কি বিষ্ময়ের ব্যাপার যে, আমরা তাদের মধ্যে থেকেই একজনের উপর ওহী (শ্রুতি) পাঠিয়েছি এই বলে যে, লোকদেরকে সতর্ক কর আর যারা বিশ্বাস করবে তাদেরকে সুসংবাদ দাও যে, তাদের জন্য

তাদের প্রভূর কাছে উচ্চ মর্যাদা রয়েছে। অবজ্ঞাকারীরা বলতে লাগল এতো এক প্রকাশ্য যাদুকর।

(৩) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ তো সেই আল্লাহ যিনি ছয় দিনে (ছয় সময় অবধি) আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তার পরে সিংহাসনে সমাসীন হলেন। তিনিই সবকিছু পরিচালনা করেন। তাঁর বিনা অনুমতিতে কেউই সুপারিশকারী নেই। এই হচ্ছে তোমাদের প্রভূ আল্লাহ। অতএব তোমরা তাঁরই উপাসনা কর। তোমরা কি চিন্তা কর না? (৪) তাঁরই কাছে তোমাদের সকলের প্রত্যাবর্তন, এটাই আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা। নিঃসন্দেহে তিনিই প্রথম সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পূনঃসৃষ্টি করবেন যাতে যারা বিশ্বাস স্থাপন করেছে আর সৎকর্ম করেছে তাদের ন্যায্য প্রতিফল দিতে পারেন। আর যারা অবজ্ঞা করেছে তাদের অবজ্ঞার বিনিময়ে তাদের জন্য ফুটন্ত পানি আর যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(৫) আল্লাহই যিনি প্রখর কিরণের জন্য সূর্য আর স্নিগ্ধ আলোর জন্য চন্দ্র সৃষ্টি করেছেন এবং এদের গন্তব্য নির্ধারিত করেছেন যাতে তোমরা বছরের গণনা ও হিসাব জানতে পার। আল্লাহ সবকিছুই উদ্দেশ্যহীন ভাবে তৈরী করেননি, তিনি নিদর্শনসমূহ স্পষ্ট ভাবে বর্ণনা করেছেন ওদের জন্য যারা বুদ্ধিমান। (৬) নিশ্চয়ই রাত-দিনের পরিবর্তনে এবং আল্লাহ যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন ওতে লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা ভয় রাখে। (৭) নিঃসন্দেহে যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখেনা এবং পার্থিব জীবনেই সন্তুষ্ট এবং তাতেই প্রসন্ন রয়েছে, আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে অসাবধান হয়ে আছে। (৮) তাদের কৃতকর্মের কারণেই তাদের ঠিকানা হবে নরকে। (৯) নিঃসন্দেহে যারা আস্থাবান হয়েছে আর সৎকর্ম করেছে, আল্লাহ তাদের আস্থার কারণে তাদেরকে স্বর্গে পৌঁছে

দেবেন, আর ওর পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সুখের উদ্যানে। (১০) সেখানে তাদের কথাই হবে হে আল্লাহ! তুমি পবিত্র। পরস্পরের অভিবাদন হবে সালাম। আর ওদের শেষ কথা হবে সব প্রশংসা আল্লাহর যিনি নিখিল জগতের প্রভূ।

(১১) যদি মানুষের জন্য শাস্তিও ওইভাবে শিঘ্রই পৌঁছেদেন যেভাবে তিনি ওদের সাথে দয়ার ক্ষেত্রে দ্রুত করেন তাহলে তাদের নির্ধারিত সময় শেষ করে দেওয়া হত। কিন্তু আমরা ওই লোকদের যারা আমাদের সাথে সাক্ষাতের আশা রাখে না, তাদের অবাধ্যতার মাঝে দিকভ্রান্ত হয়ে ঘোরার জন্য ছেড়ে দিই। (১২) আর মানুষ যখন কষ্টে পড়ে তখন সে শুয়ে, বসে, দাঁড়িয়ে আমাকে ডাকে, তারপর আমরা যখন তার কষ্ট দূর করে দিই তখন সে এমন হয়ে যায় যেন সে কখনও তার খারাপ সময়ে আমাকে ডাকেইনি। এভাবে সীমালঙ্ঘন কারীদের জন্য তাদের কর্ম আকর্ষক করে দেওয়া হয়েছে।

(১৩) আর আমরা তোমাদের পূর্বের অনেক জাতিকে ধ্বংস করে দিয়েছি যখন তারা অন্যায় করেছিল। যখন তাদের রসূলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমানাদী নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে প্রস্তুত ছিল না। এভাবেই আমি পাপীদেরকে শাস্তি দিয়ে থাকি। (১৪) অতঃপর আমরা তোমাদেরকে ওদের পরে দেশের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি যাতে আমরা দেখি তোমরা কিভাবে কাজ কর।

(১৫) যখন তাদেরকে আমাদের স্পষ্ট আয়াত পড়ে শোনানো হয় তখন যাদের আমাদের কাছে আসার ভয় নেই তারা বলে তুমি এটা ছাড়া অন্য কোন কুরআন নিয়ে এস অথবা এটাকে পরিবর্তন কর। বল আমিতো এটা নিজের ইচ্ছায় পরিবর্তন করতে পারি না। আমি তো কেবল এই ওহীর (প্রত্যাদেশের) অনুসরণ করি যা আমার কাছে আসে। যদি আমি আমার

প্রভূকে অবজ্ঞা করি তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করছি। (১৬) বলো, আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে আমি এটা তোমাদের শুনাতাম না আর আল্লাহও এদ্বারা তোমাদের সাবধান করতেন না। এর পূর্বেও আমি তোমাদের মধ্যে এক জীবনকাল অতিবাহিত করেছি। তোমরা কি তবুও বুঝতে পারনা? (১৭) তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হতে পারে যে আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করে অথবা তাঁর নিদর্শন সমূহ মিথ্যা মনে করে। নিশ্চিত ভাবে অত্যাচারীদের সফলতা প্রাপ্ত হয় না।

(১৮) তারা আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা করে যা তাদের না ক্ষতি করতে পারে না উপকার, আর তারা বলে যে, এরা আল্লাহর কাছে আমাদের সুপারিশকারী। তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছু জানাতে চাইছ যা আকাশ ও পৃথিবীতে আছে বলে তিনি জানেন না। তিনি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ওথেকে যাকে তারা শরীক করে। (১৯) সব মানুষতো একই সম্প্রদায় ছিল। পরে তারা মতভেদ করে। যদি তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে একটি কথা আগেই নির্ধারিত না থাকত তাহলে যা নিয়ে তারা মতভেদ করছে তাদের মধ্যে তা মীমাংসা করে দেওয়া হত।

(২০) আর তারা বলে যে, রসূলের কাছে তার প্রভূর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন আসেনি? বলো, অদৃশ্য বিষয় কেবল আল্লাহরই কাছে থাকে, সুতরাং প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষায় রইলাম। (২১) কষ্ট ভোগের পর মানুষকে আমরা যখন অনুগ্রহের আস্বাদন করাই, তখনই আমাদের নিদর্শন সমূহ নিয়ে তারা ছলনা করে। বল, আল্লাহ ছলনায় ওদের চেয়েও দ্রুততম। নিশ্চয়ই আমাদের ফেরেশতাগণ (দেবদূত) তোমাদের ছলনাগুলি লিখছে।

(২২) তিনি আল্লাহই যিনি তোমাদেরকে জলে ও স্থলে চলাচল করান। এমনকি তোমরা যখন নৌযানে থাক আর নাবিকরা আরোহীদের নিয়ে অনুকূল বাতাসে চলে আর ওদের দিকে চারিদিক দিয়ে উত্তাল তরঙ্গ আছড়ে পড়তে থাকে আর তারা খুবই নিষ্ঠার সাথে বিশুদ্ধভাবে আল্লাহকেই ডাকতে থাকে যে, যদি তুমি আমাদেরকে এথেকে উদ্ধার কর তাহলে আমরা নিশ্চিতরূপে কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী বান্দা হব। (২৩) অতঃপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করেন তাহলে তৎক্ষনাৎ তারা অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করতে থাকে। হে মানুষ! তোমাদের বিদ্রোহ তোমাদের নিজেরই বিরুদ্ধে যাবে, বর্তমান জীবনে ভোগ করে নাও, আবার তোমাদের আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন আমরা তোমাদের বলব যা কিছু তোমরা করছিলে।

(২৪) পার্থিব জীবনের উদাহরণ এরকম যেমন পানি আমরা আকাশ থেকে পানি বর্ষন করলাম তবেই পৃথিবীতে ভরপুর বনস্পতি জন্মাল যা থেকে মানুষ ও পশু আহার করে। অবশেষে ভূমি যখন তার সাজ ধারণ করল আর সুসজ্জিত হল তখন এর অধিবাসীরা মনে করল এখন এ আমাদের নিয়ন্ত্রণে তখন হঠাৎই সেখানে দিনে বা রাতে আমার নির্দেশ পৌঁছে গেল, আর আমরা ওটাকে ফসল কাটা জমির মত করে দিলাম। যেন গতকাল ওখানে কিছুই ছিলনা। এভাবেই আমরা নিদর্শন গুলি স্পষ্টরূপে বর্ণনা করে থাকি ওই লোকদের জন্য যারা চিন্তাশীল।

(২৫) আর আল্লাহ শান্তির নিবাসের দিকে ডাকেন আর তিনি যাকে ইচ্ছা সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (২৬) যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে কল্যান আর তার চেয়েও বেশী। কোন কালিমা বা লাঞ্ছনা তাদের চেহারা আচ্ছন্ন করেনা। এরাই স্বর্গের অধিবাসী তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৭) আর যারা খারাপ কাজ করে তারা খারাপ কাজের অনুরূপ

প্রতিফলই পাবে তারা অপমানে আচ্ছন্ন হয়ে থাকবে। আল্লাহর হাত থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী নেই। তাদের চেহারা যেন অন্ধকার রাতের টুকরো দিয়ে আচ্ছন্ন করা হয়েছে। এরাই নরকের অধিবাসী এরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(২৮) আর যেদিন আমরা ওদের সবাইকে একত্রিত করব, তারপর অংশীবাদীদের বলব, তোমরা ও তোমাদের শরীকরা তোমাদের জায়গায় দাঁড়িয়ে থাকো, তারপর আমি তাদেরকে পৃথক করে দেব আর তাদের শরীকরা বলবে, তোমরা তো আমাদের উপাসনা করতে না। (২৯) আল্লাহই আমাদের ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসেবে যথেষ্ট। তোমাদের উপাসনা সম্পর্কে আমরা তো কিছুই জানতাম না। (৩০) ওই সময় প্রত্যেকে তাদের সেই কর্মের মুখোমুখী হবে যা তারা পূর্বে করেছিল। আর তাদেরকে তাদের বাস্তবিক প্রভূর কাছে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। আর তারা যে মিথ্যা উদ্ভাবন করেছিল তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে।

(৩১) বলো, কে তোমাদের আকাশ ও পৃথিবীতে জীবিকা প্রদান করে অথবা কে আছে যিনি কান ও চোখের উপর নিয়ন্ত্রণ রাখে। আর কে প্রাণহীন থেকে প্রাণ আর প্রাণ থেকে প্রাণহীনকে বার করে, আর কে সবকিছু সম্পন্ন করে? ওরা বলবে আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা আল্লাহকে ভয় করবে না? (৩২) অতএব এই হচ্ছে আল্লাহ যিনি তোমাদের বাস্তবিক প্রভূ। অতএব সত্যের পরে বিভ্রান্তি ছাড়া আর কি থাকতে পারে? অতএব তোমরা কিভাবে বিচ্যুত হচ্ছ? (৩৩) এভাবেই তোমার প্রভূর কথা বিদ্রোহীদের সম্পর্কে পূরো হয়েই ছাড়ল যে, তারা কখনও ঈমান আনবেনা (আস্থাবান হবে না)।

(৩৪) বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সৃষ্টির সূচনা ও তার পূনরাবৃত্তি করে? বলো, আল্লাহই সৃষ্টির সূচনা ও তার পূনরাবৃত্তি

করেন। অতএব তোমরা কিভাবে বিচ্যুত হচ্ছ? (৩৫) বলো, তোমাদের শরীকদের মধ্যে এমন কেউ আছে কি যে সত্যের পথ দেখায়? বলো, আল্লাহই সত্যের পথ দেখান। অতএব যিনি সত্যের পথ দেখান তিনি অনুসরণের দাবিদার না যে নিজেরই পথ খুঁজে পায় না পথ বলে না দিলে সে অনুসরণের দাবিদার? তোমাদের হলটা কি? তোমরা কিভাবে নির্ণয় কর? (৩৬) তাদের অধিকাংশই কেবল অনুমানের উপর চলে, আর অনুমান সত্যের জায়গায় কোন কাজে আসে না। আর আল্লাহ ভালই জানেন তারা যা করে।

(৩৭) এই কুরআন এমন নয় যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কেউ বানিয়ে নেবে। বরং এ সমর্থনকারী ওই ভবিষ্যৎ বানীর যা প্রথম থেকেই মজুত আছে। আর আসমানী কিতাবের ব্যাখ্যাকারী এতে কোন সন্দেহ নেই যে এ জগৎ প্রভূর পক্ষ থেকে আগত। (৩৮) এই লোকেরা কি বলে যে, এই ব্যাক্তিই এটা বানিয়েছে? বলো তোমরাও এর মত কোন সূরাহ বানিয়ে আনো, আর আল্লাহ ছাড়া যাকে পার ডাক, যদি তোমরা সঠিক হও। (৩৯) বরং এমন জিনিষ কে তারা মিথ্যা বলে অভিহিতি করছে যা তাদের জ্ঞানের পরিধিতে আসেনা এবং যার বাস্তবিকতা এখনও তাদের কাছে স্পষ্ট হয়নি। এমনিভাবে ওদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা বলে অভিহিত করেছিল। অতএব দ্যাখো যালেমদের কি পরিণতি হয়েছিল।

(৪০) আর ওদের মধ্যে ওরাও আছে যারা কুরআনের উপর ঈমান (আস্থা) আনবে, আর ওরাও আছে যারা এর উপর বিশ্বাস করবে না। আর তোমার প্রভূ অনর্থ সৃষ্টি কারীদের ভালভাবেই জানেন। (৪১) আর তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদী বলে তাহলে তুমি বলবে “আমার কাজের দায় আমার এবং তোমাদের কাজের দায় তোমাদের। আমি যা করি তা থেকে তোমরা দায়মুক্ত আর তোমরা যা কর তা থেকে আমি দায় মুক্ত”।

(৪২) তাদের মধ্যে এমনও কিছু আছে যারা তোমার কথা শ্রবন করে, তাহলে তুমি কি বধিরদেরকে শোনাবে যখন ওরা বুদ্ধি খাটায় না? (৪৩) আর ওদের মধ্যে এমনও কিছু আছে যারা তোমার দিকে তাকায় কিন্তু তারা না দেখলে তুমি কি অন্ধদের পথ দেখাতে পার? (৪৪) আল্লাহ মানুষের উপর আদৌ অত্যাচার করেন না, কিন্তু মানুষ নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করে।

(৪৫) আর যেদিন আল্লাহ এদের একত্রিত করবেন সেদিন মনে হবে জগতে তাদের অবস্থান ছিল দিনের কিছুটা সময় মাত্র। তারা একে অপরকে চিনতে পারবে। আর যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ হওয়াকে অবিশ্বাস করেছিল এবং যারা পথভ্রষ্ট ছিল তারা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৪৬) আর আমি তাদেরকে যে ওয়াদা করেছি তোমাকে তার কিছুটা দেখাই কিংবা তোমার মৃত্যু ঘটাই, প্রত্যেক পরিস্থিতিতেই তাদেরকে আমার কাছে ফিরতেই হবে। আর তারা যা করছে আল্লাহ সাক্ষী থাকছেন।

(৪৭) আর প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়) জন্য একজন বার্তাবহ থাকে। যখন তাদের বার্তাবহ আসে তখন তাদের মধ্যে সবকিছু ন্যায়ের সাথে নিষ্পন্ন করে দেওয়া হয় আর তাদের উপর কোন অত্যাচার হয় না।

(৪৮) আর তারা বলে যে, ওই ওয়াদা কবে পূরণ হবে? যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৪৯) বলো, আল্লাহর ইচ্ছা ছাড়া আমি তো আমার নিজেরও কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করতে পারিনা। প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়ের) একটি নির্ধারিত সময় আছে। যখন তাদের সময় উপস্থিত হয় তখন তারা তা এক মূহুর্তও বিলম্বিত কিংবা এগিয়ে আনতে পারে না। (৫০) বলো, তোমরা আমাকে বল, রাতে কিংবা দিনে যদি আল্লাহর শাস্তি তোমাদের উপর এসে পড়ে তাহলে অপরাধীরা তাঁর কাছ থেকে তাড়াতাড়ি কি করবে?

(৫১) অতঃপর শাস্তি যখন এসেই পড়বে তখন তোমরা তা বিশ্বাস করবে? এখন স্বীকার করছ, আর তোমরা তো এটাই চাইছিলে। (৫২) তারপর অত্যাচারিদের বলা হবে, চিরন্তন শাস্তি আস্বাদন কর। এটা তোমাদের কৃতকর্মের ফল।

(৫৩) আর তারা তোমার কাছে জানতে চায় যে, একথা কি সত্য? বলো, হ্যাঁ, আমার প্রভূর শপথ এ সত্য আর তোমরা তাঁর নাগালের বাইরে যেতে পারবেনা। (৫৪) আর যদি প্রত্যেক অত্যাচারীর কাছে ওই সব কিছু হয় যা পৃথিবীতে আছে তাহলে সে সেগুলি অর্থদন্ড রুপে দিতে চাইবে। আর যখন সে শাস্তি দেখবে তখন তারা মনে মনে পস্তাবে। আর তাদের বিষয়টি ন্যয্যভাবে নিষ্পত্তি করা হবে। তাদের প্রতি কোনরুপ অবিচার করা হবেনা। (৫৫) জেনে রাখ, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর, জেনে রাখ, নিশ্চয়ই আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য তবে অধিকাংশই তা জানেনা। (৫৬) তিনিই বাঁচান তিনিই মারেন আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৫৭) হে মানুষ! তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে উপদেশ এসে গেছে ও অন্তরের ব্যাধির চিকিৎসা এবং ঈমানদারদের (আস্থাবানদের) জন্য পথ নির্দেশ ও অনুগ্রহ। (৫৮) বলো, এটা আল্লাহর দয়া ও অনুগ্রহে, অতএব তারা যেন এতে প্রসন্ন হয়। তারা যা সঞ্চয় করছে তার চেয়ে তা উত্তম। (৫৯) বলো, আমাকে বল তো, আল্লাহ তোমাদের জন্য যে জীবিকা দান করেছেন তোমরা নিজেরাই তার মধ্যে কিছু অবৈধ আর কিছু বৈধ সাব্যস্ত করেছ। বলো, আল্লাহ কি তোমাদের অনুমতি দিয়েছেন? নাকি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? (৬০) আর প্রলয় দিন সম্পর্কে তাদের ধারণা কি? যখন আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ

মানুষের প্রতি খুবই কৃপাশীল। কিন্তু বেশীর ভাগ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না।

(৬১) আর তুমি যে অবস্থায়ই থাকো কিংবা কুরআনের যে অংশ থেকেই পাঠ কর আর তোমরা যা কিছুই কর, আমরা তোমাদের উপর সাক্ষী থাকি যখন তোমরা ওতে মগ্ন হও। আর তোমার প্রভূর অনুপরিমান জিনিষও অগোচর নয়, না আকাশে আর না পৃথিবীতে, এর থেকেও ছোট কিংবা বড় সব জিনিষই এক স্পষ্ট পুস্তকে লিপিবদ্ধ আছে। (৬২) শোন, আল্লাহর বন্ধুদের জন্য কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখীতও হবে না। (৬৩) এরা সেই লোক যারা ঈমান এনেছে এবং তাঁকে ভয় করে। (৬৪) ওদের জন্য সুসংবাদ পার্থিব জীবনে আর পরলোকেও। আল্লাহর কথার কোন নড়চড় হয় না।। এটাই বড় সাফল্য। (৬৫) তাদের কথায় তুমি কোন চিন্তা করোনা। আসলে সকল প্রভূত্ত্ব আল্লাহর জন্য তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। (৬৬) শোন, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। আর যারা আল্লাহ ব্যতিত অন্য কিছুকে শরীক রুপে ডাকে তারা কিসের অনুসরণ করে? তারা কেবল কল্পনার অনুসরণ করছে, আর তারা কেবল মিথ্যা বানিয়ে বলে। (৬৭) তিনিই আল্লাহ যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা শান্তি পাও। আর দিনকে আলোকময় বানিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে ওই লোকদের জন্য যারা শুনতে পায়।

(৬৮) বলে, "আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন" তিনি নিতান্তই পবিত্র। আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুই তাঁর। তোমাদের কাছে এর কোন প্রমাণ নেই। তোমরা কি আল্লাহ সম্পর্কে যা জানো না তাই বলছ? (৬৯) বলো, যারা আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলে তারা কখনও সফল হবেনা। (৭০) ওদের জন্য দুনিয়ায় ক্ষনিকের ভোগবিলাস। তারপর আমাদের কাছেই

ওদের ফিরতে হবে। তখন আমি ওদেরকে এই অবজ্ঞার কারণে কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব।

(৭১) আর এদেরকে নূহের বৃত্তান্ত শোনাও। যখন সে তার নিজের সম্প্রদায়কে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমাদের মাঝে আমার উপস্থিতি আর আল্লাহর আয়াত সমূহ (শ্রুতি) দ্বারা উপদেশ দেওয়া তোমাদের কাছে কষ্টকর হয়ে থাকে তাহলে আমি আল্লাহর উপরেই নির্ভর করলাম। তোমরা সর্বসম্মত ভাবে সিদ্ধান্ত কর আর তোমাদের শরীকদেরও সঙ্গে নিয়ে নাও, যাতে তোমাদের সিদ্ধান্তে সন্দেহের কোন অবকাশ না থাকে। তারপর তোমরা আমার সাথে যা করতে চাও করে ফেল আমাকে কোন অবকাশ দিওনা। (৭২) আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমি তোমাদের কাছে কোন বিনিময় চাইনি। আমার বিনিময় তো আল্লাহর কাছে। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি তাঁর অনুগত হই। (৭৩) অতঃপর ওরা তাকে অবিশ্বাস করল তখন আমরা নূহ ও তার সঙ্গে নৌকায় যারা ছিল উদ্ধার করি ও ওদের উত্তরাধিকারী বানাই। আর ওই লোকদের ডুবিয়ে দিই যারা আমাদের নিদর্শনগুলো অবিশ্বাস করেছিল। দ্যাখো, যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল তাদের কেমন পরিণতি হয়েছিল।

(৭৪) তারপর আমরা নূহের পরে কত বার্তাবহ পাঠিয়েছি, ওদের সম্প্রদায়ের কাছে। তারা ওদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছে, কিন্তু ওরা তাদের উপর বিশ্বাস স্থাপনকারী হয়নি যাদেরকে ওরা পূর্বেই অবিশ্বাস করেছিল। এভাবেই আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের অন্তরসমূহ সীল করে দিই। (৭৫) তারপর আমরা মূসা ও হারুনকে ফেরাউন ও তার সরদারদের নিকটে আপন নিদর্শন সহ পাঠিয়েছি। কিন্তু তারা উদ্ধত আচরণ করে, আর তারা ছিল অপরাধী লোক।। (৭৬) যখন ওদের কাছে আমার পক্ষ হতে সত্য এল

তখন ওরা বলল, এতো প্রকাশ্য যাদু। (৭৭) মূসা বলল, তোমরা কি সত্যকে যাদু বলছ? যখন তা তোমাদের কাছে এসে গেছে। এটা কি যাদু? যাদুকরেরা তো কখনও সফল হয় না (৭৮) ওরা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদেরকে যে বিশ্বাসের উপর পেয়েছি তা থেকে আমাদেরকে ফিরিয়ে আনবে এবং এই দেশে তোমাদের দুজনের শ্রেষ্ঠত্ব স্থাপিত হবে? আমরা কখনই তোমাদের দুজনের কথা মানব না।

(৭৯) আর ফেরাউন বলল, তোমরা প্রত্যেক বিজ্ঞ যাদুকরকে আমার কাছে নিয়ে এস। (৮০) যাদুকরগণ যখন এল তখন মূসা বলল, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ কর। (৮১) অতঃপর যখন তারা নিক্ষেপ করল তখন মূসা বলল, তোমরা যা এনেছ তা যাদু। অচিরেই আল্লাহ তা নস্যাৎ (খন্ডন) করে দেবেন। আল্লাহতো নিশ্চিতরূপে উপদ্রপীদের কর্ম শোধরাতে দেন না। (৮২) আর আল্লাহ নিজ নির্দেশে সত্যকে সত্য করেই দেখান, অপরাধীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন।

(৮৩) অতঃপর মূসাকে তার সম্প্রদায়ের কিছু যুবক ছাড়া অন্য কেউ মানল না। ফেরাউন ও তার দলের পাণ্ডাদের ভয়ে যে, পাছে তাদের কোন কঠিন পরীক্ষায় ফেলে দেওয়া হয়। নিঃসন্দেহে ফেরাউন পৃথিবীতে এক প্রতাপশালী ব্যক্তি আর সে ছিল সীমালঙ্ঘনকারীদের একজন। (৮৪) আর মুসা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! যদি তোমরা আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস রাখো তাহলে তাঁর উপরেই বিশ্বাস কর, যদি বাস্তবিক তোমরা আত্মসমর্পনকারী হও। (৮৫) ওরা বলল, আমরা আল্লাহর উপর ভরসা করলাম। হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে অত্যাচারী লোকদের শিকার বানিওনা। (৮৬) এবং তোমার কৃপায় আমাদেরকে অবিশ্বাসী লোকদের হাত থেকে রক্ষা কর।

(৮৭) আর আমরা মূসা ও তার ভাই এর কাছে নির্দেশ পাঠাই, তোমরা তোমাদের লোকদের জন্য মিশরে কিছু ঘর বাড়ীর ব্যবস্থা কর, তোমাদের ঘরগুলি কেবলা (কেন্দ্র) বানাও আর নামায প্রতিষ্ঠা কর। আর আস্থাবানদের সুসংবাদ দাও।

(৮৮) আর মূসা বলল, হে আমাদের প্রভূ! তুমি তো ফেরাউন ও তার পাণ্ডাদের পার্থিব জীবনে জাঁকজমক ও ধনসম্পদ দিয়েছ। হে আমাদের প্রভূ! এজন্যে যে তারা তোমার পথ থেকে মানুষকে বিভ্রান্ত করবে। হে আমাদের প্রভূ! ওদের ধনসম্পদ ধ্বংস করে দাও এবং ওদের অন্তর কঠোর করে দাও যাতে তারা কষ্টদায়ক শাস্তি না দেখা পর্যন্ত ঈমান না আনে।

(৮৯) আল্লাহ বললেন, তোমাদের দুজনের প্রার্থনা স্বীকার করা হল। এখন তোমরা দুজন ধৈর্য্য ধর আর ওদের পথ অনুসরণ করোনা যারা জ্ঞান রাখেনা।

(৯০) আর আমরা ঈসরায়ীলের সন্তানদের সমুদ্র পার করে দিলাম। তখন ফেরাউন ও তার সৈন্যরা তাদের ধাওয়া করল, বিদ্রোহ ও অত্যাচার করার উদ্দেশ্যে। অবশেষে ফেরাউন যখন ডুবতে থাকল তখন সে বলল, আমি ঈমান আনলাম, যার প্রতি ঈসরায়ীলের সন্তানরা ঈমান এনেছে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। আর আমি বিশ্বাসীদেরই একজন। (৯১) এখন? অথচ পূর্বে তুমি বিরুদ্ধাচারণ করছিলে আর তুমি ছিলে অনর্থ সৃষ্টিকারী। (৯২) আজ আমরা তোমার দেহটি রক্ষা করব যাতে তুমি তোমার পরবর্তীদের জন্য একটি নিদর্শন হয়ে থাক, আর অনেক মানুষই আমাদের নিদর্শন সম্পর্কে বেপরোয়া (অসাবধান) হয়ে থাকে।

(৯৩) আর আমরা ঈসরায়ীলের সন্তানদের ভাল ঠিকানা দিলাম, তাদের খাওয়ার জন্য উৎকৃষ্ট বস্তু দিলাম। অতঃপর তারা মতভেদ করল ওই সময়

যখন তাদের কাছে জ্ঞান এসে পৌঁছে গেছে। বাস্তবে তোমার প্রভূ কেয়ামতের দিনে ওদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যা নিয়ে ওরা মতভেদ করছিল।

(৯৪) আমরা তোমার কাছে যা অবতীর্ণ করেছি সে সম্পর্কে তোমার মনে যদি কোন সন্দেহ থাকে তাহলে ওদের জিজ্ঞাসা কর যারা তোমাদের পূর্ব থেকেও কিতাব পাঠ করছে। নিঃসন্দেহে তোমাদের উপর এই সত্য এসেছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে অতএব তোমরা কিছুতেই সন্দিহান হয়োনা। (৯৫) আর তোমরা ওদের সাথে সম্মিলিত হয়োনা যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহে অবিশ্বাস করেছে, অন্যথায় তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে পড়বে।

(৯৬) নিঃসন্দেহে যাদের উপরে তোমার প্রভূর কথা চুড়ান্ত হয়ে গেছে, তারা ঈমান আনবে না। (৯৭) তাদের কাছে সব নিদর্শন এলেও যতক্ষন না তারা কষ্টদায়ক শাস্তি চাক্ষুস করবে। (৯৮) অতএব এমন কেন হলনা যে, কোন জনপদ ঈমান আনল আর ঈমান তাদের উপকারে এল, একমাত্র ইউনুসের সম্প্রদায় ব্যাতিত। যখন তারা ঈমান আনল তখন আমরা পার্থিব জীবনে তাদের থেকে লাঞ্ছনার শাস্তি তুলে নিলাম এবং একটি নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত তাদেরকে সূখভোগ করতে দিলাম।

(৯৯) যদি তোমার প্রভূ চাইতেন তাহলে পৃথিবীতে যত লোক আছে সবাই ঈমান আনত। তুমি কি লোকদের বাধ্য করবে মোমিন (আস্থাবান) হয়ে যেতে? (১০০) আর কোন ব্যক্তির পক্ষে এ অসম্ভব যে, আল্লাহর অনুমতি ছাড়া ঈমান আনতে পারে। আর আল্লাহ ওই লোকদের প্রতি নোংরা নিক্ষেপ করেন যারা বুদ্ধি দ্বারা কাজ করেনা।

(১০১) বলো, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা দ্যাখো। তবে নিদর্শন সমূহ ও ভীতি প্রদর্শন অবিশ্বাসীদের কোন উপকারে আসেনা। (১০২) ওরা তো কেবল এমন দিনের প্রতীক্ষা করছে যেমন দিন ওদের

পূর্ববর্তী লোকদের সামনে এসেছে। বলো, প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (১০৩) তবে আমরা আমাদের রসূলদের রক্ষা করি আর ওই লোকদের যারা আস্থাবান। এভাবেই আমরা এটাকে আপন দ্বায়ীত্ব হিসাবেই নিয়েছি যে, আমরা আস্থাবানদের রক্ষা করব।

(১০৪) বলো, হে মানুষ! যদি আমার ধর্ম সম্মন্ধে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমি ওদের উপাসনা করিনা যাদের উপাসনা তোমরা কর। বরং আমি সেই আল্লাহর উপাসনা করি যিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটান। আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে আস্থাবান হতে। (১০৫) তোমার মূখমণ্ডল একাগ্রচিত্তে ধর্মের দিকে কর আর অংশীবাদীদের দলভূক্ত হয়োনা। (১০৬) আর আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডেকোনা যা না তোমার কোন উপকার করতে পারে আর না ক্ষতি করতে পারে।। তবে যদি তুমি এমন কর তাহলে নিশ্চয়ই তুমি অত্যাচারীদের দলভূক্ত হয়ে যাবে। (১০৭) আল্লাহ যদি তোমাকে কোন কষ্টে ফেলেন তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তা দূর করতে পারে না। আর যদি তিনি তোমার কোন ভাল করতে চান তাহলে তার অনুগ্রহ কেউ ঠেকাতে পারেনা। তিনি নিজ অনুগ্রহ তাঁর বান্দাদের যাকে ইচ্ছা প্রদান করেন। তিনি ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(১০৮) বলো, হে মানুষ! তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে তোমাদের কাছে সত্য এসে গেছে। এখন যে সঠিক পথে চলবে, সে তার নিজের জন্যেই চলবে আর যে বিপথগামী হবে সে তার নিজেরই ক্ষতি করবে। আমি তো আর তোমাদের কর্মবিধায়ক নই। (১০৯) তোমার প্রতি যে নির্দেশ পাঠান হয় তুমি তার অনুসরণ কর এবং ধৈর্য্য ধারণ কর আল্লাহর বিচার না আসা পর্যন্ত আর তিনিই সর্বোত্তম বিচারক।

১১. সূরাহ হুদ (হুদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) আলিফ. লাম. রা. এটি এমন একটি কিতাব যার আয়াত সমূহ প্রথমে দৃঢ় করা হয়েছে তারপর এক সর্বব্যপী, সর্বজ্ঞ সত্ত্বার পক্ষ থেকে এর ব্যাখ্যা করা হয়েছে। (২) যাতে তোমরা আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা না কর। আমি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের সতর্ককারী এবং সুসংবাদদাতা। (৩) আর তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে ক্ষমা চাও ও তাঁর দিকে ফিরে এস, তিনি তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত সুন্দর জীবনযাপন করাবেন এবং প্রত্যেক মর্যাদাবানকে তার যথার্থ মর্যাদা প্রদান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে অবশ্যই আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশংকা করি। (৪) তোমাদের সবাইকে আল্লাহর কাছে প্রত্যাবর্তন করতে হবে। আর তিনি সব কিছু করতে সক্ষম।

(৫) দ্যাখো, এরা নিজেদের বুক ঘুরিয়ে রাখে তাঁর কাছ থেকে লুকানোর জন্য। সচেতন থাকো, তারা যখন বস্ত্রাবৃত হয় তখন তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে তা সব আল্লাহ জানেন। তিনি অন্তরের গোপন বিষয়ও ভালভাবে অবগত রয়েছেন। (৬) পৃথিবীতে চলমান সকল প্রাণীর জীবিকার দ্বায়ীত্ব আল্লাহর। তিনি তাদের অবস্থানস্থল ও সংরক্ষনস্থল জানেন। সবকিছুই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

(৭) আর তিনিই সেই সত্তা যিনি ছয় সময়ে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, আর তখন তাঁর সিংহাসন ছিল পানির উপরে, যাতে তোমাদের মধ্যে কাজে কে শ্রেষ্ঠ তিনি তা পরীক্ষা করতে পারেন। আর তুমি যদি বল "মৃত্যুর পর তোমাদিগকে উঠানো হবে" তাহলে অবিশ্বাসীরা বলবে এটা

তো স্পষ্ট যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। (৮) আর যদি আমরা কিছু সময় পর্যন্ত তাদের শাস্তি স্থগিত রাখি তাহলে বলবে, শাস্তিটা আটকে রাখছে কিসে? সচেতন থাক, যেদিন ওটা এসে পড়বে সেদিন তাদের থেকে আর ফিরিয়ে নেওয়া হবে না আর যে জিনিষ নিয়ে তারা উপহাস করছিল তা তাদেরকে ঘিরে ধরবে।

(৯) আর যদি আমরা মানুষকে নিজ অনুগ্রহের স্বাদ গ্রহণ করাই এবং পরে তা প্রত্যাহার করে নিই তাহলে সে হতাশ ও অকৃতজ্ঞ হয়ে যায়। (১০) আর যদি দুঃখ কষ্ট স্পর্শ করার পর তাকে আমরা সুখ আস্বাদন করাই তাহলে সে বলে আমার দুরাবস্থা কেটে গেছে তখন সে খুব খুশীও অহংকারী হয়। (১১) তবে যারা ধৈর্য্য ধারণ ও সৎকাজ করে তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড়রকম পুরষ্কার।

(১২) বলো, এরকম না হয় যে, তুমি ওই জিনিষের কোন অংশ ছেড়ে দাও যা তোমাদের প্রতি ওহী (শ্রুতি) করা হয়েছে। আর একথায় সঙ্কুচিত হৃদয় হও যে, ওরা বলে, কেন তার কাছে কোন ভাণ্ডার অবতীর্ণ হয়নি অথবা কেন তার সাথে কোন ফেরেশতা (দেবদূত) আসেনি? তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী আর সবকিছুর দায়ভার তো আল্লাহর। (১৩) নাকি তারা বলে যে, রসুল এই কিতাব নিজে বানিয়েছে। বলো তোমরাও এরকম দশটি সুরাহ বানিয়ে আনো,আর আল্লাহ ছাড়া যাকে খুশী ডেকে আনো, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৪) অতএব তারা যদি তোমার কথা পূরো করতে না পারে তাহলে তোমরা জানবে, যা অবতীর্ণ করা হয়েছে তা আল্লাহর জ্ঞানে রয়েছে এবং এটাও জানবে যে, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা কি আদেশ মানবে?

(১৫) যারা পার্থিব জীবন ও তার চাকচিক্য চায়, আমরা তাদের কর্মের

প্রতিফল পৃথিবীতেই দিয়ে দিই। আর সেখানে তাদের সাথে কোন কম দেওয়া হয়না। (১৬) এরাই সেই লোক যাদের জন্য পরলোকে নরক ছাড়া কিছুই নেই। এখানে তারা যা কিছু করেছে তা নিষ্ফল হয়ে গেছে এবং ব্যর্থ হয়ে গেছে যা তারা কামাই করেছে।

(১৭) তাই একজন যিনি তার প্রভূর পক্ষ থেকে এক প্রমানের উপর রয়েছে, তারপর আল্লাহর পক্ষ হতে তারজন্য এক সাক্ষীও এসে গেছে, আর তার পূর্বেও মুসার কিতাব পথ নির্দেশক ও অনুগ্রহ স্বরুপ মজুত ছিল। এমনই লোকেরা এর উপর বিশ্বাস করে, আর যেসব দল তা অবিশ্বাস করে তো নরকই তাদের প্রতিশ্রুতিস্থল। সে সম্মন্ধে তুমি কোন সন্দেহের মধ্যে থেকোনা। এটা সত্য তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে তবে অধিকাংশ মানুষ তা মানে না।

(১৮) যারা আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে তাদের চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে? এধরনের লোকদের তাদের প্রভূর সামনে হাজির করা হবে, আর সাক্ষীরা বলবে, এরাই সেই লোক যারা এদের প্রভূর নামে মিথ্যা বলেছিল। শোনো, অত্যাচারীদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত। (১৯) ওদের উপর যারা মানুষকে আল্লাহর পথে বাধা দেয় এবং ওতে বক্রতা খুঁজে বেড়ায়।। আর এরাই পরলোকে অবিশ্বাসী। (২০) ওরা পৃথিবীতে আল্লাহকে অপরাগ করতে পারবে না আর আল্লাহ ছাড়া ওদের কোন সাহায্যকারীও নেই, ওদের উপর দ্বিগুণ শাস্তি হবে। ওরা না শুনতে পেত আর না দেখতে পেত। (২১) এরাই তারা যারা নিজেরা নিজেদের ক্ষতি করেছে। তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে। (২২) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এরাই পরলোকে সবচেয়ে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(২৩) যারা ঈমান (আস্থা) এনেছে আর যারা সৎকাজ করেছে এবং

নিজের প্রভূর প্রতি বিনয়ী, তারাই স্বর্গের অধিবাসী, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (২৪) ওই দুপক্ষের উদাহরণ এই যে, যেমন একজন অন্ধ ও বধির ব্যক্তি আর অপরজন দৃষ্টিসম্পন্ন ও শ্রবনশক্তি সম্পন্ন। এরা উভয়েই কি সমান হবে? তোমরা কি বিচার করনা?

(২৫) আর আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম যে, আমি তোমাদের জন্য স্পষ্ট সতর্ককারী। (২৬) তোমরা আল্লাহ ছাড়া কাউকে উপাসনা করোনা। আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ঙ্কর শাস্তির আশংকা করছি। (২৭) ওর সম্প্রদায়ের সরদাররা বলল, যারা অবিশ্বাস করেছিল, আমরা তো তোমাকে আমাদেরই মত একজন মানুষ দেখছি। তাছাড়া আমাদের মধ্যে নিম্নস্তরীয় মুর্খ লোক ছাড়া কাউকে তোমার অনুসরণ করতে দেখছিনা। আর আমরা এও দেখছিনা যে, আমাদের উপর তোমার কোন শ্রেষ্ঠতাপ্রাপ্ত। বরং আমরা তো তোমাকে মিথ্যাবাদী মনে করি।

(২৮) নূহ বলল, হে আমার সম্প্রদায়! বলো দেখি আমার কাছে যদি আমার প্রভূর পক্ষ থেকে কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি আমাকে তাঁর পক্ষ থেকে এক বিশেষ অনুগ্রহ দান করে থাকেন আর তা তোমাদের দৃষ্টিগোচর না হয়ে থাকে তাহলে আমরা কি তা তোমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে তোমাদের উপর চাপিয়ে দিতে পারি? (২৯) হে আমার সম্প্রদায়! এর বিনিময়ে আমি তোমাদের কাছে কোন সম্পদ চাই না। আমার পুরষ্কার তো আল্লাহর কাছেই আছে। আর আমি কখনই ওদের আমার কাছ থেকে দূর করে দেবনা যারা ঈমান (আস্থা) এনেছে। তারা অবশ্যই তাদের প্রভূর সাক্ষাৎ লাভ করবে। বরং আমি তো দেখছি তোমরাই এক অজ্ঞ জনগোষ্ঠি। (৩০) হে আমার সম্প্রদায়! যদি আমার ওই লোকদের আমার কাছ থেকে দূর করে দিই তাহলে আল্লাহ ছাড়া কে আমাকে সাহায্য করবে। তোমরা কি

চিন্তা করো না? (৩১) আর আমি তোমাদেরকে বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধনভাণ্ডার আছে। আর না আমি পরোক্ষের সংবাদ জানি। আর আমি এও বলিনা যে, আমি ফেরেশতা। আর আমি একথাও বলতে পারিনা যে, তোমাদের দৃষ্টিতে যারা নিকৃষ্ট তাদেরকে আল্লাহ কোন কল্যান দান করবেন না। আল্লাহ ভালভাবেই জানেন তাদের অন্তরে কি আছে। এমন কথা বললে অবশ্যই আমি অত্যাচারী হব।

(৩২) তারা বলল, হে নূহ! তুমি আমাদের সাথে বিতর্ক করেছ এবং বেশী করেই বিতর্ক করেছ। সুতরাং আমাদের যে শাস্তির ভয় দেখাচ্ছ, তোমার কথা সত্য হলে এখন তা আমাদের কাছে নিয়ে এস। (৩৩) নূহ বলল, ওটা তো আমাদের উপর আল্লাহই নিয়ে আসবেন যদি তিনি ইচ্ছা করেন। আর তোমরা তাঁর নিয়ন্ত্রনের বাইরে যেতে পারবে না। (৩৪) আল্লাহ যদি তোমাদেরকে বিপথগামী করতে চান তাহলে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে চাইলেও আমার উপদেশ তোমাদের কোন কাজে আসবে না। তিনিই তোমাদের প্রভূ আর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৩৫) ওরা কি বলে যে, রসূল এটাকে বানিয়েছে? বল, যদি আমি এটা বানিয়ে থাকি তাহলে আমার অপরাধ আমার উপর বর্ত্তাবে আর তোমরা যে অপরাধ করছ তার সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই।

(৩৬) নূহের কাছে ওহী (শ্রুতি) পাঠিয়ে বলা হল, তোমার সম্প্রদায়ের যারা ইতিমধ্যেই ঈমান এনেছে তারা ছাড়া আর কেউ ঈমান আনবে না। অতএব তারা যা করছে তাতে তুমি বিষন্ন হয়োনা। (৩৭) আর আমার নজরদারীতে ও আমার প্রত্যাদেশ অনুসারে নৌকা তৈরী কর। আর অত্যাচারীদের জন্য আমার কাছে কোন অনুরোধ করোনা। নিঃসন্দেহে ওরা ডুবে মরবে। (৩৮) আর নূহ নৌকা তৈরী করতে লাগল। যখনই তার সম্প্রদায়ের সরদাররা

তার কাছ দিয়ে যেত তখনই তারা তাকে উপহাস করত। সে বলল, তুমি আমার উপর হাঁসছ তাহলে আমিও তোমার উপর হাঁসব। (৩৯) তোমরা অচিরেই জানতে পারবে কাদের উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আসে এবং কাদের উপর স্থায়ী শাস্তি আপতিত হয়।

(৪০) অবশেষে যখন আমার নির্দেশ এসে গেল এবং উনুন ফেটে পানি বের হল তখন আমরা নূহকে বললাম, সব রকমের প্রাণীর এক-এক জোড়া নৌকায় উঠিয়ে নাও এবং তোমার পরিবার পরিজনকেও। ওদের ছাড়া যাদের কথা পূর্বে বলা হয়েছে, আর সকল ঈমানদারদেরও (আস্থাবানদের)। বস্তুত অল্প কয়েকজনই তার সাথে ঈমান এনেছিল। (৪১) আর নূহ বলল, নৌকায় আরোহন কর, আল্লাহর নামেই এটা চলবে আর থামবে। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ ক্ষমাশীল ও দয়াবান। (৪২) আর নৌকাটি পাহাড়েরর মত ঢেউয়ের মধ্যে চলতে লাগল। আর নূহ তার পুত্রকে ডাকদিল যে দূরে সরে ছিল। হে আমার পুত্র! আমাদের সাথে আরোহন কর, অবিশ্বাসীদের সাথে থেকনা। (৪৩) সে বলল, আমি কোন পাহাড়ে আশ্রয় নেব যা আমাকে পানি থেকে রক্ষা করবে। নূহ বলল, আজ আল্লাহর নির্দেশ থেকে রক্ষা করার কেউ নেই, পরন্তু আল্লাহ যাকে দয়া করবেন। ঢেউ এসে দুজনের মধ্যে যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন করে দিল এবং সে অন্যদের সাথে ডুবে গেল। (৪৪) এরপর বলা হল যে, হে পৃথিবী! তোমার পানি গিলে ফেল, আর হে আকাশ! বন্ধ কর। এবং পানি শুকিয়ে দেওয়া হল। কাজ সম্পন্ন হল আর নৌকা জুদী পাহাড়ে দাঁড়িয়ে গেল, আর বলে দেওয়া হল অত্যাচারী সম্প্রদায় দূর হও।

(৪৫) নূহ তার প্রভূকে ডাকল আর বলল, হে আমার প্রভূ! আমার পুত্র আমার পরিবারেরই অন্তর্ভুক্ত, আর নিঃসন্দেহে তোমার ওয়াদাও সত্য

এবং তুমিই সবচেয়ে বড় শাসক। (৪৬) আল্লাহ বললেন, হে নূহ! সে তোমার পরিবারের অন্তর্ভুক্ত নয়। ওর কর্ম মন্দ। অতএব তুমি আমার কাছে এমন কিছু প্রার্থনা করোনা যে বিষয়ে তোমার জ্ঞান নেই। আমি তোমাকে অজ্ঞদের অন্তর্ভুক্ত না হতে উপদেশ দিচ্ছি। (৪৭) নূহ বলল, হে প্রভূ! তোমার কাছে এমন কিছু চাওয়া থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাচ্ছি যে বিষয়ে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর যদি তুমি আমাকে ক্ষমা না কর আর আমার উপর দয়া না কর তাহলে আমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়ে যাব।

(৪৮) বলা হল, হে নূহ! অবতরন কর, আমাদের পক্ষ হতে সুরক্ষিত এবং অনুগ্রহের সাথে তোমার প্রতি ও ওদের প্রতি যারা তোমার সাথে আছে। আর (ওদের থেকে উৎপত্তি হওয়া।) ওই সমূহকে আমরা ভোগ করতে দেব। অতঃপর ওদেরকে আমাদের পক্ষ হতে এক যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি ভোগ করতে হবে। (৪৯) এসব অদৃশ্যলোকের সংবাদ যা আমরা তোমার কাছে পাঠাচ্ছি। এর আগে না তুমি এসব জানতে আর না তোমার সম্প্রদায়। অতএব ধৈর্য্য ধারণ কর অন্তিম পরিণতি খোদাভীরুদের জন্যই।

(৫০) আর আদ জাতির কাছে আমরা তাদের ভাই হুদকে পাঠালাম। যে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই উপাস্য নেই। তোমরা কেবল মিথ্যা উদ্ভাবন কর। (৫১) হে আমার সম্প্রদায়! আমি এর জন্য তোমাদের কাছে বিনিময় চাইনা। আমার বিনিময় তো তাঁর কাছে যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন। তবুও তোমরা কি বুঝবে না? (৫২) আর হে আমার সম্প্রদায়, আপন প্রভূর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর, তারপর তাঁর দিকে ফিরে আস, তিনি তোমাদের উপর প্রচুর বর্ষন করবেন। তিনি তোমাদের শক্তির সাথে শক্তির অভিবৃদ্ধি করবেন। আর তোমরা অপরাধী হয়ে মূখ ফিরিয়ে নিওনা।

(৫৩) তারা বলল, ওহে হুদ, তুমি তো আমাদের কাছে কোন স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে আসনি। তোমরা কথায় আমরা আমাদের দেবতাদের ত্যাগ করব না। আমরা তোমাকে বিশ্বাস করিনা। (৫৪) আমরা তো বলব, আমাদেরই কোন দেবতা তোমাকে কোন অশুভ প্রভাবে আবিষ্ট করেছে। হুদ বলল, আমি আল্লাহকে সাক্ষী রাখছি আর তোমরাও সাক্ষী থাকো ওসবের সাথে আমার কোন সম্পর্ক নেই যাদেরকে তোমারা শরীক কর। (৫৫) তাঁর ছাড়া, অতএব তোমরা সবাই মিলে আমার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র কর আর আমাকে কোন অবকাশ দিওনা। (৫৬) আমি আল্লাহর উপর ভরসা করেছি যিনি আমার প্রভূ আর তোমাদেরও প্রভূ। কোন প্রাণী এমন নেই যার টিকি তাঁর হাতে নেই। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ সঠিক পথেই আছেন

(৫৭) যদি তোমরা মূখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমাকে যা নিয়ে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছে আমি তা তোমাদের কাছে পৌঁছে দিয়েছি। আর আমার প্রভূ অন্য একদল লোককে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন। তোমরা তাঁর কোনই ক্ষতি করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ সবকিছুরই সংরক্ষক। (৫৮) অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এসে গেল তখন আমরা আপন অনুগ্রহে হুদকে রক্ষা করলাম, আর হুদের সাথে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরও। আর আমরা ওদেরকে এক কঠিন যন্ত্রনা থেকে বাঁচিয়েছিলাম। (৫৯) এই ছিল আদ জাতি। এরা তাদের প্রভূর নিদর্শন সমূহ অস্বীকার করেছিল। আর তাঁর রসূলদেরকে অমান্য করেছিল, আর প্রত্যেক বিদ্রোহী ও বিরোধীদের কথা অনুসরন করেছিল। (৬০) আর ওদের পিছনে লানত (ধিক্কার) লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে ইহলোক ও পরলোকেও শোন, দূর্ভাগ্য আদ জাতির যারা হুদের সম্প্রদায় ছিল।

(৬১) আর সামূদ জাতির কাছে আমরা ওদের ভাই সালেহকে পাঠালাম।

সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন উপাস্য নেই। তিনিই তোমাদের মাটি থেকে তৈরী করেছেন এবং তাতেই তোমাদের বসতি দান করেছেন। অতএব ক্ষমা চাও তারপর তাঁর দিকে ফিরে আস। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ নিকটেই আছেন, ডাকলে সাড়া দেন। (৬২) তারা বলল, হে সালেহ! এর আগে তুমি আমাদের মধ্যে আশার পাত্র ছিলে। তুমি কি আমাদের ওদের উপাসনা করতে নিষেধ করছ যাদের উপাসনা আমাদের পূর্বপুরুষেরা করত। আর যে জিনিষের দিকে তুমি আমাদের ডাকছ, সে সম্পর্কে আমরা এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছি। (৬৩) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! বল দেখি। আমার কাছে যদি আমার প্রভূর কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি নিজের পক্ষ থেকে কোন অনুগ্রহ দান করে থাকেন, এমতাবস্থায় আমি যদি তাঁর অবাধ্যতা করি তাহলে আমাকে আল্লাহ থেকে কে বাঁচাবে? তোমরা তো কেবল আমার ক্ষতিই বাড়াবে।

(৬৪) আর হে আমার সম্প্রদায়! এটি আল্লাহর উষ্ট্রী, তোমাদের জন্য একটি নিদর্শন। অতএব একে আল্লাহর যমীনে চরে খেতে দাও। একে কোন রকম কষ্ট দিওনা, তাহলে তোমাদের উপর আশু শাস্তি নেমে আসবে। (৬৫) ফের ওরা তার পা কেটে দিল। তখন সালেহ বলল, তিনদিন তোমরা তোমাদের ঘরে ভোগ বিলাস করে নাও। এটা একটি ওয়াদা যা মিথ্যা হবে না। (৬৬) তারপর যখন আমাদের নির্দেশ এসে গেল তো আমরা নিজ অনুগ্রহে সালেহ ও যারা তার সাথে ঈমান এনেছিল রক্ষা করলাম। আর সেদিনের লাঞ্ছনা থেকে (সুরক্ষিত রাখলাম)। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূই মহা শক্তিধর ও পরাক্রমশালী। (৬৭) আর যারা অত্যাচার করেছিল এক বিকট শব্দ তাদেরকে পাকড়াও করল। ফলে সকালবেলা যার যার ঘরে

উপুড় হয়ে পড়ে রইল। (৬৮) যেন তারা সেখানে কখনই বাস করত না। শোন, সামুদ জাতি তাদের প্রভূকে অস্বীকার করেছিল। শোন, সামূদ জাতির প্রতি অভিসম্পাত।

(৬৯) আর ইবরাহীমের কাছে আমাদের ফেরেশতা সুসংবাদ নিয়ে এসেছিল, তারা বলল 'সালাম'। ইবরাহীমও বলল তোমার উপরও 'সালাম'। অতঃপর অনতিবিলম্বে ইবরাহীম একটি ভূনাকৃত বাছুর নিয়ে এল। (৭০) কিন্তু সে যখন দেখল তাদের হাত খাবারের দিকে বাড়ছেনা তখন তার খটকা লাগল আর অন্তরে ভীতির সঞ্চার হল। তারা বলল, ভয় পেওনা, আমাদেরকে লূতের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান হয়েছে। (৭১) সেখানে ইবরাহীমের স্ত্রী দাঁড়িয়েছিল সে হেঁসে ফেলল। অতঃপর আমরা তাকে ইসহাকের শুভ সংবাদ দিলাম এবং ইসহাকের পরে ইয়াকূবের। (৭২) সে বলল, হায় হতভাগা, আমি বাচ্চার জন্ম দেব? আমি এক বুড়ী আর আমার এই বৃদ্ধ স্বামী? এতো অবাক কাণ্ড? (৭৩) দেবদূতেরা বলল, তুমি আল্লাহর আদেশের ব্যাপারে অবাক হচ্ছ? হে ইবরাহীমের পত্নী, তোমার উপর আল্লাহর অনুগ্রহ ও আশির্বাদ রয়েছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অত্যন্ত প্রশংসনীয় ও বৈভবশালী।।

(৭৪) অতঃপর যখন ইবরাহীমের ভয় দূর হল আর তার কাছে সুসংবাদ এল তখন সে লূতের সম্প্রদায়ের ব্যাপারে আমাদের সাথে বাদানুবাদ করতে লাগল। (৭৫) আসলে ইবরাহীম ছিল একজন ধৈর্য্যশীল, কোমলপ্রাণও আল্লাহমূখী মানুষ। (৭৬) হে ইবরাহীম, এ বিষয়টি ছাড়ো। তোমার প্রভূর নির্দেশ এসে গেছে। ওদের জন্য এমন এক শাস্তি আসছে যা ফেরানো যাবে না।

(৭৭) আর যখন আমাদের ফেরেশতাগণ (দেবদূত) লূতের কাছে এল তখন সে ঘাবড়ে গেল তার অন্তর সঙ্কুচিত হয়ে গেল। সে বলল, আজ এক

সঙ্কটময় দিন। (৭৮) আর তার সম্প্রদায়ের লোকেরা দৌঁড়ে তার কাছে এল। আগেও তারা অপকর্ম করত। লূত বলল, হে আমার সম্প্রদায়! এই আমার মেয়েরা আছে। এরা তোমাদের জন্য অধিকতর পবিত্র। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে আমার অতিথিদের সামনে লজ্জিত করোনা। তোমাদের মধ্যে কি কোন ভাল লোক নেই? (৭৯) তারা বলল, তুমি তো জান যে, তোমার মেয়েদের ব্যাপারে আমাদের কোন আগ্রহ নেই, আর তুমি এও জানো, আমরা কি চাই।

(৮০) লূত বলল, যদি আমার কাছে তোমাদের সাথে লড়ার ক্ষমতা থাকত। কিংবা আমি যদি কোন শক্ত অবলম্বনের কাছে আশ্রয় নিতে পারতাম। (৮১) ফেরেশতাগণ বলল, হে লুত, আমরা তোমার প্রভূর দূত। এরা তোমার কাছে পৌঁছাতে পারবেনা। তুমি তোমার পরিবার - পরিজন নিয়ে কিছু রাত অবশিষ্ট থাকতে অন্যত্র বেরিয়ে যাও। আর তোমাদের মধ্যে কেউ যেন পিছনে ফিরে না তাকায়। তোমার স্ত্রীর কথা আলাদা। ওদের যা ঘটবে তারও তাই ঘটবে। ওদের নির্ধারিত সময় হচ্ছে সকাল। সকাল কি নিকটবর্তী নয়? (৮২) অতঃপর যখন আমার নির্দেশ এল, তখন জনপদটি একেবারে উল্টে দিলাম এবং তার উপর অবিরাম পাথর বর্ষণ করলাম। (৮৩) তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে চিহ্ন লাগিয়ে। আর ওই জনপদ এই অত্যাচরীদের থেকে দূরে নয়।

(৮৪) আর মাদিয়ান সম্প্রদায়ের নিকট তাদের ভাই শোয়াএবকে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর উপাসনা কর, তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই উপাস্য নেই। আর মাপে ও ওজনে কম দিওনা। আমি তোমাদেরকে সমৃদ্ধশালী দেখতে পাচ্ছি, তবে তোমাদের জন্য এক পরিবেষ্ঠনকারী দিনের শাস্তির আশংকা করছি। (৮৫) আর হে আমার সম্প্রদায়, ন্যায়ের সাথে

মাপ ও ওজন পূরোপুরি দিও এবং মানুষকে তাদের জিনিষপত্র কম দিওনা আর পৃথিবীতে অনাচার করে বেড়িও না। (৮৬) আল্লাহর দেওয়া যে জিনিষগুলো অবশিষ্ট থাকে তা তোমাদের জন্য ভাল যদি তোমরা আস্থাবান হও। আর আমি তোমাদের প্রহরী নই।

(৮৭) তারা বলল, হে শোয়াএব, তোমার নামায কি তোমাকে এই শেখায় যে, আমরা তাদের বর্জন করি যাদের উপাসনা আমাদের পূর্বপুরুষরা (বাপ-দাদা) করত। অথবা আমাদের সম্পত্তি আমাদের ইচ্ছামত ভোগ করা ছেড়ে দিই? বাস্ তুমিই এক সত্যবাদী আর সদাচারী ব্যক্তি হলে?

(৮৮) শোয়াএব বলল, হে আমার সম্প্রদায়, বলো, আমার কাছে যদি আমার প্রভূর কোন স্পষ্ট প্রমাণ থাকে এবং তিনি যদি তাঁর পক্ষ থেকে আমাকে উত্তম জীবিকা দান করে থাকেন। আর আমি চাইনা যে, আমি স্বয়ং ওই কাজ করি যা করতে তোমাদের বাধা দিচ্ছি। আমি আমার সাধ্যমত সংস্কার করতে চাইছি। আর আমার সামর্থ তো আল্লাহই দান করবেন। তাঁর উপরেই আমি ভরসা করেছি, এবং তাঁর দিকেই মনোনিবেশ করছি। (৮৯) আর হে আমার সম্প্রদায়, এমন না হয় যে, আমার বিরুদ্ধে তোমাদের হঠধর্মী কর্ম তোমাদের উপর ওই বিপত্তি না আনে যা নূহের সম্প্রদায়, হুদের সম্প্রদায়, সালেহর সম্প্রদায় এর উপর এসেছিল। আর লূতের সম্প্রদায় তো তোমাদের থেকে দূরের নয়। (৯০) আর আপন প্রভূর কাছে ক্ষমা চাও আর তাঁর দিকেই ফিরে এস। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ দয়াবান ও স্নেহপরায়ন।

(৯১) তারা বলল, হে শোয়াএব! তুমি যা বল তার অনেকটাই আমরা বুঝিনা। আর আমরা দেখতে পাচ্ছি তুমি আমাদের মধ্যে দূর্বল। যদি তোমার গোত্রের লোকজন না থাকত তাহলে আমরা তোমাকে পাথর নিক্ষেপ করে মেরে ফেলতাম। আর আমাদের মধ্যে তোমার তো কোন শ্রেষ্ঠত্ব নেই।

(৯২) শোয়াএব বলল, হে আমার সম্প্রদায়। আমার গোত্রের লোকজন তোমাদের কাছে কি আল্লাহর চেয়েও অধিক শক্তিশালী? আর আল্লাহকে তোমরা পিছনে ফেলে রেখেছ। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর তা সবই আমার প্রভূর নিয়ন্ত্রনে। (৯৩) আর হে আমার সম্প্রদায়। তোমরা তোমাদের রীতি অনুযায়ী কাজ করে যাও আমি আমার রীতি অনুযায়ী কাজ করতে থাকব। শিঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, কার উপর লাঞ্ছনাকর শাস্তি আসে আর কে মিথ্যাবাদী। প্রতীক্ষা কর, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি।

(৯৪) যখন আমাদের নির্দ্দেশ এল আমরা শোয়াএব এবং যারা ওর সাথে ঈমান এনেছিল নিজ অনুগ্রহে রক্ষা করলাম আর যারা অত্যাচার করেছিল তাদের এক বিকট শব্দ পাকড়াও করল। অতএব তারা নিজেদের ঘরে মুখ থুবড়ে পড়ে রইল। (৯৫) যেন তারা কখনই ওখানে বসবাসই করেনি। শোন, অভিসম্পাত মাদইয়ানদের যেমন অভিসম্পাত হয়েছিল সামূদদের।

(৯৬) আর আমরা মুসাকে নির্দশনও স্পষ্ট প্রমাণ সহ পাঠালাম। (৯৭) ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে কিন্তু তারা ফেরাউনের আদেশমত চলল, যদিও ফেরাউনের আদেশ সঠিক ছিলনা। (৯৮) কেয়ামত (উত্থান দিবস) এর দিনে সে তার লোকদের আগে থাকবে এবং তাদেরকে নরকে নিয়ে যাবে। আর কত নিকৃষ্ট ঘাঁটি যেখানে তারা পৌঁছাবে। (৯৯) এই পৃথিবীতে তাদের পিছনে পিছনে অভিসম্পাত লাগিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং কেয়ামতের দিনেও। যে প্রতিফল তাদেরকে দেওয়া হবে তা কতই নিকৃষ্ট।

(১০০) এ হল জনপদ সমূহের কিছু বিবরণ যা আমরা তোমাকে শোনাচ্ছি। এর মধ্যে কিছু জনপদ এখনও পর্যন্ত অবশিষ্ট আছে আর কিছু নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। (১০১) আমরা তাদের প্রতি কোন অবিচার করিনি বরং তারাই নিজেদের প্রতি অবিচার করেছে ফলে, যখন তোমার প্রভূর নির্দেশ এসে

গেছে তখন আল্লাহকে ছাড়া তারা যেসব উপাস্যকে ডাকত তাদের কোনই কাজে আসেনি। তারা কেবল তাদের সর্বনাশই বৃদ্ধি করেছে।

(১০২) তোমার প্রভূ যখন যালেম জনপদ সমূহকে পাকড়াও করেন তখন এভাবেই ধরে থাকেন। নিঃসন্দেহে তার ধরা বড় কষ্টদায়ক ও মারাত্মক। (১০৩) এতে এই লোকদের জন্য শিক্ষা রয়েছে যারা পরলোকের শাস্তির ভয় করে। সে এমনই একটা দিন যেদিন সবাইকে একত্রিত করা হবে। আর তা হবে হাজিরার দিন। (১০৪) কেবল একটি নির্দিষ্ট সময়ের জন্যই আমি তা বিলম্বিত করছি। (১০৫) সেই দিন যখন আসবে তখন আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কেউই কথা বলতে পারবে না। তাই তাদের মধ্যে কেউ হবে হতভাগ্য আর কেউ হবে ভাগ্যবান।

(১০৬) অতএব যারা হতভাগ্য তারা থাকবে নরকে। সেখানে তাদের জন্য থাকবে আহাজারি আর আর্তনাদ। (১০৭) তারা সেখানে থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। তবে তোমার প্রভূ চাইলে এর ব্যতিক্রমও হতে পারে। তোমার প্রভূ তো যা ইচ্ছা করেন তাই করে থাকেন। (১০৮) আর যারা ভাগ্যবান। তারা স্বর্গে থাকবে, তারা সেখানে থাকবে যতদিন আকাশ ও পৃথিবী থাকবে। তবে তোমার প্রভূ চাইলে কোন ব্যতিক্রমও হতে পারে। এটা হবে এক অন্তহীন কৃপা। (১০৯) অতএব ওরা যা কিছুর উপাসনা করছে সে সম্পর্কে তুমি কোন সন্দেহে থেকো না। ওরা ঠিক তেমনই উপাসনা করছে যেমন ওদের পূর্বে ওদের বাপ-দাদারা উপাসনা করত। আমি ওদের প্রাপ্য কিছু কম না করে পূরোপূরি দেব।

(১১০) আর আমরা তো মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। ফের তাতে মতভেদ হল। যদি তোমার প্রভূর পক্ষ হতে একটি কথা আগেই বলা না হত তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা হয়ে যেত। আর ওদের ওতে সন্দেহ রয়েছে

যা ওদেরকে সন্তুষ্ট হতে দেয় না। (১১১) আর নিশ্চিতরূপে তোমার প্রভূ প্রত্যেককে তার কর্মের পূরো প্রতিদান দেবেন। ওরা যা করছে তিনি তার খবর রাখেন।

(১১২) অতএব যেমন আদিষ্ট হয়েছ, তুমি ও তোমার সাথে যারা ক্ষমা প্রার্থনা করেছ সবাই স্থীর থাকো এবং বাড়াবাড়ি কোরোনা। নিঃসন্দেহে তিনি দেখছেন যা তোমরা করছ। (১১৩) আর যালেমদের দিকে ঝুঁকবে না। ঝুঁকলে আগুন তোমাদের স্পর্শ করবে। আর আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন অভিভাবক নেই। অতএব তোমরা কারো সাহায্য পাবে না। (১১৪) দিনের দুই প্রান্তভাগে এবং রাতের কিছু অংশে নামায প্রতিষ্ঠিত কর। নিঃসন্দেহে ভালকাজ খারাপ কাজ দূর করে। এটা উপদেশ গ্রহণকারীদের জন্য একটি উপদেশ। (১১৫) আর ধৈর্য্য ধারণ কর, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের প্রতিফল নষ্ট করেন না।

(১১৬) অতএব এরকম কেন হল না? যে, তোমার পূর্বের জাতি সমূহের মধ্যে সৎকর্মশীল ব্যক্তিবর্গ হত আর তারা পৃথিবীতে বিপর্যয় সৃষ্টিতে বাধা দিত। এরকম মুষ্টিমেয় লোক বার হল যাদের আমরা ওদের মধ্যে থেকে রক্ষা করেছিলাম। আর অত্যাচারী লোকেরা তো ওই ভোগবিলাসে মত্ত হল যা তাদের প্রাপ্ত ছিল, আর তারা অপরাধী ছিল। (১১৭) অধিবাসীরা সৎকর্মশীল হওয়া অবস্থায় তোমার প্রভূ অন্যায়ভাবে জনপদসমূহ ধ্বংস করতে পারেন না।

(১১৮) আর যদি তোমার প্রভূ চাইতেন তাহলে তিনি সব মানুষকে একই সম্প্রদায় করে দিতেন, কিন্তু তাতেও তারা মতভেদ করতে থাকবে। (১১৯) তবে যাদেরকে তোমার প্রভূ অনুগ্রহ করেন তাদের কথা ভিন্ন। আর এজন্যেই তিনি তাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। তোমার প্রভূর এই কথা

বাস্তবায়িত হবেই, আমি অবশ্যই জ্বিন ও মানুষ সবাইকে দিয়ে নরক ভরে দেব।

(১২০) আর রসূলদের সব ঘটনা আমরা তোমার কাছে বলছি, যা তোমার মন শক্ত করবে। আর এরই মাধ্যমে তোমার কাছে সত্য এসেছে, আর মোমিন (আস্থাবান) দের জন্য উপদেশ ও স্মারক। (১২১) আর যারা বিশ্বাস করেনি ওদের বলো, তোমরা তোমাদের রীতি অনুযায়ী কর আর আমরা আমাদের রীতি অনুযায়ী করছি। (১২২) আর প্রতীক্ষা কর আমরাও প্রতীক্ষা করছি। (১২৩) আল্লাহর কাছে রয়েছে আকাশ ও পৃথিবীর গোপন কথা এবং তাঁর কাছেই সকল বিষয় ফিরিয়ে নেওয়া হবে। অতএব তুমি তাঁরই উপাসনা কর আর তাঁর উপরেই নির্ভর হও। তোমরা যা কর তোমার প্রভূ সে সম্পর্কে অনবহিত নন।

১২. সূরাহ ইউসুফ (যোসেফ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

(১) আলিফ-লাম-রা।

এগুলো স্পষ্ট গ্রন্থের আয়াত । (২) আমরা একে আরবী কুরআন রূপে অবতীর্ণ করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পার। (৩) আমরা তোমাকে শ্রেষ্ঠতম ঘটনা শোনাচ্ছি এই কুরআনের মাধ্যমে যা আমরা তোমার উপরে ওহী (শ্রুতি) পাঠিয়েছি। এর পূর্বে নিঃসন্দেহে তুমি তো কিছুই জানতে না।

(৪) যখন ইউসূফ তার পিতা ইয়াকূবকে বলল, আব্বাজান (পিতাজী) আমি স্বপ্নে এগারটি তারকা, সূর্য ও চন্দ্রকে দেখলাম। আমি দেখলাম, তারা আমাকে সিজদাহ করছে। (৫) তার পিতা বলল, হে আমার পুত্র ! তুমি তোমার এই স্বপ্নের কথা তোমার ভাইদেরকে বলো না। তাহলে তারা তোমার বিরুদ্ধে

ষড়যন্ত্র করবে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। (৬) আর এভাবেই তোমার প্রভূ তোমাকে মনোনিত করবেন, আর তোমাকে কথার তাৎপর্য শেখাবেন এবং তোমার প্রতি এবং ইয়াকূবের সন্তানদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ পূর্ণ করবেন, যেভাবে তিনি ইতিপূর্বে তোমার পূর্বজ ইবরাহীম ও ইসহাকের প্রতি নিজ অনুগ্রহ পূর্ণ করেছিলেন। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ মহাজ্ঞানী ও পরম প্রাজ্ঞ।

(৭) বাস্তবিকতা এই যে, ইউসূফ আর তার ভাইদের ঘটনায় যারা জানতে চায় তাদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে। (৮) যখন তারা বলেছিল যে, ইউসূফ ও তার ভাই (বানি ইয়ামিন) আমাদের পিতার কাছে আমাদের চেয়েও অধিক প্রিয়। অথচ আমরা একটি শক্তিশালী দল। আসলে আমাদের পিতা পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে রয়েছেন। (৯) ইউসূফকে হত্যা কর অথবা তাকে কোথাও ফেলে এস, যাতে তোমাদের পিতার মনযোগ শুধু তোমাদের জন্যই নিবদ্ধ হয়। এরপর তোমরা পূর্ণ সদাচারী হয়ে যাও। (১০) তাদের মধ্যে একজন বলল, ইউসূফকে হত্যা করো না। যদি তোমরা কিছু করতেই চাও তাহলে ওকে কোন অন্ধকূপে ফেলে দাও। কোন যাত্রীদল তাকে বের করে নিয়ে যাবে।

(১১) তারা তাদের পিতাকে বলল, হে আমাদের পিতা! কি ব্যাপার আপনি ইউসূফের ব্যাপারে আমাদেরকে বিশ্বাস করছেন না কেন? আমরা তো তার হিতাকাঙ্খী। (১২) কাল ওকে আমাদের সাথে পাঠিয়ে দিন, সে খাওয়া দাওয়া করবে, খেলা-ধূলা করবে। আমরা তো তাকে দেখে-শুনেই রাখব। (১৩) পিতা বলল, তোমরা ওকে নিয়ে গেলে আমি চিন্তিত থাকব। আর আমার ভয় হয়, তোমরা যখন ওর ব্যাপারে অসাবধান থাকবে তখন তাকে কোন নেকড়ে বাঘ খেয়ে ফেলবে। (১৪) তারা বলল, আমরা একটা

শক্তিশালী দল হওয়া সত্ত্বেও তাকে যদি নেকড়ে বাঘে খায় তাহলে তো আমরা ক্ষতিগ্রস্তই হব।

(১৫) এরপর তারা যখন তাকে নিয়ে গেল আর সিদ্ধান্ত নিল যে, ওকে একটি অন্ধকূপে নিক্ষেপ করবে। আর আমরা ইউসূফের কাছে ওহী (বার্তা) পাঠালাম, তুমি ওদেরকে ওদের এই অপকর্ম একদিন অবহিত করবে যখন ওরা তোমাকে চিনবে না। (১৬) সন্ধায় তারা কাঁদতে কাঁদতে তাদের পিতার কাছে এল। (১৭) তারা বলল, হে আমাদের পিতা, আমরা দৌড়ের পাল্লা দিতে গিয়েছিলাম এবং ইউসূফকে আমাদের মালপত্রের কাছে রেখে গিয়েছিলাম। তখন নেকড়ে বাঘ তাকে খেয়ে ফেলছে। আমরা সত্য কথা বললেও আপনি তো আমাদের বিশ্বাস করবেন না। (১৮) আর তারা ইউসূফের জামায় মিথ্যা রক্ত লাগিয়ে আনল। পিতা বলল, তোমরা নিজেরাই একটি ঘটনা সাজিয়ে এনেছ। এখন ধৈর্য্যই শ্রেয়। আর যে কথা তোমরা বলছ সে ব্যাপারে আল্লাহরই সহায়তা চাই।

(১৯) অতঃপর এক যাত্রীদল এসে তাদের পানিসংগ্রাহককে পাঠাল সে তার বালতি ঝুলিয়ে দিল। সে বলল, সুসংবাদ, এতো দেখছি একটি বালক। তারা বানিজ্যিক পণ্য হিসাবে একে লুকিয়ে নিল। আর আল্লাহ ভালভাবেই জানতেন যা কিছু এরা তখন করছিল। (২০) তারা তাকে স্বল্পমূল্যে মাত্র কয়েক দিরহামের (রৌপ্যমুদ্রায়) বিনিময়ে বিক্রি করে দিল, এব্যাপারে তারা বেশী প্রত্যাশিও ছিল না।

(২১) মিশরের যে ব্যক্তি তাকে ক্রয় করেছিল সে তার স্ত্রীকে বলল, সম্মানজনক ভাবে এর থাকার ব্যবস্থা কর সম্ভবতঃ সে আমাদের উপকারে আসবে, কিংবা আমরা একে পুত্র ও বানিয়ে নিতে পারি। আর এভাবেই আমরা ইউসূফকে ওদেশে প্রতিষ্ঠা দান করলাম। যাতে আমরা তাকে স্বপ্নের

ব্যাখ্যা সম্পর্কিত জ্ঞান শিক্ষা দিতে পারি। সর্ব বিষয়ের প্রভূত্ত্ব তো আল্লাহরই। যদিও অধিকাংশ মানুষ জানে না। (২২) অতঃপর সে যখন পূর্ণ যৌবনে উপনিত হল, তখন আমরা তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করি। এভাবেই আমরা সৎকর্মশীলদের পুরস্কৃত করি।

(২৩) ইউসূফ যে মহিলার বাড়িতে ছিল, সে তাকে প্ররোচিত করতে লাগল এবং একদিন ওই মহিলা ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে বলল, "এদিক এস"। ইউসূফ বলল, আমি আল্লাহর আশ্রয় চাই। তিনি আমার মালিক, তিনি আমাকে ভালভাবে রেখেছেন। নিঃসন্দেহে অন্যায়কারীরা কখনই সফল হয় না। (২৪) আসলে ওই মহিলা তাকে নিয়ে কূচিন্তা করেছিল সেও তাতে সম্মতি দিত। যদি সে তার প্রভূর নিদর্শন না দেখত। এভাবেই হয়েছিল, যাতে আমরা তার অপকর্ম আর অশ্লীলতা দূর করে দিই। নিঃসন্দেহে সে আমাদের মনোনিত বান্দাদেরই অন্যতম ছিল।

(২৫) আর দুজনেই দরজার দিকে দৌড়ে গেল। আর মহিলা পিছন থেকে ইউসূফের জামা ছিঁড়ে ফেলল। দুজনে দরজার কাছে মহিলার স্বামীকে দেখতে পেল। তখন মহিলা বলল, তোমার স্ত্রীর সাথে যে অন্যায় কাজ করতে চেয়েছিল, তাকে কারারুদ্ধ করা অথবা যন্ত্রণা দায়ক কোন শাস্তি ছাড়া আর কি দণ্ড হতে পারে? (২৬) ইউসূফ বলল, ইনিই আমাকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছেন। তখন মহিলর পরিবারের একজন স্বাক্ষী এভাবে সাক্ষ্য দিল যে, যদি ওর জামা সামনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলার কথা সত্য আর ওর কথা মিথ্যা। (২৭) আর যদি ওর জামা পিছনের দিক থেকে ছেঁড়া থাকে তাহলে মহিলা মিথ্যা বলেছে আর ও সত্য বলেছে। (২৮) অতঃপর আজীজ (মহিলার স্বামী) যখন দেখল ইউসূফের জামা পিছন থেকে ছেঁড়া তখন সে বলল, নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের মহিলাদের চক্রান্ত।

আর তোমাদের চক্রান্ত তো ভয়ানক ধরনেরই হয়। (২৯) একে ক্ষমা করে দাও। আর হে মহিলা! তুমি নিজের অপরাধের ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে তুমিই তো অপরাধ করেছ।

(৩০) আর নগরের মহিলাবৃন্দ বলতে লাগল যে, আজীজের পত্নী তার যুবক দাসের পিছনে পড়ে আছে। সে তার প্রেমে মুগ্ধ। আমরা দেখছি সে প্রকাশ্যে ভূল করছে। (৩১) যখন সে তাদের ষড়যন্ত্রের কথা শুনল তখন তাদেরকে আমন্ত্রণ করল এবং তাদের জন্য এক সমারোহ সভার আয়োজন করল, আর তাদের প্রত্যেককে এক একটি ছুরি দিল, এবং ইউসূফকে বলল, তুমি এদের সামনে এস। আর যখন মহিলারা ওকে দেখল তখন বিমোহিত হয়ে পড়ল এবং নিজেদের হাত কেটে ফেলল। আর বলল, আল্লাহর স্মরণ, এতো মানুষ নয়, এটা কোন মহান ফেরেশতা (দেবদূত)। (৩২) আজীজের স্ত্রী বলল, এই সেই যুবক যার ব্যাপারে তোমরা আমার নিন্দা করছিলে, অর আমি একে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলাম কিন্তু সে বেঁচে গেছে। আর আমি তাকে যা করতে বলছি সে যদি তা না করে তাহলে তাকে কারাগারে পাঠান হবে এবং অবশ্যই সে লাঞ্ছিত হবে। (৩৩) ইউসূফ বলল, হে আমার প্রভূ! ওরা আমাকে যা করতে বলছে তার চেয়ে কারাগারই আমার কাছে অধিক প্রিয়। আর যদি তুমি এদের ষড়যন্ত্র হতে আমাকে রক্ষা না কর তাহলে আমি ওদের দিকে ঝুঁকে পড়ব এবং অজ্ঞদের অন্তর্ভূক্ত হব। (৩৪) অতঃপর তার প্রভূ তার নিবেদনে সাড়া দেন এবং ওদের চক্রান্ত হতে তাকে রক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৩৫) প্রমাণাদী দেখার পর তারা তাকে কিছুকালের জন্য কারাগারে রাখার মনস্থ করল। (৩৬) আর কারাগারে তার সাথে আরও দুই যবুক প্রবেশ করল। তাদের মধ্যে একজন (একদিন) বলল, আমি স্বপ্ন দেখলাম

আমি মদ নিংড়াচ্ছি, আর অপরজন বলল, আমি দেখলাম মাথায় রুটি বহন করছি আর পাখি তা থেকে খাচ্ছে। আমাদিগকে এর তাৎপর্য বলে দাও। আমরা দেখছি তুমি একজন ভাল লোক।

(৩৭) ইউসূফ বলল, তোমাদেরকে যে খাবার দেওয়া হয় তা পরিবেশন করার আগেই আমি তোমাদেরকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দেব। এ জ্ঞান আমার প্রভূই আমাকে শিক্ষা দিয়েছেন। আমি ওই লোকদের ধর্ম পরিত্যাগ করেছি যারা আল্লাহর উপরে ইমান (আস্থা) আনে না আর ওরা পরলোকে বিশ্বাসী নয়। (৩৮) আর আমি আমার পূর্বপুরুষ ইবরাহীম, ইসহাক আর ইয়াকুবের ধর্ম অনুসরণ করেছি। আমাদের এই অধিকার নেই যে, আমরা কোন বস্তুকে আল্লাহর শরীক করি। এটা আমাদের প্রতি ও সকল মানুষের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৩৯) হে আমার কারাগারের সাথী, পৃথক পৃথক অনেক উপাস্য ভাল নাকি পরাক্রমশালী এক আল্লাহ? (৪০) আল্লাহ ব্যতীত তোমরা তো কেবল কতগুলো নামের পূজা করছ যে নামগুলো তোমরা ও তোমাদের পূর্বজেরা রেখেছো। আল্লাহ তো ওগুলো সম্পর্কে কোন প্রমাণ পাঠাননি। সত্ত্বা তো কেবল আল্লাহরই। তিনি নির্দ্দেশ দিয়েছেন যেন তোমরা তাঁকে ছাড়া আর কিছুর উপাসনা না কর। এটাই সঠিক ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানে না।

(৪১) হে আমার কারাগারের সাথীরা, তোমাদের মধ্যে একজন তার মনিবকে মদপান করাবে আর অন্যজনকে শূলে চড়ানো হবে এবং পাখী তার মাথা থেকে আহার করবে। তোমরা যে ব্যাপারে জানতে চাইছ তার নিষ্পত্তি হয়ে গেছে। (৪২) দুজনের মধ্যে যে ব্যক্তি মুক্তি পাবে বলে ইউসূফ অনুমান করেছিল তাকে বলল, তুমি তোমার মনিবের কাছে আমার কথা

উল্লেখ করো। কিন্তু শয়তান তাকে মনিবের কাছে উল্লেখ করার কথা ভূলিয়ে দিল। সুতরাং ইউসূফকে কয়েক বৎসর কারাগারে পড়ে থাকতে হল।

(৪৩) আর রাজা বলল, আমি স্বপ্নে দেখলাম যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি রোগা দুর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে, আর শস্যের সাতটি সবুজ শিষ ও অপর সাতটি শুকনো শিষ। হে পারিষদ বর্গ, আমার স্বপ্নের অর্থ আমাকে বল, যদি তোমরা স্বপ্নের অর্থ জানো। (৪৪) তারা বলল, এটা একটা কাল্পনিক স্বপ্ন। আর আমরা এরকম স্বপ্নের অর্থ জানি না। (৪৫) ওই দুজন কয়েদির মধ্যে যে জন মুক্তি পেয়েছিল, দীর্ঘকাল পরে তার (ইউসূফের কথা) স্মরণে এল, সে বলল, আমি আপনাদেরকে এর অর্থ জানাতে পারব। অতএব আমাকে (ইউসূফের কাছে) যেতে দিন।

(৪৬) হে ইউসূফ, হে সত্যবাদী, আমাকে এই স্বপ্নের তাৎপর্য বলে দাও যে, সাতটি মোটা-তাজা গাভীকে সাতটি দূর্বল গাভী খেয়ে ফেলছে, আর সাতটি সবুজ শস্য শিষ আর অন্য সাতটি শুকনো শিষ। যাতে আমি ওদের কাছে ফিরে যেতে পারি এবং ওরা তা জানতে পারে। (৪৭) ইউসূফ বলল, তোমরা সাত বছর চাষাবাদ করবে। এ সময় তোমরা যে, শস্য কেটে আনবে তার মধ্যে তোমাদের খাওয়ার জন্য অল্প পরিমাণ ছাড়া বাকিটা শিষ সমেত রেখে দেবে। (৪৮) এরপরে সাতটি কঠিন বছর আসবে তখন লোকেরা ওই খাবার খাবে যা তোমরা পূর্বেই জমা করে রাখবে। কেবল সামান্য পরিমাণ ব্যতীত যা তোমরা সংরক্ষণ করে রাখবে। (৪৯) এর পরে একটি বছর আসবে যখন মানুষ প্রচুর বৃষ্টিপাত পাবে। আর তারা ও থেকে রস নিংড়াবে।

(৫০) রাজা বলল, ওকে (ইউসূফকে) আমার কাছে নিয়ে এস। কিন্তু দূত যখন তার কাছে গেল তখন সে বলল, তুমি তোমার মনিবের কাছে ফিরে যাও আর তাকে জিজ্ঞাসা কর যে, যে মহিলারা নিজেদের হাত কেটেছিল

তাদের খবর কি? আমার প্রভূ তো ওদের ষড়যন্ত্র সম্পর্কে ভালভাবে অবহিত আছেন। (৫১) রাজা বলল, তোমাদের ব্যাপার কি? যখন তোমরা ইউসূফকে প্ররোচিত করার চেষ্টা করেছিলে? তারা বলল, আল্লাহর স্মরণ, তার মধ্যে আমরা কোন দোষ পাইনি। আজীজের স্ত্রী বলল, এখন সত্য প্রকাশ হয়েছে। আসলে আমিই তাকে প্ররোচিত করেছিলাম আর নিঃসন্দেহে সে সত্যবাদী।

(৫২) এটা এজন্যে যে, (মিশরের রাজা) যাতে সে জানতে পারে যে, আমি গোপনে কোন বিশ্বাসঘাতকতা করিনি। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাসঘাতকদের ষড়যন্ত্র সফল করেন না। (৫৩) আর আমি নিজেকে দোষমুক্ত মনে করি না। মন তো কু-মন্ত্রণা দিয়েই থাকে। তবে আমার প্রভূ অনুগ্রহ করলে ভিন্ন কথা। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ ক্ষমাশীল দয়াবান।

(৫৪) আর রাজা বলল, তোমরা তাকে (ইউসূফকে) আমার কাছে নিয়ে এস। আমি তাকে বিশেষভাবে আমার জন্য রেখে দেব। তারপর ইউসূফ যখন রাজার সাথে কথা বলল তখন রাজা বলল, আজ থেকে তুমি আমার এখানে মর্যাদাবান ও বিশ্বস্ত হলে। (৫৫) ইউসূফ বলল, আপনি আমাকে দেশের কোষাগারের দায়িত্ব দিন। আমি একজন ভাল সংরক্ষক ও এব্যাপারে আমার পর্যাপ্ত জ্ঞানও আছে। (৫৬) আর এভাবেই আমরা ইউসূফকে ওই দেশে শক্ত অবস্থান দান করি। সেখানে সে যখন যেখানে ইচ্ছা স্থান নিতে পারে। আমি যাকে চাই আমার অনুগ্রহ প্রদান করি। আর আমি পূণ্যবানদের প্রতিফল নষ্ট করি না। (৫৭) আর পরলোকের প্রতিদানই শ্রেষ্ঠ বিশ্বাসী ও ঐশীপরায়ন লোকদের জন্য।

(৫৮) আর ইউসূফের ভাইয়েরা মিশরে এল। তারপর তার কাছে পৌঁছাল। আর ইউসূফ তাদের চিনতে পারল। কিন্তু তারা ইউসূফকে চিনতে পারল না। (৫৯) আর সে তাদের সামগ্রী তৈরী করে দিয়ে বলল, তোমাদের বৈমাত্রিয়

ভাইকেও আমার কাছে নিয়ে আসবে। দেখছ না যে, আমি শস্য পূরো মেপে দিচ্ছি এবং আমি শ্রেষ্ঠ অতিথি পরায়ন? (৬০) আর যদি তোমরা ওকে আমার কাছে না নিয়ে আস তাহলে আমার কাছে না তোমাদের জন্য কোন শস্য থাকবে আর না তোমরা আমার কাছে আসতে পারবে। (৬১) তারা বলল, আমরা তার সম্বন্ধে তার পিতাকে রাজি করানোর চেষ্টা করব। আর একাজ আমাদের করতেই হবে।

(৬২) আর ইউসূফ তার কর্মচারীদের বলে দিল, ওদের পন্যমূল্য ওদের সামগ্রীর মধ্যে রেখে দিও, যাতে ওরা ঘরে পৌঁছানোর পর জানতে পারে। তাহলে ওদের আবার আসার সম্ভাবনা থাকবে। (৬৩) অতঃপর যখন তারা তাদের পিতার কাছে ফিরে এল তখন বলল, হে পিতা! আমাদের বরাদ্দ বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব আমাদের সাথে আমাদের ভাই (বিন ইয়ামীন) কে যেতে দিন যাতে আমরা বরাদ্দ আনতে পারি। আমরা অবশ্যই তাকে হেফাজত করব। (৬৪) ইয়াকুব বলল, পূর্বে তোমাদেরকে ভাই এর ব্যাপারে যেমন বিশ্বাস করেছিলাম এর ব্যাপরেও কি তোমাদের সেই রকম বিশ্বাস করব? যা হোক আল্লাহই শ্রেষ্ঠ হেফাজতকারী আর তিনিই সবচেয়ে বড় দয়ালু।

(৬৫) আর যখন তারা তাদের মালপত্র খুলল তখন দেখল যে, তাদের পন্যমূল্যও তাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। তারা বলল, পিতা! আমরা আর কি আশা করতে পারি? এই দ্যাখো, আমাদের পন্যমূল্যও আমাদেরকে ফেরৎ দেওয়া হয়েছে। এখন আমরা যাব, আর আমাদের পরিবার-পরিজনদের জন্য খাদ্য সামগ্রী নিয়ে আসব। আর আমাদের ভাইকে হেফাজতে রাখব। আর এক উট বোঝাই খাদ্য অতিরিক্ত আনব। এতো স্বল্পই। (৬৬) ইয়াকূব বলল, আমি একে তোমাদের সাথে কখনই পাঠাব না, যতক্ষণ না তোমরা

আমার কাছে আল্লাহর নামে এই প্রতিজ্ঞা করবে যে, তোমরা একে আমার কাছে ফিরিয়ে আনবেই-ততক্ষণ একে আমি তোমাদের সাথে পাঠাব না। তবে তোমরা নিজেরা বেষ্ঠিত হলে অন্য কথা। অতঃপর তারা যখন তার কাছে দৃঢ় প্রতিজ্ঞা করল, তখন সে বলল, আমরা যা বলছি সে ব্যাপারে আল্লাহ স্বাক্ষী।

(৬৭) ইয়াকূব বলল, হে আমার পুত্রেরা! তোমরা সবাই একই দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে না বরং ভিন্ন ভিন্ন দরজা দিয়ে প্রবেশ করবে। আমি কিন্তু আল্লাহর বিধানের বিরুদ্ধে তোমাদের জন্য কিছু করতে পারব না। বিধান একমাত্র আল্লাহরই। আমি তাঁর উপরেই ভরসা করি। আর তাঁর উপর সকলেরই ভরসা করা উচিৎ। (৬৮) আর যখন তারা প্রবেশ করল যেভাবে তাদের পিতা তাদের নির্দ্দেশ দিয়েছিল, সেভাবে প্রবেশ করলেও তাতে আল্লাহর ইচ্ছার বাইরে তাদের কোন ফল হয়নি। এতে শুধু ইয়াকূবের মনের একটি ইচ্ছাই পূরণ হল। নিঃসন্দেহে সে আমারই দেওয়া জ্ঞানের শিক্ষায় জ্ঞানী ছিল, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(৬৯) আর যখন তারা ইউসূফের কাছে হাজির হল তখন সে তার ভাই (বিন ইয়ামীন) কে কাছে রাখল এবং বলল, আমিই তোমার ভাই (ইউসুফ)। অতএব ওদের কৃতকর্মের জন্য দুঃখ করো না। (৭০) অতঃপর যখন তাদের সামগ্রী তৈরী করে দেওয়া হল তখন সে তার ভাই এর মালপত্রের মধ্যে পানপাত্রটি রেখে দিল। তারপর একজন ঘোষক ঘোষণা করল, হে যাত্রীদল! তোমরা চোর। (৭১) তারা তাকে সম্মোধন করে বলল, তোমাদের কি হারিয়েছে? (৭২) তারা বলল আমরা রাজার পানপাত্র পাচ্ছি না। আর যে এটি এনে দিতে পারবে সে এক উট বোঝাই সামগ্রী পাবে। আর আমি এর জিম্মা নিচ্ছি। (৭৩) তারা বলল, আল্লাহর শপথ, তোমরা তো জানো আমরা এদেশে

অনর্থ ঘটাতে আসিনি এবং আমরা চোরও নই। (৭৪) ইউসূফের লোকেরা বলল, যদি তোমরা মিথ্যুক প্রমাণিত হও তাহলে ওই চোরের শাস্তি কি হবে? (৭৫) তারা বলল, তার শাস্তি এই হবে যার মালপত্র থেকে ওটা পাওয়া যাবে সে-ই তার শাস্তি। আমরা অপরাধীদের এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি। (৭৬) অতঃপর ইউসূফ তার (ছোট) ভাই এর পূর্বে ওদের থলি দিয়ে তল্লাশি শুরু করল। তারপর তার ভাই এর থলি থেকে পানপাত্রটি বের হল। এভাবে আমি ইউসূফের জন্য কৌশল অবলম্বন করি। আল্লাহর ইচ্ছা না হলে সে রাজার আইনে নিজের ভাইকে নিতে পারত না। আমি যাকে চাই উচ্চ মর্যাদা দান করি। আর সকল জ্ঞানীর উপরে আছেন এক মহাজ্ঞানী।

(৭৭) তারা বলল, যদি এ চুরি করে থাকে তাহলে ইতিপূর্বে এর এক ভাই ও চুরি করেছিল। ইউসূফ তখন কথাটি নিজের মনে গোপন রেখেছিল, তাদের কাছে প্রকাশ্যে কিছু বলল না। সে নিজের মনে বলেছিল তোমরা নিজেরা খুবই নিকৃষ্ট লোক, আর যা কিছু তোমরা বলছ আল্লাহ সে সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত আছেন। (৭৮) তারা বলল, হে রাজন! এর এক বৃদ্ধ পিতা আছে। অতএব আপনি এর বদলে আমাদের মধ্যে হতে কাউকে রেখে দিন। আমরা মনে করি আপনি একজন মহানুভব মানুষ। (৭৯) সে বলল, আল্লাহর স্মরণ (একথায়) যে আমি যার কাছে আমাদের মাল পেয়েছি তাকে ছাড়া আমরা আরেক জনকে ধরব কেন? তাহলে আমরা তো অবশ্যই অত্যাচারী বলে গণ্য হব।

(৮০) যখন তারা তার কাছ থেকে নিরাশ হয়ে গেল তখন একান্তে গোপন পরামর্শ করতে থাকল। তাদের বড় জন বলল, তোমরা কি জাননা যে, তোমাদের পিতা তোমাদের থেকে আল্লাহর নামে দৃঢ় প্রতীজ্ঞা নিয়েছেন আর এর আগে তোমরা ইউসূফের ব্যাপারে যে অন্যায় তোমরা করেছ?

অতএব আমি এখান থেকে যাব না, যতক্ষণ না পিতা আমাকে যাওয়ার অনুমতি দেন কিংবা আল্লাহ আমার জন্য কোন ব্যবস্থা করে দেন। তিনিই তো শ্রেষ্ঠ ব্যবস্থাপক। (৮১) তোমরা তোমাদের পিতার কাছে ফিরে যাও আর বলো, পিতা! তোমার ছেলে চুরি করেছে। আমরা যা জেনেছি কেবল সেকথাই বললাম। আর আমরা তো অদৃশ্য বিষয় জানি না। (৮২) যে জনপদে আমরা ছিলাম আর যে যাত্রীদলের সাথে আমরা এসেছি তাদের কাছে জিজ্ঞেস করে দেখুন। আমরা অবশ্যই সত্য বলছি।

(৮৩) পিতা বলল, বরং তোমাদের মন থেকে এই কথা সাজিয়ে এনেছ, অতএব ধৈর্য্য ধারণই উত্তম। হতে পারে আল্লাহ ওদের সবাইকে আমার কাছে নিয়ে আসবেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৮৪) সে মুখ ফিরিয়ে নিল আর বলল, হায় ইউসূফ। আর শোকে তার চোখ দুটি সাদা হয়ে গেল। সে একেবারেই বিষন্ন থাকতে লাগল। (৮৫) তারা বলল, আল্লাহর কসম! আপনি কি ইউসূফের স্মরণেই থাকবেন? যতক্ষণ না মরণাপন্ন অথবা মৃতদের অন্তর্ভূক্ত হয়ে যান? (৮৬) সে বলল, আমি শুধু আমার দুঃখ আর মনের কষ্ট আল্লাহর কাছে ব্যক্ত করছি আর আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। (৮৭) হে আমার পুত্রগণ! যাও ইউসূফ আর তার ভাইকে অন্বেষণ কর আর আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয়ো না। অবিশ্বাসীরা ছাড়া কেউ আল্লাহর দয়া থেকে নিরাশ হয় না।

(৮৮) অতঃপর তারা যখন আবার ইউসূফের কাছে গেল, তারা বলল, হে রাজন! আমরা ও আমাদের পরিবারবর্গ খুবই কষ্টে আছি এবং আমরা সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি, আপনি আমাদের পুরো বরাদ্দ দিন আর আমাদের কিছু দান ও প্রদান করুন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দান প্রদানকারীদের প্রতিদান দিয়ে থাকেন। (৮৯) তিনি বললেন, তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে

কি আচরণ করেছিলে তা কি জান? তোমরা তো অজ্ঞ। (৯০) তারা বলল, আসলে তুমিই কি ইউসূফ? তিনি বললেন হ্যাঁ, আমিই ইউসূফ আর এ আমার ভাই। আল্লাহ আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যে ভয় করে ও ধৈর্য্য ধারণ করে আল্লাহ সেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান নষ্ট করেন না।

(৯১) ভাইয়েরা বলল, আল্লাহর কসম! অবশ্যই আল্লাহ তোমাকে আমাদের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছেন এবং নিশ্চয়ই আমরা কুপথে ছিলাম। (৯২) ইউসূফ বলল, আজ আর তোমাদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। তিনি সবচেয়ে বড় দয়ালু। (৯৩) তোমরা আমার এই জামাটি নিয়ে যাও আর এটাকে আমার পিতার মূখের উপর রাখো, তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে আসবে। আর তোমরা তোমাদের পরিবার-পরিজনদের নিয়ে আমার কাছে এসো।

(৯৪) আর যখন যাত্রীদল (মিশর থেকে) রওয়ানা হল তখন তাদের পিতা (কেনআনে) বলল, যদি তোমরা আমার এই বৃদ্ধাবস্থায় মানসিক ভারসাম্যহীন মনে না কর তাহলে আমি ইউসূফের ঘ্রাণ পাচ্ছি। (৯৫) লোকেরা বলল, আল্লাহর কসম! তুমি আসলে তোমার সেই পুরানো বিভ্রান্তির মধ্যেই আছো। (৯৬) অতঃপর যখন সেই সুসংবাদ দাতা এল, সে জামাটি ইয়াকূবের মুখের উপর রাখল সাথে সাথেই তার দৃষ্টিশক্তি ফিরে এল। সে বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, আমি আল্লাহর কাছ থেকে এমন কিছু জানি যা তোমরা জান না। (৯৭) ইউসূফের ভাইয়েরা বলল, হে পিতা! আমাদের পাপের ক্ষমার জন্য প্রার্থনা করুন। নিঃসন্দেহে আমরা অপরাধী ছিলাম। (৯৮) ইয়াকুব বলল, আমি আমার প্রভূর কাছে তোমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৯৯) অতঃপর তারা সবাই যখন ইউসূফের কাছে পৌঁছাল তখন সে

তার মাতা-পিতাকে নিজের কাছে বসাল, অর বলল, তোমরা আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিশরে থাক। (১০০) আর সে তার মাতা-পিতাকে সিংহাসনের উপর বসালো, আর সকলেই সিজদায় লুটিয়ে পড়ল। আর ইউসুফ বলে উঠল, আব্বাজান, এটাই আমার সেই স্বপ্নের অর্থ যা আমি অনেকদিন আগে দেখেছিলাম। আমার প্রভূ সেটাকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। তিনি আমাকে কারাগার থেকে মুক্ত করেছেন। আর আপনাদের সবাই কে মরুজীবন থেকে এখানে নিয়ে এসেছেন। এর পরেও যে, শয়তান আমার আর আমার ভাইদের মধ্যে বৈরিতা সৃষ্টি করেছিল। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ যা চান তিনি তা নিপুনভাবে সম্পন্ন করেন। তিনিই মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়।

(১০১) হে আমার প্রভূ ! তুমি আমাকে রাজ্য দান করেছে, আর আমাকে কথার অর্থ জানা শিখিয়েছ। হে আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা ! ইহলোক ও পরলোকে তুমিই আমার অভিভাবক। তুমি আমাকে তোমার অনুগত অবস্থায় মৃত্যু দিও এবং সৎলোকদের সাথে মিলিত কোরো।

(১০২) এসব হচ্ছে অদৃশ্যলেকের কিছু সংবাদ যা আমি ওহির (শ্রুতি) মাধ্যমে জানাচ্ছি, আর তুমি ওই সময় ওদের কাছে উপস্থিত ছিলে না, যখন ইউসুফের ভাইয়েরা তাদের কর্ম পরিকল্পনা ঠিক করছিল আর তারা ষড়যন্ত্র করছিল। (১০৩) আর তুমি যতই চাওনা কেন, অধিকাংশ লোক ইমান (আস্থা) আনবে না। (১০৪) আর তুমি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছ না। এটা তো কেবল এক উপদেশ বিশ্ববাসীর জন্য।

(১০৫) আকাশ ও পৃথিবীতে কত নিদর্শন আছে, মানুষ এসবের উপর দিয়েই যায় অথচ এর উপর কোন মনোযোগ দেয় না। (১০৬) আর অধিকাংশ লোক যারা আল্লাহকে মানে, তারা তাঁর সাথে অন্যকেও শরীক করে।

(১০৭) তবে কি তারা আল্লাহর শাস্তি স্বরূপ তাদের উপর কোন দুর্যোগ নেমে আসা কিংবা তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ তাদের কাছে প্রলয় এসে পড়া থেকে নিজেদেরকে নিরাপদ মনে করছে? (১০৮) বলো, এই আমার পথ। আমি জেনে বুঝে আল্লাহর দিকে ডাকি, আমি ও আমার অনুসারীরা। আর আল্লাহ পবিত্র। আর আমি অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত নই।

(১০৯) আর আমরা তোমার পূর্বে বিভিন্ন জনপদ বাসীর কাছে যত রসূল পাঠিয়েছি তারা সবাই মানুষই ছিল। আমরা তাদের নিকটে ওহী (শ্রুতি) পাঠাতাম, তবে কি তারা পৃথিবীতে ভ্রমণ করেনি এবং দেখেনি যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছিল? পরলোকের ঘরই তো ওই লোকদের জন্য উত্তম যারা ভয় করে। তবে কি তোমরা বোঝ না? (১১০) অবশেষে যখন রসূলগণ নিরাশ হয়ে যেত এবং মনে করত যে, তাদেরকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা হয়েছে তখন তাদের কাছে আমাদের সাহায্য আসত। অতএব আমরা যাকে চাইতাম তারা রক্ষা পেত। আর অপরাধীদের থেকে আমাদের শাস্তি ফেরানো যায় না।

(১১১) এই ঘটনাবলীতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য বড় শিক্ষা রয়েছে। এ কোন বানানো গল্প নয় বরং প্রমাণ আছে ওতে যা এর পূর্বেও মজুদ ছিল। আর সবকিছুর বিস্তারিত ব্যাখ্যা আছে। এবং অনুগ্রহ ও দিক-নির্দ্দেশনা আছে আস্থাবানদের জন্য।

১৩. সূরাহ আর-রাআদ (বজ্রধ্বনি)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) আলিফ লাম মীম রা।

এটা আল্লাহর কিতাবের আয়াত, আর যা কিছু তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। তবে অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না। (২) আল্লাহই সেই মহান সত্ত্বা যিনি কোন স্তম্ভ ছাড়াই আকাশ সমূহ উত্তোলন করেছেন, যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। অতঃপর তিনি সিংহাসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছেন। প্রত্যেকে নির্দ্ধারিত সময় অনুযায়ী চলছে। আল্লাহই সকল বিষয় পরিচালনা করেন এবং নিদর্শনসমূহ বিশদ ভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভূর সাক্ষাত সম্বন্ধে প্রত্যয়ী হও। (৩) আর তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন। আর ওতে পাহাড় ও নদ-নদী স্থাপন করেছেন, সেখানে তিনি প্রত্যেক ফলের দুটি করে জোড়া উৎপন্ন করেছেন। তিনি দিনকে রাত দ্বারা আচ্ছাদিত করেন। নিঃসন্দেহে এসব জিনিষে নিদর্শনসমূহ রয়েছে ওই লোকদের জন্য যারা চিন্তাশীল।

(৪) আর পৃথিবীতে পরস্পর সংলগ্ন ভূখন্ড, আঙুরের বাগান, শস্যক্ষেত্র এবং একাধিক মাথা বিশিষ্ট ও এক মাথা বিশিষ্ট খেজুর গাছ আছে যা একই পানি দ্বারা সিঞ্চিত হয়, তবে ফলের স্বাদে আমি এগুলোর কতককে কতকের চেয়ে উৎকৃষ্ট করে থাকি। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৫) আর যদি তুমি বিস্মিত হও তবে অবিশ্বাসীদের একথাটিও একটি বিস্ময়, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব তখন কি আমাদেরকে নতুনভাবে সৃষ্টি

করা হবে? ওরাই ওদের প্রভূকে অবিশ্বাস করেছে এবং ওদেরই গলায় থাকবে লোহার শিকল। ওরা নরকের অধিবাসী, ওরা সেখানে চিরকাল থাকবে।

(৬) ওরা মঙ্গলের পূর্বে অমঙ্গলের জন্য তাড়াতাড়ি করছে। অথচ তাদের আগে এইরূপ অনেক শাস্তির ঘটনা সংঘটিত হয়েছে। আর মানুষের অন্যায় সত্ত্বেও তোমার প্রভূ তাদের প্রতি ক্ষমাপরায়ন। আবার তোমার প্রভূ শাস্তি প্রদানেও অত্যন্ত কঠোর।

(৭) আর যারা অবিশ্বাস করেছে, ওরা বলে, এই ব্যক্তির প্রতি ওর প্রভূর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন কেন অবতীর্ণ হয়নি? আসলে তুমি তো একজন সতর্ককারী মাত্র। আর প্রত্যেক জনগোষ্ঠীর জন্য একজন পথপ্রদর্শক থাকে।

(৮) আল্লাহ জানেন প্রত্যেক নারী গর্ভে যা বহন করে আর গর্ভাশয়ে যা কমে ও যা বাড়ে তাও। এবং প্রত্যেক বস্তুর তাঁর কাছে একটি নির্দিষ্ট পরিমাণ আছে। (৯) আর তিনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ জানেন। তিনি সবচেয়ে মহান ও সর্বোচ্চ মর্যাদাবান। (১০) তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি গোপনে কথা বলুক বা প্রকাশ্যে কথা বলুক আর যে রাত্রে লুকিয়ে থাকুক বা দিনে চলাফেরা করুক আল্লাহর কাছে সবই সমান।

(১১) প্রত্যেক ব্যক্তির আগে ও পিছনে নিরীক্ষণকারী রয়েছে। যে আল্লাহর নির্দেশে তার দেখভাল করে থাকে। আল্লাহ তো কোন জনগোষ্ঠীর অবস্থা পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করে যা তাদের মনে আছে। আর আল্লাহ যখন কোন জনগোষ্ঠীকে শাস্তি দিতে চান তখন হঠাবার কোন উপায় নেই। তিনি ছাড়া তাদের কোন সহায়ক ও নেই।

(১২) তিনিই তোমাদেরকে বিদ্যুৎ দেখান যাতে ভয় ও উৎপন্ন হয়

আবার আশাও। আর তিনিই পানি থেকে ভারী মেঘ সৃষ্টি করেন। (১৩) আর বজ্রের গর্জন তাঁর প্রশংসার সাথে তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর ফেরেশতাগণও তাঁর ভয়ে (তাঁরই পবিত্রতা বর্ণনা করে) আর তিনি বজ্রপাত করেন এবং এর দ্বারা যাকে চান আঘাত করেন। তবুও তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে, অথচ তিনি প্রচণ্ড প্রতাপশালী।

(১৪) সত্যের ডাক কেবলমাত্র আল্লাহর জন্য। তাঁকে ছাড়া লোক যাকে ডাকে তারা তাদের অধিক তৃপ্ত করতে পারে না। যেমন পানি ওই ব্যক্তিকে তৃপ্ত করতে পারে না যে, তার দুই হাত পানির দিকে বাড়িয়ে থাকে যাতে পানি তার মূখ পর্যন্ত পৌঁছে যায় আর তা তাদের মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পারে না। আর অবিশ্বাসীদের আহ্বান নিষ্ফলই হয়ে থাকে।

(১৫) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহকে সিজদাহ করে, প্রসন্ন চিত্তে হোক বা বিবশ হয়ে হোক এবং তাদের ছায়াও সকাল ও সন্ধ্যায়। (১৬) বলো, আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূ কে? বলে দাও আল্লাহ। বলো, তবুও কি তোমরা তাকে ছাড়া এমন কতিপয় অভিভাবক নির্দ্ধারণ করেছ যাদের নিজেদেরই কোন উপকার বা ক্ষতি করার ক্ষমতা নেই? বলো, অন্ধ আর দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন কি সমান হতে পারে? অথবা অন্ধকার আর আলো কি একরকম হতে পারে? নাকি যাদেরকে তারা আল্লাহর সাথে শরীক সাব্যস্ত করেছে তারাও আল্লাহর সৃষ্টির মত সৃষ্টি করেছে, যা দেখে তারা বিভ্রান্তিতে পড়েছে? বলো, আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা এবং তিনি একক ও মহাপরাক্রমশালী।

(১৭) আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন। যার ফলে উপত্যাকা সমূহ যার যার ক্ষমতা অনুযায়ী প্রবাহিত হয়। তারপর বন্যা অনেক ফেনা বয়ে আনে। আর মানুষেরা গহনা বা জিনিষপত্র বানানোর জন্য যে বস্তু আগুনে ফোটায় তা থেকেও অনুরূপ এক প্রকার ফেনা তৈরী হয়। এভাবেই

আল্লাহ সত্য ও মিথ্যার উদাহরণ বর্ণনা করেন। অতএব ফেনা তো শুকিয়ে সমাপ্ত হয়ে যায়, আর যে জিনিষ মানুষের উপকারে আসে তা ভূমিতে থেকে যায়। আল্লাহ এভাবেই উদাহরণ দিয়ে থাকেন।

(১৮) যারা তাদের প্রভূর ডাকে সাড়া দেয়, তাদের জন্য কল্যান রয়েছে আর যারা তারা আহ্বান অমান্য করে, তাদের কাছে যদি পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই থাকত, এবং তার সাথে আরো সমপরিমাণ থাকত তাহলে অবশ্যই তারা তা মুক্তিপন স্বরূপ দিতে চাইত। তাদের জন্য রয়েছে কঠিন হিসাব। তাদের আবাস হবে নরক। আর তা কতইনা খারাপ ঠিকানা।

(১৯) অতএব যে জানে যে, তোমার কাছে তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। সে কি ওই ব্যক্তির সমান হতে পারে যে অন্ধ? বস্তুত বুদ্ধিমানেরাই উপদেশ গ্রহণ করে থাকে। (২০) যারা আল্লাহর ওয়াদা পূরণ করে এবং প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করে না। (২১) আর যারা তা ভাঙে যা আল্লাহ জুড়তে আদেশ দিয়েছেন আর সে তার প্রভূকে ভয় করে ও কঠিন হিসাবের আশংকা করে। (২২) আর যারা তার প্রভূর সন্তুষ্টির আশায় ধৈর্য্য ধারণ করে, নামায সম্পাদন করে এবং আমার দেওয়া জিনিষ হতে গোপনে ও প্রাকাশ্যে খরচ করে, এবং ভাল দ্বারা মন্দকে প্রতিরোধ করে। পরলোকের ঘর ওদেরই জন্য। (২৩) স্থায়ী উদ্যান, যাতে তারা প্রবেশ করবে। আর ওরাও যারা এর যোগ্য হবে, ওদের পূর্বজ এবং ওদের স্ত্রীগণ, আর ওদের সন্তানদের মধ্যে। আর ফেরেশতাগণ প্রত্যেকটি দরজা দিয়ে তাদের কাছে প্রবেশ করবে। (২৪) বলবে তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক ওই ধৈর্য্যের প্রতিদান স্বরূপ যা তোমরা ধারণা করেছিলে। কতই না উত্তম এই পরলোকের আবাস।

(২৫) আর যারা আল্লাহর সাথে পাক্কা ওয়াদা করার পর তা ভঙ্গ করে

এবং আল্লাহ যা জুড়ে রাখতে বলেছেন তা ছিন্ন করে, পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে তাদের জন্য অভিসম্পাত; আর তাদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট আবাস। (২৬) আল্লাহ যাকে চান অধিক জীবিকা দান করেন আর যাকে চান সঙ্কুচিত করে দেন। তারা পার্থিব জীবন নিয়ে আনন্দ করে, অথচ এই পার্থিব জীবন পরলোকের তুলনায় এক তুচ্ছ সামগ্রী ব্যতিত কিছুই নয়।

(২৭) আর যারা অবিশ্বাসী তারা বলে, এই ব্যক্তির উপর এর প্রভূর পক্ষ থেকে কোন নিদর্শন আসেনি কেন? বলো, আল্লাহ যাকে চান বিভ্রান্ত করে দেন, আর তিনি তার পথ তাকে দেখান যে তাঁর দিকে মনসংযোগ করে। (২৮) যারা ইমান (আস্থা) এনেছে আর যাদের অন্তর আল্লাহর স্মরণে সন্তুষ্ট হয়। শোন, আল্লাহর স্মরণেই অন্তর প্রশান্ত হয়ে থাকে। (২৯) যারা আস্থাবান আর সৎকর্মশীল তাদের জন্য সুসংবাদ আর সুন্দর আবাস।

(৩০) এভাবেই আমরা তোমাকে একটি মানবগোষ্ঠীর কাছে পাঠিয়েছি যার পূর্বে আরো অনেক মানবগোষ্ঠী অতিক্রান্ত হয়েছে, যাতে তুমি মানুষকে ওই খবর শুনিয়ে দাও যা আমরা তোমার কাছে পাঠিয়েছি। আর ওরা পরম দয়ালু আল্লাহকে অবিশ্বাস করছে। বলো, তিনিই আমার প্রভূ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, আমি তাঁরই উপর ভরসা করেছি এবং তাঁর কাছেই ফিরতে হবে।

(৩১) যদি এমন কুরআন অবতীর্ণ হত যার দ্বারা পাহাড় চলতে লাগত, অথবা পৃথিবী টুকরো টুকরো হয়ে যেত অথবা মৃতেরা কথা বলত। বরং সব অধিকার আল্লাহর। আস্থাবানদের কি এতে সন্তুষ্টি নেই যে, যদি আল্লাহ ইচ্ছা করতেন তাহলে সব মানুষকে পথ দেখাতেন। আর অবিশ্বাসীদের উপর কোন না কোন বিপত্তি আসতেই থাকে, ওদের কর্মের কারণে, কিংবা এই বিপত্তি তাদের বাড়ীঘরের কাছে নেমে আসতে থাকবে। যতক্ষণ না

আল্লাহর প্রতিশ্রুতি এসে পড়ে। নিশ্চিতরূপে আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না। (৩২) আর তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে উপহাস করা হয়েছে। তখন আমি অবিশ্বাসীদের কিছুটা অবকাশ দিয়েছি, তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। তাহলে দ্যাখো, কেমন ছিল আমার শাস্তি।

(৩৩) তবে কি যিনি প্রত্যেক ব্যক্তির কর্মের হিসাব নেবেন। (আর যে কিছুই করার সামর্থ রাখো না, সমান হবে?) অথচ তারা আল্লাহর শরীক সাব্যস্ত করেছে। বলো, তোমরা তাদের নাম বল। তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর খবর জানাবে যা তিনি এই পৃথিবীতে জানেন না? অথবা তোমরা উপরে উপরে কথা বলছ? আসলে অবিশ্বাসীদের প্রতারনা আকর্ষক করে দেওয়া হয়েছে। এবং তাদের রাস্তা বন্ধ করে দেওয়া হয়েছে। আর আল্লাহ যাকে বিভ্রান্ত করেন তার জন্য কোন পথ প্রদর্শক নেই। (৩৪) তাদের জন্য পার্থিব জীবনেও শাস্তি আছে আর পরলোকের শাস্তি তো খুবই কঠোর। আল্লাহর হাত থেকে তাদের রক্ষা করার মত কেউ নেই।

(৩৫) আর স্বর্গের উদাহরণ যা খোদাভীরুদের জন্য ওয়াদা করা হয়েছে তা এই যে, তার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তার ফল ও ছায়া চিরদিন থাকবে। এই পরিণাম তাদের জন্য যারা আল্লাহকে ভয় করে, আর অবজ্ঞাকারীদের পরিণাম নরক।

(৩৬) যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছিলাম, তারা তোমার প্রতি যা অবর্তীন হয়েছে তাতে খুশী, আর ওদের মধ্যে এমনও লোক আছে যারা এর কিছু অংশকে অবিশ্বাস করে। বলো, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি আল্লাহর উপাসনা করি আর কাউকে তাঁর শরীক না বানাই। আমি তাঁর দিকেই ডাকি আর তাঁর দিকেই আমার প্রত্যাবর্তন। (৩৭) আর এভাবেই আমরা একে এক নির্দেশ রূপে আরবী (ভাষা)তে অবতীর্ণ করেছি। জ্ঞান

আসার পরও যদি তুমি ওদের কথামত চল তাহলে আল্লাহর মোকাবিলায় না তোমার কোন সহায়ক হবে আর না কোন রক্ষক। (৩৮) আর আমরা তোমার পূর্বেও অনেক রসূল পাঠিয়েছি আর তাদেরকে স্ত্রী ও সন্তান দিয়েছি, আর কোন রসূলের জন্য এ সম্ভব নয় যে, সে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া কোন নিদর্শন নিয়ে আসে। প্রতিটি প্রতিশ্রুতি লিপিবদ্ধ আছে। (৩৯) আল্লাহ যাকে চান নিশ্চিহ্ন করেন আর যাকে চান বাঁচিয়ে রাখেন। আর তাঁরই কাছে রয়েছে মূল কিতাব।

(৪০) আমি ওদের সাথে যে ওয়াদা করেছি তার কিছু অংশ তোমাকে দেখাই অথবা আমি তোমাকে মৃত্যু দিই তাহলেও তোমার কর্তব্য তো শুধু পৌঁছে দেওয়া। হিসাব নেওয়ার দায়িত্ব তো আমার। (৪১) তারা কি দেখে না যে, আমি ভূমিকে চতূর্দিক থেকে সঙ্কুচিত করে আনছি। আল্লাহ নির্ণয় করেন, তাঁর নির্ণয়কে কেউ হটাতে পারে না আর তিনি খুব শিঘ্র হিসাব নেবেন। (৪২) এদের পূর্বে যারা ছিল তারাও কৌশল করেছিল, তবে সব কৌশল আল্লাহর অধিকারে আছে। তিনি জানেন প্রত্যেকে কি করছে। আর অবিশ্বাসীরা শিঘ্রই জানতে পারবে পরলোকের আবাস কার জন্য।

(৪৩) আর অবিশ্বাসীরা বলে, তুমি আল্লাহ প্রেরিত নও, বলো, আমার আর তোমাদের মধ্যে আল্লাহর সাক্ষীই যথেষ্ট। আর ওদের সাক্ষী যাদের কিতাবের জ্ঞান আছে।

১৪. সূরাহ ইবরাহীম (আবরাহাম)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুনাময় পরম দয়ালু।

(১) আলিফ. লাম. রা।

এই কিতাব যা আমরা তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে

অন্ধকার থেকে বার করে আলোর দিকে আনতে পার, ওদের প্রভূর নির্দেশে পরাক্রমশালী ও প্রশংসিত আল্লাহর পথে। (২) ওই আল্লাহর দিকে যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুর মালিক। আর অবজ্ঞাকারীদের জন্য এক মহা বিনাশক শাস্তি রয়েছে। (৩) যারা পরলোকের তুলনায় পার্থিব জীবনকে পছন্দ করে আল্লাহর পথে চলতে বাধা দেয় এবং তাতে বক্রতা অন্বেষন করে। ওরা সুদূর প্রসারী বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(৪) আর আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি তার সম্প্রদায়ের ভাষায় পাঠিয়েছি, যাতে সে তাদের কাছে বুঝিয়ে বলতে পারে। আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথ প্রদান করেন। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৫) আর আমরা মূসাকে আপন নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি যে, তোমার লোকদের অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে নিয়ে এস এবং তাদেরকে আল্লাহর দিনসমূহ স্মরণ করিয়ে দাও। নিঃসন্দেহে এতে বড় নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির জন্য যারা ধৈর্য্যধারণ করে আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে। (৬) আর যখন মূসা তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমাদের প্রতি আল্লাহর সেই অনুগ্রহ স্মরণ কর। যখন তিনি তোমাদেরকে ফেরাউনের লোকদের থেকে রক্ষা করেছিলেন, যারা তোমাদের কঠিন কষ্ট দিত আর যারা তোমাদের পুত্র সন্তান গুলি মেরে ফেলত আর তোমাদের নারীদেরকে বাঁচিয়ে রাখত। এতে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে বড় পরীক্ষা ছিল। (৭) যখন তোমাদের প্রভূ ঘোষণা করলেন যে, যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তোমাদেরকে আরো দেব। আর যদি তোমরা কৃতঘ্ন হও তাহলে আমার শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (৮) আর মূসা বলল, যদি তোমরা অবজ্ঞা কর আর পৃথিবীর সব মানুষ ও যদি অবজ্ঞাকারী হয়ে যায় তাহলেও আল্লাহ স্বয়ম্ভু, ও প্রশংসনীয়।

(৯) তাদের সংবাদ কি তোমার কাছে আসেনি? যারা তোমার পূর্বে

চলে গেছে। নূহ, আদ, সামূদের সম্প্রদায়, আর তাদের পরে যারা এসেছিল। যাদেরকে আল্লাহ ছাড়া কেউ জানে না। তাদের রসূল তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল; কিন্তু তারা নিজেদের হাত মুখে রাখত আর বলত। যা দিয়ে তোমাকে পাঠান হয়েছে আমরা তা মানি না আর যেদিকে তুমি আমাদের ডাকছ সে ব্যপারে আমরা এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে আছি।

(১০) তাদের রসূলগণ বলল, আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ সম্পর্কে কি কোন সন্দেহ আছে? তিনি তোমাদের ডাকছেন তোমাদের পাপ ক্ষমা করে দিতে এবং তোমাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিতে। তারা বলল, তোমরা আমাদের মত মানুষ ছাড়া আর কিছু নও। তুমি চাইছ যে, আমাদের ওই জিনিষের উপাসনা বন্ধ করে দিতে যাকে আমাদের পূর্বজরা উপাসনা করত। তোমরা আমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এস।

(১১) তাদের রসূলগণ তাদের বলল, আমরা তোমাদের মত মানুষ ছাড়া অন্য কিছুই নই ঠিকই, কিন্তু আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ করেন। আর এটা আমাদের অধিকারে নেই যে, আমরা তোমাদেরকে কোন চমৎকার দেখাই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া। আর আস্থাবানদের আল্লাহর উপরেই বিশ্বাস করা উচিৎ। (১২) আর আমরা আল্লাহকে বিশ্বাস করবই না বা কেন? যখন তিনিই আমাদেরকে পথ দেখিয়েছেন। আর যে কষ্টই তোমরা আমাদের দাও না কেন আমরা তাতে অবশ্যই ধৈর্য্য ধরব। আর নির্ভরকারীদের আল্লাহর উপরেই নির্ভর করা উচিৎ।

(১৩) আর অবিশ্বাসীরা তাদের রসূলদের বলল, হয় আমরা তোমাদের আমাদের ভূমি থেকে বার করে দেব অথবা তোমরা আমাদের দলে ফিরে আসবে। তখন রসূলদের কাছে তাদের প্রভূ ওহী (শ্রুতি) পাঠালেন যে আমরা ওই অত্যাচারীদের ধ্বংস করে দেব। (১৪) আর তাদের পরে তোমাদেরকে

পৃথিবীতে অধিষ্ঠিত করব। এটা তাদের জন্য যারা আমার সামনে দাঁড়াতে ভয় করে, আর ভয় করে আমার হুমকিকে।

(১৫) রসূলগণ বিজয় কামনা করেছিল, এবং প্রত্যেক দাম্ভিক, স্বেচ্ছাচারী ব্যর্থ হয়েছিল। (১৬) ওদের সামনে নরক আর ওদের পূঁজের মত পানি পান করার জন্য মিলবে। (১৭) তারা তা ঢক ঢক করে পান করবে আর তাদের কন্ঠ দিয়ে অতিকষ্টে নামবে। আর সবদিক থেকে মৃত্যু তাকে ঘিরে ধরবে। কিন্তু সে কোন প্রকারেই মরবে না। তার সামনে থাকবে কঠিন শাস্তি।

(১৮) যারা তার প্রভূকে অবিশ্বাস করে, তাদের কর্ম ওই ছাই এর মত যাকে এক ঝড়ের দাপটে উড়িয়ে নিয়ে গেল। তারা তাদের উপার্জনের কিছুই পেলনা। এটাই সূদূর প্রসারী বিভ্রান্তি। (১৯) তুমি কি লক্ষ করনি যে, আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী ঠিক ঠিক ভাবে সৃষ্টি করেছেন। যদি তিনি চান তাহলে তোমাদেরকে নিয়ে গিয়ে আর একটি নতূন সৃষ্টি করতে পারেন। (২০) আর আল্লাহর কাছে কিছুই কঠিন নয়।

(২১) আল্লাহর সামনে সবাইকে দাঁড়াতে হবে। আর দূর্বলেরা ওই লোকদের বলবে যারা বড়াই করত, আমরা তোমাদের অধীন ছিলাম তবে তোমরা কি আল্লাহর শাস্তি হতে আমাদের রক্ষা করবে? তারা বলবে, যদি আল্লাহ আমাদের কোন পথ দেখাতেন তাহলে আমরা তোমাদের অবশ্যই সেই পথ দেখাতাম। এখন আমরা অস্থীর হই আর ধৈর্য্য ধরি আমাদের জন্য সমান। আমাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

(২২) আর যখন বিষয়টির ফয়সালা হয়ে যাবে তখন শয়তান বলবে, আল্লাহ তোমাদের সাথে সত্য ওয়াদা করেছিলেন। আর আমিও তোমাদের সাথে ওয়াদা করেছিলাম। তবে আমি তার উল্টো করেছি। আর তোমাদের উপর আমার কোন হাত ছিল না, কিন্তু আমি তোমাদের ডাকলাম আর

তোমরা আমার কথা মেনে নিলে। অতএব তোমরা আমাকে দোষ দিওনা, বরং নিজেদেরই দোষ দাও। না আমি তোমাদের সাহায্য করতে পারব আর না তোমরা আমাকে সাহায্য করতে পারবে। আমি নিজে ওতে বিরক্ত যে, তোমরা আমাকে শরীক করতে। নিঃসন্দেহে অন্যায়কারীদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(২৩) আর যারা ইমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারা এমন উদ্যানে প্রবেশ করবে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। সেখানে তারা তাদের প্রভূর আদেশে চিরকাল থাকবে। সেখানে তাদের অভিবাদন হবে 'শান্তি'।

(২৪) তুমি কি দেখনি? কলেমা তৈয়েবা (উত্তম বাক্য) এর কি ধরনের উদাহরণ আল্লাহ দিয়েছেন। তা এক পবিত্র বৃক্ষের সমান যার শিকড় ভূমিতে মজবুত ভাবে লেগে আর যার শাখা-প্রশাখা আকাশ পর্যন্ত বিস্তৃত। (২৫) সব সময় তা ফলপ্রদান করে তার প্রভূর আদেশে আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দেন যাতে তারা সুপথ গ্রহণ করে। (২৬) আর কলেমা খবীসা (মন্দ বাক্য) এর উদাহরণ একটি খারাপ গাছের মত যা মাটি থেকেই উপড়ে ফেলা হয়েছে। যার কোন স্থিতি নেই।

(২৭) আল্লাহ আস্থাবানদের একটি দৃঢ় কথা দ্বারা ইহলোক ও পরলোকে দৃঢ়তা প্রদান করছেন। আর আল্লাহ অন্যায়কারীদের বিপথগামী করেন। আর আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(২৮) তুমি কি ওদের দেখনি? যারা আল্লাহর উপকারের বদলে অবজ্ঞা করেছে, আর যারা তাদের সম্প্রদায়কে ধ্বংসের আবাস অর্থাৎ নরকে পৌঁছে দিয়েছে। (২৯) তাদেরকে ওতে নিক্ষেপ করা হবে আর তা কত নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৩০) আর ওরা আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করিয়েছিল, যাতে তারা

মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে। বলো, কয়েকদিন ভোগ করে নাও, শেষ পর্যন্ত তোমাদের গন্তব্য তো নরক।

(৩১) আমার যে বান্দা ঈমান (আস্থা) এনেছে, ওকে বলে দাও যে, সে নামায প্রতিষ্ঠা করে আর যা কিছু আমি ওকে দিয়েছি তা থেকে প্রকাশ্যে ও গোপনে খরচ করে, এমন দিন আসার আগে যেদিন না কোন ক্রয়-বিক্রয় থাকবে আর না কোন বন্ধুত্ব কাজে আসবে।

(৩২) আল্লাহ হচ্ছেন সেই মহান সত্তা যিনি আকাশও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেছেন। অতঃপর তদ্বারা তোমাদের জীবিকার জন্য বিভিন্ন প্রকারের ফল উৎপন্ন করেছেন। তিনি নৌযানকে তোমাদের বশ করে দিয়েছেন তাই তাঁর আদেশেই সেগুলো সমূদ্রে চলে আর তিনি নদী সমূহকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। (৩৩) আর তিনি সূর্য্য ও চন্দ্রকে তোমাদের অধিকারে দিয়েছেন তারা অবিরাম চলছে। আর তিনি রাত ও দিনকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। (৩৪) তোমরা তাঁর কাছে যা যা চেয়েছ তিনি তোমাদেরকে তা সবই দিয়েছেন। যদি তোমরা আল্লাহর উপকার গণনা কর তাহলে তা গুণে শেষ করতে পারবে না। নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অন্যায়কারী আর কৃতঘ্ন।

(৩৫) আর যখন ইবরাহীম বলল, হে আমার প্রভূ ! এই নগরকে (মক্কা) শান্তির নগর বানিয়ে দাও। আর আমাকে ও আমার সন্তানদের মূর্তিপূজা থেকে দূরে রাখ। (৩৬) হে আমার প্রভূ ! এই মূর্তিগুলো অনেক মানুষকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে। অতএব যে, আমাকে অনুসরণ করে সে আমার। আর যে আমার কথা মানেনি তার ব্যাপারে তুমি ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৩৭) হে আমার প্রভূ ! আমি আমার সন্তানকে এক বন্ধ্যাভূমিতে (অকৃষিযোগ্য ভূমি) তোমার ঘরের (কাবা) নিকট বাসিন্দা করলাম। হে

প্রভূ ! যাতে সে নামায প্রতিষ্ঠা করে। অতএব তুমি মানুষের অন্তর ওর দিকে আকৃষ্ট করে দাও। এবং ফলফলাদি দ্বারা ওর জীবিকার ব্যবস্থা কর, যাতে সে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে।

(৩৮) হে আমার প্রভূ ! আমরা যা গোপন করি আর যা প্রকাশ করি তা সবই তুমি জান। আকাশ ও পৃথিবীর কোন কিছুই আল্লাহর কাছে গোপন থাকে না। (৩৯) আল্লাহকে অশেষ ধন্যবাদ, যিনি বৃদ্ধ বয়সে আমাকে ইসমাঈল ও ইসহাক দান করেছেন। নিঃসন্দেহে আমার প্রভূ প্রার্থনা শুনে থাকেন। (৪০) হে আমার প্রভূ ! আমাকে নামাযী কর, আর আমার সন্তানদেরও। হে আমার প্রভূ ! আমার প্রার্থনা কবুল কর। (৪১) হে আমার প্রভূ ! আমাকে ক্ষমা কর, আমার মাতা-পিতাকে এবং আস্থাবানদেরও, ওই দিন যেদিন হিসাব হবে।

(৪২) আর কখনও মনে করোনা যে, অত্যাচারীরা যা করছে আল্লাহ তার খবর রাখেন না। তিনি ওদেরকে সেই দিন পর্যন্ত অবকাশ দিচ্ছেন যেদিন চক্ষু স্থীর হয়ে যাবে। (৪৩) ওরা মাথা উঁচু করে পালাতে থাকবে। ওদের দৃষ্টি ওদের দিকে ফিরবে না। আর তাদের অন্তর ব্যাকূল হবে।

(৪৪) আর সেই দিন সম্পর্কে মানুষদের সতর্ক করে দাও যেদিন ওদের উপর প্রকোপ আসবে। সেই সময় অত্যাচারীরা বলবে, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের আর একটু সময় দাও, আমরা তোমার আমন্ত্রণ গ্রহণ করব আর রসূলদের অনুসরণ করব। তোমরা কি ইতিপূর্বে কসম খাওনি যে, তোমাদের কোন বিলুপ্তি নেই ? (৪৫) আর তোমরা ওদের জনপদে স্বাধীন ছিলে যারা নিজেরাই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে। আর তোমরা ভালভাবেই জেনেছিলে আমি ওদের সাথে কিরুপ আচরণ করেছিলাম। আর আমি তোমাদেরকে উদাহরণও বর্ণনা করেছি। (৪৬) তারা তাদের সর্বাত্মক চক্রান্ত

করেছে তবে তাদের সব চক্রান্তে আল্লাহর নজর ছিল। যদিও তাদের চক্রান্ত ছিল পাহাড় টলে যাওয়ার মত।

(৪৭) তুমি কখনও আল্লাহকে তাঁর রসূলদের সাথে করা ওয়াদা ভঙ্গকারী মনে করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহা পরাক্রমশালী, প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪৮) যেদিন এই পৃথিবীকে অন্য পৃথিবীতে বদলে দেওয়া হবে আর আকাশও। এবং সবাইকে এক পরাক্রমশালী আল্লাহর সামনে উপস্থিত হতে হবে। (৪৯) আর তুমি সেদিন অপরাধীদের শিকল পরানো অবস্থায় দেখতে পাবে। (৫০) ওদের পোষাক হবে আলকাতরার এবং তাদের মুখমণ্ডল আগুনে আচ্ছন্ন থাকবে। (৫১) এভাবে আল্লাহ প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কর্মের প্রতিফল দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ শিঘ্রই হিসাবগ্রহণকারী। (৫২) এটা মানুষের জন্য এক ঘোষণা, যাতে এর মাধ্যমে তাদের সতর্ক করে দেওয়া যায়। আর যাতে ওরা জানতে পারে যে, তিনিই একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বুদ্ধিমানেরা শিক্ষা গ্রহণ করে।

১৫. সূরাহ আল-হিজ্‌র (শিলাময় প্রান্তর)

পবিত্র আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) আলিফ লাম রা।

এগুলো পবিত্র গ্রন্থ ও সুস্পষ্ট এক কুরআনের আয়াত। (২) ওই সময় আসবে যখন অবিশ্বাসীরা কামনা করবে যদি তারা মান্যকারী হত। (৩) ওদেরকে খেতে, ভোগ করতে আর আশায় ভূলে থাকতে দাও। শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে। (৪) আর আমরা যে জনপদকেই ধ্বংস করেছি তার জন্য একটি নির্দিষ্ট লিখিত সময় ছিল। (৫) কোন জাতি তার নির্দ্দিষ্ট সময়কাল থেকে এগোতে কিংবা পিছোতে পারে না।

(৬) আর এরা বলে যে, এই ব্যক্তি যার উপর পথ নির্দ্দেশ অবতীর্ণ হয়েছে সে নিঃসন্দেহে একটা পাগল। (৭) তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাদের কাছে ফেরেশতাদের নিয়ে আস না কেন ? (৮) আমি ফেরেশতাদের কেবলমাত্র নির্ণয় করার জন্য পাঠাই আর তখন মানুষদের আর অবকাশ দেওয়া হয় না।

(৯) এই অনুস্মরন (কুরআন) আমিই অবতীর্ণ করেছি আর আমিই এর সংরক্ষক।

(১০) আর আমি তোমার পূর্ববর্তী সম্প্রদায় গুলোর মধ্যে রসূল পাঠিয়েছি। (১১) আর যে রসূল তাদের কাছে এসেছে তারা তাকে উপহাস করতেই থাকে। (১২) এভাবেই আমি এ (উপহাস) পাপীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিই। (১৩) তারা এটা বিশ্বাস করবে না। আর এই রীতি পূর্বের লোকদের থেকে চলে আসছে। (১৪) যদি আমি ওদের জন্য অসমানের (ঊর্দ্ধলোকের) কোন দরজা খুলে দিতাম যাতে তারা চড়ত। (১৫) তবুও তারা বলত আমাদের দৃষ্টিভ্রম হচ্ছে, বরং আমাদের উপর যাদু করে দেওয়া হয়েছে।

(১৬) আর আমি আকাশে তারামণ্ডল স্থাপন করেছি এবং পর্যবেক্ষকদের জন্য তা সুশোভিত করেছি। (১৭) আর ওকে প্রত্যেক বিতাড়িত শয়তান থেকে সুরক্ষিত করেছি। (১৮) যদি কেউ চুরি করে গোপনে কথা শুনতে চায় তাহলে এক প্রদিপ্ত অঙ্গার তার পশ্চাদ্ধাবন করে।

(১৯) আর আমিই পৃথিবীকে সুবিস্তৃত করেছি, সেখানে পর্বতমালা স্থাপন করেছি এবং তাতে প্রতিটি পরিমিত বস্তু উৎপন্ন করেছি। (২০) আর আমি তোমাদের জন্য এতে জীবিকার ব্যবস্থা করেছি, আর ওই সব জীব-জন্তু যাদের জীবিকা তোমরা দাওনা।

(২১) আর এমন কোন জিনিষ নেই যার ভাণ্ডার আমাদের কাছে নেই,

আর আমি তা নির্দিষ্ট পরিমাণেই পাঠিয়ে থাকি। (২২) আর আমি বাতাসকে বৃষ্টিগর্ভ মেঘ বহনকারী করে পাঠাই। অতঃপর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করি, তারপর সেই পানি দ্বারা তোমাদেরকে সিঞ্চিত করি। আর তোমাদের বশে ছিল না যে তোমরা এর ভাণ্ডার একত্র করে রাখতে।

(২৩) নিঃসন্দেহে আমিই জীবন দান করি আর আমিই মৃত্যু প্রদান করি। আর আমিই অনন্ত। (২৪) আর আমিই তোমাদের পূর্বসুরীদের জানি আর আমিই তোমাদের উত্তরসূরীদেরও জানি। (২৫) আর নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন। তিনি প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী।

(২৬) আর আমি মানুষকে দূর্গন্ধময় কর্দমের শক্ত মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। (২৭) এর আগে আমি জ্বিনকে প্রচণ্ড উষ্ণ আগুন থেকে সৃষ্টি করেছি।

(২৮) আর যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাদের বললেন যে, আমি দূর্গন্ধময় কর্দমের শুকনো মাটি দ্বারা একটি মানুষ তৈরী করব। (২৯) যখন আমি তার পূর্ণ আকৃতি তৈরী করব আর তার মধ্যে আমার আত্মা হতে সঞ্চার করব তখন তোমরা তার জন্য সিজদায় পড়ে যাবে। (৩০) তখন সকল ফেরেশতা সিজদাহ করল। (৩১) কিন্তু ইবলিস, সে সিজদাহকারীদের সঙ্গ দেওয়া থেকে বিরত থাকল। (৩২) আল্লাহ বললেন, হে ইবলিস! তোমার কি হল? সবার সাথে তুমি সিজদাহ করলে না কেন? (৩৩) ইবলিস বলল, আমি তো একজন মানুষকে সিজদাহ করতে পারি না, যাকে তুমি দূর্গন্ধময় কর্দমের শুকনো মাটি দিয়ে সৃষ্টি করেছ।

(৩৪) আল্লাহ বললেন, তাহলে তুই এখান থেকে বেরিয়ে যা, কারণ তুই অভিশপ্ত। (৩৫) আর তোর উপরে বিচারের দিন পর্যন্ত অভিশাপ থাকবে। (৩৬) ইবলিস বলল, হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে ওই দিন পর্যন্ত অবকাশ

দাও যেদিন লোকদের পুনরুত্থান করা হবে। (৩৭) আল্লাহ বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হল। (৩৮) সেই নির্দিষ্ট সময়ের দিন পর্যন্ত।

(৩৯) ইবলিস বলল, হে আমার প্রভূ ! তুমি আমাকে যেমন বিপথগামী করেছ, সেভাবেই পৃথিবীতে এদের জন্য সুসজ্জিত করে রাখব আর সবাইকে পথভ্রষ্ট করে দেব। (৪০) তোমার মনোনীত বান্দাহ ছাড়া।

(৪১) আল্লাহ বললেন, এটা আমার কাছে পৌঁছানোর সোজা পথ। (৪২) নিঃসন্দেহে যে আমার বান্দাহ, তার উপর তোর কতৃত্ত্ব চলবে না। তবে যারা বিপথগামী ও তোর অনুসরণ করবে তাদের কথা আলাদা। (৪৩) আর নরকই হল তাদের প্রতিশ্রুত স্থান। (৪৪) এর সাতটি দরজা আছে। প্রতিটি দরজার জন্য তাদের এক একটি অংশ রয়েছে।

(৪৫) নিঃসন্দেহে যারা ভয় করে তারা উদ্যান ও স্রোত (ফোয়ারা) সমূহের মাঝে থাকবে। (৪৬) এতে তোমরা শান্তি ও নিরাপদে প্রবেশ কর। (৪৭) তাদের অন্তরের বিদ্বেষ আমি বার করে দেব। সবাই ভাই-ভাই এর মত সামনাসামনি আসনে বসবে। (৪৮) সেখানে তাদের কোন ক্লান্তি আসবে না আর সেখান থেকে তাদেরকে বেরও করা হবে না। (৪৯) আমার বান্দাদের জানিয়ে দাও যে, আমি ক্ষমাপরায়ন, পরম দয়ালু। (৫০) আর আমার শাস্তিও যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি।

(৫১) আর ওদেরকে ইবরাহীমের অতিথিদের বৃত্তান্তের মাধ্যমে সাবধান কর। (৫২) যখন তারা তার কাছে এসে সালাম করল। ইবরাহীম বলল, তোমাদের দেখে তো আমাদের ভয় লাগছে। (৫৩) তারা বলল, ভয় পেওনা, আমরা তোমাকে একটি পুত্র সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছি। যে খুবই জ্ঞানবান হবে। (৫৪) ইবরাহীম বলল, আমার বার্দ্ধক্য এসে যাওয়া সত্ত্বেও তোমরা আমাকে সন্তানের সুসংবাদ দিচ্ছ ? তাহলে কি ধরনের সুসংবাদ আমাকে

দিচ্ছ? (৫৫) তারা বলল, আমরা তোমাকে সঠিক সুসংবাদই দিচ্ছি। অতএব তুমি নিরাশ হয়োনা। (৫৬) ইবরাহীম বলল, আমার প্রভূর কৃপায় পথভ্রষ্ট লোকেরা ছাড়া আর কে নিরাশ হতে পারে?

(৫৭) ইবরাহীম বলল, হে দূতগণ! এখন তোমাদের অভিযানটা কি? (৫৮) তারা বলল, আমাদের এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে পাঠান হয়েছে। (৫৯) লূতের পরিবারবর্গ ব্যতীত। আমরা ওদের সবাইকে বাঁচিয়ে নেব। (৬০) তবে তার স্ত্রীকে নয়। আমরা ঠিক করেছি সে অবশ্যই অপরাধীদের সাথে থেকে যাবে।

(৬১) অতঃপর যখন দূতগণ লূতের পরিবারের কাছে এল। (৬২) সে বলল, তোমরা অপরিচিত মনে হচ্ছে। (৬৩) তারা বলল না, বরং আমরা তোমার কাছে সেই জিনিষ নিয়ে এসেছি যে সম্পর্কে ওরা সন্দেহ করত। (৬৪) আর আমরা তোমার কাছে সত্য নিয়ে এসেছি এবং অবশ্যই আমরা সত্য বলছি। (৬৫) অতএব রাতের কিছু অংশ বাকি থাকতে তোমার পরিবার-পরিজনসহ বেরিয়ে যাও। আর তুমি সবার পিছনে পিছনে যাবে, আর কেউ পিছনে ঘূরে না দেখে। আর ওখানে চলে যাও যেখানে তোমাদের যেতে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। (৬৬) আর আমরা লূতকে জানিয়ে দিলাম যে, ভোর হলেই এদের শিকড় কেটে দেওয়া হবে।

(৬৭) আর নগরবাসীরা আনন্দিত হয়ে এল। (৬৮) সে বলল, এরা আমার অতিথি। তোমরা আমাকে অপমান করো না। (৬৯) তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমাকে লজ্জিত করো না। (৭০) তারা বলল, আমরা তোমাকে দুনিয়ার সবাইকে আশ্রয় দিতে নিষেধ করিনি? (৭১) সেবলল, এই আমার মেয়েরা আছে যদি তোমরা কিছু করতে চাও।

(৭২) তোমার জীবনের শপথ, তারা তাদের মদিরতায় দিশাহারা ছিল।

(৭৩) অতঃপর সূর্যোদয়ের সময় প্রচণ্ড এক আওয়াজ তাদেরকে পাকড়াও করল। (৭৪) আর আমি জনপদটির উপরের দিককে নিচে করে উল্টে দিলাম এবং তাদের উপর পাথর বর্ষন করলাম। (৭৫) নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীলদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৭৬) আর জনপদটি এক সার্বজনীন পথের উপরেই বিদ্যমান। (৭৭) নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে আস্থাবানদের জন্য।

(৭৮) আর আইকার (তাবুকের প্রাচীন নাম) অধিবাসীরা নিশ্চিত রূপে অত্যাচারী ছিল। (৭৯) তাই তাদের উপরে আমরা প্রতিশোধ নিলাম আর এই দুটি নগরই প্রকাশ্য রাজপথে বিদ্যমান। (৮০) আর হিজরবাসীরাও তাদের রসূলদের উপর মিথ্যারোপ করেছিল। (৮১) আমরা তাদেরকে নিদর্শন দিয়েছিলাম। কিন্তু তারা সেদিক থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয়। (৮২) ওরা পাহাড় কেটে তাতে ঘর বানাত যে, তারা শান্তিপূর্ণাভাবে সেখানে বাস করবে। (৮৩) তারপর এক সকালে প্রচণ্ড এক আওয়াজ ওদের পাকড়াও করল। (৮৪) তখন ওদের উপার্জন সমূহ ওদের কোন কাজে আসেনি।

(৮৫) আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে উদ্দেশ্যবিহীনভাবে তৈরী করিনি। আর কেয়ামত (মহাবিনাশ) অবশ্যই আসবে। অতএব তুমি ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখ। (৮৬) তোমার প্রভূই সুবিজ্ঞ, সৃষ্টিকর্তা।

(৮৭) আমি তোমাকে সাত মাসানী (বারবারপাঠ করার) আর মহান কুরআন প্রদান করেছি। (৮৮) তুমি ওই সাংসারিক ভোগসামগ্রীর দিকে তাকিয়োনা যা আমি ওদের মধ্যে বিভিন্ন লোককে দিয়েছি। আর ওতে দুঃখ করো না, আর আস্থাবানদের উপর তোমার স্নেহের হাত ঝুঁকিয়ে দাও। (৮৯) আর বলো, আমি একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৯০) ওভাবেই আমরা ওই বিভাজনকারীদের উপরেও অবতীর্ণ করেছিলাম। (৯১) যারা তাদের

কুরআন খণ্ড-খণ্ড করে দিয়েছে। (৯২) অতএব তোমার প্রভূর শপথ! আমি ওদের সবাইকে জিজ্ঞাসা করব। (৯৩) ওরা যা কিছু করত সে সম্পর্কে।

(৯৪) অতএব তোমাকে যা নির্দেশ দেওয়া হয়েছে তা প্রকাশ্যে ঘোষণা কর এবং অংশীবাদীদের থেকে মূখ ফিরিয়ে নাও। (৯৫) বিদ্রুপ কারীদের বিরুদ্ধে তোমার জন্য আমিই যথেষ্ট। (৯৬) যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্যের শরীক করে। (৯৭) তারা শীঘ্রই এর পরিণাম জানতে পরবে। আর আমি জানি ওদের যে কথায় তোমার মন সংকুচিত হচ্ছে। (৯৮) অতএব তুমি তোমার প্রভূর সপ্রশংসিত পবিত্রতা বর্ণনা কর এবং সিজদাহকারীদের অন্তর্ভূক্ত হও। (৯৯) আর তোমার প্রভূর উপাসনা কর। যতক্ষন না তোমার কাছে নিশ্চিত বস্তু এসে যায়।

১৬. সূরাহ আন-নহল (মৌমাছি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুনাময় পরম দয়ালু।

(১) আল্লাহর নির্দেশ এসে গেছে, অতএব এ ব্যাপারে তাড়াহুড়া করো না, তিনি মহামহিম। আর তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার ঊর্দ্ধে। (২) তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাদের কাছে চান ওহী নিয়ে ফেরেশতা পাঠান, তোমরা মানুষকে জানিয়ে দাও যে আমার ছাড়া কোনে উপাস্য নেই। অতএব আমাকে ভয় কর। (৩) তিনি আকাশ ও পৃথিবীকে উদ্দেশ্যপূর্বক সৃষ্টি করেছেন। তারা যা কিছু শরীক করে তিনি তার ঊর্দ্ধে।

(৪) তিনি মানুষকে এক ফোটা বীর্য দ্বারা তৈরী করেছেন। অথচ এই মানুষ হঠাৎই প্রকাশ্যে ঝগড়া করতে থাকে। (৫) আর তিনিই তোমাদের জন্য গবাদীপশু সৃষ্টি করেছেন, এগুলোতে তোমাদের জন্য তাপগ্রহণের উপকরণ ও আরো অনেক উপকার আছে, এদের থেকে তোমরা খাদ্যও

পেয়ে থাক। (৬) এগুলোতে তোমাদের জন্য সৌন্দর্যের উপকরণও আছে, যখন বিকালে এদেরকে চারণভূমি থেকে নিয়ে আস এবং সকালে যখন ছাড়। (৭) এরা তোমাদের বোঝা এমন স্থানে বয়ে নিয়ে যায় যেখানে তোমরা কঠোর পরিশ্রম বিনা পৌঁছাতে পারতে না। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ পরম করুনাময় দয়ালু। (৮) আর তিনিই ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তার উপরে আরোহন করতে পার এবং সৌন্দর্যের জন্যেও তিনি এমন জিনিষ তৈরী করেন যা তোমরা জান না।

(৯) সোজা পথই আল্লাহর দিকে পৌঁছায়। আর কিছু পথ বাঁকাও আছে আর যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে সৎপথ দেখাতেন।

(১০) তিনিই আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন, তা হতে তোমরা পান কর, তাহতেই উদ্ভীদ জন্মায় যাতে তোমরা চরাও। (১১) তা হতেই তিনি তোমাদের জন্য শস্য, জলপাই, খেজুর, আঙুর আর সবরকম ফল উৎপন্ন করেন। নিঃসন্দেহে চিন্তাশীলদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

(১২) তিনিই তোমাদের জন্য রাত, দিন ও সূর্য-চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। আর তারকারাজীও তাঁর আদেশে কার্যরত। নিশ্চয় এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (১৩) আরো নানা বর্ণের যেসব বস্তু তিনি পৃথিবীতে সৃষ্টি করেছেন এসবের মধ্যেও নিদর্শন রয়েছে তাদের জন্য যারা শিখতে চায়।

(১৪) আর তিনিই সমুদ্রকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা এথেকে টাটকা মাংস খাও এবং এথেকে অলংকার বার করে পরতে পার। আর তোমরা নৌযানগুলো দেখবে যে, সমুদ্র চিরে চলাচল করে। আর যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার আর তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(১৫) তিনি পৃথিবীতে পর্বত স্থাপিত করেছেন যাতে তা তোমাদেরকে নিয়ে টলমল না করে, এবং তিনি নদনদী ও দিক তৈরী করেছেন যাতে তোমরা পথ পাও। (১৬) আর অন্য অনেক পথ চিহ্নও আছে, আর লোকেরা তারার সাহায্যেও পথের সন্ধান পায়।

(১৭) অতএব যিনি সৃষ্টি করেন তিনি কি তার মত হবেন যিনি সৃষ্টি করতে পারে না? তোমরা কি চিন্তা করো না? (১৮) যদি তোমরা আল্লাহর উপহারগুলো গণনা করতে চাও তাহলে তোমরা তা গুণে শেষ করতে পারবে না, নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান। (১৯) আর আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা গোপন কর আর যা কিছু প্রকাশ কর।

(২০) আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকে তারা কোন বস্তুই সৃষ্টি করতে পারে না আর তারা স্বয়ংই এক সৃষ্টি। (২১) ওরা মৃত জীবিত নয়, আর ওরা জানেনা কবে তাদের জীবিত করা হবে (ওঠানো হবে)। (২২) তোমাদের উপাস্য একজনই উপাস্য, কিন্তু যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তাদের অন্তর অবজ্ঞাকারী আর তারা অহংকারী। (২৩) নিশ্চিত রুপেই আল্লাহ জানেন যা কিছু ওরা গোপন করে আর যা কিছু প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে তিনি অহংকারীদের পছন্দ করেন না।

(২৪) আর যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমাদের প্রভূ কি অবতীর্ণ করেছেন? তারা বলে পূর্ববর্তীদের কেসসা-কাহিনী। (২৫) তারা পুনরুত্থান দিবসে নিজেদের বোঝাও বহন করবে এবং তাদেরও কতক বোঝা যাদের জ্ঞান না থাকায় তারা পথভ্রষ্ট করছে। স্মরন রাখ, যে বোঝা তারা বহন করবে তা খুবই খারাপ।

(২৬) এদের পূর্ববর্তীরাও যুক্তি খাড়া করেছিল। আল্লাহ তাদের ভবনের ভিত্তিমূলে আঘাত হেনেছিলেন। ফলে উপর থেকে তাদের মাথায় ছাদ ভেঙে

পড়েছিল এবং শাস্তি এমন জায়গা থেকে এসেছিল যে জায়গা তাদের কল্পনাতেও ছিল না। (২৭) এরপর কেয়ামতের (পুনরুত্থান) দিনে আল্লাহ তাদের লাঞ্ছিত করবেন আর বলবেন, কোথায় আমার সেই শরীকেরা যাদের নিয়ে তোমরা ঝগড়া করতে? যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছিল তারা বলবে, আজকের দিনে লাঞ্ছনা আর দূরাবস্থা অবজ্ঞাকারীদের জন্যই।

(২৮) ফেরেশতারা এই অবস্থায় যাদেরকে মৃত্যু প্রদান করবে যে, তারা নিজেই নিজেদের উপর অত্যাচার করত, ওই সময় তারা আত্মসমর্পন করে বলবে, আমরা তো খারাপ কিছু করতাম না। হ্যাঁ, নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করতে। (২৯) এখন নরকের দরজায় প্রবেশ কর। এখানে যুগ-যুগান্তর ধরে বাস কর। তাহলে কত খারাপ ঠিকানা অহংকারকারীদের।

(৩০) আর যারা খোদাভীরু তাদেরকে বলা হবে, তোমাদের প্রভূ কি অবতীর্ণ করেছিলেন? তারা বলবে, ‘কল্যান’। যারা সৎকর্ম করে তাদের জন্য এই পার্থিব জীবনেও মঙ্গল আর পরলোকের আবাস তো আরো ভাল। আর কতই না সুন্দর আবাস খোদাভীরুদের জন্য। (৩১) চিরকাল থাকার উদ্যান যাতে তারা প্রবেশ করবে তার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হতে থাকবে। ওদের জন্য সেখানে সবকিছুই থাকবে যা ওরা চাইবে, আল্লাহ পরহেজগার (সংযমী) দের এমনই প্রতিফল দান করবেন। (৩২) পবিত্র থাকা অবস্থায় ফেরেশতা যাদের প্রাণ হরণ করে। ফেরেশতারা বলে তোমার প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক, তোমরা যে সব ভাল কাজ করতে তার প্রতিদান স্বরূপ স্বর্গে প্রবেশ কর।

(৩৩) এই লোকেরা কি এই প্রতীক্ষায় আছে যে, তাদের কাছে ফেরেশতা আগমন করুক অথবা তোমার প্রভূর নির্দেশ এসে যাক। তাদের পূর্ববর্তীরাও এমনটি করেছিল। আর আল্লাহ ওদের উপর অত্যাচার করেননি বরং তারা

নিজেই নিজেদের উপর অত্যাচার করেছিল। (৩৪) তাই তাদের উপর নিজ অপকর্মের প্রতিফল আপতিত হল আর তারা যা নিয়ে উপহাস করছিল, তাই তাদেরকে বেষ্টন করল।

(৩৫) আর যারা শির্ক (আল্লাহর শরীক) করেছিল ওরা বলে, যদি আল্লাহ চাইতেন তাহলে আমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারোর উপাসনা করতাম না, আর তার নির্দেশ ব্যতিত কোন কিছুকেই অবৈধ করতাম না। পূর্বসূরীরাও এমনটি করেছিল। অতএব রসূলগণের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরুপে বার্তা পৌঁছে দেওয়া।

(৩৬) আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়ের) মধ্যে একজন রসূল (বার্তাবহ) পাঠিয়েছি। "তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর আর তাগুত (শয়তান) থেকে দূরে থাক"। অনন্তর ওদের মধ্যে কতককে আল্লাহ সুপথ প্রদান করেছেন আর কতকের জন্য বিপথগামিতা অবধারিত হয়েছে। অতএব পৃথিবীতে ভ্রমণ করো এবং দ্যাখো, মিথ্যা প্রতিপন্নকারীদের পরিণাম কি হয়েছে? (৩৭) যদি তুমি (রসূল) ওদের পথ দেখাতে চাও তাহলে আল্লাহ যাদের পথভ্রষ্ট করবেন তাদেরকে তিনি পথ দেখাবেন না আর তাদের কোন সাহায্যকারীও নেই।

(৩৮) আর এরা আল্লাহর নামে দৃঢ় শপথ করে বলে, যে, যারা মরে যায় আল্লাহ তাদের পুনরুত্থিত করবেন না। অবশ্যই এটা তার সত্য ওয়াদা, কিন্তু অধিকাংশ লোকই জানেনা। (৩৯) যাতে তারা যে বিষয়ে মতভেদ করছে তিনি তা প্রকাশ করতে পারেন এবং অবিশ্বাসীরা জানতে পারে যে, তারাই মিথ্যাবাদী ছিল। (৪০) আমি যখন কোন কিছু করতে ইচ্ছা করি তখন তাকে শুধু 'হও' বলি, অমনি তা হয়ে যায়।

(৪১) আর যারা আল্লাহর জন্য দেশত্যাগ করেছে, অত্যাচারিত হওয়ার

পর, আমি তাদের পৃথিবীতে উত্তম বাসস্থান দেব। আর পরলোকের পুরষ্কার তো আরও বড়। যদি তারা জানত। (৪২) যারা ধৈর্য্যধারণ করে আর তাদের প্রভূর উপর ভরসা করে।

(৪৩) তোমার পূর্বেও আমি মানুষদেরকে রসূল হিসাবে পাঠিয়েছিলাম, তাদের কাছে আমি ওহী (শ্রুতি) পাঠাতাম, অতএব যদি তোমার জানা না থাকে তাহলে জ্ঞানীদের কাছে জিজ্ঞাসা করে নাও। (৪৪) স্পষ্ট নিদর্শন ও কিতাবসহ পাঠিয়েছিলাম। আর আমি তোমার কাছেও 'স্মরনিকা' অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মানুষকে স্পষ্ট করে দিতে পার যা তাদের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছে আর যাতে তারা চিন্তা করে।

(৪৫) যারা দূরভিসন্ধি করে তারা কি এই ভয় থেকে মুক্ত যে, আল্লাহ তাদেরকে ভূমিতে ধসিয়ে দেবেন কিংবা ওখান থেকে ওদের উপর শাস্তি এসে যায় যেখানকার কথা তাদের কল্পনায়ও ছিল না। (৪৬) অথবা তাদের ঘোরা-ঘুরির মধ্যেই আল্লাহ তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তারা তো আল্লাহকে বিবশ করতে পারে না। (৪৭) কিংবা ভীত অবস্থায় তিনি তাদেরকে পাকড়াও করবেন? তোমাদের প্রভূ অবশ্যই স্নেহপরায়ন, পরম দয়ালু।

(৪৮) আল্লাহ যে সব জিনিষ সৃষ্টি করেছেন তারা কি সেগুলোর প্রতি লক্ষ করেনি, তাদের ছায়া আল্লাহর উদ্দেশ্যে সিজদাহবনত হয়ে ডাইনে ও বামে ঝুঁকে পড়ে? (৪৯) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু গতিশীল বস্তু আছে তা সবই আল্লাহকে সিজদাহ করে। আর ফেরেশতাগণও, ওরা অহংকার করে না। (৫০) তারা নিজেদের উপর তাদের প্রভূকে ভয় করে আর যে নির্দ্দেশপায় তা পালন করে থাকে।

(৫১) আর আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন, দুজন উপাস্য গ্রহণ করো না। উপাস্য তো একজনই। অতএব আমাকেই ভয় করে। (৫২) আর আকাশ ও

পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। এবং অবিরাম আনুগত্য কেবল তাঁরই প্রাপ্য। তবুও তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্যকে ভয় করবে?

(৫৩) আর তোমাদের কাছে যে নেয়ামত (উপকার) আছে তা আল্লাহর পক্ষ থেকেই। আবার যখন তোমরা কোন কষ্টে পড় তখন তাঁরই কাছে ফরিয়াদ কর। (৫৪) তারপর তিনি যখন তোমাদের কষ্ট দূর করে দেন, তখনি তোমাদের একটি দল তাদের প্রভূর সাথে শরীক সাব্যস্ত করে। (৫৫) আমি তাদের যা দিয়েছি তা অস্বীকার করার জন্য। অতএব কিছুদিন ভোগ করে নাও। সময়ে জানতে পারবে। (৫৬) আর এরা আমারই দেওয়া জিনিষ থেকে ওদের জন্য অংশ নির্দ্ধারণ করে, যাদের সম্পর্কে এরা জানে না। আল্লাহর শপথ, যে মিথ্যা আরোপ তোমরা লাগাচ্ছ সে সম্পর্কে অবশ্যই তোমাদেরকে প্রশ্ন করা হবে।

(৫৭) আর ওরা আল্লাহর জন্য কন্যা নির্দ্ধারণ করে; এ থেকে আল্লাহ পবিত্র। আর তারা নিজেদের জন্য তাই ঠিক করে যা তারা কামনা করে। (৫৮) তাদের কাউকে যখন কন্যা সন্তান জন্মের সুসংবাদ দেওয়া হয় তখন তার চেহারা মলিন হয়ে যায় আর সে বিষন্ন হয়ে পড়ে। (৫৯) তাকে যে সংবাদ দেওয়া হয়েছে তার গ্লানিতে সে লোকদের থেকে নিজেকে লুকিয়ে রাখে, আর ভাবে লাঞ্ছনা নিয়ে তাকে সে রেখে দেবে নাকি মাটিতে পুতে ফেলবে? তারা যা নির্ণয় করে তা কত জঘন্য। (৬০) যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না তারা নিকৃষ্ট অবস্থানে আছে, পক্ষান্তরে আল্লাহর অবস্থান সর্বোচ্চ তিনিই মহাপরাক্রমশালী, পরম প্রজ্ঞাবান।

(৬১) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের অন্যায়ের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীতে কোন প্রাণীকেই ছাড়তেন না। বস্তুত তিনি একটি নির্দ্ধারিত

সময় পর্যন্ত মানুষকে অবকাশ দেন। যখন তার নির্দ্দিষ্ট সময় আসবে তখন তারা এক মুহূর্তও বিলম্ব করতে বা এগিয়ে আনতে পারবে না।

(৬২) তারা আল্লাহর জন্য যা নির্দ্ধারণ করে নিজের জন্য তাই অপছন্দ করে, তাদের জিহ্বা এভাবে মিথ্যা বর্ণনা দেয় যে, ভাল জিনিষগুলো তাদেরই হবে। নিশ্চিতরূপে এদের জন্যই নরক এবং তাদের অবশ্যই সেখানে পৌঁছে দেওয়া হবে।

(৬৩) আল্লাহর শপথ ! আমি তোমার আগে বিভিন্ন জাতির কাছে বার্তাবহ পাঠিয়েছি। কিন্তু শয়তান তাদের কাজগুলি তাদের দৃষ্টিতে শোভন করেছে। অতএব সে-ই আজ তাদের অভিভাবক এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬৪) তোমার কাছে তো কিতাব অবতীর্ণ করেছি এজন্য যে, তারা যে বিষয়ে মতভেদ করে তা তাদের জন্য তা স্পষ্ট করবে, আর আস্থাবানদের জন্য পথ-নির্দ্দেশ ও অনুগ্রহ স্বরূপ।

(৬৫) আর আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেন এবং এর দ্বারা ভূমি নিষ্প্রান হওয়ার পর তা সজীব করেন। যে লোকেরা শোনে তাদের জন্য এতে নিদর্শন রয়েছে।

(৬৬)গবাদি পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষা রয়েছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটের ভিতরের গোবরও রক্তের মধ্য থেকে খাঁটি দুধ পান করাই, যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু ও তৃপ্তিদায়ক। (৬৭) খেজুর ও আঙুর ফলের মধ্যেও। তোমরা ও থেকে মাদক ও উত্তম খাবার গ্রহণ করে থাক। নিঃসন্দেহে এতে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৬৮) আর তোমার প্রভূ মৌমাছিদের প্রতি ওহী-(বার্তা) করেছেন তোমরা ঘর বানাও পাহাড়ে, গাছে ও মানুষেরা যা নির্মাণ করে তাতে। (৬৯) তারপর সবরকম ফল থেকে রস চুযে নাও আর আপন প্রভূর নির্দ্ধারিত

পথে চল। এই মৌমাছির পেট থেকে বিভিন্ন রঙের পানীয় বের হয়, যাতে মানুষের জন্য আরোগ্য আছে। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল মানুষের জন্য নিদর্শন আছে।

(৭০) আল্লাহ তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃ তিনি তোমাদের মৃত্যু ঘটাবেন। তোমাদের মধ্যে কতককে নিকৃষ্ট বয়সে (বার্দ্ধক্যে) উপনীত করা হয় যাতে তারা জানার পর কিছুই না জানে। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্ব শক্তিমান।

(৭১) জীবিকার ব্যাপারে আল্লাহ তোমাদের কতককে কতকের চেয়ে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। যাদেরকে অগ্রাধিকার দেওয়া হয়েছে তারা তাদের অধীনস্ত দাস-দাসীদেরকে এজন্য দেয় না যে, তারা তাতে সমান হয়ে যাবে। তবে কি তারা আল্লাহর উপকার অস্বীকার করে?

(৭২) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের মধ্য থেকেই পত্নীদের তৈরী করেছেন আর পত্মীদের থেকে তোমাদের জন্য পুত্র-পৌত্রদের সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদেরকে উত্তম জীবিকা দান করেছেন। তাসত্বেও কি তারা অসত্য মান্যকারী আর আল্লাহর উপকার অস্বীকারকারী। (৭৩) আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন উপাস্যদের উপাসনা করে যারা তাদের জন্য আকাশ থেকে না কোন জীবিকা দেওয়ার অধিকার রাখে আর না ভূমি থেকে এবং এদের সে ক্ষমতাও নেই। (৭৪) অতএব তোমরা আল্লাহর কোন উপমা দিওনা। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন, তোমরা জাননা।

(৭৫) আর আল্লাহ উদাহরণ পেশ করছেন, একজন অন্যের মালিকানাধীন দাস, যার নিজের কিছু করার ক্ষমতা নেই। অর একজন এমন লোক যাকে আমি আমার পক্ষ থেকে উত্তম জীবিকা দান করেছি এবং সে নিজে থেকেই

গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে। এই দুই ধরনের মানুষ কি সমান হবে? সকল প্রশংসা আল্লাহর জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(৭৬) আর আল্লাহ আরও একটি উদাহরণ বর্ণনা করেছেন, দুই ব্যক্তি, যার একজন বোবা, কোন কাজ করতে পারে না আর সে তার মালিকের কাছে একটি বোঝা। সে তাকে যেখানেই পাঠায় কোন কাজ ঠিকমত করে আসতে পারে না। তাহলে কি সে ও ওই ব্যক্তি কি সমান যে ন্যায়ের শিক্ষাদেয় আর সে নিজেও সঠিক পথে আছে।

(৭৭) আকাশ ও পৃথিবীর রহস্যের সম্বন্ধ আল্লাহর কাছেই রয়েছে। আর কেয়ামত (পুনরুত্থান দিবস) এর ব্যাপারট তো কেবল চোখের পলকের মত বরং এর চেয়েও দ্রুত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(৭৮) আল্লাহ তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেট থেকে বের করেছেন, তুমি কিছুই জানতে না। আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখ ও হৃদয় দিয়েছেন যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(৭৯) লোকেরা কি পাখীদের দেখে না যে, সে আকাশের বায়ুমণ্ডলে বিচরণ করছে। আল্লাহই তো তাকে ধরে রাখছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে আস্থাবানদের জন্য। (৮০) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের ঘরকে শান্তির আবাস বানিয়েছেন। তিনি তোমাদের জন্য পশুর চামড়া থেকে ঘর (তাঁবু) তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন যা তোমরা ভ্রমণকালে ও কোথাও অবস্থান কালে হাল্কা পাও। এবং তার পশম, লোম ও চুল থেকে আসবাবপত্র ও কিছুকালের জন্য ভোগ্যসামগ্রী তৈরীর ব্যবস্থা করেছেন।

(৮১) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর সৃষ্টিবস্তুর ছায়া তৈরী করেছেন, এবং তোমাদের জন্য পাহাড়ে আশ্রয়স্থল তৈরী করেছেন, আর তোমাদের জন্য এমন পোষাক তৈরী করেছেন যা তোমাদেরকে গরমের তাপ থেকে

রক্ষা করে আবার এমন পোষাকও বানিয়েছেন যা তোমাদেরকে যুদ্ধের সময় রক্ষা করে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের উপর তাঁর উপকার পূরো করেছেন যাতে তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও। (৮২) তারা যদি মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমার দায়িত্ব কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া। (৮৩) তারা আল্লাহর নেয়ামতগুলো (উপকার) চেনে তারপরও তা অস্বীকার করে আর তাদের অধিকাংশ লোকই অকৃতজ্ঞ।

(৮৪) আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতি থেকে একজন স্বাক্ষী দাঁড় করাব তখন অবিশ্বাসীদের পথ-নির্দ্দেশ দেওয়া হবে না আর তাদের ক্ষমাপ্রার্থনাও স্বীকার করা হবে না। (৮৫) আর অত্যাচারী লোকেরা যখন শাস্তি দেখবে তখন তা আর লঘূ করা হবে না আর তাদের কোন অবকাশও দেওয়া হবে না।

(৮৬) আর যখন অংশীবাদী লোকেরা তাদের শরীকদের দেখতে পাবে তখন বলবে, হে আমাদের প্রভূ, এই সেই আমাদের শরীক যাকে আমরা তোমাকে ছেড়ে আহ্বান করতাম। তখন ওই শরীকরা একথা তাদের দিকে ছুড়ে দেবে আর বলবে তোমরা মিথ্যাবাদী। (৮৭) আর সেই দিন তারা আল্লাহর সামনে ঝুঁকে পড়বে এবং তারা যা কিছু গড়ত তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে। (৮৮) যারা অবিশ্বাস করল ও আল্লাহর পথে বাধাসৃষ্টি করল, আমি তাদের শস্তির পর শাস্তি বৃদ্ধি করব। ওই অশান্তির কারণে যারা তা সৃষ্টি করত।

(৮৯) আর যেদিন আমি প্রত্যেক জাতির মাঝে তাদের নিজেদের মধ্য থেকেই একজন স্বাক্ষী দাঁড় করব। এবং তোমাকে এদের স্বাক্ষী করে নিয়ে আসব। আর আমি তোমার কাছে কিতাব পাঠিয়েছি প্রত্যেক জিনিষ স্পষ্ট

করে দেওয়ার জন্য, আত্মসমর্পণকারীদের জন্য পথ-নির্দেশ, অনুগ্রহ ও সুসংবাদ জানাবার জন্য।

(৯০) নিঃসন্দেহে আল্লাহ নির্দেশ দান করেছেন ন্যায় ও উপকার এবং আত্মীয়স্বজনকে দান করার। আর আল্লাহ নিষেধ করছেন অশ্লীলতা, অসৎ কাজ ও বিদ্রোহ করতে। আল্লাহ তোমাকে উপদেশ দান করেছেন যাতে তুমি শিক্ষা গ্রহণ কর।

(৯১) তোমরা যখন পরস্পর ওয়াদা কর তখন আল্লাহর ওয়াদা পুরো করো। আর পাকা শপথ করার পর তা ভঙ্গ করো না। আর তোমরা তোমাদের উপর আল্লাহকে জামিনদারও বানিয়েছ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (৯২) আর তোমরা ওই মহিলার মত হয়ো না যে নিজের ভ্রমবশতঃ তার পাকানো সূতো টুকরো টুকরো করে ছিঁড়ে ফেলে। তোমরা তোমাদের শপথকে পরস্পর অশান্তি সৃষ্টি করার মাধ্যম বানাও, শুধু এই কারণে যে, একদল অন্যদলের চেয়ে বড় হয়ে যাবে। এর মাধ্যমে আল্লাহ তোমাদের পরীক্ষা নেন এবং তিনি কেয়ামতের (উত্থান দিবসের) দিনে স্পষ্ট করে দেবেন যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ করতে।

(৯৩) আল্লাহ যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে তোমাদের সবাইকে একই জাতি করে দিতেন, কিন্তু তিনি যাকে চান পথভ্রষ্ট করেন এবং যাকে চান পথের সন্ধান দেন। আর তোমাদের কর্ম সম্পর্কে অবশ্যই জিজ্ঞাসা করা হবে।

(৯৪) আর তোমরা তোমাদের শপথকে পরস্পরকে ধোকা দেওয়ার মাধ্যমে বানিও না, তাতে পা স্থীর হওয়ার পর পিছলে যাবে এবং আল্লাহর পথে বাধা দেওয়ার কারণে তোমরা শাস্তি আস্বাদন করবে। তোমাদের জন্য ভয়ানক শাস্তি রয়েছে। (৯৫) আর তোমরা আল্লাহর ওয়াদাকে সামান্য

লাভের জন্য বিকিয়ে দিও না। আল্লাহর কাছে যা আছে তোমাদের জন্য তা-ই উত্তম, যদি তোমরা জানতে।

(৯৬) তোমাদের কাছে যা আছে তা শেষ হয়ে যাবে আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা চিরদিন থাকবে। আর যারা ধৈর্য্য ধারণ করবে আমি তার সৎকর্মের প্রতিফল অবশ্যই দেব। (৯৭) যে ব্যক্তি কোন ভাল কাজ করবে, সে পুরুষই হোক বা নারী, শর্ত এটাই যে, সে মোমিন (আস্থাবান) হবে তাহলে আমি তাকে জীবন প্রদান করব, এক উত্তম জীবন, আর যা কিছু তারা করবে তার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার দেব।

(৯৮) অতএব যখন কুরআন পাঠ করবে তখন অভিশপ্ত শয়তান থেকে আল্লাহর স্মরণ চাইবে। (৯৯) ওর আধিপত্য ওদের উপর চলে না যারা ঈমানদার এবং আপন প্রভূর উপর নির্ভর করে। (১০০) ওর আধিপত্য কেবল তাদের উপরেই যারা ওর সাথে সম্পর্ক রাখে আর যারা আল্লাহর সাথে শরীক করে।

(১০১) আর আমি যখন একটি আয়াতকে আরেকটি আয়াতের স্থলে পরিবর্তন করি, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেন সে সম্পর্কে তিনি ভালই জানেন—তখন তারা বলে, তুমি তৈরী করে নিয়ে এসেছ। বরং তাদের অধিকাংশই জানে না। (১০২) বলো, পবিত্র আত্মা (জিব্রাঈল) তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে তথ্যসহ অবতীর্ণ করেছে যাতে এটা ঈমানদারদের সুদৃঢ় রাখে আর এটা পথ নির্দ্দেশ ও সুসংবাদ আত্মসমর্পণকারীদের জন্য।

(১০৩) আর আমি জানি এরা বলে যে, একে তো একজন মানুষ শেখায়। যে ব্যক্তির দিকে ওরা ঈঙ্গিত করে তার ভাষা আজমী (অনারব)। আর এই কুরআন তো স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১০৪) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহে আস্থা প্রকাশ করে না, আল্লাহ ওদের কখনই পথ দেখাবেন না আর

ওদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। (১০৫) মিথ্যাতো ওরাই তৈরী করে যারা আল্লাহর আয়াত সমূহে বিশ্বাস করে না আর এরাই মিথ্যাবাদী।

(১০৬) যে ব্যক্তি বিশ্বাস করার পর আল্লাহ থেকে বিমূখ হয়ে যাবে যাদেরকে বাধ্য করা হয়েছে তাদের ছাড়া তবে শর্ত এই যে, তাদের অন্তর বিশ্বাসের উপর দৃঢ় থাকবে। কিন্তু যারা মনে- প্রাণে অবিশ্বাসী হয়ে যায় তাহলে এদের উপর আল্লাহর প্রকোপ হবে আর ওদের ভয়ানক শাস্তি দেওয়া হবে। (১০৭) এটা এই কারণে যে, ওরা পরলোকের তূলনায় সাংসারিক জীবনকে পছন্দ করেছে আর আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের পথ দেখান না। (১০৮) এরাই সেই লোক আল্লাহ যাদের অন্তর, কান ও চোখ সীল করে দিয়েছেন। আর এরা পূর্ণতঃ অমনযোগী। (১০৯) কোন সন্দেহ নেই পরলোকে এরাই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(১১০) অতঃপর তোমার প্রভূ ওই লোকদের জন্য যাদেরকে পরীক্ষায় ফেলার পর হিজরত (প্রবাস) করেছে, তারপর লড়াই করেছে ও ধৈর্য্যধারণ করেছে। এসব কিছুর পরে নিশ্চয় তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১১১) যে দিন প্রত্যেকেই আত্মপক্ষ সমর্থন করার জন্য উপস্থিত হবে, আর প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের পূরো প্রতিফল দেওয়া হবে এবং তাদের প্রতি কোন অন্যায় করা হবে না।

(১১২) আর আল্লাহ একটি জনপদের উদাহরণ দিচ্ছেন যে, ওরা সূখে-শান্তিতে ছিল, তবুও তারা আল্লাহর উপকারের সাথে কৃতঘ্নতা করল, তখন আল্লাহ ওদের কৃত-কর্মের দরুন ক্ষুধা ও ভয়ের স্বাদ আস্বাদন করালেন। (১১৩) এবং ওদের মধ্যে থেকেই ওদের জন্য একজন রসূল এল, কিন্তু ওরা তাকে বিশ্বাস করল না ফলে শাস্তি ওদেরকে পাকড়াও করল। আর ওরা অত্যাচারী ছিল।

(১১৪) আর যে জিনিষ আল্লাহ তোমাদের জন্য পবিত্র ও বৈধ করেছেন তা হতে খাও আর আল্লাহর কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। যদি তোমরা তাঁর উপাসক হও। (১১৫) আল্লাহ তো তোমাদের জন্য মৃত প্রাণীর মাংস, রক্ত, শুকরের মাংস আর যে প্রাণী আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো নামে জবাই করা হয় তার মাংস অবৈধ করেছেন। কিন্তু যদি কোন ব্যক্তি বাধ্য হয় শর্ত এটাই যে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও কিংবা সীমালঙ্ঘন না করে। তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(১১৬) আর নিজের মূখে বানানো মিথ্যার উপরে নির্ভর করে এ কথা বলোনা যে, এটা বৈধ আর এটা অবৈধ আর আল্লাহর উপরে মিথ্যা আরোপ লাগিও না। যারা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ লাগাবে তারা সফল হতে পারবে না। (১১৭) স্বল্পকালীন ভোগ করে নিক, ওদের জন্য যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১১৮) আর ইহুদীদের জন্য আমি যা কিছু অবৈধ করেছিলাম তা তোমার কাছে পূর্বেই বর্ণনা করেছি। আমি তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করিনি বরং তারা নিজেরাই নিজেদের প্রতি অত্যাচার করতে থাকে। (১১৯) অতঃপর তোমাদের প্রভূ ওই লোকদের জন্য যারা অজ্ঞানতাবশতঃ খারাপ কাজ করে ফেলে এবং তারপর তওবা (অনুশোচিত হয়ে ক্ষমা প্রার্থনা) করে এবং নিজেকে শুধরে নেয়, তাদের জন্য নিশ্চয়ই তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১২০) নিঃসন্দেহে ইবরাহীম ছিল এক অন্য উম্মত (সম্প্রদায়) আল্লাহর অনুগত ও একনিষ্ঠ। আর সে শির্ক (মূর্ত্তিপূজা) করত না। (১২১) সে ছিল আল্লাহর নেয়ামত সমূহের প্রতি কৃতজ্ঞ। আল্লাহ তার কথা শুনেছিলেন আর সঠিক পথে তাকে পরিচালিত করেছিলেন। (১২২) আর আমি তাকে পৃথিবীতেও কল্যান দিয়েছিলাম আর পরলোকেও সে সৎকর্মাশীলদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(১২৩) অতঃপর তোমার কাছে প্রত্যাদেশ পাঠিয়েছি যে, ইবরাহীমের পথ অনুসরণ কর যে একনিষ্ঠ ছিল সে অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল না।

(১২৪) শনিবারের নিয়ম ওদের উপরেই বিধিবদ্ধ করা হয়েছিল যারা এতে মতভেদ করেছিল। আর নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ পুনরুত্থান দিবসে এর মীমাংসা করে দেবেন যে ব্যাপারে ওরা মতভেদ করছিল।

(১২৫) প্রজ্ঞা ও সদুপোদেশ দ্বারা মানুষকে তোমার প্রভূর পথে আহ্বান করো এবং তাদের সাথে ভালভাবে কথা বার্তা বলো। নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ ভালভাবেই জানেন যে, কে তাঁর পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়ে গেছে আর তিনি ওদেরকেও ভালভাবেই জানেন কে সঠিক পথে চলছে।

(১২৬) যদি তোমরা প্রতিশোধ নিতে চাও তাহলে এতটাই প্রতিশোধ নাও যতটা কষ্ট তোমরা পেয়েছ। আর যদি ধৈর্য্য ধারণ করতে পার তাহলে ধৈর্যবানেরা অধিক উত্তম। (১২৭) আর ধৈর্য ধর, আর তোমাদের ধৈর্য্য আল্লাহরই দান। আর তোমরা ওদের আচরণে দুঃখিত হয়োনা এবং ওরা যে চক্রান্ত করছে তার জন্য কষ্ট পেও না। (১২৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ ওই লোকদের সাথে আছেন যারা সংযমী ও সৎকর্মশীল।

১৭. সূরাহ আল-ইসরা (নৈশভ্রমণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুনাময়, পরম দয়ালু।

(১) তিনিই সেই পবিত্র সত্তা যিনি তাঁর বান্দাকে (মুহম্মদ সঃ) এক রাতে ভ্রমন করিয়েছেন মসজিদুল হারাম (কাবা) থেকে দূরবর্তী ওই মসজিদ (বায়তুল মুকাদ্দিস) যার বাতাবরণ আমি বরকতময় করেছি সেই পর্যন্ত। যাতে আমি তাকে আমার কিছু নিদের্শন দেখিয়ে দিই। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন।

(২) আর আমি মূসাকে কিতাব দিই আর ঈসরায়ীলের সন্তানদের কাছে একটি দিক-নির্দেশনা করে দিই এই নির্দেশ দিয়ে যে, তোমরা আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে কর্মবিধায়ক বানিও না।(৩) তোমরা তাদের সন্তান যাদের আমি নূহের সাথে আরোহন করিয়েছিলাম। নিঃসন্দেহে সে ছিল এক কৃতজ্ঞ বান্দা।

(৪) আমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের কিতাবে ঘোষণা দিয়েছিলাম যে, তোমরা পৃথিবীতে দুবার বিপর্য্যয় সৃষ্টি করবে এবং বড়রকম বিদ্রোহ প্রদর্শন করবে। (৫) অতঃপর যখন এর মধ্যে প্রথম প্রতিশ্রুতি এল তখন আমি তোমাদের বিরুদ্ধে আমার শক্তিশালী বান্দাদের পাঠালাম। তারা ঘরের ভিতরে ঢুকে পড়ল আর প্রতিশ্রুতি পূরো হয়েই ছাড়ল।(৬) তারপর আমি তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের পালা ফিরিয়ে দিলাম। ধন-সম্পদ ও সন্তান এর মাধ্যমে তোমাদের সাহায্য করলাম এবং তোমাদেরকে সংখ্যাগরিষ্ঠ দলে পরিণত করলাম।

(৭) তোমারা ভাল কাজ করলে নিজেদের জন্যে ভাল করবে, আর যদি তোমরা খারাপ কাজ কর তাও নিজেদের জন্যে খারাপ করবে। তারপর যখন দ্বিতীয় প্রতিশ্রুতির সময় আসল তখন আমি অন্য বান্দাদের পাঠালাম যে, তারা তোমাদের মুখমণ্ডল বিকৃত করে দেয় আর মসজিদে (বায়তুল মুকাদ্দিস) অনুপ্রবেশ করে, যেমন ভাবে তারা প্রথমবার অনুপ্রবেশ করেছিল, আর যাতেই চড়াও হয় সব লণ্ডভণ্ড করে দেয়।(৮) হয়ত তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর অনুগ্রহ করবেন। আর যদি তোমরা আবার আগের আচরণ কর তাহলে আমিও আগের আচরণ করব। আর আমি নরককে অবজ্ঞাকারীদের জন্য কারাগার বানিয়েছি।

(৯) নিঃসন্দেহে এই কুরআন সেই পথ দেখায় যা পূর্ণতঃ সোজা পথ,

আর আস্থাবানদের সুসংবাদ দেয় যে, যারা সৎকর্মশীল তাদের জন্য বড় প্রতিফল রয়েছে। (১০) আর যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তাদের জন্য আমি যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছি।

(১১) আর মানুষ অকল্যান কামনা করে যেভাবে তাকে কল্যান কামনা করা দরকার। আর মানুষ বড়ই তাড়াহুড়াপ্রবন। (১২) আর আমি রাত ও দিনকে দুটি নিদর্শন বানিয়েছি। অতঃপর রাতের নিদর্শনকে নিষ্প্রভ করেছি আর দিনের নিদর্শনকে আলোকপ্রদ করেছি, যাতে তোমরা তোমাদের প্রভূর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পার এবং বছরের সংখ্যা ও হিসাব জানতে পার। আমি তো সব বিষয় ভালভাবেই স্পষ্ট বিবরণ দিয়েছি।

(১৩) আর আমি প্রত্যেক মানুষের ভাগ্য তার গলায় বেঁধে দিয়েছি। আর উত্থান দিবসে ওদের জন্য একটি কিতাব বার করব যা ওরা খোলা অবস্থায় পাবে।(১৪) তোমার কিতাবটি পড়। আজ তোমার হিসাব নেওয়ার জন্য স্বয়ং তুমিই যথেষ্ট।(১৫) যে ব্যক্তি সৎপথে চলে তার নিজের জন্যেই চলে, আর যে বিপথগামী হয় সে নিজের ক্ষতির জন্যেই বিপথগামী হয়। একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। কোন রসূল না পাঠানো পর্যন্ত আমি কাউকে শাস্তি দিই না।

(১৬) যখন আমি কোন নগরকে ধ্বংস করতে চাই তখন তার বিলাস যাপনকারীদের নির্দেশ দিই। কিন্তু তারা তা অবজ্ঞা করে। তখন তার বিরুদ্ধে দণ্ডাজ্ঞা অবধারিত হয়ে যায় আর আমি তাকে একেবারে ধ্বংস করে দিই। (১৭) নূহের পর আমি কত প্রজন্ম ধ্বংস করে দিয়েছি। নিজের বান্দাদের পাপের খবর রাখা ও তা দেখার জন্য তোমার প্রভূই যথেষ্ট।

(১৮) যে ব্যক্তি আজিলা (প্রাপ্তব্য পার্থিব সুখ) চায় তাকে আমি তাই দিই, যাকে আমি যতটা দিতে চাই। তারপর আমি তার জন্য নরক নিশ্চিত

করে দিই। সে তাতে প্রবেশ করবে। নিন্দিত ও বিতাড়িত হয়ে। (১৯) আর যে পরলোক চায় আর তারজন্য যথাযথ চেষ্টা করে এবং সে আস্থাবান হয় তাহলে এমন লোকদের প্রয়াস স্বীকার করা হবে।

(২০) আর আমি প্রত্যেককে তোমার প্রভূর দেওয়া বস্তু পৌঁছাই এদেরকে আর ওদেরকেও। আর তোমার প্রভূর দান কারো জন্য বন্ধ নেই। (২১) দ্যাখো, আমি কিভাবে তাদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্টত্ব দিয়েছি। আর মর্য্যাদায় ও শ্রেষ্ঠত্বে তো পরকালই বড়।

(২২) আল্লাহর সাথে অন্য কাউকে উপাস্য বানিও না। অন্যথায় তুমি নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (২৩) আর তোমার প্রভূ আদেশ করেছেন যে, তোমরা তাঁকে ছাড়া অন্য কারও উপাসনা করবে না, এবং মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করবে। যদি তাদের একজন বা উভয়জন তোমার কাছে বার্দ্ধক্যে উপনীত হয় তাহলে তাদেরকে ‘উফ’ শব্দ পর্যন্ত বলবে না এবং তাদের সাথে ধমকের সুরে কথা বলবে না, বরং তাদের সাথে সম্মানজনক ভাবে কথা বলবে। (২৪) আর তাদের সামনে বিনম্রভাবে স্নেহের ডানা মেলে ধরবে আর বলবে, হে প্রভূ! এদের দুজনের উপর দয়া কর, যেমনভাবে তারা আমাকে ছোটবেলায় লালনপালন করেছেন। (২৫) তোমাদের প্রভূ ভালভাবেই জানেন তোমাদের অন্তরে কি আছে। যদি তোমরা সৎ থাকো তাহলে অবশ্যই তিনি ক্ষমাপ্রার্থনাকারীকে ক্ষমা করবেন।

(২৬) আত্মীয়-স্বজনদেরকে তাদের অধিকার দাও, নির্ধনদের ও যাত্রীদেরকেও। আর অপব্যায় করো না। (২৭) নিঃসন্দেহে অপব্যায়কারীরা শয়তানের ভাই। আর শয়তান তার প্রভূর কাছে বড়ই অকৃতজ্ঞ। (২৮) আর তোমার প্রভূর কাছ থেকে প্রত্যাশিত কোন অনুগ্রহের অপেক্ষায়

থাকাকালে যদি তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে থাক তাহলে তাদের সাথে নম্রভাবে কথা বলবে।

(২৯) তোমার হাত গ্রীবায় আবদ্ধ রেখ না, আবার পূরোপুরি মুক্ত হস্তও হয়ো না। তাহলে নিন্দিত ও অসহায় হয়ে পড়বে। (৩০) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ যাকে ইচ্ছা অধিক জীবিকা প্রদান করেন, আর যাকে চান সীমিত করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি তাঁর বান্দাদের জানেন ও দেখেন।

(৩১) অভাবের ভয়ে তোমরা তোমাদের সন্তানদের হত্যা করো না আমিই ওদের জীবিকা দান করি আর তোমাদেরকেও। নিঃসন্দেহে ওদের হত্যা করা একটি বড় পাপ। (৩২) আর ব্যভিচারের কাছেও যেও না, এটা একটা অশ্লীল কাজ ও নিকৃষ্ট পথ।

(৩৩) আর যে প্রাণকে আল্লাহ সম্মানিত করেছেন তাকে হত্যা করো না, কিন্তু ন্যায্য কারণ ছাড়া। আর যাকে অন্যায়ভাবে হত্যা করা হয় তার উত্তরাধিকারীকে আমি অধিকার দিয়েছি (খুনের প্রতিশোধের)। তবে সে যেন সীমা লঙ্ঘন না করে, নিশ্চয়ই তাকে সহায়তা করা হবে।

(৩৪) আর অনাথের সম্পদের নিকটেও যাবে না সুন্দরতম পদ্ধতি ছাড়া, বয়োপ্রাপ্ত না হওয়া পর্যন্ত। আর প্রতীজ্ঞা পূরণ করবে নিঃসন্দেহে প্রতীজ্ঞা সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৫) আর যখন ওজন করবে তখন মাপ পূরো দেবে এবং পাল্লায় ওজন করে দেবে। এটাই কল্যানকর আর এর পরিণামও উত্তম।

(৩৬) যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তার পিছনে লেগো না নিঃসন্দেহে কান, চোখ আর অন্তর সম্পর্কে সব মানুষকেই জিজ্ঞাসা করা হবে। (৩৭) আর পৃথিবীতে দম্ভভরে চলো না। তুমি তো ভূমিকে বিদীর্ণ

করতে পারো না আর না তুমি পর্বতের উচ্চতায় পৌঁছাতে পার। (৩৮) এই সমস্ত খারাপ কাজ তোমার প্রভূর কাছে অপছন্দনীয়।

(৩৯) এসব কথা যা তোমার প্রভূ হেকমত তত্ত্বজ্ঞানের মধ্যে থেকে তোমার প্রতি ওহী (বার্তারূপে) করেছেন। আর আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য দাঁড় করিও না, অন্যথায় অভিযুক্ত ও প্রত্যাখ্যাত অবস্থায় নরকে নিক্ষিপ্ত হবে।

(৪০) তোমাদের প্রভূ কি তোমাদের জন্য পুত্র মনোনীত করেছেন আর নিজের জন্য ফেরেশতাদের মধ্য থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন? নিঃসন্দেহে তোমরা একটি কঠোর কথা বলছ। (৪১) আর আমি এই কুরআনে বিভিন্ন প্রকারে বর্ণনা করেছি যাতে তারা অনুসরণ করতে পারে। কিন্তু ওদের বিমূখিতা বেড়েই চলেছে। (৪২) বলো আল্লাহর সাথে যদি অন্য কোন উপাস্য থাকত যেমন লোকে বলে, তাহলে তারা সিংহাসন ওয়ালার কাছে পৌঁছানোর পথ বের করত। (৪৩) এরা যা বলে এথেকে আল্লাহ পবিত্র ও শ্রেষ্ঠ। (৪৪) সপ্তআকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে সবই তাঁর পবিত্রতা বর্ণনা করে। আর এমন কোন জিনিষ নেই যা তাঁর পবিত্রতা ও প্রশংসা বর্ণনা করে না। কিন্তু তোমরা ওদের স্তূতি বুঝতে পার না। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যন্ত সহনশীল, ক্ষমাপরায়ন।

(৪৫) আর তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন আমি তোমার মধ্যে ও যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তাদের মধ্যে একটি গুপ্ত পর্দা (আবরণ) স্থাপন করি। (৪৬) আর তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়ে দিই যেন তারা তা বুঝতে না পারে এবং তাদের কানে দিয়ে দিই বধিরতা। আর যখন তুমি কুরআনে তোমার একক প্রভূর চর্চা কর তখন তারা ঘৃণায় পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে।

(৪৭) তারা তোমার কথা শ্রবণকালে যা শোনে আমি তা ভাল জানি

এবং যখন তারা পরস্পর কানা ঘূষো করে। এই অত্যাচারীরা বলে যে, তোমরা তো এক জাদুগর ব্যক্তির অনুসরণ করছ। (৪৮) দ্যাখো, ওরা তোমার জন্য কিভাবে উপমা পেশ করছে। এরা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে, তাই কোন পথ পাচ্ছে না।

(৪৯) আর ওরা বলে যে, যখন আমার হাড়গোড়ও ধ্বংসাবশেষ হয়ে যাবে তার পরও কি আমাদের নতূন করে ওঠানো হবে? (৫০) বলো, তোমরা পাথর কিংবা লোহা হয়ে যাও। (৫১) অথবা অন্য কোন বস্তু যা তোমাদের কল্পনায় এর চেয়েও বেশী শক্ত। তখন ওরা বলবে যে, সে কে, যে আমাদের পূণর্জীবিত করবে? তুমি বল, তিনিই যিনি প্রথমবার তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। তখন তারা তোমার সামনে মাথা নাড়বে আর বলবে, তা কবে? বলো, হয়ত শীঘ্রই হবে এতে আশ্চার্য্য হওয়ার কিছুই নেই। (৫২) যেদিন আল্লাহ তোমাদের ডাক দেবেন আর তোমরা তাঁর প্রশংসা করতে করতে তাঁর ডাকে সাড়া দেবে এবং তোমরা মনে করবে তোমরা খুব অল্প সময়ের জন্য অবস্থান করেছিলে।

(৫৩) আর আমার বান্দাদের বলো, তারা যেন তাই বলে যা উপযুক্ত। শয়তান ওদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করে। নিঃসন্দেহে শয়তান মানুষের প্রত্যক্ষ শত্রু।

(৫৪) তোমাদের প্রভূ তোমাদের ভালভাবেই জানেন, যদি তিনি ইচ্ছা করেন তবে তোমাদের উপয় দয়া করবেন, আর যদি তিনি ইচ্ছা করেন তোমাদেরকে শাস্তি প্রদান করেন। আর আমি তোমাকে তাদের কর্মবিধায়ক করে পাঠাইনি। (৫৫) আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তোমার প্রভূ তাদের সম্বন্ধে ভালভাবেই জানেন। আর আমি রসূলদের কতককে কতকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছি, আর আমি দাউদকে যবূর (কিতাব) প্রদান করেছি।

(৫৬) বলো, ওদের ডাক যাদের তোমরা আল্লাহ ছাড়া উপাস্য ভেবে রেখেছ। তারা না তোমাদের কোন বিপত্তি দূর করার সামর্থ রাখে আর না তা পরিবর্তন করার ক্ষমতা রাখে। (৫৭) যাকে এরা ডাকে তারা স্বয়ং তাদের প্রভূর সান্নিধ্য অন্বেষণ করে যে, ওদের মধ্যে কে সবচেয়ে নিকটে হতে পারে। আর ওরা আপন প্রভূর কৃপা প্রত্যাশী। আর ওরা তাঁর শাস্তিকে ভয় করে। বাস্তবিক তোমার প্রভূর শাস্তি তো ভয়েরই বস্তু। (৫৮) এমন কোন জনপদ নেই যাকে আমি কেয়ামতের (পুনরুত্থান দিবসের) পূর্বে ধ্বংস করব না কিংবা কঠোর শাস্তি দেব না। একথা কিতাবেই লিপিবদ্ধ আছে।

(৫৯) আমি কেবল এজন্যেই নিদর্শন পাঠানো থেকে বিরত থেকেছি যে, পূর্ববর্তীরা তা অস্বীকার করেছিল। স্পষ্ট এক নিদর্শন হিসাবে আমি সামূদ জাতিকে উষ্ট্রী প্রদান করেছিলাম, কিন্তু তারা তার সাথে অন্যায় আচরণ করেছিল। আমি ভয় দেখানোর জন্যই নিদর্শন পাঠিয়ে থাকি।

(৬০) যখন আমি তোমাকে বলেছিলাম, তোমার প্রভূ তো মানুষকে পরিবেষ্টন করে আছেন। আর ওই স্বপ্ন যা আমি তোমাকে দেখিয়েছি তা কেবল মানুষকে যাচাই করার জন্য ছিল, আর ওই বৃক্ষকেও কুরআনে যার নিন্দা করা হয়েছে। আমি তাদেরকে ভয় দেখাই, কিন্তু তাদের বিদ্রোহ বেড়েই চলেছে।

(৬১) আর যখন আমি ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, আদম কে সিজদাহ কর তো ওরা সিজদাহ করল, কিন্তু ইবলিস সিজদাহ করল না। বলল, আমি এমন ব্যক্তিকে সিজদাহ করব? যাকে তুমি মাটি দিয়ে বানিয়েছ। (৬২) সে বলল, দাঁড়াও, এই ব্যক্তি যাকে তুমি আমার উপর মর্যাদা দিয়েছ, যদি আমাকে তুমি কেয়ামত পর্যন্ত সময় দাও তাহলে আমি অল্প কয়েকজন ব্যতীত এর সন্তানদের খেয়ে নেব (বশীভূত করে নেব)।

(৬৩) আল্লাহ বললেন, যা, এদের মধ্যে যারাই তোর সঙ্গী হবে নরকই হবে তাদের প্রতিফল। (৬৪) তাদের মধ্যে যাকে পারিস তোর আওয়াজ দ্বারা প্ররোচিত কর, তোর অশ্বারোহী ও পদাতিক বাহিনী নিয়ে তাদের উপর আক্রমণ কর, ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততিতে তাদের অংশীদার হয়ে যা এবং তাদের প্রতিশ্রুতি দে। আর শয়তানের প্রতিশ্রুতি একটি ধোকা ছাড়া আর কিছু নয়। (৬৫) তবে যারা আমার (সাচ্চা) বান্দা তাদের উপর তোর কোন কর্তৃত্ব চলবে না। আর কর্ম বিধায়ক হিসাবে তোর প্রভূই যথেষ্ট।

(৬৬) তোমাদের প্রভূ হলেন তিনি যিনি তোমাদের জন্য সমূদ্রের বুকে নৌকা চালিত করেন যাতে তোমরা তাঁর কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ কর। নিঃসন্দেহে তিনি তোমাদের উপর কৃপাশীল। (৬৭) আর যখন সমুদ্রে তোমাদের উপর কোন বিপদ আসে, তখন তোমরা ওই উপাস্যদের ভূলে যাও আল্লাহ ছাড়া যাদের তোমরা ডাকতে। অতঃপর তিনি যখন তোমাদের শুকনো ভূমিতে বাঁচিয়ে আনেন তখন তোমরা আবার মূখ ফিরিয়ে নাও। আর মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(৬৮) তোমরা কি এথেকে নির্ভয় হয়ে গেলে? যে আল্লাহ তোমাদের শুকনো ভূমিতে (স্থলে) এনে ভূমিতে ধসিয়ে দেন। অথবা তোমাদের উপর শিলাবর্ষণকারী ঝড় পাঠিয়ে দেন। তখন তোমরা কাউকে কার্যসাধক পাবে না। (৬৯) বা এথেকে নির্ভয় হয়ে গেলে? যে, তিনি তোমাদেরকে পূনরায় সমূদ্রে নিয়ে যান, আর তোমাদের উপর প্রবল বাতাস পাঠিয়েদেন, আর তোমাদেরকে তোমাদের অবজ্ঞার কারণে ডুবিয়ে দেন। তখন তাতে আমাদের পিছে করার মত কাউকে পাবে না।

(৭০) আর আমি আদম-সন্তানদের সম্মান প্রদান করেছি আর আমি ওদের স্থলে ও সমুদ্রে চলাচলের বাহন দিয়েছি এবং ওদের পবিত্র বস্তুর

জীবিকা প্রদান করেছি, আর আমি ওদেরকে আমার সৃষ্টির অনেকের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দিয়েছি।

(৭১) যেদিন আমি প্রত্যেকদলকে তাদের নায়কসহ ডাকব। অতঃপর যাদের কর্ম-পত্র ডানহাতে দেওয়া হবে তারা নিজেদের কর্ম-পত্র পড়বে আর ওদের প্রতি সামান্যও অবিচার করা হবে না। (৭২) আর যে ব্যক্তি পৃথিবীতে অন্ধ হয়েছিল, আর সে পরলোকেও অন্ধ থাকবে আর সে রাস্তা থেকে অনেক দূরে পড়ে থাকবে।

(৭৩) সম্ভবতঃ এরা পরীক্ষায় ফেলে তোমাকে ও থেকে হটাতে চেয়েছিল যা আমি তোমার উপর ওহী (বার্তা) রূপে পাঠিয়েছি, যাতে তুমি আমাদের দিকে অসত্য কথার সম্বন্ধ জুড়ে দাও তখন তারা তোমাকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করত। (৭৪) আমি যদি তোমাকে অবিচল না রাখতাম তাহলে তুমি তাদের দিকে কিছুটা ঝুঁকেই পড়তে। (৭৫) তখন আমি তোমাকে জীবন আর মৃত্যু দুটোরই দ্বিগুন শাস্তির আস্বাদন করাতাম। তখন তুমি আমাদের মোকাবিলায় কোনো সাহায্যকারী পেতে না।

(৭৬) আর এরা তো এই ভূখন্ড থেকে তোমাকে বের করে দেওয়ার উপক্রম করেছিল যাতে ওরা তোমাকে মক্কা থেকে বের করে দিতে পারে। আর যদি এমন হত তাহলে তোমার পরে এরাই স্বল্প সময় অবস্থান করতে পারত। (৭৭) তোমার পূর্বে আমি যেসব রসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রেও এই নিয়মই ছিল। আমার নিয়মে কোনো পরিবর্তন পাবে না।

(৭৮) নামায স্থাপিত কর সূর্য ঢলে পড়ার পর থেকে রাতের অন্ধকার পর্যন্ত। আর বিশেষভাবে কেরাত (কুরআন পাঠ)। নিঃসন্দেহে ভোরের কেরাত ধ্যান মগ্নতা হয়। (৭৯) আর রাতে তাহাজ্জুদ (প্রভাত-পূর্ব) নামায

পড় এটা নফল (অতিরিক্ত নামায) তোমাদের জন্য। আশা করা যায় যে, তোমার প্রভূ তোমাকে এক প্রশংসিত স্থানে উন্নীত করবেন।

(৮০) আর বলো, হে প্রভূ ! আমাকে প্রবিষ্ট করো। খাঁটি প্রবেশ আর আমাকে বের করো খাঁটি করে। আর আমাকে তোমার কাছ থেকে সহায়ক প্রদান কর। (৮১) আর বলো, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা অবলুপ্ত হয়েছে। মিথ্যাতো অবলুপ্ত হওয়ারই ছিল।

(৮২) আমি কুরআনে এমন বিষয় অবতীর্ণ করি যা আস্থাবানদের জন্য আরোগ্য ও অনুগ্রহ। আর অত্যাচারীদের জন্য এতে ক্ষতি ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি হয়না।

(৮৩) আমি যখন মানুষকে উপকার করি তখন সে মুখ ফিরিয়ে নেয়। তখন সে দূরে সরে যায় কিন্তু যখন সে বিপদে পড়ে তখন নিরাশ হয়ে যায়। (৮৪) বলো প্রত্যেকে কে নিজের ইচ্ছামত কর্ম করেছে। এখন তোমার প্রভূই ভাল ভাবেই জানেন যে, কে অধিক সঠিক পথে আছে।

(৮৫) আর ওরা তোমাকে আত্মা সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করে। বলো, আত্মা আমার প্রভূর আদেশের ব্যাপার। আর তোমাদেরকে খুবই সীমিত জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে।

(৮৬) আর আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে ওরা সবকিছুই তোমাদের কাছ থেকে কেড়ে নিতে পারে যা আমি ওহীর (প্রকাশনা) মাধ্যমে তোমাদের দিয়েছি, তখন ওই ব্যাপারে তুমি নিজের জন্য আমার বিরুদ্ধে কোন সমর্থক পেতে না। (৮৭) কিন্তু এটা কেবলমাত্র তোমার প্রভূর অনুগ্রহ নিঃসন্দেহে তোমার উপর তার অশেষ দয়া। (৮৮) বলো, সমস্ত মানুষ আর জিন যদি এই কুরআনের অনুরূপ কোন গ্রন্থ তৈরী করার জন্য একত্রিত হয় এবং একে অপরকে সাহায্য করে তবুও তারা অনুরূপ গ্রন্থ তৈরী করতে পারবে

না। এই কুরআনে আমি মানুষের জন্য প্রতিটি দৃষ্টান্ত নানাভাবে বর্ণনা করেছি, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ অস্বীকার করেছে, তারা শুধু অবিশ্বাসই করেছে। (৯০) আর ওরা বলে যে, আমরা কখনই তোমাকে বিশ্বাস করব না, যতক্ষন না তুমি আমাদের জন্য ভূমি থেকে একটা ফোয়ারা প্রবাহিত করবে। (৯১) অথবা তোমার কাছে খেজুরের ও আঙুরের একটি বাগান হবে আর তার মাঝে তুমি যথার্থ ভাবে নদী-নালা প্রবাহিত করবে। (৯২) অথবা তুমি যেমনটি বলে থাক আকাশ থেকে তোমার উপর টুকরো ফেলবে, অথবা আল্লাহ ও ফেরেশতাদের নিয়ে এসে আমাদের সামনে দাঁড় করিয়ে দাও। (৯৩) অথবা তোমার কাছে একটি সোনার ঘর হবে অথবা, তুমি আকাশে উঠে যাবে, আর আমরা তোমার আকাশে আরোহণও বিশ্বাস করব না, যতক্ষণ না তুমি আমাদের জন্য একটি কিতাব নিয়ে আসবে যা আমরা পড়ে দেখব। বলো, আমার প্রভূ পবিত্র, আমি তো কেবল একজন মানুষ, আল্লাহর বার্তাবহ।

(৯৪) আর ওদের কাছে যখন পথ-নির্দেশ এসে গেল তখন মানুষের বিশ্বাস স্থাপনের এছাড়া আর কোন বাধা রইল না যে, ওরা বলল, তাহলে আল্লাহ কি একজন মানুষকে বার্তাবহ করে পাঠিয়েছেন? (৯৫) বলে দাও, পৃথিবীতে যদি কিছু ফেরেশতা থাকত এবং তারা এখানে শান্তিপূর্ণভাবে চলাফেরা করত। তাহলে হ্যাঁ আমি তাদের কাছে আকাশ থেকে ফেরেশতাকেই বার্তাবহ করে পাঠাতাম। (৯৬) বলো, আমার ও তোমাদের মাঝে স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। নিঃসন্দেহে তিনি তার বান্দাদের সব খবর রাখেন, তাদের সব কিছু দেখেন।

(৯৭) আল্লাহ যাকে পথ দেখান সে পথ প্রাপ্ত হয়। আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তাদের জন্য তুমি আল্লাহ ছাড়া কাউকে সহায়ক পাবে না।

আর কেয়ামতের দিনে আমি ওদের মুখের ওপর ভর করা অবস্থায় অন্ধ, বোবা ও বধির অবস্থায় একত্রিত করবো। ওদের ঠিকানা নরক। যখনই ওর আগুন স্তিমিত হয়ে আসবে আমি তখনই তাদের জন্য আগুন বাড়িয়ে দেব। (৯৮) এটাই তাদের প্রতিফল; কারণ তারা আমার নিদর্শন অস্বীকার করেছিল আর বলেছিল হাড়-গোড় ও ধ্বংসাবশেষ হওয়ার পরও কি আমাদের নতূন সৃষ্টি রূপে ওঠানো হবে?

(৯৯) এই লোকেরা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি এই সামর্থও রাখেন যে, এর মত আবার একবার সৃষ্টি করেন, আর তিনি এর জন্য একটি নির্দ্দিষ্ট মেয়াদ ঠিক করে রেখেছেন এতে কোন সন্দেহ নেই। এর উপরেও যালেমরা অবিশ্বাস না করে থাকেনি। (১০০) বলো, যদি তোমরা আমার প্রভূর অনুগ্রহ ভান্ডারের মালিক হতে, তবুও তোমরা খরচের ভয়ে তা ধরে রাখতে। আর মানুষ বড়ই ছোট মনের।

(১০১) আর আমি মুসাকে নটি স্পষ্ট নিদর্শন দিয়েছিলাম। ঈসরায়ীলের সন্তানদের জিজ্ঞাসা করে দেখ। সে যখন ওর কাছে এসেছিল তখন ফেরাউন তাকে বলেছিল, হে মূসা, আমার মনে হয় তোমার উপর কেউ যাদু করেছে। (১০২) মূসা বলেছিল যে, তুমি ভালোকরেই জানো আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূই অবতীর্ণ করেছে, চোখ খুলে দেওয়ার জন্য। আর আমি মনে করি হে ফেরাউন, তুমি অবশ্যই ধ্বংসের দ্বারপ্রান্তে উপনীত। (১০৩) অতঃপর ফেরাউন চাইল তাকে ওই ভূমি থেকে বিতাড়িত করতে। তখন আমি তাকে ও তার সাথীদের সবাইকে ডুবিয়ে দিলাম। (১০৪) আর আমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের বললাম, তোমরা এদেশেই বসবাস করো। অতঃপর যখন পরলোকের অঙ্গীকার আসন্ন হবে তখন আমি তোমাদের সবাইকে একত্রিত করে আনব।

(১০৫) আর আমি সত্যসহ কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর এ তথ্য সহকারে

অবতীর্ণ করা হয়েছে আর তোমাকে শুধুমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবেই পাঠিয়েছি। (১০৬) আর আমি কুরআনকে অল্প অল্প করে অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি লোকের সম্মুখে বিরতি দিয়ে দিয়েপড়তে পারো। আর আমি তা ধাপে ধাপে অবতীর্ণ করেছি।

(১০৭) বলো, তোমরা এটাকে বিশ্বাস করো অথবা অবিশ্বাস করো, এর পূর্বে যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল, ওদের সামনে যখন এটা পাঠ করা হয় তখন তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে। (১০৮) আর বলো আমাদের প্রভূ পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভূর ওয়াদা অবশ্যই পূরণ হয়। (১০৯) ওরা সিজদায় পড়ে কাঁদতে থাকে আর কুরআন ওদের বিনয় বৃদ্ধি করে।

(১১০) বলো, আল্লাহ বলে ডাক আর রহমান বলে ডাক, যে নামেই ডাক, তার জন্য সবই সুন্দর নাম। আর তোমরা তোমাদের নামায না খুব উচ্চস্বরে পড়ো আর না পুরোপুরি নিঃশব্দে পড়ো। দুইয়ের মধ্যপন্থা অবলম্বন করো। (১১১) আর বল, সমস্ত প্রশংসা সেই আল্লাহর জন্য যিনি না কোন সন্তান গ্রহণ করেন আর না কর্তৃত্বে তার কোন অংশীদার আছে। আর না শক্তির স্বল্পতার কারণে তার কোন সহায়ক আছে, আর তুমি ভালোভাবেই তাঁর শ্রেষ্ঠত্বের বর্ণনা করো।

১৮. সূরাহ আল-কাহ্ফ (গুহা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) প্রশংসা আল্লাহর জন্যই। যিনি তার বান্দার (মুহম্মদ) উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছেন। এবং তাতে কোন বক্রতা রাখেন নি। (২) একে সরল সোজা করেছেন, যাতে সে আল্লাহর পক্ষ হতে এক কঠিন শাস্তি হতে সতর্ক

করে দেন। আর আস্থাবানদের সুসংবাদ দান করেন, যে যারা ভালো কাজ করে তাদের জন্য উত্তম প্রতিফল রয়েছে। (৩) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। (৪) আর ওই লোকদের সতর্ক করে দাও যারা বলে, আল্লাহ সন্তান গ্রহণ করেছেন। (৫) ওদের এব্যাপারে কোনো জ্ঞান নেই না ওদের বাপ-দাদাদের। এখুবই সাঙ্ঘাতিক যা ওদের মুখ থেকে বের হচ্ছে, ওরা মিথ্যা কথা বলছে।

(৬) সম্ভবতঃ তুমি দুঃখে ওদের পিছনে নিজেকে শেষ করে ফেলবে, যদি তারা একথায় ঈমান (আস্থা) না আনে। (৭) যা কিছু পৃথিবীতে আছে আমি তাকে এই পৃথিবীর সৌন্দর্যে পরিণত করেছি আমি লোকদেরকে পরীক্ষা করতে পারি যে, কে এর মধ্যে ভালো কাজ করতে পারে। (৮) আর আমি পৃথিবীর সকল বস্তুকে এক সমতল ময়দান করে দেবো।

(৯) তুমি কি মনে করো যে, গুহা ও ফলকওয়ালারা আমার নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটি অদ্ভূত নিদর্শন ছিল। (১০) যখন ওই যুবকেরা গুহায় আশ্রয় নিল, অতঃপর তারা বলল হে আমাদের প্রভূ! আমাদের তোমার পক্ষ হতে দয়ালুতা প্রদান করো, আর আমাদের ব্যাপারটা ঠিক করে দাও। (১১) অতঃপর আমি গুহার মধ্যে তাদেরকে কয়েকবছরের জন্য (ঘূমের পর্দা) আচ্ছাদিত করে দিলাম। (১২) তারপর তাদের ওঠালাম এটা জানার জন্য যে, তাদের অবস্থান কাল সম্পর্কে দুদলের মধ্যে কোনটির হিসাব সঠিকতর হয়।

(১৩) আমি তোমার কাছে ওদের যথার্থ বৃত্তান্ত শোনাচ্ছি। ওরা ছিল কয়েকজন যুবক, যারা তাদের প্রভূর প্রতি ঈমান (আস্থা) এনেছিল আর আমি তাদের দিক-নির্দেশনায় আরও অধিক বিকাশ প্রদান করেছিলাম। (১৪) আর আমরা ওদের অন্তর সমূহ আরো দৃঢ় করে দিলাম যখন তারা জাগল এবং বলল আমাদের প্রভূ তিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূ। আমরা

তাকে ছাড়া অন্য পূজ্যকে ডাকব না। যদি ডাকি তাহলে আমরা খুবই অনুচিত কথা বলব। (১৫) আমাদের এই সম্প্রদায়ের লোকেরা তাঁকে ছাড়া অন্যকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। এরা ওদের সম্পর্কে স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থিত করে না কেন। অতএব ওই ব্যক্তির চেয়ে বড়ো অত্যাচারী কে হবে? যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা আরোপ করে।

(১৬) আর তোমরা যখন এই লোকদের থেকে আলাদা হয়ে গিয়েছো আর ওদের উপাস্যের ও যাকে ওরা আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করে তাহলে এখন গুহায় গিয়ে আশ্রয় নাও, তোমাদের প্রভূ তোমাদের উপর কৃপা করবেন। আর তোমাদের কাজের জন্য সামগ্রী সরবরাহ করবেন।

(১৭) তারা যখন গুহার একটি ফাঁকা জায়গায় অবস্থান করত তখন তুমি দেখতে, সূর্য উদয় হওয়ার সময় তাদের গুহাকে বাঁচিয়ে ডান দিকে চলে যেত। এবং যখন অস্ত যেত তখন ওদের অতিক্রম করে বাঁদিকে চলে যেত। এও আল্লাহর নিদর্শন সমূহের মধ্যে একটা। আল্লাহ যাকে পথ দেখান, সেই পথ পায় আর যাকে তিনি পথভ্রষ্ট করেন তার জন্য তুমি কোন পথ নির্দেশকারী সহায়ক পাবে না।

(১৮) তুমি তাদের দেখলে মনে করতে তারা জেগে আছে, অথচ তারা ছিল নিদ্রিত। আমি তাদেরকে ডাইনে-বামে এপাশ-ওপাশ করাতাম আর তাদের কুকুরটি গুহার মুখে দু'পা বিছিয়ে বসে থাকত। তুমি যদি তাদেরকে উঁকি মেরে দেখতে তাহলে পিছন ফিরে ওদের থেকে পালানোর চেষ্টা করতে আর তোমার মধ্যে তাদের আতঙ্ক ছেয়ে যেত।

(১৯) আর এভাবে আমি তাদেরকে জাগ্রত করলাম। যাতে তারা পরস্পর জিজ্ঞাসাবাদ করে। ওদের মধ্যে একজন বলল, তুমি কতক্ষন এখানে অবস্থান করছ? ওরা বলল, যে আমরা একদিন বা একদিনেরও কম সময় এখানে

অবস্থান করেছি। সে বলল, আল্লাহই ভাল জানেন যে, তোমরা কতক্ষন এখানে রয়েছ। অতঃপর তারা নিজেদের মধ্যে কাউকে রৌপ্যমূদ্রা দিয়ে নগরে পাঠাল। তখন সে দেখল পবিত্র খাদ্য কোথায় পাওয়া যায় আর তোমাদের জন্য ওথেকে কিছু খাবার নিয়ে আসে। সে যেন সাবধানে যায় আর তোমাদের কথা যেন কেউ জানতে না পারে। (২০) যদি তারা তোমাদের খবর পেয়ে যায় তাহলে পাথর ছুড়ে তোমাদের মেরে ফেলবে অথবা তারা তাদের ধর্মে তোমাদের ফিরিয়ে নেবে আর তাহলে কখনই সফলতা পাবে না।

(২১) আর এভাবে আমি মানুষকে ওদের বিষয়টি জানিয়ে দিলাম যাতে লোক জানতে পারে যে, আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আর উত্থান দিবস সম্পর্কে কোন সন্দেহ নেই। যখন লোকেরা পরস্পর ওদের বিষয়টি নিয়ে তর্ক করছিল, আর বলছিল ওদের গুহায় একটি ভবন নির্মাণ কর। তাদের প্রভূই তাদের ব্যাপারে ভাল জানেন। তাদের ব্যাপারে যাদের মত প্রাধান্য পেয়েছিল তারা বলল আমরা ওদের গুহায় একটি উপাসনাস্থল তৈরী করব।

(২২) কেউ কেউ বলবে ওরা তিনজন ছিল আর চতুর্থ ওদের কুকুরটি। আবার কেউ কেউ বলবে ওরা পাঁচজন ছিল আর ষষ্টটি ওদের কুকুর। এরা আনুমানিক কথা বলছে, আবার কিছু লোক বলে ওরা সাতজন ছিল আর অষ্টম ওদের কুকুরটি ছিল। বলো, আমার প্রভূ ভালই জানেন যে, ওরা কতজন ছিল। কম লোকই ওদের জানে। অতএব শুধুমাত্র বাহ্যিক বিতর্ক ছাড়া তুমি ওদের ব্যাপারে বিতর্ক করো না আর ওদের ব্যাপারে এদের কাছে কিছু জিজ্ঞাসাও করো না। (২৩) আর কোন ব্যাপারে বলবে না, আমি এটা আগামীকাল করব। (২৪) কিন্তু যদি আল্লাহ চাইলে বলা ব্যতীত। আর যখন তুমি ভূলে যাও তখন আল্লাহকে স্মরণ করো, আর বলো, আশাকরি আমার প্রভূ আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটতর পথ দেখাবেন।

(২৫) ওরা ওদের গুহায় তিনশত বৎসর ছিল (কিছু লোকের গণনা অনুসারে) নয় বছর আরো বেড়ে গেছে। (২৬) বলো, আল্লাহ ওদের অবস্থান কাল সম্পর্কে অধিক জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর পরোক্ষ (গোপন) জ্ঞান তাঁর কাছেই আছে। তিনি কত ভাল দেখেন এবং কত ভাল শোনেন। আল্লাহ ছাড়া ওদের কোন সাহায্যকারী নেই আর না আল্লাহ আপন কতৃত্বে কারও শরীক করেন।

(২৭) আর তোমার প্রভূর যে কিতাব তোমার উপর অবতীর্ণ করা হচ্ছে তা শোনাও, আল্লাহর কথা পরিবর্তন করার কেউ নেই। আর তাঁকে ছাড়া তুমি কোন আশ্রয় পাবে না। (২৮) আর নিজেকে ওদের সাথে জমিয়ে রাখো যারা সকাল-সন্ধায় ওদের প্রভূকে ডাকে। প্রভূর সন্তুষ্টির জন্য। আর তোমার চোখ পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্যের কারণে ওদের থেকে যেন হটে না যায়। আর তুমি এমন ব্যক্তির কথা শুনো না যার অন্তরকে আমি আমার স্মরণ থেকে বেপরোয়া করে দিয়েছি। আর সে নিজের মনকে অনুসরণ করে আর ওদের ব্যাপারটা সীমালঙ্ঘন করে গেছে।

(২৯) আর বলো, এই সত্য তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে এসেছে। অতএব যার ইচ্ছা বিশ্বাস করুক। যার ইচ্ছা অবিশ্বাস করুক। আমি অত্যাচারীদের জন্য এমন আগুন তৈরী করে রেখেছি যার বেষ্টনী তাদেরকে ঘিরে রাখবে। আর যদি ওরা পানীয় চায় তাহলে তাদেরকে এমন এক গলিত ধাতুর ন্যায় পানীয় দেওয়া হবে। যা তাদের সমগ্র মূখ মণ্ডল জ্বালিয়ে পুড়িয়ে দেবে। কি ভীষণ পানিয় আর কত নিকৃষ্ট হবে তাদের আশ্রয়স্থল।

(৩০) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করে আমি তাদের প্রতিফল নষ্ট করিনা। (৩১) যারা ভাল কাজ করে তাদের জন্য স্থায়ী উদ্যান রয়েছে যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়, ওদেরকে সেখানে সোনার কঙ্কন দিয়ে

অলংকৃত করা হবে। আর ওরা মিহিও মোটা রেশমের সবুজ বস্ত্র পরিধান করে সিংহাসনে টেক লাগিয়ে বসবে। কত উত্তম প্রতিদান আর কত উৎকৃষ্ট বিশ্রাম স্থল।

(৩২) তুমি ওদের সামনে এক উদাহরণ দাও। দুজন ব্যক্তি ছিল। তাদের মধ্যে একজনকে আমি দুটো আঙুরের বাগান দান করেছিলাম এবং তার চারিদিক খেজুর গাছ দিয়ে ঘিরে দিয়েছিলাম আর দুটো বাগানের মাঝখানে দিয়েছিলাম ফসলের ক্ষেত। (৩৩) দুটি বাগানই তার পুরো ফল উৎপন্ন করেছিল এতে কোন ত্রুটি করেনি। আর দুই বাগানের মাঝখান দিয়ে আমি একটি নদীও প্রবাহিত করেছিলাম। (৩৪) আর সে প্রচুর ফল পেল, তখন সে তার সাথীর সঙ্গে কথা প্রসঙ্গে বলল যে, তোমার চেয়ে আমার সম্পত্তি বেশী এবং সংখ্যায়ও আমি তোমার চেয়ে বেশী। (৩৫) সে তার বাগানে প্রবেশ করল আর সে নিজেই নিজের উপর অত্যাচার করছিল। সে বলল, আমি মনে করিনা যে, এই বাগান কখনও নষ্ট হবে। (৩৬) আর আমি মনে করিনা যে, কেয়ামত (মহাপ্রলয়) কখনও আসবে। আর যদি আমাকে আমার প্রভূর নিকট ফিরিয়ে দেওয়া হয় তাহলে অবশ্যই এর চেয়ে আরো ভাল স্থান আমি পাব।

(৩৭) ওর সাথীও কথা প্রসঙ্গে বলল, তুমি কি ওই সত্ত্বাকে অস্বীকার করছ যিনি তোমাকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর এক ফোটা পানি দিয়ে। তারপর তোমাকে একজন পূর্ণাঙ্গ মানুষের আকৃতি দিয়েছেন। (৩৮) তবে আমার প্রভূ তো ওই আল্লাহ। আর আমি আমার প্রভূর সাথে কাউকে শরীক করিনা। (৩৯) আর যখন তুমি তোমার বাগানে প্রবেশ করলে তখন তুমি কেন বললেনা যে, আল্লাহ যা চান তাই হয়, আল্লাহ ছাড়া করো কোন ক্ষমতা নেই। যদিও তুমি ধনে-জনে আমাকে তোমার চেয়ে কম দেখলে।

(৪০) হয়ত এজন্যেই যে, আমার প্রভূ আমাকে তোমার বাগানের চেয়ে ভাল বাগান দান করবেন। আর তোমার বাগানে আকাশ থেকে কোন বিপত্তি পাঠিয়ে দেবেন যাতে তোমার বাগান অনুর্বর ময়দানে পরিণত হবে। (৪১) অথবা ওর পানি শুকিয়ে যাবে, আর তুমি তা আর খুঁজে পাবে না।

(৪২) আর যখন তার ফলে বিপর্যয় এল তখন সে ওতে যা কিছু খরচ করেছিল তাতে দুহাত ওল্টাতে লাগল। আর ওই বাগানটি মাচাসহ ভেঙে পড়েছিল। আর সে বলতে লাগল, হায়, আমি যদি আমার প্রভূর সাথে কাউকে শরীক না করতাম! (৪৩) আর তার কাছে এমন কোন বাহিনী ছিলনা যারা তাকে আল্লাহর বিরুদ্ধে সাহায্য করতে পারে, আর না সে স্বয়ং ও বদলা নেওয়ার অবস্থায় ছিল। (৪৪) এখানে সব অধিকার কেবল পরম সত্য আল্লাহরই। তিনিই সবচেয়ে উত্তম প্রতিফল প্রদানকারী আর পরিণাম নির্দ্ধারণেও তিনিই সবার সেরা।

(৪৫) আর ওদের পার্থিব জীবনের উদাহরণ শোনাও। যেমন পানি যা আমি আকাশ থেকে বর্ষন করি, তাতে ভূমির শ্যামল-ঘন গাছপালা উৎপন্ন হয়, অতঃপর তা শুকনো ভগ্ন হয়ে যায় যাকে বাতাস উড়িয়ে নেয়। আর আল্লাহ সব কিছুই করতে সক্ষম। (৪৬) সম্পত্তি ও সন্তান পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য্য। পক্ষান্তরে স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার প্রভূর কাছে পূন্য অনুযায়ী উত্তম।

(৪৭) যেদিন আমি পর্বতসমূহকে চলমান করব এবং পৃথিবীকে তুমি একটি সমতল ভূমির মত দেখতে পাবে। আর তাদের সকলকে একত্র করব। একজনকেও বাদ রাখব না। (৪৮) আর সকলকেই তোমার প্রভূর সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করানো হবে। এবার তোমরা আমার কাছে এসে গেছ,

যেমন তোমাদেরকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম। তোমরাতো মনেই করেছিলে যে, তোমাদের জন্য আমি কোন প্রতিশ্রুত সময় নির্দ্ধারণ করব না।

(৪৯) আর কর্মালিপিতে রাখা হবে, আর তখন তুমি অপরাধীদের দেখবে যে, তাতে যা কিছু লেখা রয়েছে তা দেখে তারা ভয় পেতে থাকবে আর বলবে, হায়, সর্বনাশ! এ কেমন পঞ্জিকা যাতে ছোট-বড় কিছুই বাদ দিচ্ছে না। আর যা কিছু ওরা করেছে তা সবই সামনে পাবে। আর তোমার প্রভূ কারো প্রতি অবিচার করবেন না।

(৫০) আর যখন আমরা ফেরেশতাদের (দেবদূতদের) বললাম আদমকে সিজদাহ করো, তখন তারা সিজদাহ করল, কিন্তু ইবলিস সিজদাহ করল না। সে জীনদের অন্তর্ভূক্ত ছিল সে তার প্রভূর আদেশ অমান্য করল। তবুও কি তোমরা আমাকে ছাড়া তাকে ও তার বংশধরদেরকে অভিভাবক রুপে গ্রহণ করবে? তারা তো তোমাদের শত্রু। এটা পাপীদের নিকৃষ্টতম বিকল্প যা ওরা আপন করে নিচ্ছে।

(৫১) আমি তাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় ডাকিনি আর না ওদেরকে সৃষ্টি করার সময়ও। আর আমি এমন নই যে, বিভ্রান্তকারীদের আমার সাহায্যকারী করব।

(৫২) আর যেদিন আল্লাহ বলবেন যে, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক মনে করতে তাদের ডাকো। ওরা তাদেরকে ডাকবে। কিন্তু তারা কোন উত্তর দেবে না। আর আমরা ওদের মধ্যে (শত্রুতার) বাধা নিক্ষেপ করব। (৫৩) আর অপরাধীরা আগুন দেখে বুঝতে পারবে যে, তারা তাতে পতিত হবে এবং তা থেকে পরিত্রানের কোন পথ পাবে না।

(৫৪) আর আমরা এই কুরআনে মানুষের পথ দেখানোর জন্য সবরকম উদাহরণ বর্ণনা করেছি আর মানুষই সবচেয়ে ঝগড়াটে। (৫৫) আর যখন

মানুষের কাছে পথ নির্দ্দেশ এসে গেছে তখন পূর্ববর্তীদের সঙ্গে কৃত আচরণের পূনরাবৃত্তি বা সামনা সামনি শাস্তি আগমনের প্রতীক্ষাই তাদেরকে ঈমান আনয়নের ও তাদের প্রভূর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা থেকে বিরত রেখেছে।

(৫৬) আমরা রসূলদেরকে কেবলমাত্র সূসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রুপে পাঠাই। আর অস্বীকারকারী লোকেরা মিথ্যা কথা নিয়ে মিথ্যা ঝগড়া করে, যাতে এর দ্বারা সত্যকে হেয় প্রতিপন্ন করতে পারে এবং আমার নিদর্শনসমূহ আর যেসব জিনিষ দ্বারা তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে তাকে একটা বিদ্রুপের বিষয় বানিয়েছে। (৫৭) ঐ ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে আছে যাকে তার প্রভূর নিদর্শন সমূহ স্মরণ করিয়ে দেওয়ার পর সে তা থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় এবং তার হাতের কাজ ভূলে যায়। আসলে আমি তাদের অন্তরের উপরে আবরণ দিয়ে রেখেছি, যাতে তারা এটাকে বুঝতে না পারে। আর তাদের কানে এঁটে দিয়েছি বধিরতা। তুমি তাদেরকে সৎপথে ডাকলেও তারা কখনও সৎপথে চলবে না।

(৫৮) আর তোমার প্রভূই ক্ষমাশীল, দয়াময়। তিনি যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদেরকে পাকড়াও করতেন তাহলে অবশ্যই তাদের শাস্তি ত্বরান্বিত করতেন। কিন্তু তাদের জন্য একটি নির্দ্ধারিত সময় আছে, যা থেকে তারা পালাবার পথ পাবে না। (৫৯) আর এই জনপদ যাকে আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি যখন এর অধিবাসীরা অত্যাচারী হয়েগিয়েছিল। আর আমরা তাদের বিনাশের একটি সময় নির্দ্ধারিত করেছিলাম।

(৬০) আর মূসা তার শিষ্যকে বলেছিল যে, আমি চলতেই থাকব, দুই নদীর মিলনস্থলে না পৌঁছানো পর্যন্ত আর এভাবেই যুগ যুগ ধরে চলতেই থাকব। (৬১) অতএব যখন দুই নদীর মিলনস্থলে পৌঁছে গেল তখন তাদের মাছের কথা ভূলে গেল। আর মাছগুলি নদীতে নিজেদের পথ ধরল।

(৬২) তারপর যখন তারা আরো কিছুদূর এগোল তখন মূসা তার শিষ্যকে বলল আমাদের খাবার আনো, এই যাত্রায় আমি খুবই ক্লান্ত হয়ে পড়েছি।

(৬৩) শিষ্য বলল, দেখেছেন? আমরা যখন ওই পাথরটির কাছে দাঁড়িয়েছিলাম তখন আমি মাছের কথা ভূলে গিয়েছিলাম আর শয়তান আমাকে ভূলিয়ে দিয়েছিল ওর কথা মনে রাখতে। আর মাছগুলো আশ্চর্য্যজনক ভাবে বার হয়ে নদীতে চলে গেছে। (৬৪) মূসা বলল, ওটাই তো আমরা খুঁজছিলাম। অতএব দুজনে তাদের পায়ের চিহ্ন ধরে ফিরে চলল। (৬৫) তারা আমাদের বান্দাদের মধ্যে একজন বান্দাকে পেল যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে অনুগ্রহ প্রদান করেছিলাম আর যাকে আমরা আমাদের পক্ষ থেকে জ্ঞান শিখিয়েছিলাম।

(৬৬) মূসা তাকে বলল, আমি কি আপনার সাথে থাকতে পারি? যাতে আপনি ওই জ্ঞানের থেকে কিছু শিখিয়ে দেন, যা আপনাকে শেখানো হয়েছে। (৬৭) তিনি বললেন, তুমি আমার সাথে ধৈর্য্য রাখতে পারবে না। (৬৮) আর তুমি ওই জিনিষে কিভাবে ধৈর্য্য রাখবে যা তোমার জ্ঞানের বাইরে। (৬৯) মূসা বলল, আল্লাহর ইচ্ছা থাকলে আপনি আমাকে ধৈর্য্যশীল পাবেন, আর আমি আপনার কোন কথা অমান্য করব না। (৭০) উনি বললেন, যদি তুমি আমার সঙ্গে যেতে চাও তাহলে আমাকে কোন কথা জিজ্ঞেস করো না যতক্ষন না আমি নিজেই সে সম্পর্কে কিছু বলি।

(৭১) অতঃপর উভয়ে চলতে থাকল। এক সময় ওরা যখন নৌকায় আরোহন করল তখন ওই ব্যক্তি নৌকাটি ছিদ্র করে দিলেন। মূসা বলল, আপনি এই নৌকাটি কি এজন্য ছিদ্র করে দিয়েছেন যে, নৌকার আরোহীরা ডুবে যাক। এতো আপনি খুব খারাপ কাজ করলেন। (৭২) তিনি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য্য রাখতে পারবে না।

(৭৩) মূসা বলল, আমার ভুলের জন্য আমাকে ধরবেন না এবং আমার ব্যাপারে এত কঠোর হবেন না। (৭৪) অতঃপর তারা দুজনে আবার চলতে লাগল, একসময়ে একটি বালকের সাথে তাদের দেখা হল তখন ওই ব্যক্তি তাকে মেরে ফেলল। মূসা বলল, আপনি একজন নির্দ্দোষকে মেরে ফেললেন? যদিও সে কাউকে হত্যা করেনি, আপনি তো খুবই অনুচিত কাজ করলেন।

(৭৫) ওই ব্যক্তি বললেন, আমি কি তোমাকে বলিনি যে, তুমি আমার সাথে ধৈর্য্য রাখতে পারবে না। (৭৬) মূসা বলল, আচ্ছা, এরপরে যদি আপনাকে কোনো বিষয়ে প্রশ্ন করি তাহলে আপনি আর আমাকে সঙ্গে রাখবেন না। আপনি আমার অভিযোগ থেকে অব্যাহতি লাভের পর্যায়ে পৌঁছেছেন। (৭৭) আবার দুজনে চলতে লাগলেন, তারা এক গ্রামের লোকের কাছে পৌঁছোলেন এবং ওদের কাছে খাবার চাইলেন। তখন তারা তাদের অতিথেয়তা করতে অস্বীকার করল। অতঃপর তারা সেখানে একটি প্রাচীর দেখতে পেল যা প্রায় ভেঙে পড়ার উপক্রম হয়েছিল, তখন তারা সেটিকে মেরামত করে দিল। মূসা বলল, আপনি চাইলে এর বদলে কিছু পারিশ্রমিক নিতে পারতেন। (৭৮) তিনি বললেন এখানে আমার ও তোমার মধ্যে বিচ্ছেদ ঘটবে। আমি তোমাকে ঐ সকল বিষয়ের তাৎপর্য বলব, যে বিষয়ে তুমি ধৈর্য্য রাখতে পারো নি।

(৭৯) নৌকার ব্যাপারটা এই যে, ওটা কিছু গরীব মানুষের ছিল যারা নদীতে কাজ করত। আমি চেয়েছিলাম নৌকাটি ত্রুটিযুক্ত করতে, কেননা ওদের আগে একজন রাজা ছিল যে প্রত্যেকটি নৌকা বলপূর্বক ছিনিয়ে নিত।

(৮০) বালকটির ব্যাপার এই যে, তার মাতাপিতা ঈমানদার ছিল। আমাদের আশঙ্কা হয়েছিল যে, ও বড়ো হয়ে অবাধ্যতা ও অকৃতজ্ঞতা দ্বারা ওদের

কষ্ট দেবে। (৮১) অতঃএব আমরা চাইলাম তাদের প্রভূ তাদেরকে এর পরিবর্তে এমন সন্তান প্রদান করেন যে পবিত্রতায় শ্রেয়তর এবং স্নেহময় হয়।

(৮২) আর প্রাচীরের ব্যাপারটা এই যে, সেটা এই জনপদের দুজন অনাথ বালকের ছিল। এই প্রাচীরের নীচে তাদের জন্য এক ধনভাণ্ডার পুঁতে রাখা ছিল, তাদের পিতা একজন ভালো মানুষ ছিল অতঃএব তোমার প্রভূ চাইলেন তারা দুজন বয়ঃপ্রাপ্ত হওয়ার পরে তাদের ধনভাণ্ডার বের করুক। এটা তোমার প্রভূর কৃপায় হয়েছে। আর আমি এটা নিজের ইচ্ছায় করিনি এই হল তাৎপর্য ওইসব বিষয়ে যার উপর তুমি ধৈর্য্য রাখতে পারলে না।

(৮৩) আর তারা তোমাকে জুলকারনাইন সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করে। বল, আমি তোমাদেরকে তার কিছু বিবরণ শোনাব। (৮৪) আমি তাকে পৃথিবীতে রাজত্ব দান করেছিলাম আর সমস্ত প্রকার সংসাধন দিয়েছিলাম।

(৮৫) যুল-কারনাইন পথ চলতে লাগল। (৮৬) যেতে যেতে সূর্যাস্ত হওয়ার স্থানে পৌঁছালো সে দেখলো সূর্য এক কালো পানিতে ডুবে যাচ্ছিল আর সেখানে সে এক সম্প্রদায়কে দেখল। আমরা বললাম, হে যুল-কারনাইন! তুমি চাইলে এদের শাস্তি দিতে পারো অথবা এদের সাথে সদয় ব্যবহার করো। (৮৭) সে বলল, এদের মধ্যে যারা অত্যাচার করবে তাদের কে আমি শাস্তি দেবো। তারপর তাদের তার প্রভূর নিকট ফিরিয়ে নেওয়া হবে। তখন তিনি তাদের ভয়ঙ্কর শাস্তি দেবেন। (৮৮) আর যে ব্যক্তি ঈমান আনবে আর ভালো কাজ করবে, ওর জন্যেই উত্তম প্রতিফল রয়েছে, আর আমরাও ওদের সাথে সরল ব্যবহার করব।

(৮৯) আবার সে পথ চলতে লাগল। (৯০) চলতে চলতে সে সূর্যোদয়-এর স্থানে পৌঁছালো, তখন সে সূর্যকে এমন একদল লোকের কাছে ঊদিত হতে দেখলো, যাদের জন্য আমরা সূর্যের তাপ থেকে রক্ষার মতো কোনো আড়ালের

ব্যবস্থা রাখিনি। (৯১) এটা এমনই। আর আমি যুল-কারনাইনের ব্যাপারটা জানি।

(৯২) সে আবার পথ চলতে লাগল। (৯৩) যেতে যেতে যখন দুই পাহাড়ের মাঝে পৌঁছালো সেখানে সে একদল লোককে পেল যারা কোনো কথাই বুঝতে পারছিল না। (৯৪) তারা বলল, হে যুল-কারনাইন! ইয়াজুজ ও মাজুজ আমাদের দেশে খুবই বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করছে এজন্য আমরা কিছু কর প্রদান করছি যাতে তুমি আমাদের ও ওদের মধ্যে একটা বাধা তৈরী করে দাও।

(৯৫) যুল-কারনাইন উত্তর দিল যে, আমার প্রভূ আমাকে যা দিয়েছেন তা যথেষ্ট। তোমরা শ্রম দিয়ে আমাকে সাহায্য করো। আমি তোমাদের আর ওদের মধ্যে একটা প্রাচীর তৈরী করে দেব। (৯৬) তোমরা আমাকে লৌহ- পিণ্ড এনে দাও। অতঃপর দুই পাহাড়ের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গা ভরে দিয়ে সে বলল, আগুন উস্কে দাও। এভাবে যখন আগুনে পরিণত হল তখন সে বলল, এর উপরে ঢালার জন্য তোমরা আমাকে গলিত তামা এনে দাও। (৯৭) ফলে ইয়াজুজ ও মাজুজ না এর উপরে চড়তে পারত আর না তাতে ছিদ্র করতে পারত। (৯৮) যুল-কারনাইন বলল, এ আমার প্রভূর কৃপা, তবে যখন আমার প্রভূর প্রতিশ্রুতি এসে যাবে তখন তিনি একে ভেঙে সমান করে দেবেন আর আমার প্রভূর প্রতিশ্রুতি সত্য।

(৯৯) আর সেইদিন আমরা ওদেরকে ছেড়ে দেব। তখন তরঙ্গের ন্যায় ওরা একে অন্যের উপরে আছড়ে পড়বে। আর সূরে (মহাশঙ্খ) ফুঁ দেওয়া হবে এবং আমরা সকলকেই একত্রিত করব। (১০০) আর সেদিন আমরা নরককে অস্বীকারকারীদের সামনে হাজির করব। (১০১) যাদের চোখে আবরণ থাকায় আমার স্মারকগ্রন্থ দেখতে পায় না এবং শুনতেও পায় না।

(১০২) অস্বীকারকারীরা কি মনে করে যে, তারা আমার পরিবর্তে আমার বান্দাদেরকে অভিভাবক রূপে গ্রহণ করবে? আমরা অবিশ্বাসীদের আপ্যায়নের জন্য নরক প্রস্তুত করে রেখেছি।

(১০৩) আমি কি তোমাদের বলে দেব যে, কর্ম অনুসারে কারা সবচেয়ে অধিক ক্ষতিগ্রস্ত? (১০৪) যাদের প্রচেষ্টা পার্থিব জীবনে ব্যর্থ হয়েগেছে, আর ওরা মনে করছে যে, ওরা খুব ভাল কাজ করছে। (১০৫) এরাই তো তারা যারা তাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহ এবং তাঁর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। অতএব ওদের কর্মফল নষ্ট হয়ে গেছে। কেয়ামতের দিনে (উত্থান দিবসে) আমরা ওদের কোন গুরুত্ব দেব না। (১০৬) নরকই ওদের প্রতিফল, কেননা ওরা অস্বীকার করেছে আর আমার নিদর্শনসূমহ ও আমার রসূলগণকে উপহাস করেছে।

(১০৭) নিঃসন্দেহে যারা আস্থাবান ও সৎকর্মশীল তাদের আতিথেয়তার জন্য রয়েছে স্বর্গের উদ্যান। (১০৮) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। তারা সেখান থেকে কখনই বের হতে চাইবে না।

(১০৯) বলো, আমার প্রভূর কথাসমূহ লেখার জন্য যদি গোটা সমূদ্র ও কালি হয়ে যায় তাহলে সমূদ্র নিঃশেষ হয়ে যাবে আমার প্রভূর কথা শেষ হওয়ার আগেই। যদি এর সাথে এরকম আরো সমূদ্র মেলানো হয় তবুও।

(১১০) বলো, আমি তোমাদের মতই একজন মানুষ। আমার কাছে ওহী (শ্রুতি) আসে যে, তোমাদের উপাস্য কেবল একমাত্র উপাস্য। অতএব যে তার প্রভূর সাক্ষাৎ কামনা করে, তার উচিৎ সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার প্রভূর সাথে কাউকে শরীক না করে।

১৯. সূরাহ মরিয়ম (মেরী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) ক্বাফ-হা-ইয়া-আইন-স্বাদ।

(২) এ সেই অনুগ্রহের বর্ণনা যা তোমার প্রভূ তাঁর বান্দা যাকারিয়ার প্রতি করেছিলেন। (৩) যখন সে তার প্রভূকে গোপনে ডেকেছিল।

(৪) যাকারিয়া বলেছিলেন, হে আমার প্রভূ! আমার হাড়গুলো দুর্বল হয়ে গেছে আর মাথার চুল সাদা হয়ে গেছে। হে প্রভূ! তোমার কাছে চেয়ে আমি কখনই বঞ্চিত হয় নি। (৫) আর আমি আমার পরে স্বগোত্রীয়দেরকে ভয় করছি এবং আমার পত্নীও বন্ধ্যা। অতএব আমাকে তোমার পক্ষ হতে একজন উত্তরাধিকারী দান করো। (৬) যে আমার স্থলাভিষিক্ত হবে আর ইয়াকূব পরিবারেরও উত্তরাধিকারিত্ব করবে। হে প্রভূ! তুমি তাকে তোমার প্রিয় বানাও।

(৭) হে যাকারিয়া! আমরা তোমাকে একটি পুত্রের সুসংবাদ দিচ্ছি। যার নাম ইয়াহইয়া হবে। আমরা এর পূর্বে এই নামে কারো নামকরণ করিনি। (৮) সে বলল, হে প্রভূ! আমার পুত্র কিভাবে হবে? আমার স্ত্রী তো বন্ধ্যা। আর আমিও তো একেবারে বৃদ্ধ হয়ে গেছি।

(৯) উত্তর এল, এমনই হবে। তোমার প্রভূ বলেছেন যে, এটা আমার পক্ষে সহজ। এর পূর্বে আমি তোমাকে সৃষ্টি করেছি যখন তুমি কিছুই ছিলে না। (১০) যাকারিয়া বলল, হে আমার প্রভূ! আমার জন্য কোন পূর্বলক্ষণ ঠিক করে দাও। তিনি বললেন। তোমার পূর্ব লক্ষণ এই যে, সুস্থ থেকেও তুমি তিনরাত আর তিন দিন মানুষের সাথে কথা বলতে পারবে না। (১১) অতঃপর যাকারিয়া উপাসনাস্থল থেকে বের হয়ে লোকদের কাছে

এল এবং ইশারায় তাদেরকে বলল যে, তোমরা সকাল সন্ধ্যায় আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা কর।

(১২) হে ইয়াহইয়া! দৃঢ়তার সাথে এই কিতাব ধারণ কর। আর আমরা তাকে শৈশবেই দ্বীনের (ধর্মের) জ্ঞান দান করি। (১৩) আর আমার পক্ষ থেকে তাকে (হৃদয়ে) কোমলতা ও পবিত্রতা প্রদান করি। (১৪) আর সে পরহেজগার (সংযমী) ও পিতা মাতার প্রতি সদাচারী ছিল, উদ্ধত ও অবাধ্য ছিল না। (১৫) তার উপর শান্তি বর্ষিত হোক যেদিন সে জন্মেছিল আর যে দিন সে মরবে আর যেদিন তাকে পুনরুজ্জীবিত করা হবে।

(১৬) আর কিতাবে মরিয়মের বর্ণনা কর যখন সে তার পরিবার পরিজন থেকে পৃথক হয়ে পূর্ব দিকের ঘরে চলে গেল। (১৭) তারপর তাদের থেকে আড়াল করার জন্য নিজেকে অন্তরালে করে নিল অতঃপর আমরা তার কাছে আমার ফেরেশতা পাঠালাম যে তার সামনে এক সুঠাম মানুষের আকারে আত্মপ্রকাশ করল। (১৮) মরিয়ম বলল, আমি করুণাময় আল্লাহর আশ্রয় চাই, যদি তুমি আল্লাহকে ভয় কর। (১৯) সে বলল, আমি তো তোমার প্রভূর দূত যাতে আমি তোমাকে একটি পবিত্র পুত্র দান করার ঘোষণা দিয়ে যেতে পারি। (২০) মরিয়ম বলল, আমার পুত্র হবে কিভাবে? আমাকে তো কোন মানুষ স্পর্শই করেনি আর আমি নষ্ট চরিত্রেরও নই। (২১) ফেরেশতা বলল, এরকমই হবে। তোমার প্রভূ বলছেন যে, এটা আমার পক্ষে সহজ। আর তাকে আমি মানুষের জন্য এক নিদর্শন ও আমার অনুগ্রহের আধার বানাতে চাই। এটা একটা স্থিরকৃত বিষয়।

(২২) এরপর মরিয়ম তাকে (পুত্র ঈসাকে) গর্ভে ধারণ করল তারপর তাকে নিয়ে দূরবর্তী একটি জায়গায় চলে গেল। (২৩) তারপর প্রসব-বেদনা

তাকে এক খেজুর গাছের কাণ্ডের কাছে নিয়ে গেল। সে বলল, হায়! আমি যদি এর আগে মরে যেতাম এবং একেবারে বিস্মৃত হয়ে যেতাম।

(২৪) এমন সময় মরিয়মকে তার নিচ থেকে ফেরেশতা বলল, দুঃখ করোনা। তোমার প্রভূ তোমার নিচে একটি জলধারা প্রবাহিত করেছেন। (২৫) আর তুমি খেজুর গাছের কাণ্ডটি নিজের দিকে নাড়া দাও, গাছ থেকে তোমার দিকে পাকা খেজুর পড়বে। (২৬) এখন খাও, পান কর, আর চক্ষু শীতল করো। আর যদি কোন মানুষের দেখা পাও তাহলে বলবে যে, আমি করুনাময় (ঈশ্বর) এর ব্রত মেনে রেখেছি তাই আজ আমি কোন মানুষের সাথে কথা বলব না।

(২৭) অতঃপর সে পুত্র কোলে নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের কাছে এল। লোকেরা বলল, হে মরিয়ম! তুমি বড়ই অনর্থ করে ফেলেছ। (২৮) হে হারুনের বোন! তোমার বাবা খারাপ লোক ছিল না আর তোমার মাও অসতী ছিল না।

(২৯) অতঃপর মরিয়ম পুত্রের দিকে ইঙ্গিত করল। লোকেরা বলল, আমরা কোলের শিশুর সাথে কিভাবে কথা বলব? (৩০) শিশুটি বলল, আমি আল্লাহর বান্দা। তিনি আমাকে কিতাব দিয়েছেন, আমাকে নবী করে পাঠিয়েছেন। (৩১) আমি যেখানেই থাকি আমাকে বরকতময় (বিভূতি) করেছেন। আর তিনিই আমাকে নামায এবং এবং যাকাতের (আবশ্যিক দান) আদেশ দিয়েছেন। আমি যতদিন জীবিত থাকব। (৩২) তিনি আমাকে আমার মায়ের অনুগত করেছেন, আমাকে উদ্ধত ও হতভাগ্য করেননি। (৩৩) আর আমার উপরে শান্তি যেদিন আমি জন্মেছিলাম আর যেদিন আমি মরব, আর যেদিন আমাকে জীবিত করে ওঠানো হবে।

(৩৪) এই হল মরিয়মের পুত্র ঈসা। এটাই হল সত্যকথা যে ব্যাপারে

লোকেরা বিতর্ক করছে। (৩৫) আল্লাহ এমন নন যে, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করবেন। তিনি পবিত্র। যখন তিনি কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন 'হও' অমনি তা হয়ে যায়।

(৩৬) নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রভূ এবং তোমাদেরও প্রভূ। অতএব তোমরা তাঁরই উপাসনা কর, এটাই সোজা পথ। (৩৭) অতঃপর তার সম্প্রদায় পরস্পর মতভেদ করল। অতএব অস্বীকার কারীদের জন্য আগামী দিনে এক বড় বিনাশ অপেক্ষা করছে। যেদিন এরা আমাদের কাছে আসবে। (৩৮) ওরা স্পষ্ট শুনতে ও পরিষ্কার দেখতে পাবে। কিন্তু আজ ওই যালেমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(৩৯) আর এদেরকে সেই দুঃখের দিন সম্পর্কে সতর্ক করে দাও, যখন সব বিষয়ের মীমাংসা করে দেওয়া হবে, এখন ওরা বেখবর অবস্থায় রয়েছে এবং বিশ্বাস করছে না। (৪০) নিঃসন্দেহে আমরাই পৃথিবীর বাসীন্দাদের উত্তরাধিকারী হব আর লোকদের আমাদের কাছেই ফিরিয়ে আনা হবে।

(৪১) কিতাবে উল্লেখিত ইবরাহীমের বর্ণনা কর। নিঃসন্দেহে সে ছিল সত্যনিষ্ঠ ও রসূল। (৪২) যখন সে তার পিতাকে বলল, হে পিতা! এমন জিনিষের উপাসনা কেন কর যে না শুনতে পায় আর না দেখতে পায় আর যে না তোমার কোন কাজে আসবে। (৪৩) হে পিতা! আমার কাছে এমন জ্ঞান এসেছে যা তোমার কাছে নেই তাই তুমি আমার কথা মেনে নাও, আমি তোমাকে সঠিক পথ দেখাব। (৪৪) হে আমার পিতা, শয়তানের উপাসনা করো না। নিঃসন্দেহে শয়তান করুনাময় আল্লাহর অবাধ্য। (৪৫) হে পিতা, আমি আশংকা করছি যে, তোমার উপর দয়াময় আল্লাহর কোন শাস্তি আসবে আর তুমি শয়তানের সহযোগী হয়েই থাকবে।

(৪৬) পিতা বলল, হে ইবরাহীম, তুমি কি আমার উপাস্যদের থেকে

বিমূখ হয়ে গেলে? যদি তুমি বিরত না হও তাহলে আমি অবশ্যই তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করব। আর তুমি আমার কাছ থেকে চিরদিনের জন্য দূর হয়ে যাও। (৪৭) ইবরাহীম বলল, তোমার উপর শান্তি বর্ষিত হোক। আমি আমার প্রভূর কাছে তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। নিঃসন্দেহে তিনি আমার প্রতি অনুগ্রহশীল। (৪৮) আর আমি তোমাদের বর্জন করছি আর ওদেরকেও যাকে তুমি আল্লাহ ছাড়া ডাক। আমি আমার প্রভূকেই ডাকব। আশাকরি আমার প্রভূকে আহ্বান করে আমি বঞ্চিত হব না।

(৪৯) অতঃপর সে যখন তাদের থেকে ও আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ওরা পূজা করত তাদের থেকে পৃথক হয়ে গেল তখন আমরা তাকে ইসহাক ও ইয়াকুবকে দান করলাম আর আমরা তাদের প্রত্যেককে নবীও করলাম। (৫০) আর তাদেরকে আমরা অনুগ্রহের অংশ দিলাম এবং তাদেরকে সচ্চরিত্র ও শান্তিপূর্ণ করলাম।

(৫১) আর কিতাবে মূসার বর্ণনাও কর। নিঃসন্দেহে সে মনোনীত রসূল ছিল। (৫২) আমরা তাকে তূর পাহাড়ের ডান দিকে ডেকেছিলাম এবং তাকে আমরা ভেদ এর কথা বলার জন্য কাছে নিয়ে এসেছিলাম। (৫৩) এবং আপন অনুগ্রহে আমরা তার ভাই হারুনকে রসূল বানিয়ে (সহায়করুপে) তাকে প্রদান করলাম।

(৫৪) কিতাবে ইসমাঈলের বর্ণনাও কর। সে ছিল সাচ্চা ওয়াদাকারী ও রসূল। (৫৫) সে তার লোকদের নামায ও যাকাতের (আবশ্যিক দান) আদেশ দিত। সে তার প্রভূর কাছে পছন্দনীয় ছিল। (৫৬) আর কিতাবে উল্লেখিত ইদরীসের কথাও বর্ণনা কর। নিঃসন্দেহে সে সাচ্চা ও রসূল ছিল। (৫৭) আর আমরা তাকে উচ্চ অবস্থানে উন্নীত করেছিলাম।

(৫৮) এরাই সেই সব লোক যাদের উপর আল্লাহ পয়গম্বরদের মধ্য

থেকে তাঁর অনুগ্রহ দান করেছেন। এরা আদমের বংশধর এবং তাদেরই উত্তরসূরী যাদেরকে আমরা নূহের সাথে নৌকায় আরোহন করিয়েছিলাম। এরা ইবরাহীম ও ঈসরায়ীলের বংশধর এবং তাদেরই দলভূক্ত যাদেরকে আমি সৎপথ দেখিয়েছিলাম এবং যাদেরকে (নিজের জন্য) স্বীকার্য করেছিলাম। এদের সামনে যখন দয়াময় আল্লাহর বানীসমূহ শোনান হত তখন তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে ক্রন্দন করত।

(৫৯) কিন্তু তাদের পরে এমন এক প্রজন্ম এল যারা নামায নষ্ট করে দিল এবং প্রবৃত্তির বশবর্তী হল। অতএব শীঘ্রই ভ্রষ্টতার পরিণতি দেখতে পাবে। (৬০) তবে যারা প্রায়শ্চিত্য করেছে এবং বিশ্বাস স্থাপন করেছে এবং সৎকর্ম করেছে তারাই স্বর্গে প্রবেশ করবে আর তাদের প্রতি বিন্দুমাত্র অবিচার করা হবে না।

(৬১) তাদের জন্য রয়েছে চিরস্থায়ী উদ্যান, পরম করুনাময় তাঁর বান্দাদেরকে পরোক্ষভাবে যার প্রতিশ্রুতি দিয়ে রেখেছেন। আর তাঁর প্রতিশ্রতি পূরণ হবেই হবে। (৬২) সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না শান্তি ছাড়া। আর সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাদের জীবিকার ব্যবস্থা থাকবে। (৬৩) এটা সেই জান্নাত (স্বর্গ) এর উত্তরাধিকারী আমরা আপন বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে করব যারা আল্লাহকে ভয় করে।

(৬৪) আর আমরা (ফেরেশতা) আমাদের প্রভূর আদেশ ছাড়া অবতারিত হই না। আমাদের সামনেও পিছনে যা কিছু আছে সবই তাঁর এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে। আর তোমাদের প্রভূ কিছুই ভোলেন না। (৬৫) তিনিই প্রভূ আকাশ আর পৃথিবীর এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে তার। অতএব তুমি তাঁরই উপাসনা কর এবং তাঁরই উপাসনায় দৃঢ় থাকো। তুমি কি তাঁর সমতূল্য কাউকে জান?

(৬৬) আর মানুষেরা বলে, আমি যখন মরে যাব, তারপর কি আমাকে আবার জীবিত করে উঠানো হবে? (৬৭) তবে কি মানুষের স্মরণ নেই যে, ইতিপূর্বে সৃষ্টি করেছিলাম তখন সে কিছুই ছিল না। (৬৮) সুতরাং তোমার প্রভূর শপথ! অবশ্যই আমরা তাদেরকে এবং শয়তানদেরকে একত্রিত করব, তারপর তাদেরকে হাঁটুতে ভর করা অবস্থায় নরকের কাছে উপস্থিত করব।

(৬৯) অতঃপর আমরা প্রত্যেক দল থেকে ঐ লোকদের টেনে বের করব, যারা করুনাময়ের মোকাবিলায় সবচেয়ে অধিক বিদ্রোহী হয়েছিল। (৭০) তারপর আমরা এমন লোকদেরও ভাল ভাবে জানি যারা নরকে দগ্ধ হওয়ার অধিক যোগ্য। (৭১) আর তোমাদের প্রত্যেককেই সেখানে যেতে হবে। এটা তোমার প্রভূর অনিবার্য্য সিদ্ধান্ত যা পূরো হবেই হবে। (৭২) অতঃপর আমরা ওই লোকদের রক্ষা করব যারা ভয় করত, আর অত্যাচারীদের নতজানু অবস্থায় সেখানে রেখে দেব।

(৭৩) আর যখন ওদেরকে আমাদের স্পষ্ট আয়াত সমূহ শোনান হত তখন যারা অবজ্ঞা করেছে তারা আস্থাবানদেরকে বলত, দুদলের মধ্যে কোনটি মর্য্যাদায় শ্রেষ্ট এবং কোন দলের মজলিস অধিক উত্তম? (৭৪) এদের পূর্বে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, তারা সম্পদে ও বৈভবে এদের তুলনায় শ্রেষ্ঠতর ছিল।

(৭৫) বলো, যে ব্যক্তি বিভ্রান্তির মধ্যে থাকে করুনাময় তাকে আরো অবকাশ দেন, অবশেষে যখন তারা সেই প্রতিশ্রুত বিষয় দেখে নেয় যে বিষয়ে তাদের কাছে ওয়াদা করা হয়েছিল, (সাংসারিক) যন্ত্রনা অথবা কেয়ামত (প্রলয়দিন), তখন এরা জানতে পারবে কার দশা মন্দ আর কার দল দূর্বল।

(৭৬) আল্লাহ উপদেশ গ্রহণকারীদের মার্গদর্শন বৃদ্ধি করে দেন। আর

স্থায়ী সৎকর্মগুলোই তোমার প্রভূর কাছে প্রতিদানের দিক থেকে উত্তম এবং পরিনণামের দিক থেকেও উত্তম।

(৭৭) তুমি কি ওকে দেখেছ? যে আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে আর বলেছে, আমাকে ধন-সম্পদ আর সন্তান-সন্ততি অবশ্যই দেওয়া হবে। (৭৮) সে কি পরোক্ষে উঁকি মেরে দেখেছে অথবা আল্লাহর কাছ থেকে কোন বচন নিয়েছে? (৭৯) কখনই নয়, যা কিছু সে বলে তা আমরা লিখে নেব আর তার শাস্তি বাড়িয়ে দেব। (৮০) আর সে যে জিনিষের দাবীদার, তার উত্তরাধিকারী আমরা হব আর সে আমাদের কাছে আসবে। (৮১) আর সে আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করেছে যাতে সে তার সহায়ক হয়। (৮২) কখনই নয়, সে ওর উপাসানা অস্বীকার করবে এবং ওর বিরুদ্ধে অবস্থান নেবে।

(৮৩) তুমি কি দেখনি যে, আমরা অস্বীকারকারীদের প্ররোচিত করার জন্য শয়তানদের ছেড়ে দিয়েছি? (৮৪) অতএব তুমি তাদের জন্য তাড়াতাড়ি করো না। আমরা তাদের সময় গণনা করছি। (৮৫) যেদিন আমরা খোদাভীরুদের করুনাময়ের নিকট অতিথিরুপে একত্রিত করব। (৮৬) আর অপরাধীদেরকে নরকের দিকে তৃষ্ণার্ত তাড়িয়ে দেব। (৮৭) কারো সুপারিশের অধিকার থাকবে না, কেবল সে ছাড়া যে করুনাময়ের কাছ থেকে অনুমতি নিয়েছে।

(৮৮) আর এরা বলে যে, করুনাময় কাউকে পুত্র করেছেন। (৮৯) এটা তোমরা এক ভয়ানক কথা বলেছ। (৯০) শীঘ্রই এতে আকাশ ফেটে পড়বে, আর পৃথিবী খণ্ড-বিখণ্ড হয়ে যাবে, এবং পর্বতমালা ভেঙে পড়বে। (৯১) একারণে যে তারা করুনাময়ের প্রতি সন্তান আরোপ করেছে। (৯২) যখন এটা করুনাময়ের মর্য্যাদার প্রতিকূল যে, তিনি সন্তানগ্রহণ করবেন। (৯৩) আকাশ ও পৃথিবীতে এমন কেউ নেই যে করুণা ময়ের বান্দা হয়ে না

আসে। (৯৪) তাঁর কাছে এদের পরিসংখ্যান আছে, আর তিনিই এদের ঠিকঠাক রেখেছেন। (৯৫) আর এদের মধ্যে প্রত্যেকে কেয়ামতের দিনে একাকী অবস্থায় তাঁর সামনে আসবে। (৯৬) কিন্তু যারা ঈমান এনেছে আর যারা ভাল কাজ করেছে, তাদের জন্য আল্লাহ ভালবাসা উৎপন্ন করে দেবেন।

(৯৭) অতএব আমরা এই কুরআনকে তোমার ভাষায় এজন্য সহজ করে দিয়েছি যে, তুমি খোদাভীরুদের সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। আর হঠধর্মী লোকদের ভয় দেখাও। (৯৮) আর এর পূর্বে আমরা কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তুমি কি তাদের কাউকে দেখতে পাও এবং তাদের কোন আওয়াজ শুনতে পাও।

২০. সূরাহ ত্বা-হা (ত্বা-হা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) ত্বা-হা।

(২) আমরা এজন্য তোমার উপর কুরআন অবতীর্ণ করিনি যে, তুমি কষ্ট পাও। (৩) বরং যারা (আল্লাহকে) ভয় করে তাদের জন্য রয়েছে উপদেশ। (৪) এ তাঁর কাছ থেকে অবতীর্ণ যিনি পৃথিবী ও সুউচ্চ আকাশগুলী সৃষ্টি করেছেন। (৫) তিনি দয়াময়, সিংহাসনে আসীন। (৬) আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবই তাঁর আর যা কিছু মাটির নিচে আছে।

(৭) যদি তুমি জোরে কথা বলো, তবে তিনি গোপন ও অপ্রকাশিত কথাও জানেন। (৮) তিনিই আল্লাহ। তিনি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই। সমস্ত সুন্দর নাম তাঁরই।

(৯) তোমার কাছে মূসার বৃত্তান্ত এসেছে কি? (১০) যখন সে একটি আগুন দেখল তখন সে তার পরিবারবর্গকে বলল, দাঁড়াও, আমি একটা

আগুন দেখেছি, হয়ত আমি ও থেকে তোমাদের জন্য একটু অঙ্গার নিয়ে আসতে পারব, অথবা ওই আগুনের কাছে কোন পথের সন্ধান পাব।

(১১) অতঃপর সে যখন ওর কাছে পৌঁছাল তখন ডাক দেওয়া হল “হে মূসা।” (১২) আমিই তোমার প্রভূ, অতএব তুমি তোমার জুতো খুলে দাও। কেননা তুমি পবিত্র ‘তূবা’ উপত্যকায় রয়েছ। (১৩) আর আমি তোমাকে মনোনীত করেছি। অতএব যে ওহী প্রকাশনা করা হচ্ছে তা শোন। (১৪) আমিই আল্লাহ। আমার ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তুমি আমারই উপাসনা করো। আর আমার স্মরণের জন্য নামায প্রতিষ্ঠা করো। (১৫) নিঃসন্দেহে কেয়ামত আসবে আমি তা গোপন রাখতে চাইছি, যাতে প্রত্যেকে তার কৃতকর্মের ফল পায়। (১৬) অতএব এ থেকে তোমাকে ওই ব্যক্তি অসাবধান না করে দেয় যে, এতে ঈমান (বিশ্বাস) রাখে না আর নিজ প্রবৃত্তির অনুসরন করে যে, তুমি ধ্বংস হয়ে যাও।

(১৭) হে মূসা! তোমার ডানহাতে ওটা কি? (১৮) সে বলল এটা আমার লাঠি। আমি এটাতে ভর দিই আর এটা দিয়ে আমার মেষপালের জন্য গাছের পাতা পাড়ি। এতে আমার অন্যান্য কাজও আছে। (১৯) বললেন, হে মূসা! এটাকে মাটিতে নিক্ষেপ কর। (২০) সে ওটাকে মাটিতে নিক্ষেপ করল হঠাৎই সেটা একটা সাপ হয়ে দৌড়াতে লাগল। (২১) বললেন, ওটাকে ধরো, ভয় করো না, আমরা পূনরায় এর পূর্বাবস্থায় ফিরিয়ে দেব। (২২) আর তোমার হাত তোমার বগলের সাথে লাগিয়ে ধর, তা শুভ্রোজ্জ্বল হয়ে যাবে--- কোন রোগের কারণে নয়। এটা আরেকটি নিদর্শন। (২৩) যাতে আমরা বড় নিদর্শনের মধ্যে কিছু নিদর্শন তোমাকে দেখাতে পারি। (২৪) তুমি ফেরাউনের কাছে যাও। সে সীমার বাইরে চলে গেছে।

(২৫) মূসা বলল, হে আমার প্রভূ! আমার বুক আমার জন্য খুলে দাও।

(২৬) আর আমার কাজ আমার জন্য সহজ করে দাও। (২৭) এবং আমার জিহ্বার জড়তা দূর করে দাও। (২৮) যাতে লোকেরা আমার কথা বুঝতে পারে। (২৯) আর আমার পরিবার থেকে আমার জন্য একজন সহায়ক নিযুক্ত করে দাও। (৩০) হারুন যে আমার ভাই। (৩১) তার মাধ্যমে আমার শক্তি জোরদার করে দাও। (৩২) এবং তাকে আমার কাজে ভাগীদার করে দাও। (৩৩) যাতে আমরা দুজনে তোমার অধিক পবিত্রতা বর্ণনা করতে পারি। (৩৪) এবং বেশী করে তোমার চর্চা করতে পারি। (৩৫) নিঃসন্দেহে তুমি তো আমাদের দেখছ। (৩৬) তিনি বললেন, দেওয়া হল তোমাকে হে মূসা যা তুমি চাইলে।

(৩৭) আর আমরা তো তোমাদের উপর আরো একবার অনুগ্রহ করেছি। (৩৮) যখন আমরা তোমার মায়ের কাছে যে প্রত্যাদেশ পাঠাবার ছিল পাঠিয়েছি। (৩৯) যে, মূসাকে সিন্দুকে রাখ, তারপর তাকে নদীতে ফেলে দাও, নদী তাকে তীরে নিক্ষেপ করবে। একে এক ব্যক্তি উঠিয়ে নেবে যে আমারও শত্রু আর এরও শত্রু। আর আমি তোমাকে আমার নিজের পক্ষ থেকে স্নেহ দিলাম। যাতে তুমি আমার সংরক্ষনে লালন-পালন হতে পার। (৪০) যখন তোমার বোন চলতে চলতে এসে বলল, আমি কি তোমাদের এমন একজনের ঠিকানা বলে দেব যে, এই শিশুটির লালন-পালন ভালভাবে করতে পারে। অতঃপর আমরা তোমাকে তোমার মায়ের কাছে ফিরিয়ে দিলাম, যাতে তার চক্ষু শীতল হয় আর তার কোন দুঃখ না থাকে। আর তুমি এক ব্যক্তিকে হত্যা করে দিলে। তারপর আমরা তোমাকে এই দুশ্চিন্তা থেকে মূক্তি দিলাম। আর আমরা তোমাকে ভালভাবে পরখ করলাম। তারপর তুমি কয়েক বৎসর মাদইয়ানবাসীদের মধ্যে রইলে। তারপর তুমি একটি পর্যায়ে (বিশেষগুনের স্তরে) আসলে, হে মূসা।

(৪১) আর আমি তোমাকে আমার জন্য মনোনীত করলাম। (৪২) যাও তুমি আর তোমার ভাই আমার নিদর্শন সঙ্গে নিয়ে আর তোমরা দুজনে আমার স্মরণে অলসতা করো না। (৪৩) তোমরা দুজন ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। (৪৪) অতএব ওর সাথে বিনম্রভাবে কথা বলবে, হয়ত সে উপদেশ গ্রহণ করবে অথবা ভয় করবে।

(৪৫) দুজনেই বলল হে আমাদের প্রভূ! আমরা আশঙ্কা করছি সে আমাদের প্রতি অত্যাচার করবে অথবা সীমা লঙ্ঘন করবে। (৪৬) তিনি বললেন, ভয় করো না, আমি তোমাদের সঙ্গে আছি, শুনছি ও দেখছি। (৪৭) অতএব তোমরা ওর কাছে যাও আর বলো যে, আমরা দুজন তোমার প্রভূর দূত। অতএব ঈসরায়ীলের সন্তানদের আমাদের সঙ্গে যেতে দাও এবং তাদেরকে নির্যাতন করো না। আমরা তোমার প্রভূর কাছ থেকে একটি নিদর্শনও এনেছি। আর যে সৎপথে চলবে তার উপর শান্তি আসবে। (৪৮) আমাদের প্রতি ওহী (শ্রুতি) করা হয়েছে যে, ওই ব্যক্তির শাস্তি হবে যে অস্বীকার করবে আর মুখ ফিরিয়ে নেবে।

(৪৯) ফেরাউন বলল, মূসা, তাহলে তোমাদের দুজনের প্রভূ কে? (৫০) মূসা বলল, আমাদের প্রভূ তিনি যিনি প্রত্যেক বস্তুর আকৃতি প্রদান করেছেন, তারপর পথ দেখিয়েছেন। (৫১) ফেরাউন বলল, তাহলে প্রাচীন প্রজন্মসমূহের অবস্থা কি? (৫২) মূসা বলল, ওদের খবর আমার প্রভূর কাছে লিখিত রয়েছে। আমার প্রভূ না ভূল করেন আর না ভূলে যান।

(৫৩) তিনিই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা বানিয়েছেন, তাতে তোমাদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছেন, আর আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেছেন। তারপর ওর মাধ্যমে আমরা বিভিন্ন প্রকারের বনস্পতি উৎপন্ন করেছি। (৫৪) খাও আর তোমাদের পশুগুলো চরাও। এর মধ্যে বুদ্ধিমান

লোকদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে। (৫৫) এথেকেই তোমাকে সৃষ্টি করেছি আর এতেই আমরা তোমাকে ফিরিয়ে আনব, আর এ থেকেই তোমাকে পূনর্বার বের করব।

(৫৬) আর আমরা ফেরাউনকে সব নিদর্শন দেখিয়েছি কিন্তু সে তা অবিশ্বাস ও অমান্য করেছে। (৫৭) সেবলল, হে মূসা! তুমি কি এজন্য এসেছ যে, তোমার যাদুর দ্বারা আমাদেরকে আমাদের দেশ থেকে বের করে দেবে? (৫৮) তাহলে আমরাও তোমার যাদুর মোকাবিলায় এমনই যাদু আনব। অতএব তুমি আমাদের আর তোমার মধ্যে একটা নির্দ্দিষ্ট চুক্তি নির্দ্ধারিত কর, যা আমরা লঙ্ঘন করব না আর তুমিও না। এই মোকাবিলা এক খোলা ময়দানে হবে।

(৫৯) মূসা বলল, তোমাদের নির্দ্ধারিত উৎসবের দিন, এবং সেদিন সকাল বেলায় লোকদেরকে সমবেত করা হবে। (৬০) ফেরাউন উঠে গেল, নিজের সব কৌশল ঠিক করল, অতঃপর মোকাবিলায় এল। (৬১) মূসা বলল, তোমাদের অমঙ্গল হোক, তোমরা আল্লাহর নামে মিথ্যা উদ্ভাবন করো না। তাহলে কোন বিপত্তি দ্বারা তোমাদেরকে ধ্বংস করে দেবেন। আর আল্লাহর উপরে যে মিথ্যা উদ্ভাবন করে, সে অসফলই হয়।

(৬২) তারপর তারা তাদের ব্যাপারে মতভেদ করল আর গোপনে শলা-পরামার্শ করল। (৬৩) তারা বলল, এই দুজন নিশ্চিত রুপে যাদুকর, এরা চায় যে, যাদুর শক্তি দ্বারা তোমাকে তোমাদের দেশ থেকে বের করে দিতে এবং তোমাদের উৎকৃষ্ট জীবন পদ্ধতির বিলোপ ঘটাতে। (৬৪) অতএব তোমরা তোমাদের কৌশল সুসংহত কর। তারপর একজোট হয়ে এস। আর যে জিতবে সেই সফল হবে।

(৬৫) ওরা বলল, হে মূসা! হয় তুমি নিক্ষেপ কর, না হয় আমরাই

আগে নিক্ষেপ করি। (৬৬) মূসা বলল, তোমরাই প্রথমে নিক্ষেপ কর, অমনি ওদের রশি ও লাঠি ওদের যাদুর প্রভাবে দৌড়াচ্ছে বলে তাদের মনে হল। (৬৭) এতে মূসা তার মনে কিছুটা ভীতি অনুভব করল। (৬৮) আমরা বললাম, ভয় পেওনা, তুমিই বিজয়ী হবে। (৬৯) আর যা তোমার ডান হাতে আছে তা নিক্ষেপ কর সে তাদের গিলে ফেলবে যা তারা তৈরী করেছে। তারা যা কিছু তৈরী করেছে তা যাদুর ধোকা। আর যাদুকর কখনও সফল হয় না, তা সে যেভাবেই আসুক। (৭০) অতঃপর যাদুকরেরা সিজদায় পড়ে গেল। ওরা বলল, আমরা হারুন ও মূসার প্রভূর প্রতি ঈমান আনলাম।

(৭১) ফেরাউন বলল, আমার অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা এদের মেনে নিলে? সেই তোমাদের বড় যে তোমাদের যাদু শিখিয়েছে। তাহলে এখন আমি তোমাদের হাত-পা বিপরিত দিক থেকে কেটে দেব। এবং তোমাদেরকে খেজুর গাছের কাণ্ডে ফাঁসী দেব। আর তোমরা জানতে পারবে আমাদের মধ্যে কার শাস্তি কঠোরতর ও অধিক স্থায়ী।

(৭২) যাদুকররেরা বলল, আমাদের কাছে যে সব স্পষ্ট প্রমানাদী এসেছে তার উপর তোমাকে কিছুতেই প্রাধান্য দেব না। আর ওই সত্ত্বার উপর যিনি আমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন, অতএব তোমার যা কিছু করার করো। তুমি তো কেবল এই পার্থিব জীবনেই করতে পার। (৭৩) আমরা আমাদের প্রভূর উপর ঈমান এনেছি যাতে তিনি আমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দেন আর এই যাদু প্রয়োগের যা তুমি আমাদের করতে বাধ্য করেছ। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ ও শাশ্বত।

(৭৪) নিঃসন্দেহে যে ব্যক্তি অপরাধী হয়ে তার প্রভূর সামনে উপস্থিত হবে তার জন্য রয়েছে নরক, ওতে সে মরবেও না আর বাঁচবেও না। (৭৫) আর যে ব্যক্তি তার প্রভূর কাছে মোমিন (আস্থাবান) হয়ে আসবে যে

ভাল কাজ করেছে, তাহলে এ ধরনের লোকদের জন্য রয়েছে উচ্চ মর্যাদা। (৭৬) ওদের জন্য চিরস্থায়ী উদ্যান রয়েছে, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। ওরা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর এটাই ওই ব্যক্তির প্রতিফল যে পবিত্রতা গ্রহণ করেছে।

(৭৭) আর আমরা মূসাকে ওহী (প্রকাশনা) করলাম যে, আমার বান্দাদের নিয়ে রাতের বেলায় বেরিয়ে পড় এবং তাদের জন্য সমূদ্রে একটি শুকনো পথ তৈরী করে নাও, তোমার পশ্চাদ্ধাবনের ভয় করবে না আর অন্য কিছুরও ভয় পাবে না। (৭৮) অতঃপর ফেরাউন তার সেনাদল নিয়ে ওদের পশ্চাদ্ধাবন করল তারপর সমূদ্রের পানি ওদের ঢেঁকে নিল, পুরোপুরি ঢেঁকে নিল। (৭৯) ফেরাউন তার সম্প্রদায়কে বিপথগামী করেছিল সে তাদেরকে সঠিক পথ দেখায়নি।

(৮০) হে ঈসরায়ীলের সন্তান, আমরা তোমাদেরকে তোমাদের শত্রুর হাত থেকে মুক্তি দিয়েছি এবং তূর পাহাড়ের ডান পাশে তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছি। আর আমরা তোমাদের উপর মান্না ও সালওয়া অবতারিত করেছি। (৮১) আমাদের দেওয়া পবিত্র জীবিকা খাও এবং এ ব্যাপারে বিদ্রোহ করোনা যে, তোমাদের উপর আমার শাস্তি নেমে আসে। আর যার উপরে আমার প্রকোপ নেমে আসে সে অবশ্যই ধ্বংস হয়ে যায়। (৮২) হ্যাঁ, যে তওবা করে আর ঈমান আনে এবং ভাল কাজ করে আর সৎপথে থাকে তাহলে তার জন্য আমি সবচেয়ে অধিক ক্ষমাশীল।

(৮৩) আর হে মূসা! তোমার লোকদের ছেড়ে তাড়া-হুড়ো করে আসার জন্য তোমাকে কিসে প্ররোচিত করল? (৮৪) মূসা বলল, ওইতো তারা আমার পিছনেই আছে। হে প্রভূ! আমি একটু তাড়াতাড়ি তোমার কাছে এসেছি যাতে তুমি প্রসন্ন হও। (৮৫) বললেন, আমরা তো তোমার পরে

তোমার লোকদেরকে এক পরীক্ষায় ফেলেছি এবং সামিরী তাদেরকে পথভ্রষ্ট করে ফেলেছে।

(৮৬) তখন মূসা ক্রুদ্ধ ও ক্ষুদ্ধ হয়ে তার সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমাদের প্রভূ কি তোমাদের সাথে একটি ভাল ওয়াদা করেননি ? তোমাদের উপর দিয়ে কি দীর্ঘ সময় পার হয়ে গেছে ? নাকি তোমরা চাও যে, তোমাদের উপর তোমাদের প্রভূর ক্রোধ নেমে আসুক, এজন্যে তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করলে ?

(৮৭) ওরা বলল, আমরা ইচ্ছা করে তোমার সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করিনি, বরং আমাদের উপর লোকদের অলংকারের বোঝা চাপানো হয়েছিল এবং আমরা তা ফেলে দিয়েছি। আর এভাবে সামিরীও ফেলে দিয়েছে। (৮৮) তারপর সে এদের জন্য একটি বাছুরের মূর্তি তৈরী করে, এমন এক মূর্তি যা থেকে হাম্বারব বার হত। তখন ওরা বলল, এটা তোমাদের উপাস্য আর মূসারও উপাস্য, কিন্তু মূসা একে ভূলে গেছে। (৮৯) ওরা কি দেখত না যে, না সে কোন কথার উত্তর দেয় আর না কোন লাভ বা ক্ষতি করতে পারে।

(৯০) আর হারুন ওদের আগেই বলেছিল হে আমার সম্প্রদায়, তোমরা এই বাছুরের দ্বারা পথভ্রষ্ট হয়ে গেছ, তোমাদের প্রভূ তো পরম করুণাময়। অতএব তোমরা আমার অনুসরণ কর এবং আমার আদেশ মেনে চল। (৯১) ওরা বলল, আমরা তো এরই পূজা করব যতক্ষন না মূসা আমাদের কাছে ফিরে আসে।

(৯২) মূসা বলল, হারুন ! তুমি যখন দেখলে যে, ওরা বিপথগামী হয়ে গেছে তখন তোমাকে কিসে বাধা দিল ? (৯৩) যে, তুমি আমার আদেশ পালন করলে না। তুমি কি তাহলে আমার কথা অমান্য করলে ?

(৯৪) হারুন বলল, ওরে আমার মায়ের ছেলে, তুমি আমার চুল-দাড়ী ধরে টেনোনা। আমি তো এই ভয় করছিলাম যে, তুমি এসে বলবে যে, তুমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করেছ, আর আমার কথার সন্মান রাখনি।

(৯৫) মূসা বলল, এই সামিরী তোমার ব্যাপার কি? (৯৬) সে বলল, আমি এমন একটি জিনিষ দেখেছি যা অন্যেরা দেখিনি। আমি বার্তাবাহকের পায়ের ছাপ থেকে এক মুঠো মাটি নিয়ে এতে নিক্ষেপ করলাম। আমার মন আমাকে এমনই বুঝিয়েছিল। (৯৭) মূসা বলল, দূর হও। জীবদ্দশায় তোমার জন্য এটাই শাস্তি যে, তুমি বলবে আমাকে ছুঁয়োনা। আর তোমার জন্য আরো একটি ওয়াদা আছে যার কোন ব্যতিক্রম হবে না। আর তুই তোর এই উপাস্যকে দ্যাখ যার উপাসনায় তুই সদা নিবেদিত ছিলি। আমি এটা পুড়িয়ে নদীতে ফেলে দেব।(৯৮) তোমাদের উপাস্য তো কেবল আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই, সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের পরিধিতে আবদ্ধ।

(৯৯) এভাবেই আমরা তোমাকে ওইসব বৃত্তান্ত শোনাই যা পূর্বে ঘটেছে। আর আমরা তোমাকে নিজের পক্ষ থেকে একটি কিতাব দিয়েছি। (১০০) যে এথেকে বিমূখ হবে কেয়ামতের দিনে সে একটি ভারী বোঝা বহন করবে।(১০১) সে ওতে চিরকাল থাকবে। কেয়ামতের দিন এই বোঝা ওদের জন্য খুব খারাপ হবে।(১০২) যেদিন শৃংগায় (মহাশঙ্খ) ফুঁক দেওয়া হবে আর অপরাধীদেরকে আমরা এমন দশায় একত্রিত করব যে, ভয়ে ওদের চোখ নীল হয়ে যাবে।(১০৩) ওরা নিজেদের মধ্যে চুপিচুপি বলাবলি করবে, তোমরা দশদিনের বেশী অবস্থান করনি। (১০৪) ওরা যা বলবে তা আমি খুব ভাল করে জানি, যখন ওদের মধ্যে সবচেয়ে জ্ঞান-বুদ্ধিতে শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তি বলবে, তোমরা একদিনের বেশী অবস্থান করনি।

(১০৫) লোকেরা তোমার কাছে পাহাড়-পর্বত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বলো, আমার প্রভূ এগুলোকে উড়িয়ে ছড়িয়ে-ছিটিয়ে দেবেন। (১০৬) তারপর পৃথিবীকে সমতল পরিষ্কার ময়দান তৈরী করে ছাড়বেন। (১০৭) তাতে তুমি কোন বক্রতা বা অসমতল পাবে না। (১০৮) সেদিন সব লোক আহ্বানকারীর কথামতো চলবে। কোনও এদিক-ওদিক হবে না। সব আওয়াজ করুণাময়ের ভয়ে স্তব্ধ হয়ে যাবে। সুতরাং ফিসফিসানি ছাড়া তুমি আর কিছু শুনবে না।

(১০৯) সেদিন সুপারিশ কাজে আসবে না, কিন্তু করুণাময় যাকে অনুমতি প্রদান করবেন এবং যার কথা তিনি পছন্দ করবেন। (১১০) তিনি সবার সামনের ও পিছনের বৃত্তান্ত জানেন। কিন্তু ওরা তাঁকে জ্ঞানের আওতায় আনতে পারে না। (১১১) আর সকল মূখমণ্ডল সেদিন চিরঞ্জীব চিরস্থায়ী সত্তার সামনে অবনমিত হবে। (১১২) আর যে ভাল কাজ করবে এবং ঈমানও (আস্থা) রাখে তার কোন বাড়া-কমার ভয় থাকবে না।

(১১৩) আর এভাবেই আমরা আরবী কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং তাতে বিভিন্ন প্রকারে সতর্ক বার্তা বিবৃত করেছি যাতে লোকে ভয় করে অথবা তাদের মনে কিছু চিন্তার উদ্রেক হয়। (১১৪) আল্লাহই শ্রেষ্ঠ, প্রকৃত অধিপতি। আর তুমি কুরআন নিয়ে তাড়াতাড়ি কোরনা যতক্ষন না ওহী (শ্রুতি) পূর্ণতাপ্রাপ্ত না হয়। আর বলো হে আমার প্রভূ ! আমার জ্ঞান বৃদ্ধি করে দাও।

(১১৫) আর আমরা ইতিপূর্বে আদমকে আদেশ দিয়েছিলাম কিন্তু সে ভূলে গিয়েছিল। আর আমরা ওর থেকে দৃঢ়তার পরিচয় পাইনি। (১১৬) আর যখন আমরা ফেরেশতাদের বলেছিলাম যে, আদমকে সিজদাহ করো তখন তারা সিজদা করেছিল, কিন্তু ইবলিস; সে অস্বীকার করল।

(১১৭) তখন আমরা বললাম, হে আদম নিঃসন্দেহে এ তোমার আর তোমার স্ত্রীর শত্রু। অতএব সে তোমাদের জান্নাত থেকে বের করে না দেয়, তাহলে তুমি বঞ্চিত থেকে যাবে।

(১১৮) তোমার জন্য এখানে এটাই যে, তুমি এখানে ক্ষুধার্ত হবে না আর বিবস্ত্রও হবে না। (১১৯) এখানে তুমি তৃষ্ণার্তও হবে না আর রৌদ্রতাপও লাগবে না। (১২০) অতঃপর শয়তান তাকে কুমন্ত্রনা দিল। সে বলল হে আদম, আমি কি তোমাকে অমরত্ব বৃক্ষের কথা বলব আর অক্ষয় রাজ্যের সন্ধান দেব? (১২১) অতঃপর তারা দুজন ওই বৃক্ষের ফল খেয়ে নিল তখন তাদের সামনে তাদের লজ্জাস্থান উন্মোচিত হয়ে গেল। তারা নিজেদেরকে জান্নাতের (উদ্যান) পাতা দিয়ে ঢাঁকতে লাগল। আর আদম তার প্রভূর আদেশ অবমাননা করার জন্য বিভ্রান্ত হয়ে গেল। (১২২) অতঃপর তার প্রভূ তাকে কৃপা করলেন এবং তার তওবা স্বীকার করলেন ও তাকে দিক-নির্দেশনা দিলেন।

(১২৩) আল্লাহ বললেন, তোমরা দুজনে এখান থেকে নেমে যাও, তোমরা একে অপরের শত্রু হবে। তারপর যদি তোমাদের কাছে আমার তরফ হতে দিক-নির্দেশনা আসে, তখন যে আমার দিক-নির্দেশনা অনুসরণ করবে সে পথভ্রষ্ট হবে না আর বঞ্চিতও হবে না। (১২৪) আর যে ব্যক্তি আমার উপদেশ থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবে তাহলে তার জন্য বিপন্নতার জীবন হবে। আর কেয়ামতের দিন আমরা তাকে অন্ধ অবস্থায় উঠাব। (১২৫) সে বলবে হে আমার প্রভূ, তুমি আমাকে অন্ধ অবস্থায় উঠালে কেন? আমি তো দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন ছিলাম। (১২৬) বলা হবে, এভাবেই তোমার কাছে আমার নিদর্শনসমূহ এসেছিল, তুমি তার প্রতি কোন গুরুত্ব দাওনি সেভাবেই আজ তোমাকেও কোন গুরুত্ব দেওয়া হবে না। (১২৭) আর এভাবেই আমরা ওর প্রতিফল

দেব যে সীমালঙ্ঘন করবে। আর আপন প্রভূর উপর ঈমান আনবে না। আর পরলোকের শাস্তি খুবই কঠিন ও অধিকতর স্থায়ী হবে।

(১২৮) লোকদের কি এ বিষয়ে কোন শিক্ষা হয়নি? ইতিপূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠিকে সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছি। এরা তাদের জনপদে চলা-ফেরা করে। নিঃসন্দেহে এতে বুদ্ধিমানদের জন্য বড় নিদর্শন রয়েছে। (১২৯) যদি তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে একটি কথা পূর্ব নির্দ্ধারিত না থাকত এবং অবকাশের সময় সীমা নির্দ্ধারিত না হত তাহলে অবশ্যই এদের নির্ণয় সম্পন্ন করে দেওয়া হত। (১৩০) সুতরাং এরা যাই বলুক না কেন তাতে ধৈর্য ধারণ কর। আর নিজ প্রভূর প্রশংসার সাথে স্তূতি কর, সূর্যোদয়ের পূর্বে আর সূর্যাস্তের পূর্বে রাতের কিছু সময়েও স্তুতি কর এবং দিনের প্রান্ত সমূহেও। যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার।

(১৩১) আর কখনই ওই সব জিনিষের দিকে চোখ তুলেও তাকিয়ে দেখনা যা আমরা ওদের কিছু সম্প্রদায়কে পরীক্ষা করার জন্য পার্থিব জীবনের সৌন্দর্য স্বরুপ দিয়ে রেখেছি। তোমার প্রভূর দেওয়া জীবিকাই শ্রেষ্ঠ ও স্থায়ী। (১৩২) আর তোমার আপন জনদের নামাযের আদেশ দাও এবং নিজে তাতে অবিচল থাক। আমরা তোমার কাছে কোন জীবিকা চাইছি না। আমরা তো তোমাকে জীবিকা দেব। আর শুভ পরিণাম তো তাকওয়ারই (ধৈর্য্যশীলদের)

(১৩৩) আর লোকেরা বলে, সে আমাদের জন্য তার প্রভূর কাছ থেকে কোন নিদর্শন নিয়ে আসেনা কেন? তবে কি আগের কিতাবের প্রমানসমূহ তাদের কাছে পৌঁছায়নি? (১৩৪) আর যদি আমরা তাদের আগেই কোন শাস্তি দিয়ে ধ্বংস করে দিতাম তাহলে তারা বলত হে আমাদের প্রভূ! তুমি আমাদের কাছে কোন বার্তাবহ কেন পাঠালে না? তাহলে আমরা লাঞ্ছিত

ও অপমানিত হওয়ার পূর্বে তোমার নিদর্শনসমূহ অনুসরণ করতাম। (১৩৫) বলো, প্রত্যেকেই প্রতীক্ষা করছে। অতএব তোমরাও প্রতীক্ষা কর। ভবিষ্যতে জানতে পারবে কারা সঠিক পথে আছে। আর কারা গন্তব্যে পৌঁছেছে।

২১. সূরাহ আল্-আম্বিয়া (দিব্যপুরুষ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) মানুষের হিসাব গ্রহণের সময় ঘনিয়ে এসেছে, অথচ তারা উদাসীনতায় মুখ ফিরিয়ে আছে। (২) তাদের প্রভূর কাছ থেকে নতূন যে উপদেশই তাদের কাছে আসে, তারা তা উপহাসের ছলে শোনে। (৩) উদাসীন অন্তরে। আর যালেমরা পরস্পর কানা-ঘূষো করে বলে যে, এ ব্যক্তি তো তোমাদের মতই একজন মানুষ। তবুও কি তোমরা চোখে দেখেও এর যাদুতে ফাঁসবে? (৪) রসূল বলেছেন, আমার প্রভূ যাবতীয় কথা জানেন, তা সে আকাশের হোক বা পৃথিবীর। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৫) বরং ওরা বলে, এটাতো একটা ভ্রান্ত স্বপ্ন- সে নিজে এসব বানিয়েছে। না হয় সে একজন কবি। অতএব সে আমাদের কাছে এমন কোন নিদর্শন নিয়ে আসুক যেমন নিদর্শনসহ পূর্বের রসূলদের পাঠানো হয়েছিল। (৬) এদের আগে যেসব জনপদ আমরা ধ্বংস করেছি তার অধিবাসীরা ঈমান আনেনি। অতএব এরা কি ঈমান আনবে?

(৭) আর তোমার পূর্বেও যাকে আমরা রসূল বানিয়ে পাঠিয়েছি মানুষের মধ্যে থেকেই পাঠিয়েছি। যাদের কাছে ওহী (শ্রুতি) পাঠাতাম। অতএব তুমি কিতাবধারীদের কাছে জিজ্ঞেস করে নাও যদি তোমার জানা না থাকে। (৮) আর আমরা ওই বার্তাবহদের এমন শরীর দিইনি যে, তারা খাবার খেত

না। আর তারা অমরও ছিল না। (৯) অতঃপর আমরা ওদের সাথে কৃত অঙ্গিকার সত্যে পরিণত করে দেখিয়েছি। অতএব তাদের আর যাদেরকে ইচ্ছা রক্ষা করেছি। আর আমরা সীমা লঙ্ঘনকারীদের ধ্বংস করে দিয়েছি।

(১০) আমরা তো তোমাদের কাছে একটি কিতাব অবতীর্ণ করেছি যাতে তোমাদের জন্য উপদেশ রয়েছে। তবুও কি তোমরা বুঝবে না? (১১) আর কত অত্যাচারীদের জনপদ আমরা পিষে দিয়েছি। এবং ওদের পরে অন্য জনগোষ্ঠীকে উঠিয়েছি। (১২) অতএব তারা যখন আমার শাস্তি টের পেল, তখনই সেখান থেকে ছুটে পালাতে লাগল। (১৩) পলায়ন করো না, তোমাদের জীবন সামগ্রীর দিকে আর নিজ বাসস্থানের দিকে ফিরে চল। যাতে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা যেতে পারে। (১৪) ওরা বলল, হায় আমাদের দূর্ভাগ্য, নিশ্চয়ই আমরা অত্যাচারী ছিলাম। (১৫) তারা এভাবেই আর্তনাদ করতে থাকে। এমনকি আমরা তাদের এমন করে দিলাম যেন কর্তিত শস্য ও নির্বাপিত আগুন।

(১৬) আর আমরা আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মাঝখানে আছে খেলার জন্য সৃষ্টি করিনি। (১৭) যদি আমরা কোন খেলা সৃষ্টি করতে চাইতাম তাহলে তা নিজের থেকেই বানাতাম, যদি এটাই আমাদের করণীয় হত। (১৮) বরং আমরা সত্য দ্বারা মিথ্যার উপর আঘাত করি, তখন সত্য মিথ্যাকে চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেয় তখনই মিথ্যা বিলুপ্ত হয়। আর তোমাদের জন্য বিনাশের কারণ যা তোমরা বলছ।

(১৯) যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তা সবই তাঁর। আর যারা তাঁর উপাসনা থেকে কখনও মূখ ফিরিয়ে নেয়না এবং তারা অলসতাও করেনা। (২০) তারা রাত-দিন তাঁরই গুনগান করে, কখনই ক্লান্ত হয় না।

(২১) ওরা কি পৃথিবী থেকেই উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে, যারা কাউকে

জীবিত করতে পারে? (২২) যদি আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহ ছড়া অন্য কেউ উপাস্য থাকত তাহলে দুইয়েরই অবস্থা লণ্ড-ভণ্ড হয়ে যেত। অতএব আল্লাহ, সিংহাসনের মালিক, একথা থেকে পবিত্র যা তারা বলে। (২৩) তিনি যা করেন সে ব্যাপারে তাঁকে জিজ্ঞাসা করা যায় না আর এদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২৪) এরা কি আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য তৈরী করে নিয়েছে? এদেরকে বল, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এস। এটা আমার সঙ্গে যারা আছে তাদের জন্য উপদেশ এবং আমার পূর্বে যারা ছিল তাদের জন্যও উপদেশ। তবে তাদের অধিকাংশই সত্য জানেনা। তাই তারা মুখ ফিরিয়ে আছে। (২৫) তোমার পূর্বে আমরা যে রসূলই পাঠিয়েছি তাকে ওহীর (শ্রুতির) মাধ্যমে একথাই বলেছি যে, আমি ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নেই, অতএব তোমরা আমার উপাসনা কর।

(২৬) আর ওরা বলে করুণাময় সন্তান গ্রহন করেছে। তিনি তা হতে পবিত্র, বরং (ফেরেশতারা) তারা তো আল্লাহর সম্মানিত বান্দা। (২৭) তারা তাঁর থেকে আগে বেড়ে কথা বলে না। আর তারা তাঁরই আদেশ অনুযায়ী কাজ করে। (২৮) আল্লাহ এদের সামনের ও পিছনের বৃত্তান্ত জানেন। তারা কেবল তার জন্যই সুপারিশ করতে পারে যার প্রতি তিনি সন্তুষ্ট। আর তারা তাঁর ভয়ে আতঙ্কিত থাকে। (২৯) আর ওদের মধ্যে যে ব্যক্তি বলবে যে তিনি ছাড়া আমিই একজন উপাস্য, তাকে আমরা নরকের শাস্তি দেব। আমরা যালেমদের এমনই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(৩০) অবিশ্বাসীরা কি দেখেনি যে, আকাশ ও পৃথিবী দুটো একত্রিত ছিল, তারপর আমরা উভয়কে পৃথক করে দিলাম এবং পানি থেকে আমরা প্রত্যেক জীবিত বস্তু সৃষ্টি করেছি। তারপরও কি তারা বিশ্বাস করবেনা?

(৩১) আর আমরা পৃথিবীতে সুদৃঢ় পর্বতমালা স্থাপন করেছি, যাতে তা তাদেরকে নিয়ে ঝুঁকে না পড়ে। আমি তাতে প্রশস্ত পথও তৈরী করেছি, যাতে তারা পথের সন্ধান পায়। (৩২) আর আমরা আকাশকে এক সুরক্ষিত ছাদ বানিয়েছি। অথচ তারা এর নিদর্শন থেকে মুখ ফিরিয়ে আছে। (৩৩) আর তিনিই রাত, দিন, চন্দ্র ও সূর্য সৃষ্টি করেছেন। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষপথে ভাসছে।

(৩৪) তোমার পূর্বেও আমরা কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দিইনি। অতএব তুমি যদি মরে যাও তাহলে তারা কি চিরকাল বেঁচে থাকবে? (৩৫) প্রত্যেক জীবকেই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করতে হবে। আর আমরা তোমাদের মন্দ ও ভাল পরিস্থিতি দ্বারা বিশেষভাবে পরীক্ষা করে থাকি। আর তোমাদের সবাইকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে।

(৩৬) অবিশ্বাসীরা যখন তোমাকে দেখে তখন তারা তোমাকে উপহাস করে। এই কি সেই ব্যক্তি যে তোমাদের উপাস্যদের সমালোচনা করে? অথচ এরাই করুণাময়ের কথা উল্লেখ করতেও অস্বীকার করে।

(৩৭) মানুষকে তাড়া-হুড়োর উপাদান দিয়ে সৃষ্টি করা হয়েছে। আমি তোমাকে শীঘ্রই আমার নিদর্শন দেখাব। অতএব আমাকে তাড়াতাড়ি করতে বলো না। (৩৮) আর লোকেরা বলে যে, সেই ওয়াদা কখন আসবে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও? (৩৯) যদি (কত ভাল হত) এই অবিশ্বাসীরা সেই সময়ের কথা জানত যখন ওরা আগুনকে না সামনে থেকে আর না পিছন থেকে প্রতিহত করতে পারবে। আর না ওদের কোন সাহায্য পৌঁছাবে। (৪০) বরং ওটা অতর্কিতে এসে যাবে। এবং তাদেরকে হতবাক করে দেবে। ফলে তারা তা রোধ করতেও পারবে না আর তাদেরকে সময়ও দেওয়া হবে না। (৪১) তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে উপহাস করা হয়েছে। তাদের

মধ্যে যারা উপহাস করেছিল তাদের ওই জিনিষেই ঘিরে নিয়েছিল যা নিয়ে তারা উপহাস করত।

(৪২) বলো, কে তোমাদের রাতে ও দিনে করুণাময়ের শাস্তি থেকে রক্ষা করে? বরং ওরা তাদের প্রভূর স্মরণ থেকে মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে। (৪৩) তবে কি তাদের আমাদের ছাড়া অন্য কোন উপাস্য আছে যারা তাদের রক্ষা করে? তারা তো স্বয়ং নিজেকেই রক্ষা করার সামর্থ রাখেনা। আর না আমাদের মোকাবিলায় তাদের সাথে কেউ থাকতে পারে।

(৪৪) বরং আমরাই তাদেরকে আর তাদের বাপ-দাদাকে পার্থিব সামগ্রী দিই। এমনকি এই অবস্থায় তাদের উপর দিয়ে লম্বা সময় অতিবাহিত হয়। তাহলে তারা কি দেখেনা যে, আমরা পৃথিবীকে চতূর্দিক থেকে হ্রাস করে আনছি? তারপরও কি তারা প্রভাবশালী থাকবে?

(৪৫) বলো, আমি কেবল মাত্র ওহীর (শ্রুতির) মাধ্যমে তাদেরকে সতর্ক করি। তবে বধিরদের যখন সতর্ক করা হয় তখন তারা সে ডাক শোনে না। (৪৬) আর যদি তাদেরকে তোমার প্রভূর শাস্তির সামান্য ঝটকাও স্পর্শ করে তখন তারা বলতে থাকবে যে, হায়, আমাদের কি দূর্ভাগ্য! নিশ্চয়ই আমরা যালেম ছিলাম।

(৪৭) আর আমরা কেয়ামতের দিনে ন্যায় বিচারের মানদণ্ড স্থাপন করব। তাই কারো প্রতি সামান্যতম অবিচার হবে না। আর কারো যদি শস্যদানা পরিমানও কর্ম থাকে আমরা তা উপস্থিত করব। আর হিসাব নেওয়ার জন্য আমিই যথেষ্ট।

(৪৮) আমরা তো মূসা ও হারূনকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী গ্রন্থ এবং জ্যোতি ও উপদেশ প্রদান করেছিলাম খোদা-ভীরুদের জন্য। (৪৯) যে না দেখে তার প্রভূকে ভয় করে, এবং কেয়ামতের ভয় করে।

(৫০) আর এ এক বরকতময় (কল্যানকারী) উপদেশ যা আমরা অবতীর্ন করেছি। তবুও কি তোমরা তা অস্বীকার করছ?

(৫১) আর আমরা ইতিপূর্বে ইবরাহীমকে তার দিক-নির্দেশনা প্রদান করি। আর আমরা তার সম্পর্কে ভালভাবেই অবগত ছিলাম। (৫২) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, এই মূর্তিগুলো কি যার কাছে তোমরা জমে বসে আছো? (৫৩) তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এগুলোর পূজা করতে দেখেছি। (৫৪)ইবরাহীম বলল, আসলে তোমরা ও তোমাদের বাপ-দাদারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে লিপ্ত রয়েছে।

(৫৫) তারা বলল, তুমি কি আমাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছ, নাকি মজা করছ? (৫৬) ইবরাহীম বলল, তোমাদের প্রভূ তিনিই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূ। যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন। আর আমিই একথার অন্যতম সাক্ষী। (৫৭) আল্লাহর শপথ, আমি তোমাদের মূর্তিগুলোর সাথে এক পরামর্শ করব, যখন তোমরা পিছন ফিরে চলে যাবে। (৫৮) অতঃপর সে মূর্তিগুলো চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দিল, তবে তাদের বড়টিকে ভাঙল না, যাতে তারা সেটার কাছে ফিরে আসে। (জিজ্ঞাসা করার জন্য ফিরে আসে)।

(৫৯) ওরা বলল, কে আমাদের মূর্তিগুলোর সাথে এই আচরণ করেছে? নিশ্চয়ই সে এক বড় অত্যাচারী (৬০) লোকেরা বলল, আমরা এক যুবককে ওদের বিষয় বলতে শুনেছিলাম যাকে ইবরাহীম বলা হয়। (৬১) তারা বলল, তাকে জনসমক্ষে উপস্থিত করো, যাতে সে দেখে। (৬২) তারা বলল, ইবরাহীম! আমাদের উপাস্যের সাথে এই আচরণ কি তুমি করেছ? (৬৩) ইবরাহীম বলল, এটা বরং এদের এই বড়টাই করেছে, তোমরা একেই জিজ্ঞেস কর। যদি এ কথা বলতে পারে।

(৬৪) তখন তারা আপন মনে চিন্তা করল। তারপর একে অপরের

সাথে বলাবলি করতে লাগল যে, আসলে তুমিই তো অসত্যের উপর আছো। (৬৫) এরপর তারা মাথা নত করল। (আর বলল) ইবরাহীম, তুমি তো জানো, এরা কথা বলতে পারে না। (৬৬) ইবরাহীম বলল, তোমরা কি আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুর উপাসনা কর যা তোমাদের কোন উপকার বা ক্ষতি করতে পারে না? (৬৭) ধিক তোমাদেরকে এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদের উপাসনা কর তাদেরকেও। তোমরা কি বোঝ না?

(৬৮) তারা বলল, একে আগুনে নিক্ষেপ কর আর আপন উপাস্যদের সাহায্য কর। যদি তোমরা কিছু করতে চাও। (৬৯) আমরা বললাম, হে আগুন! তুই ইবরাহীমের জন্য শীতল, শান্ত ও নিরাপদ হয়ে যা। (৭০) তারা তার ক্ষতি করতে চাইল, কিন্তু আমরা তাদেরকে অকৃতকার্য করে দিলাম।

(৭১) আর আমরা তাকে ও লূতকে উদ্ধার করে সেই ভূখণ্ডে নিয়ে গেলাম যেখানে আমরা বিশ্ববাসীর জন্য কল্যান (ঈশ্বর কৃপা) রেখেছি। (৭২) আর আমরা তাকে ইসহাককে এবং তারপর ইয়াকূবকে দিই। আর আমরা এদের সবাইকে সদাচারী করেছি। (৭৩) আর আমরা ওদেরকে নেতা বানিয়েছি যারা আমাদের নির্দেশে পথ দেখাত। আর আমরা তাদেরকে সৎকাজ করার, নামায স্থাপন করার ও যাকাত প্রদান করার নির্দেশ পাঠিয়েছি ওরা আমারই উপাসনা করত।

(৭৪) আর লূতকে আমরা বিবেক ও জ্ঞানপ্রদান করেছি এবং তাকে সেই জনপদ থেকে উদ্ধার করেছি যারা অশ্লীল কাজ করত। নিঃসন্দেহে তারা ছিল পাপী আর দূরাচারী এক জনগোষ্ঠী। (৭৫) আর আমরা তাকে আমাদের অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেছি। নিঃসন্দেহে সে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(৭৬) আর নূহ, এর পূর্বে যখন সে ডেকেছিল। আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়েছিলাম। অতএব আমরা তাকে আর তার লোকদেরকে মহা বিপদ থেকে উদ্ধার করেছিলাম। (৭৭) এবং তাকে সেই লোকদের বিরুদ্ধে সাহায্য করেছিলাম যারা আমাদের নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করেছিল। নিঃসন্দেহে তারা ছিল এক খারাপ জনগোষ্ঠি। অতএব আমরা তাদের সবাইকে ডুবিয়ে দিয়েছিলাম।

(৭৮) আর দাউদ এবং সোলায়মানকে যখন তারা শস্যক্ষেত সম্বন্ধে বিচার করছিল, যখন কিছু লোকের বকরি রাতের বেলায় গিয়ে পড়েছিল। আর আমরা তার বিচার দেখছিলাম। (৭৯) অতঃপর আমরা দুজনকেই বিবেক ও জ্ঞান প্রদান করেছিলাম। আর পর্বতসমূহ ও পাখিদেরকে আমরা দাউদের অধীন করে দিয়েছিলাম, সে তাদের সাথে স্তুতি করত আর পাখিরাও। আর আমিই এসব করেছিলাম। (৮০) আর আমরা তাকে তোমার জন্য যুদ্ধের বর্ম তৈরী করা শিখিয়েছি যা তোমাকে যুদ্ধক্ষেত্রে সুরক্ষিত রাখে। তার জন্য তুমি কি কৃতজ্ঞ?

(৮১) আর আমরা প্রবল বাতাসকে সোলায়মানের অধীন করে দিই, যা তার নির্দেশে সেই ভূখণ্ডের দিকে প্রবাহিত হত যাতে আমরা বিভূতি সমূহ রেখেছিলাম। আর আমরা সবকিছুই জানি। (৮২) আর শয়তানদেরও আমরা তার আজ্ঞাবহ করে দিয়েছিলাম যারা তার জন্য ডুবুরীর কাছ করত। এছাড়াও অন্য কাজও করত। আর আমিই তাদেরকে সামলে রাখতাম।

(৮৩) আর আইয়ুবকেও, যখন সে তার প্রভূকে ডেকে বলেছিল, আমি রোগগ্রস্থ হয়ে পড়েছি। আর তুমিই সকল দয়ালুর চেয়ে বড় দয়ালু। (৮৪) তখন আমরা তার ডাকে সাড়া দিয়ে তার যা কষ্ট ছিল তা দূর করে দিয়েছিলাম। আর আমরা তাকে তার পরিবার-পরিজন ফিরিয়ে দিই। আর

সেই সাথে অনুরুপ আরো দিলাম। আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ ও উপদেশ উপাসনাকারীদের জন্য।

(৮৫) আর ইসমাঈল, ইদরীস ও যুল-কিফল, এরা সবাই ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভূক্ত। (৮৬) আমরা এদেরকে আমাদের অনুগ্রহের আওতায় এনেছিলাম। নিঃসন্দেহে এরা সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(৮৭) আর মাছওয়ালা (ইউনুস) কে, যখন সে তার সম্প্রদায়ের উপর ক্রুদ্ধ হয়ে চলে গিয়েছিল আর মনে করেছিল আমরা তাকে ধরব না। অতঃপর সে অন্ধকারে ডাক দিয়ে বলেছিল, তুমি ছাড়া কোন উপাস্য নেই, তুমিই পবিত্র। নিঃসন্দেহে আমিই দোষী। (৮৮) আমি তার ডাকে সাড়া দিলাম এবং তার কষ্ট দূর করলাম। আর এভাবেই আমি ঈমানদারদের (আস্থাবানদের) রক্ষা করে থাকি।

(৮৯) আর যাকারিয়াকে, যখন সে তার প্রভূকে ডাকল যে, হে আমার প্রভূ! আমাকে একা রেখ না। আর তুমিই তো শ্রেষ্ঠতম উত্তরাকিারী। (৯০) তখন আমরা তার প্রার্থনা স্বীকার করি। এবং তাকে ইয়াহইয়া প্রদান করি। আর তার পত্নীকে তার জন্য ঠিক করে দিই। এরা ভাল কর্মের দিকে দৌড়াত এবং আমাকে আশা ও ভয় নিয়ে ডাকত। আর এরা ছিল আমার প্রতি বিনয়াবনত।

(৯১) আর ওই মহিলা যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। আমরা ওর মধ্যে আমার আত্মা ফুঁকে দিলাম এবং তাকে আর তার পুত্রকে বিশ্ববাসীর জন্য নিদর্শন বানালাম।

(৯২) আর এই তোমার উম্মত (দল) একই উম্মত। আর আমিই তোমাদের প্রভূ। অতএব আমারই উপাসনা কর। (৯৩) আর ওরা নিজের ধর্ম নিজের লোকেদের মধ্যে টুকরো-টুকরো করে ফেলেছে। সবাইকে আমাদের কাছে

ফিরে আসতে হবে। (৯৪) অতএব যে ব্যক্তি সৎকর্ম করবে এবং ঈমানদার হবে তাহলে তার কর্ম উপেক্ষা করা হবে না। আর আমরা তা লিখে রাখি।

(৯৫) আর যে জনপদকে আমরা বিনাশের জন্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছি, তাদের জন্য সেখানে ফিরে আসা অবৈধ হয়ে গেছে। (৯৬) তখন পর্যন্ত, যখন ইয়াজুজ আর মাজুজকে খুলে দেওয়া হবে। আর তারা প্রতিটি উচ্চভূমি থেকে বেরিয়ে আসবে। (৯৭) আর সত্য ওয়াদা নিকটবর্তী মনে হবে তখন হঠাৎই ওদের চক্ষু ছানা-বড়া হয়ে যাবে যারা অবিশ্বাস করেছিল। হায়, আমাদের দূর্ভাগ্য ! এব্যাপারে আমরা অচেতন ছিলাম। বরং আমরা যালেম ছিলাম।

(৯৮) নিঃসন্দেহে তোমরা আর তোমরা যাদেরকে পূঁজা করতে, সবাই নরকের জ্বালানি। সেখানেই তোমাদের গন্তব্য। (৯৯) বাস্তবে সত্যিই যদি তারা উপাস্য হত তাহলে তারা সেখানে পড়ত না। সেখানেই তারা চিরকাল থাকবে। (১০০) ওখানে ওরা চিৎকার করতে থাকবে আর ওখানে ওরা এছাড়া কিছুই শুনবে না। (১০১) নিঃসন্দেহে যাদের জন্য আমাদের পক্ষ থেকে কল্যান নির্দ্ধারিত হয়েছে, তাদেরকে ও থেকে দূরে রাখা হবে। (১০২) তারা তার মৃদূ শব্দও শুনবে না। আর তারা তাদের পছন্দ মাফিক জিনিযে চিরকাল থাকবে। (১০৩) সবচেয়ে বড় আতঙ্কও ওদেরকে চিন্তিত করবে না। আর ফেরেশতাগন তাদেরকে অভ্যার্থনা জানাবে। এই হল তোমাদের সেই দিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল।

(১০৪) যেদিন আমি আকাশকে উল্টে দেব যেমন ভাবে পঞ্জিকার পাতা ওল্টানো হয়। যেভাবে প্রথমে আমরা সূচনা করে ছিলাম। সেভাবেই তার পূনরাবৃত্তি করব। এটা আমার ওয়াদা আর আমি এটা অবশ্যই করব। (১০৫) আর ‘যবূর’ কিতাবে উপদেশের পর আমি লিখে দিয়েছি যে, পৃথিবীর

উত্তরাধিকারী হবে আমাদের সৎকর্মপরায়ন বান্দারা। (১০৬) নিশ্চয়ই এতে ধর্মপ্রান লোকদের জন্য একটি বানী রয়েছে।

(১০৭) আর আমরা তোমাকে বিশ্ববাসীর জন্য রহমত (করুণা) স্বরুপ পাঠিয়েছি। (১০৮) বলো, আমার কাছে যে ওহী (শ্রুতি) আসে তা এই যে, তোমাদের উপাস্য কেবল মাত্র একজন উপাস্যই, তবে কি তোমরা অনুসরণকারী হবে? (১০৯) অতএব যদি ওরা মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বলে দাও যে, আমি তো স্পষ্ট ভাবে জানিয়ে দিয়েছি। আর তোদেরকে যে ওয়াদা দেওয়া হচ্ছে তা কাছে না দূরে আমি জানি না। (১১০) নিঃসন্দেহে তিনি প্রকাশ্য কথা তো জানেনই, তোমরা যা গোপন কর তাও তিনি জানেন। (১১১) আমি জানিনা, হয়ত এটা তোমাদের জন্য এক পরীক্ষা এবং এ থেকে ফায়দা উঠাবার এক সুযোগ। (১১২) পয়গম্বর বলেন, হে আমার প্রভূ! তুমি ন্যায্য বিচার কর। আর আমাদের প্রভূ করুণাময়, এবং তোমরা যা কিছু বলছ সে ব্যাপারে আমরা তাঁরই সাহায্য চাই।

২২. সূরাহ আল-হাজ্ব (তীর্থযাত্রী)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) হে মানুষ! তোমরা প্রভুকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে কেয়ামতের কম্পন এক ভয়ানক ব্যাপার। (২) যেদিন তোমরা তা দেখবে, সেদিন প্রত্যেক স্তন্যদাত্রী তার দুধের শিশুর কথা ভুলে যাবে। এবং প্রত্যেক গর্ভবতীর গর্ভপাত হয়ে যাবে। আর তুমি মানুষকে নেশাগ্রস্তের মত দেখতে পাবে যদিও তারা নেশাগ্রস্ত থাকবে না। বস্তুতঃ আল্লাহর শাস্তি অত্যন্ত কঠোর। (৩) মানুষের মধ্যে এমন মানুষও আছে যে আল্লাহ সম্পর্কে না জেনে তর্ক করে। এবং প্রত্যেক অবাধ্য শয়তানের অনুসরণ করতে থাকে। (৪) তার সম্মন্ধে এই

লিখে দেওয়া হয়েছে যে, যে ব্যক্তি তাকে বন্ধু করবে সে তাকে পথভ্রষ্ঠ করে দেবে আর তাকে নরক যন্ত্রনার পথ দেখবে।

(৫) হে মানুষ! পুনরুত্থান সম্মন্ধে যদি তোমাদের কোন সন্দেহ থাকে তাহলে আমরাই তো তোমাকে মাটি থেকে, তারপর বীর্য থেকে, তারপর জমাট রক্তপিণ্ড থেকে, তার সুগঠিত ও সুগঠিত নয় এমন মাংসখণ্ড থেকে সৃষ্টি করেছি। তোমাদের কাছে আমাকে প্রকাশ করার জন্য। আমি যা চাই তা এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত মাতৃগর্ভে রেখে দিই। তারপর তোমাদের শিশু অবস্থায় বের করে আনি। পরে যাতে তোমরা যুবাবস্থায় উপনীত হও। আর তোমাদের মধ্যে কোন ব্যক্তি প্রথমে মরে যায় আর কোন ব্যক্তিকে জরাজীর্ণ বার্দ্ধক্যে পোঁছে দেওয়া হয়। যাতে তারা জানার পরে আবার কিছুই না জানে। আর তুমি ভুমিকে শুষ্ক অবস্থায় দেখতে পাও, তারপর যখন আমি তাতে পানি বর্ষন করি তখন সে সজীব হয় আর বিভিন্ন রকম আকর্ষক বস্তু উদ্‌গত করে। (৬) তা এই জন্য যে, আল্লাহই সত্য আর তিনি মৃতকে জীবিত করেন, তিনি সব কিছু করার ক্ষমতা রাখেন। (৭) আর মহাবিনাশ আসছে এতে কোন সন্দেহ নেই, আর আল্লাহ অবশ্যই ওই লোকদের ওঠাবেন যারা সমাহিত আছে।

(৮) আর লোকেদের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যার কাছে কোন জ্ঞান পথনির্দেশ কিংবা দিক-নির্দেশনা প্রদানকারী কেতাব না থাকা সত্ত্বেও সে আল্লাহর ব্যাপারে তর্ক করে। (৯) অহংকার করতে থাকে যাতে সে আল্লাহর পথ থেকে বিপথগামী করতে পারে। তার জন্য পার্থিব জীবনে অপমান আর মহাবিনাশের দিন আমরা তাকে জলন্ত আগুনের স্বাদ আস্বাদন করাব। (১০) এটা তোমার নিজেদের কৃতকর্মের প্রতিফল, কারণ আল্লাহ তার বান্দাদের প্রতি অত্যাচার করেন না।

(১১) আর মানুষের মধ্যে এমন ব্যক্তিও আছে যে, এক ধারে (সন্দেহের মধ্যে) থেকে আল্লাহর উপাসনা করে। যদি তার লাভ হয়, তাহলে তাতে সন্তুষ্ট থাকে। আর যদি পরীক্ষা এসে পড়ে তাহলে সে উল্টো ফিরে যায়। সে ইহলোক ও পরলোক দুটোই হারাল, এটাই হলো প্রকাশ্য ক্ষতি।

(১২) সে আল্লাহ ছাড়া এমন কিছুকে ডাকে যে তার কোন ক্ষতি করতে পারে না এবং তার কোন উপকারও করতে পারে না। এটাই হল চরম পথভ্রষ্টতা। (১৩) সে এমন জিনিষকে ডাকে যার ক্ষতি তার উপকারের চেয়ে নিকটতর। কত নিকৃষ্ট কাজ আর কত নিকৃষ্ট বন্ধু। (১৪) যারা ঈমান এনেছে আর সৎকর্ম করেছে নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(১৫) যে ব্যক্তি মনে করে যে, আল্লাহ তাকে পৃথিবীতে ও পরলোকে সাহায্য করবেন না, তার উচিৎ সে যেন একটি রশি আকাশ পর্যন্ত টাঙিয়ে দেয়। তারপর সেটা কেটে দিক আর দেখুক তার এই কৌশল তার ক্রোধ দূর করতে পারে কি না। (১৬) আর এভাবেই আমরা কোরআনকে স্পষ্ট প্রমাণের সাথে অবতীর্ণ করছি। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথ দেখান।

(১৭) এতে কোন সন্দেহ নেই যে, যারা ঈমান এনেছে আর যারা ঈহুদী ধর্ম গ্রহণ করেছে, যারা সাবেয়ী, খৃষ্টান, মজুসী (অগ্নি পূজক), এবং যারা শির্ক (মূর্তি পূজা) করেছে, আল্লাহ বিচার দিনে বিচার করবেন, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(১৮) তুমি কি দেখনি যে, যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তারা সবাই আল্লাহকে সিজদা করে। সূর্য, চাঁদ, তারকারাজি, পাহাড়-পর্বত, গাছপালা,

জীব-জন্তু এবং অনেক মানুষ। আবার অনেকেই আছে যাদের উপর শাস্তি ধার্য আছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করেন তাকে সম্মান করার কেউ নেই। নিশ্চয় আল্লাহ যা চান তাই করেন।

(১৯) এরা দুই প্রতিপক্ষ যারা তাদের প্রভূ সম্পর্কে বিতর্ক করে। অতএব যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য আগুনের পোশাক তৈরী করা হয়েছে। তাদের মাথায় ফুটন্ত পানি ঢেলে দেওয়া হবে। (২০) এর দ্বারা তাদের পেটের বস্তুও গলে যাবে আর তাদের চামড়াও। (২১) আর ওদের জন্য ওখানে লোহার হাতুড়ি থাকবে। (২২) যখন তারা ঘাবড়ে গিয়ে সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখন তাদের ধাক্কা দিয়ে সেখানে ফেরত পাঠানো হবে, অগ্নিদহনের যন্ত্রণা আস্বাদন করো।

(২৩) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে, নিশ্চয়ই আল্লাহ তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। তাদেরকে সেখানে সোনার কঙ্কন আর মোতি পরানো হবে আর সেখানে তাদের পোশাক হবে রেশমের। (২৪) আর ওদেরকে পবিত্র কথার পথ দেখানো হয়েছিল, এ প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখানো হয়েছিল।

(২৫) নিঃসন্দেহে যারা অস্বীকার করে আর তারা মানুষকে আল্লাহর পথে চলতে এবং সেই পবিত্র মসজিদে প্রবেশ করতে বাধা দেয় যাকে আমরা সেখানকার স্থায়ী বাসিন্দা এবং বাইরে থেকে যারা আসে সবার জন্য সমান করেছি। আর যে এই মসজিদে ধর্মদ্রোহিতা ও অন্যায় কাজ করতে চায় তাকে আমি কষ্টপ্রদ যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাব।

(২৬) আর যখন আমরা ইবরাহিমকে আল্লাহর ঘরের স্থান বলে দিলাম, যে, আমার সাথে কোন কিছুকে শরিক করবে না, আর আমার ঘরকে পবিত্র

রেখ তওয়াফ কারীদের (পরিক্রমা) জন্য, অবস্থানকারীদের জন্য, এবং রুকু (অবনত) সিজদা কারীদের জন্য।

(২৭) আর মানুষের মধ্যে হজ্বের ঘোষণা করে দাও, তারা তোমার কাছে আসবে পায় হেঁটে আর দুর্বল উঠের পিঠে আরোহন করে দূর-দূরান্ত থেকে। (২৮) যাতে তারা তাদের লাভের স্থানে পৌঁছায় আর কয়েকটি নির্দিষ্ট দিনে ওই চতুস্পদ জন্তুসমূহের উপরে আল্লাহর নাম নেয় যা তিনিই তাদের প্রদান করেছেন। অতএব ওথেকে খাও এবং গরিব-দুঃখীকে খাওয়াও। (২৯) তারপর তারা যেন তাদের ময়লা অপসারণ সম্পন্ন করে। মানত পূরণ করে। আর এই প্রাচীন ঘর পরিক্রমা করে।

(৩০) একথাই হল, আর যে ব্যক্তি আল্লাহর পবিত্র বিধানসমূহের সন্মান করবে, তার প্রভুর নিকট সেটা তার জন্য উত্তম। তোমাদের কাছে যা পড়ে শোনান হয়েছে তাছাড়া সব চতুষ্পদ জন্তু তোমাদের জন্য বৈধ করে দেওয়া হয়েছে। অতএব তোমরা মূর্তিপূজার পঙ্কিলতা থেকে বাঁচো।

(৩১) আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হও, তার সাথে শরীক করো না। আর যে আল্লাহর সাথে শিরক (অংশী) করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ল। আর পাখিরা তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল অথবা বাতাস তাকে কোন দূরবর্তী স্থানে নিক্ষেপ করলো।

(৩২) এই কথাই হল। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশের প্রতি খেয়াল রাখবে তাহলে এটাই হবে অন্তরের পরহেজগারীর (সাত্বিক হওয়ার) ব্যাপার। (৩৩) এদের থেকে আমাদের এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত কিছু উপকারিতা আছে। অতঃপর এদেরকে কুরবানির জন্য প্রাচীন ঘরের দিকে নিয়ে যেতে হবে।

(৩৪) আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়ের) জন্য কুরবানি করা

আবশ্যিক করে দিয়েছি, যাতে তারা ওই পশুগুলোর উপরে আল্লাহর নাম নেয় যা তিনিই ওদেরকে প্রদান করেছেন। অতএব তোমাদের উপাস্য একজনই উপাস্য তোমরা তারই হয়ে থাকো। আর বিনয়ীদের সুসংবাদ দাও। (৩৫) যাদের পরিস্থিতি এমন যে, যখন আল্লাহর নাম নেওয়া হয় তখন অন্তর কেঁপে ওঠে। বিপদ এলে ধৈর্যধারণ করে এবং নামায কায়েম করে ও তাদেরকে আমরা যা কিছু দিয়েছি তা হতে ব্যায় করে।

(৩৬) আর কুরবানির উটগুলি আমরা তোমাদের জন্য আল্লাহর নির্দেশের মধ্যে থেকে তৈরি করেছি। ওতে তোমাদের জন্যে কল্যাণ আছে। অতএব দাঁড়ানো অবস্থায় ওদের উপর আল্লাহর নাম নাও। তারা যখন কাত হয়ে পড়ে যায় তখন তোমরা তাদের মাংস নিজেরা খাও এবং যারা চাইতে পারে না এমন গরিবদের এবং যারা চায় তাদেরকে খাওয়াও। এভাবেই আমরা ওই পশুদের তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছি যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৩৭) আল্লাহর কাছে না ওদের মাংস পৌঁছায় না ওদের রক্ত, বরং আল্লাহর কাছে কেবলমাত্র তোমাদের তাকওয়া (আল্লাহর প্রতি নিষ্ঠা) পৌঁছায়। এভাবেই আল্লাহ ওদেরকে তোমাদের বশীভূত করেছেন, যাতে তোমরা আল্লাহর প্রদত্ত দিক-নির্দেশনায় তারই গৌরব বর্ণনা কর। আর সৎকর্মশীলদের সুসংবাদ দাও।

(৩৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ ঈমানদারদের রক্ষা করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বিশ্বাস ঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না। (৩৯) যুদ্ধের অনুমতি তাদেরকে দেওয়া হল যারা আক্রান্ত, একারণে যে, তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে। আর অবশ্যই আল্লাহ তাদের সহায়তা করতে সক্ষম। (৪০) যাদেরকে তাদের ঘর থেকে অকারণে বের করে দেওয়া হয়েছে। কেবল মাত্র এই জন্য যে তারা বলত "আমাদের প্রভু আল্লাহ"। আর আল্লাহ যদি একদল মানুষকে

আরেক দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে আশ্রম, গির্জা, সিনাগগ (ইহুদীদের উপসনালয়) ও মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহর নাম অধিক পরিমাণে স্মরণ করা হয়, তা ভেঙে ফেলা হত। আর আল্লাহ অবশ্যই তাদের সহায়তা করবেন যারা আল্লাহকে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ বড়ই শক্তিমান পরাক্রমশালী।

(৪১) এরাই সেই লোক যাদেরকে পৃথিবীতে যদি আমি ক্ষমতা দিই তাহলে তারা নামায কায়েম করবে, জাকাত (অনিবার্য কর) আদায় করবে, ভালো কাজের আদেশ প্রদান করবে, আর মন্দ কাজে বাধা প্রদান করবে। এবং আল্লাহর হাতেই সব কিছুর পরিণতি।

(৪২) তারা যদি তোমাকে মিথ্যাবাদি বলে তাহলে ইতিপূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ ও সামুদ এর সম্প্রদায়ও মিথ্যাবাদী বলেছিল। (৪৩) ইব্রাহিমের সম্প্রদায় আর লূতের সম্প্রদায়। (৪৪) আর মাদইয়ানের লোকেরাও এবং মূসাকেও মিথ্যাবাদী বলা হয়েছিল। তবে আমি অস্বীকারকারীদের অবকাশ দিলাম। তারপর আমি তাদেরকে ধরলাম। আমার শাস্তিটা কেমন হল?

(৪৫) কত জনপদ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি, আর তারা ছিল অত্যাচারী। অতএব এখন তাদের ছাদ ধ্বংস স্তুপে পরিণত হয়েছে। আর কত কূপ অকেজো হয়েছে। আর কত অট্টালিকা নির্জনে পড়ে আছে। (৪৬) এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি? করলে তাদের অন্তর এমন হয়ে যেত যে, তারা বুঝতে পারত। তাদের কান এমন হয়ে যেত যে, তারা শুনতে পেত, চোখ তো অন্ধ হয় না এবং বুকের ভিতরের অন্তরই অন্ধ হয়ে যায়।

(৪৭) আর এরা তোমাকে শাস্তির জন্য তাড়াতাড়ি করতে বলে, আর আল্লাহ কখনই তার প্রতিশ্রুতির বিপরীত করবেন না। আর তোমার প্রভূর একটি দিন তোমাদের গণনা অনুসারে এক হাজার বছরের সমান।

(৪৮) আর কত না জনপদকে আমি অবকাশ দিয়েছি তারা অত্যাচারি ছিল। তারপর তাদেরকে পাকড়াও করেছি। আর আমার কাছেই ফিরে আসতে হবে।

(৪৯) বলো হে মানুষ! আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫০) অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তাদের জন্য রয়েছে মার্জনা আর সন্মানজনক জীবিকা। (৫১) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহকে হেয় দেখানোর জন্য দৌড়ায়, তারাই নরকবাসী।

(৫২) তোমার পূর্বে আমরা যত নবী ও রসুল পাঠিয়েছি তারা যখনই কিছু পড়েছে শয়তান তাদের পড়ার সাথে কিছু মিশ্রিত করেছে। তবে শয়তান যা মিশ্রিত করে আল্লাহ তা বিলুপ্ত করেন। তারপর আল্লাহ তার বানীসমূহ সুদৃঢ় করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৫৩) যাতে শয়তান যা কিছু মিশ্রিত করে, তা দ্বারা তিনি ওই লোকদের যাচাই করেন যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে এবং যাদের অন্তর কঠোর। আর অত্যাচারি লোকেরা বিরোধিতায় অনেক দূর এগিয়ে গেছে। (৫৪) আর এজন্যেও যে, যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে, তারা জানবে যে, এটা বাস্তব তোমার প্রভুর পক্ষ থেকে আগত সত্য এবং তারা তাতে বিশ্বাস করবে। আর তাদের অন্তর তার প্রতি অবনত হবে। আর আল্লাহ অবশ্যই আস্থাবানদের সঠিক পথ দেখান।

(৫৫) আর অবিশ্বাসীরা এর ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করতে থাকবে, এমনকি তাদের উপর হঠাৎই মহা প্রলয় এসে যায়, অথবা এক অশুভ দিনের শাস্তি এসে যায়। (৫৬) সেদিন সব কতৃত্বই হবে আল্লাহর। তিনিই তাদের বিচার করবেন। অতএব যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে তারা অনুগ্রহের

উদ্যানে থাকবে। (৫৭) আর যারা অবিশ্বাস করেছেও আমাদের নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছে তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।

(৫৮) আর যারা আল্লাহর পথে তাদের ঘর বাড়ি ত্যাগ করেছে তারপর তাদেরকে হত্যা করা হয়েছে অথবা তারা মরে গেছে, আল্লাহ অবশ্যই তাদের উত্তম জীবিকা দান করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহই সর্বোত্তম জীবিকা প্রদানকারী। (৫৯) তিনি তাদেরকে এমন এক জায়গায় স্থান দেবেন যাতে তারা সন্তুষ্ট হবে। আর নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুবিজ্ঞ সহনশীল।

(৬০) এটা হলো। আর যদি কোন ব্যক্তি বদলা নেয় ঠিক তেমনই যেমন তার সাথে করা হয়েছিল, অতঃপর তার উপর আবার বাড়াবাড়ি করা হয় তাহলে আল্লাহ তাকে অবশ্যই সাহায্য করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল ও স্নেহপরায়ণ।

(৬১) তা এজন্য যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর আলাহ তো সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। (৬২) তা এজন্য যে, আল্লাহই সত্য আর আল্লাহকে ছাড়া তারা যাকে ডাকে তা অসত্য। আর আল্লাহ সর্ব্বোচ্চ, সবচেয়ে বড়।

(৬৩) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন তাই পৃথিবী সবুজ শ্যামল হয়ে উঠে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সুক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (৬৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু সবই তার। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসনীয়।

(৬৫) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ পৃথিবীর সবকিছুকে তোমাদের সেবায় নিয়োজিত করে রেখেছেন, আর নৌযানগুলোকেও, এগুলো তারই আদেশে সমুদ্রে চলাচল করে। আর আল্লাহ আকাশকে পৃথিবীতে পড়ে যাওয়া থেকে আটকে রেখেছেন এসব তাঁরই আদেশ। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের জন্য

করুণাশীল, দয়ালু। (৬৬) আর তিনিই তোমাদেরকে জীবন দান করেছেন, তিনিই তোমাদের মৃত্যু দান করেন। আবার তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করবেন। নিঃসন্দেহে মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ।

(৬৭) আর আমরা প্রত্যেক উম্মতের (সম্প্রদায়) জন্য একটা পদ্ধতি নির্দ্ধারিত করে দিয়েছিলাম যা তারা অনুসরণ করত। অতএব এব্যাপারে তারা তোমার সাথে বিতর্ক না করে। তুমি তোমার প্রভুর দিকে ডাক। নিশ্চিত রুপে তুমি সঠিক পথেই আছ। (৬৮) যদি তারা তোমার সাথে বিতর্ক করে তাহলে বলো, আল্লাহই ভালো জানেন যা তোমরা করছ। (৬৯) আল্লাহ কেয়ামতের দিন তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যা নিয়ে তোমরা মতভেদ করছ। (৭০) তুমি কি জান না যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন। সবকিছু একটি কেতাবে আছে। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(৭১) আল্লাহর পরিবর্তে তারা এমন কিছুর উপাসনা করে যার সম্মন্ধে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠাননি, আর না সে সম্বন্ধে তাদের কোনো জ্ঞান আছে। আর অত্যাচারিদের কোন সাহায্যকারী নেই। (৭২) আর যখন তোমাকে আমাদের স্পষ্ট আয়াতসমূহ পড়ে শোনান হয়, তখন অস্বীকারকারীদের চেহারায় মন্দ লক্ষন দেখতে পাও। যেন তারা ওই লোকেদের ওপর আক্রমণ করে দেবে যে তাদেরকে আমাদের আয়াত সমূহকে পড়ে শোনাচ্ছে। বলো, আমি কি তোমাদের বলব এর চেয়েও খারাপ জিনিস কি? তা হল আগুন। ওটা আল্লাহ ওই লোকেদের সাথে প্রতিশ্রুতি করেছেন, যারা অস্বীকার করে, আর তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(৭৩) হে মানুষ! একটি উপমা (উদাহরণ) বর্ণনা করা হচ্ছে এটাকে মন দিয়ে শোন; তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে ডাক তারা একটি মাছিও

সৃষ্টি করতে পারে না। যদি তারা সবাই এজন্য জোট বাঁধে তবুও। আর যদি মাছি ওদের কিছু ছিনিয়েও নেয় তারা তার কাছ থেকে তা উদ্ধার করতেও পারবে না। যারা ওদের কাছে সাহায্য চায় তারা নির্বল ও যার কাছে সাহায্য চাওয়া হচ্ছে সেও নির্বল। (৭৪) ওরা আল্লাহর যথাযথ মর্যাদা উপলব্ধি করেনি, যা উপলব্ধি করা একান্ত কর্তব্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাবলশীল পরাক্রমশালী।

(৭৫) আল্লাহ ফেরেস্তাদের মধ্য থেকে তার বার্তাবাহক মনোনীত করেন, এবং মানুষের মধ্য থেকেও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন, সবই দেখেন। (৭৬) তাদের সামনে যা কিছু আছে আর তাদের পিছনে যা কিছু আছে তা তিনি জানেন, আর সব ব্যাপারই আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করে।

(৭৭) হে ঈমানদারগণ! রুকু আর সিজদা কর। এবং আপন প্রভুর উপাসনা কর, আর ভাল কাজ কর যাতে তোমরা সফল হও। (৭৮) আর আল্লাহর পথে যথাযথভাবে সংগ্রাম কর। তিনিই তোমাকে মনোনীত করেছেন। আর ধর্মের ব্যাপারে তোমদের কঠোরতা রাখেননি, তোমাদের পিতা ইব্রাহীমের ধর্ম। তিনিই তোমাদের নাম মুসলিম রেখেছেন। এর পূর্বে এই কোরআনেও যাতে রসূল তোমাদের উপর সাক্ষী হয়। আর তোমরা মানুষের উপর সাক্ষী হও। অতএব নামায প্রতিষ্ঠিত কর, এবং জাকাত (অনিবার্য কর) আদায় কর। আর আল্লাহকে দৃঢ়ভাবে ধর। তিনি তোমাদের অভিভাবক। অতএব কত উত্তম অভিভাবক আর কত উত্তম সমর্থক।

২৩. সূরাহ আল-মুমিনূন (আস্থাবানগণ)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) নিশ্চিত ভাবে মুমিনরাই (আস্থাবানেরাই) সফল। (২) যারা তাদের নামাযে নিয়োজিত হয়। (৩) যারা বেকার কথা ও কাজ থেকে বিরত। (৪) আর যারা যাকাত (অনিবার্য কর) আদায় করে। (৫) যারা তাদের গুপ্ত অঙ্গ সংযত রাখে। (৬) আপন স্ত্রী এবং ওই মহিলাদের যারা অভিভাবকত্বে আছে এদের ক্ষেত্রে নিন্দনীয় নয়। (৭) হ্যাঁ, যারা এর অতিরিক্ত চায় তারাই সীমালংঘনকারী। (৮) আর যারা তাদের অমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৯) আর যারা তাদের নামায রক্ষা করে। (১০) এরাই হলো উত্তারাধিকারী। (১১) যারা স্বর্গের উত্তরাধীকারী হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে।

(১২) আর আমরা মানুষকে মাটির নির্যাস থেকে সৃষ্টি করেছি। (১৩) তারপর আমরা পানির এক ফোটা হিসাবে এক সুরক্ষিত পাত্রে রেখেছি। (১৪) তারপর পানির ফোটাকে ভ্রুণের আকৃতি দিয়েছি। তারপর ভ্রুণকে মাংস পিণ্ডে পরিণত করেছি। তারপর মাংস পিণ্ডের ভিতরে হাড় সৃষ্টি করেছি, হাড় গুলোকে আবার মাংস স্বারা আচ্ছাদিত করেছি। অবশেষে তাকে এক নতুন আকৃতিতে দাঁড় করিয়েছি। অতএব সর্বোত্তম সৃষ্টিকর্তা আল্লাহ কত মহান। (১৫) এরপর অবশ্যই তোমাকে মরতে হবে। (১৬) তারপর কিয়ামতের দিনে আবার তোমাদেরকে ওঠানো হবে।

(১৭) আর আমরা তোমাদের উপর সাতটি পথ সৃষ্টি করেছি, আর আমি তো সৃষ্টি সম্পর্কে অনভিজ্ঞ নই। (১৮) আর আমরা আকাশ থেকে পরিমাণ মতো পানি বর্ষণ করেছি এবং তা জমিনে ধরে রেখেছি। আবার তা আমি ফিরিয়ে নিতে সক্ষম। (১৯) অতঃপর আমরা ঐ পানি দ্বারা তোমাদের

জন্য খেজুর ও আঙুরের বাগান তৈরী করেছি। তাতে তোমাদের জন্য অনেক ফল রয়েছে। আর তোমরা তা থেকে আহার করে থাক। (২০) আর আমরা ওই বৃক্ষ সৃষ্টি করেছি যা সিনাই পর্বতে জন্মায় যা তেল নিয়ে উৎপন্ন হয়। এবং আহারকারীদের জন্য সজীবও। (২১) গবাদী পশুর মধ্যেও তোমাদের জন্য শিক্ষনীয় বিষয় আছে। আমি তোমাদেরকে তাদের পেটের জিনিষ পান করাই। এবং তোমাদের জন্য এতে অনেক উপকার রয়েছে। আর তোমরা তাদের খেতে থাক। (২২) তোমারা ওদের পিঠে ও নৌযানে সওয়ারী করে থাক।

(২৩) আর আমরা নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায় ! তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের জন্য কোন উপাস্য নাই। তোমরা কি ভয় কর না? (২৪) তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীদের নেতারা বলল, এলোকটা তো তোমাদের মতোই একজন মানুষ। সে তোমাদের উপর শ্রেষ্টত্ব লাভ করতে চায়। আল্লাহ চাইলে তো ফেরেশতাই পাঠাতে পারতেন। আমরা আমাদের পূর্বপুরুষদের মুখে শুনিনি। (২৫) এ তো এমন এক লোক যে, উন্মাদ হয়ে গেছে। অতএব তোমরা তার ব্যাপারে কিছুকাল অপেক্ষা কর।

(২৬) নূহ বলল, হে আমার প্রভু ! তুমি আমাকে সাহায্য কর। কারণ এরা আমাকে অবিশ্বাস করেছে। (২৭) তখন আমরা তাকে ওহি (শ্রুতি বার্তা) পাঠালাম যে, তুমি আমাদের পর্যবেক্ষনে এবং আমাদের নির্দেশ অনুযায়ী নৌকা তৈরী কর। যখন আমাদের নির্দেশ আসবে এবং ভুমি থেকে পানি উৎলে উঠবে তখন প্রত্যেক প্রকার জীবের এক এক জোড়া নিয়ে তাতে আরোহণ কর। আর তোমার পরিবার পরিজনদেরও। তবে তাদের মধ্যে

থেকে যাদের বিরুদ্ধে পূর্বে সিদ্ধান্ত হয়ে আছে তাদেরকে নয়। আর যারা অন্যায় করেছে তাদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। তারা অবশ্যই নিমজ্জিত হবে।

(২৮) তুমি ও তোমার সঙ্গীরা যখন নৌকায় উঠে বসবে তখন বলো, সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আমাদের অত্যাচারি লোকেদের কবল থেকে রক্ষা করেছেন। (২৯) আর বলো হে আমার প্রভু! আমাকে বরকতের অবতরণে অবতারণ করাও, আর তুমিই শ্রেষ্ঠতম অবতরণকারী। (৩০) নিঃন্দেহে এতে নিদর্শন আছে আর নিঃসন্দেহে আমি বান্দাদের পরিক্ষা নিয়ে থাকি।

(৩১) অতঃপর তাদের পরে আমরা আর এক প্রজন্মকে সৃষ্টি করলাম। (৩২) তারপর তাদের মধ্য থেকে তাদের রসুলকে তাদের মাঝেই পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। তিনি ছাড়া তোমাদের কোনই উপাস্য নেই। তোমরা কি ভয় কর না? (৩৩) তার সম্প্রদায়ের অবিশ্বাসীদের নেতারা যারা পরলোকের পুনরুত্থান অস্বীকার করেছিল, আর তাদের আমরা সাংসারিক জীবনে সম্পন্নতা প্রদান করেছিলাম তারা বলেছিল, এ তো আমাদের মতোই একজন মানুষ, সে তাই খায় যা তোমরা খাও, আর তাই পান করে যা তোমরা পান করো। (৩৪) আর যদি তোমরা তোমাদের মতোই একজন মানুষের কথা মানো তাহলে অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্ত হবে।

(৩৫) ওই ব্যক্তি কি তোমাদের বলে যে, যখন তোমরা মরে যাবে আর মাটিও হাড়গোড় হয়ে যাবে তখন আবার তোমাদের বের করা হবে। (৩৬) অনেক দূরের কথা এবং অনেক দূরের কথা যা তোমাদের বলা হচ্ছে। (৩৭) জীবন তো এই আমাদের পার্থিব জীবন। এখানেই আমরা মরি ও বাঁচি। আমাদের পূনরায় উঠানো হবে না। (৩৮) সে এমনিই একটা লোক যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলছে। আর তাকে বিশ্বাস করব না।

(৩৯) রসুল বলল, হে আমার প্রভু ! আমাকে সাহায্য কর এরা আমাকে অবিশ্বাস করছে। (৪০) বললেন এরা শীঘ্রই অনুতপ্ত হবে। (৪১) অতঃপর এক বিকট শব্দ তাদেরকে যথাযথ ভাবে পাকড়াও করল। তারপর আমরা ওদেরকে অবর্জনার স্তুপে পরিণত করে দিলাম। অতএব অত্যাচারী সম্প্রদায় দূর হয়ে যাক।

(৪২) তাদের পরে আমরা অন্য সম্প্রদায় সৃষ্টি করলাম। (৪৩) কোন জাতি তার নির্দ্ধারিত সময়কে আগে নিয়ে যেতে পারে না, আর না পিছিয়ে আনতে পারে। (৪৪) অতঃপর আমরা একের পর এক রসূলকে পাঠিয়েছি। যখনই কোন সম্প্রদায়ের কাছে তাদের রসূল এসেছে তখন তারা তাকে অবিশ্বাস করেছে। আমরাও তাদেরকে একের পর এক ধ্বংস করে দিয়েছি। এবং তাদেরকে ইতিহাসে পরিণত করেছি। অতএব দূর হয়ে যাক অবিশ্বাসীরা।

(৪৫) অতঃপব আমরা মুসা ও তার ভাই হারুনকে পাঠিয়েছি। আমার নিদর্শন ও স্পষ্ট প্রমাণসহ। (৪৬) ফেরাউন ও তার সভাষদদের কাছে, তারা নিজেদেরকে বড় মনে করল। আর তারা ছিল এক উদ্ধত জনগোষ্ঠি। (৪৭) তারা বলল, আমরা কি আমাদের মতো দুজন মানুষের কথা মেনে নেব, অথচ এদের সম্প্রদায়ের লোকেরা আমাদের দাস। (৪৮) এভাবেই তারা তাদেরকে অবিশ্বাস করল এবং তাদেরকে ধ্বংস করে দেওয়া হল। (৪৯) আর আমরা মুসাকে কিতাব দিয়েছিলাম যাতে তারা পথ পায়।

(৫০) আর আমরা মরিয়মের পুত্র ঈসা ও তার মাকে একটি নিদর্শন বানিয়েছিলাম এবং তাদেরকে আমরা এক উচ্চভূমিতে আশ্রয় দিয়েছিলাম। যা ছিল শান্তির স্থান। আর সেখানে স্রোত বইছিল।

(৫১) হে রসুলগণ ! শুদ্ধ বস্তু খাও আর ভাল কাজ কর আমি জানি যা

কিছু তোমরা কর। (৫২) আর এটাই তোমাদের ধর্ম, একই ধর্ম। আর আমি তোমাদের প্রভূ; অতঃএব আমাকে ভয় কর।

(৫৩) কিছু মানুষেরা তাদের ধর্মকে পরস্পর টুকরো টুকরো করে নিয়েছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ের কাছে যা কিছু আছে তাতেই ওরা মগ্ন। (৫৪) অতঃএব তাদেরকে তাদের অজ্ঞতার মধ্যে কিছুদিন থাকতে দাও। (৫৫) তারা কি মনে করে যে, আমরা তাদেরকে যে সম্পত্তি ও সন্তান দিয়ে যাচ্ছি (৫৬) তাতে আমরা ওদের কল্যাণ সাধনে সক্রিয়। বরং তারা বুঝতে পারছেনা।

(৫৭) নিঃসন্দেহে যারা তাদের প্রভুর ভয়ে ভীত থাকে, (৫৮) যারা তদের প্রভূর নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে। (৫৯) যারা তাদের প্রভূর সাথে শরিক করে না। (৬০) এবং কোন কিছু দান করার সময় তারা যে, তাদের প্রভূর কাছে ফিরে যাবে এই বিশ্বাসে তাদের অন্তর কেঁপে উঠে। (৬১) এরাই কল্যাণের পথে স্পর্ধা করছে। আর এরাই সর্বাগ্রে সেখানে পোঁছাবে। (৬২) আর আমি কাউকে সাধ্যের অতীত বোঝা চাপাইনা এবং আমাদের কাছে একটি কেতাব আছে যা সঠিক তথ্য প্রদান করে, তাদের প্রতি কোন অবিচার করা হবে না।

(৬৩) বরং এর ব্যাপারে তাদের অন্তরসমূহ অজ্ঞানতায় আচ্ছন্ন। আর তাদের কিছু কর্ম এর অতিরিক্ত, তারা এটা করতে থাকবে। (৬৪) এক পর্যায়ে যখন আমরা তাদের অবস্থা সম্পন্ন লোকেদের শাস্তির মধ্যে পাকড়াও করব তখন তারা ফরিয়াদ করতে থাকবে। (৬৫) এখন ফরিয়াদ করনা এখন আমাদর পক্ষ থেকে তোমাকে কোন সাহায্য করা হবে না। (৬৬) তোমাকে আমার আয়াতসমূহ শোনান হত, তখন তোমরা পিছন ফিরে পালাতে (৬৭) অহংকারী হয়ে, যেন কোন কাহিনীকারের কাহিনী ছেড়ে যাচ্ছ।

(৬৮) তাহলে কি তারা এই বানীর উপর ভেবে দেখেনি? অথবা এদের কাছে এমন জিনিষ এসেছে যা এদের বাপ--দাদাদের কাছে আসেনি? (৬৯) অথবা এরা তাদের রসূলকে চিনতে পারিনি, তাই তারা তাকে অস্বীকার করছে? (৭০) নাকি তারা বলে যে, এর মধ্যে পাগলামি আছে। বরং সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে। তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। (৭১) আর সত্য যদি তাদের ইচ্ছাধীন হত তাহলে আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই ধ্বংস হয়ে যেত। বরং আমি তাদের উপদেশের বস্তু দান করেছি, কিন্তু তারা তাদের সেই উপদেশের বস্তু থেকে মুখ ফিরিয়ে নিচ্ছে।

(৭২) তুমি কি তাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইছো? তাহলে তোমার প্রভূর প্রতিদানই তোমার জন্য শ্রেষ্ঠ। আর তিনিই শ্রেষ্ঠ জীবিকা দাতা। (৭৩) আর নিঃসন্দেহে তুমি তাদেরকে এক সোজা পথের দিকে ডাকছ। (৭৪) আর যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তারা তো পথ থেকে বিচ্যুত।

(৭৫) আমি যদি তাদের প্রতি দয়া করি আর তাদের কষ্ট দূর করি তবুও তারা তাদের অবাধ্যতায় অটল থেকে বিভ্রান্ত হবে। (৭৬) আমরা তাদের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলাম। কিন্তু তারা তাদের প্রভূর কাছে নতিস্বীকার করেনি এবং মিনতিও করেনি। (৭৭) এমনকি যখন আমি তাদের উপরে আমার কঠিন শাস্তির দুয়ার খুলে দেব তখন তারা হতভম্ভ হবে যাবে।

(৭৮) আর তিনিই তোমাদের জন্য কান, চোখও অন্তর সৃষ্টি করেছেন। তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।(৭৯) তিনিই তোমাদের পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁরই কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (৮০) তিনিই জীবন দেন ও মৃত্যু ঘটান এবং রাত দিনের পরিবর্তন তারই ইচ্ছায়। তবুও কি তোমরা বুঝবে না?

(৮১) বরং তারা সেই কথাই বলে যা পূর্ববর্তী লোকেরা বলেছিল।

(৮২) তারা বলে, মরার পর যখন মাটি ও হাড়গোড় হয়ে যাব তখন কি আমাদের আবার উঠানো হবে? (৮৩) এই ওয়াদা আমাদের পূর্বে আমাদের পূর্বপুরুষদেরও করা হয়েছে। এটা কেবল পূর্ববর্তীদের গল্পকাহিনী ছাড়া কিছুই নয়।

(৮৪) বলো, এই পৃথিবী এবং এতে যা কিছু আছে তা কার? যদি তোমরা জান। (৮৫) ওরা বলবে, আল্লাহর। বলো, তবুও তোমরা চিন্তা কর না? (৮৬) বলো, কে সপ্ত আকাশের মালিক আর কে মহাসিংহাসনের মালিক? (৮৭) তারা বলবে সবই আল্লাহর বলো, তবুও কি তোমরা ভয় করবে না? (৮৮) বলো, কে সেই সত্তা যার হাতে সব কিছুর কতৃত্ব, আর যিনি আশ্রয় দেন যার মোকাবিলায় কেউই আশ্রয় দিতে পারে না, যদি তোমরা জান। (৮৯) তার বলবে, এ আল্লহরই। বল তাহলে কিভাবে তোমরা বশীভূত হচ্ছ?

(৯০) বরং আমি তাদের কাছে সত্য উপস্থিত করেছি, আর নিঃসন্দেহে তারা মিথ্যাবাদী। (৯১) আল্লাহ কোন সন্তান গ্রহণ করেননি তার সাথে অন্য কোন উপাস্যও নেই। যদি এমন হত তাহলে প্রত্যেক উপাস্য তার সৃষ্টি নিয়ে আলাদা আলাদা হয়ে যেত এবং একজন আর একজনের উপরে স্থান করে নিত। (৯২) তিনি প্রকাশ্য ও গোপন সবকিছুর জ্ঞান রাখেন। এরা যাকে শরিক করে তিনি তার অনেক উর্দ্ধে।

(৯৩) বলো, হে আমার প্রভূ! এদের সঙ্গে যে ওয়াদা করা হচ্ছে তা যদি আমাকে দেখিয়ে দিতে। (৯৪) হে প্রভু! তবে আমাকে অত্যাচারীদের অর্ন্তভুক্ত করো না। (৯৫) এদের সাথে যে, ওয়াদা করা হচ্ছে তা আমি তোমাদের দেখাতে সক্ষম।

(৯৬) তুমি ওভাবেই খারাপ জিনিষকে বাধা দাও যেভাবে বাধা দিলে

ভাল হয়। এরা যা বলে আমি তা ভালভাবেই জানি। (৯৭) আর বলো, হে আমার প্রভু ! শয়তানের কুমন্ত্রণা থেকে আমি তোমার আশ্রয় চাই। (৯৮) হে প্রভূ ! আমার কাছে তাদের উপস্থিতি থেকে তোমার আশ্রয় চাই।

(৯৯) অবশেষে যখন তাদের মধ্যে কারো মৃত্যু উপস্থিতি হয় তখন সে বলে, প্রভূ আমাকে ফেরৎ পাঠাও। (১০০) যাতে আমি সেখানে যা ছেড়ে এসেছি সেখানে কিছু পূণ্য কামিয়ে আসি। কখনই নয় এটা কেবল একটা কথা যা সে বলে। আর তাদের মাঝে একটা পর্দা ওই দিন পর্যন্ত যখন ওকে উঠানো হবে। (১০১) তারপর যখন শৃঙ্গায় ফুঁক দেওয়া হবে তখন ওদের মধ্যে না কোন সম্পর্ক থাকবে আর না কেউ কাউকে জিজ্ঞাসাও করবে। (১০২) যাদের পাল্লা ভারী হবে তারাই সফলকাম হবে। (১০৩) আর যাদের পাল্লা হাল্কা হবে এরাই সেই লোক যারা নিজেরাই নিজের ক্ষতি করেছে, ওরা চিরকাল নরকে থাকবে। (১০৪) আগুন তাদের চেহারা ঝলসে দেবে এবং সেখানে তাদের রূপ বিভৎস হবে।

(১০৫) তোমাদেরকে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনান হত না? তখন তোমরা তা অবিশ্বাস করতে। (১০৬) ওরা বলবে, হে প্রভূ ! আমাদের দূর্ভাগ্য আমাদেরকে পরাভূত করেছিল এবং আমরা ছিলাম এক বিভ্রান্ত জনগোষ্ঠি। (১০৭) হে আমার প্রভূ ! আমাদেরকে এ থেকে বের করে নাও, অতঃপর আমরা যদি পুনরায় পাপের কাজ করি তাহলে অবশ্যই আমরা অত্যাচারী বলে গণ্য হবে। (১০৮) আল্লাহ বলবেন, দূর হয়ে যা, এখানেই পড়ে থাক, আর আমার সাথে কথা বলো না। (১০৯) আমার বান্দাদের মধ্যে একটা দল ছিল যারা বলত, হে আমার প্রভূ ! আমরা ঈমান এনেছি, অতএব তুমি আমাদের ক্ষমা করে দাও। আর আমাদের দয়া কর। তুমি তো শ্রেষ্ঠ দয়াকারী। (১১০) কিন্তু তোমরা তাদেরকে ঠাট্টার পাত্র বানিয়েছিলে,

এমনকি পিছনে পড়ে তোমরা আমার স্মরণ ভুলে গিয়েছিলে এবং তাদেরকে নিয়ে হাসাহাসি করছিলে। (১১১) আমি আজ তাদের ধৈর্যের প্রতিদান দিলাম, আজ তারাই সফল।

(১১২) বলা হবে, বছরের হিসাবে তোমরা কতদিন দুনিয়ায় ছিলে? (১১৩) ওরা বলবে, আমরা একদিন ছিলাম অথবা একদিনের চেয়েও কম। তুমি গণনাকারীদেরকে জিজ্ঞাসা করে দেখ। (১১৪) বলা হবে, তোমরা অল্পকালই অবস্থান করেছিলে। যদি (কতই ভালো হত) তোমরা জানতে।

(১১৫) তোমরা কি মনে কর যে, আমরা তোমাদের উদ্দেশ্যহীন ভাবে সৃষ্টি করেছি এবং তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে না? (১১৬) আল্লাহ মহিমান্বিত, যিনি প্রকৃত অধিপতি, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নাই। তিনি মহাসিংহাসনের মালিক (১১৭) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে, যাদের স্বপক্ষে তাদের কাছে কোন প্রমাণ নেই তাহলে তাদের হিসেব তাদের প্রভূর কাছে আছে। অবশ্যই অস্বীকারকারীরা সফল হবে না। (১১৮) আর বলো, হে প্রভু! আমাকে ক্ষমা করে দাও আর আমার উপর দয়া কর তুমিই তো শ্রেষ্ঠ দয়াকারী।

২৪. সূরাহ আন-নূর (জ্যোতি)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) এটা একটি সূরা যা আমরা অবতীর্ণ করেছি আর আমরা এটাকে আবশ্যকীয় করেছি। আর এতে আমার স্পষ্ট আয়াতসমূহ অবতীর্ণ করেছি। যাতে তোমরা মনে রাখ। (২) ব্যভিচারিনী মহিলা আর ব্যভিচারি পুরুষ দুজনের প্রত্যেককে একশত বার চাবুক মারো। আর আল্লাহর বিধান কার্যকর করতে তোমরা যেন তাদের প্রতি দয়া পরবশ না হও, যদি তোমরা আল্লাহ

ও পরলোকে বিশ্বাসী হয়ে থাক। আর দু'জনকে দণ্ড দেওয়ার সময় মুসলমানদের একটি দল যেন সেখানে উপস্থিত থাকে। (৩) ব্যভিচারী কেবল কোন ব্যভিচারীনিকে অথবা কোন মুশরিক মূর্তি পূজক মহিলাকেই বিয়ে করবে। আর ব্যভিচারীনিকে কেবল কোন ব্যভিচারী (মূর্তি পূজারিণী) পুরুষই বিয়ে করবে। বিশ্বাসীদের জন্য এদেরকে অবৈধ করে দেওয়া হয়েছে।

(৪) যারা সতী নারীদের নামে অপবাদ দেয়, এবং চারজন সাক্ষি হাজির করতে পারে না তাদেরকে আশিবার চাবুক মার আর কখনও তাদের সাক্ষ্য গ্রহণ করবে না। এরাই অবজ্ঞাকারী। (৫) তবে পরে যারা তওবা করে এবং নিজেকে শুধরে নেয় তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।

(৬) আর যারা নিজেদের স্ত্রীদের নামে অপবাদ দেয় আর তারা নিজেরা ছাড়া তাদের কোন সাক্ষী না থাকে তাহলে এমন ব্যক্তির সাক্ষীর ধরন হবে এই যে, সে চার বার আল্লাহর নামে শপথ করে বলবে, যে, যা বলছে অবশ্যই সত্য। (৭) এবং পঞ্চমবারে বলবে যে, সে মিথ্যা বললে তার উপর আল্লাহর অভিসম্পাত পড়বে। (৮) আর স্ত্রীর শাস্তি রহিত হবে এভাবে যে, সে চারবার আল্লহর শপথ নিয়ে বলবে তার স্বামী অবশ্যই মিথ্যা বলেছে। (৯) আর পঞ্চমবারে বলবে যে, যদি স্বামীর কথা সত্য হয় তাহলে আমার উপর আল্লাহর ক্রোধ আপতিত হবে। (১০) যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কৃপা এবং দয়া না থাকত (তাহলে তোমরা ধরা পড়তে)। আর নিশ্চই আল্লাহ তওবা স্বীকারকারী বিবেকবান।

(১১) যারা এই ঝড় তুলেছে তারা তোমাদের মধ্যেরই একটি দল। বিষয়টিকে তোমরা তোমাদের জন্য খারাপ মনে কর না, বরং এটি তোমদের জন্য মঙ্গল। এদের মধ্যে প্রত্যেকের জন্য এটাই হল যে, যত পাপ করেছে

তা তারই। আর এব্যাপরে সবচেয়ে বড় ভূমিকা যার আছে তার জন্য রয়েছে বড় শাস্তি।

(১২) যখন তোমরা এটা শুনলে তখন ঈমানদার নারী পুরুষেরা কেন নিজেদের লোকেদের সম্পর্কে ভাল ধারণা করলে না? আর কেন বললে না এটা একটা স্পষ্ট মিথ্যা? (১৩) এরা এব্যাপারে চারজন সাক্ষী কেন হাজির করলনা? যখন তারা সাক্ষী আনেনি তখন আল্লাহর নিকটে তারাই মিথ্যাবাদী।

(১৪) আর যদি তোমাদের উপর পার্থিব জগতে এবং পরলোকে আল্লাহর অনুগ্রহ ও দয়া না থাকত তাহলে তোমরা যে কথা উচ্চারণ করেছ তার জন্য তোমাদের উপর কোন বড় বিপত্তি আসত। (১৫) যখন তোমরা তোমাদের মুখে একথা উল্লেখ করছিলে। আর তোমাদের মুখ দিয়ে এমন কথা বলছিলে যে সন্মন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান ছিল না। তোমরা এটাকে একটা সাধারণ বিষয় মনে করেছিলে। অথচ আল্লাহর কাছে এটা একটা গুরুতর ব্যাপার। (১৬) তোমরা যখন এটা শুনলে তখন বললে না কেন যে, এ বিষয়ে আমাদের কথা বলার অধিকার নেই। আল্লাহর স্মরণ এটা মস্ত বড় মিথ্যা অপবাদ। (১৭) আল্লাহ তোমাদেরকে উপদেশ দিচ্ছেন যেন তোমরা পূনরায় এরকম কাজ না কর, যদি তোমরা ঈমানদার হও। (১৮) আল্লাহ তোমাদের স্পষ্ট নির্দেশ দিচ্ছেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী প্রজ্ঞাময়।

(১৯) নিঃসন্দেহে যারা চায় মুসলমানদের মধ্যে অশ্লীলতার চর্চা হোক। তাদের জন্য ইহলোক ও পরলোকে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। আল্লাহ জানেন তোমরা জান না। (২০) যদি তোমাদের উপর আল্লাহর অনুগ্রহ এবং দয়া না থাকত তাহলে দেখতে তোমাদের কি অবস্থা হত আর নিশ্চয় আল্লাহ স্নেহপরায়ণ, পরমদয়ালু।

(২১) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ কর না।

আর যে ব্যক্তি শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে তাকে তো শয়তান অশ্লীলতা ও মন্দ কাজে প্ররোচিত করবেই। আর যদি তোমাদের উপর আল্লাহর কৃপা ও দয়া না থাকত তাহলে তোমাদের কেউই পবিত্র হতে পারত না। তবে আল্লাহই যাকে চান পবিত্র করে দেন। আর আল্লাহ সব জানেন সব শোনেন।

(২২) আর তোমাদের মধ্যে যারা সামর্থবান ও অবস্থা সম্পন্ন তারা যেন এবিষয়ে শপথ না করে যে, তাদের আত্মীয়-স্বজনকে, নিঃস্বদেরকে এবং আল্লাহর পথে দেশ ত্যাগীদের দান করব না। তারা যেন ক্ষমা করে আর উপেক্ষা করে। তোমারা কি চাওনা যে, আল্লাহ তোমাদের ক্ষমা করুন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(২৩) যারা সতী সরলমনা ঈমানদার নারীদের প্রতি মিথ্যা অপবাদ আরোপ করে তারা এই দুনিয়া এবং পরকালে অভিশপ্ত। আর তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। (২৪) সেই দিন যখন ওদের জিহ্বা তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষী দেবে আর তাদের হাত আর পাও ওই সব কর্মের যা ওরা করত। (২৫) সেদিন আল্লাহ তাদের যথার্থ কর্মফল পুরোপুরি দেবেন। তারা জানবে আল্লাহই সত্য এবং সব কিছু প্রকাশকারী।

(২৬) ব্যভিচারী মহিলা ব্যভিচারী পুরুষদের জন্য, আর ব্যভিচারী পুরুষ ব্যভিচারী মহিলাদের জন্য। আর পবিত্র চরিত্রের মহিলা পবিত্র চরিত্রের পুরুষদের জন্য। লোকেরা যা বলে এরা তা থেকে সম্পূর্ণ নির্দোষ। ওদের জন্য ক্ষমা আর সম্মাজনক জীবিকা।

(২৭) হে ঈমানদারগণ! তোমরা নিজের ঘর ছাড়া অন্য সব ঘরে প্রবেশ করো না, যতক্ষন না অনুমতি নাও এবং ঘরের লোকদের সালাম না কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম, যাতে তোমরা স্বরণ রাখ। (২৮) ঘরে যদি কাউকে না পাও তাহলে তাতে প্রবেশ করবে না, যতক্ষন না তোমাদের

অনুমতি দেওয়া হয়। আর যদি তোমাদের বলা হয় ফিরে যাও তাহলে তোমরা ফিরে যাবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। আর তোমরা যা কর আল্লাহ জানেন। (২৯) আর যেসব ঘরে কেউ বাস করে না সেখানে প্রবেশ করলে তোমাদের কোন পাপ নেই। তাতে তোমাদের কোন লাভের জিনিষ থাকলে, তোমরা যা প্রকাশ কর আর যা গোপন কর আল্লাহ তা জানেন।

(৩০) মোমিনদের (অস্থাবান) বলবে তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে। এবং তাদের গুপ্তাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে। এটা তাদের জন্য পবিত্র। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তারা করে।

(৩১) আর মোমিন (আস্থাবান) মহিলাদের বলো, তারা যেন তাদের দৃষ্টি অবনত রাখে, এবং নিজেদের গুপ্তাঙ্গকে সুরক্ষিত রাখে, আর তাদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে, সামান্য যেটুকু প্রকাশ পায় তার অতিরিক্ত নয়। আর বুকের উপর ওড়না দিয়ে রাখে। এবং নিজের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, ছেলে, স্বামীর ছেলে, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলা, মালিকানাধীন দাসী, অধিনস্ত যৌন চাহিদামুক্ত পুরুষ কিংবা নারী সংসর্গে অনাসক্ত শিশুদের ছাড়া অন্যদের কাছে নিজেদের সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। এছাড়া তারা যেন নিজেদের ঢেকে রাখা সাজ-সজ্জা প্রকাশ হয়ে পড়ে এমনভাবে নিজেদের পা না ফেলে। হে ঈমানদারগণ! তোমরা সবাই মিলে আল্লাহর দিকে ফিরে এস। যাতে তোমরা সফল হও।

(৩২) তোমাদের মধ্যে যারা অবিবাহিত তাদের বিবাহের ব্যবস্থা কর। আর তোমাদের দাস-দাসীদের মধ্যে যারা বিবাহ যোগ্য তাদেরও। তারা যদি নির্ধন হয় তাহলে আল্লাহ আপন কৃপায় তাদের ধনবান করে দেবেন। আল্লাহ সর্বব্যাপী, মহাজ্ঞানী। (৩৩) আর যারা বিয়ে করতে পারে না তারা যেন আত্মসংযম অবলম্বন করে যতক্ষন না আল্লাহ আপন কৃপায় তাদের

সচ্ছল করে দেন। আর তোমরা অধিনস্ত (যাদের উপের তুমি মালিকানা প্রাপ্ত)দের মধ্যে থেকে যারা নিজেদের মুক্তির জন্য তোমাদের সাথে লিখিত চুক্তি করতে চায় তাদের সাথে তোমরা লিখিত চুক্তি করতে পার, যদি তুমি তাদের মধ্যে যোগ্যতা পাও। আর তাদেরকে সেই ধন হতে দাও যা আল্লাহ তোমাকে দিয়েছেন। আর তোমাদের দাসীদেরকে সতীত্ব রক্ষা করতে চাইলে তোমরা পার্থিব জীবনের সামগ্রীর লোভে তাদেরকে ব্যভিচারে বাধ্য করবে না। কেউ তা করলে তাদের বাধ্য করার পর আল্লাহ ক্ষমাশীল ও কৃপাশীল। (৩৪) আর নিঃসন্দেহে আমরা তোমাদের প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি আর ওই লোকদের উদাহরণসমূহ যারা তোমাদের পূর্বে চলে গেছে আর সতর্কবানদের জন্য উপদেশও।

(৩৫) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর জ্যোতি। তার জ্যোতির উদাহরণ এমন যেমন একটি তাক তাতে একটি প্রদিপ। প্রদীপটি একটি কাঁচের মধ্যে। কাঁচটা যেন একটি উজ্জ্বল তারকা। সেটা জলপাই এর এমনই বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) বৃক্ষের তেল দ্বারা জ্বালানো হয় যা পূর্বের ও নয় পশ্চিমের ও নয়। তার তেল এমন যে, আগুনের স্পর্শ ছাড়াই স্বয়ংই জ্বলে উঠবে। জ্যোতির উপরে জ্যোতি। আল্লাহ যাকে চান তাকে জ্যোতির পথ দেখান। আর আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা পেশ করে থাকেন। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন

(৩৬) এমন ঘরে যার সম্বন্ধে আল্লাহ আদেশ দিয়েছেন যে, তা উঁচু করার, আর সেখানে তার নামের গুনগান করার, সেখানে সকাল সন্ধ্যায় তাঁকে স্মরণ করার। (৩৭) এমন লোকেরা যাদেরকে ব্যাবসা-বাণিজ্য ও ক্রয়-বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ থেকে, নামায কায়েম করা থেকে ও যাকাত (দান) দেওয়া থেকে বিরত রাখে না। তারা সেই দিনটিতে ভয় করে যখন অন্তর ও দৃষ্টিসমূহ ওলট পালট হয়ে যাবে। (৩৮) যাতে আল্লাহ তাদেরকে

তাদের কাজের সেরা প্রতিদান দেন এবং স্বীয় অনুগ্রহ থেকে তাদেরকে আরো বেশি দান করেন। আল্লাহ যাকে চান অগণিত দেন।

(৩৯) আর যারা অস্বীকার করে তাদের কর্ম এমন যেমন মরুপ্রান্তরে মায়ামৃগ (ভ্রান্তিজনক বস্তু)। তৃষ্ণার্ত মানুষ পানি মনে করে, কিন্তু সে যখন সেখানে যায় কিছুই পায় না। আর সে সেখানে আল্লাহকে উপস্থিত পায়, তিনি তার হিসাব পুরোপুরি মিটিয়ে দেবেন। আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী। (৪০) অথবা অতল সমুদ্রের গাড় অন্ধকারের মত, তরঙ্গের উপর তরঙ্গ উঠছে, উপরে ঘনঘটা মেঘে আচ্ছন্ন, অন্ধকারের উপর অন্ধকার, হাত বের করলেও দেখতে পাওয়া যায় না। আল্লাহ যাকে আলো না দেখান তার জন্য কোন আলো নেই।

(৪১) তুমি কি দেখনি যে, আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছে আর পাখা মেলে পাখিরাও। প্রত্যেকেই তার নামায ও তার স্তুতি জানে। আর তারা যা করে আল্লাহ সব জানেন। (৪২) আকাশ ও পৃথিবীর সর্বভৌমত্ব আল্লাহরই এবং আল্লাহর কাছেই সবার প্রত্যাবর্তন।

(৪৩) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ মেঘ সঞ্চালন করেন, তারপর তা একত্রিত করেন, তারপর ভাঁজের পর ভাঁজ করে দেন। তারপর তুমি দেখতে পাও যে, ওর মধ্যে থেকে বৃষ্টি বের হয়ে আসে। তিনি আকাশের শিলাপর্বত থেকে শিলা বর্ষণ করেন এবং তাদ্বারা যাকে চান তাকে আঘাত করেন। আর যাকে চান তাকে সরিয়ে দেন। মেঘের বিদ্যুত ঝলকে এমন মনে হয় যেন দৃষ্টি কেড়ে নেবে। (৪৪) আল্লাহ রাত ও দিন পরিবর্তন করতে থাকেন। নিঃসন্দেহে অর্ন্তদৃষ্টি সম্পন্নদের জন্য এতে শিক্ষার বিষয় রয়েছে।

(৪৫) আল্লাহ সকল জীবকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। তাদের মধে

কতকগুলি পেটে ভর দিয়ে চলে, কতগুলি দুপায়ে হাঁটে আবার কতকগুলি চার পায়ে হাঁটে। আল্লাহ যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সব কিছু করতে সক্ষম। (৪৬) আমি তো সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি। আল্লাহ যাকে যান তাকে সোজা পথ দেখান।

(৪৭) আর ওরা বলে, আমরা আল্লাহ ও রসুলের প্রতি ঈমান এনেছি এবং আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি। তারপর ওদের মধ্যে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। আসলে এরা ঈমানদার নয়। (৪৮) আর যখন তাদের আল্লাহ ও রসুলের দিকে ডাকা হয়, যাতে আল্লাহর রসুল তাদের মধ্যে মীমাংস করেন তখন তাদের মধ্যে একদল মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৪৯) আর যদি তাদের অধিকার মিলত তাহলে তারা তার দিকে আজ্ঞানুবর্তী হয়ে চলে আসত। (৫০) ওদের অন্তরে কি ব্যাধি আছে অথবা তারা সন্দেহের মধ্যে পড়ে আছে? অথবা এরা কি আশঙ্কা করছে যে, আল্লাহ ও তার রসুল এদের প্রতি অবিচার করবেন? বরং এরাই তো অত্যাচারী।

(৫১) রসুল তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন, এই উদ্যেশ্যে যখন তাদের আল্লাহ ও তার রসুলের দিকে ডাকা হয় তখন মোমিনদের কথা হয় এটাই ঃ তারা বলে আমরা শুনেছি ও মেনে নিয়েছি। আর তারাই হল সফলকাম। (৫২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসুলের আনুগত্য করে এবং আল্লাহকে ভয় করে ও তার অবাধ্যতা থেকে বেঁচে থাকে তারাই সফলকাম।

(৫৩) আর ওরা আল্লাহর শপথ করে, খুবই দৃঢ় শপথ, যে তুমি ওদেরকে আদেশ দাও তাহলে ওরা অবশ্যই বের হবে। বলো, শপথ করো না। নিয়মানুযায়ী আনুগত্য কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর। (৫৪) বলো আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসুলের আনুগত্য কর। কিন্তু যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে রসুলের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা রসুলের।

আর তোমাদের উপর যে দায়িত্ব অর্পন করা হয়েছে তা তোমাদের। আর যদি তোমরা তার আজ্ঞাপালন কর তাহলে সঠিক পথ পাবে। আর রসুলের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্ট রূপে পৌঁছে দেওয়া।

(৫৫) আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ওই লোকেদের সাথে ওয়াদা করেছেন যারা ঈমান আনবে এবং সৎকাজ করবে, তিনি তাদেরকে পৃথিবীতে ক্ষমতা দান করবেন। যেমন এদের আগের লোকদের ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। এবং ওদের জন্য তাদের দ্বীনকে (ধর্ম) প্রতিষ্ঠা দেবেন যা তিনি তাদের জন্য পছন্দ করেছেন। ভয়ের পর অবশ্যই তিনি তাদেরকে নিরাপত্তা দান করবেন। ওরা কেবল আমারই উপাসনা করবে এবং কোন কিছুকে আমার শরীক করবে না, এর পরেও যদি কেউ অস্বীকার করে তাহলে এমন লোকেরাই অবাধ্য।

(৫৬) নামায স্থাপিত করো এবং যাকাত আদায় কর আর রসূলের আজ্ঞা পালন কর। যাতে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করা যায়। (৫৭) যারা অবিশ্বাস করছে তাদের ব্যাপারে মনে কর না যে তারা পৃথিবীতে আল্লাহকে বিবশ করে দেবে। বরং তাদের ঠিকানা নরক তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(৫৮) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের অধিনস্ত (যাদের উপর তোমাদের মালিকানা প্রাপ্ত) এবং যারা প্রাপ্ত বয়স্ক হয় নি ওদের জন্য তিনটি এমন সময় আছে যে সময় তাদের অনুমতি নেওয়ার প্রয়োজন। ফরজ নামাজের পূর্বে আর দুপুরে যখন তোমরা পোশাক খুলে রাখ এবং এশার নামাযের পর ওই তিন সময় তোমাদের জন্য পর্দার সময়। এছাড়া অন্য সময়ে (অনুমতি ছাড়া) তোমাদের কাছে ওরা আসলে তোমাদের কোন পাপ নেই আর ওদেরও কোন পাপ নেই। তোমাদের তো একে অপরের কাছে যাতায়াত করতেই হয়। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ স্পষ্ট করে দেন।

আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৫৯) তোমাদের শিশুরা যখন সাবালক হবে তখন সেও এভাবেই অনুমতি নেবে যেমন ওর পূর্বজরা অনুমতি নিয়ে থাকে। এভাবেই আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর আয়াতসমূহ স্পষ্ট করেন। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, প্রজ্ঞাময়। (৬০) আর বয়জেষ্ঠা বৃদ্ধা মহিলা যারা আর বিয়ে করার আশা রাখে না, তাদের উপর কোন পাপ নেই যদি তারা তাদের চাদর খুলে রেখে দেয়। শর্ত এটাই যে, সৌন্দর্য প্রদর্শন করার জন্য না হয়। আর যদি তারাও সাবধানতা অবলম্বন করে তাহলে উত্তম। আল্লাহ সবই শোনেন, সবই জানেন।

(৬১) অন্ধ, লেংড়া ও রোগীর জন্য কোন বাধা নেই; তোমাদের নিজেদের জন্য ও নিজেরদ ঘরে কিংবা তোমাদের বাবা, মা ভাই-বোন, চাচা, ফুফু, মামা, বা খালাদের ঘরে অথবা যে ঘরের চাবি তোমাদের কাছে আছে এমন ঘরে কিংবা কোন বন্ধুর ঘরে আহার করায় কোন বাধা নেই। সবাই একসাথে খাও কিংবা আলাদা আলাদাভাবে খাও তাতেও তোমাদের কোন পাপ নেই। তবে যখন কোন ঘরে প্রবেশ করবে তখন নিজের লোকদের সালাম করবে যে অভিবাদন ও পবিত্র দোয়া আল্লাহর পক্ষ থেকে। এভাবে আল্লাহ তোমাদের জন্য তাঁর বিধানসমূহ বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করেন, যাতে তোমরা বুঝতে পার।

(৬২) ঈমানদার তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রসুলের প্রতি বিশ্বাস ব্যক্ত করে এবং যখন তারা কোন সার্বজনীন কাজে রসুলের সঙ্গে থাকে তখন তার অনুমতি না নিয়ে চলে যায় না। যারা তোমার কাছে অনুমতি চায় তারাই আল্লাহ ও তার রসুলের প্রতি বিশ্বাস রাখে। অতএব তারা যদি নিজেদের কোন কাজের জন্য তোমার কাছে অনুমতি চায় তাহলে তাদের

মধ্যে যাকে তুমি চাও অনুমতি দিও এবং তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(৬৩) তোমরা রসুলের আহ্বানকে তোমাদের একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত মনে করোনা। আল্লাহ তোমাদের মধ্যে ওই লোকদের জানেন যারা একে অপরকে আড়াল করে চুপিসাড়ে চলে যায়। অতএব যারা তার আদেশ উল্লংঘন করে তারা যেন তাদের উপর কঠিন পরীক্ষা আসার ব্যাপারে সতর্ক থাকে অথবা তাদের উপর কোন যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি আসে। (৬৪) জেনে রাখ, আকাশ ও পৃথিবীর মধ্যে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। তিনি জানেন তোমরা কি অবস্থায় আছ। আর যেদিন তাদেরকে তাঁরই কাছে ফিরিয়ে আনা হবে, সেদিন তিনি তাদেরকে তাদের অতীত কর্মসমূহ অবহিত করাবেন। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

২৫. সূরাহ আল-ফুরক্বান (নির্ণায়ক)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) পরম বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) সেই সত্তা যিনি স্বীয় বান্দার (মুহম্মদ) প্রতি ফুরকান (কষ্টি পাথর) অবতীর্ণ করেছেন যাতে সে বিশ্ববাসীর জন্য সতর্ককারী হতে পারে। (২) তিনিই, যার জন্য আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব। তিনি কোন পুত্র গ্রহণ করেননি এবং রাজত্বে তাঁর কোন অংশীদার নেই। তিনি প্রতিটি বস্তু সৃষ্টি করে তা পরিমাপমত সুনির্দ্ধারিত করেছেন। (৩) আর লোকেরা তাঁকে ছাড়া এমন কোন উপাস্য গ্রহণ করেছে যারা কিছুই সৃষ্টি করেনা বরং তারা নিজেরাই সৃষ্ট। অধিকন্তু তারা তাদের নিজেদেরই কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করার মালিক নয় এবং না তারা তাদের নিজেদেরই

কোন ক্ষতি কিংবা উপকার করার মালিক এবং না তারা কাউকে মৃত্যু দেওয়ার অধিকার রাখে আর না কাউকে জীবন দেওয়ার এবং না মরার পরে পুনঃজীবিত করার।

(৪) আর অস্বীকারকারীরা বলে, এটা একটা মিথ্যা ছাড়া কিছুই নয় যা সে উদ্ভাবন করেছে। আর কিছু অন্য লোক একাজে তাকে সহায়তা করেছে। তাহলে এরা অন্যায় ও মিথ্যার দোষে অভিযুক্ত হল। (৫) আর ওরা একথাও বলে যে, এটা পূর্বের লোকদের ভিত্তিহীন কথা যা এ লিখিয়ে নিয়েছে। অতএব সে এটাকে সকাল সন্ধ্যায় শোনায়। (৬) বলো এটা তিনি অবতীর্ণ করেছেন যিনি আকাশ ও পৃথিবীর রহস্য জানেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৭) তারা আরও বলে এ কেমন রসুল, যে খাবার খায় ও হাটে-বাজারে চলাফেরা করে ? এর কাছে কোন ফেরেশতা কেন পাঠান হল না, যে সতর্ককারী হিসাবে এর সাথেই থাকত। (৮) অথবা এর জন্য কোন ধনভাণ্ডার পাঠান হত, অথবা এর জন্য কোন বাগান হত যেখান থেকে সে আহার করত। আর যালেমরা বলল যে, তোমরা এক যাদুগ্রস্ত লোকের অনুসরণ করছ। (৯) ভেবে দ্যাখো, সে তোমাদের জন্য কি সব উক্তি করছে। অতএব সে পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে সে আর পথ পেতে পারে না।

(১০) তিনি অত্যন্ত বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ)। তিনি চাইলে এর চেয়েও উৎকৃষ্ট জিনিষ দিতে পারেন। এমন উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয় এবং তোমাকে অনেকগুলো মহল প্রদান করতে পারেন। (১১) বরং ওরা কেয়ামত অবিশ্বাস করছে, আর কেয়ামত অবিশ্বাসকারীদের জন্য আমরা নরক প্রস্তুত করে রেখেছি। (১২) যখন ওরা তা দূর থেকে দেখবে তখন তারা তার ক্রুদ্ধ গর্জন ও নিশ্বাস শুনতে পাবে। (১৩) আর যখন শিকলবদ্ধ

অবস্থায় তাদের নরকের কোন সংকীর্ণ স্থানে নিক্ষেপ করা হবে তখন সেখানে তারা মৃত্যু কামনা করবে। (১৪) আজকে একটা মৃত্যু আহ্বান করো না বরং অনেক মৃত্যুকে আহ্বান করো। (১৫) বলো, এটা ভাল নাকি চিরকাল বসবাসের সেই জান্নাত (স্বর্গ) যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ মোত্তাকীদের (খোদাভীরু) জন্য করেছেন? এটাই তাদের পুরষ্কার ও চূড়ান্ত গন্তব্যস্থল। (১৬) তারা যা চাইবে সেখানে তাদের জন্য তাই থাকবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটা তোমার প্রভুর এক অবশ্য পুরণীয় প্রতিশ্রুতি। যা অনিবার্য ভাবে পুরণ করা হবে।

(১৭) আর যেদিন তিনি ওদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যকে যারা উপাসনা করত তাদেরও, তখন তিনি বলবেন, তোমরা কি আমার ওই বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিলে নাকি তারা নিজেরাই পথভ্রষ্ট হয়েছিল? (১৮) তারা বলবে, তুমি কত মহান! আমাদের উচিৎ হয়নি তোমাকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক হিসাবে গ্রহণ করা, এবং তুমিই তো ওদের আর ওদের বাপ-দাদাদেরকে ভোগের সামগ্রী দিয়েছিলে, ফলে তারা উপদেশ ভুলে গিয়েছিল এবং এক অধঃপতিত জনগোষ্ঠিতে পরিণত হয়েছিল। (১৯) অতএব ওরা তোমাকে তোমার কথায় মিথ্যা সাব্যস্ত করে দিল। এখন তোমরা না এড়াতে পার আর না কোন সাহায্য পেতে পার। আর তোমাদের মধ্যে যে অন্যায় করবে আমি তাকে গুরুতর শাস্তি আস্বাদন করাব।

(২০) আমরা তোমার পূর্বে যত পয়গম্বর পাঠিয়েছি, সবাই আহার করত আর হাটে-বাজারে চলাফেরা করত। আর আমরা তোমাদের একে অপরের জন্য পরীক্ষার মাধ্যম বানিয়েছি। তোমরা কি ধৈর্য্যধারন করবে? তোমাদের প্রভূ সব কিছুই দেখেন।

(২১) আর যারা আমাদের সামনে উপস্থিত হওয়ার ভয় রাখে না তারা

বলে, আমাদের কাছে ফেরেশতা কেন পাঠান হল না? বা আমরা আমাদের প্রভূকে কেন দেখতে পাইনা? ওরা নিজেদেরকে খুব বড় মনে করেছে আর তারা বিদ্রোহের সীমা পার করে গেছে। (২২) যেদিন ওরা ফেরেশতাদের দেখবে সেদিন অপরাধীদের জন্য কোন সুসংবাদ থাকবে না। আর ওরা বলবে বাঁচাও বাঁচাও। (২৩) তারা যে সব কাজ করেছিল আমি প্রতিটি কর্মের দিকে মনোনিবেশ করব এবং সেগুলিকে ধূলিকণায় পরিণত করব। (২৪) স্বর্গবাসীরা সে দিন উৎকৃষ্ট বাসস্থান ও শ্রেষ্ঠ বিশ্রামস্থলের অধিকারী হবে।

(২৫) আর যেদিন আকাশ মেঘের মত ফেটে যাবে, আর ফেরেশতাদের ধারাবাহিকভাবে নামিয়ে দেওয়া হবে। (২৬) সেদিন সত্যিকার রাজত্ব হবে করুণাময়ের এবং অস্বীকারকারীদের জন্য হবে কঠিন দিন। (২৭) আর যেদিন অন্যায়কারীরা হাত কামড়াবে আর বলবে, হায়, যদি আমি রসূলের পথ গ্রহণ করতাম! (২৮) হায়, আমার দূর্ভাগ্য যদি অমূককে বন্ধুরূপে গ্রহণ না করতাম! (২৯) ওই আমাকে পথভ্রষ্ট করে দিয়েছে অথচ আমার কাছে সতর্কবাণী এসেছিল। আর শয়তান তো আছেই মানুষকে ধোঁকা দেওয়ার জন্য। (৩০) রসূল বলবেন, হে আমার প্রভু! আমার লোকেরা এই কুরআনকে ফেলে রেখেছিলো। (৩১) এভাবে আমরা প্রত্যেক রসূলকে অপরাধীদের জন্য শত্রু বানিয়েছি আর তোমাদের প্রভূই যথেষ্ট, পথ দেখানোর জন্য এবং সাহায্য করার জন্য।

(৩২) অস্বীকারকারীরা বলে যে, এর উপরে পূরো কূরআন একবারে অবতীর্ণ করা হল না কেন? এরকম এজন্যে যাতে কুরআনের মাধ্যমে আমি তোমাদের অন্তর দৃঢ় করতে পারি আর আমি এটাকে থেমে থেমে অবতীর্ণ করেছি। (৩৩) আর এরা এমন বিচিত্র প্রশ্ন তোমার সামনে নিয়ে আসে,

তবে আমি তোমাকে এর উপযুক্ত জবাব এবং যথার্থ ব্যাখ্যা জানিয়ে দেব। (৩৪) যাদেরকে মুখ থুবড়ে পড়ে থাকা অবস্থায় নরকের দিকে নিয়ে যাওয়া হবে তাদের জায়গা বড় নিকৃষ্ট এবং তারা অধিকতর পথভ্রষ্ট।

(৩৫) আর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি এবং তার সাথে তার ভাই হারুনকে সহায়ক বানিয়েছি। (৩৬) অতঃপর আমরা তাদেরকে বললাম, তোমরা দু'জনে তাদের কাছে যাও যারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা অভিহিত করেছে। তারপর আমরা ওদেরকে একেবারে ধ্বংস করে দিয়েছি। (৩৭) আর নূহের সম্প্রদায়কেও আমরা ডুবিয়ে দিয়েছি, যখন তারা রসূলদের অবিশ্বাস করেছে, আর আমরা তাদেরকে মানুষের জন্য এক নিদর্শন বানালাম। আর আমরা অপরাধীদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩৮) এবং আদ, সামূদ, আল্ রাস এর বাসীন্দাদের এবং এদের আরও অনেক প্রজন্মকে। (৩৯) আর আমরা এদের মধ্যে প্রত্যেকের উপমা শুনিয়েছি এদের প্রত্যেককে কার্যতঃ আমরা ধ্বংস করে দিয়েছি। (৪০) আর এরা সেই জনপদের উপর দিয়েই এসেছে যাদের উপর সাংঘাতিকভাবে পাথর বর্ষন করা হয়েছে। তার কি তা দেখেনি? আসলে তারা পুনরুত্থান প্রত্যাশা করে না।

(৪১) ওরা যখন তোমাকে দেখে তখন উপহাস করতে থাকে। এই কি সেই লোকটি যাকে আল্লাহ রসুল করে পাঠিয়েছেন। (৪২) ওতো আমাদেরকে আমাদের উপাস্যদের থেকে হটিয়েই দিত, যদি না আমার তাদেরকে আঁকড়ে থাকতাম। আর শীঘ্রই ওরা জানতে পারবে যখন ওরা শাস্তি দেখবে যে, কে অধিক পথভ্রষ্ট।

(৪৩) তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছ? যে তার প্রবৃত্তিকে উপাস্য বানিয়ে রেখেছে। তবুও কি তুমি তার দায়িত্ব নিতে পার? (৪৪) অথবা তুমি মনে

কর যে, এদের অধিকাংশই শোনে এবং বোঝে। ওরা আসলে পশুদের মতই বরং পশুদের চেয়েও পথভ্রষ্ট।

(৪৫) তুমি কি তোমার প্রভূকে দেখনি যে, তিনি কিভাবে ছায়াকে বিস্তৃত করেন। আর তিনি যদি ইচ্ছা করতেন তাহলে ওকে স্থির করে দিতেন। তারপর আমরা সূর্যকে এর নিয়ন্ত্রক করেছি। (৪৬) অতঃপর আমরা আস্তে আস্তে ওকে আমাদের দিকে গুটিয়ে নিই। (৪৭) তিনিই তোমাদের জন্য রাতকে পর্দা আর ঘুমকে বিশ্রাম সুখ বানিয়েছেন আর দিনকে উঠে পড়ার সময় বানিয়েছেন। (৪৮) আর তিনিই আপন অনুগ্রহে পূবের বাতাসকে সুসংবাদ রূপে পাঠান আর আমি আকাশ থেকে পবিত্র পানি বর্ষন করি। (৪৯) যাতে ওর মাধ্যমে নিষ্প্রাণ ভূমিতে প্রাণের সঞ্চার করতে পারি এবং আমার সৃষ্ট অনেক পশু ও মানুষকে তা পান করাতে পারি।

(৫০) আর আমরা এটাকে ওদের মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন রুপে বর্ণনা করেছি যাতে তারা বিচার করে। তবুও অধিকাংশ মানুষ কেবল অকৃতজ্ঞতাই প্রকাশ করে। (৫১) আর আমি যদি ইচ্ছা করতাম তাহলে প্রত্যেক নগরেই একজন করে সতর্ককারী পাঠাতাম। (৫২) অতঃএব তুমি অস্বীকারকারীদের কথা শুননা বরং এর সাহায্যে ওদের সাথে বড় জেহাদ (কঠোর পরিশ্রম) কর।

(৫৩) আর তিনিই দুই সমুদ্রকে মিলিয়েছেন। এটা মিষ্টি পানি তৃষ্ণা মেটাবার জন্য আর এটা নোনতা ও তিক্ত। আর তিনি এদুটোর মধ্যে একটা পর্দা আর একটা দৃঢ় বাধা রেখে দিয়েছেন। (৫৪) আর তিনিই মানুষকে পানি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তার জন্য পারিবারিক বৈবাহিক সম্পর্ক নির্দ্ধারণ করে দিয়েছেন। তোমার প্রভূ অত্যন্ত ক্ষমতাবান।

(৫৫) আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে এমন জিনিষের উপাসনা করে যা তাদের না কোন উপকার করতে পারে আর না কোন ক্ষতি। অবিশ্বাসী

মাত্রই তার প্রভূর বিরুদ্ধে সাহায্যকারী। (৫৬) আর আমরা তোমাকে কেবলমাত্র সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী করে পাঠিয়েছি। (৫৭) তুমি বলো, আমি তোমাদের কাছ থেকে কোন পারিশ্রমিক চাই না, আমি কেবল চাই যে, যে ইচ্ছা করে সে তার প্রভূর পথ অবলম্বন করুক।

(৫৮) আর তুমি সেই চিরঞ্জীব আল্লাহর উপর ভরসা রাখ যার মৃত্যু নেই, এবং তাঁর প্রশংসার সাথে স্তুতি কর। তিনি তাঁর বান্দাদের পাপের খবর রাখার জন্য যথেষ্ট। (৫৯) যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং যা কিছু এর মধ্যে আছে তা ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃএব সিংহাসনে আসীন হয়েছেন। করুণাময়, অতঃ পর কোন অবগত ব্যক্তির কাছে তাঁর সম্পর্কে জিজ্ঞাসা কর। (৬০) ওদেরকে যখন বলা হয় যে, "করুণাময়কে সেজদা কর" তখন ওরা বলে, করুণাময় আবার কি ? আমরা কি ওকে সেজদা করব যাকে তোমরা সেজদা করতে বলছ ? আর তাদের বিমুখতা আরও বেড়ে যায়।

(৬১) অত্যন্ত বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) ওই সত্তা, তিনি আকাশে রাশিচক্র স্থাপন করেছেন এবং তাতে এক বিরাট প্রদীপ (সূর্য) আর এক ঝলমলে চন্দ্র স্থাপন করেছেন। (৬২) আর তিনিই রাত ও দিনকে পরস্পরাগত করেছেন। ওদের জন্য যারা শিক্ষাগ্রহণ করতে চায় এবং কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে চায়।

(৬৩) আর করুণাময়ের বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে নম্রভাবে চলাফেরা করে। এবং মূর্খরা যখন তাদের সঙ্গে কথা বলে তখন তারা বলে সালাম। (৬৪) আর যে তার প্রভূর সামনে সেজদারত ও দণ্ডায়মান অবস্থায় রাত কাটায়। (৬৫) আর যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের থেকে নরকের শাস্তিকে দূরে রেখ। নিঃসন্দেহে তাদের শাস্তি একটা বড় সর্বনাশ। (৬৬) নিঃসন্দেহে সেটা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা ও নিকৃষ্ট অবস্থানস্থল। (৬৭) আর ওই লোকরো যখন ব্যয় করে তখন না অপব্যায় করে আর না

কৃপনতা করে, বরং তা হয় এর মাঝামাঝি একটা মধ্যম পন্থার। (৬৮) আর যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন উপাস্যকে ডাকে না। এবং আল্লাহ কতৃক অবৈধ ঘোষিত কোন প্রাণ যথার্থ কারণ ছাড়া হত্যা করে না। আর ব্যভিচার করে না। আর যে ব্যক্তি এধরনের কাজ করবে তার শাস্তির ভাগীদার সে হবে। (৬৯) কেয়ামতের দিনে তার শাস্তি বেড়েই চলবে। আর সে সেখানে অপমানিত হয়ে চিরকাল থাকবে। (৭০) কিন্তু যে অনুতপ্ত হয় এবং ঈমান আনে আর সৎকাজ করে, তাহলে আল্লাহ এধরনের লোকদের পাপসমূহ পূর্ণ্য দ্বারা পরিবর্তন করে দেবেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (৭১) আর যে ব্যক্তি অনুতপ্ত হয় এবং ভালকাজ করে সে বাস্তবে আল্লাহর দিকেই ফিরে আসে।

(৭২) আর যারা মিথ্যা কাজে অংশগ্রহণ করে না, এবং কোন অশ্লীল কাজের সন্মুখীন হলে তা গম্ভিরভাবে পরিহার করে। (৭৩) তারা এমন যে, যখন তাদের প্রভূর আয়াতের মাধ্যমে তাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয় তখন তারা বধির ও অন্ধ হয়ে থাকে না। (৭৪) আর যারা বলে, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের জন্য আমাদের স্ত্রী ও সন্তানদের দিক থেকে আমাদের চোখ জুড়িয়ে দাও, এবং আমাদেরকে খোদাভীরুতার নায়ক বানিয়ে দাও।

(৭৫) এমন লোকদেরকে তাদের ধৈর্যের কারণে উচ্চ মহল দেওয়া হবে। সেখানে তাদেরকে অভিবাদন ও সালাম দিয়ে স্বাগত জানান হবে। (৭৬) তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। বাসস্থান ও অবস্থানস্থল হিসাবে তা কতই না উত্তম। (৭৭) বলো আমার প্রভূ তোমাদের পরোয়া করেন না, যদি তোমরা মিথ্যা মনে কর তাহলে সেই জিনিষ অবধারিত ভাবে ঘটবেই ঘটবে।

২৬. সূরাহ আশ-শুআরা (কবিগণ)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) ত্ব-সীন মীম।

(২) এগুলো সুস্পষ্ট কেতাবের আয়াত। (৩) সম্ভবতঃ তুমি নিজেকে নষ্ট করে ফেলবে একারণে যে, তারা বিশ্বাস আনছেনা। (৪) আমি যদি ইচ্ছা করি তাহলে তাদের কাছে আকাশ থেকে কোন নিদর্শন নামিয়ে দিতে পারি। যার সামনে তাদের ঘাড়গুলো নত হয়ে যাবে। (৫) তাদের কাছে করুণাময়ের পক্ষ থেকে কোন নতুন উপদেশ এলেই তারা তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। (৬) অতএব ওরা অবিশ্বাসই করেছে। তাই ওরা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত তার বাস্তবিকতা ওরা শীঘ্রই জানবে।

(৭) তারা কি ভুমির দিকে চেয়ে দেখেনি? তাতে আমরা কত রকমের উৎকৃষ্ট জিনিষ উৎপন্ন করেছি। (৮) নিশ্চয়ই এর মধ্যে নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই বিশ্বাসী নয়। (৯) আর নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১০) আর যখন তোমাদের প্রভূ মূসাকে ডেকে বললেন যে, অত্যাচারী লোকদের কাছে যাও। (১১) ফেরাউনের লোকদের কাছে, তারা কি ভয় করে না? (১২) (মূসা) বলল, প্রভূ! আমি আশঙ্কা করছি তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে। (১৩) আর আমার মন ছোটো হয়ে যাচ্ছে। এবং আমার জিহ্বা দ্রুত চলেনা। অতঃএব তুমি হারুনের কাছে বার্তা পাঠাও। (১৪) আমার বিরুদ্ধে তাদের একটি অভিযোগও আছে। অতএব আমার ভয় হয়, তারা আমাকে হত্যা করে ফেলবে।

(১৫) বললেন, কখনই নয়। অতঃপর তোমরা দু'জনেই আমাদের নিদর্শন

নিয়ে যাও। আমিও তোমাদের সাথে থাকব এবং সব শুনব। (১৬) অতএব তোমরা দু'জনে ফেরাউনের কাছে গিয়ে বলবে আমরা বিশ্বজগতের প্রভূর দূত। (১৭) তুমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের আমাদের সাথে যেতে দাও। (১৮) ফেরাউন বলল, আমরা কি তোমাকে ছোটবেলায় আমাদের কাছে লালন-পালন করিনি? আর তুমি তো তোমার বয়সের অনেকগুলি বছর আমাদের সাথে কাটিয়েছ। (১৯) আর তুমি তোমার সেই কর্মটিও করেছ যা করার। আর তুমি বড় অকৃতজ্ঞ।

(২০) মূসা বলল, সেই সময় আমি এটা করেছিলাম এবং আমার এটা অপরাধ হয়ে গেছে। (২১) অতঃপর আমি তোমাদের ভয়ে তোমাদের থেকে পালিয়ে যাই। তারপর আমার প্রভূ আমাকে প্রজ্ঞা দান করেছেন আর আমাকে তাঁর রসূলদের মধ্যে একজন বানিয়েছেন। (২২) আর তুমি আমাকে যে অনুগ্রহের খোটা দিচ্ছ তাতো এই যে, তুমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের দাস বানিয়ে রেখেছ। (২৩) ফেরাউন বলল, বিশ্বজগতের প্রভূ (রব্বুল আলামীন) আবার কি জিনিষ? (২৪) মূসা বলল, আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার সবকিছুর প্রভূ। যদি তোমরা বিশ্বাস করো। (২৫) (ফেরাউন) তার চারপাশের লোকদের বলল, তোমরা কি শুনছনা? (২৬) মূসা বলল, তিনি তোমাদেরও প্রভূ। এবং তোমাদের পূর্ব পূরুষদেরও। (২৭) ফেরাউন বলল, তোমাদের এই রসূল যাকে তোমাদের কাছে পাঠান হয়েছে একটা পাগল। (২৮) মূসা বলল, তিনি পূর্ব-পশ্চিম ও তার মধ্যবর্তী সবকিছুর প্রভূ, যদি তোমরা বুঝতে। (২৯) (ফেরাউন) বলল, যদি তুমি আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে উপাস্য বানাও তাহলে তোমাকে বন্দী করব। (৩০) মূসা বলল, যদি আমি কোন স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসি তবুও? (৩১) ফেরাউন বলল, তাহলে তা নিয়ে এস যদি তুমি সত্যবাদী হও (৩২) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল,

দেখা গেল সেটি একটি স্পষ্ট অজগর। (৩৩) তারপর সে তার হাত বের করল, হঠাৎ দর্শকরা দেখল সেটা ঝলমল করছে। (৩৪) ফেরাউন আশপাশের সরদারদের বলল, এতো একটা বিজ্ঞ যাদুকর। (৩৫) সে চাইছে তার যাদুর মাধ্যমে তোমাদের দেশছাড়া করতে। এখন তোমরা কি পরামর্শ দিচ্ছ?

(৩৬) পারিষদবর্গ বলল, একে আর এর ভাইকে কিছুটা অবকাশ দিন, এবং নগরে ঘোষক পাঠিয়ে দিন। (৩৭) যাতে তারা প্রত্যেক অভিজ্ঞ যাদুকরদিগের আপনার কাছে নিয়ে আসে। (৩৮) অতঃপর এক নির্দিষ্ট দিনে যাদুকরদের একত্রিত করা হল। (৩৯) আর লোকদের বলা হল যে, তোমরাও একত্রিত হচ্ছ তো? (৪০) যাতে আমরা যাদুকরদের সাথে থাকতে পারি। যদি তারা বিজয়ী হয়। (৪১) তারপর যখন যাদুকরেরা এল তখন তারা ফেরাউনকে বলল, আমরা যদি বিজয়ী হই তাহলে আমাদের জন্য কোন পুরুষ্কার আছে কি? (৪২) সে বলল, হ্যাঁ, তোমরা তখন আমার নিকটজনদের মধ্যে গণ্য হবে।

(৪৩) মূসা তাদের বলল, তোমরা যা নিক্ষেপ করতে চাও নিক্ষেপ কর। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের দড়ি আর লাঠিগুলো নিক্ষেপ করল, আর বলল, ফেরাউনের শক্তির শপথ, আমরাই বিজয়ী হব। (৪৫) তখন মূসা তার লাঠি নিক্ষেপ করল, আর সহসাই দেখা গেল, তারা যা বানিয়েছিল সে তা সব গিলে ফেলছে। (৪৬) তখন যাদুকরেরা সেজদায় পড়ে গেল। (৪৭) তারা বলল, আমরা বিশ্বজগতের প্রভূর প্রতি বিশ্বাস আনলাম। (৪৮) যিনি মূসা ও হারুনের প্রভূ।

(৪৯) ফেরাউন বলল, আমরা অনুমতি দেওয়ার পূর্বেই তোমরা একে মেনে নিলে। নিশ্চয়ই সে তোমাদের গুরু, যে তোমাদেরকে যাদু শিখিয়েছে। অতঃপর এখন তোমরা জানতে পারবে। আমি তোমাদের একদিকের হাত

এবং অন্য দিকের পা কেটে দেব এবং তোমাদের সবাইকে শূলে চড়াব। (৫০) তারা বলল, কোন ক্ষতি নেই। আমরা তো আমাদের প্রভূর কাছেই পৌঁছে যাব। (৫১) আমরা আশাকরি, আমাদের প্রভূ আমাদের পাপসমূহ মার্জনা করে দেবেন। এজন্য যে আমরা প্রথমেই ঈমান এনেছি।

(৫২) আমরা মূসাকে এই বলে ওহী (শ্রুতি) পাঠালাম যে, তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে বেরিযে পড়। নিশ্চয়ই তোমাদের পিছনে ধাওয়া করা হবে। (৫৩) অতঃপর ফেরাউন নগরগুলোতে দূত পাঠাল। (৫৪) এরা তো একটা ছোট দল। (৫৫) আর এরা আমাকে রাগন্বিত করে দিয়েছে। (৫৬) আর আমরা এক সতর্ক দল। (৫৭) অতএব আমি ওদেরকে বাগ-বাগীচা ও ঝর্ণা থেকে বের করে দিলাম। (৫৮) আর ধন-ভাণ্ডার ও সন্মানজনক স্থান থেকে (৫৯) এটা তো হল, আর আমরা ঈসরায়িলের সন্তানদের এই সব জিনিষের উত্তরাধিকারী বানিয়ে দিলাম।

(৬০) অতঃপর ওরা সূর্যোদয়কালে তাদের পিছনে এসে পড়ল। (৬১) যখন দুই দল মুখোমুখী হয়ে গেল তখন মূসার সঙ্গিরা বলতে লাগল, আমরা তো ধরা পড়ে গেছি। (৬২) মূসা বলল, কখনই নয়। আমার প্রভূ আমার সাথে আছেন। তিনিই আমাকে পথ বলে দেবেন। (৬৩) অতঃপর আমি মূসাকে আদেশ দিলাম, তোমার লাঠি দিয়ে সমুদ্রে আঘাত কর। এতে সমুদ্র বিদীর্ণ হল এবং প্রত্যেক ভাগ বিশাল পর্বতের মত হয়ে গেল। (৬৪) তারপর আমরা অপর পক্ষকে সেখানে পৌঁছে দিলাম। (৬৫) আর আমরা মূসা ও তার সাথীদের বাঁচিয়ে দিলাম। (৬৬) তারপর অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (৬৭) নিঃসন্দেহে এই ঘটনার মধ্যে এক বড় নিদর্শন আছে। আর তাদের অধিকাংশরাই বিশ্বাসী নয়। (৬৮) আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ পরাক্রমশালী, পরমদয়ালু।

(৬৯) আর এদেরকে ইবরাহীমের ঘটনা শোনাও। (৭০) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল যে, তোমরা কিসের উপাসনা কর? (৭১) ওরা বলল, আমরা মূর্তিদের উপাসনা করি আর আমরা নিরন্তর এতেই দৃঢ় থাকব। (৭২) ইবরাহীম বলল, এরা কি তোমাদের ডাক শুনতে পায়? যখন তোমরা এদের ডাক। (৭৩) বা এরা তোমাদের লাভ-ক্ষতি করতে পারে? (৭৪) তারা বলল, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের এমনই করতে দেখেছি।

(৭৫) ইবরাহীম বলল, তোমরা কি তাদের সম্বন্ধে ভেবে দেখেছ যাদের পূজো করছ। (৭৬) তোমরা ও তোমাদের বড়রাও? (৭৭) এরা সব আমার শত্রু। সৃষ্টি জগতের প্রভূ ব্যতীত। (৭৮) যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন, তিনিই আমাকে পথ দেখান। (৭৯) এবং যিনি আমাকে খাওয়ান ও পান করান। (৮০) আর যখন আমি অসুস্থ হই তিনিই আমাকে সুস্থ করেন। (৮১) যিনি আমাকে মৃত্যু প্রদান করবেন তিনিই আমাকে জীবিত করবেন। (৮২) আর তিনিই যাঁর প্রতি আমি আশা রাখি যে, প্রতিফল দিবসে আমার ভূল-ভ্রান্তি ক্ষমা করবেন।

(৮৩) হে আমার প্রভূ! আমাকে বিবেক দান কর এবং আমাকে সৎকর্মপরায়নদের অন্তর্ভূক্ত কর। (৮৪) পরবর্তীদের মধ্যে আমার বচন সত্য রেখ। (৮৫) আর আমাকে উদ্যানের নেয়ামতের উত্তরাধিকারি কর। (৮৬) আর আমার পিতাকে ক্ষমা কর। অবশ্যই সে পথভ্রষ্ট লোকদের অন্তর্গত। (৮৭) আর যেদিন লোকদেরকে পূনরায় ওঠানো হবে সেদিন আমাকে অপমানিত করো না। (৮৮) যেদিন না সম্পত্তি কাজে আসবে না সন্তান। (৮৯) কেবল সে ছাড়া যে আল্লাহর নিকট নিষ্কপট হৃদয় নিয়ে আসবে।

(৯০) আর জান্নাত খোদাভীরুদের কাছে আনা হবে। (৯১) এবং নরককে

বিপথগামীদের সামনে উন্মোচিত করা হবে। (৯২) আর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা, তোমরা যাদের উপাসনা করতে। (৯৩) আল্লাহ ছাড়া! তারা কি তোমাদের সাহায্য করবে, অথবা তারা কি নিজেদের বাঁচাতে পারছে? (৯৪) তারপর তাদের অধোমুখী করে ওতে নিক্ষেপ করা হবে। (৯৫) তারা আর পিথগামীরা এবং ইবলিসের সেনা, সবাইকে। (৯৬) তারা সেখানে বিতর্কে লিপ্ত হয়ে বলবে, (৯৭) আল্লাহর শপথ, আমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে ছিলাম। (৯৮) যখন আমরা তোমাকে জগৎ প্রভূর সমান সাব্যস্ত করতাম। (৯৯) অপরাধীরাই আমাদেরকে বিভ্রান্ত করেছিল। (১০০) এখানে আমাদের কোন সুপারিশকারী নেই। (১০১) আর না কোন শুভাকাঙ্খী বন্ধু ও। (১০২) হায়, আমরা একবার যদি ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেতাম তাহলে আস্থাবান হয়ে যেতাম। (১০৩) নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন আছে, কিন্তু ওদের মধ্যে অধিকাংশই আস্থাবান নয়। (১০৪) আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১০৫) নূহের সম্প্রদায় রসূলদের অবিশ্বাস করেছিল। (১০৬) যখন তাদের ভাই নূহ তাদেরকে বলল, তোমাদের কি ভয় নেই? (১০৭) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। (১০৮) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। আর আমার কথা মানো। (১০৯) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা। বিশ্বজগতের প্রভূই আমার প্রতিদান দেবেন। (১১০) অতঃএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১১১) ওরা বলল, যেখানে নিম্নশ্রেণীর লোকেরা তোমার অনুসরণ করছে সেখানে আমরা কিভাবে তোমার কথা মানি? (১১২) নূহ বলল, তারা কি করছে আমি তা কি জানি? (১১৩) এর হিসাব তো আমার প্রভূর কাছে আছে। যদি তোমরা জানতে। (১১৪) আর আমি মোমীনদেরকে

(আস্থাবানদেরকে) তাড়িয়ে দিতে পারি না। (১১৫) আমি তো কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

(১১৬) তারা বলল, হে নূহ! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে তোমাকে পাথর মেরে হত্যা করা হবে। (১১৭) নূহ বলল, প্রভূ! আমার লোকেরা তো আমাকে অবিশ্বাস করল। (১১৮) অতঃপর আমার আর তাদের মাঝে ফয়সালা করে দাও। আর আমাকে এবং আমার সাথে যে আস্থাবানেরা আছে তাদেরকে রক্ষা কর। (১১৯) তখন আমি তাকে এবং তার সাথীদেরকে একটি বোঝাইকৃত নৌকায় রক্ষা করলাম। (১২০) এরপর আমরা অবশিষ্টদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (১২১) এর মধ্যে অবশ্যই নিদর্শন আছে। কিন্তু তাদের অধিকাংশই মানেনা। (১২২) আর তোমার প্রভূ অবশ্যই সেই পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১২৩) আদ সম্প্রদায় রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। (১২৪) যখন তাদের ভাই হুদ তাদেরকে বলল, তোমাদের কি ভয় নেই? (১২৫) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। (১২৬) অতঃএব আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১২৭) আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোনো প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রভূর কাছে রয়েছে। (১২৮) তোমরা কি প্রত্যেক উঁচু জায়গায় অযথা স্মারক তৈরী করছ? (১২৯) আর বড় বড় অট্টালিকা তৈরী করছ। মনে করছ তোমরা এখানে চিরকাল থাকবে। (১৩০) আর তোমারা যখন কারো উপর হাত তোল তখন স্বেচ্ছাচারী হয়ে নির্দয়ভাবে হাত তোল। (১৩১) এতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১৩২) সেই আল্লাহকে ভয় কর যিনি তোমাদেরকে সেইসব জিনিষ দ্বারা সাহায্য করেছেন যা তোমরা জান। (১৩৩) তিনিই তোমাদের সাহায্য করেছেন পশু সম্পদ এবং সন্তান দ্বারা।

(১৩৪) এবং বাগান ও ঝরনা দ্বারা। (১৩৫) আমি তোমাদের জন্য এক ভয়ানক দিনের শাস্তির আশংকা করছি।

(১৩৬) ওরা বলল, আমাদের জন্য উভয়ই সমান, তুমি আমাদের উপদেশ দাও আর না দাও। (১৩৭) এতো কেবল পূর্বের লোকদের স্বভাব (১৩৮) আমাদের উপর কোন শাস্তি আসবে না। (১৩৯) অতএব তারা তাকে অবিশ্বাস করল। তারপর আমি ওদের ধ্বংস করে দিলাম, নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন আছে। এদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই মানেনা। (১৪০) আর নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ সেই পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

(১৪১) সামুদ সম্প্রদায় রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। (১৪২) যখন তাদের ভাই সলেহ তাদেরকে বলল, তোমাদের কি ভয় নেই। (১৪৩) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। (১৪৪) অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং আমার আনুগত্য কর। (১৪৫) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রভূই দেবেন। (১৪৬) তোমাদের কি এখানকার ভোগ-সামগ্রীর মধ্যে নিরাপদ রেখে দেওয়া হবে? (১৪৭) উদ্যান আর ঝরনার মধ্যে? (১৪৮) ফসলের ক্ষেত আর রসাল মঞ্জরীবিশিষ্ট খেজুরের মধ্যে? (১৪৯) আর তোমরা পাহাড় কেটে কেটে গর্ব করে ঘর তৈরী করছ। (১৫০) আল্লাহকে ভয় কর, আমার কথা মানো (১৫১) আর সীমা লংঘনকারীদের কথা মান্য করোনা। (১৫২) যারা পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করে আর সংশোধন করেনা।

(১৫৩) তারা বলল, তোমার উপরে তো কেউ যাদু করে দিয়েছে। (১৫৪) তুমিতো আমাদের মতই একজন মানুষ, অতএব যদি তুমি সত্য হও তাহলে কোন নিদর্শন উপস্থিত কর। (১৫৫) সলেহ বলল, এটা একটা উষ্ট্রী। এর পানি পান করার একটা পালা আছে। আর একটা নির্দ্ধারিত দিনে তোমাদের

জন্যও পালা আছে। (১৫৬) তোমরা এর কোন ক্ষতি করোনা। তাহলে তোমাদের উপর এক ভয়ানক শাস্তি এসে পাকড়াও করবে। (১৫৭) কিন্তু তারা উষ্ট্রীকে হত্যা করল। এবং অপমানিত হয়ে রইল। (১৫৮) অতঃপর তাদের উপরে শাস্তি নেমে এল। এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই তা মানেনি। (১৫৯) নিঃসন্দেহে তোমাদের ওই প্রভূ মহা পরাক্রমশালী পরম দয়ালু।

(১৬০) লূতের সম্প্রদায়ও রসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল। (১৬১) যখন তাদের ভাই লূত তাদেরকে বলল, তোমাদের কি ভয় নেই? (১৬২) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। (১৬৩) অতঃএব আল্লাহকে ভয় কর আর আমার কথা মানো। (১৬৪) এর জন্য আমি তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাইনা, আমার প্রতিদান বিশ্বজগতের প্রভূ আল্লাহর কাছে আছে। (১৬৫) তোমরা কি পৃথিবীতে পুরুষে গমন কর? (১৬৬) আর তোমাদের প্রভূ তোমাদের জন্য যে স্ত্রীদের সৃষ্টি করেছেন তাদেরকে বর্জন কর? তোমরা তো এক সীমালংঘনকারী সম্প্রদায়।

(১৬৭) ওরা বলল, হে লূত! তুমি যদি বিরত না হও তাহলে অবশ্যই তোমাকে বের করে দেওয়া হবে। (১৬৮) সে বলল, তোমাদের এই কূ-কর্মে আমি যথার্থই বিরক্ত। (১৬৯) হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকেও আমার পরিবারকে এদের কূ-কর্ম থেকে রক্ষা কর। (১৭০) অতঃপর আমরা তাকে আর তার পরিবারকে রক্ষা করলাম। (১৭১) কেবল এক বৃদ্ধা ব্যতীত যারা তাদের সাথে রয়ে গিয়েছিল। (১৭২) তারপর আমরা অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিলাম। (১৭৩) তাদের উপরে আমরা মেঘ পাঠালাম, যা তাদের উপর প্রবল বর্ষন করল। যে সম্মন্ধে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল।

(১৭৪) এর মধ্যে অবশ্যই এক নিদর্শন আছে কিন্তু তাদের অধিকাংশই মানে না। (১৭৫) আর তোমার প্রভূ তো পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১৭৬) আইকার অধিবাসীরা রসূলদেরকে অবিশ্বাস করেছিল। (১৭৭) যখন শোয়ায়েব ওদেরকে বলল, তোমরা কি ভয় কর না? (১৭৮) আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত রসূল। (১৭৯) অতঃএব আল্লাহকে ভয় কর আমার কথা মানো। (১৮০) এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না। আমার প্রতিদান তো বিশ্বজগতের প্রভূর কাছে আছে। (১৮১) তোমরা মাপে পুরোপুরি দেবে, যারা মাপে কম দেয় তাদের দলভুক্ত হয়োনা। (১৮২) আর সঠিক দাঁড়ি পাল্লায় ওজন কর। (১৮৩) আর লোকদের জিনিষ পত্রে কম দেবে না এবং পৃথিবীতে অশান্তি সৃষ্টি করবে না। (১৮৪) আর সেই সত্তাকে ভয় কর যিনি তোমাদের সৃষ্টি করেছেন, এবং তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকেও।

(১৮৫) তারা বলল, তোমার উপর কেউ যাদু করেছে। (১৮৬) আর তুমি তো আমাদের মতই একজন মানুষ। আমাদের ধারণা তুমি একজন মিথ্যাবাদী। (১৮৭) অতএব আমাদের উপর আকাশের কোন খণ্ড ফেল দেখি, যদি তুমি সাচ্চা হও। (১৮৮) শোয়াএব বলল, তোমরা যা করছ আমার প্রভূ তা ভালই জানেন। (১৮৯) সুতরাং তারা তাকে অবিশ্বাস করল। ফলে মেঘাচ্ছন্ন দিনের শাস্তি তাদেরকে পাকড়াও করল। (১৯০) সে এক ভয়ংকর দিন ছিল। অবশ্যই এর মধ্যে নিদর্শন আছে। তাদের অধিকাংশই তা মানে না। (১৯১) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(১৯২) আর নিঃসন্দেহে এটা বিশ্বজগতের প্রভূ আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ বাণী। (১৯৩) এটাকে বিশ্বস্ত ফেরেশতা নিয়ে এসেছে। (১৯৪) তোমার অন্তরে, যাতে তুমি সতর্ককারীদের অন্তর্ভুক্ত হতে পার।

(১৯৫) স্পষ্ট আরবী ভাষায়। (১৯৬) এবং এর উল্লেখ পূর্ববর্তী লোকদের কিতাবে করা হয়েছে। (১৯৭) আর এটা কি এদের জন্য নিদর্শন নয় যে, ঈসরায়িলের সন্তানদের বংশের আলেমগণ (বিদ্বানগণ) জানে।

(১৯৮) আর যদি আমরা এটা কোন আজমীর (অনারব) উপর অবতারিত করতাম। (১৯৯) এবং সে একে পড়ে শোনাত তাহলে এরা তা বিশ্বাস করত না। (২০০) এভাবেই আমরা ঈমান না আনা অপরাধীদের অন্তরে ঢুকিয়ে দিয়েছি। (২০১) এরা ঈমান আনবেনা যতক্ষণ না এরা কোন ভয়ংকর শাস্তি দেখে নেয়। (২০২) অতএব এদের কাছে সেই শাস্তি হঠাৎই এসে পড়বে, তারা বুঝতেই পারবে না। (২০৩) তখন এরা বলবে, আমরা কি একটু সময় পেতে পারি?

(২০৪) তারা কি আমার শাস্তি দ্রুত কামনা করছে? (২০৫) বলে দাও, যদি আমি তাদের কিছু বছর উপভোগ করতে দিই (২০৬) তারপর তাদের উপরে সেই জিনিষ এসে পড়ে যা থেকে এদেরকে সতর্ক করা হয়েছে। (২০৭) তাহলে তাদেরএই লাভ কি কাজে আসবে? (২০৮) আমরা কোন জনপদ ধ্বংস করিনি যার জন্য সতর্ককারী দল ছিলনা (২০৯) স্মরণ করানোর জন্য, আমরা অত্যাচারী নই। (২১০) শয়তানেরা এ নিয়ে অবতীর্ণ হয়নি। (২১১) না তারা এর যোগ্য, আর না তারা এরকম করতে পারে। (২১২) তাদেরকে এর শোনা থেকে বিরত করে দেওয়া হয়েছে।

(২১৩) অতএব আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে আহ্বান করো না, পাছে তুমি শাস্তিপ্রাপ্তদের অন্তর্ভুক্ত হও। (২১৪) আর তোমার নিকটাত্মীয়দেরকে সতর্ক করে দাও। (২১৫) তোমার অনুসারী মোমিনদের (আস্থাবানদের) প্রতি বিনয়ী হও। (২১৬) অতএব যদি তারা তোমাকে অস্বীকার করে তাহলে বল, যা কিছু তোমরা করছ তাতে আমি বিরক্ত। (২১৭) আর

পরাক্রমশালী, দয়াময় আল্লাহ উপর ভরসা রাখো। (২১৮) যিনি তোমাকে দেখতে পান যখন তুমি ওঠ (২১৯) নামাযীদের সাথে তোমাদের গতিবিধিও। (২২০) নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(২২১) আমি কি তোমাকে বলব যে, শয়তান কার উপর অবতীর্ণ হয়? (২২২) সে প্রত্যেক মিথ্যাবাদী পাপীদের উপর অবতীর্ণ হয়। (২২৩) তারা কান পাতে এবং তাদের অধিকাংশই মিথ্যাবাদী। (২২৪) দিশাহীন লোকেরাই কবিদের পিছনে চলে। (২২৫) তুমি কি দেখনি? যে ওরা প্রত্যেক উপত্যকায় উদভ্রান্ত হয়ে ঘুরে বেড়ায়। (২২৬) আর সে যা বলে তা করে না। (২২৭) কিন্তু যারা ঈমান আনে আর সৎকর্ম করে এবং তারা আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে আর অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে। আর অত্যাচারীরা শিঘ্রই জানতে পারবে যে, তাদের কেমন স্থানে ফিরে যেতে হবে।

২৭. সূরাহ আন-নমল্ (পিপীলিকা)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) ত্বা-সীন।

এগুলো কুরআন ও এক স্পষ্ট কিতাবেবর আয়াত। (২) বিশ্বাসীদের জন্য পথ নির্দেশ ও সুসংবাদ। (৩) যারা নামায কায়েম করে, যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় করে আর পরলোক বিশ্বাস করে। (৪) যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তাদের কর্মকাণ্ডকে আমরা তাদের জন্য শোভনীয় করেছি, অতঃএব তারা বিভ্রান্ত হচ্ছে। (৫) এদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট শাস্তি এবং পরলোকে এরা সর্বাধিক ক্ষতিগ্রস্ত হবে। (৬) আর নিঃসন্দেহে তোমাকে কুরআন দেওয়া হচ্ছে এক পরম প্রাজ্ঞ ও মহাজ্ঞানীর পক্ষ থেকে।

(৭) যখন মূসা তার পরিবারকে বলেছিল, আমি একটা আগুন দেখতে পেয়েছি সেখান থেকে কোন সংবাদ আনছি অথবা আগুনের কোন অঙ্গার আনছি যাতে তোমরা তাপ নিতে পার। (৮) সে যখন তার কাছে পৌঁছাল তখন তাকে সম্বোধন করে বলা হল, বরকতময় তিনি যিনি আগুনের মধ্যে আছেন এবং যে তার পাশে আছে। আর আল্লাহ পবিত্র যিনি সমস্ত বিশ্ব-জগতের প্রভূ।

(৯) হে মূসা! আমিই আল্লাহ! পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। (১০) তুমি তোমার লাঠিটি নিক্ষেপ কর। অতঃপর সে যখন সেটিকে সাপের মত নড়তে দেখল তখন সে ঘুরে চলে এল এবং পিছনে ফিরে তাকাল না। হে মূসা! ভয় পেওনা, আমার সামনে দূতগণ ভয় পায়না। (১১) কিন্তু যে অন্যায় করে ফেলে তার কথা ভিন্ন। অবশ্য পরে সে মন্দ কাজের পরিবর্তে ভাল কাজ করলে আমি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১২) আর তুমি তোমার হাত বগলে ঢুকাও, দেখবে কোন ত্রুটি ছাড়াই তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। এই দুটো মিলিয়ে নয়টি নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সম্প্রদায়ের নিকট যাও। নিঃসন্দেহে ওরা অবাধ্য জনগোষ্ঠি। (১৩) অতএব যখন তাদের কাছে আমাদের স্পষ্ট নিদর্শন এলো তারা বলল, এতো পরিষ্কার যাদু। (১৪) আর তারা সেগুলো প্রত্যাখ্যান করল, যদিও তাদের মন সেগুলো বিশ্বাস করেছিল। অন্যায়ভাবে এবং অহঙ্কার বশতঃ অতএব দেখ অশান্তি সৃষ্টিকারীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল।

(১৫) আর আমরা দাউদ ও সোলায়মানকে জ্ঞান প্রদান করলাম। তারা দু'জনেই বলল, সকল প্রশংসা সেই আল্লাহর যিনি আমাদের তাঁর অনেক বিশ্বাসী বান্দার উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছেন। (১৬) আর দাউদের উত্তরাধিকারী হয়েছিল সোলায়মান। সে বলেছিল, হে লোক সকল! আমাকে পাখিদের

ভাষা শেখানো হয়েছে এবং আমাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে। অবশ্যই এটা স্পষ্ট অনুগ্রহ।

(১৭) আর সোলাইমানের জন্য তার সেনা একত্রিত করা হল, জ্বিন, মানুষ, পাখী। অতঃপর তার বাহিনী প্রস্তুত করা হল। (১৮) এমনকি যখন পিঁপড়েদের উপত্যাকায় এল, তখন এক পিঁপড়ে বলল, হে পিঁপড়েরা তোমরা গর্তে প্রবেশ কর। যাতে সোলায়মান ও তার সৈন্যরা তোমাদের পিষে না ফেলে। (১৯) পিঁপড়ের কথা শুনে সোলায়মান মৃদু হাঁসল আর বলল, হে প্রভূ ! আমাকে শক্তি দাও, যেন তোমার অনুগ্রহের কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি যা তুমি আমার আর আমার মাতা-পিতার উপর করেছ। আর আমি যেন ভাল কাজ করতে পারি যে কাজ তোমার পছন্দ। আর তুমি স্বীয় অনুগ্রহে আমাকে তোমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভুক্ত কর।

(২০) আর সোলায়মান পাখিদের নিরিক্ষন করল আর বলল, কি ব্যাপার হুদহুদ কে দেখছিনা তো ? নাকি সে অনুপস্থিত ? (২১) অবশ্যই আমি তাকে কঠোর শাস্তি দেব, কিংবা জবাই করে ফেলব, অথবা সে আমার কাছে কোন স্পষ্ট কারণ উপস্থিত করবে। (২২) অল্পক্ষনের মধ্যেই হুদহুদ এসে হাজির হল এবং বলল, আমি এমন একটা তথ্য নিয়ে এসেছি যা আপনারও অজানা। সাবা রাজ্য থেকে একটি নিশ্চিত সংবাদ নিয়ে এসেছি। (২৩) আমি দেখে এসেছি যে, একজন মহিলা সেখানে রাজত্ব করছে। তাকে সবকিছুই দেওয়া হয়েছে। তার একটি বড় সিংহাসন আছে। (২৪) আমি দেখলাম সে আর তার প্রজারা আল্লাহর পরিবর্তে সূর্যকে সেজদাহ করছে। শয়তান তাদের কাজকর্ম তাদের কাছে আকর্ষনীয় করে তুলেছে এবং তাদেরকে সৎপথ থেকে বিরত রেখেছে, অতএব তারা পথ পাচ্ছেনা। (২৫) যাতে তারা আল্লাহকে সেজদা করে, যিনি আকাশ ও পৃথিবীর গোপন বস্তুসমূহ প্রকাশ করেন।

আর তিনি জানেন যা কিছু তোমরা প্রকাশ্যে বা গোপনে কর।(২৬) আল্লাহ! তিনি ব্যতিত কোন উপাস্য নেই। মহাসিংহাসনের তিনিই অধিশ্বর।

(২৭) সোলায়মান বলল, আমরা দেখব, তুমি সত্য বলছ নাকি তুমি মিথ্যাবাদী। (২৮) আমার এই পত্রটি নিয়ে যাও এটি তাদের কাছে দেবে, তারপর সেখান থেকে সরে পড়বে। তারপর দেখবে তারা কি প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে। (২৯) সাবার রাণী বলল, পারিষদবর্গ! আমার কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ পত্র পাঠান হয়েছে। (৩০) সোলাইমানের পক্ষ থেকে পাঠান হয়েছে। আর তা এই যে, শুরু আল্লাহর নামে যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু। (৩১) তোমরা আমার অবাধ্য হয়োনা বরং স্বীকার করে আমার কাছে এস। (৩২) রানী বলল হে পারিষদবর্গ! আমার এই ব্যাপারটিতে তোমরা আমাকে পরামর্শ দাও। তোমাদের উপস্থিতি ছাড়া আমি তো কোন চুড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করি না। (৩৩) তারা বলল, আমরা ক্ষমতাবান এবং প্রচণ্ড শক্তিধর, তবে সিদ্ধান্ত গ্রহণের অধিকার আপনার। অতএব আপনি দেখুন আপনি কি নির্দেশ দেবেন। (৩৪) রানী বলল, রাজা বাদশাহরা যখন কোন জনপদে প্রবেশ করে তখন তারা তাকে তছনছ করে দেয় এবং সেখানকার সম্মানিত লোকদের লাঞ্ছিত করে। এরাও তাই করবে। (৩৫) আমি তাদের কাছে কিছু উপঢৌকণ পাঠাচ্ছি তারপর দেখি দূতেরা কি জবাব নিয়ে আসে।

(৩৬) অতঃপর দূত যখন সোলায়মানের কাছে এল, তখন সে বলল, তোমরা কি আমাকে সম্পদ দিয়ে সাহায্য করতে চাও? আল্লাহ আমাকে যা দিয়েছেন তা তার চাইতে উত্তম যা তোমাদেরকে দিয়েছেন তোমরা বরং তোমাদের উপঢৌকণ নিয়ে প্রসন্ন হও। (৩৭) তাদের কাছে ফিরে যাও। আমরা সেখানে এমন সেনাদল নিয়ে আসব যার মোকাবিলা করার শক্তি তাদের নেই আর আমরা তাদের সেখান থেকে অপমানিত করে বের করে দেব এবং তারা তিরস্কৃত হবে।

(৩৮) সোলায়মান বলল, হে পারিষদবর্গ! তাদের আত্মসমর্পন করার পূর্বেই কে তার সিংহাসন আমার কাছে আনতে পারবে? (৩৯) জ্বিনদের এক দৈত্য বলল, আপনি আপনার জায়গা থেকে ওঠার আগেই আমি আপনার কাছে এনে দেব। আর একাজ করার আমি সামর্থ রাখি, এবং আমি বিশ্বস্ত। (৪০) যার কাছে কিতাবের জ্ঞান ছিল সে বলল, আপনার চোখের পলক পড়ার পূর্বেই আমি তা এনে দেব। অতঃপর সোলায়মান যখন তার সামনে সিংহাসনটি দেখল তখন বলল, এটা আমার প্রভূর অনুগ্রহ, যাতে তিনি আমাকে পরীক্ষা করতে পারেন যে, আমি কৃতজ্ঞ হই না অকৃতজ্ঞ হই। আর যে কৃতজ্ঞ হয় সে তার নিজেরই জন্য কৃতজ্ঞ হয়। আর যে অকৃতজ্ঞ হয় তো আমার প্রভূ অভাবমুক্ত, মহানুভব।

(৪১) সোলায়মান বলল, তার সিংহাসনের আকৃতি বদলে দাও, দেখি সে বুঝতে পারে নাকি সে যারা বুঝতে পারে না তাদের অন্তর্ভুক্ত। (৪২) অতঃপর যখন সে আসল তখন তাকে জিজ্ঞাসা করা হল, তোমার সিংহাসনটা কি এরকম? সে বলল, ঠিক যেন এটাই এবং ইতিপূর্বেই আমরা জানতে পেরেছিলাম। আর আমরা আনুগত্য স্বীকারকারী। (৪৩) আল্লাহর পরিবর্তে সে যার পূজা করত তা তাকে বিরত রাখছিল। নিশ্চয়ই সে অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (৪৪) তাকে বলা হল, প্রাসাদে প্রবেশ কর। যখন সে ওটাকে দেখল তখন মনে করল যে, ওটা গভীর পানি, আর তার দুই গোড়ালি খুলে দিল (নিজের কাপড় উঁচু করে নিল)। সোলায়মান বলল, এটা তো কাঁচের স্বচ্ছ প্রলেপযুক্ত একটি প্রাসাদ। সে বলল হে আমার প্রভূ! আমি আমার নিজের প্রতি অন্যায় করেছি। আর আমি সোলায়মানের সাথে বিশ্বজগতের প্রভূ আল্লাহর প্রতি ঈমান আনলাম।

(৪৫) আমরা সামূদ সম্প্রদায়ের কাছে তাদের ভাই সলেহকে এই বলে পাঠালাম যে, তোমরা আল্লাহর উপাসনা কর। কিন্তু তারা দুই দলে বিভক্ত হয়ে আপোষে ঝগড়ায় লিপ্ত হল। (৪৬) সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা কল্যানের আগে দ্রুত অকল্যান চাইছ কেন? তোমরা কেন আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাইছনা? যাতে তোমরা অনুগ্রহ পেতে পার। (৪৭) তারা বলল, আমরা তো তোমাকে ও তোমার সঙ্গীদেরকে অশুভ মনে করি। সে বলল, তোমার দূর্ভাগ্য আল্লাহর কাছে, বরং তোমাদের পরীক্ষা করা হচ্ছে।

(৪৮) তাদের শহরে এমন নয়জন ব্যক্তি ছিল যারা পৃথিবীতে অশান্তি করে বেড়াত এবং তারা সংশোধনের কাজ করত না। (৪৯) তারা বলল, তোমরা আল্লাহর কসম খাও, আমরা ওকে আর ওর সঙ্গীদেরকে চুপিসাড়ে ধ্বংস করে দেব। তারপর তার অভিভাবকদের বলে দেব যে, আমরা ওর পরিবারের ধ্বংসের সময় উপস্থিত ছিলাম না। আমরা অবশ্যই সত্যবাদী। (৫০) আর তারা একটি কৌশল এঁটেছিল আর আমরাও একটি পাল্টা কৌশল অবলম্বন করেছিলাম, তারা আঁচ করতেও পারেনি। (৫১) অতএব দ্যাখো, তাদের কৌশলের পরিণাম কি হয়েছিল। আমরা তাদেরকে আর তাদের পুরো সম্প্রদায়কে ধ্বংস করে দিলাম। (৫২) অতএব এই হল তাদের ঘরবাড়ী, তাদের অপকর্মের জন্য জনশূন্য অবস্থায় পড়ে আছে। নিঃসন্দেহে এতে জ্ঞানী লোকদের জন্য শেখার আছে। (৫৩) আর আমরা এই লোকদের রক্ষা করলাম যারা ঈমান এনেছিল এবং ভয় করত।

(৫৪) আর লূত যখন তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কি অশ্লীলতা করছ আর চোখের সামনে দেখছ? (৫৫) তোমরা কি পুরুষের সাথে বাসনা চরিতার্থ করছ মহিলাদের ছেড়ে? আসলে তোমরা এক বর্বর জনগোষ্ঠি। (৫৬) এর জবাবে তার সম্প্রদায় কেবল এটাই বলেছিল, লূতের পরিবারকে

আমাদের নগর থেকে তাড়িয়ে দাও, এরা খুবই পবিত্র সাজছে। (৫৭) অতঃপর আমরা লূত ও তার পরিবারকে রক্ষা করলাম, তবে তার স্ত্রীকে ছাড়া যাকে পিছনে পড়ে থাকা আমরা নিশ্চিত করে দিয়েছিলাম। (৫৮) আর তাদের উপর এক ভয়ানক বর্ষনের শাস্তি বর্ষন করেছিলাম। কেমন নিকৃষ্ট বর্ষণ ছিল তাদের উপর যে সম্পর্কে তাদের সাবধান করা হয়েছিল। (৫৯) বল, প্রশংসা আল্লাহর জন্য আর সালাম তার ওই বান্দাদের যাদেরকে তিনি মনোনীত করেছেন। আল্লাহ উত্তম না ওরা যাকে শরীক করে?

(৬০) কে তিনি যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন। আর তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেছেন। আর তা থেকে সৌন্দর্যমন্ডিত উদ্যান উৎপন্ন করেছেন। তার গাছপালা উৎপন্ন করা তোমাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বরং ওরা দিশাহীন করে দেওয়া লোক। (৬১) কে পৃথিবীকে বাসযোগ্য করেছেন এবং এর মধ্যে নদী প্রবাহিত করেছেন, এর জন্য পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন, আর দুই সমূদ্রের মাঝে অন্তরায় রেখেছেন। আল্লাহর সাথে অন্য কেউ উপাস্য আছে কি? কিন্তু ওদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৬২) কে আছেন যিনি আর্তের ডাকে সাড়া দেন আর তার দুঃখ দূর করে দেন। তোমাদেরকে পৃথিবীর উত্তরাধিকারী বানান। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? তোমরা খুবই অল্প উপদেশ গ্রহণ কর। (৬৩) কে তোমাদেরকে জলে-স্থলে অন্ধকারে পথ দেখান। আর যিনি স্বীয় অনুগ্রহের পূর্বাভাষ রুপে বাতাস প্রেরণ করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? ওরা যাকে শরীক বানায় আল্লাহ তার উর্দ্ধে। (৬৪) কে সৃষ্টির সূচনা করেছেন আবার তার পূনরাবৃত্তি করেন। আকাশ ও পৃথিবী

থেকে কে তোমাদের জীবিকা দান করেন। আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য আছে কি? বল, তোমরা যদি সঠিক হও তাহলে তার প্রমাণ নিয়ে এস।

(৬৫) বল, আল্লাহ ছাড়া আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্যের জ্ঞান কারো নেই। আর ওরা জানে না কখন পুনরুত্থিত হবে। (৬৬) বরং পরলোক সম্পর্কে ওদের জ্ঞান ফুরিয়ে গেছে, বরং ওরা এ বিষয়ে সন্দিহান, বরং এ বিষয়ে ওরা অন্ধ। (৬৭) আর অবিশ্বাসীরা বলে, আমরা যখন মাটি হয়ে যাব, আমাদের বাপ-দাদারাও, তখন কি আমাদেরকে এই ধরনী থেকে বার করা হবে? (৬৮) এই প্রতিশ্রুতি আমাদেরকে দেওয়া হচ্ছে আর পূর্বে আমাদের বাপ-দাদাদেরও দেওয়া হয়েছিল। (৬৯) বল, পৃথিবীতে ঘুরেফিরে দ্যাখো অপরাধীদের পরিণাম কি হয়েছিল।

(৭০) আর তাদের জন্য দুঃখ করোনা আর তাদের ষড়যন্ত্রে মনঃক্ষুন্ন হয়ো না। (৭১) আর তারা বলে, যদি তোমরা সঠিক হও তাহলে বল সেই প্রতিশ্রুতি কবে পূরণ হবে? (৭২) বলে দাও তোমরা যার জন্য তাড়াতাড়ি করছ হয়ত তার কিছু তোমাদের কাছে আসতে আরম্ভ করেছে। (৭৩) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ মানুষের প্রতি অনুগ্রহশীল বরং তাদের অনেকেই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) তাদের অন্তর যা লুকিয়ে রাখে এবং তারা যা প্রকাশ করে অবশ্যই তোমাদের প্রভূ তা ভালভাবেই জানেন। (৭৫) আকাশ ও ধরনীর এমন কোন অদৃশ্য বস্তু নেই যার কথা স্পষ্ট কিতাবে লেখা নেই।

(৭৬) নিঃসন্দেহে এই কুরআন ঈসরায়ীলের সন্তানদের কাছে অনেক বিষয় স্পষ্ট করেছে যা নিয়ে ওরা মতভেদ করত। (৭৭) আর তা আস্থাবানদের জন্য অবশ্যই এক দিক নির্দেশনা ও অনুগ্রহ। (৭৮) নিঃসন্দেহে তোমাদের প্রভূ তাঁর বিধান অনুযায়ী তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। তিনি পরাক্রমশালী,

মহাজ্ঞানী। (৭৯) অতএব আল্লাহর উপর ভরসা কর, নিঃসন্দেহে তুমি স্পষ্ট রুপে সত্যের উপর আছো। (৮০) তুমি মৃত কিংবা বধিরকে ডাক শোনাতে পার না, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। (৮১) আর না অন্ধকে পথ ভ্রষ্টতা থেকে সুপথে আনতে পার। তুমি কেবল তাদেরকে শোনাতে পার যারা আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে ও আস্থাবান হয়ে যায়।

(৮২) যখন তাদের প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবে তখন তাদের জন্য ভূমি থেকে এক দাব্বাহ (একটি অমানবীয় প্রাণী) বের করব যারা তাদের সাথে কথা বলবে, এজন্যে যে, লোকেরা আমাদের নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করতনা। (৮৩) যে দিন আমরা প্রত্যেক জাতি থেকে একটি করে দল একত্রিত করব যারা আমার নিদর্শনসূহ বিশ্বাস করত না; অতঃপর তাদেরকে ভাগে ভাগে বিন্যস্ত করা হবে। (৮৪) অবশেষে তারা যখন উপস্থিত হবে তখন আল্লাহ বলবেন, তোমরা কি ভালভাবে না জেনেই আমার নিদর্শন সমূহকে মিথ্যা বলেছিলে? নাকি তোমরা অন্য কিছু করছিলে? (৮৫) তাদের ওয়াদা বাস্তবায়িত হবেই, কারণ তারা অন্যায় করেছে, তাই তারা কথা বলতে পারবে না। (৮৬) লোকেরা কি দেখেনা যে, আমি রাত বানিয়েছি যাতে তারা বিশ্রাম করতে আর দিন দিয়েছি দেখার জন্য নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৮৭) যেদিন সিঙ্গায় ফুঁ দেওয়া হবে সেদিন আল্লাহ যাকে চাইবেন তারা ব্যতীত আকাশ ও পৃথিবীতে যারা আছে তারা সবাই ঘাবড়ে যাবে আর বিনীত অবস্থায় সবাই তাঁর কাছে চলে আসবে। (৮৮) তুমি পাহাড় দেখে তাকে নিশ্চল মনে কর, অথচ তা মেঘের মত চলমান হবে। এটা আল্লাহর কাজ যিনি সবকিছু নিপুনভাবে করেছেন। নিঃসন্দেহে তিনি জানেন যা কিছু তোমরা কর। (৮৯) যারা ভাল কাজ নিয়ে আসবে তারা তার চেয়েও

ভাল প্রতিদান পাবে এবং সে দিন তারা ভয় থেকে নিরাপদ থাকবে। (৯০) আর যারা খারাপ কাজ নিয়ে আসবে তাদেরকে অধোমুখ করে নরকের আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

(৯১) আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি এই নগরের (মক্কার) প্রভূর উপাসনা করি যিনি একে প্রতিষ্ঠিত করেছেন। তিনিই সবকিছুর মালিক। আমাকে আরো আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন আমি আত্মসমর্পনকারী হই। (৯২) আর কুরআনকে শোনাই। অতএব যে সৎপথে আসবে সে নিজের জন্যই সৎপথে আসবে, আর কেউ বিপথগামী হলে বল, আমিতো কেবল একজন সতর্ককারী। (৯৩) আর বল, সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহর। তিনি তোমাকে তাঁর নিদর্শন দেখাবেন এবং তুমি তাঁকে চিনতে পারবে, তোমাদের প্রভূ সে সম্পর্কে বেখবর নন যা তোমরা কর।

২৮. সূরাহ আল-কাসাস (বিবরণ)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) ত্বা-সীন-মীম।

(২) এগুলো স্পষ্ট কিতাবের আয়াত। (৩) আমরা মূসা ও ফেরাউনের কিছু বৃত্তান্ত তোমাকে যথাযথভাবে শোনাচ্ছি, ওদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (৪) নিঃসন্দেহে ফেরাউন পৃথিবীতে বিদ্রোহ করেছে। সে এর বাসীন্দাদের বিভিন্ন দলে বিভক্ত করে দিয়েছে। এদের মধ্যে একটি দলকে সে দূর্বল করে রেখেছিল। সে ওদের ছেলেদের হত্যা করত আর মেয়েদেরকে জীবিত রাখত। সে ছিল অশান্তি সৃষ্টিকারীদের অন্তর্ভুক্ত। (৫) আমরা তাদের প্রতি অনুগ্রহ করতে চাইলাম যাদেরকে পৃথিবীতে দূর্বল করে রাখা হয়েছিল।

তাদেরকে নেতা বানাতে, তাদেরকে উত্তরাধিকারী করতে। (৬) আর তাদেরকে ক্ষমতা প্রদান করতে। আর ফেরাউন, হামান ও তাদের সেনাদের তাই দেখাতে যে তারা ভয় পেত।

(৭) আর আমরা মূসার মাকে 'ইলহাম' (অবগত) করালাম সে যেন তাকে বুকের দুধ খাওয়ায়। যখন তার সম্পর্কে বিপদের আশঙ্কা করবে তখন তাকে নদীতে ফেলে দেবে। কোনও আশঙ্কা কোরোনা আর কোন দুঃখ পেয়োনা। আমি তাকে তোমার কাছে ফিরিয়ে আনব এবং তাকে একজন বার্তাবহ বানাব। (৮) অতএব তাকে ফেরাউনের পরিবার উঠিয়ে নিল যাতে সে তাদের শত্রু এবং দুঃখের কারণ হতে পারে। নিঃসন্দেহে ফেরাউন হামান ও তাদের সেনাদল পাপী ছিল। (৯) আর ফেরাউনের স্ত্রী বলল, এ আমার ও তোমার নয়নের প্রশান্তি। একে হত্যা করো না সে আমাদের উপকারে আসতে পারে, না হয় আমরা একে সন্তান হিসাবে গ্রহণ করব। আসলে তারা বুঝতে পারেনি।

(১০) আর মূসার মায়ের হৃদয় ব্যকূল হয়ে পড়ল। সে প্রায় তা প্রকাশ করে ফেলেছিল যদি তার অন্তর সামলে না নিতাম যাতে সে আস্থাশীল থাকে। (১১) সে তার বোনকে বলল, তুমি এর পিছনে পিছনে যাও। আর সে অপরিচিতা হয়ে তাকে লক্ষ্য করতে লাগল আর ওরা ঘূনাক্ষরেও জানতে পারল না। (১২) আর আমরা আগে থেকেই ধাত্রীদের মূসা থেকে বিরত রেখেছিলাম। তখন মেয়েটি বলল, আমি কি আপনাদের এমন একটা পরিবারের সন্ধান দেব যারা আপনাদের জন্য এর লালন-পালনের দায়িত্ব নেবে এবং তারা এর হিতাকাংক্ষীও হবে। (১৩) এভাবে আমি তাকে তার মায়ের কোলে ফিরিয়ে দিলাম যাতে তার চোখ জুড়ায়। আর সে কষ্ট না পায়। আর সে জানুক যে, আল্লাহর প্রতিশ্রুতি সত্য। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(১৪) আর মূসা যখন পরিণত বয়সে উপনীত হল, এবং সুপুরুষ হল তখন আমি তাকে প্রজ্ঞা ও জ্ঞান দান করলাম। আর আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই প্রতিফল দিয়ে থাকি।

(১৫) আর তার এমন সময়ে নগরে প্রবেশ হল যখন নগরবাসীরা বেপরোয়া ছিল। সে দু'জন লোককে মারামারি করা অবস্থায় পেল। একজন তার নিজের দলের (বনী ইসরায়ীলের) আর অন্যজন তার শত্রুপক্ষের। তার নিজের দলের লোকটি তার শত্রুদলের লোকটির বিরুদ্ধে তার সাহায্য চায়। মূসা তখন লোকটিকে ঘুষি মেরে হত্যা করে বসে। সে বলে, এটা শয়তানের কাজ। নিশ্চয় সে একজন বিশৃঙ্খলা সৃষ্টিকারীর অন্তর্ভূক্ত। (১৬) সে বলল, হে প্রভূ ! আমি তো আমার নিজের প্রতি অন্যায় করে ফেলেছি। অতএব তুমি আমাকে ক্ষমা কর। আল্লাহ তাকে ক্ষমা করলেন। নিঃসন্দেহে, তিনি ক্ষমাশীল পরম দয়ালু। (১৭) সে বলল, হে আমর প্রভূ ! তুমি যেমন আমাকে অনুগ্রহ করলে তাই আমি কখনই অপরাধীদের সাহায্যকারী হব না।

(১৮) সকালে উঠে সে চারদিকে ঘটনাবলী ভয়ে ভয়ে পর্যবেক্ষন করছিল। তখন দেখল যে ব্যক্তি গতকাল তার সাহায্য চেয়েছিল সে আজও তাকে সাহায্যের জন্য ডাকছে। মূসা তাকে বলল, নিঃসন্দেহে তুমি একটা বিপথগামী লোক। (১৯) তার পর সে যখন ওই লোকটিকে ধরতে চাইল যে তাদের দু'জনেরই শত্রু, তখন সে বলল, হে মূসা তুমি কি আমাকে হত্যা করতে চাও নাকি যেমন কাল এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছ ? তুমি তো কেবল পৃথিবীতে স্বেচ্ছাচারী হয়ে থাকতে চাও, শান্তি স্থাপনকারী হতে চাও না। (২০) আর এক ব্যক্তি শহরের প্রান্ত থেকে দৌড়ে এল। সে বলল, হে মূসা ! পারিষদবর্গ তোমাকে মেরে ফেলার শলা পরামর্শ করছিল। অতএব তুমি পালিয়ে যাও।

আমি তোমার শুভাকাঙ্খী।(২১) তারপর ভয়ে ভয়ে সে সেখান থেকে বেরিয়ে গেল। সে বলল, হে প্রভূ! অত্যাচারীদের হাত থেকে আমাকে রক্ষা কর।

(২২) আর যখন সে মাদইয়ান অভিমুখে যাত্রা করার সিদ্ধান্ত নিল তখন বলল, আশাকরি আমার প্রভূ আমাকে সঠিক পথ দেখাবেন। (২৩) আর যখন সে মাদইয়ানের কূপের নিকট পৌঁছাল তখন দেখল একদল লোক পানি পান করাচ্ছে। তাদের পাশেই সে দু'জন মহিলাকে দেখল, যারা তাদের পশুগুলো ধরে দাঁড়িয়ে আছে। মূসা তাদের জিজ্ঞাসা করল তোমাদের কি ব্যাপার? তারা বলল, রাখালেরা যতক্ষন না তাদের পশুগুলোকে সরিয়ে নিচ্ছে আমরা পানি পান করাতে পারছিনা। আমাদের পিতা একজন বৃদ্ধ মানুষ। (২৪) তখন সে তাদের পশুগুলোকে পানি পান করাল। তারপর ছায়ার দিকে সরে গেল। এবং বলল, প্রভূ! তুমি আমাকে যে কল্যানই দাওনা কেন আমি তার প্রত্যাশি।(২৫) তারপর মহিলাদ্বয়ের একজন সলজ্জ পদক্ষেপে তার কাছে এল এবং বলল, আপনি যে আমাদের হয়ে পানি পান করিয়েছেন তার পুবষ্কার দিতে আমাদের পিতা আপনাকে ডাকছেন। তারপর যখন সে তার কাছে এল এবং সমস্ত বৃত্তান্ত বলল তখন সে বলল, ভয় করো না, তুমি অত্যাচারী লোকদের কবল থেকে রক্ষা পেয়েছ।(২৬) তাদের মধ্যে একজন বলল, বাবা! একে তুমি কাজে রেখে দাও। এর মত শক্তিশালী ও বিশ্বস্ত লোকই তোমার সবচেয়ে ভাল কাজের লোক হবে।(২৭) সে বলল, আমার এই দুই মেয়ের একজনকে তোমার সাথে বিবাহ দিতে চাই এই শর্তে যে তুমি আমার কাছে আট বৎসর কাজ করবে। আর যদি তুমি দশ বৎসর পুরো কর তাও করতে পারবে। তবে আমি তোমাকে কষ্ট দিতে চাই না। আল্লাহর ইচ্ছায় তুমি আমাকে ভাল লোকই পাবে।(২৮) মূসা বলল, অমার ও আপনার মাঝে এই চুক্তিই থাকল। আমি দুই মেয়াদের যে কোনটি পূরো করিনা কেন

আমার উপর কোন বাধ্য-বাধকতা থাকবে না। আল্লাহ আমাদের কথা ও চুক্তির সাক্ষী রইলেন।

(২৯) অতঃপর মূসা যখন তার মেয়াদ পূর্ণ করে সপরিবারে যাত্রা করল তখন তুর পর্বতের দিক থেকে একটা আগুন দেখতে পেল। সে তার পরিবারকে বলল, তোমরা অপেক্ষা কর, আমি একটা আগুন দেখতে পেয়েছি। সম্ভবতঃ আমি ওখান থেকে কোন সংবাদ আনতে পারব অথবা আগুনের অঙ্গার যাতে তোমরা তাপ নিতে পার। (৩০) অতঃপর সে যখন আগুনের কাছে গেল তখন পবিত্র ভূখণ্ডের ডান দিকের বৃক্ষ থেকে সম্বোধন করে বলা হল, হে মূসা! আমি আল্লাহ, বিশ্বজগতের মালিক। (৩১) আরো বলা হল, তোমার লাঠিটা নিক্ষেপ করো। অতঃপর সে যখন লাঠিটাকে সাপের মত নড়াচড়া করতে দেখল তখন পিছনে ফিরে পালাল, ঘুরে দেখল না। হে মূসা! এগিয়ে এস, ভয় পেয়োনা। তুমি অবশ্যই সুরক্ষিত। (৩২) তোমার হাত বগলে ঢোকাও, দেখবে কোন ত্রুটি ছাড়াই তা সাদা হয়ে বেরিয়ে আসবে। আর ভয় দূর করার জন্য তোমার হাত তোমার পার্শ্বদেশে লাগিয়ে ধর। এদুটি হল তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে দুই প্রমাণ, ফেরাউন ও তার পারিষদবর্গের কাছে যাওয়ার জন্য। তারা কতগুলো পাপাচারী মানুষ।

(৩৩) মূসা বলল, হে আমার প্রভূ! আমি তাদের মধ্যে এক ব্যক্তিকে হত্যা করেছি। সেজন্য আমি ভয় পাচ্ছি তারা আমাকে মেরে ফেলবে। (৩৪) আর আমার ভাই হারুন তার ভাষা আমার চেয়ে সাবলীল। অতএব তুমি তাকেও আমার সাথে সাহায্যকারী হিসাবে পাঠাও। আমার আশংকা তারা আমাকে অবিশ্বাস করবে। (৩৫) বললেন, তোমার ভাই দ্বারা অবশ্যই তোমার হাত শক্তিশালী করে দেব এবং তোমাদের দু'জনকে ক্ষমতা প্রদান

করব যাতে তারা তোমাদের কাছে পৌঁছাতে না পারে। আমার নিদর্শনাবলীর জোরে তোমরা এবং তোমাদের অনুসারীরাই বিজয়ী হবে।

(৩৬) অতঃপর মূসা যখন তাদের কাছে আমার স্পষ্ট নিদর্শনসমূহ নিয়ে এল, তারা বলল, এতো উদ্ভাবিত যাদু ছাড়া আর কিছু নয়। আমরা আমাদের পূর্ব-পুরুষদের মুখে এতো শুনিনি। (৩৭) আর মূসা বলল, আমার প্রভূ সবচেয়ে ভাল জানেন কে তাঁর কাছ থেকে দিক নির্দেশনা নিয়ে এসেছে এবং পরলোকে কার পরিণতি ভাল হবে। নিঃসেন্দেহে অত্যাচারীরা সফলতা পাবে না। (৩৮) ফেরাউন বলল, হে পারিষদবর্গ! আমি ছাড়া তোমাদের অন্য কোন উপাস্যের কথা আমার জানা নেই। হামান! তুমি আমার জন্য ইট পোড়াও এবং একটি উঁচু টাওয়ার তৈরী কর, যাতে আমি মূসার প্রভূকে উঁকি মেরে দেখতে পারি। তবে আমি তাকে অবশ্যই একজন মিথ্যাবাদী মনে করি।

(৩৯) সে এবং তার সৈন্যরা পৃথিবীতে অন্যায় অহংকার করেছিল। এবং তাদের ধারণা ছিল তাদের আমার কাছে আর ফিরে আসতে হবে না। (৪০) তাই আমি তাকে ও তার সেনাদের পাকড়াও করলাম। তারপর ওদেরকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম। দ্যাখো, অত্যাচারীদের কি পরিণাম হয়েছিল। (৪১) ওদেরকে আমি নেতা বানিয়েছিলাম, যারা নরকের দিকে ডাকত। আর মহাবিনাশের দিকে তাদেরকে সাহায্য করা হবে না। (৪২) আর এই পৃথিবীতে আমি তাদের পিছনে অভিশাপ লাগিয়ে রেখেছি এবং কেয়ামতের দিনে তারা দুর্দশাগ্রস্থ হবে। (৪৩) পূর্ববর্তী প্রজন্মসমূহকে ধ্বংস করার পর আমরা মূসাকে কিতাব দিয়েছি। মানুষের জন্য জ্ঞানবর্তিকা, পথনির্দেশ ও অনুগ্রহ স্বরুপ, যাতে ওরা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৪৪) যখন আমি মূসার কাছে নির্দেশ পৌঁছে দিয়েছিলাম তখন তুমি

পাহাড়ের পশ্চিমপ্রান্তে উপস্থিত ছিলে না এবং তুমি প্রত্যক্ষদর্শীও ছিলে না। (৪৫) কিন্তু আমি অনেক প্রজন্ম সৃষ্টি করেছি এবং ওদের উপর দিয়ে অনেক যুগও অতিবাহিত হয়েছে। আর তুমি মাদইয়ানবাসীদের সাথেও থাকতে না যে, তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ শোনাতে। কিন্তু আমিই ছিলাম রসূল প্রেরণকারী। (৪৬) আমি যখন মূসাকে সম্বোধন করেছিলাম তখন তুমি তুর পাহাড়ের ধারেও ছিলেনা, কিন্তু এটা তোমার প্রভূর অনুগ্রহ, যাতে তুমি এমন এক সম্প্রদায়কে সতর্ক কর যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি যেন তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (৪৭) আর (আমি রসূল না পাঠাতাম) যদি এমন না হত তাহলে তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের কোন বিপদ আসত তখন তারা বলত, হে আমাদের প্রভূ! তুমি আমাদের কাছে কোন রসূল পাঠালে না কেন? তাহলে আমরা তোমার আয়াতসমূহ মেনে চলতাম এবং আমরা আস্থাবানদের অন্তর্ভুক্ত হতাম। (৪৮) অতঃপর যখন আমাদের পক্ষ হতে সত্য এল তখন ওরা বলল, মূসাকে যেমন দেওয়া হয়েছিল এ রসুলকে তেমনটি দেওয়া হয়নি কেন? পূর্বে মূসাকে যা দেওয়া হয়েছিল তারা কি তা অবিশ্বাস করেনি? ওরা বলল, দুটোই যাদু, একটি আরেকটির সহায়ক। তারা আরও বলল, আমরা দুটোকেই অবিশ্বাস করি।

(৪৯) বল, তাহলে তোমরা আল্লাহর কাছ থেকে কোন কিতাব নিয়ে এস যা পথ নির্দেশের জন্য এই দুটির চেয়ে উত্তম, আমি তা অনুসরণ করব যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (৫০) তখন যদি ওরা তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহলে জানবে, ওরা শুধু নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। আর তাদের চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট কে হবে যারা আল্লাহর পথ নির্দেশ না মেনে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহ যালেমদেরকে পথ দেখান না।

(৫১) আর আমরা ও তাদের জন্য একের পর এক বাণী পাঠিয়েছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে।

(৫২) যাদেরকে আমরা ইতিপূর্বে কিতাব দিয়েছিলাম তারা এই কুরআন বিশ্বাস করে। (৫৩) যখন তাদের কাছে এটা শোনান হয় তখন তারা বলে আমরা এটা বিশ্বাস করি। নিঃসন্দেহে এ সত্য আমাদের প্রভূর থেকে আগত। আমরা তো পূর্ব হতেই এর মান্যকারী। (৫৪) এরাই সেই লোক যাদেরকে দ্বিগুণ প্রতিফল দেওয়া হবে, কেননা তারা ধৈর্য ধারণ করেছে। আর তারা ভাল দ্বারা মন্দ প্রতিহত করে আর আমরা যা কিছু তাদের দিয়েছি তা হতে খরচ করে। (৫৫) তারা যখন বাজে কথা শোনে তখন তা থেকে মূখ ফিরিয়ে নেয় আর বলে, আমাদের জন্য আমাদের কর্ম আর তোমাদের জন্য তোমাদের কর্ম। তোমাদেরকে সালাম, আমরা মূর্খদের সঙ্গে লাগতে চাই না। (৫৬) তুমি যাকে ইচ্ছা সুপথে আনতে পারনা, বরং আল্লাহ যাকে ইচ্ছা সুপথ দিতে পারেন। আর তিনিই ভাল জানেন কে সুপথ স্বীকার করবে।

(৫৭) আর তারা বলে যে, যদি আমরা তোমাদের সাথে এই উপদেশ মত কাজ করতে থাকি তাহলে এই ভূ-ভাগ থেকে আমাদেরকে উৎখাত করা হবে। আমরা কি তাদের শান্তির স্থলে (মক্কা) স্থান দিইনি? সেখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল চলে আসে, আমাদের পক্ষ হতে জীবিকা রুপে। কিন্তু অধিকাংশ লোকই তা জানেনা।

(৫৮) আর আমরা কত না জনপদ ধ্বংস করে দিয়েছি যারা তাদের আর্থিক উন্নতীতে গর্ব করত। এই তো তাদের জনপদ যা তাদের পরে খুব কমই আবাদ হয়েছে। আর আমিই তার উত্তরাধিকারী হয়েছি। (৫৯) তোমার প্রভূ জনপদসমূহ ধ্বংস করেন না, যতক্ষন পর্যন্ত তার কেন্দ্রে তিনি একজন রসূল না পাঠান। যিনি তাদেরকে আমার বাণীসমূহ পাঠ করে শোনায়।

তেমন অধিবাসীরা অত্যাচারী না হলে আমি কোন জনপদ ধ্বংস করি না।

(৬০) তোমাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তা কেবল পার্থিবজীবনের ভোগ আর শোভা। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা আরো ভাল এবং স্থায়ী। তবুও কি তোমরা বোঝনা? (৬১) যাকে আমি উত্তম প্রতিশ্রুতি দিয়েছি, যা সে পাবেই সেকি এমন ব্যক্তির সমান হতে পারে যাকে আমি কেবল পার্থিব জীবনের লাভ দিয়েছি, এবং তাকে কেয়ামতের দিনে হাজির করা হবে।

(৬২) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে দাবী করতে তারা কোথায়? (৬৩) যাদের ফয়সালা অবধারিত হয়ে গেছে তারা বলবে, হে আমাদের প্রভূ! এই লোকেরাই আমাদের পথভ্রষ্ট করেছে। আমরাও ওদেরকে সেভাবেই পথভ্রষ্ট করেছি যেমন ভাবে আমরা স্বয়ং বিভ্রান্ত ছিলাম। আমরা তোমার সামনে দায়মুক্ত হতে চাই। এরা আমাদের উপাসনা করত না।

(৬৪) বলা হবে, তোমাদের শরীকদের ডাক! ওরা তাদেরকে ডাকবে, কিন্তু তাদের ডাকে সাড়া দেবে না এবং তারা শাস্তি দেখতে পাবে। হায়! তারা যদি সঠিক পথে চলত। (৬৫) আর সেদিন আল্লাহ তাদের ডেকে বলবেন, তোমরা রসূলদেরকে কি জবাব দিয়েছিলে? (৬৬) সেদিন তাদের সব কথা অদৃশ্য হয়ে যাবে, তারা আপোষেও জিজ্ঞেস করতে পারবে না। (৬৭) তবে হ্যাঁ, যারা অনুতাপ করেছে এবং বিশ্বাস এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে আশা করা যায় তারা সফলকাম হবে।

(৬৮) তোমার প্রভূ যা ইচ্ছা করেন তাই সৃষ্টি করেন আর যাকে ইচ্ছা পছন্দ করেন। তাদের কোন পছন্দের স্বাধীনতা নেই। আল্লাহ ও থেকে পবিত্র ওরা যা শরীক করে। (৬৯) আর তোমার প্রভূ জানেন যা ওরা অন্তরে গোপন করে আর যা তারা প্রকাশ করে। (৭০) আর তিনিই আল্লাহ। তিনি

ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁরই জন্য প্রশংসা ইহলোকে এবং পরলোকে। সিদ্ধান্ত তাঁরই, এবং তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

(৭১) তাদেরকে বলো, যদি আল্লাহ কেয়ামতের দিন পর্যন্ত তোমাদের জন্য রাতকে অবিরাম করেন তাহলে তিনি ছাড়া কোন উপাস্য আছে যে তোমাদের জন্য আলো এনে দিতে পারে? তবুও কি তোমরা শুনবে না? (৭২) তাদেরকে জিজ্ঞেস কর যে, বলো আল্লাহ যদি কেয়ামত পর্যন্ত অবিরাম দিন করে দিতেন তাহলে আল্লাহ ছাড়া আর কোন উপাস্য আছে যা তোমাদের জন্য রাত নিয়ে আসতে পারত যাতে তোমরা বিশ্রাম কর। তবুও কি তোমরা দেখবে না? (৭৩) তিনিই আপন অনুগ্রহে তোমাদের জন্য রাত ও দিন সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা তাতে বিশ্রাম করতে পারো এবং তাঁর অনুগ্রহ সন্ধান করতে পারো। আর যাতে তোমরা তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পার।

(৭৪) আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে বলবেন, তোমরা যাদেরকে আমার শরীক বলে গর্ব করতে তারা কোথায়? (৭৫) আর আমরা প্রত্যেক সম্প্রদায় হতে একজন সাক্ষী বের করব এবং বলব, তোমাদের প্রমাণ নিয়ে এস, তখন তারা জানতে পারবে যে, সত্য আল্লাহর পক্ষে। এবং তারা যা উদ্ভাবন করত তা তাদের কাছ থেকে উধাও হয়ে যাবে।

(৭৬) কারুণ ছিল মূসার দলেরই একজন। কিন্তু সে তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করল। আর আমরা তাকে এত সম্পদ দিয়েছিলাম যার চাবি বহন করতে অনেক বলবান লোকও ক্লান্ত হয়ে পড়ত। যখন তার লোকেরা তাকে বলেছিল অহংকার করোনা, আল্লাহ অহংকারকারীদের পছন্দ করেন না। (৭৭) আল্লাহ তোমাকে যা কিছু দিয়েছেন তা দিয়ে পরলোকে আগ্রহী হও। আর পৃথিবীতে তোমার অংশ ভূলে যেও না। আর মানুষের প্রতি অনুগ্রহ কর যেমন আল্লাহ

তোমার প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। আর পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চেয়োনা, আল্লাহ বিশৃঙ্খলাকারীদের পছন্দ করেন না।

(৭৮) সে বলল, এই সম্পদ আমার জ্ঞানের দ্বারা প্রাপ্ত হয়েছি যা আমার কাছে আছে। সে কি জানে না যে, আল্লাহ তার পূর্বেও কত প্রজন্ম সমূহকে ধ্বংস করে দিয়েছেন যারা তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী ও অধিক জনবলের অধিকারী ছিল। আর অপরাধীদেরকে তাদের অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হয় না।

(৭৯) অতঃপর সে ঠাটবাট নিয়ে তার সম্প্রদায়ের লোকদের সামনে বের হল। যারা পার্থিব জীবনের ভোগ বিলাস কামনা করত তারা বলল, আহা! আমাদেরও যদি ওই রকম দেওয়া হত যেমন কারুনকে দেওয়া হয়েছে। নিশ্চয়ই সে বড় ভাগ্যবান। (৮০) কিন্তু তাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছিল তারা বলল, ধিক তোমাদেরকে যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে তাদের জন্য আল্লাহর পুরুষ্কারই উত্তম এ পুরষ্কার কেবল ধৈর্যশীলেরাই পাবে।

(৮১) অতঃপর আমরা তাকে আর তার ঘরবাড়ীকে ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম তখন আল্লাহর বিপক্ষে তাকে সাহায্য করার জন্য কেউ দাঁড়াল না। আর না সে স্বয়ং নিজেকে রক্ষা করতে পারল। (৮২) আর যারা আগের দিনই তার মত হওয়ার আকাঙ্খা ব্যক্ত করেছিল তারা বলতে লাগল, আফসোস, নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা জীবিকা প্রসারিত করেন আর যাকে ইচ্ছা তার জন্য জীবিকা সঙ্কুচিত করেন। আল্লাহ যদি আমাদের প্রতি অনুগ্রহ না করতেন তাহলে আমাদেরকেও ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিতেন। আফসোস! অস্বিকারকারীরা সফলকাম হয় না।

(৮৩) এই পরলোকের আবাস আমরা তাদেরকে দেব যারা পৃথিবীতে ঔদ্ধত্য দেখাতে বা বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করতে চায় না। আর অন্তিম পরিণাম

খোদাভীরুদের জন্য। (৮৪) যে, ভাল কর্ম নিয়ে আসবে, তার জন্য আরো ভাল পরিণাম। আর যে ব্যক্তি মন্দ নিয়ে আসবে তারা যা করেছে কেবল তারই প্রতিফল পাবে।

(৮৫) নিঃসন্দেহে যিনি তোমার উপর কুরআনের দায়িত্ব দিয়েছেন তিনি তোমাকে এক ভাল পরিণামে পৌঁছে তবে ছাড়বেন। বলো, আমার প্রভূ ভালভাবেই জানেন কে সুপথ নিয়ে এসেছে আর কে স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছে। (৮৬) আর এই আশা তোমার ছিল না যে, তোমার উপর কিতাব অবতীর্ণ করা হবে, কিন্তু তোমার প্রভূর অনুগ্রহে। অতএব তুমি অবিশ্বাসীদের সাহায্যকারী হয়ো না। (৮৭) আর তারা যেন তোমাকে আল্লাহর আয়াত থেকে ফিরিয়ে না রাখে, যখন তা তোমার উপরে অবতীর্ণ করাই হয়েছে। আর তুমি তোমার প্রভূর দিকে ডাক এবং অংশীবাদীদের দলভূক্ত হয়ো না। (৮৮) আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্যকে ডেক না। তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর সত্তা ছাড়া সবকিছুই ধ্বংস হয়ে যাবে। সিদ্ধান্ত তাঁরই এবং তার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে।

২৯. সূরাহ আল্-আনকাবুত (মাকড়সা)

আল্লাহ্র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) মানুষ কি মনে করে যে, "আমরা ঈমান এনেছি" বললেই তাদেরকে ছেড়ে দেওয়া হবে এবং তাদেরকে যাচাই করা হবে না? (৩) আর আমরা তাদের পূর্বে যারা ছিল তাদেরকে যাঁচাই করেছি। অতএব আল্লাহ তাদেরকে অবশ্যই জেনে নেবেন কারা সত্যবাদী আর তিনি মিথ্যাকেও অবশ্যই জেনে নেবেন।

(৪) নাকি যারা দুষ্কর্ম করছে তারা মনে করছে যে, তারা আমার থেকে বেঁচে যাবে? খুবই খারাপ ধারণা তারা যা করছে। (৫) যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাতের আশা রাখে তবে আল্লাহর ওয়াদা অবশ্যই আসবে। তিনি সবকিছু শোনেন সবকিছু জানেন। (৬) আর যে পরিশ্রম করে সে নিজের জন্যেই পরিশ্রম করে। আল্লাহ তো বিশ্বজগৎ থেকে নিস্পৃহ। (৭) আর যারা ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে, আমি তাদের মন্দগুলো দূর করে দেব আর ওদের উৎকৃষ্টতম প্রতিদান দেব।

(৮) আর আমি মানুষকে সতর্ক করেছি তারা যেন তাদের পিতা-মাতার সঙ্গে ভাল ব্যবহার করে। তবে তারা যদি তোমাকে আমার সাথে এমন কিছুকে শরীক করতে বলে যে সম্পর্কে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তাদের কথা শুনোনা। তোমাদের সবাইকে আমার কাছে ফিরে আসতে হবে। তখন তোমাদের বলে দেব যা কিছু তোমরা করছিলে। (৯) আর যারা ঈমান এনেছে এবং ভালকর্ম করেছে তাদেরকে আমি আমার সৎ বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত করব।

(১০) মানুষের মধ্যে এমনও আছে যারা বলে "আমরা আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছি" কিন্তু যখন তারা আল্লাহর পথে নিপিড়ীত হয় তখন তারা মানুষের নিপীড়নকে আল্লাহর শাস্তির ন্যায় মনে করে। আর তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে যদি কোন সাহায্য আসে তখন তারা বলবে "আমরা তো তোমাদের সাথেই ছিলাম" আল্লাহ কি তাদের অন্তরের কথা সম্যক অবগত নন? (১১) আর আল্লাহ অবশ্যই জেনে নেবেন ওইলোকদের যারা ঈমান এনেছে এবং তিনি অবশ্যই জেনে নেবেন কপটাচারীদেরকে।

(১২) আর অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদেরকে বলে যে, তোমরা আমাদের পথে চলো আমরা তোমাদের পাপ বহন করব। আসলে তারা তাদের কোন

পাপ বহন করবে না। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৩) তারা তাদের নিজের বোঝা বহন করবে এবং তাদের বোঝার সাথে আরো কিছু বোঝা। আর তারা যে সব মিথ্যা উদ্ভাবন করে সে সম্পর্কে বিচারদিনে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(১৪) আর আমরা নূহ কে তার সম্প্রদায়ের কাছে পাঠালাম। সে তাদের মাঝে পঞ্চাশ বৎসর কম এক হাজার বছর অবস্থান করেছিল। অতঃপর তারা প্লাবনের কবলে পড়ল। আর তারা ছিল অত্যাচারী। (১৫) আমি তাকে ও তার নৌকার আরোহীদের রক্ষা করলাম। আর এই ঘটনাটিকে আমি জগৎবাসীদের জন্য একটি নিদর্শন বানিয়ে দিলাম।

(১৬) আর ইবরাহীমকে যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল, আল্লাহকে উপাসনা করো এবং তাঁকে ভয় কর। এটাই তোমাদের জন্য ভাল যদি তোমরা জানতে। (১৭) তোমরা তো আল্লাহর পরিবর্তে কতকগুলো মূর্তির পূজা করছ আর মিথ্যা উদ্ভাবন করছ। আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদের পূজা করছ তারা তো তোমাদের জীবিকার মালিক নয়। অতএব তোমরা আল্লাহর কাছে জীবিকা চাও এবং তাঁর উপাসনা কর ও তাঁর প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরে যেতে হবে। (১৮) আর যদি তোমরা অবিশ্বাস করো তাহলে তোমাদের পূর্বেও অনেক জাতিসমূহ অবিশ্বাস করেছিল। স্পষ্টভাবে বার্তা পৌঁছে দেওয়া ছাড়া রসূলের কোন দায়-দায়িত্ব নেই।

(১৯) লোকেরা কি দেখিনি যে, কিভাবে আল্লাহ সৃষ্টি শুরু করেন? তারপর তার পুনরাবৃত্তি করবেন। এটা নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্য সহজ। (২০) বল, তোমরা পৃথিবীতে ঘুরেফিরে দ্যাখো, আল্লাহ কিভাবে সৃষ্টি শুরু করেছেন। আল্লাহ একে পুনরায় সৃষ্টি করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২১) তিনি যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেবেন এবং যাকে ইচ্ছা অনুগ্রহ

করবেন। আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (২২) তোমরা না পৃথিবীতে বিবশ করতে পারবে আর না আকাশে, আর তোমাদের জন্য আল্লাহ ছাড়া কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারী নেই। (২৩) আর যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ ও তাঁর সাক্ষাৎ অবিশ্বাস করে তারাই আমার করুণা থেকে বঞ্চিত হয় এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(২৪) তারপর তার সম্প্রদায়ের এছাড়া কোন জবাব ছিল না যে, একে হয় হত্যা করো নয়তে পুড়িয়ে দাও। আল্লাহ তাকে আগুন থেকে রক্ষা করেন। এই ঘটনার মধ্যে আস্থাবানদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। (২৫) আর সে বলল, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যে সব মূর্তিগুলো তৈরী করেছ তা শুধু পার্থিব সম্পর্কের কারণে। বিচারদিনে তোমরা একে অপরকে অস্বীকার করবে এবং একে অপরকে অভিশাপ দেবে। আর তোমাদের ঠিকানা হবে নরকে এবং কেউ তোমাদেরকে সমর্থন করবে না। (২৬) অতঃপর লূত তাকে মেনে নিল এবং বলল, আমি আমার প্রভূর দিকে ফিরে এলাম। নিঃসন্দেহে তিনি মহা পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (২৭) আমি তাকে (ইব্রাহীমকে) ইসহাক ও ইয়াকূব দান করলাম। তার বংশধরদের মধ্যে পয়গম্বরী ও কিতাব নির্দ্ধারণ করলাম এবং পৃথিবীতে তাকে তার যোগ্য পুরস্কার দিলাম। আর পরলোকেও সে সৎলোকদের অন্তর্ভূক্ত হবে।

(২৮) আর লূত যখন তার আপন সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা এমন অশ্লীল কর্ম করছ যা তোমাদের পূর্বে সারা বিশ্বে আর কেউ করেনি। (২৯) তোমরা কি পুরুষের কাছে গমন কর, রাহাজানী কর এবং নিজেদের মজলিশে ঘৃণ্য কাজ কর? অতএব তার সম্প্রদায়ের জবাব এছাড়া কিছুই ছিল না যে, যদি তুমি সত্য হও তাহলে আমাদের উপর আল্লাহর প্রকোপ

নিয়ে এস। (৩০) লূত বলল, হে প্রভূ ! অনর্থসৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে আমাকে সাহায্য কর।

(৩১) আর যখন আমাদের দূতেরা সংবাদ নিয়ে ইবরাহীমের কাছে পৌঁছাল তখন তারা বলল, আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের ধ্বংস করে দেব। নিঃসন্দেহে এর অধিবাসীরা খুবই অত্যাচারী। (৩২) ইবরাহীম বলল, সেখানে তো লূতও আছে তারা বলল, আমরা ভালই জানি সেখানে কে আছে। আমরা ওকে আর ওর পরিবারকে বাঁচিয়ে নেব। তবে তার স্ত্রীকে নয়। সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে থাকবে। (৩৩) অতঃপর যখন আমাদের দূতেরা লূতের কাছে এল তখন সে তাদের নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়ে গেল এবং সঙ্কটাপন্ন বোধ করল। তারা বলল তুমি ভয় পেয়োনো আর চিন্তাও করো না। আমরা তোমাকে আর তোমার পরিবারকে রক্ষা করব তবে তোমার স্ত্রীকে নয়। সে পিছনে থেকে যাওয়া লোকদের মধ্যে থাকবে। (৩৪) আমরা এই জনপদের অধিবাসীদের উপর তাদের কুকর্মের শাস্তি স্বরূপ আকাশ থেকে এক মহা বিপদ অবতীর্ণ করব। (৩৫) আর বুদ্ধিমান লোকদের জন্য আমরা এই জনপদের কিছু স্পষ্ট নিদর্শন অবশিষ্ট রেখেছি।

(৩৬) আর মাদইয়ানের প্রতি তাদের ভাই শোয়াএব কে পাঠিয়েছিলাম। সে বলেছিল, হে আমার সম্প্রদায় ! আল্লাহর উপাসনা কর। আর পরলোকের দিনে আশা রাখ এবং পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করো না। (৩৭) কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল। অতঃপর তাদের উপরে ভূমিকম্পের আঘাত আসে এবং তারা নিজেদের বাড়ী-ঘরে উপুড় হয়ে পড়ে থাকে।

(৩৮) আর আদ এবং সামুদকেও ধ্বংস করেছিলাম। আর তাদের বাড়ীঘর থেকে তোমাদের কাছে তাদের রহস্য উদ্‌ঘাটিত হয়েছে। শয়তান তাদের

কাজকর্ম তাদের কাছে শোভনীয় করেছিল এবং তাদেরকে সৎপথ অবলম্বন থেকে বিরত রেখেছিল যদিও তারা দুরদৃষ্টি সম্পন্ন লোক ছিল।

(৩৯) কারুণ, ফেরাউন ও হামান কে ধ্বংস করেছিলাম। আর মূসা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল তখন তারা ধরণীতে অহংকার করল, কিন্তু তারা আমাদের কাছ থেকে পালাতে পারেনি। (৪০) অতএব আমরা প্রত্যেককেই তাদের অপরাধের জন্য ধরলাম। তাদের মধ্যে কতকের উপর শিলাবৃষ্টিসহ প্রবল ঝড় পাঠালাম, আর কতককে বজ্রাপাতে ঘায়েল করেছিল। আর কতককে আমরা ভূগর্ভে ধ্বসিয়ে দিলাম এবং কতককে আমরা ডুবিয়ে দিলাম। আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেননি বরং তারা স্বয়ং নিজের উপর অত্যাচার করেছিল।

(৪১) যারা আল্লাহ ছাড়া অন্য অভিভাবক বানিয়ে নেয় তাদের অবস্থা হল মাকড়সার মত। যে একটি ঘর বানাল। আর অবশ্যই মাকড়সার ঘর হল সবচেয়ে দুর্বল ঘর, হায়! যদি লোকেরা জানত। (৪২) আল্লাহর পরিবর্তে যত কিছুকেই তারা ডাকে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৪৩) আর এসব উদাহরণ আমি মানুষের জন্য দিয়ে থাকি, তবে কেবল জ্ঞানীরাই তা বুঝতে পারে। (৪৪) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী যথার্থভাবেই সৃষ্টি করেছেন। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(৪৫) তোমার কাছে যে কিতাব অবতীর্ণ করা হয়েছে তা পাঠ কর। নামায কায়েম কর। নিঃসন্দেহে নামায অশ্লীলতা ও খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখে। আর আল্লাহর স্মরণই সবচেয়ে বড়। আল্লাহ জানেন যা তোমরা কর।

(৪৬) উত্তমপন্থা ব্যতিত কিতাবধারীদের (ইহুদী ও খৃষ্টান) সাথে তর্ক-বিতর্ক করো না, তাদের সাথে করতে পার যারা তাদের মধ্যে অনাচারী। আর

বলবে, আমাদের কাছে যা পাঠন হয়েছে আমরা তাতে বিশ্বাস করি এবং তোমাদের কাছে যা পাঠান হয়েছে তাতেও। আমাদের ও তোমাদের উপাস্য একই এবং আমরা তাঁরই অনুগত।

(৪৭) আর এভাবেই আমরা তোমাদের উপর কিতাব অবতীর্ণ করেছি। তবে যাদেরকে আমরা কিতাব দিয়েছি তারা এটাকে বিশ্বাস করে আর তাদের মধ্যেও কিছুলোক এটাকে বিশ্বাস করে। আর আমাদের আয়াতসমূহ কেবল মাত্র অবিশ্বাসীরাই অস্বীকার করে থাকে। (৪৮) তুমি তো আগে কোন কিতাব পাঠ করনি আর না নিজের হাতেও তা লিখতে। এরকম পরিস্থিতিতে মিথ্যা উপাসকেরা সন্দেহের আবর্তে পড়ে থাকে। (৪৯) বরং এ তাদেরই অন্তরে স্পষ্ট নিদর্শন যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে। আর যালেমরা ব্যতীত কেউ আমাদের নিদর্শন অস্বীকার করে না।

(৫০) আর ওরা বলে, এর কাছে এর প্রভূর পক্ষ থেকে নিদর্শন পাঠান হয়নি কেন? বলো, নিদর্শন তো আল্লাহর কাছেই আছে। আর আমি কেবল একজন পরিষ্কার সতর্ককারী। (৫১) এদের জন্য কি এটাই যথেষ্ট নয় যে, যে কিতাব আমি অবতীর্ণ করেছি তা এদেরকে পড়ে শোনান হয়। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে কৃপা ও রহমত রয়েছে তাদের জন্য যারা বিশ্বাস এনেছে। (৫২) বলো, আমরা ও তোমাদের মধ্যে সাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তা সবই তিনি জানেন, আর যারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে এবং আল্লাহকে অবিশ্বাস করে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ হবে।

(৫৩) আর এরা তোমাকে শাস্তি নিয়ে আসতে বলে। যদি একটি সময় নির্দ্ধারিত না থাকত তাহলে শাস্তি এসেই যেত। নিশ্চয়ই তা তাদের উপর হঠাৎই এসে পড়বে। যা তারা জানতেই পারবে না। (৫৪) তারা তোমার কাছে দ্রুত শাস্তি চাইছে। অথচ নরক তাদেরকে ঘিরেই রয়েছে।

(৫৫) যেদিন মাথার উপর থেকে এবং পায়ের নিচ থেকে তাদের উপর শাস্তি এসে পড়বে, তিনি বলবেন, তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন কর।

(৫৬) হে আমার ঈমানদার বান্দারা! আমার পৃথিবী তো প্রশস্ত; তোমরা আমারই উপাসনা কর। (৫৭) প্রত্যেক জীবই মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে। তারপর তোমাদেরকে আমাদের কাছে ফিরিয়ে আনা হবে। (৫৮) আর যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকাজ করেছে, তাদেরকে আমি স্বর্গের সুউচ্চ প্রাসাদে স্থান দেব, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তারা সেখানে চিরকাল থাকবে কত সুন্দর প্রতিফল সৎকর্মশীলদের। (৫৯) যারা ধৈর্যধারণ করে আর আপন প্রভূর প্রতি ভরসা করে। (৬০) অনেক প্রাণী আছে যারা নিজের জীবিকা (আহার) সঙ্গে রাখেনা। আল্লাহ তাদের জীবিকা প্রদান করেন এবং তোমাদেরও। তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৬১) তুমি যদি এদেরকে প্রশ্ন কর যে, কে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে এবং সূর্য ও চন্দ্রকে অনুগত করেছে? তবে অবশ্যই এরা বলবে আল্লাহ। তাহলে তারা বিপথগামী হয় কিভাবে? (৬২) আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান জীবিকা প্রসারিত করেন এবং যাকে চান সঙ্কুচিত করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুই অবগত আছেন। (৬৩) আর যদি তুমি এদেরকে প্রশ্ন কর, কে আকাশ থেকে পানি বর্ষন করে এবং তার সাহায্যে মৃতভূমি কে জীবিত করে? তাহলে অবশ্যই তারা বলবে, আল্লাহ। বল, সকল প্রশংসা আল্লাহর। তবে তাদের অধিকাংশই বোঝে না।

(৬৪) এই পার্থিব জীবন তো একটা আমোদ-প্রমোদ আর খেলা ছাড়া কিছুই নয়। পরলোকের জীবনই প্রকৃত জীবন, যদি তারা জানত। (৬৫) অতএব যখন ওরা নৌকায় আরোহণ করে তখন আল্লাহকে একনিষ্ঠ

বিশ্বাস নিয়ে ডাকে। তারপর তিনি যখন তাদের উদ্ধার করে স্থলে নিয়ে আসেন, অমনি তারা অংশীদার বানাতে থাকে। (৬৬) আমি তাদেরকে যা দান করেছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞ থাকার জন্য এবং কিছুদিনের জন্য ভোগে মত্ত থাকার জন্য। তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

(৬৭) তারা কি দেখেনি, আমি একটি শান্তিপূর্ণ পবিত্র স্থান বানিয়েছি, অথচ আশ-পাশ থেকে মানুষকে ছিনিয়ে নেওয়া হচ্ছে? তবে কি তারা মিথ্যায় বিশ্বাস করে আর আল্লাহর অনুগ্রহ অস্বীকার করে? (৬৮) যে আল্লাহর নামে মিথ্যা বানিয়ে বলে অথবা তার কাছে সত্য আসার পর তা অবিশ্বাস করে তার চেয়ে বড় জালেম আর কে আছে? অবিশ্বাসীদের ঠিকানা কি নরক নয়? (৬৯) যারা আমাদের জন্য কঠোর পরিশ্রম করবে তাদেরকে আমরা পথ দেখাব। অবশ্যই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে আছেন।

৩০. সূরাহ আর-রুম (রোমান)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মিম।

(২) রোমানরা নিকটবর্তী অঞ্চলে পরাজিত হয়েছে। এবং তারা তাদের পরাজয়ের পর শীঘ্রই বিজয়ী হবে। (৪) কয়েক বছরের মধ্যেই। আগের ও পরের সকল বিষয় আল্লাহর হাতে। সেদিন ঈমানদারগণ প্রসন্ন হবে। (৫) আল্লাহর সহায়তায়। তিনি যাকে ইচ্ছা সহায়তা করেন। তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু। (৬) আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ তাঁর ওয়াদা খেলাফ করেন না। কিন্তু অধিকাংশ লোকে জানে না। (৭) তারা পার্থিব জীবনের বাইরের রূপই জানে, আর তারা পরলোক সম্পর্কে অনভিজ্ঞ।

(৮) তারা কি নিজেদের সম্পর্কে ভেবে দেখে না? আল্লাহ তো আকাশ

ও পৃথিবী আর যা কিছু এর মধ্যে আছে যথার্থ ভাবেই সৃষ্টি করেছেন। আর তাও কেবল এক নির্দিষ্ট অবধি পর্যন্ত। কিন্তু অনেক মানুষই তাদের প্রভুর সাথে সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। (৯) এরা কি পৃথিবীতে ঘুরে দেখেনি যে, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল? তারা এদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। তারা পৃথিবীতে কৃষিকাজ করত এবং এদের চেয়ে অধিক পরিমাণে তাকে আবাদ করেছিল। তাদের রসুলেরা তাদের কাছে সুস্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতএব আল্লাহ তাদের প্রতি কোন অত্যাচার করেন নি, বরং তারাই তাদের নিজেদের প্রতি অত্যাচার করত। (১০) অতঃপর যারা মন্দ কাজ করেছিল তাদের পরিণতি মন্দই হয়েছিল, কারণ তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছিল এবং তা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত।

(১১) আল্লাহ প্রথমবার সৃষ্টি করেন, তারপর তিনি পূর্ণবার সৃষ্টি করবেন। অতঃপর তাঁর কাছেই তোমাদের ফিরিয়ে নেওয়া হবে। (১২) আর যে দিন কেয়ামত হবে, সেদিন অপরাধীরা হতভম্ব হয়ে যাবে। (১৩) তাদের শরীকদের কেউ তাদের জন্য সুপারিশ করবে না। তারাও তাদের শরীকদের অস্বীকার করবে। (১৪) আর যেদিন মহা-বিনাশ হবে, সেদিন সব লোক ভিন্ন ভিন্ন হয়ে যাবে। (১৫) অতএব যারা বিশ্বাস এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে, তারা একটি উদ্যানে সমাদৃত হবে। (১৬) আর যারা অস্বীকার করেছে আমার নিদর্শনসমূহ আর পরলোকের সাক্ষাৎকে অস্বীকার করেছে তাদেরকে শাস্তির সম্মুখীন করা হবে। (১৭) অতএব তুমি পবিত্র আল্লাহকে স্মরণ কর সন্ধ্যায় ও সকালে। (১৮) আর আকাশ ও পৃথিবীতে সকল প্রশাংসা তাঁরই এবং তৃতীয় প্রহরে যখন তোমরা জোহর (দুপূর) করো।

(১৯) তিনি মৃত থেকে জীবিতকে বের করেন এবং জীবিত থেকে মৃতকে বের করেন। আর তিনি ভূমিকে মৃত হয়ে যাওয়ার পরে জীবিত করেন

আর এভাবেই তোমাদেরকেও বের করা হবে। (২০) আর তাঁর নিদর্শনসূমহের মধ্যে একটি এই যে, তিনি তোমাদেরকে মাটি হতে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তোমরা আপনা আপনি মানুষ হয়ে ছড়িয়ে পড়। (২১) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরেকটি এই যে, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জন্যে জোড়া তৈরী করেছেন, যাতে তোমরা তাদের কাছে শান্তি পাও। আর তিনি তোমাদের মধ্যে প্রেম ও দয়া সৃষ্টি করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে চিন্তাশীল ব্যক্তিদের জন্য অনেক নিদর্শন আছে।

(২২) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বিভিন্নতা। নিঃসন্দেহে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে জ্ঞানীদের জন্য। (২৩) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো রয়েছে তোমাদের রাতে ও দিনে নিদ্রা ও তাঁর কৃপা (জীবিকা) অন্বেষণ। নিঃসন্দেহে এতে অনেক নিদর্শন রয়েছে যারা শোনে তাদের জন্য। (২৪) এবং তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও আছে যে, তিনি তোমাদের বিদ্যুতের ঝলক দেখান ভয় ও আশার সাথে। আর তিনি আকাশ থেকে পানি বর্ষণ করেন। অতঃপর তা হতে মৃত ভূমিকে জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য।

(২৫) তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে আরো হল, আকাশ ও পৃথিবী তাঁরই আদেশে দাঁড়িয়ে আছে। অতঃপর যখন তিনি তোমাদেরকে একবার ডাক দেবেন তখন তোমরা তৎক্ষণাৎ পৃথিবী থেকে বেরিয়ে পড়বে। (২৬) আর আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সব তাঁরই। সবই তাঁর অনুগত। (২৭) তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেন আবার তিনিই পূণর্বার সৃষ্টি করবেন। আর এটা তাঁর পক্ষে আরো সহজ। আকাশ ও পৃথিবীতে শ্রেষ্ঠ গুণের অধিকারী তিনিই। তিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী।

(২৮) তিনি তোমাদের জন্য তোমাদের নিজেদেরই একটি দৃষ্টান্ত পেশ করেছেন, আমরা তোমাকে যে মূলধন দিয়েছি তাতে তোমাদের দাস-দাসীদের কেউ কি অংশীদার আছে? তোমরা আর তারা কি তাতে সমান অধিকারী? আর যেভাবে তোমরা তোমাদের আপনজনদের খেয়াল রাখো সেভাবেই কি তাদেরও খেয়াল রাখো? এভাবেই আমরা স্পষ্ট ভাবে আয়াত সমূহের বর্ণনা করি বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। (২৯) বরং নিজেদের প্রতি অত্যাচরকারীরা কোন প্রমাণ ব্যতিত নিজ প্রবৃত্তির অনুসরণ করে থাকে তাহলে তাদেরকে কে পথ দেখাতে পারে যাদেরকে আল্লাহ পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আর তাদের সাহায্য করার কেউ নেই।

(৩০) অতএব তুমি একাগ্রচিত্তে এই ধর্মে প্রতিষ্ঠিত থাক। আল্লাহর প্রকৃতি, যে অনুযায়ী তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন। তাঁর তৈরী করা জিনিষের পরিবর্তন কর না। এটাই সোজা ধর্ম। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৩১) তাঁরই প্রতি একাগ্রচিত্ত হয়ে তাঁকেই ভয় কর এবং নামায স্থাপিত কর আর অংশীবাদীদের অন্তর্ভূক্ত হয়ো না। (৩২) যারা নিজেদের ধর্মকে টুকরো টুকরো করে নিয়েছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে গেছে, প্রত্যেক দলই যার যার মত নিয়ে আনন্দিত।

(৩৩) মানুষ যখন কোন কষ্টে পড়ে তখন একাগ্র মনে তার প্রভূকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে তাঁর অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করান, অমনি তাদের একদল তাদের প্রভূর সাথে অংশীদার করতে আরম্ভ করে (৩৪) আমি যা কিছু তাদেরকে দান করেছি তার প্রতি অকৃতজ্ঞতা প্রকাশের জন্য। ঠিক আছে কিছু দিন ভোগ কর। শীঘ্রই এর ফল জানতে পারবে। (৩৫) আমি কি তাদের কাছে কোন প্রমাণ অবতীর্ণ করেছি যে, যা তাদেরকে অংশীবাদী হতে বলে?

(৩৬) আর যখন আমি মানুষকে অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তারা তখন প্রসন্ন হয়ে যায়। আর যদি তাদের কৃতকর্মের জন্য কোন কষ্টে পড়ে অমনি তারা হতাশ হয়ে পড়ে। (৩৭) তারা কি দেখেনা যে, আল্লাহ যাকে চান অধিক জীবিকা দান করেন আর যাকে চান তাকে কম। নিঃসন্দেহে এতে বিশ্বাসীদের জন্য নিদর্শন রয়েছে। (৩৮) অতএব আত্মীয়কে তার অধিকার দাও এবং নির্ধনকে আর পথিককেও, যারা আল্লাহর সন্তুষ্টি চায় এটা তাদের জন্য উচিৎ, আর ওরাই সফলকাম। (৩৯) আর যে সুদ তোমরা দিয়ে থাক যাতে লোকদের মূলধনে মিশে বৃদ্ধি পাবে এই আশায়, আল্লাহর কাছে তা বৃদ্ধি পায় না। আর যে যাকাত (অনিবার্য দান) তোমরা দেবে আল্লাহর সন্তুষ্টি প্রাপ্তির আশায়, তাহলে এরাই সেই লোক যারা আল্লাহর কাছে নিজেদের পুঁজি বৃদ্ধি করে নেয়।

(৪০) আল্লাহই তোমাদের সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তোমাদেরকে জীবিকা দিয়েছেন। এরপর তিনি তোমাদের মৃত্যু দেন। তারপর আবার জীবিত করবেন। তোমাদের শরীকদের কেউ কি এসবের কোন কিছু করতে পারে? তিনি পবিত্র এবং শ্রেষ্ঠ ওই শির্ক হতে যা এরা করে। (৪১) মানুষের স্বহস্তের উপার্জনে জলে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়েছে। তিনি চান তাদেরকে তাদের কিছু কর্মের স্বাদ আস্বাদন করাতে, সম্ভবতঃ তারা বিরত হয়। (৪২) বল, তোমরা পৃথিবীতে ঘোরাফেরা কর এবং দেখ, তোমাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কেমন হয়েছিল। এদের অধিকাংশ অংশীবাদী লোক ছিল।

(৪৩) অতএব তোমরা মুখ দ্বীন-ই-কায়িম (সত্য ধর্ম) এর দিকে সোজা রাখ, আল্লাহর পক্ষ হতে এমন দিন আসার পূর্বে যার পরে আর দিন ফিরে আসবে না। সে দিন লোকেরা বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে। (৪৪) যে অস্বীকার করে তার অস্বীকারের দায় তারই, আর যে ভাল কাজ করে তারা নিজের জন্যেই

সাধন একত্রিত করছে। (৪৫) যাতে তিনি বিশ্বাসী ও সৎকর্মশীলদের স্বীয় অনুগ্রহ থেকে পুরস্কার দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অস্বীকারকারীদের পছন্দ করেন না।

(৪৬) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এও আছে যে, তিনি সুসংবাদবাহী বাতাস পাঠান, আর যাতে তিনি আমাকে তার অনুগ্রহের রসাস্বাদন করাতে পারেন। আর যাতে জলযান গুলি তাঁর আদেশে চলতে পারে, আর যাতে তুমি তাঁর কৃপা অনুসন্ধান করতে পার এবং যাতে তুমি তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (৪৭) আর আমি তোমার পূর্বেও রসূলদেরকে তাদের সম্প্রদায়ের কাছে পাঠিয়েছিলাম। তারা তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এসেছিল। অতঃপর যারা অপরাধ করেছিল তাদের প্রতিশোধ নিয়েছিলাম। আর আস্থাবানদের সাহায্য করা আমার দায়িত্ব ছিল।

(৪৮) আল্লাহই সেই মহান সত্ত্বা যিনি বাতাস পাঠান। অতঃপর এই বাতাস মেঘ উঠিয়ে আনে। অতঃপর আল্লাহ যেমন চান একে আকাশে ছড়িয়ে যেন এবং তা খণ্ড খণ্ড করেন। এরপর তুমি দেখতে পাও। এই মেঘের মধ্যে থেকে বৃষ্টি নির্গত হয়। তিনি যখন তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে ইচ্ছা এই বৃষ্টি পৌঁছে দেন তখনি তারা আনন্দিত হয়। (৪৯) যদিও এই বৃষ্টি নির্গত হওয়ার পূর্বে পর্যন্ত নিরাশ ছিল। (৫০) অতএব আল্লাহর করুণার নিদর্শনসমূহ দেখ, ভূমির মৃত্যুর পর কিভাবে তিনি জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। আর তিনি সর্ব বিষয়ের সামর্থ রাখেন। (৫১) আর আমি যদি এমন বাতাস পাঠাই যার ফলে তার ফসলের ক্ষেত হলদে হয়ে যেতে দেখে তারপর অবশ্যই তারা অস্বীকার করতে থাকবে। (৫২) অতএব তুমি মৃতদের শোনাতে পারবে না কিংবা বধির যখন পিছন ফেরে তখন তাকে কিছুতেই শোনাতে পারবে না। (৫৩) আর না তুমি

অন্ধকে পথভ্রষ্টতা থেকে পথে আনতে পারবে। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমাদের আয়াতসমূহে বিশ্বাস করে। অতএব এরাই অনুগত।

(৫৪) আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি তোমাদেরকে দূর্বল অবস্থায় সৃষ্টি করেন, অতঃপর দূর্বলতার পর শক্তি দেন, তারপর শক্তির পর দূর্বলতা ও শুভ্র কেশ দেন। তিনি যা ইচ্ছা সৃষ্টি করেন। তিনি মহাজ্ঞানী, সর্বশক্তিমান। (৫৫) আর যেদিন মহাবিনাশ আসবে, সেদিন অপরাধীরা শপথ করে বলবে যে, তারা মূহুর্তকালের বেশী অবস্থান করেনি। এভাবেই তারা ঘুরে যেত। (৫৬) আর যাদের জ্ঞান ও আস্থা মিলেছিল তারা বলবে, আল্লাহর বিধানে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত অবস্থান করেছ। অতএব এটাই হল একত্রিত হওয়ার দিন, কিন্তু তোমরা জানতে না। (৫৭) অতএব অত্যাচারীদের কোন বাহানা কাজে আসবে না আর না তাদেরকে ক্ষমা চাইতে বলা হবে।

(৫৮) আমি এই কুরআনে মানুষের জন্য সবরকম দৃষ্টান্তই দিয়েছি। তুমি যদি তাদের কাছে কোন নিদর্শন নিয়ে আস তাহলে যারা অস্বীকার করে তারা বলবে। তোমরা সবাই মিথ্যার অনুসারী। (৫৯) এভাবেই আল্লাহ অজ্ঞদের অন্তরে ছাপ মেরে দেন। (৬০) অতএব তুমি ধৈর্য ধারণ কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। যারা দৃঢ় বিশ্বাস পোষণ করে না তারা যেন তোমাকে নিরোদ্যম না করে।

৩১. সূরাহ লোকমান (লোকমান)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) এগুলো জ্ঞানগর্ভ কিতাবের আয়াত। (৩) পথ-নির্দেশ এবং অনুগ্রহ

সৎকর্মপরায়নদের জন্য।(৪) যারা নামায কায়েম করে এবং যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় করে আর পরলোকে বিশ্বাস করে। (৫) এরাই তাদের প্রভূর সোজা পথে আছে আর এরাই সফলতা পায়।

(৬) লোকদের মধ্যে কিছু এমনও আছে যারা এবিষয়ের ক্রেতা হয়ে যায় যা পথভ্রষ্টকারী, যাতে আল্লাহর পথ থেকে বের করে দেয় অজ্ঞানতা বশতঃ।এবং তারা একে উপহাস করে।এমন লোকদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি।(৭) আর যখন তাদেরকে আমাদের আয়াতসমূহ শোনানো হয় তখন তারা দম্ভভরে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়, যেন তারা শোনেইনি, যেন তারা দু'কানে বধিরতা রয়েছে। অতএব তাকে কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। (৮) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান আনে এবং ভালো কাজ করে তাদের জন্য রয়েছে নেয়ামতপূর্ণ উদ্যান। (৯) সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এ আল্লাহর পাক্কা ওয়াদা। তিনি পরাক্রমশালী, পরম প্রাজ্ঞ।

(১০) আল্লাহ আকাশমণ্ডলী সৃষ্টি করেছেন, এমন বিনা স্তম্ভে যা তুমি দেখতে পাচ্ছ। আর তিনি পৃথিবীতে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন, যাতে তা তোমাকে নিয়ে হেলে না পড়ে। আর তিনি সর্বপ্রকার প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর আমি আকাশ থেকে পানি বর্ষন করেছি। অতঃপর ধরণীতে সব রকম উৎকৃষ্ট বস্তু উৎপন্ন করেছি। (১১) এটা আল্লাহর সৃষ্টি। তিনি ব্যতীত অন্যরা কিছু সৃষ্টি করে থাকলে আমাকে তা দেখাও তো বরং অত্যাচারী লোকেরা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই রয়েছে।

(১২) আর আমি লোকমানকে বিবেক প্রদান করেছি “আল্লাহর প্রতি কৃতজ্ঞতা থাক” আর যে ব্যক্তি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে সে নিজের জন্যই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করবে। আর কেউ অকৃতজ্ঞ হলে আল্লাহ নিস্পৃহ থাকেন কারণ আল্লাহ অভাব মুক্ত। (১৩) যখন লোকমান তার পুত্রকে উপদেশ

দিতে গিয়ে বলল, হে পুত্র! আল্লাহর সাথে কারো অংশী করো না, নিঃসন্দেহে শির্ক (শরীক করা) একটি মহা অন্যায়।

(১৪) আমি মানুষকে তার পিতা-মাতা সম্পর্কে সাবধান করেছি। তার মা তাকে কষ্টের পর কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে। আর তা দুধ ছাড়ানো হয় দু'বছরে। অতএব তুমি আমার প্রতি ও তোমার পিতামাতার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। আমার কাছেই তো ফিরে আসতে হবে। (১৫) আর যদি তারা দু'জনে তোমার উপর চাপ দিতে থাকে যে, যাতে তুমি আমার সাথে কোন কিছুর শরীক কর যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই তাহলে তাদের কথা অমান্য করবে। তবে পৃথিবীতে তাদের সাথে ভাল ব্যবহার করবে। আর যে আমার দিকে ঝুঁকে আছে তাকে অনুসরণ করবে। অবশেষে আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরে আসতে হবে। তখন আমি তোমাদের বলে দেব তোমরা যা কিছু করেছিলে।

(১৬) হে পুত্র! কোন সৎ-কর্ম যদি শস্য দানা পরিমাণও হয় আর তা কোন পাথরের মধ্যে অথবা আকাশে অথবা ভূগর্ভেও থাকে আল্লাহ তা উপস্থিত করবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী, সর্বজ্ঞ। (১৭) হে পুত্র! নামায স্থাপন কর, ভাল কাজের উপদেশ দাও এবং মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখ আর যে বিপদই আসুক না কেন ধৈর্যধারণ কর। নিঃসন্দেহে এটাই সাহসী পদক্ষেপ। (১৮) আর মানুষের কাছ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিওনা। এবং ভূমিতে দম্ভভরে চলো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ কোন দাম্ভিক অহংকারীকে পছন্দ করেন না। (১৯) চলনে মধ্যপন্থা অবলম্বন কর এবং কণ্ঠস্বর নিচু রেখ। নিঃসন্দেহে সবচেয়ে কর্কশ স্বর হলো গাধার কণ্ঠস্বর।

(২০) তোমরা কি দেখনা যে যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে আছে তা সবই তোমাদের সেবায় লাগিয়ে দিয়েছেন এবং তোমাদেরকে তাঁর প্রকাশ্য

ও অপ্রকাশ্য নেয়ামতসমূহ প্রচুর পরিমাণে দিয়েছেন। আর কিছু লোক এমনও আছে যারা কোন জ্ঞান, পথ-নির্দেশ কিংবা আলোকপ্রদ গ্রন্থ ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। (২১) যখন তাদেরকে বলা হয় যে, তোমরা আল্লাহর অবতারিত বিষয়ের অনুসরণ কর তখন তারা বলে, আমরা বরং তারই অনুসরণ করব যার উপর আমাদের পূর্বপুরুষদের পেয়েছি। শয়তান যদি তাদেরকে আগুনের শাস্তির দিকে ডাকে তবুও।

(২২) যে নিজেকে আল্লাহর কাছে সমর্পন করে এবং সৎকর্মশীল হয় সে তো সবচেয়ে মজবুত রশিটিই আঁকড়ে ধরেছে। আর আল্লাহর কাছেই সকল কাজের পরিণতি। (২৩) আর যে অস্বীকার করে তার অস্বীকৃতি যেন তোমাকে মনক্ষুন্ন না করে। আমাদেরই কাছে তাদের প্রত্যাবর্তন। তখন আমি তাদেরকে তাদের যাবতীয় কৃতকর্ম অবহিত করব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অন্তরের খবরও ভাল করেই জানেন। (২৪) এদেরকে আমি অল্পকালের জন্য উপভোগ করতে দেব। অতঃপর এক কঠিন শাস্তির দিকে টেনে আনব।

(২৫) তুমি যদি এদেরকে জিজ্ঞাসা কর যে, আকাশ ও পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছেন? তাহলে তারা অবশ্যই বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বল, সব প্রশংসা আল্লাহর। বরং তাদের অধিকাংশই তা জানে না। (২৬) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অভাবমুক্ত, প্রশংসিত। (২৭) যদি পৃথিবীর সকল বৃক্ষ কলম হয় আর সমূদ্র, অন্য সাত সমূদ্রের সাথে কালি হয়, তবুও আল্লাহর কথা ফুরাবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী। প্রজ্ঞাময়।

(২৮) তোমাদের সকলকে সৃষ্টি করা এবং জীবিত করা এমনই যেমন এক ব্যক্তিকে করা। নিঃন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন। সবকিছু দেখেন। (২৯) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ রাতকে দিনের মধ্যে এবং দিনকে রাতের

মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে কাজে লাগিয়ে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই নির্দ্ধারিত সময় অবধি চলছে। আর তোমরা যা করছ তার সব খবরই আল্লাহ রাখেন। (৩০) এটা এই কারণে যে, আল্লাহই সত্য। তিনি ব্যতীত যত কিছুকে তারা ডাকে তা সবই অসত্য। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সর্বোচ্য সুমহান।

(৩১) তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহরই অনুগ্রহে সমূদ্রে নৌকা চলে, যাতে তিনি তোমাদেরকে তাঁর কিছু নিদর্শন দেখাতে পারেন। নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ধৈর্যশীল, কৃতজ্ঞ ব্যক্তির জন্য অবশ্যই নিদর্শন আছে। (৩২) যখন মেঘের ছায়ার মত সমূদ্রতরঙ্গ তাদেরকে আচ্ছন্ন করে ফেলে তখন তারা বিশুদ্ধ ধর্মে আল্লাহকে ডাকে। তারপর যখন তিনি তাদেরকে নিরাপদ স্থলে বাঁচিয়ে নিয়ে আসেন তখন তাদের মধ্যে কেউ কেউ মধ্যমপন্থী হয়ে যায়। আর আমাদের নিদর্শনসমূহ ওরাই অস্বীকার করে যারা প্রতিশ্রুতি ভঙ্গকারী এবং অকৃতজ্ঞ।

(৩৩) হে মানুষ! আপন প্রভুকে ভয় কর এমন একটা দিনের যেদিন না কোন পিতা তার সন্তানের উপকারে আসবে এবং না কোন সন্তান পিতার কোন উপকার করতে পারবে। আল্লহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোকায় না ফেলে, আর প্রতারক যেন তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে প্রতারিত না করতে পারে। (৩৪) নিঃসন্দেহে মহা-বিনাশের জ্ঞান আল্লাহরই কাছে আছে। তিনিই বৃষ্টি বর্ষণ করেন এবং মাতৃগর্ভে যা আছে তা তিনিই জানেন। আর কোন ব্যক্তি জানে না আগামী কাল সে কি উপার্জন করবে এবং কেউ জানে না যে, সে কোন ভূখণ্ডে মারা যাবে। আল্লাহই সবকিছু জানেন, সব কিছুর খবর রাখেন।

৩২. সূরাহ আস-সাজদাহ্ (প্রণতি)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) আলিফ-লাম-মীম।

(২) এটা অবতারিত কিতাব, এতে কোন সন্দেহ নেই, বিশ্বজগতের প্রভূর পক্ষ থেকে। (৩) নাকি তারা বলে, এটাকে সে নিজেই বানিয়ে নিয়েছে। বরং এটা এক মহাসত্য তোমার প্রভূর পক্ষ হতে, যাতে তুমি ওদেরকে সতর্ক করতে পার যাদের কাছে তোমার পূর্বে কোন সতর্ককারী আসেনি। যাতে তারা পথের সন্ধান পায়।

(৪) আল্লাহই সেই মহান সত্তা যিনি আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছু ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন তারপর তিনি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। তিনি ছাড়া তোমাদের না কোন সাহায্যকারী আছেন না কোন সুপারিশকারী। তোমরা কি চিন্তা করো না? (৫) তিনি আকাশ থেকে পৃথিবী পর্যন্ত সবকিছু নিয়ন্ত্রণ করেন। অতঃপর এক বিশাল দিনে সবকিছু তাঁর কাছে উঠে যাবে তার পরিমাণ হবে তোমাদের গণনার হাজার বছরের সমান। (৬) পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সবই তাঁর জানা। তিনি পরাক্রমশালী পরম দয়ালু। (৭) তিনি যা কিছুই বানিয়েছেন। ভালভাবেই বানিয়েছেন। আর তিনি মাটি দ্বারা মানুষের সৃষ্টি শুরু করেছেন। অতঃপর তার বংশধর সৃষ্টি করেছেন এক তুচ্ছ পানির সারাংশ থেকে। (৯) পরে তিনি তাকে সুষম দেহ বিশিষ্ট করেছেন এবং তাতে তাঁর রুহ (আত্মা) ফুঁকে দিয়েছেন। তিনি তোমাদেরকে কান, চোখ ও অন্তরও দিয়েছেন। তোমরা খুব কমই কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর।

(১০) আর তারা বলে, আমরা যখন মাটিতে লুপ্ত হয়ে যাব তারপরও কি আমাদেরকে নূতন করে সৃষ্টি করা হবে? আসলে তারা তাদের প্রভূর

সাক্ষাৎকে অস্বীকার করে। (১১) বল, মৃত্যুর ফেরেশতা তোমাদের প্রাণ হরণ করে যাকে তোমাদের জন্য নিযুক্ত করা হয়েছে। তারপর তোমরা আপন প্রভূর কাছে ফিরে যাবে। (১২) যদি তুমি দেখতে! যখন অপরাধীরা তাদের প্রভূর সামনে অবনত মস্তকে বলবে, হে আমাদের প্রভূ! আমরা বিশ্বাসী হয়েগেছি। (১৩) আর যদি আমি চাইতাম তাহলে প্রত্যেককেই তার সঠিক পথের সন্ধান দিতাম, কিন্তু আমার একথা তো সত্য যে, আমি জ্বিন ও মানুষ দিয়ে নরক পূর্ণ করব। (১৪) অতঃএব যেহেতু তোমরা তোমাদের এ দিনটির সাক্ষাতের কথা ভুলে গিয়েছিলে। তাই এখন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন কর। আমিও তোমাদেরকে ভূলে গেলাম। তোমরা তোমাদের কৃতকর্মের জন্য স্থায়ী শাস্তি ভোগ করতে থাক। (১৫) আমাদের নিদর্শন সমূহে তারাই বিশ্বাস করে যাদেরকে সেগুলোর কথা স্মরণ করিয়ে দিলে তারা সেজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং আপন প্রভূর প্রশংসা ও স্তুতি করতে থাকে। আর তারা অহঙ্কার করে না। (১৬) তাদের পিঠ বিছানা থেকে আলাদা থাকে। তারা তাদের প্রভূকে ডাকে ভয় ও আশা নিয়ে। আর যা কিছু আমরা ওদেরকে দিয়েছি তা হতে ব্যায় করে। (১৭) তাদের পুরষ্কার স্বরুপ তাদের জন্য কি কি চোখ জুড়ানো বস্তু লুকিয়ে রাখা হয়েছে সে সম্পর্কে কারও ধারণা নেই।

(১৮) তাই যারা মোমিন (আস্থাবান) সে কি ওই ব্যক্তির মত হবে যারা আস্থাহীন? দুই সমান হতে পারে না। (১৯) যারা বিশ্বাস এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের জন্যই স্বর্গের বিশ্রামস্থল, আতিথ্য তাদের কৃতকর্মের কারণে। (২০) আর যারা অস্বীকার করেছে তাদের ঠিকানা নরক। তারা যখনই সেখান থেকে বের হতে চাইবে তখনই ধাক্কা দিয়ে তাদের সেখানেই ফেরৎ পাঠান হবে। আর তাদেরকে বলা হবে নরক যন্ত্রণা আস্বাদন কর যা

তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (২১) আর আমি তাদেরকে বড় শাস্তির পূর্বে ছোট শাস্তি আস্বাদন করাই সম্ভবতঃ যাতে তারা সামলে যায়। (২২) আর ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় যালেম আর কে আছে? যাকে তার প্রভূর বানীসমূহের মাধ্যমে উপদেশ দেওয়া সত্বেও সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়। এমন অপরাধীর প্রতিশোধ আমি অবশ্যই নেব।

(২৩) আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম। অতএব তুমি তার সাক্ষাৎ সম্বন্ধে কোন সন্দেহের মধ্যে থেকো না। আর আমিই তাকে ঈসরায়ীলের সন্তানদের জন্য দিক নির্দেশনা বানিয়েছিলাম। (২৪) তাদের মধ্য থেকে আমি নেতা মনোনীত করেছিলাম, যারা আমার নির্দেশ অনুযায়ী লোকদের পথ প্রদর্শন করাত। যখন তারা ধৈর্যশীল হয়েছিল এবং আমার নিদর্শন সমূহের প্রতিও বিশ্বাস রেখেছিল। (২৫) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ বিচারদিনে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন যে বিষয় নিয়ে তারা মতভেদ করত। (২৬) এটা কি তাদের জন্য দিক-নির্দেশনা নয় যে, তাদের পূর্বে আমরা অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি, যাদের বস্তিতে এরা যাতায়াত করে। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন আছে। এরা কি শোনেও না।

(২৭) এরা কি দেখেও না যে, আমিই পানিকে শুষ্ক ভূমির দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাই। অতঃপর তা হতে শস্য উৎপন্ন করি যা তাদের পশুরা খায় এবং তারা নিজেরাও খায়। তবুও কি তারা দেখে না? (২৮) আর তারা বলে, সেই মীমাংসা কবে হবে যদি তুমি সত্যবাদী হও? (২৯) বল, মীমাংসার দিনে অবিশ্বাসীদের বিশ্বাস আনয়ন কাজে আসবে না। আর তাদের অবকাশও দেওয়া হবে না। (৩০) অতঃএব ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও এবং অপেক্ষা কর আর তারাও অপেক্ষা করছে।

৩৩. সূরাহ আল-আহযাব (সম্প্রদায়)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) হে নবী! আল্লাহকে ভয় কর এবং অবিশ্বাসী ও কপটচারীদের কথামত কাজ করো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী পরম প্রাজ্ঞ। (২) তারই অনুসরণ কর যা তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতরণ করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর সে সম্বন্ধে আল্লাহ অবহিত আছেন। (৩) আর আল্লাহর উপর ভরসা রাখ। কর্মবিধায়ক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(৪) আল্লাহ কোন ব্যক্তির বুকের ভিতর দুটি হৃদয় রাখেননি। আর না তোমাদের স্ত্রীদের যাদের তোমরা যিহার (মায়ের পিঠের সাথে তুলনা) কর, তাদেরকে তোমাদের মা করে দেননি এবং তোমাদের পোষ্যপুত্রদের তোমাদের পুত্র করে দেননি। এগুলো হচ্ছে তোমাদের মূখের কথা। আর আল্লাহ যথার্থ কথা বলেন এবং সঠিক পথ দেখান। (৫) তোমাদের পোষ্যপুত্রদেরকে তাদের পিতার পরিচয়ে ডাক, এটাই আল্লাহর কাছে ন্যায্যতর। আর যদি তুমি তাদের পিতৃপরিচয়ে না জান তাহলে তারা তোমাদের ধরম ভাই ও বন্ধু হিসাবে গণ্য হবে। আর যে জিনিষে তোমাদের ভূল-ত্রুটি হয়ে যায় তার জন্য তোমাদের কোন পাপ নেই। কিন্তু ইচ্ছাকৃত ভাবে অন্যায় করলে ভিন্ন কথা। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৬) আস্থাবানদের উপর নবীর অধিকার তাদের প্রাণের চেয়েও অধিক। আর নবীর সহধর্মিণীরা তাদের মা। আর আল্লাহর বিধান অনুযায়ী আত্মীয়, অন্যান্য মোমিন (আস্থাবান) মুহাজির (প্রবাসী) দের তুলনায় একে অপরের কাছে অধিক সম্বন্ধ রাখে। কিন্তু তোমরা তোমাদের বন্ধুদের প্রতি সহৃদয়তা প্রদর্শন করতে পার। এটা কিতাবে লিখিত আছে।

(৭) আর যখন আমি নবীদের কাছ থেকে শপথ নিয়েছিলাম, বিশেষ করে তোমার থেকে আর নূহ থেকে এবং ইব্রাহীম, মূসা ও মরিয়ম পুত্র ঈসা থেকে। আর আমি ওদের দৃঢ় অঙ্গিকার নিয়েছিলাম। (৮) যাতে আল্লাহ খাঁটি লোকদের থেকে তাদের সততা সম্বন্ধে প্রশ্ন করতে পারেন আর অবিশ্বসীদের জন্য তিনি কষ্টদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

(৯) হে লোক সকল, যারা বিশ্বাস এনেছো! তোমাদের প্রতি আল্লাহর অনুগ্রহ স্মরণ কর, যখন তোমাদের উপর সেনা আক্রমণ হয়েছিল। আমি তাদের প্রতি একটি ঝড় পাঠিয়েছিলাম এবং এমন সেনা দল পাঠিয়েছিলাম যাদেরকে তোমরা দেখতে পাওনি। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখতে পান। (১০) যখন তোমাদের উপরে দিক থেকে ও তোমাদের নিচের দিক থেকে ওরা তোমাদের দিকে এসেছিল এবং ভয়ে তোমাদের চোখ পাথর হয়ে গিয়েছিল এবং হৃৎপিণ্ড গলার কাছে এসে গিয়েছিল আর তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে নানারকম সন্দেহ পোষণ করছিলে। (১১) সেই সময় আস্থাবানদের পরীক্ষায় ফেলা হয়েছিল এবং দারুণভাবে নাড়া দেওয়া হয়েছিল।

(১২) আর যখন কপটচারী ও যাদের অন্তরে ব্যধি আছে তারা বলছিল, আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল তা শুধুই প্রতারণা। (১৩) এবং যখন তাদের মধ্যে একদল বলেছিল, হে ইয়াসরিববাসী, তোমাদের তো অবস্থানের কোন জায়গা নেই, অতঃএব ফিরে চল। আর তাদের মধ্যে একদল রসূলের কাছে অনুমতি চাইছিল, তারা বলছিল আমাদের বাড়ীঘর অরক্ষিত; অথচ তা অরক্ষিত নয়; আসলে তারা পালাতে চাইছিল। (১৪) যদি মদীনার আশপাশ হতে তাদের উপর কোন শত্রুর প্রবেশ ঘটত এবং তাদেরকে চ্যালেঞ্জ জানাত তারা বশ্যতা স্বীকার করতে বিলম্ব করত না। (১৫) অথচ তারা পূর্বেই আল্লাহর সাথে ওয়াদা করেছিল যে, তারা

পৃষ্ঠ প্রদর্শন করবে না। আল্লাহর সাথে করা এই অঙ্গিকার সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে। (১৬) বল, তোমরা মৃত্যু অথবা হত্যার ভয়ে পালিয়ে গেলেও পলায়ন তোমাদের কোন কাজে আসবে না। আর সেক্ষেত্রে তোমাদেরকে কেবল কিছু দিনের জন্য ভোগ করতে দেওয়া হবে। (১৭) বল, কে আছে যে তোমাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করতে পারবে? তিনি যদি তোমাদের ক্ষতি করতে চান, অথবা যদি তিনি তোমাদেরকে দয়া করতে চান? আর তারা নিজের জন্য আল্লাহকে ছাড়া কোন সমর্থক বা সাহায্যকারী পাবে না।

(১৮) আল্লাহ তোমাদের মধ্যে তাদেরকে ভাল রকমই জানেন যারা বাধা দেয় এবং তাদের ভাইদেরকে বলে আমাদের কাছে এস। অথচ তারা খুব কমই যুদ্ধে অংশ নেয়। (১৯) তারা তোমাদের সঙ্গে কৃপনতা করে। আর যখন ভয় আসে তখন দেখতে পাও যে, তারা তোমার দিকে এমন ভাবে দেখতে থাকে যে, তার চোখ ওই ব্যক্তির চোখের মত ঘুতে থাকে যেন মৃত্যুর মুর্ছনা ঘনিয়ে আসছে। অতঃপর যখন ভয় দূর হয়ে যায় তখন সম্পদের লোভে বাক চাতুরতার সাথে তোমাদের কাছে আসে। এরা বিশ্বাস করে না তাই আল্লাহ তাদের কর্ম ব্যর্থ করে দিয়েছেন। এটা করা আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (২০) এরা মনে করে শত্রু-সেনা এখনও চলে যায়নি। যদি সেনারা আবার আসে তাহলে এরা এটাই চাইবে যে, তারা বেদূঈনদের সাথে গ্রামে থাকতে এবং তোমাদের খবর জেনে নিতে। আর যদি তারা তোমাদের মাঝে থাকতও তাহলে যুদ্ধে খুব কমই অংশগ্রহণ করত।

(২১) তোমাদের জন্য আল্লাহর রসূলের মধ্যে সুন্দর আদর্শ ছিল, ওই ব্যক্তির যে আল্লাহ ও পরলোকের প্রত্যাশী। এবং আল্লাহকে অধিক পরিমানে স্মরণ করে। (২২) আর যখন বিশ্বাসীরা সেনা বাহিনীগুলো দেখল, তখন বলল, এতো তাই, যার প্রতিশ্রুতি আল্লাহ ও তাঁর রসূল আমাদেরকে দিয়েছিলেন।

আল্লাহ ও তাঁর রসূল সত্যিই বলেছিলেন। আর এতে তাদের বিশ্বাসও আনুগত্য আরো বৃদ্ধি পেল। (২৩) বিশ্বাসীদের মধ্যে এমন লোকও আছে যারা আল্লাহর কাছে করা প্রতিজ্ঞা পূরণ করে দেখিয়েছে। অতএব তাদের মধ্যে কেউ নিজের দায়িত্ব পূরো করেছে আর কেউ প্রতিক্ষায় আছে। কিন্তু তারা কোনরকম পরিবর্তন করেনি। (২৪) যাতে আল্লাহ খাঁটি লোকদের তাদের সততার প্রতিফল দেন এবং কপটাচারীদের শাস্তি দেন এবং কিংবা চাইলে তাদের ক্ষমা করে দিতে পারেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(২৫) আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের তাদের ক্রোধ নিয়েই ফিরিয়ে দিলেন। তাদের কোনই ইচ্ছা পূরণ হয়নি। আর বিশ্বাসীদের পক্ষে লড়ার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট। আর আল্লাহ মহা শক্তিধর, পরাক্রমশালী। (২৬) আর আল্লাহ ওই কিতাবধারীদের যারা আক্রমণকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেছিল। তাদের দূর্গ থেকে নামিয়ে দিলেন এবং তাদের অন্তরে ব্যাধী ঢুকিয়ে দিলেন। তুমি তাদের একদলকে হত্যা করছ আর এক দলকে বন্দী করছ। (২৭) এবং তোমাদেরকে তাদের জমি-জায়গা ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদের উত্তরাধিকারী করেছেন এবং এমন একটি ভূখন্ডের যেখানে তোমরা এর আগে পা রাখনি। আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম।

(২৮) হে রসূল! তোমার স্ত্রীদেরকে বল, তোমরা যদি পার্থিব জীবন ও তার চাকরিক্য চাও তাহলে এস, আমি তোমাদের কিছু সম্পদ দিয়ে ভালভাবেই বিদায় করে দিই। (২৯) আর যদি তোমরা আল্লাহও তাঁর রসূল এবং পরলোকের নিবাস চাও তাহলে আল্লাহ তোমাদের মধ্যে সৎকর্মপরায়ণদের জন্য বড় পুরষ্কারের ব্যবস্থা প্রস্তুত করে রেখেছেন। (৩০) হে রসূলের স্ত্রীগণ! তোমাদের মধ্যে কেউ যদি প্রকাশ্য অশ্লীলতায় লিপ্ত হয় তাহলে তাকে দ্বিগুণ শাস্তি দেওয়া হবে। এটা আল্লাহর জন্য সহজ।

(৩১) আর তোমাদের মধ্যে যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অনুগত থাকবে এবং সৎকর্ম করবে তাহলে আমি তাকে দু'বার পুরষ্কার দেব। আর তার জন্য আমি সম্মানজনক জীবিকা প্রস্তুত করে রেখেছি। (৩২) হে রসূলের স্ত্রীগণ! তোমরা তো সাধারণ নারীদের মত নও। তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় করে থাক তবে নরম স্বরে কথা বলবে না, তাতে অন্তরে ব্যধিগ্রস্ত কোন লোক প্রলুব্ধ হতে পারে, বরং সোজা সুজি কথা বল।

(৩৩) তোমরা শান্তিপূর্ণভাবে নিজেদের ঘরে থাকবে এবং আগের অজ্ঞতাযুগের মত সৌন্দর্য প্রদর্শন করবে না আর নামায স্থাপিত কর এবং যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় কর, আর আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে। আল্লাহ তো চান তোমাদের নবী পরিবার থেকে পঙ্কিলতা দূর করতে এবং তোমাদেরকে পরিপূর্ণভাবে পবিত্র করতে। (৩৪) তোমাদের ঘরে আল্লাহর যে আয়াত সমূহের এবং বিবেকের যে শিক্ষা দেওয়া হয় তা স্মরণ রাখবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সূক্ষ্মদর্শী ও সর্ব বিষয়ে অবগত।

(৩৫) নিঃসন্দেহে নিষ্ঠাবান পুরুষ ও নিষ্ঠাবতী মহিলা, বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী মহিলা, অনুগত পুরুষ ও অনুগতা মহিলা, সৎপথে চলা পুরুষ ও সৎপথে চলা মহিলা, ধৈর্যধারণকারী পুরুষ ও ধৈর্যশীলা মহিলা বিনীত পুরুষ ও বিনীতা মহিলা, দানশীল পুরুষ দানশীলা মহিলা, রোযাদার পুরুষ ও রোযাদার মহিলা, যৌন পবিত্রতা রক্ষাকারী পুরুষ ও যৌন পবিত্রতা রক্ষাকারিণী মহিলা, আল্লাহকে অধিক স্মরণকারী পুরুষ ও অধিক স্মরণকারিণী মহিলা, এদের জন্য আল্লাহ ক্ষমা ও বড় পুরষ্কার রেখেছেন। (৩৬) আল্লাহ ও তাঁর রসূল কোন বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিলে কোন ঈমানদার পুরুষ এবং ঈমানদার নারীর পক্ষে ভিন্ন কিছু করার ক্ষমতা থাকে না। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের অবাধ্য হয় সে স্পষ্টতই পথভ্রষ্ট হয়।

(৩৭) আর যখন তুমি ওই ব্যক্তিকে বলছিলে যার প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন এবং তুমিও অনুগ্রহ করেছ, তোমার স্ত্রীকে তোমার কাছে রাখ এবং আল্লাহকে ভয় কর। তুমি তোমার মনে একটি কথা লুকিয়ে রেখেছিলে যা আল্লাহ প্রকাশ করে দেবেন। তুমি মানুষকে ভয় করছিলে, অথচ তোমার ভয় করার কথা তো আল্লাহকে। অতঃপর যায়েদ যখন তার সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করল, তখন আমি তাকে তোমার সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করলাম, যাতে পোষ্যপুত্ররা তাদের স্ত্রীদের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করলে তাদের ব্যপারে আস্থাবানদের মনে সঙ্কোচ না থাকে। যেন তারা তাদের কাছে তাদের আবশ্যকতা পূর্ণ করতে পারে। আর আল্লাহর আদেশ কার্যকর হয়েই থাকে। (৩৮) রসূলের জন্য আল্লাহ যা নির্দ্ধারিত করে দিয়েছেন, তাতে তার কোন ক্ষতি নেই। এটাই আল্লাহর সুন্নাত (রীতি) ওই সব পয়গম্বরদের জন্য যারা পূর্বে চলে গেছেন। আর আল্লাহ ছাড়া কাউকেও ভয় করত না। আর হিসাব নেওয়ার জন্য আল্লাহই পর্যাপ্ত। (৪০) মুহাম্মদ তোমাদের পুরুষদের মধ্যে কারো পিতা নয়, বরং সে আল্লাহর রসূল এবং রসূলদের উপর সীলামোহর প্রদানকারী (অন্তিম)। আর আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(৪১) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে অধিক স্মরণ কর। (৪২) আর সকাল সন্ধ্যায় তাঁরই স্তুতি কর। (৪৩) তিনিই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ পাঠান এবং তাঁর ফেরেস্তাগণও যাতে তোমাদের অন্ধকার থেকে আলোতে বের করে আনতে পারেন। আর তিনি আস্থাবানদের প্রতি খুবই দয়াশীল। (৪৪) যেদিন তারা তাঁর সাথে মিলিত হবে, সেদিন তাদেরকে 'সালাম' দ্বারা অভ্যর্থনা করা হবে। তিনি তাদের জন্য সম্মানজনক প্রতিদান প্রস্তুত করে রেখেছেন।

(৪৫) হে রসূল! আমরা তোমাকে পাঠিয়েছি একজন সাক্ষী, সুসংবাদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। (৪৬) এবং আল্লাহর প্রতি তাঁরই অনুমতিক্রমে একজন

আমন্ত্রণকারী এবং এক উজ্জ্বল প্রদীপ করে। (৪৭) বিশ্ববাসীগণকে সুসংবাদ দিয়ে দাও যে, তাদের জন্য আল্লাহর পক্ষ থেকে বিরাট অনুগ্রহ রয়েছে। (৪৮) আর অস্বীকারকারী এবং কপটাচারীদের কথা মান্য করোনা, তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং আল্লাহর উপর ভরসা কর। নির্ভর করার জন্য আল্লাহই যথেষ্ট।

(৪৯) হে বিশ্বাসীগণ! যখন তোমরা মোমেন (আস্থাশীলা) নারীদের বিয়ে কর। এবং তাদেরকে স্পর্শ করার পূর্বেই যদি তালাক দিয়ে দাও তাহলে তাদের ব্যাপারে তোমাদের কোন ইদ্দত গণনা করতে হবে না অতঃএব তাদেরকে কিছু জীবনধারনের সামগ্রী দাও এং সুন্দরভাবে বিদায় কর।

(৫০) হে রসূল! আমরা তোমাদের জন্য বৈধ করে দিয়েছি তোমার ওই সব স্ত্রীদের যাদের মোহরানা তুমি দিয়ে দিয়েছ, এবং ওই মহিলাদেরকেও যারা তোমার মালিকানাধীন, যা আল্লাহ গণিমত হিসাবে তোমাকে দিয়েছেন এবং তোমার চাচার মেয়ে, ফুফার মেয়ে মামার মেয়ে, মাসির মেয়ে যারা তোমার সাথে হিজরত (প্রবাস) করেছে। এবং সেই আস্থাবান মহিলাকেও যে নিজেকে নবীর নিকটে সমর্পন করে, শর্ত এটাই যে পয়গম্বর যদি তাকে বিবাহ করতে চায়। এটা বিশেষভাবে তোমার জন্য, অন্য মোমিনদের জন্য নয়, তাদের স্ত্রী ও দাসীদের ব্যাপারে তাদের উপর যা ধার্য করেছি তা তো আমার জানাই আছে, যাতে তোমার কোন সঙ্কোচ না থাকে। আল্লাহ ক্ষমাশীল পরম দয়ালু।

(৫১) তুমি তাদের মধ্যে থেকে যাকে ইচ্ছা দূরে রাখতে এবং যাকে ইচ্ছা তোমার কাছে রাখতে পার। আবার যাদেরকে দূরে রেখেছিলে তাদের মধ্যে কাউকে ডেকে নিলেও তোমার কোন পাপ নেই। আশা করা যায় এতে তাদের চক্ষুশীতল হবে এবং তারা ব্যথিত হবে না। আর তুমি তাদেরকে

যা দেবে তাতে তারা সবাই সন্তুষ্ট থাকবে। তোমার অন্তরে যা আছে তা আল্লাহ জানেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সহনশীল। (৫২) এর বাইরে অন্য নারীরা তোমার জন্য বৈধ নয় এবং তোমার স্ত্রীদের পরিবর্তেও অন্য স্ত্রী গ্রহণ করা তোমার পক্ষে অনুচিত যদিও তাদের রূপ তোমার ভাল লাগে তবে তোমার মালিকানাধীন দাসীদের ক্ষেত্রে এই বিধি নিষেধ প্রযোজ্য নয়। আর আল্লাহ সবকিছুর সংরক্ষক।

(৫৩) হে বিশ্বাসীগণ! তোমরা রসূলের ঘরে প্রবেশ করো না। অবশ্য খাদ্য গ্রহণের জন্য অনুমতি দেওয়া হলে প্রবেশ করতে পার। তা তৈরী না হওয়া পর্যন্ত এভাবে বসে থাকবে না। কিন্তু যখন তোমাদের ডাকা হবে তখন প্রবেশ কর। খাওয়া শেষ হলে প্রস্থান কর। কথা বার্তায় মশগুল হয়ে বসে থাকবে না। তাতে রসূলের অসুবধিা হয়। কিন্তু সে তোমাদেরকে উঠিয়ে দিতে সঙ্কোচ করে। তবে আল্লাহ সত্য কথা বলতে সঙ্কোচ করেন না। আর যখন তোমরা রসূলের স্ত্রীদের নিকট কোন জিনিষ চাইবে তখন পর্দার আড়াল থেকে চাও। এই ব্যবস্থায় তোমাদের ও তাদের মন অধিকতর পবিত্র থাকবে। রসূলকে কষ্ট দেওয়া এবং তারপরে তার স্ত্রীদেরকে বিয়ে করা তোমাদের জন্য বৈধ নয়। এটা আল্লাহর নিকট খুবই গুরুতর বিষয়। (৫৪) তোমরা কোন কিছু প্রকাশ কর কিংবা গোপন রাখ, আল্লাহ সবকিছুই জানেন।

(৫৫) রসূলের স্ত্রীদের জন্য তাদের পিতা, পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে। নিজেদের মহিলা ও মালিকানাধীন দাসদাসীদের সাথে পর্দা না করায় কোন পাপ নেই। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছুর প্রতি দৃষ্টিবান।

(৫৬) আল্লাহ ও তাঁর ফেরেশতারা রসূলের প্রতি রহমত (অনুগ্রহ) প্রেরণ করেন। হে ঈমানদারগণ! তোমরাও তার প্রতি দরুদ (অনুগ্রহ) ও

সালাম প্রেরণ কর। (৫৭) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে কষ্ট দেয় আল্লাহ তাদেরকে পৃথিবীতে এবং পরলোকে অভিশপ্ত করেন। তিনি তাদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তিও প্রস্তুত করে রেখেছেন।(৫৮) আর যারা মোমিন (আস্থাবান) পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদেরকে কষ্ট দেয় বিনা অপরাধে তারা অপরাধ ও স্পষ্ট পাপের বোঝা বহন করে।

(৫৯) হে রসূল! তুমি তোমার স্ত্রী ও কন্যাদের এবং মুসলমান মহিলাদের বল, তারা যেন তাদের চাদর একটু নিচে করে নেয়, এতে শীঘ্রই পরিচিত হবে তাহলে উত্যক্ত হবে না। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল দয়াবান।(৬০) কপটাচারী এবং ওই লোকেরা যাদের মন ব্যাধিগ্রস্ত আর মদীনায় গুজব রটনাকারীরা যদি বিরত না হয় তাহলে তোমাকে তাদের পিছনে লাগিয়ে দেব। অতঃপর তারা মদীনায় তোমার সাথে কমই থাকতে পারবে। (৬১) অভিশপ্ত হল, তাদেরকে যেখানে পাওয়া যাবে সেখানেই ধরা হবে এবং অত্যন্ত খারাপ অবস্থায় মারা যাবে। (৬২) যারা পূর্বে অতীত হয়ে গেছে তাদের ক্ষেত্রেও আল্লাহর এই বিধানই ছিল। আর তুমি আল্লাহর বিধানে কোন পরিবর্তন পাবে না।

(৬৩) লোকেরা তোমাকে মহা-বিনাশ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করে। বল, তার জ্ঞান কেবল আল্লাহর কাছেই আছে। তুমি কি জান? সম্ভবতঃ মহা-বিনাশ নিকটে এসে গেছে। (৬৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহ অবজ্ঞাকারীদের অনুগ্রহ থেকে তফাৎ করে দিয়েছেন। আর ওদের জন্য জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখে্ছেন। (৬৫) তারা তার মধ্যে চিরকাল থাকবে। কোন অভিভাবক বা সাহায্যকারীও পাবে না। (৬৬) যেদিন ওদের মুখমণ্ডল আগুনে ওলট-পালট করে দেওয়া হবে। ওরা বলবে, হায়, আমরা যদি আল্লহর আদেশ মেনে চলতাম আর রসূলের আদেশ মেনে চলতাম। (৬৭) তারা আরো বলবে, হে আমাদের

প্রভূ ! আমরা তো আমাদের নেতাদের ও বড়দের কথা মেনে চলতাম, কিন্তু তারাই আমাদেরকে বিপথগামী করেছে। (৬৮) হে আমাদের প্রভূ ! তাদেরকে দ্বিগুন শাস্তি দাও এবং তাদেরকে ভয়ানক অভিসম্পাত কর।

(৬৯) হে বিশ্বাসীগণ ! তোমরা তাদের মত হয়োনা, যারা মূসাকে কষ্ট দিয়েছে। তারা যা বলেছিল আল্লাহ তাকে তা থেকে নির্দোষ প্রমাণ করেছিলেন। সে ছিলো আল্লাহর কাছে মর্যাদাবান। (৭০) হে ঈমানদারগণ ! আল্লাহকে ভয় কর এবং উচিৎ কথা বল। (৭১) তিনিই তোমাদের কর্ম শুধরাবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের কথা মেনে চলবে সে বড় সাফল্য লাভ করবে।

(৭২) আমি তো আকাশ, পৃথিবী ও পর্বতরাজির কাছে এই আমানত পেশ করেছিলাম। তারা তা বহন করতে অস্বীকার করল এবং একে ভয় পেল। কিন্তু মানুষ তা উঠিয়ে নিল। নিঃসন্দেহে সে অত্যাচারী ও অজ্ঞ ছিল। (৭৩) এজন্য যে কপটাচারী পুরুষ ও কপটচারী মহিলা এবং মূর্তিপূজক পুরুষ ও মূর্তিপূজক মহিলাকে আল্লাহ শাস্তি দেবেন এবং আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের প্রতি মনযোগ দেবেন আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

৩৪. সূরাহ সাবা (সাবা)

আল্লাহ্‌র নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরমদয়ালু।

(১) প্রশংসা আল্লাহরই যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুরই মালিক। তাঁরই প্রশংসা পরলোকেও। তিনি প্রজ্ঞাবান, সর্বজ্ঞ। (২) ভূমিতে যা কিছু প্রবেশ করে, ভূমি থেকে যা কিছু বের হয়। আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে আর আকাশে যা কিছু উঠে যায় তিনি সবকিছুই জানেন। তিনিই পরম দয়ালু, ক্ষমাশীল।

(৩) যারা অবিশ্বাস করে তারা বলে, আমাদের উপর মহা-বিনাশ আসবে না। বল, কেন আসবে না? আমার প্রভূর শপথ, তোমাদের উপর তা অবশ্যই আসবে। তিনি পরোক্ষকে জানেন। আকাশ ও পৃথিবীর অনু পরিমাণ বা তার চেয়েও ছোট কিংবা বড় কোন কিছুই তাঁর অগোচরে নয়। বরং সবই এক স্পষ্ট গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে। (৪) যাতে তিনি ওই লোকদের প্রতিফল দেন যারা ঈমানদার ও সৎকর্মপরায়ন। এদের জন্যেই ক্ষমা আর সম্মানজনক জীবিকা রয়েছে। (৫) আর যারা আমাদের নিদর্শনসমূহকে ব্যর্থ প্রমাণের চেষ্টা করেছে তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক কঠোর শাস্তি। (৬) আর যাদেরকে জ্ঞান দেওয়া হয়েছে তারা জানে, তোমার কাছে তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে যে জিনিষ পাঠান হয়েছে। তারা জানে এ সত্য। আর তা পরাক্রমশীল ও প্রশংসিত আল্লাহর পথ দেখায়।

(৭) আর যারা অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা কি তোমাকে এমন এক ব্যক্তির সন্ধান দেব যে বলে, যখন তোমরা ছিন্ন-ভিন্ন হয়ে যাবে তখন আবার তোমাদের নতুন করে সৃষ্টি করা হবে। (৮) সে কি আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা বানিয়ে বলছে নাকি তার মধ্যে পাগলামি আছে? বরং যারা পরলোকে বিশ্বাসী নয় তারাই শাস্তির মধ্যে এবং সূদূর পথ ভ্রষ্টতায় লিপ্ত আছে। (৯) তবে কি তারা আকাশ ও পৃথিবীর দিকে তাকিয়ে দেখেনি? যা তাদের সামনে ও পিছনের দিকে আছে। আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিতে পারি অথবা আকাশ থেকে তাদের উপর খণ্ড ফেলে দিতে পারি। নিঃসন্দেহে এতে প্রত্যেক ওই বান্দার জন্য নিদর্শন রয়েছে যারা আল্লাহ অভিমুখী।

(১০) আর আমি আমার পক্ষ থেকে দাউদকে বড় অনুগ্রহ দান করেছি। হে পর্বতরাজি। তোমরাও তার সাথে স্তূতি কর। আর এভাবে পাখিদেরকেও

আদেশ দিয়েছি। আর লোহাকেও তার জন্য নরম করে দিয়েছি। (১১) তুমি প্রশস্ত বর্ম তৈরী কর, তাতে পরিমাপ মত অংটা লাগাও আর সৎকাজ কর। তুমি যা করছ আমি তা দেখছি।

(১২) সোলেমানের জন্য বাতাসকে তার বশীভূত করে দিয়েছি। তার সকালের গন্তব্য এক মাসের আর সন্ধ্যার গন্তব্য এক মাসের। আর তার জন্য আমি তামার একটি স্রোত প্রবাহিত করেছিলাম। কতক জ্বিন তার প্রভূর আদেশে তার সামনে কাজ করত। তাদের মধ্যে কেউ আমার আদেশের অন্যথা করলে আমি তাকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তি আস্বাদন করাবো। (১৩) সে যা চাইত জ্বীনেরা তাদের জন্য তাই বানাত। অট্টালিকা, ভাস্কর্য, হাওজ (পুকুর) এর মতো গামলা ও মজবুত ডেগ। হে দাউদের সন্তানেরা! তোমরা কৃতজ্ঞতার সাথে কাজ কর, তবে আমার বান্দাদের মধ্যে অল্প সংখ্যকই কৃতজ্ঞ।

(১৪) অতঃপর আমি যখন তার মৃত্যুর সিদ্ধান্ত কার্যকর করলাম তখন কোন জিনিষই তাকে তার মৃত্যুর খবর দিতে পারেনি, একমাত্র মাটির পোকা ছাড়া। যা তার লাঠিটি খেয়ে ফেলেছিল। অতঃপর সে যখন পড়ে গেল তখন জ্বীনেরা বুঝতে পারল যে তারা যদি পরোক্ষের খবর জানতে পারত তাহলে তারা এত অপমান জনক বিপত্তির মধ্যে থাকত না।

(১৫) সাবা গোত্রের জন্য তাদের আবাস স্থলের একটি নিদর্শন ছিল। দুটি বাগান ডাহিনে ও বামে, তোমাদের প্রভুর দেওয়া জীবিকা থেকে খাও এবং তার প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। এক সুন্দর নগর ও এক ক্ষমাশীল প্রভু (১৬) অতঃপর তারা অবজ্ঞা করল তখন আমি তাদের উপর বাঁধভাঙা প্লাবন পাঠালাম এবং তাদের বাগান দুটোকে এমন দুটি বাগানে পরিবর্তন করে দিলাম যাতে বিস্বাদ ফলমূল, ঝাউগাছ ও সামান্য কিছু কুলগাছ।

(১৭) এটা আমি তাদের কৃতঘ্নতার প্রতিফল দিলাম, আর এমন প্রতিফল আমি তাদেরকে দিই যারা কৃতঘ্ন।

(১৮) আমি তাদের আর তাদের জনপদের মাঝখানে যেখানে আমি বরকত রেখেছিলাম, এমন জনবসতি স্থাপিত করলাম যা দেখার মতো আর আমি ওর মধ্যে এমন কেন্দ্র নির্ধারিত করে দিলাম তোমরা সেখানে রাতে ও দিনে নিরাপদে ভ্রমন করো। (১৯) কিন্তু তারা বলল, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের যাত্রাপথের ব্যবধান বাড়িয়ে দাও। তারা তাদের নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছিল। তাই আমি তাদেরকে কাহিনীতে পরিণত করে দিয়েছি। এবং তাদের কে একেবারে ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে এতে ধৈর্য্যবান ও কৃতজ্ঞ লোকদের জন্য নিদর্শন রয়েছে।

(২০) আর ইবলিস তার ধারণা তাদের উপর সঠিক প্রতিপন্ন করল। অতএব তারা তাদের অনুসরণ করল, বিশ্বাসীদের একটি দল ছাড়া। (২১) তাদের উপর ইবলিসের কোন কর্তৃত্ব ছিল না, কিন্তু আমি চেয়েছি কে পরকালে বিশ্বাস করে ওই লোকদের থেকে (আলাদা করা, যারা পরলোকের ব্যপারে সন্দিহান) এবং তোমাদের প্রভূ সব কিছুর সংরক্ষক।

(২২) বল, তোমরা আল্লা ব্যতিত যাদেরকে উপাস্য মনে করতে তাদের কে ডাকো। তারা আকাশের কণা বরাবরও অধিকারী নয়, আর না পৃথিবীর। আর না এই দুইয়ে তাদের কোনো অংশীদারী আছে, আর না এদের মধ্যে তাদের কোন সহায়ক আছে। (২৩) আর তাঁর কাছে কোনো সুপারিশ কাজে আসবে না, কিন্তু কেবল তার জন্য যার জন্য তিনি অনুমতি দেবেন। অবশেষে যখন তাদের অন্তর থেকে ভয় দূর হবে, তখন তারা বলবে, তোমাদের প্রভূ কি বললেন? উত্তরে তারা বলবে, তিনি সত্যের আদেশ দিয়েছেন। তিনি সর্ব্বোচ্চ, মহামহিম।

(২৪) বল, কে তোমাদের আকাশ ও ধরণী থেকে জীবিকা দেন? বল, আল্লাহ। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোনো একদল সঠিক পথে আছে। অথবা স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় আছে। (২৫) বল, আমরা যে অপরাধ করি সে সম্পর্কে তোমাদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে না। আর তোমরা যা কিছু করছ সে সম্পর্কে আমাদেরকেও কিছু জিজ্ঞাসা করা হবে না। (২৬) বল, আমাদের প্রভূ আমাদেরকে একত্রিত করবেন, অতঃপর আমাদের মধ্যে তিনি সত্য অনুযায়ী মীমাংসা করবেন। তিনিই বড় মীমাংসা কারী, মহাজ্ঞানী। (২৭) বল, তোমরা যাদেরকে অংশীদার হিসাবে তার সাথে যুক্ত করেছো তাদেরকে আমাদের দেখাও তো। কখনই নয়, বরং সেই আল্লাহ অত্যন্ত পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(২৮) আমি তো তোমাকে সব মানুষের জন্য সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (২৯) আর তারা বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে বল, ওই ওয়াদা কখন বাস্তবায়িত হবে? (৩০) বল, তোমাদের জন্য একটি বিশেষ দিনের ওয়াদা আছে যা মুহূর্তের জন্য বিলম্বিত হবে না, আর এগিয়েও আসবে না।

(৩১) আর যারা অস্বীকার করে তারা বলে, আমরা কখনই এই কুরআনকে মানব না আর না ওটাকে যা এর পূর্বের। এই অত্যাচারীদের যখন তাদের প্রভূর সামনে দাঁড় করানো হবে তখন যদি তুমি দেখতে। তারা তখন একে অপরের উপর দোষ চাপাতে থাকবে। যাদের কে দুর্বল মনে করা হত তারা অহংকারীদের বলবে, যদি তোমরা না হতে তাহলে অবশ্যই আমরা ঈমানদার হতাম। (৩২) অহংকারীরা দূর্বলদের কে বলবে, আমরা কি তোমাদের সঠিক পথে বাধা দিয়েছিলাম? সত্য যখন তোমাদের কাছেই পৌঁছে গিয়েছিল বরং তোমরা নিজেরাই অপরাধী ছিলে। (৩৩) আর দুর্বলেরা অহংকারীদের

বলবে না, বরং তোমাদের রাত-দিনের চ ক্রান্তে, যখন তোমরা আমাদের কে বলতে আল্লাহকে অস্বীকার কর আর তার সাথে অংশীদার বানাও। তারা যখন শাস্তি দেখতে পাবে তখন অনুতাপ গোপন রাখবে। আর আমি অস্বীকার কারীদের গর্দানে তওক (লোহার বেড়ি) পরাবো। তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে।

(৩৪) আমি যখনই কোন জনপদে সতর্ককারী পাঠিয়েছি, তখনই সেখানকার সম্পন্ন লোকেরা এটাই বলেছে যে, তোমাদেরকে যা দিয়ে পাঠানো হয়েছে আমরা তা বিশ্বাস করি না। (৩৫) তারা আরও বলেছে আমরা অধিক ধনসম্পদ ও সন্তান-সন্ততির অধিকারী তাই আমাদেরকে শাস্তি দেওয়া হবে না। (৩৬) বল, আমার প্রভু যাকে ইচ্ছা করেন জীবিকা বাড়িয়ে দেন, আর যাকে ইচ্ছা করেন জীবিকা কমিয়ে দেন। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৩৭) আর তোমাদের ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি ওই বস্তু নয় যা পদমর্যাদায় তোমাদেরকে আমাদের নিকটবর্তী বানিয়ে দেয়। তবে হ্যাঁ, যে ঈমান এনেছে এবং ভালো কাজ করেছে এমন লোকদের জন্য তাদের কর্মের দ্বিগুণ প্রতিফল রয়েছে। আর ওরা সুউচ্চ বাসস্থানে সন্তোষজনক ভাবে থাকবে। (৩৮) আর যার আমাদের নিদর্শন সমূহকে হেয় প্রতিপন্ন করার জন্য সক্রিয়, তাদেরকে শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করানো হবে। (৩৯) বল, আমার প্রভু তার বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অঢেল জীবিকা দান করেন, আর যাকে চান তার জীবিকা সংকুচিত করে দেন। আর যা কিছুই তোমরা ব্যয় করবে তিনি তার প্রতিফল দেবেন। তিনি সুন্দর জীবিকাদাতা।

(৪০) আর যেদিন তিনি তাদের সবাইকে একত্রিত করবেন এবং ফেরেশতাদের জিজ্ঞাসা করবেন, এরা কি তোমাদের উপাসনা করত? (৪১) তারা বলবে, তুমি পবিত্র তোমার সত্ত্বা আমাদের সম্পর্কে তোমার

সাথে না ওদের সাথে? বরং এরা জ্বীনদের উপাসনা করত। এদের মধ্যে অধিকাংশই তাদের প্রতি অস্থাবান ছিল। (৪২) অতএব আজ তোমাদের কেউ কারও উপকার করতে পারবে না। আর ক্ষতিও করতে পারবে না আর আমি অপরাধীদেরকে বলব, আগুনের স্বাদ আস্বাদন কর যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে।

(৪৩) আর যখন তাদেরকে আমাদের স্পষ্ট আয়াত সমূহ শোনানো হত তখন তারা বলত, এতো এমনই এক ব্যক্তি যে তোমাদের কে তোমাদের বাপ-দাদার উপাস্য থেকে ফেরাতে চায়। তারা আরও বলত, এটাতো একটা বানানো মিথ্যা। ওই অস্বীকার কারীদের কাছে যখন সত্য এল তখন তারা বলল, এতো এক স্পষ্ট যাদু। (৪৪) তাদেরকে কোনো কিতাব দিইনি যা তারা পড়বে। আর আমি তোমার পূর্বে ওদের কাছে কোনো সতর্ককারীও পাঠাইনি। (৪৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও অস্বীকার করেছিল। আমি তাদেরকে যা দিয়েছিলাম এরা তো তার দশভাগের এক ভাগও পায়নি। তার পরেও ওরা আমার রসূলদেরকে মিথ্যা বলেছিল। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি।

(৪৬) বল, আমি তোমাদেরকে একটা উপদেশ দিচ্ছি তোমরা আল্লাহর জন্য দুজন দুজন করে ও একজন একজন করে দাঁড়িয়ে যাও। তার পর চিন্তা কর; তোমাদের বন্ধু উন্মাদ নয়। সেতো এক কঠোর শাস্তির পূর্বে তোমাদের সতর্ককারী মাত্র। (৪৭) বল, আমি তোমাদের কাছে যা প্রতিদান চাইতে পারতাম তা তোমাদেরই থাক। আমার প্রতিদান দেবেন তো আল্লাহ। তিনি সবকিছুর সাক্ষী।

(৪৮) বল, আমার প্রভু সত্যকে (মিথ্যার উপর) মারবেন। তিনি গোপন বিষয় সমূহ ভালোভাবেই জানেন। (৪৯) বল, সত্য এসে গেছে আর মিথ্যা না পারে নতুন সৃষ্টি করতে আর না পারে পুনরাবৃত্তি করতে। (৫০) বল,

আমি যদি বিপদগামী হই তাহলে আমার বিপদগামীতার বিপত্তি আমার উপর, আমি যদি সুপথে থাকি তাহলে ওই ওহীর (শ্রুতি) জোরে যা আমার প্রভূ আমার কাছে পাঠাচ্ছেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, কাছেই থাকেন।

(৫১) আর যদি তুমি দেখতে, যখন তারা ভীত সন্ত্রস্ত হবে এবং তারা পালাতেও পারবে না এবং নিকট থেকেই ধরে আনা হবে। (৫২) আর তারা বলবে, আমরা তার প্রতি ঈমান আনলাম কিন্তু এত দূর থেকে তার নাগাল পাবো কি ভাবে। (৫৩) অথচ আগে তারা তা অবিশ্বাস করেছিল। আর না দেখে দূর থেকে আন্দাজে মন্তব্য করত। (৫৪) তাদের ও তারা যা চায় তার মধ্যে অন্তরাল সৃষ্টি করা হয়েছে, যেমন পূর্বে তাদের সতীর্থদের ক্ষেত্রেও করা হয়েছিল। তারা বিভ্রান্তি কর সন্দেহে নিপতিত ছিল।

৩৫. সূরাহ আল-ফাতির (স্রষ্টা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

(১) আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা আল্লাহর জন্য প্রশংসা। যিনি দুই-দুই, তিন-তিন ও চার-চার ডানা বিশিষ্ট ফেরেশতাদেরকে বার্তাবাহক করেছেন। তিনি সৃষ্টির মধ্যে যা চান বৃদ্ধি করে দেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম। (২) আল্লাহ মানুষের জন্য যে অনুগ্রহ খুলে দেন তা বন্ধ করার ক্ষমতা কারো নেই। আর তিনি যা ধরে রাখেন তা খোলার ক্ষমতা কারো নেই। তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়।

(৩) হে মানুষ! তোমাদের প্রতি আল্লাহর উপকার স্মরণ কর। আল্লাহ ছাড়া অন্য কোন সৃষ্টি কর্তা আছে কি? যিনি তোমাদেরকে আকাশ ও পৃথিবী থেকে জীবিকা দান করেন। তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তাহলে তোমরা কোথা থেকে ধোঁকা খাচ্ছ? (৪) আর এরা যদি তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ

করে তাহলে তোমার পূর্বেও অনেক রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করা হয়েছিল। আর যাবতীয় বিষয় আল্লাহর কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৫) হে মানুষ! নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। অতএব পার্থিব জীবন যেন তোমাদের ধোঁকায় না ফেলে। তেমনি বড় ধোঁকাবাজ যেন তোমাদের আল্লাহ সম্পর্কে ধোঁকা দিতে না পারে। (৬) নিঃসন্দেহে শয়তান তোমাদের শত্রু, তাই তাকে শত্রুই মনে করবে, সে তার দলকে এজন্যই ডাকে যাতে তারাও নরকবাসী হয়ে যায়। (৭) যারা অস্বীকার করেছে, ওদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। আর যারা বিশ্বাস করেছে এবং ভাল কাজ করেছে ওদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড় প্রতিফল।

(৮) এমন ব্যক্তি যাকে তার মন্দকর্ম শোভনীয় করে দেখানো হয়েছে, অতঃপর সে ওটাই ভাল মনে করতে আরম্ভ করেছে, তবে আল্লাহ যাকে চান বিপথগামী করেন আর যাকে চান সঠিক পথ দেখান। অতএব ওদের জন্য দুঃখী হয়ে তুমি নিজেকে ব্যথিত করো না। আল্লাহ জানেন ওরা যা করছে।

(৯) আল্লাহই বাতাস পাঠিয়ে দেন। এই বাতাস মেঘ উড়িয়ে আনে। তারপর আমরা ওকে কোন নিষ্প্রাণ দেশের দিকে নিয়ে যাই। অতঃপর ওথেকে আমরা মৃত-ভূমিকে মৃত্যুর পরে পূণর্জীবিত করি। এভাবেই হবে দ্বিতীয়বার বেঁচে ওঠা। (১০) যে সম্মান চায় তো সম্পূর্ণ সম্মান তো আল্লাহর জন্যই। তাঁরই দিকে পবিত্র বাক্য আরোহণ করে এবং সৎকর্ম তাকে উঠিয়ে দেয়। যারা মন্দকর্মের চক্রান্ত করছে,ওদের জন্য কঠোর শাস্তি এবং ওদের চক্রান্ত ব্যর্থ হবেই।

(১১) আর আল্লাহ তোমাদেরকে মাটি থেকে সৃষ্টি করেছেন। তারপর পানির ফোটা থেকে, তারপর তোমাদেরকে জোড়া বানিয়েছেন। তাঁর জ্ঞান

ব্যতীত কোন নারী না গর্ভবতী হয় আর না জন্ম দেয়। আর কোন বয়স্ক মানুষ না দীর্ঘায়ু হয় আর না কারো আয়ু কম হয়ে যায়। কিন্তু তা এক পঞ্জীকায় লিপিবদ্ধ আছে। নিঃসন্দেহে আল্লাহর জন্য এটা খুবই সহজ।

(১২) দুই সমূদ্র সমান হয় না একটি সুমিষ্ট ও সুপেয় এবং অন্যটি নোনা ও তিতা। আর দুটো থেকেই তোমরা টাটকা মাংস খাও এবং সৌন্দর্যের বস্তু আহরণ কর যা তোমরা পরিধান কর। আর তোমরা তার বুক চিরে জাহাজ চলতে দেখ, যাতে তোমরা তাঁর অনুগ্রহ অন্বেষণ কর এবং যাতে আমার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। (১৩) তিনি রাত কে দিনের মধে প্রবেশ করান ও দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে বাধ্য করে দিয়েছেন। প্রত্যেকেই একটি নির্ধারিত মেয়াদ পর্যন্ত ছুটে চলেছে। সেই আল্লাহই তোমাদের প্রভূ; রাজত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো খেজুর-বীচির পাতলা আবরণেরও মালিক নয়। (১৪) যদি তোমরা তাদেরকে ডাক তারা তোমার ডাক শুনবে না। আর যদি তারা শোনেও তাহলে তোমার ডাকের উত্তরে তারা কিছুই করতে পারবে না। আর কেয়ামতের দিনে তারা তোমাদের শির্ক (অংশিবাদীতা) অস্বীকার করবে। আর মহা-বিজ্ঞের ন্যায় কেউ তোমাকে অবহিত করবে না।

(১৫) হে মানুষ! তোমরা তো আল্লাহর মূখাপেক্ষী, কিন্তু আল্লাহ অ-মূখাপেক্ষী, প্রশংসিত। (১৬) তিনি যদি ইচ্ছা করেন তাহলে তোমাদেরকে সরিয়ে এক নূতন সৃষ্টি আনতে পারেন। (১৭) আর এটা আল্লাহর জন্য কঠিন কিছু নয়। (১৮) কোন বোঝা বহনকারী অন্যের বোঝা ওঠাবে না। আর গুরুতর ভারগ্রস্থ কেউ তার ভার বহন করতে অন্যকে ডাকলে তার কিছুই বহন করা হবে না, যদি সে নিকটাত্মীয়ও হয়। তুমি তো কেবল তাদেরকেই সতর্ক করতে পার যারা তাদের প্রভূকে না দেখেও ভয় করে এবং নামায

স্থাপিত করে। আর যে ব্যক্তি পবিত্র হয় সে নিজের জন্যই পবিত্র হয়। আর আল্লাহর কাছেই তো প্রত্যাবর্তন।

(১৯) আর অন্ধ ও দৃষ্টিমান সমান নয়। (২০) সমান নয় অন্ধকার আর আলো। (২১) সমান নয় ছায়া আর রৌদ্র। (২২) আর জীবিত ও মৃত সমান হতে পারে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ যাকে চান শোনাতে পারেন। আর তুমি ওদেরকে শোনাতে পার না যারা কবরে আছে। (২৩) তুমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৪) আমরা তোমাকে সত্যসহ পাঠিয়েছি সুসংবাদদাতা ও সকর্তকারী করে। আর এমন কোন উম্মত (জাতি) নেই যাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসেনি। (২৫) যদি এরা তোমার প্রতি মিথ্যা আরোপ করে তাহলে এর পূর্বেও যারা ছিল তারাও তাদের রসূলদের প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছিল। ওদের কাছে ওদের রসূল প্রত্যক্ষ প্রমাণ। সহীফা ও আলোকজ্জ্বল গ্রন্থ নিয়ে এসেছিল। (২৬) তবুও যারা অস্বীকার করেছিল আমি তাদেরকে পাকড়াও করলাম। তখন কেমন ছিল আমার শাস্তি।

(২৭) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষণ করেছেন। অতঃপর তার সাহায্যে আমরা বিভিন্ন বর্ণের ফলমূল উৎপন্ন করেছি। অর পর্বতেও আছে সাদা, লাল এবং বিভিন্ন বর্ণের টুকরো। এবং গাঢ় কালো বর্ণেরও। (২৮) এমনিভাবে বিভিন্ন বর্ণের মানুষ, জীব-জন্তু ও চুতুষ্পদ পশুও আছে। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে কেবল জ্ঞানীরাই তাঁকে ভয় করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরাক্রমশালী ক্ষমাশীল।

(২৯) যারা আল্লাহর কিতাব পাঠ করে, নামায স্থাপিত করে আর আমরা যা কিছু তাদেরকে দিয়েছি তা থেকে গোপনে ও প্রকাশ্যে ব্যয় করে তারা এমন এক ব্যবসা আশা করে যাতে কখনই মন্দা আসবে না। (৩০) এজন্য যে, তিনি তাদেরকে তাদের কর্মফল পূরোপূরি দেবেন এবং নিজ অনুগ্রহে

আরো বেশী দেবেন। নিঃসন্দেহে তিনি ক্ষমাশীল ও গুনগ্রাহী। (৩১) আর আমরা তোমার প্রতি যে কিতাব অহী (অবতীর্ণ) করেছি তা সত্য, এবং তাঁর পূর্ববর্তী কিতাবের সমর্থক। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের খবর রাখেন এবং দেখেন।

(৩২) অতঃপর আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাদেরকে পছন্দ করেছি তাদেরকে কিতাবের উত্তরাধিকারী করেছি। তবে তাদের মধ্যে কেউ নিজের প্রতি অন্যায় করেছে আর কেউ মধ্যপন্থা অবলম্বন করেছে। আবার কেউ আল্লাহর কৃপায় কল্যাণকর কাজ কর্মে অগ্রগামী। এটাই সবচেয়ে বড় অনুগ্রহ। (৩৩) এরা স্থায়ী উদ্যানে প্রবেশ করবে। সেখানে তাদেরকে সোনার কাঁকন ও মুক্তার অলংকার পরানো হবে, সেখানে তাদের পোষাক হবে রেশমের। (৩৪) আর ওরা বলবে, আল্লাহকে ধন্যবাদ, তিনিই আমাদের দুঃখ দূর করেছেন। নিঃসন্দেহে আমাদের প্রভূ ক্ষমাশীল, গুনগ্রাহী। (৩৫) যিনি নিজ অনুগ্রহে আমাদেরকে স্থায়ী বসবাসের ঘর দিয়েছেন; যেখানে কোন কষ্ট আমাদের স্পর্শ করে না এবং যেখানে কোন ক্লান্তি আমাদেরকে স্পর্শ করে না।

(৩৬) কিন্তু যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য রয়েছে নরকের আগুন, না তাদের মৃত্যু আসবে আর না তাদের অন্ত হবে আর না তাদের নরক যন্ত্রণার লাঘব হবে। আমি প্রত্যেক অস্বীকারকারীকেই এমনই শাস্তি দিই। (৩৭) আর ওরা সেখানে আর্ত-চিৎকার করে বলবে, হে আমাদের প্রভূ ! আমাদেরকে বের করে নাও। আমরা ভাল কাজ করব, আগে যা করতাম তা থেকে অন্য কিছু। আমি কি তোমার এতটা আয়ু দিই নি, যাতে কেউ উপদেশ গ্রহণ করতে চাইলে গ্রহণ করতে পারত। আর তোমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। অতএব আস্বাদন কর। অন্যায়কারীদের কোন সহায়ক নেই।

(৩৮) আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবীর অদৃশ্য বিষয় অবগত আছেন। নিঃসন্দেহে

তিনি মনের কথা সম্পর্কেও অবহিত রয়েছেন।(৩৯) তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে বসতি করেছেন। অতএব যে অস্বীকার করবে তার অস্বীকার তার উপরে বর্তাবে। আর অবিশ্বাসীদের অস্বীকার ওদের প্রভূর নিকটে ক্রোধ বাড়ার কারণ হয়। আর অবিশ্বাসীদের অস্বীকার ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করবে।

(৪০) বল, আল্লাহ ব্যতীত তোমরা যাদেরকে ডাক, তোমাদের সেই শরীকদের কথা কি ভেবে দেখেছ? তোমরা আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীতে কি সৃষ্টি করেছে? না কি আকাশে তাদের কোন অংশ আছে? নাকি আমি তাদেরকে কোন কিতাব দিয়েছি যে, তারা তার প্রমাণের উপর রয়েছে? আসলে অত্যাচারীরা কেবল একে অন্যকে প্রতারণামূলক ওয়াদা দিয়ে থাকে। (৪১) নিঃসন্দেহে আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীকে ধরে রেখেছেন, যাতে তারা স্থানচ্যুত না হয়। আর যদি তারা স্থানচ্যুত হয় তাহলে তিনি ছাড়া কেউ তাদেরকে ধরে রাখতে পারবে না। নিঃসন্দেহে তিনি সহনশীল, ক্ষমাপরায়ণ।

(৪২) আর তারা দৃঢ়তার সাথে আল্লাহর শপথ করে বলেছিল যে, যদি তাদের কাছে কোন সতর্ককারী আসে তাহলে অবশ্যই তারা যে কোন জাতির চেয়ে বেশী সৎপথের অনুসারী হবে। অতঃপর যখন তাদের কাছে একজন সতর্ককারী এল তখন তারা বেশী করে বিমূখ হল। (৪৩) পৃথিবীতে নিজেকে বড় মনে করা আর কূ-চক্রান্ত করা। তবে কূ-চক্র তার হোতাদেরই পরিবেষ্টন করে। তবে কি তারা সেই বিধানের অপেক্ষা করছে যা তাদের পূর্বের লোকদের উপর প্রকট হয়েছিল। অতএব আল্লাহর বিধানে তুমি কোন পরিবর্তন পাবে না আর না আল্লাহর বিধানে কোন ব্যতিক্রম পাবে। (৪৪) এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করেনি? তাহলে তো দেখতে পেত, এদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কেমন হয়েছিল। তারা তো এদের চেয়ে বেশী

শক্তিশালী ছিল। আর আল্লাহ এমন নয় যে, কোন জিনিষ তাঁকে অপরাগ করে দেবে, না আকাশে আর না ধরণীতে। নিঃসন্দেহে তিনি মহাজ্ঞানী, পরম সামর্থবান।

(৪৫) আল্লাহ যদি মানুষকে তাদের কৃতকর্মের জন্য পাকড়াও করতেন তাহলে পৃথিবীর কোন প্রাণীকেও ছাড়তেন না, বরং তিনি তাদেরকে এক নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত অবকাশ দিয়ে থাকেন। যখন তাদের সেই নির্দিষ্ট মেয়াদ পূরো হয়ে যায় তখন আল্লাহ তাঁর বান্দাদের স্বয়ং দেখেন।

৩৬. সূরাহ ইয়া-সীন (ইয়া-সীন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

(১) ইয়া-সীন-

(২) প্রজ্ঞাপূর্ণ কুরআনের শপথ। (৩) নিঃসন্দেহে তুমি রসূলদের একজন। (৪) খুবই সোজাপথের অনুসারী। (৫) এটা সর্বশক্তিমান, পরম করুণাময় আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ করা হয়েছে। (৬) যাতে তুমি ওই লোকদেরকে সতর্ক করতে পার যাদের পূর্বপূরুষদেরকে সতর্ক করা হয়নি; অতএব ওরা অনভিজ্ঞ।

(৭) ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোকের উপর কথা নির্দ্ধারিত হয়ে গেছে। অতএব তারা ঈমান আনবে না। (৮) আমরা ওদের গলায় চিবুক পর্যন্ত (তওক) বেড়ী লাগিয়ে দিয়েছি। ফলে তাদের মাথা খাড়া হয়ে আছে। (৯) আর আমরা একটি আবরণ ওদের সামনে করে দিয়েছি আর একটি আবরণ ওদের পিছনে দিয়ে দিয়েছি এবং তাদেরকে ঢেঁকে দিয়েছি; ফলে তারা দেখতে পায় না। (১০) ওদেরকে তুমি সতর্ক কর আর না কর ওদের পক্ষে সমান। ওরা বিশ্বাস করবে না। (১১) তুমি তো কেবল তাকেই সতর্ক

করতে পারো যে উপদেশ মেনে চলে এবং না দেখেও আল্লাহকে ভয় করে। তাই এমন ব্যক্তিকে ক্ষমা ও সম্মানিত পূণ্যের সুসংবাদ দাও।

(১২) আমি মৃতদেরকে অবশ্যই জীবিত করব। আর আমি লিখে রাখছি যা ওরা সামনে পাঠিয়েছে আর যা পিছনে রেখে এসেছে। আর সবকিছু আমরা লিখে নিয়েছি এক স্পষ্ট কিতাবে।

(১৩) আর উদাহরণ স্বরূপ এদেরকে বস্তিবাসীদের বৃত্তান্ত শোনাও যখন সেখানে রসূলগণ এসেছিল। (১৪) যখন আমি তাদের কাছে দুজন রসূল পাঠিয়েছিলাম কিন্তু তারা দুজনকেই অস্বীকার করল, তখন আমি তৃতীয় একজনকে দিয়ে ওদের সহায়তা করলাম, তারা বলল, আমরা তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৫) লোকেরা বলল, তোমরা তো আমাদের মতই মানুষ, করুণাময় কোন কিছুই অবতীর্ণ করেননি। তোমরা শুধু মিথ্যা বলছ। (১৬) ওরা বলল, আমাদের প্রভূ জানেন, আমরা নিশ্চিতরূপে তোমাদের কাছে প্রেরিত হয়েছি। (১৭) আর আমাদের দায়িত্ব তো কেবল স্পষ্টরূপে পৌঁছে দেওয়া। (১৮) লোকেরা বলল যে, আমরা তোমাদেরকে অশুভ মনে করি, তোমরা যদি বিরত না হও তাহলে আমরা তোমাদেরকে পাথর মেরে হত্যা করব এবং আমাদের তরফ থেকে তোমাদের উপর এক কঠোর শাস্তি নেমে আসবে। (১৯) ওরা বলল, তোমাদের অশুভ তোমাদের সাথেই, তোমাদেরকে উপদেশ দেওয়া হয়েছে বলেই কি। আসলে তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী জনগোষ্ঠী।

(২০) একটি লোক নগরীর দূর প্রান্ত থেকে ছুটতে ছুটতে এল। সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা রসূলদের কথা মেনে নাও। (২১) এদেরকে অনুসরণ কর যারা তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চায় না এবং এরা সঠিক পথে আছে।

(২২) আমি কেন সেই মহান সত্ত্বার উপাসনা করব না, যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আর তোমাদেরকেও তো তাঁরই কাছে ফিরে যেতে হবে। (২৩) আমি কি তাঁর পরিবর্তে অন্য কাউকে উপাস্য বানাব? যদি করুণাময় আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে ওদের সুপারিশ আমার কোনই কাজে আসবে না আর না ওরা আমাকে উদ্ধার করতে পারবে। (২৪) নিঃসন্দেহে তখন আমি পথভ্রষ্টতার শিকার হব। (২৫) আমি তোমাদের প্রভূর প্রতি ঈমান এনেছি; অতএব তোমরাও আমার কথা শোন। (২৬) বলা হল, জান্নাতে (স্বর্গে) প্রবেশ কর। সে বলল, হায়! আমার সম্প্রদায় যদি জানত। (২৭) যে, আমার প্রভূ আমাকে ক্ষমা করেছেন এবং আমাকে সম্মানিতদের অন্তর্ভূক্ত করেছেন।

(২৮) তারপর তার সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমরা আকাশ থেকে কোন সেনা নামাইনি। আর আমরা সেনা পাঠাই না। (২৯) একটি মাত্র বিস্ফোরণ হল আর অমনি সব স্তব্ধ হয়ে গেল। (৩০) বড় আফসোস বান্দাদের জন্য, যে রসূলই তাদের কাছে এসেছে, তারা তাকে উপহাসই করতে থাকে। (৩১) তারা কি দেখেনি, আমরা তাদের পূর্বে কত প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা তো আর তাদের কাছে ফিরে আসবে না। (৩২) আর তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে, একত্রিত হয়ে আমাদের কাছে হাজির না করা হবে।

(৩৩) তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল মৃত ভূমি। আমরা তাকে জীবিত করি এবং ওথেকে আমরা শস্য উৎপন্ন করি এবং ওরা তা থেকে আহার করে। (৩৪) আর ওতে আমরা খেজুরের এবং আঙুরের বাগান তৈরী করেছি এবং তাতে স্রোত প্রবাহিত করেছি। (৩৫) যাতে লোকেরা এর ফল খেতে পারে। অথচ এটা তাদের হাতের সৃষ্টি নয়। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ

করবে না। (৩৬) পবিত্র সেই সত্ত্বা যিনি সমস্ত জিনিষের জোড়া তৈরী করেছেন। ভূমিতে উৎপন্ন উদ্ভীদদেরও এবং স্বয়ং ওর ভিতর থেকেও। আর ওদেরও যাদের ওরা জানে না।

(৩৭) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন হল রাত। আমরা ওর থেকে দিনকে সরিয়ে নিই, অমনি সে অন্ধকারাচ্ছন্ন হয়ে পড়ে। (৩৮) এবং সূর্য, তার স্বীর গন্তব্যে ছুটে চলে। এটা পরাক্রমশালী, মহাবিজ্ঞ আল্লাহর নির্দ্ধারিত বিধান। (৩৯) আর চন্দ্রের জন্য আমরা নির্ধারিত করেছি কতগুলো তিথি। যার ফলে তা এমন হয়ে যায় যেমন পূরানো খেজুরের ডাল। (৪০) সূর্যের পক্ষে চন্দ্রের নাগাল পাওয়া সম্ভব নয় আর না রাতের পক্ষে সম্ভব দিনের আগে আসা। প্রত্যেকে নিজ নিজ কক্ষে ভেসে বেড়ায়।

(৪১) আর তাদের জন্য একটি নিদর্শন এই যে, আমরা তাদের বংশধরদেরকে বোঝাই করা নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (৪২) আর আমরা তাদের জন্য ওর মত অন্য জিনিষও তৈরী করেছি যাতে তারা আরোহণ করে। (৪৩) আমি যদি ইচ্ছা করি তাদেরকে ডুবিয়ে দিতে পারি। তখন না থাকবে তাদের ডাক শোনার কেউ আর না থাকবে কোন উদ্ধারকারী। (৪৪) কিন্তু এটা আমাদের অনুকম্পা এবং ওদেরকে নির্দিষ্ট মেয়াদ অবধি সুযোগ দেওয়া।

(৪৫) যখন তাদেরকে বলা হয়; তোমাদের সামনে যা আছে আর পিছনে যা আছে তাকে ভয় কর, যাতে তোমরা অনুগ্রহ লাভ করতে পারো। (৪৬) আর তাদের প্রভূর নিদর্শনসমূহের মধ্যে এমন কোন নিদর্শনও ওদের কাছে আসেনি যা থেকে তারা মূখ ফিরিয়ে নেয়নি। (৪৭) আর যখন ওদের বলা হয়, আল্লাহ তোমাদের যা কিছু দিয়েছেন তা থেকে ব্যয় কর তখন অস্বীকারকারীরা ঈমানদারগণকে বলে, আমরা কি এমন কাউকে খাওয়াব,

যাকে আল্লাহ ইচ্ছা করলে খাওয়াতে পারতেন? তোমরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছ।

(৪৮) তারা আরো বলে, তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে সেই প্রতিশ্রুতি কবে পূর্ণ হবে? (৪৯) তারা কেবল এক আওয়াজের অপেক্ষায় আছে যা তাদেরকে পাকড়াও করবে ঝগড়ায় লিপ্ত থাকা অবস্থায়। (৫০) তখন তারা না পারবে কোন অসিয়ত করতে আর না পারবে তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে যেতে। (৫১) আর শিঙ্গায় (মহাশঙ্খ) ফুঁক দেওয়া হবে অমনি তারা কবর থেকে তাদের প্রভূর দিকে চলতে থাকবে। (৫২) ওরা বলবে, হায়! আমাদের দূর্ভাগ্য, আমাদের কবর থেকে কে আমাদের উঠালো? করুণাময় তো এরই প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন। এবং রসূলগণও সত্য কথাই বলেছিলেন। (৫৩) কেবলমাত্র একটি আওয়াজ হবে, অমনি সবাইকে একত্রিত করে আমাদের কাছে উপস্থিত করে দেওয়া হবে।

(৫৪) অতএব আজকের দিনে কারো প্রতি কোন অত্যাচার হবে না, এবং তোমরা যা করতে কেবল তারই প্রতিফল তোমরা পাবে। (৫৫) নিঃসন্দেহে স্বর্গবাসীরা আপন গতিবিধিতে প্রসন্ন হবে। (৫৬) তারা ও তাদের স্ত্রীরা, সুশীতল ছায়ায় আরামদায়ক আসনে বালিশে হেলান দিয়ে বসে থাকবে। (৫৭) সেখানে তাদের জন্য সুস্বাদু ফল থাকবে এবং তারা যা চাইবে তাই পাবে। (৫৮) পরম করুণাময় প্রভূর পক্ষ থেকে তাদেরকে সালাম বলা হবে।

(৫৯) আর হে অপরাধীরা! আজ তোমরা পৃথক হয়ে যাও। (৬০) হে আদম সন্তানেরা! আমি কি তোমাদেরকে সতর্ক করে দিইনি যে, তোমরা শয়তানের দাসত্ব করবে না। নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। (৬১) আর এও যে তোমরা আমারই দাসত্ব করবে, এটাই সোজা পথ।

(৬২) আর সে তোমাদের বহুসংখ্যক লোককে বিপথগামী করে দিয়েছে। তোমরা কি বুঝতে না? (৬৩) এই সেই নরক, যার কথা তোমাদের বলা হত। (৬৪) এখন তোমাদের অস্বীকারের কারণে এতে প্রবেশ কর। (৬৫) আজ আমরা ওদের মূখ সীল করে দেব এবং এদের হাত আমাদের বলবে আর এদের পা সাক্ষী দেবে এরা যা করত।

(৬৬) যদি আমি চাইতাম এদের চোখ বিলুপ্তি করে দিতাম। তখন পথ চলতে চাইলে তারা দেখত কি ভাবে? (৬৭) আর আমি যদি চাইতাম তাহলে অবশ্যই এদের জায়গাতেই এদের রূপ পাল্টে দিতাম তখন তারা না আগে বাড়তে পারত আর না পিছনে হঠতে পারত। (৬৮) আমি যাকে দীর্ঘজীবি করি, তাকে তার পূর্বের আকৃতিতে ফিরিয়ে দিই। তবুও কি তারা বোঝে না? (৬৯) আমি একে কবিতা শিখাইনি, আর সে এর যোগ্যও নয়। এতো কেবল এক স্মারকপত্র আর স্পষ্ট কুরআন। (৭০) যাতে সে ওই ব্যক্তিকে সতর্ক করতে পারে যে জীবিত এবং অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে যুক্তি প্রমাণিত হয়।

(৭১) তারা কি দেখেনা যে, আমরা নিজের হাতে তৈরী বস্তুর মধ্যে তাদের জন্য গৃহপালিত পশু সৃষ্টি করেছি, এবং তারা ওর মালিক হয়েছে। (৭২) আর আমরা ওদেরকে তাদের অধীন করে দিয়েছি। ফলে এদের মধ্যে কতক ওদের বাহন আর কতক তারা খায়। (৭৩) তারা এথেকে উপকার পায় এবং পানীয় পেয়ে থাকে। তবুও কি তারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৭৪) আর তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য উপাস্য গ্রহণ করে, এই আশায় যে, তারা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে। (৭৫) ওরা তাদের সাহায্য করতে পারবে না, ওদেরকে তাদের সেনা করে উপস্থিত করা হবে। (৭৬) অতএব তাদের কথায় তুমি দুঃখ পেয়ো না। আমি জানি তারা যা গোপন করে আর যা প্রকাশ করে।

(৭৭) মানুষ কি দেখে না যে, আমরা তাকে একটি ফোটা থেকে সৃষ্টি করেছি। আর সে কিনা পরে প্রকাশ্য ঝগড়াটে হয়ে গেল। (৭৮) আর সে আমাদের জন্য উদাহরণ পেশ করে এবং নিজের সৃষ্টির কথা ভূলে যায়। সে বলে, হাড়গুলো কে জীবিত করবে তা যখন চুর-চুর হয়ে গেছে। (৭৯) বল, ওগুলো তিনিই সর্বপ্রকারে সৃষ্টি করতে জানেন। (৮০) তিনিই, যিনি তোমাদের জন্য সবুজ বৃক্ষ থেকে আগুন উৎপন্ন করেছেন, তা থেকে তোমরা আগুন জ্বালাও। (৮১) যিনি আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, তিনি কি অনুরূপ সৃষ্টি করতে সক্ষম নন? হ্যাঁ তিনি সক্ষম। আর তিনিই বাস্তবিক স্রষ্টা, সর্বজ্ঞ। (৮২) তাঁর ব্যাপার তো এই যে, তিনি যখন কোন কিছুর সিদ্ধান্ত নেন তখন বলেন "হয়ে যাও" আর অমনি তা হয়ে যায়। (৮৩) অতএব পবিত্র সেই মহান সত্ত্বা, যার হাতে রয়েছে সর্বময় কৃতত্ব । আর তাঁর কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

৩৭. সূরাহ আস-সাফ্ফাত (সারিবদ্ধ)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) শপথ সারিবদ্ধ ফেরেশতাদের। (২) ধমকদাতার ধমকে। (৩) তারপর তার যে উপদেশ শোনায়। (৪) যে, তোমাদের উপাস্য একজনই। (৫) আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূ, আর যা কিছু এর মধ্যে আছে আর সমস্ত পূর্ব দিগন্তের প্রভূ।

(৬) আমরা আকাশকে তারকারাজি দিয়ে সুশোভিত করেছি। (৭) আর প্রত্যেক বিদ্রোহী শয়তান থেকে তাকে সুরক্ষিত করেছি। (৮) সে সর্ব্বোচ্চ দরবারে আর কান পাততে পারে না, তাদেরকে সবদিক থেকে মারা হয়। (৯) তাড়িয়ে দেওয়ার জন্য। আর তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন

শাস্তি। (১০) তবে যে শয়তান কোন কথা শুনে ফেললে এক জ্বলন্ত অঙ্গার তার পিছনে ছোটে।

(১১) অতএব এদেরকে জিজ্ঞেস কর যে এদের সৃষ্টি বেশী কঠিন না আমরা যা সৃষ্টি করেছি তা বেশী কঠিন। আমি তাদেরকে আঠাল মাটি থেকে সৃষ্টি করেছি। (১২) বরং তুমি বিস্ময় বোধ কর আর ওরা উপহাস করছে। (১৩) যখন ওদেরকে বোঝান হয় ওরা বোঝে না। (১৪) আর যখন ওরা কোন নিদর্শন দেখতে পায় তখন বিদ্রুপ করে। (১৫) আর বলে, এতো কেবল যাদু। (১৬) আমরা মরে গিয়ে মাটি ও হাড়গোড়ে পরিণত হব তার পরেও কি আমাদের আবার উঠানো হবে? (১৭) আর আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকেও? (১৮) বলো, হ্যাঁ, আর তোমরা অপমানিতও হবে।

(১৯) তা হবে এক বিকট শব্দ। আর তখনই তারা দেখতে পাবে। (২০) আর তারা বলবে, হায় আমাদের দুর্ভাগ্য! এটাই তো প্রতিদানের দিন। (২১) এটাই সেই নির্ণয়ের দিন যাকে তোমরা মিথ্যা বলতে। (২২) একত্রিত করো ওদেরকে যারা অন্যায় করেছে এবং ওদের সাথীদেরকে আর ওদের উপাস্যদেরকে। (২৩) যাদেরকে ওরা আল্লাহ ছাড়া উপাসনা করত, তারপর তাদেরকে নরকের পথ দেখাও। (২৪) আর ওদেরকে দাঁড় করাও, ওদেরকে কিছু জিজ্ঞাসা করার আছে। (২৫) তোমাদের হলটা কি তোমরা একে অপরের সাহায্য করছ না? (২৬) বরং আজ তো তারা আত্মসমর্পণকারী।

(২৭) আর তারা একে অপরকে সম্বোধন করে প্রশ্নোত্তর করবে। (২৮) বলবে, তোমরা তো আমাদের কাছে ডান দিক দিয়ে আসতে। (২৯) ওরা উত্তরে বলবে, কিন্তু তোমরা ঈমানদার ছিলে না। (৩০) তোমাদের উপর আমাদের কোন কর্তৃত্ব ছিল না; বরং তোমরা বিদ্রোহী ছিলে।

(৩১) আমাদের সম্বন্ধে আমাদের প্রভূর কথাই সঠিক হয়েছে। আমাদেরকে এর স্বাদ গ্রহণ করতেই হবে। (৩২) আমরাই তোমাদেরকে বিপথগামী করেছিলাম আর আমরা নিজেরাও বিপথগামী ছিলাম। (৩৩) অতএব ওরা সকলেই সেদিন শাস্তির ভাগীদার হবে। (৩৪) আমরা অপরাধীদের সাথে এরূপ আচরণই করি। (৩৫) এরাই সেই লোক যখন তাদেরকে বলা হত যে, আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই তখন ওরা অহংকার করত। (৩৬) আর ওরা বলত, আমরা কি এক উন্মাদ কবির কথায় আমাদের উপাস্যদের ত্যাগ করব? (৩৭) বরং সে তো সত্য নিয়ে এসেছে এবং রসূলদের ভবিষ্যৎদ্বানী সার্থক করেছে। (৩৮) নিঃসন্দেহে তোমাদের কঠিন শাস্তি আস্বাদন করতে হবে। (৩৯) আর তোমাদেরকে তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে তোমরা যা করতে।

(৪০) কিন্তু যারা আল্লাহর বাছাই করা বান্দা। (৪১) তাদের জন্য নির্দিষ্ট জীবিকা রয়েছে। (৪২) মেওয়া (ফল), আর তারা মহা সম্মানে থাকবে। (৪৩) সুখময় উদ্যানে। (৪৪) পালঙ্কে মূখো-মূখি হয়ে বসবে। (৪৫) তাদেরকে বিশুদ্ধ শরাবের পিয়ালা পরিবেশন করা হবে। (৪৬) যা হবে স্বচ্ছ এবং অভিজ্ঞ পানকারীদের জন্য সুস্বাদু। (৪৭) তাতে কোন ক্ষতি হবে না আর না বুদ্ধিভ্রম হবে। (৪৮) তাদের পাশে থাকবে অবণত দৃষ্টির ডাগর চক্ষু বিশিষ্ট রমনীরা। (৪৯) তারা যেন ডিমের মত লুকিয়ে রাখা।

(৫০) তারা একে অপরের মূখোমূখি হয়ে বার্তালাপ করবে। (৫১) তাদের একজন বলবে যে, আমার একজন পরিচিত ছিল। (৫২) সে বলত, তুমিও কি বিশ্বাস কর? (৫৩) যে, যখন আমরা মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হয়ে যাব তাহলেও কি আমাদের প্রতিফল দেওয়া হবে? (৫৪) বলবেন, তুমি কি উঁকি দিয়ে দেখতে চাও? (৫৫) তখন সে উঁকি দিয়ে দেখবে আর সে তাকে নরকের মধ্যে দেখতে পাবে। (৫৬) বলবে,

আল্লাহর শপথ! আমাকে তো তুমি প্রায় শেষ করে দিয়েছিলে। (৫৭) যদি আমার প্রভূর কৃপা না হত তাহলে আমিও ওদের মধ্যে থাকতাম যাদেরকে ধরে আনা হয়েছে। (৫৮) এখন তো আর আমাদের মরতে হবে না। (৫৯) প্রথমবারের মৃত্যু ছাড়া, আর আমাদের শাস্তিও হবে না। (৬০) নিঃসন্দেহে এটাই বড় সফলতা। (৬১) এমনটি পাওয়ার জন্য সবাইকে কর্ম করা উচিৎ।

(৬২) এই আতিথ্য সুন্দর, না যাক্কূম বৃক্ষ? (৬৩) আমরা ওটাকে অপরাধীদের পরীক্ষার জন্য তৈরী করেছি। (৬৪) তা এক বৃক্ষ নরকের তলদেশ থেকে উৎপন্ন হয়েছে। (৬৫) তার ফল এমন যেন শয়তানের মাথা। (৬৬) ওরা ওথেকে খাবে। আর ওথেকেই উদরপূর্ণ করবে। (৬৭) তারপর ওদেরকে ফুটন্ত পানির মিশ্রন দেওয়া হবে। (৬৮) তারপর তাদের প্রত্যাবর্তন নরকের দিকেই ঘটবে। (৬৯) তারা তাদের পূর্বপুরুষদের বিপথগামী পেয়েছিল। (৭০) আর তারাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করেছিল। (৭১) আসলে তাদের আগে পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। (৭২) আমরা ওদের কাছেও সতর্ককারী পাঠিয়েছিলাম। (৭৩) তাহলে দ্যাখো, তাদের অন্তিম পরিণতি কি হয়েছিল যাদেরকে সতর্ক করা হয়েছিল। (৭৪) আল্লাহর বাছাই করা বান্দারা ব্যতীত।

(৭৫) আর নূহ আমাকে ডাকল। আমি কত উত্তম ডাক শ্রবণকারী। (৭৬) আর আমি তাকে ও তার লোকদেরকে মহাবিপদ থেকে রক্ষা করেছি। (৭৭) আর আমি তার বংশকে অবশিষ্ট রেখেছি। (৭৮) আর আমি ওর পথে পূর্বের একদলকে রেখেছি। (৭৯) নূহের উপর শান্তি বর্ষিত হোক জগৎময়। (৮০) এভাবেই আমি সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিই। (৮১) নিঃসন্দেহে সে আমার আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (৮২) তারপর আমি অন্যদেরকে ডুবিয়ে দিয়েছি।

(৮৩) আর তার অনুসারীদেরই একজন ছিল ইব্রাহীম। (৮৪) যখন সে বিশুদ্ধ চিত্তে তার প্রভূর কাছে এল। (৮৫) যখন সে তার পিতা ও তার সম্প্রদায়কে বলল, তোমরা কিসের উপাসনা কর? (৮৬) তোমরা কি আল্লাহর পরিবর্তে মনগড়া উপাস্যদের চাও? (৮৭) তাহলে বিশ্বজগতের প্রভূ সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি?

(৮৮) অতঃপর ইবরাহীম তারকারাজীর দিকে একবার তাকাল। (৮৯) এবং বলল যে, আমি অসুস্থ। (৯০) তারপর তারা তাকে রেখে চলে গেল। (৯১) তখন সে তাদের মূর্তিগুলোর মাঝে প্রবেশ করল এবং বলল, তোমরা কি খাচ্ছ না? (৯২) তোমাদের হলটা কি তোমরা কিছু বলছ না? (৯৩) অতঃপর সর্বশক্তি দিয়ে ওদের প্রহার করল। (৯৪) লোকেরা তার কাছে দৌড়ে এল। (৯৫) ইবরাহীম বলল, তোমরা কি ওদের পূজা কর যে ভাষ্কর্য তোমরাই তৈরী করেছ? (৯৬) আর আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন তোমাদের ও তোমরা যা কিছু তৈরী কর তাদেরও। (৯৭) তারা বলল, এর জন্য একটি ঘর (অগ্নিকুণ্ড) তৈরী কর এবং তাকে জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষেপ কর। (৯৮) অতএব ওরা তার বিরুদ্ধে একটি চক্রান্ত করতে চেয়েছিল কিন্তু আমি ওদেরকেই হেয় করলাম। (৯৯) অর সে বলল আমি আমার প্রভূর কাছে যাচ্ছি, তিনিই আমাকে পথ দেখাবেন। (১০০) হে আমার প্রভূ! আমাকে সৎ সন্তান দান কর। (১০১) তখন আমি তাকে এক ধৈর্যশীল সন্তানের সুসংবাদ দিই।

(১০২) অতঃপর যখন সে তার সাথে হাঁটা-চলার বয়সে উপনীত হল, সে বলল, বৎস! আমি স্বপ্নে দেখি যে, তোমাকে যবাই (কুরবাণী) করছি। অতএব ভেবে বল তোমার মত কি! সে বলল, বাবা! তোমাকে যা আদেশ দেওয়া হচ্ছে তাই কর। আল্লাহ যদি চান তাহলে আমাকে ধৈর্যশীল পাবে।

(১০৩) অতঃপর যখন তারা দুজনেই আত্মসমর্পণ করল তখন ইবরাহীম তাকে কপালে ভর করে ফেলে দিল। (১০৪) আর আমি তাকে ডাকলাম, হে ইবরাহীম! (১০৫) তুমি স্বপ্ন সত্য প্রতিপন্ন করে দেখিয়েছ। আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১০৬) নিশ্চয়ই এটা ছিল এক স্পষ্ট পরীক্ষা। (১০৭) আর আমি এক বড় কুরবাণীর পরিবর্তে এক দলকে ওর উপরে রেখে দিলাম (১০৯) ইবরাহীমের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (১১০) আমি সৎকর্মশীলদের এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১১১) নিঃসন্দেহে সে আমাদের আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল। (১১২) আর আমরা ওকে ইসহাকের সুসংবাদ দিই। সৎকর্মশীলদের মধ্যে একজন রসূল। (১১৩) আর আমরা ওকে আর ইসহাককে বরকত (বিভূতি) প্রদান করি। আর ওদের দুজনের বংশে ভালও আছে। আর এমনও আছে যারা নিজেরাই নিজেদের উপরে অত্যাচার করে।

(১১৪) আর আমরা মূসা ও হারুনের প্রতি অনুগ্রহ করেছি। (১১৫) ওদের আর ওদের সম্প্রদায়কে এক বড় বিপত্তি থেকে মুক্তি দিয়েছি। (১১৬) আর আমি ওদের সাহায্য করি তাই ওরা প্রভূত্বশালী হতে পেরেছিল। (১১৭) আর আমরা ওদের দুজনকে স্পষ্ট কিতাব দিই। (১১৮) আর আমরা ওদের পথে পূর্বের একটি দলকে রেখেছি। (১২০) মূসা ও হারুনের প্রতি শান্তি বর্ষিত হোক। (১২১) নিঃসন্দেহে ওরা দুজনেই আমাদের আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(১২৩) আর ইলিয়াসও পয়গম্বরদের মধ্যে ছিল। (১২৪) যখন সে তার সম্প্রদায়কে বলল। (১২৫) তোমাদের কি ভয় নেই? তোমরা কি ‘বয়ল’ (দেবতা) কে ডাক সর্বশ্রেষ্ঠ রচয়িতাকে ছেড়ে? (১২৬) আল্লাহকে, যিনি তোমাদের প্রভূ এবং তোমাদের বাপ-দাদাদেরও। (১২৭) তখন তারা তাকে

অস্বীকার করল। তাই তারা ধরপাকড়ের যোগ্য হবে। (১২৮) কিন্তু যারা আল্লাহর বিশেষ বান্দা ছিল। (১২৯) আর আমরা ওদের পথেও পূর্বের একদলকে রেখেছি। (১৩০) ইলিয়াসের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। (১৩১) সৎকর্মশীলদের আমরা এভাবেই প্রতিদান দিয়ে থাকি। (১৩২) নিঃসন্দেহে সে আমাদের আস্থাবান বান্দাদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(১৩৩) আর নিঃসন্দেহে লূত ও পয়গম্বরদের মধ্যে ছিল। (১৩৪) যখন আমরা ওকে আর ওর লোকদের রক্ষা করি। (১৩৫) এক বৃদ্ধা ছাড়া যে পিছনে থাকা লোকদের মধ্যে ছিল। (১৩৬) অতঃপর আমরা অন্যদেরকে ধ্বংস করে দিই। (১৩৭) তোমরা তাদের বস্তির উপর দিয়ে যাতায়াত কর সকালেও। (১৩৮) এবং রাতেও। তবুও কি তোমরা বোঝ না?

(১৩৯) আর নিঃসন্দেহে ইউনূসও পয়গম্বরদের মধ্যে ছিল। (১৪০) যখন সে পালিয়ে বোঝাই নৌকায় পৌঁছাল। (১৪১) অতঃপর 'কুর আ' (ভাগ্য পরীক্ষার পত্র) নিক্ষিপ্ত হল তখন সেই ই দোষী সাব্যস্ত হল। (১৪২) অতঃপর মাছ তাকে গিলে নিল। তখন সে নিজেকেই ভর্ৎসনা করতে থাকল। (১৪৩) যদি সে স্তুতিকারীর মধ্যে না হত। (১৪৪) তাহলে পুনরুত্থান দিবস পর্যন্ত সে মাছের পেটেই অবস্থান করত। (১৪৫) অতঃপর তাকে আমি রূগ্ন অবস্থায় এক প্রান্তরে নিক্ষেপ করি। (১৪৬) আর আমরা ওর উপরে একটি লতা বৃক্ষ উৎপন্ন করে দিই। (১৪৭) আর আমরা তাকে একলক্ষ বা তার বেশী লোকের কাছে পাঠিয়ে দিই। (১৪৮) অতঃপর ওরা ঈমান আনলে তাদেরকে কিছুকালের জন্য ভোগের সুযোগ দিই।

(১৪৯) এখন তাদের কাছে জানতে চাও, তোমার প্রভূর জন্য কন্যা আর তাদের জন্য পুত্র? (১৫০) নাকি তারা দেখেছিল যে, আমরা ফেরেশতাদেরকে নারীরূপে সৃষ্টি করেছি? (১৫৯) শুনে রাখ, ওরা মনগড়া

রূপে এরকম বলে (১৫২) যে, আল্লাহ সন্তান ধারণ করে। তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১৫৩) তোমাদের হয়েছে কি? তোমরা কেমন বিচার কর? (১৫৫) তবে কি তোমরা বিচার-বুদ্ধিতে কাজ করো না? (১৫৬) তোমাদের কাছে কি কোন স্পষ্ট প্রমাণ আছে? (১৫৭) তাহলে তোমাদের কিতাব নিয়ে এস যদি তোমরা সত্যবাদী হও।

(১৫৮) আর ওরা আল্লাহ ও জিনদের মধ্যেও আত্মীয়তার সম্পর্ক জুড়ে রেখেছে। অথচ জ্বিনেরা জানে যে, অবশ্যই তাদেরকে হাজির হতে হবে। (১৫৯) তারা যেসব কথা বলে আল্লাহ তা হতে পবিত্র। (১৬০) কিন্তু তারা ছাড়া যারা আল্লাহর বাছাইকৃত বান্দা। (১৬১) অতএব তুমি এবং তুমি যাকে উপাসনা কর। (১৬২) আল্লাহর থেকে ফেরাতে পারবে না। (১৬৩) কিন্তু যে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৬৪) আমাদের প্রত্যেকের জন্য একটি নির্দিষ্ট স্থান রয়েছে। (১৬৫) আর আমরা আল্লাহর সামনে কেবল সারিবদ্ধ হই। (১৬৬) আর আমরা তাঁরই স্তূতিকারী।

(১৬৭) আর এরা বলত। (১৬৮) যদি আমাদের কাছে পূর্বের লোকদের কোন শিক্ষা থাকত। (১৬৯) তাহলে আমরা আল্লাহর বিশিষ্ট বান্দা হতাম। (১৭০) অতঃপর তারা এটাকে অবিশ্বাস করল, অতএব তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (১৭১) আমার পাঠান বান্দাদের জন্য আমাদের নির্ণয় আগেই ঠিক হয়ে আছে (১৭২) যে, তারাই নিঃসন্দেহে প্রভাবশীল হবে। (১৭৩) আর আমাদের সেনারাই বিজয়ী হবে। (১৭৪) অতএব কিছুকালের জন্য ওদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও (১৭৫) এবং দেখতে থাকো, ওরা শীঘ্রই দেখতে পাবে।

(১৭৬) ওরা কি আমাদের শাস্তির জন্য তাড়াতাড়ি করছে? (১৭৭) কিন্তু শাস্তি যখন তাদের আঙ্গিনায় নেমে আসবে তখন যাদেরকে

সতর্ক করা হয়েছিল তাদের সকালটা কত খারাপ হবে। (১৭৮) তাই কিছু সময়ের জন্য এদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নাও। (১৭৯) আর দেখতে থাকো, শীঘ্রই ওরা নিজেরাই দেখতে পাবে। (১৮০) পবিত্র তোমার প্রভূ, সম্মানের মালিক, ওই সব কথা থেকে যা এরা বলে। (১৮১) আর সালাম পয়গম্বরদের। (১৮২) আর সব প্রশংসা নিখিল জগতের প্রভূ আল্লাহর।

৩৮. সূরাহ সাদ (সাদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১) সাদ।

উপদেশপূর্ণ কুরআনের শপথ। (২) তবে যারা অস্বীকারকারী তারা অহংকার ও বিরোধীতায় লিপ্ত। (৩) এদের পূর্বে আমরা কত জনগোষ্ঠীকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তখন তারা চিৎকার করেছে, কিন্তু তখন পালাবার সময় ছিল না।

(৪) তারা এজন্য বিস্ময়বোধ করল যে, তাদের কাছে তাদের মধ্যে থেকেই একজন সতর্ককারী এসেছে। আর অবিশ্বাসীরা বলল, এতো এক যাদুগর, মিথ্যাবাদী। (৫) সে কি বহু উপাস্যকে এক উপাস্য করে দিয়েছে? এতো এক অদ্ভূত ব্যাপার। (৬) তাদের সর্দার এই বলে চলে গেল, "চলো আর তোমাদের উপাস্যতে অটল থাকো"। এটা একটা উদ্দ্যেশ্যমূলক ব্যাপার। (৭) আমরা তো একথা পূর্বের ধর্মে শুনিনি! এটা একটা বানানো কথা। (৮) আমাদের মধ্যে থেকে এর উপরেই আল্লাহর বাণী অবতীর্ণ হল? আসলে আমরা অনুসরণ সম্পর্কে সন্দিহান। ওরা এখনও আমার শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করেনি।

(৯) ওদের কাছে কি তোমার প্রভূর অনুগ্রহের ভান্ডার আছে নাকি?

যিনি পরাক্রমশালী, দয়াবান। (১০) আকাশ ও পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে তার মালিকানা কি ওদের অধিকারে আছে? তাহলে ওরা সিঁড়ি লাগিয়ে উঠে পড়ুক। (১১) এক সেনা এরাও ধ্বংস হবে। অন্যসব সেনাদের মত। (১২) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায়, আদ জাতি এবং কিলকওয়ালা। (১৩) ফেরাউন, সামূদ, লূতের সম্প্রদায় এবং আইকার অধিবাসীবৃন্দরা অবিশ্বাস করেছিল। এরা সব বড় বড় দল ছিল। (১৪) ওরা সবাই রসূলদেরকে অস্বীকার করেছিল তাই আমার শাস্তি পৌঁছেই গিয়েছিল। (১৫) আর এরা কেবল মাত্র এক বিকট আওয়াজের অপেক্ষায় আছে, যাতে কোন বিরতি থাকবে না। (১৬) আর তারা বলে যে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদের প্রাপ্য হিসাব দিবসের পূর্বেই আমাদের দিয়ে দাও।

(১৭) ওরা যা বলে তাতে ধৈর্যধারণ করো এবং আমাদের শক্তিশালী বান্দা দাউদকে স্মরণ করো, (সে তার প্রভূর দিকে) অবণত মস্তক ছিল। (১৮) আমরা পর্বতসমূহকে তার বশ করে দিয়েছিলাম, সে সকাল সন্ধ্যায় ওদের সাথে স্তূতি করত। (১৯) আর পাখীদেরকেও, যারা একত্রিত হত। প্রত্যেকেই তার অভিমূখী। (২০) আর আমরা তার রাজ্যকে সূদৃঢ় করেছিলাম, এবং তাকে বিবেক প্রদান করেছিলাম, এবং তাকে বিচারশক্তি দান করেছিলাম।

(২১) আর তোমার কাছে কি বাদী পক্ষের খবর পৌঁছেছে? যখন তারা প্রাচীর টপকে উপাসনালয়ে এসে পৌঁছাল। (২২) যখন ওরা দাউদের কাছে পৌঁছাল তখন সে ঘাবড়ে গেল। তারা বলল, আপনি ভয় পাবেন না। আমরা দুই পক্ষ, একপক্ষ অন্যপক্ষের উপর অত্যাচার করেছে। আপনি আমাদের মধ্যে নায্য মীমাংসা করে দিন, অবিচার করবেন না। আর আমাদেরকে সঠিক পথ বলে দিন।

(২৩) এই আমার ভাই, এর কাছে নিরানব্বুইটি দুম্বা আছে, আর আমার

কাছে একটি মাত্র দুম্বা আছে। তার পরও সে বলছে ওটি আমার জিম্মায় দিয়ে দাও। আর তর্ক-বিতর্কে সে আমাকে পরাস্ত করেছে। (২৪) দাউদ বলল, এ তোমার দুম্বাটি তার দুম্বাগুলির সাথে মেলাতে চেয়ে সত্যিই তোমার প্রতি অবিচার করেছে। অধিকাংশ শরীক একে অন্যের প্রতি অবিচার করে থাকে। অবশ্য ঈমানদার ও সৎকর্মশীলরা এর ব্যতিক্রম, তবে তারা সংখ্যায় কম। আর দাউদের মনে ধারণা জন্মাল, আমি তার পরীক্ষা নিয়েছি তাই সে তার প্রভূর কাছে ক্ষমা চাইল এবং সেজদায় লুটিয়ে পড়ল আর (আল্লাহর দিকে) ফিরে এল। (২৫) অতঃপর আমরা তার সে অপরাধ ক্ষমা করলাম। আর নিঃসন্দেহে আমাদের কাছে তার জন্য নৈকট্য ও শুভ পরিণাম আছে।

(২৬) হে দাউদ! আমরা তোমাকে পৃথিবীতে খলীফা (রাজা) বানিয়েছি। অতএব মানুষের মধ্যে ন্যায্য মীমাংসা করো, প্রবৃত্তির অনুসরণ করো না। তাহলে সে তোমাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে দেবে। আর যারা আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত হয় তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি। এই কারণে যে তারা হিসাবের দিনকে ভুলে গেছে।

(২৭) আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে তা আমরা বিনা উদ্দ্যেশ্যে সৃষ্টি করিনি। এটা তাদেরই ধারণা যারা অবিশ্বাস করেছে। অতএব অবিশ্বাসীদের জন্য আগুনের বিনাশ রয়েছে। (২৮) আমরা কি ঈমানদার এবং সৎকর্মশীলদেরকে ওদের সমান করে দেব যারা পৃথিবীতে উপদ্রব সৃষ্টিকারী অথবা আমরা কি সদাচারীদের দূরাচারীদের মত করে দেব? (২৯) এটা এক বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) কিতাব যা আমরা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছি, যাতে লোকেরা এর আয়াতসমূহ গভীর ভাবে চিন্তা করে এবং বুদ্ধিমানেরা উপদেশ প্রাপ্ত হয়।

(৩০) আর আমরা দাউদকে সোলেমান প্রদান করেছি। সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা,

আপন প্রভূর প্রতি অবণত হওয়া। (৩১) যখন সন্ধ্যার সময় তার সম্মুখে উন্নত মানের দ্রুতগামী অশ্ব উপস্থিত করা হলো। (৩২) তখন সে বলল, আমি তো আমার প্রভূকে ভূলে সম্পদের মোহে আকৃষ্ট হয়েছি, যার ফলে সূর্য পর্দার আড়ালে লুকিয়ে গেছে। (৩৩) ওকে আমার কাছে ফিরিয়ে আনো। অতঃপর সে নলা ও গলাগুলো কাটতে লাগল।

(৩৪) আর আমরা সোলেমানকে পরীক্ষা করলাম এবং তার সিংহাসনের উপর একটি দেহ রেখেদিলাম। অতঃপর সে ফিরে এল। (৩৫) সে বলল, হে আমার প্রভূ ! আমাকে ক্ষমা করো এবং আমাকে এমন রাজ্য দান করো যা আমার পরে আর কারো না হয়। নিঃসন্দেহে তুমিই তো মহান দাতা। (৩৬) তখন আমরা বাতাসকে তার অধীন করে দিলাম। তার আদেশে সে শান্তভাবে প্রবাহিত হত যেদিকে সে চাইত। (৩৭) আর জ্বিনদেরকেও তার অধীন করে দিলাম। প্রত্যেক প্রকারের নির্মাণকারী এবং ডুবরীকে। (৩৮) এবং শিকলে বেঁধে রাখা আরো অনেককে। (৩৯) এসব আমার দান। এগুলো তুমি বিনা হিসাবে ব্যয় করতে অথবা রেখে দিতে পারো। (৪০) আর তার জন্য তো আমাদের নিকটে নৈকট্য ও সর্বশ্রেষ্ঠ পরিণাম আছেই।

(৪১) আর আমাদের বান্দা আয়ুবকে স্মরণ করো। যখন সে তার প্রভূকে সম্বোধন করে বলল, শয়তান আমাকে দূর্ভোগ আর কষ্টে ফেলে দিয়েছে। (৪২) তোমার পা দিয়ে আঘাত করো। এই তো ঠান্ডা পানি স্নানের এবং পান করার জন্য। (৪৩) আর আমরা ওকে ওর পরিবারবর্গকে ফিরিয়ে দিলাম এবং ওদের সাথে ওদের মত আরো অনেককে। নিজের পক্ষ হতে অনুগ্রহ স্বরূপ ও বুদ্ধিমানদের জন্য উপদেশ স্বরূপ। (৪৪) আর তোমার হাতে এক গোছা ঘাস নাও এবং তা দিয়ে মারো আর শপথ ভঙ্গ করো না।

নিঃসন্দেহে আমরা তাকে ধৈর্যশীল পেলাম। সর্বশ্রেষ্ঠ বান্দা। আপন প্রভূর নিকটে আত্মসমর্পণকারী।

(৪৫) আর হে আমার বান্দাগণ! ইব্রাহীম, ইসহাক এবং ইয়াকুবকে স্মরণ করো। তারাও হাত-পা ওয়ালা ছিল। (৪৬) আমরা ওদেরকে এক বিশেষ ব্যাপ্যারে বিশিষ্ট করেছিলাম তা হল পরলোকের স্মরণ। (৪৭) আর ওরা আমাদের কাছে বাছাই করা সদাচারীদের অন্তর্ভূক্ত। (৪৮) ঈসমাঈল, ইয়াসা এবং যূল কিফলের কথাও স্মরণ করো। এরাও প্রত্যেকে ভাল লোকদের অন্তর্ভূক্ত ছিল।

(৪৯) এ হল এক উপদেশ, আর খোদাভীরুদের জন্য রয়েছে উত্তম ঠিকানা। (৫০) চিরস্থায়ী উদ্যান যার প্রবেশদ্বার ওদের জন্য উন্মুক্ত থাকবে। (৫১) সেখানে তারা বালিশে হেলান দিয়ে বসবে। আর অনেক ফলমূল ও পানীয় চাইবে। (৫২) আর তাদের কাছে থাকবে লজ্জাশীলা সম বয়স্কা পত্নী। (৫৩) এই হল সেই জিনিষ হিসাবের দিনে যা দেওয়ার প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হয়েছে। (৫৪) এটাই আমাদের জীবিকা যা কখনও শেষ হওয়ার নয়।

(৫৫) একথা হয়ে গেল, আর বিদ্রোহীদের জন্য রয়েছে নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৫৬) নরক, সেখানে ওরা প্রবেশ করবে। তা কতই না নিকৃষ্ট স্থান। (৫৭) এটা ফুটন্ত পানি আর পূঁজ, এরা তা আস্বাদন করুক। (৫৮) আর এধরণের আরো অনেক জিনিষ থাকবে। (৫৯) এই এক সেনা তোমাদের কাছে এগিয়ে আসছে, ওদের জন্য কোন অভ্যর্থনা নেই। ওরা তো আগুনে জ্বলবে। (৬০) ওরা বলবে, বরং তোমরা; তোমাদের জন্য কোন অভ্যর্থনা নেই। তোমরাই আমাদের জন্য এটা নিয়ে এসেছো। কত খারাপ এই আবাসস্থল। (৬১) তারা বলবে, হে প্রভূ! যে আমাদের জন্য এটা নিয়ে এসেছে তাকে

তুমি নরকে দ্বিগুণ শাস্তি দাও। (৬২) তারা আরও বলবে, কি ব্যাপার? যাদের আমরা খারাপ মনে করতাম তাদের এখানে দেখছি না? (৬৩) আমরা কি তাদের উপহাসের পাত্র বানিয়েছিলাম, নাকি চোখ তাদেরকে দেখতে ভূল করছে? (৬৪) নিঃসন্দেহে নরকবাসীদের এই ঝগড়া অবশ্যই সত্য।

(৬৫) বলো, আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। আর একক ও পরম প্রতাপশালী আল্লাহ ছাড়া কোন উপাস্য নেই। (৬৬) তিনিই আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যেকার সব কিছুরই প্রভূ, মহা পরাক্রমশালী ও পরম ক্ষমাশীল। (৬৭) বলো, এটি একটি মহা সংবাদ। (৬৮) যা থেকে তোমরা অসাবধান হয়ে পড়ছো। (৬৯) পরলোক সম্পর্কে আমার কোন কিছুই জানা ছিল না, যখন তারা বাদানুবাদ করছিল। (৭০) আমার কাছে অহী (শ্রুতি) কেবল এজন্যেই আসে যে, আমি কেবল একজন স্পষ্ট সতর্ককারী।

(৭১) যখন তোমার প্রভূ ফেরেশতাগণকে বললেন, আমি মাটি থেকে একজন মানুষ সৃষ্টি করব। (৭২) সুতরাং যখন আমি তার আকৃতি ঠিক করে তাতে আমার আত্মা ফুঁকে দেব তখন তোমরা তার সম্মানে সিজদায় পড়ে যেয়ো। (৭৩) অতঃপর ফেরেশতারা সবাই সিজদা করল। (৭৪) কিন্তু ইবলিস করল না। সে নিজেকে বড় মনে করল এবং অবজ্ঞাকারীদের দলভূক্ত হয়ে গেল। (৭৫) বললেন, ইবলিস। কিসে তোমাকে আটকে দিল একে সিজদা করতে যখন আমি একে আমার দুহাতে তৈরী করেছি? তুমি কি নিজেকে বড় মনে কর, নাকি তুমি খুবই উচ্চ মর্যদাসম্পন্ন? (৭৬) সে বলল, আমি আদমের চেয়ে শ্রেষ্ঠ। তুমি আমাকে আগুন থেকে সৃষ্টি করেছ। আর একে মাটি থেকে। (৭৭) বললেন, তুই এখান থেকে বের হয়ে যা, কারণ তুই বিতাড়িত হওয়ারই যোগ্য। (৭৮) আর তোর উপর আমার অভিশাপ থাকল বিচারের দিন পর্যন্ত।

(৭৯) ইবলিস বলল, হে আমার প্রভূ ! তাহলে আমাকে সেদিন পর্যন্ত অবকাশ দাও যেদিন লোকদের পূনরুত্থিত করা হবে। (৮০) বললেন, তোকে অবকাশ দেওয়া হল। (৮১) নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত। (৮২) সে বলল, তোমার সম্মানের শপথ, আমি তাদের সকলকে পথভ্রষ্ট করব। (৮৩) কেবল তাদের মধ্য থেকে তোমার শুদ্ধকৃত বান্দাদের ছাড়া। (৮৪) বললেন, তাহলে তো ঠিকই আছে, আর আমি ঠিকই বলি। (৮৫) আমি তোকে এবং যারা তোর অনুসরণ করবে তাদের দ্বারা নরক পূর্ণ করবো।

(৮৬) বলো, আমি এজন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না এবং আমি কোন সঙ্কোচকারীও নই। (৮৭) এতো কেবল এক উপদেশ জগৎবাসীর জন্য। (৮৮) আর তোমরা শীঘ্রই তার দেওয়া সংবাদের সত্যতা জানতে পারবে।

৩৯. সূরাহ আয্-যুমার (সমাবেশ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) এই গ্রন্থ আল্লাহর পক্ষ হতে অবতীর্ণ করা হয়েছে যিনি পরাক্রমশীল ও প্রজ্ঞাবান। (২) নিঃসন্দেহে আমি এই গ্রন্থ তোমার কাছে সত্যসহ অবতারিত করেছি। অতএব তুমি আল্লাহরই উপাসনা করো, তাঁরই জন্য দ্বীনকে (ধর্মকে) বিশুদ্ধ করে। (৩) সচেতন থাক, দ্বীন (ধর্ম) কেবল মাত্র আল্লাহরই জন্য বিশুদ্ধ। আর যারা তাঁর পরিবর্তে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে রেখেছে এজন্যে যে, আমরা ওদের উপাসনা করি কেবলমাত্র ওরা আমাদেরকে আল্লাহর নিকটবর্তী করে দেয়। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাদের মতভেদের ব্যাপরে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেবেন। এমন ব্যক্তিকে আল্লাহ পথ প্রদান করেন না যে মিথ্যাবাদী, সত্য অস্বীকারকারী।

(৪) আল্লাহ যদি চাইতেন যে, সন্তান গ্রহণ করবেন তাহলে তাঁর সৃষ্টির মধ্যে যাকে ইচ্ছা বেছে নিতেন। তিনি পবিত্র। তিনি একক পরম প্রতাপশালী আল্লাহ। (৫) তিনি আকাশ ও পৃথিবী যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন। তিনি দিনের উপর রাতকে ঘুরিয়ে আনেন এবং রাতের উপর দিনকে ঘুরিয়ে আনেন। আর তিনি সূর্য ও চন্দ্রকে বশীভূত করে রেখেছেন। প্রত্যেকেই নির্দ্ধারিত মেয়াদ অবধি চলে। জেনে রাখ, তিনিই মহা পরাক্রমশালী, পরম ক্ষমাশীল।

(৬) আল্লাহ তোমাদের একটি প্রাণ থেকে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি তা থেকে তার জোড়া তৈরী করেছেন। আর তিনিই তোমাদের জন্য স্ত্রী ও পুরুষ আট প্রকার গবাদীপশু অবতীর্ণ করেছেন। তিনি তোমাদেরকে তোমাদের মায়ের পেটে তৈরী করেন, এক স্তর থেকে অন্য স্তর, তিনটি অন্ধকার স্তরের মধ্যে। এই আল্লাহই তোমাদের প্রভূ। কর্তৃত্ব তাঁরই। তিনি ব্যতিত কোনই উপাস্য নেই। তাহলে কেমন করে তোমার মূখ ফিরিয়ে নাও?

(৭) যদি তোমরা অস্বীকার করো তাহলে তোমাদের ব্যাপারে নিস্পৃহ। তিনি তাঁর বান্দাদের অস্বীকার পছন্দ করেন না। আর যদি তোমরা কৃতজ্ঞ হও তাহলে তিনি তোমাদের এই কৃতজ্ঞতা পছন্দ করেন। একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। অতঃপর তোমাদের বলে দেবেন তোমরা যা করছিলে। নিঃসন্দেহে তিনি অন্তরের বিষয় সম্যক অবগত আছেন।

(৮) মানুষের যখন কষ্ট আসে তখন সে তার প্রভূকে ডাকে তাঁর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে। তারপর যখন তিনি তাকে কোন নেয়ামত দান করেন তখন সে ভূলে যায় যে, ইতিপূর্বে সে কিজন্য ডাকছিল। আর অন্যকে আল্লাহর সমকক্ষ দাঁড় করায় মানুষকে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত করার জন্য। বলো,

তুমি তোমার অবজ্ঞার লাভ ওঠাও কিছু সময়ের জন্য। নিঃসন্দেহে তুমি তো নরকের বাসিন্দা হবে। (৯) যদি কোন ব্যক্তি রাতের বেলায় প্রণিপাত ও দাঁড়ানো অবস্থায় বিনয়াবনত হয় আর পরলোকের ভয় করে এবং প্রভূর অনুগ্রহের প্রত্যাশী হয়। বলো, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান হতে পারে? বুদ্ধিমানেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে থাকে।

(১০) বলো, হে আমার বান্দারা যারা ঈমান এনেছ, আপন প্রভূকে ভয় করো। যারা এই পৃথিবীতে সৎকাজ করবে তাদের জন্য উত্তম প্রতিদান আছে। আর আল্লাহর ধরণী প্রশস্ত। নিঃসন্দেহে ধৈর্য্যধারণকারীগণকে অগণিত প্রতিফল দেওয়া হবে।

(১১) বলো, আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, যেন আল্লাহরই উপাসনা করি, তাঁরই জন্য দ্বীনকে (ধর্মকে) বিশুদ্ধ করে। (১২) আর আমাকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমিই সর্বাগ্রে নিজেই মুসলিম (আত্মসমর্পণকারী) হই। (১৩) বলো, যদি আমি আমার প্রভূকে অস্বীকার করি তাহলে আমি এক ভয়ানক দিনের শাস্তির ভয় করি। (১৪) বলো, আমি আল্লাহর উপাসনা করি, তাঁরই জন্য দ্বীনকে (ধর্ম) বিশুদ্ধ করে। (১৫) অতএব তোমরা তাঁকে ছাড়া যাকে চাও উপাসনা করো। বলো, বাস্তবিক ক্ষতিগ্রস্থ তারাই যারা নিজেই নিজেকে এবং নিজের পরিবার-পরিজনদের কেয়ামতের (পুনরাত্থান দিবস) দিনে ক্ষতিগ্রস্থ করল। জেনে রাখ! এটাই প্রকৃত ক্ষতি। (১৬) ওদের জন্য ওদের উপর থেকেও আগুনের ছাতা হবে এবং নিচের থেকেও। এই বিষয় হতে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের সতর্ক করেন। হে আমার বান্দাগণ! আমাকে ভয় করো।

(১৭) আর যারা শয়তানের উপাসনা করা থেকে দূরে থাকে এবং আল্লাহর প্রতি একাগ্র হয়, তাদের জন্য সুসংবাদ। অতএব আমার বান্দাদের

সুসংবাদ দাও। (১৮) যারা মন দিয়ে কথা শোনে তারপর তাঁর সেরা অর্থের অনুসরণ করে। এরাই সেই লোক যাদেরকে আল্লাহ পথ দেখিয়েছেন এবং এরাই বুদ্ধিমান।

(১৯) যার উপর শাস্তির বিধান অবধারিত হয়ে গেছে তুমি কি সেই নরকবাসীকে রক্ষা করতে পারবে? (২০) তবে যারা তাদের প্রভূকে ভয় করে তাদের জন্য নির্মিত আছে প্রাসাদের উপর প্রাসাদ, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হয়। এটাই আল্লাহর ওয়াদা। আল্লাহ প্রতিশ্রুতি ভঙ্গ করেন না।

(২১) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ আকাশ থেকে বৃষ্টি বর্ষন করেন, তারপর তা ধরণীর স্রোতে প্রবাহিত করেন। তারপর তা হতে বিভিন্ন প্রকার ফসল উৎপন্ন হয়, অতঃপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলুদবর্ণের দেখ। তারপর তিনি তাকে খড়কূটোয় পরিণত করেন। এতে বুদ্ধিমানদের জন্য অবশ্যই শেখার আছে। (২২) তাই আল্লাহ যার অন্তর ইসলাম (আজ্ঞাপালন) এর জন্য খুলে দিয়েছেন, যার ফলে সে তার প্রভূর দেওয়া এক আলোকোজ্জ্বল পথে অবস্থিত। অতএব আল্লাহকে স্মরণ করার বেলায় যারা কঠিন হৃদয়, তাদের জন্য দূর্ভোগ আছে। ওরা পরিষ্কার বিভ্রান্তিতে রয়েছে।

(২৩) আল্লাহ সর্বশ্রেষ্ঠ বাণী অবতরণ করেছেন। এমন এক গ্রন্থ যার পরস্পর অংশ সমূহ সাদৃশ্যপূর্ণ যা বার বার বর্ণিত হয়েছে, এতে ওই লোকদের লোম খাড়া হয়ে যায় যারা তাদের প্রভূকে ভয় করে। অতঃপর তাদের শরীর ও তাদের অন্তর কোমল হয়ে আল্লাহর স্মরণে বিনম্র হয়ে যায়। এটা আল্লাহর পথ নির্দেশ। এর দ্বারা তিনি যাকে ইচ্ছা পথ প্রদর্শন করেন। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার কোন পথ প্রদর্শক নেই।

(২৪) তাই যে ব্যক্তি কেয়ামতের দিন তার চেহারাকে ভয়ঙ্কর শাস্তির

ঢাল বানাবে, আর অত্যাচারীদের বলা হবে, তোমরা যা করতে তার স্বাদ গ্রহণ করো। (২৫) তাদের পূর্ববর্তীরাও মিথ্যা মনে করেছিল। তাই তাদের উপর এমনভাবে শাস্তি এসেছিল যে, তারা কোন অনুমানও করতে পারেনি। (২৬) এভাবে আল্লাহ তাদেরকে পার্থিব জীবনেই অপমান আস্বাদন করালেন আর পরলোকের শাস্তি তো আরও বড়, যদি তারা জানত।

(২৭) আর আমি এই কুরআনে সব রকমের দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেছি, যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। (২৮) এটা আরবী কুরআন, বক্রতামুক্ত, যাতে লোক ভয় করে। (২৯) আল্লাহ দৃষ্টান্ত বর্ণনা করেন এক ব্যক্তির মালিক কয়েকজন ঝগড়াটে অংশীদার। আরেকজন লোক শুধু এক ব্যক্তির মালিকানাধীন এই দুজনের অবস্থা কি এক রকম? সকল প্রশংসা কেবল আল্লাহরই জন্য কিন্তু অধিকাংশ লোক জানে না। (৩০) নিঃসন্দেহে তোমারও মৃত্যু হবে এবং তাদেরও মৃত্যু হবে। (৩১) তারপর কেয়ামতের দিনে নিশ্চয়ই তোমরা তোমাদের প্রভূর সামনে তোমাদের মকদ্দমা প্রস্তুত করবে।

(৩২) ওই ব্যক্তির চেয়ে বড় অত্যাচারী আর কে হবে যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা বলে? এবং তার কাছে সত্য আসার পরে তাকে অবিশ্বাস করে। এমন অস্বীকারকারীদের ঠিকানা কি নরক নয়? (৩৩) আর যে ব্যক্তি সত্য নিয়ে এসেছে আর যারা তা বিশ্বাস করেছে। এরাই খোদাভীরু। (৩৪) ওদের জন্য ওদের প্রভূর কাছে ওই সবই আছে যা তারা চাইবে। সেটাই সৎকর্মশীলদের পুরষ্কার। (৩৫) যাতে আল্লাহ তাদের মন্দকাজগুলো দূর করে ভাল কাজের পূণ্য দান করেন।

(৩৬) আল্লাহ কি তাঁর বান্দাদের জন্য পর্যাপ্ত নন? অথচ তারা তোমাকে তিনি ব্যতিত অন্যদের ভয় দেখায়। আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তাকে কেউ পথ দেখাতে পারে না। (৩৭) আর আল্লাহ যাকে পথ দেখান

তাকে কেউ বিপথগামী করার নেই। আল্লাহ কি পরাক্রমশালী শাস্তিপ্রদানকারী নন?

(৩৮) যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, আকাশ আর পৃথিবী কে সৃষ্টি করেছে? তাহলে ওরা বলবে আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। বলো, তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক, তাদের সম্পর্কে তোমাদের ধারণা কি? আল্লাহ যদি আমাকে কোন কষ্ট দিতে চান তাহলে তারা কি খোদার দেওয়া কষ্ট দূর করতে পারে? অথবা আল্লাহ আমাকে কোন কৃপা করতে চাইলে তারা কি তাঁর কৃপা রোধ করতে পারবে? আল্লাহই আমার জন্য যথেষ্ট। নির্ভরকারীরা তাঁর উপরেই নির্ভর করে। (৩৯) বলো, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা তোমাদের অবস্থানে কর্ম কর, আমিও কর্ম করছি, তারপর তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৪০) কার উপর অপমানকারী শাস্তি আসে এবং চিরস্থায়ী শাস্তি আপতিত হয়। (৪১) আমি মানুষের দিক নির্দেশনার জন্য এই গ্রন্থ তোমার উপর সত্যসহ অবতীর্ণ করেছি। অতএব যে সুপথ প্রাপ্ত হবে সে নিজের জন্যই তা প্রাপ্ত হবে, আর যে বিপথগামী হবে তাহলে তার বিপথে যাওয়ার দায় তারই। আর তুমি এদের কর্মবিধায়ক নও।

(৪২) আল্লাহই প্রাণীদের মৃত্যুদান করেন তাদের মৃত্যুর সময়, আর যার মৃত্যু আসেনি তাকে শোওয়ার সময়। তারপর যেগুলোর মৃত্যুর ফয়সালা করেন সেগুলো রেখে দেন এবং অন্যগুলোকে এক নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত ছেড়ে দেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য।

(৪৩) এরা কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্যদের সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করেছে? (৪৪) বলো, যদিও তারা কোন অধিকার রাখে না আর কিছু বোঝেও না। বলো সকল সুপারিশে কেবল আল্লাহরই অধিকারে আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই। অতঃপর তোমাদেরকে তাঁর কাছেই ফিরিয়ে নেওয়া হবে।

(৪৫) আর যখন কেবলমাত্র এক আল্লাহর কথা আলোচিত হয় তখন ওদের অন্তর সংকুচিত হয়ে যায় যারা পরলোকে বিশ্বাস করে না। আর তিনি ছাড়া অন্যদের কথা আলোচিত হলেই তাঁরা খুশী হয়। (৪৬) বলো, হে আল্লাহ! আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা, প্রকাশ্য ও গোপন বিষয়সমূহ সম্বন্ধে জ্ঞাত, তুমিই তোমার বান্দাদের মধ্যে ওই বিষয়ের মীমাংসা করবে যা নিয়ে তারা মতবিরোধ করছে। (৪৭) আর যদি অত্যাচারীদের কাছে ওই সব থাকত যা পৃথিবীতে আছে আর তার সাথে আরো সমপরিমাণ যুক্ত হত, তাহলে কেয়ামতের দিন কঠিন শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য তারা তা সব মুক্তিপণ হিসাবে দিয়ে দেবে। আর তারা আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন বিষয়ের সম্মুখীন হবে যা তাদের ধারণায়ও ছিল না। (৪৮) আর তাদের সামনে আসবে তাদের অপকর্ম। আর তারা যা উপহাস করত তা তাদের ঘিরে ধরবে।

(৪৯) মানুষ কষ্টে পড়লে আমাকে ডাকে, অতঃপর যখন আমি আমার পক্ষ থেকে তাকে দয়া করি তখন সে বলে, আমাকে এটাতো আমার জ্ঞানের কারণে দেওয়া হয়েছে, বরং ওটা একটা পরীক্ষা; তবে ওদের মধ্যে অধিকাংশ লোকই জানে না। (৫০) ওদের পূর্ববর্তীরাও এরকম বলেছিল। তবে তাদের কৃতকর্ম তাদের কোন কাজে আসেনি। (৫১) তাদের অপকর্মসমূহ তাদেরকে আঘাত করেছিল। এদের মধ্যেও যারা অন্যায় করবে তাদের কৃতকর্মের পরিণামও শীঘ্রই তাদের কাছে আসবে। তারা আমাদের বিবশ করতে পারবে না। (৫২) তারা কি জানে না যে, আল্লাহ যাকে চান জীবিকা বৃদ্ধি করে দেন আর তিনিই সঙ্কুচিত করেন। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে ওই লোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে। (৫৩) বলে দাও, আমার বান্দারা যারা নিজেদের উপর অত্যাচার করেছে, আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে নিরাশ হয়ো না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত পাপ ক্ষমা করেন। তিনি পরম ক্ষমাশীল ও

অসীম দয়ালু। (৫৪) তোমাদের উপর শাস্তি আসার পূর্বে তোমরা তোমাদের প্রভূর অভিমুখী হও এবং তাঁর কাছে আত্মসমর্পণ কর, এর পরে তোমাদেরকে সাহায্য করা হবে না।

(৫৫) আর তোমরা অনুসরণ কর তোমাদের প্রভূর পাঠানো গ্রন্থের উত্তম বিষয়গুলোর। এর পূর্বে যে হঠাৎই তোমাদের উপর শাস্তি এসে যায় আর তোমাদের কাছে কোন সূচনা না থাকে। (৫৬) যাতে কাউকে বলতে না হয়, আল্লাহর প্রতি অবহেলা করেছি বলে হায় আফসোস! আর আমি তো উপহাসকারীদের সাথে ছিলাম। (৫৭) অথবা কেউ না বলে, আল্লাহ যদি আমাকে পথ দেখাতেন তাহলে আমি খোদা-ভীরুদের অন্তর্ভূক্ত হতাম। (৫৮) অথবা শাস্তি দেখে কেউ না বলে, হায়! আমি যদি আরেকবার পৃথিবীতে সৎকর্মশীলদের অন্তর্ভূক্ত হতে পারতাম। (৫৯) হ্যাঁ, তোমাদের কাছে আমার নিদর্শন সমূহ এসেছিল, কিন্তু তুমি তাকে মিথ্যা আখ্যায়িত করেছিলে, তুমি অহংকার করেছিলে এবং অস্বীকারকারীদের অন্তর্ভূক্ত হয়েছিলে। (৬০) আর তুমি কেয়ামতের দিনে ওই লোকদের মূখমণ্ডল কালো দেখবে যারা আল্লাহকে মিথ্যা বলেছিল। নরকে কি অহংকারীদের ঠাঁই হবে না? (৬১) আর যারা ভয় করত, আল্লাহ তাদের সফল ভাবে রক্ষা করবেন, অমঙ্গল তাদেরকে স্পর্শ করবে না আর না তারা দুঃখী হবে।

(৬২) আল্লাহই সবকিছুর স্রষ্টা আর সবকিছুর সংরক্ষক। (৬৩) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি-কাঠি তাঁরই হাতে। আর যারাই আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করেছে তারাই ক্ষতিগ্রস্থ। (৬৪) বলো, হে মূর্খের দল! তোমরা কি আমাকে আল্লাহ ব্যতীত অন্যের উপাসনা করতে বলছ? (৬৫) তোমাদের প্রতি আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের প্রতি অবশ্যই অহী (শ্রুতি) পাঠান হয়েছে যে, যদি তোমরা শির্ক (অংশীদারী) কর তাহলে তোমাদের কর্ম নষ্ট হয়ে

যাবে। আর তোমরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (৬৬) বরং কেবল আল্লাহর উপাসনা কর আর কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারীদের অন্তর্ভূক্ত হও।

(৬৭) তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয় নি। কেয়ামতের দিনে গোটা পৃথিবী তাঁর হাতের মুঠোয় থাকবে আর আকাশ সমূহ তার ডান হাতে জড়ানো থাকবে। তিনি পবিত্র ও মহান ও শির্ক (অংশীদারী) হতে যা তারা করে। (৬৮) আর সূরে (মহাশঙ্খে) যখন ফুঁক দেওয়া হবে তখন আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই মূর্ছিত হয়ে পড়ে যাবে, আল্লাহর মর্জিমাফিক ব্যতিক্রম ছাড়া অতঃপর পূণর্বার ওতে ফুঁক দেওয়া হবে তখন হঠাৎই সবাই উঠে দাঁড়িয়ে তাকাতে থাকবে। (৬৯) আর পৃথিবী তার প্রভূর জ্যোতিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠবে। কিতাব রেখে দেওয়া হবে আর পয়গম্বরও সাক্ষীদের উপস্থিত করা হবে এবং সকলের মধ্যে ন্যায় বিচার করা হবে। (৭০) আর প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের পূরোপূরি প্রতিফল দেওয়া হবে। তারা যা কিছু করে তিনি তা ভালভাবেই জানেন।

(৭১) আর যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে দলে দলে নরকের দিকে তাড়িয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। যখন তারা তার কাছে আসবে তখন নরকের দ্বার খুলে দেওয়া হবে এবং নরকের প্রহরী তাদেরকে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের মধ্যে থেকে কোন পয়গম্বর আসেনি ? যিনি তোমাদেরকে তোমাদের প্রভূর বাণী শোনাত আর এই দিনের সামনা সামনি হওয়া থেকে সতর্ক করত। তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু অস্বীকারকারীদের বিরুদ্ধে শাস্তির আদেশ বাস্তবায়িত হয়েই গেল। (৭২) বলা হবে যে, নরকের দরজায় প্রবেশ কর, ওখানে চিরকাল থাকার জন্য। অতএব অহঙ্কারীদের জন্য কতই না নিকৃষ্টতম আবাসস্থল।

(৭৩) আর যারা তাদের প্রভূকে ভয় করত, তাদের দলে দলে স্বর্গের

দিকে নিয়ে যাওয়া হবে। এমন কি যখন তারা সেখানে পৌঁছাবে তার দ্বার খুলে দিয়ে প্রহরী তাদেরকে বলবে সালাম তোমাদের উপর, তোমরা খুশী হও আর এখানে চিরকালের জন্য প্রবেশ কর। (৭৪) তারা বলবে, সকল কৃতজ্ঞতা সেই আল্লাহর জন্য যিনি আমাদের প্রতি তাঁর প্রতিশ্রুতি সত্য করে দেখিয়েছেন আর আমাদের এই ধরণীর উত্তরাধিকারী করেছেন। আমরা এই স্বর্গের যেখানে খুশী নিবাস স্থাপন করতে পারি। অতএব, কত উত্তম প্রতিফল সৎকর্মীদের। (৭৫) তুমি ফেরেশতাদেরকে দেখবে সিংহাসনের চারপাশ ঘিরে আপন প্রভূর প্রশংসা ও স্তূতি করছে। আর সবার মাঝে ন্যায় বিচার করা হবে। আর বলা হবে, “সকল প্রশংসা নিখিল জগতের প্রভূ আল্লাহর।”

৪০. সূরাহ আল-গাফির (ক্ষমাশীল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরমদয়ালু।

(১) হা-মীম।

(২) এই কিতাব আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ হয়েছে; যিনি পরাক্রমশালী, মহাজ্ঞানী। (৩) পাপ ক্ষমাকারী ও তওবা (অনুশোচনা) গ্রহণকারী, কঠোর শাস্তিদাতা ও ক্ষমতাবান, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন।

(৪) আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে শুধু অস্বীকারকারীরাই বিতর্ক করে। সুতরাং জনপদসমূহে তাদের অবাধ বিচরণ যেন তোমাকে বিভ্রান্ত না করে। (৫) এদের পূর্বে নূহের সম্প্রদায় অস্বীকার করেছিল এবং তার পরে অন্যান্য সম্প্রদায়ও। এবং প্রত্যেক উম্মত (দল) চেয়েছিল যে, তাদের বার্তাবহকে পাকড়াও করে, আর তারা অযথা বিতর্ক বার করেছে যাতে তারা সত্যকে পরাভূত করতে পারে, তখন আমি তাদের পাকড়াও করেছি। অতএব কেমন

ছিল আমার শাস্তি! (৬) আর এভাবেই তোমার প্রভূর কথা ওদের ক্ষেত্রে পূরো হয়েছে। যারাই অস্বীকার করে তারাই নরকবাসী।

(৭) যারা সিংহাসন বহন করছে এবং যারা তার চারপাশে অবস্থান করছে তারা তাদের প্রভূর স্তূতি করছে তাঁর প্রশংসাসহ। তারা তাঁর প্রতি আস্থা রাখে। আর তারা বিশ্বাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। হে আমাদের প্রভূ! তোমার অনুগ্রহ ও জ্ঞান দ্বারা সবকিছু বেষ্টন করে আছো। অতএব তুমি ওদের ক্ষমা করো যারা তওবা (অনুশোচনা) করে আর তোমার পথ অনুসরণ করে। আর তুমিই ওদের নরকের শাস্তি হতে রক্ষা করো। (৮) হে আমাদের প্রভূ! আর তুমি ওদেরকে চিরকাল বসবাসের স্বর্গে স্থান দাও, যার প্রতিশ্রুতি তুমি ওদেরকে দিয়েছ। আর ওদেরও যারা সদাচারী, ওদের মাতা-পিতা, ওদের স্ত্রীদের আর ওদের সন্তানদেরও নিঃসন্দেহে তুমি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (৯) আর ওদের মন্দকর্ম থেকে রক্ষা করো। আর যাকে তুমি সেদিন অমঙ্গল থেকে রক্ষা করবে তাকে তো অবশ্যই দয়া করলে। আর এটাই বড় সফলতা।

(১০) যারা অস্বীকার করেছে তাদেরকে ডাক দিয়ে বলা হবে, তোমাদের নিজেদের প্রতি নিজেদের যতটা বিমূখতা, আল্লাহর প্রতি তোমাদের বিমূখতা তার চেয়ে অধিক ছিল। যখন তোমাদেরকে ঈমানের দিকে আহ্বান করা হতো তোমরা অস্বীকার করতে। (১১) তারা বলবে, হে আমাদের প্রভূ! তুমি আমাদের দু'বার মৃত্যু দিয়েছো এবং দু'বার জীবন দিয়েছো। এখন আমরা আমাদের অপরাধ স্বীকার করছি। অতএব বের হওয়ার কোন পথ আছে কি? (১২) তোমাদের এই শাস্তি তো এজন্য যে, যখন তোমাদের একমাত্র আল্লাহর দিকে ডাকা হত তখন তোমরা অস্বীকার করতে। আর

যদি তাঁর সাথে কোন শরীক সাব্যস্ত করা হত তখন তোমরা মেনে নিতে। সুতরাং এখন নির্ণয়ের অধিকার আল্লাহর, যিনি সর্ব্বোচ্চ, মহামহিম।

(১৩) তিনিই তোমাদেরকে তাঁর নিদর্শনসমূহ দেখান এবং আকাশ থেকে তোমাদের জীবিকা পাঠান। উপদেশ কেবল সেই ব্যক্তিই গ্রহণ করে যারা আল্লাহর প্রতি অবনত। (১৪) অতএব আল্লাহকেই ডাক, দ্বীনকে (ধর্ম) কেবল তাঁর জন্য নিবেদিত করে। অস্বীকারকারীদের অপছন্দ সত্ত্বেও। (১৫) তিনি উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ও সিংহাসনের মালিক। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার প্রতি ইচ্ছা করেন ওহী (শ্রুতি) পাঠান, যাতে সে সাক্ষাতের দিন সম্পর্কে সতর্ক করতে পারে। (১৬) যেদিন তারা সবাই প্রকট হবে, সেদিন আল্লাহর কাছে তাদের কিছুই গোপন থাকবে না। আজ রাজত্ব কার ? প্রবল পরাক্রান্ত এক আল্লাহর। (১৭) আজ প্রত্যেককে তার কৃতকর্মের প্রতিফল মিলবে। আজ কোন অবিচার হবে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ দ্রুত হিসাব গ্রহণকারী।

(১৮) আর ওদেরকে আসন্ন বিপদের দিন সম্পর্কে সতর্ক কর, যখন প্রাণ কন্ঠাগত হবে, এবং দম বন্ধ হয়ে আসবে। অত্যাচারীদের না কোন বন্ধু থাকবে আর না কোন সুপারিশকারী যার কথা শোনা হবে। (১৯) তিনি চোখের প্রতারণা জানেন এবং ওই কথাও যা অন্তরে গোপন আছে। (২০) আর আল্লাহ সঠিক বিচার করবেন। আর আল্লাহ ছাড়া যাদেরকে তারা ডাকত, তারা তো কিছুই নির্ণয় করে না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন।

(২১) এরা কি পৃথিবীতে চলাফেরা করে না? তাহলে দেখত তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণাম কি হয়েছিল। তাদের শক্তি ও কীর্তি এদের চেয়ে বেশী ছিল। তবুও আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেছিলেন তাদের পাপের কারণে। আল্লাহর শাস্তি থেকে তাদেরকে রক্ষা করার কেউ ছিল না। (২২) এটা

এজন্য হয়েছিল যে, তাদের রসূলেরা তাদের কাছে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছিল কিন্তু তারা তা অবিশ্বাস করেছিল। ফলে আল্লাহ তাদের পাকড়াও করেন। নিশ্চয়ই তিনি শক্তিশালী, কঠোর শাস্তিদাতা।

(২৩) আর আমি আমার নিদর্শনসমূহ ও স্পষ্ট প্রমাণসহ মূসাকে (২৪) ফেরাউন, হামান ও কারুণের কাছে পাঠালাম। কিন্তু তারা বলল এ একজন মিথ্যাবাদী জাদুকর। (২৫) তারপর যখন সে আমাদের কাছ থেকে সত্য নিয়ে ওদের কাছে গেল, ওরা বলল, এদের পুত্র সন্তানগুলিকে হত্যা কর যারা একে বিশ্বাস করেছে। আর এদের মহিলাদের জীবিত রাখো। কিন্তু অস্বীকারকারীদের এই চক্রান্ত ব্যর্থই হয়েছিল।

(২৬) আর ফেরাউন বলল, আমাকে ছাড়ো আমি মূসাকে হত্যা করে ফেলি আর সে তার প্রভূকে ডাকুক। আমার ভয় হয়, সে তোমাদের ধর্ম পরিবর্তন করে দেবে অথবা দেশে অরাজকতা ছড়াবে। (২৭) আর মূসা বলল, হিসাবের দিন বিশ্বাস করে না, এমন প্রত্যেক অহংকারী ব্যক্তি থেকে আমি আমার প্রভূ ও তোমাদেরও প্রভূ আল্লাহর কাছে আশ্রয় নিয়েছি।

(২৮) আর ফেরাউনের দলের একজন আস্থাভাজন ব্যক্তি যে নিজের ঈমান গোপন রেখেছিল সে বলল, তোমরা কি একজন লোককে শুধু আমার প্রভূ আল্লাহ বলার কারণে হত্যা করবে? অথচ সে তোমাদের কাছে তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে স্পষ্ট নিদর্শন নিয়ে এসেছে। সে যদি মিথ্যাবাদী হয় তাহলে তার মিথ্যার দায় তার উপর বর্তাবে। আর যদি সে সত্যবাদী হয় তাহলে ও যে কথা তোমাদের বলছে তার কিছু অংশ তোমাদের উপর বর্তাবে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ এমন ব্যক্তিকে পথ দেখান না যে সীমালঙ্ঘনকারী, মিথ্যাবাদী। (২৯) হে আমার সম্প্রদায়। দেশে আজ তোমাদের রাজত্ব, তোমরাই ক্ষমতাশীল। কিন্তু আমাদের উপর আল্লাহর শাস্তি আসলে কে আমাদেরকে সাহায্য করবে?

ফেরাউন বলল, আমি তোমাদের সেই পরামর্শ দিচ্ছি যা আমি বুঝতে পারছি, আর আমি তোমাদের সঠিক পথই নির্দেশ করছি।

(৩০) যে ব্যক্তিটি ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়, আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের উপর পূর্বের দলগুলির মত অবস্থা এসে না পড়ে। (৩১) যেমন দিন নূহ, আদ এবং সামুদ জাতির উপর এবং পরবর্তী জাতির উপর এসেছিল। আর আল্লাহ আপন বান্দাদের উপর কোন জুলুম করতে চান না। (৩২) হে আমার সম্প্রদায়, আমি আশঙ্কা করছি তোমাদের উপর বিকট শব্দের দিন এসে না পড়ে। (৩৩) যেদিন তোমরা পৃষ্ঠপ্রদর্শন করে পালাবে। আর তোমাদের আল্লাহর থেকে বাঁচাবার কেউ থাকবে না। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন, তাকে পথ দেখাবার কেউ নেই।

(৩৪) ইতিপূর্বে ইউসূফ তোমাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণসহ এসেছিল, কিন্তু সে তোমাদের কাছে যা নিয়ে এসেছিল সে সম্পর্কে তোমরা কেবলই সন্দেহ করেছ। অবশেষে যখন তাঁর মৃত্যু হল, তখন তোমরা বলেছ, তারপরে আল্লাহ আর কোন রসূল পাঠবেন না। এভাবেই আল্লাহ ওই লোকদের পথভ্রষ্ট করে দেন যারা সীমালঙ্ঘনকারী এবং সংশয় পোষণকারী। (৩৫) যে আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিনা প্রমাণে বিতর্ক করে যা তাদের কাছে এসেছে। আল্লাহ ও ঈমানদারদের নিকট বড়ই অপছন্দনীয় এভাবেই আল্লাহ প্রত্যেক অহংকারী ও স্বেচ্ছাচারীর অন্তরে সিল মেরে দেন।

(৩৬) ফেরাউন বলল, হে হামান! আমার জন্য একটা উঁচু মিনার বানাও, যাতে আমি পথ পেয়ে যাই। (৩৭) আকাশের পথ পেয়ে যাই এবং মূসার উপাস্যকে দেখতে পাই। যদিও তাকে আমি মিথ্যাবাদী মনে করি। এভাবেই ফেরাউনের কাছে তার কুকর্ম আকর্ষক করে দেওয়া হয়েছিল এবং তাকে

সোজা পথ থেকে বিরত রাখা হয়েছিল। আর ফেরাউনের চক্রান্ত ব্যর্থ হয়েই রইল।

(৩৮) যে ব্যক্তি ঈমান এনেছিল সে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! তোমরা আমাকে অনুসরণ করো, আমি তোমাদেরকে সঠিক পথ বলছি। (৩৯) হে আমাার সম্প্রদায়! এই পার্থিব জীবন কেবল কয়েক দিনের আর পরলোকই হচ্ছে আসল নিবাস। (৪০) যে ব্যক্তি মন্দকর্ম করবে সে কেবল ওই কাজের অনুরূপ প্রতিফল পাবে, আর যে ভাল কাজ করবে, সে পূরুষই হোক বা নারী, শর্ত এটাই যে, তাকে আস্থাবান হতে হবে। তাহলে এই লোকেরাই স্বর্গে প্রবেশ করবে, সেখানে তারা অঢেল জীবিকা পাবে। (৪১) হে আমার সম্প্রদায়! কি ব্যাপার? আমি তোমাদের মুক্তির দিকে আহ্বান করছি আর তোমরা আমাকে নরকের দিকে আহ্বান করছো। (৪২) তোমরা আমাকে বলছ আল্লাহকে অস্বীকার করতে আর এমন জিনিষকে তাঁর অংশীদার করতে যে সম্পর্কে আমার কোন জ্ঞান নেই। আর আমি তোমাদেরকে মহাপরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল আল্লাহর দিকে ডাকছি। (৪৩) সন্দেহ নেই, তোমরা যে জিনিষের দিকে আমাকে ডাকছ, তার কোন শক্তি না এই জগতে আছে আর না পরলোকে। আর নিঃসন্দেহে আমাদের সবার প্রত্যাবর্তন আল্লাহর দিকেই। (৪৪) পরে তোমরা আমার কথা স্মরণ করবে। আর আমি আমার ব্যাপার আল্লাহর উপরই ন্যস্ত করছি। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সমস্ত বান্দার সংরক্ষক।

(৪৫) অতঃপর আল্লাহ ওকে তাদের চক্রান্ত থেকে রক্ষা করেন। আর ফেরাউনদের কঠিন শাস্তি ঘিরে ধরে। (৪৬) আগুন, যা সকাল সন্ধ্যায় তাদের জন্য প্রস্তুত করা হয়। আর যেদিন কেয়ামত (মহাবিনাশ) সংঘটিত হবে সে দিন বলা হবে, ফেরাউনদের সবচেয়ে কঠিন শাস্তির মধ্যে প্রবেশ করাও।

(৪৭) আর যখন তারা নরকের মধ্যে একে অপরের সঙ্গে ঝগড়া করবে

তখন দুর্বলেরা অহংকারীদের বলবে, আমরা তো তোমাদের অধিনস্ত ছিলাম। অতএব তোমরা কি আমাদের থেকে আগুনের একটা অংশ হটাতে পার। (৪৮) অহংকারীরা বলবে, আমরা সবাই তো আগুনের মধ্যেই আছি। আল্লাহ তাঁর বান্দাদের মধ্যে বিচার-মীমাংসা করে দিয়েছেন। (৪৯) আর যারা আগুনের মধ্যে থাকবে তারা নরকের রক্ষীদের বলবে, তোমরা তোমাদের প্রভূর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি যেন আমাদের অন্ততঃ একদিনের শাস্তি লাঘব করে দেন। (৫০) সে বলবে, তোমাদের কাছে কি তোমাদের রসূল স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে আসেনি? তারা বলবে হ্যাঁ, রক্ষীরা বলবে, তাহলে তোমরাই প্রার্থনা করো। আর অবিশ্বাসীদের প্রার্থনা ব্যর্থ হয়েই থাকে।

(৫১) নিঃসন্দেহে আমি সাহায্য করি আমার রসূলদের আর যারা ঈমানদার তাদের পার্থিব জীবনে, আর ওই দিনেও যেদিন সাক্ষীরা দাঁড়াবে। (৫২) যেদিন অত্যাচারীদের ওজর-আপত্তি তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের জন্য থাকবে ধিক্কার আর নিকৃষ্ট আবাস। (৫৩) আর আমি মূসাকে পথের সন্ধান দিয়েছি এবং ঈসরায়ীলের সন্তানদের কিতাবের উত্তরাধিকারী বানিয়েছি। (৫৪) পথ নির্দেশ এবং উপদেশ বুদ্ধিমানদের জন্য। (৫৫) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর ওয়াদা সত্য এবং নিজ অপরাধের ক্ষমাপ্রার্থনা কর। সকাল ও সন্ধ্যায় আপন প্রভূর স্তুতি কর তাঁর প্রশংসাসহ।

(৫৬) যারা তাদের কাছে আল্লাহর যে নিদর্শন এসেছে সে সম্পর্কে কোন প্রমাণ ছাড়াই বিতর্ক করে। তাদের অন্তরে অহংকার ছাড়া কিছুই নেই। তারা সে পর্যন্ত কখনই পৌঁছাতে পারবে না। অতএব তুমি আল্লাহর আশ্রয় চাও। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুই শোনেন, সবকিছুই দেখেন। (৫৭) নিঃসন্দেহে আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করা মানুষ সৃষ্টি করার চেয়েও

বড় কাজ। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা জানে না। (৫৮) অন্ধ আর দৃষ্টিসম্পন্ন সমান নয়, আর না ঈমানদার সদাচারী আর অন্যায়কারীও, তোমরা কমই চিন্তা করে থাকো। (৫৯) কেয়ামত অবশ্যই আসবে। এতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ তা বিশ্বাস করে না।

(৬০) আর তোমার প্রভূ তো বলেই দিয়েছেন যে, আমাকে ডাক, আমি তোমাদের ডাকে সাড়া দেব। যারা আমার উপাসনা হতে মূখ ফিরিয়ে নেয়, তারা শীঘ্রই লাঞ্ছিত হয়ে নরকে প্রবেশ করবে। (৬১) আল্লাহই, যিনি তোমাদের জন্য রাত বানিয়েছেন যাতে তোমরা ওতে বিশ্রাম কর, আর দিনকে আলোকময় করেছেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মানুষের প্রতি বড়ই কৃপাশীল। কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে না। (৬২) সেই আল্লাহ তোমাদের প্রভূ, সব কিছুর স্রষ্টা। তিনি ব্যতীত অন্য কোন উপাস্য নেই। তাহলে তোমরা কিভাবে পথভ্রষ্ট হচ্ছো? (৬৩) এভাবেই ওই লোকেরা পথভ্রষ্ট হয়ে যাচ্ছে যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত।

(৬৪) আল্লাহই তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বাসস্থান করেছেন আর আকাশকে ছাদ করেছেন আর তোমাদের আকার কত সুন্দর করেছেন। আর তিনিই তোমাদের উত্তম জীবিকা দান করেছেন। এই আল্লাহই তোমাদের প্রভূ, যিনি বড়ই বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ)। আল্লাহ, যিনি সমগ্র জগতের প্রভূ। (৬৫) তিনি চিরঞ্জীব, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। অতএব তোমরা তাঁকেই ডাক, দ্বীনকে (ধর্মকে) কেবল তাঁরই জন্য বিশুদ্ধ করে। সব প্রশংসা আল্লাহর জন্য যিনি নিখিল জগতের প্রভূ।

(৬৬) বলো, আমাকে বিরত করা হয়েছে যে, তোমরা আল্লাহ ছাড়া যাকে ডাক তার উপাসনা করতে। আমার কাছে যখন আমার প্রভূর পক্ষ থেকে স্পষ্ট প্রমাণ এসে গেছে। আর আমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে যে,

আমি নিজেকে বিশ্ব-প্রভূর নিকটে সমর্পণ করি। (৬৭) তিনিই তোমাকে মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর বীর্য দ্বারা, তারপর রক্ত পিণ্ড দিয়ে, তারপর তিনি তোমাদেরকে নবজাতক রূপে ভূমিষ্ঠ করান। তারপর তিনিই তোমাদেরকে বড় করান যাতে তোমরা পূর্ণ সামর্থবান হতে পার। তরপর তিনি তোমাদের বৃদ্ধ করেন। যদিও তোমাদের মধ্যে কিছু পূর্বেই মারা যায়। আর যাতে একটা নির্দ্ধারিত সময়কালে পৌঁছাতে পার এবং চিন্তা করতে পার। (৬৮) তিনিই জীবিত করেন আর তিনিই মৃত্যুদান করেন। আর যখন কোন কিছু করার সিদ্ধান্ত নেন তখন তাকে বলেন 'হও' আর তা হয়ে যায়।

(৬৯) তোমরা কি ওই লোকদের দেখনি যারা আল্লাহর নিদর্শন সম্পর্কে বিতর্ক করে? তারা কিভাবে বিপথগামী হচ্ছে? (৭০) যারা কিতাবকে অবিশ্বাস করেছে আর ওই জিনিষকেও যা দিয়ে আমি রসূলদের পাঠিয়েছি। তারা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৭১) যখন তাদের গর্দানে বেড়ী আর শিকল পরানো হবে। তাদেরকে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাওয়া হবে। (৭২) ফুটন্ত গরম জলে। তারপর তাদেরকে আগুনে নিক্ষেপ করা হবে। (৭৩) অতঃপর তাদেরকে বলা হবে, কোথায় তারা যাদেরকে তোমরা শরীক করতে। (৭৪) আল্লাহ ছাড়া? তারা বলবে, তারা আমাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। বরং এর আগে আমরা কোন কিছুকেই ডাকতাম না। এভাবেই অস্বীকারকারীদের আল্লাহ বিপথগামী করেন। (৭৫) এর কারণ তোমরা পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে আনন্দোল্লাস করতে এবং দম্ভ করতে। (৭৬) নরকের দরজায় প্রবেশ কর সেখানে চিরকাল অবস্থানের জন্য, অহংকারীদের আবাস স্থল কতই না নিকৃষ্ট।

(৭৭) অতএব ধৈর্যধারণ কর, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। আমি তাদেরকে যে ওয়াদা করছি, তার কিছু অংশ আমি তোমাকে দেখিয়ে দেব, অথবা তোমাকে মৃত্যু দেব। অতঃপর এদেরকে তো আমার কাছেই ফিরে

আসতে হবে। (৭৮) তোমার পূর্বেও আমি অনেক রসূল পাঠিয়েছি, তার মধ্যে কিছু বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শুনিয়েছি। আর ওর মধ্যে এমনও আছে যাদের বৃত্তান্ত আমি তোমাকে শুনাইনি। আর কোন রসূলের এক্ষমতা ছিল না যে, আল্লাহর বিনা অনুমতিতে কোন নিদর্শন নিয়ে আসবে। অতঃপর যখন আল্লাহর আদেশ এসে গেল, তখন সঠিকভাবে ফয়সালা করা হল। আর অসৎকর্মশীলরাই ক্ষতিগ্রস্থ হয়ে রইল।

(৭৯) আল্লাহই তোমাদের জন্য চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা কারো পিঠে চড়তে পারো আর ওর মধ্যে কিছু তোমরা খাও। (৮০) আর তোমাদের জন্য ওতে আরও উপকার আছে যাতে এগুলোর মাধ্যমে তোমরা তোমাদের মনের কোন চাহীদা পূরণ করতে পারো। এগুলোতে ও নৌযানে তোমাদেরকে বহন করা হয়। (৮১) আর তিনি তোমাদেরকে আরো নিদর্শন দেখান। অতএব তোমরা তাঁর কোন নিদর্শনটি অস্বীকার করবে?

(৮২) তারা কি পৃথিবীতে চলা-ফেরা করে না, যে,তাদের পূর্ববর্তীদের কি পরিণাম হয়েছিল। তারা এদের চেয়ে সংখ্যায় অনেক বেশী ছিল এবং পৃথিবীতে তাদের শক্তি ও কীর্তিও প্রবলতর ছিল। তারপরও তাদের উপার্জন তাদের কোন কাজে আসেনি। (৮৩) যখন তাদের রসূলগণ তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে এল তখন তারা তাদের নিজস্ব জ্ঞানেই গর্বিত রইল। আর তাদের উপর সেই শাস্তি এসে গেল যা নিয়ে তারা উপহাস করত। (৮৪) অতঃপর যখন তারা আমাদের শাস্তি অবলোকন করল তখন তারা বলতে লাগল, আমরা একমাত্র আল্লাহর উপরে ঈমান এনেছি আর যা কিছু আমরা তাঁর শরীক বানাতাম তাদের অস্বীকার করছি। (৮৫) তখন তাদের ঈমান তাদের কোন কাজে এল না যখন তারা আমার শাস্তি দেখেই নিয়েছে। এটাই আল্লাহর নিয়ম যা তাঁর বান্দাদের ক্ষেত্রে চলে আসছে। আর ওই সময় অস্বীকারকারীরা ক্ষতিগ্রস্থ থেকেই গেছে।

৪১. সূরাহ ফুসসিলাত (স্পষ্ট ব্যাখ্যা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হা-মীম।

(২) এটা পরম করুণাময় অসীম দয়াবান আল্লাহর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ বাণী। (৩) এমন একটি কিতাব যার আয়াত সমূহ বিস্তারিতভাবে বিবৃত হয়েছে, আরবী ভাষার কুরআন, জ্ঞানী লোকদের জন্য। (৪) সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী হিসাবে। কিন্তু ওই লোকদের অধিকাংশই এথেক মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, তাই তারা শুনতে পায় না। (৫) তারা বলে, আমাদের অন্তরে পর্দা পড়ে আছে, যেদিকে তুমি আমাদের ডাকছ। আর আমাদের কান অবরুদ্ধ হয়ে গেছে। এবং আমাদের ও তোমাদের মাঝে একটি অন্তরাল রয়েছে। তুমি তোমার কাজ কর, আমরা আমাদের কাজ করি।

(৬) বলো, আমি তো তোমাদের মত একজন মানুষ। আমার কাছে এই মর্মে ওহী (শ্রুতি) আসে যে, তোমাদের উপাস্য মাত্র একজনই উপাস্য। অতএব তোমরা তাঁর দিকেই স্থীর থাকো এবং তাঁর কাছে ক্ষমা চাও। আর অংশীবাদীদের জন্য রয়েছে বিনাশ। (৭) যারা যাকাত (অনিবার্য দান) দেয় না এবং পরলোক বিশ্বাস করে না। (৮) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে তাদের জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন এক পুরস্কার।

(৯) বলো, তোমরা কি সেই মহান সত্তাকে অবিশ্বাস কর যিনি দুই দিনে পৃথিবীকে সৃষ্টি করেছেন, আর তোমরা তার সমকক্ষ দাঁড় করাও। তিনিই নিখিল বিশ্বের প্রভূ। (১০) আর তিনিই তার উপরিভাগে পর্বতমালা স্থাপন করেছেন এবং তাতে উপকারী জিনিষ রেখেছেন। এবং তার জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন চার দিনে, পূরোপুরিভাবে প্রশ্নকারীদের জন্য। (১১) অতঃপর

তিনি আকাশের দিকে মনযোগ দেন, যা ছিল ধোঁয়া। এবং তাকে ও পৃথিবীকে বলেন এসো, ইচ্ছায় কিংবা অনিচ্ছায়। উভয়েই বলল, আমরা স্বানন্দে এলাম। (১২) অতঃপর তিনি দুদিনে সপ্ত আকাশ তৈরী করলেন এবং প্রত্যেক আকাশে তাঁর নির্দেশ পাঠিয়ে দিলেন। আর আমি পৃথিবীকে আকাশ প্রদীপের আলোয় সৌন্দর্য প্রদান করলাম এবং তাকে সুরক্ষিত করে দিলাম। এটা পরাক্রমশালী আল্লাহর পরিকল্পনা।

(১৩) কিন্তু তারা যদি মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে বল, আমি তোমাদেরকে আদ ও সামূদ জাতির উপর যেমন শাস্তি এসেছিল তেমন শাস্তি হতে সাবধান করছি। (১৪) যখন তাদের কাছে রসূল এল তাদের সামনের দিক থেকে এবং পিছন দিক থেকে যে, আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো উপাসনা কোর না। তারা বলল, আমাদের প্রভূ যদি চাইতেন তাহলে ফেরেশতা পাঠিয়ে দিতেন। অতএব আমরা ওটাকে অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে তোমাকে পাঠান হয়েছে।

(১৫) আদ জাতির অবস্থা এই ছিল যে, তারা পৃথিবীতে অহেতুক দম্ভ করেছিল, এবং বলেছিল, কে আছে যে শক্তিতে আমাদের চেয়ে অধিক। তারা কি দেখেনি যে আল্লাহ তাদের সৃষ্টি করেছেন, তিনি শক্তিতে তাদের চেয়ে বেশি। আর তারা আমাদের নিদর্শন সমূহকে অবিশ্বাস করতেই থাকল। (১৬) তাই আমি এক অশুভ দিনে ওদের উপর প্রবল ঝঞ্ঝা পাঠিয়ে দিলাম যাতে তারা পার্থিব জীবনে লাঞ্ছনাকর শাস্তির স্বাদ পায়। আর পরলোকের শাস্তি এর চেয়েও ভয়ঙ্কর। তখন তারা কোন সাহার্য্য পাবে না। (১৭) আর সামূদ জাতিকে তো আমি সৎপথ দেখিয়েছিলাম, কিন্তু তারা সৎপথে চলার পরিবর্তে অন্ধ থাকাই পছন্দ করল। তাই তাদেরই কৃতকর্মের ফলে তাদেরকে লাঞ্ছনাকর শাস্তির বজ্রাঘাত পাকড়াও করল। (১৮) আর যারা ঈমান এনেছিল এবং আমাকে ভয় করত তাদেরকে আমি রক্ষা করেছিলাম।

(১৯) আর যেদিন আল্লাহর শত্রুদের একত্রিত করা হবে, তারপর তাদেরকে পৃথক-পৃথক করা হবে। (২০) অবশেষে তারা যখন সেখানে পৌঁছে যাবে তখন তাদের কান, তাদের চোখ ও তাদের ত্বক তাদের কর্ম সম্বন্ধে তাদেরই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেবে। (২১) তারা তাদের ত্বককে বলবে, তুমি আমার বিরুদ্ধে স্বাক্ষ্য দিচ্ছ কেন? জবাবে ত্বক বলবে, আমাকে ওই আল্লাহ বলার ক্ষমতা দিয়েছেন যিনি সবাইকে বলার ক্ষমতা দিয়েছেন। আর তিনিই তোমাকে প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন আর তাঁরই কাছে তোমাকে আনা হয়েছে। (২২) আর তুমি নিজেকে তাঁর কাছে গোপন করতে পারবে না। তোমার কান, তোমার চোখ এবং তোমার ত্বক তোমারই বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দেয়। কিন্তু তুমি এই ভ্রমে ছিলে যে, আল্লাহ তোমার অনেক কূ-কর্ম জানতে পারবে না যা তুমি করতে। (২৩) আর তোমার এই ভ্রান্ত ধারণা যা তোমার প্রভূ সম্পর্কে করেছিলে তোমার সর্বনাশ ডেকে এনেছে। অতএব তুমি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভূক্ত হলে। (২৪) অতএব এখন ধৈর্য ধরলেও তবুও তাদের ঠিকানা নরক। আর যদি তারা ক্ষমা প্রার্থনাও করে তবুও তাদের ক্ষমা করা হবে না।

(২৫) আর আমি তাদের জন্য কিছু সাথী নিযুক্ত করে দিলাম। তারা প্রত্যেককে তার সামনের ও পিছনের সব জিনিষকে তাদের জন্য শোভনীয় করে দেখিয়ে দিল। আর তাদের উপর তাই কার্যকর হয়েই ছাড়ল যা জিন ও মানুষের উপর কার্যকর হয়েছিল যারা এর পূর্বে চলে গেছে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্থ ছিল।

(২৬) আর অবজ্ঞাকারীরা বলল, এই কুরআন শুনো না, এতে বাধা দাও, যাতে তোমরা প্রভাবশালী থাকতে পারো। (২৭) অতএব আমি অস্বীকারকারীদের কঠোর শাস্তি আস্বাদন করাব এবং ওদেরকে ওদের কৃতকর্মের নিকৃষ্টতম প্রতিফল দেব। (২৮) এটাই আল্লাহর শত্রুদের প্রতিফল অর্থাৎ

নরক। ওদের জন্য ওতে চিরকাল অবস্থান করার ঠিকানা। এজন্যে যে, তারা আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা মনে করত।

(২৯) আর অবিশ্বাসীরা বলবে, হে আমাদের প্রভূ! জিন ও মানুষের মধ্যে যারা আমাদেরকে পথভ্রষ্ট করেছিল তাদেরকে আমাদের দেখিয়ে দাও। আমরা তাদেরকে আমাদের পায়ের তলায় পিষ্ট করব, যাতে তারা অপমানিত হয়। (৩০) যারা বলে আল্লাহই আমাদের প্রভূ, আর তারা এতেই অবিচল থাকে। নিশ্চয়ই তাদের কাছে ফেরেশতা অবতরণ করে এবং তাদেরকে বলে, তোমরা ভয় পেওনা দুঃখ করো না। আর সেই জান্নাতের (স্বর্গের) সুসংবাদে খুশী হও যা তোমাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে। (৩১) আমরা পার্থিব জীবনে তোমাদের বন্ধু আর পরলোকেও। আর তোমাদের জন্য সেখানে তাই মজুদ আছে যা তোমাদের মন পেতে চায়। আর তোমরা যা চাইবে সেখানে সব আছে। (৩২) ক্ষমাশীল পরম করুণাময়ের আতিথেয়তা।

(৩৩) এর চেয়ে শ্রেষ্ঠ কার কথা হবে, যে আল্লাহর দিকে ডাকে এবং ভালকাজ করে আর বলে যে, আমি আশাবাদী। (৩৪) ভাল আর মন্দ দুটো সমান নয়। তুমি এর উত্তরে তাই বলো যা ওর মধ্যে শ্রেষ্ঠ, দেখবে তোমার সাথে যার শত্রুতা ছিল সে এমন হয়ে গেছে যেন এক অন্তরঙ্গ বন্ধু। (৩৫) আর এ গুনটি কেবল ধৈর্যশীলরাই পায়, এ গুনটি কেবল পরম ভাগ্যবানদেরকেই দেওয়া হয়। (৩৬) যদি শয়তানের কোন প্ররোচনা তোমাকে প্ররোচিত করে তাহলে আল্লাহর স্মরণ চাও। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(৩৭) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রাত, দিন এবং সূর্য ও চন্দ্র। তোমরা সূর্য বা চাঁদকে সেজদা করো না বরং সেই আল্লাহকেই সেজদা করো যিনি এসব সৃষ্টি করেছেন। যদি তুমি তাঁরই উপাসক হও। (৩৮) যদি তারা

অহংকার করে তাহলে যারা তোমার প্রভূর কাছে রয়েছে তারা রাত-দিন তাঁরই স্তুতি করছে আর তারা কখনও ক্লান্ত হয় না।

(৩৯) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধে এটাও যে, তুমি ভূমিকে অনুর্বর দেখতে পাও। অতঃপর যখন আমি ওতে বৃষ্টি বর্ষণ করি তখন তা উর্বর হয়ে ওঠে এবং ফুলে ফেঁপে ওঠে। নিঃসন্দেহে যিনি একে জীবিত করেছেন তিনিই মৃতদেরকেও জীবিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি সব কিছু করতে সামর্থবান। (৪০) যারা আমার নিদর্শনসমূহের ব্যাপারে উল্টো অর্থ করে, তারা আমার অগোচর নয়। তাহলে কে ভাল? যে নরকে নিক্ষিপ্ত হবে সে, না যে কেয়ামতের দিন নিরাপদ আসবে সে? যা খুশী করে নাও, নিঃসন্দেহে তিনি দেখছেন যা তোমরা করছ।

(৪১) যারা আল্লাহর উপদেশ অস্বীকার করেছে যখন তা তাদের কাছে এসে গেছে, আর নিঃসন্দেহে এটা একটা প্রভাবশীল গ্রন্থ। (৪২) এতে মিথ্যা আসতে পারে না, না সামনে থেকে আর না পিছনে থেকে, এটা এক প্রজ্ঞাময়, প্রশংসিত সত্ত্বার পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৪৩) তোমাকে ওকথা বলা হচ্ছে যা তোমার পূর্বের রসূলদের বলা হয়েছিল। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ ক্ষমাশীল এবং যন্ত্রনাদায়ক শাস্তিদাতা।

(৪৪) আমি যদি এটাকে আজমী (অনারব) কুরআন বানাতাম তাহলে ওরা বলত এর আয়াতসমূহ বিস্তারিত ব্যাখ্যা করা হল না কেন? অনারবী কুরআন আরবী মানুষ। বলো, এটা মুমিনদের জন্য পথ-নির্দেশ আর আরোগ্য। আর যারা ঈমান আনে না তাদের কানে বধিরতা আছে আর এব্যাপারে তারা অন্ধ। মনে করো এদেরকে অনেক দূর থেকে আহ্বান জানানো হচ্ছে।

(৪৫) আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম কিন্তু তাতে মতভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে। যদি তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে একটি কথা নির্দ্ধারিত না হয়ে

থাকত, তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেওয়া হত। নিশ্চয়ই তারা এ ব্যাপারে বিভ্রান্তিকর এক সন্দেহের মধ্যে রয়েছে। (৪৬) যে সৎকাজ করবে সে নিজের জন্যই করবে আর যে মন্দ কাজ করবে তাহলে তার বিপত্তি তার উপরেই আসবে। আর তোমার প্রভূ বান্দার উপর অত্যাচারকারী নন।

(৪৭) কেয়ামতের জ্ঞান কেবল আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত। কোন ফল আবরণ থেকে বের হত না, আর না কোন মহিলা গর্ভবতী হত আর না জন্ম দিত। কিন্তু এসব তাঁর জ্ঞাতসারেই সংঘটিত হয়। আর যেদিন আল্লাহ তাদেরকে ডেকে জিজ্ঞেস করবেন, আমার শরীকেরা কোথায়? তারা বলবে, আমরা আপানার কাছে এই প্রার্থনা করছি যে, এব্যাপারে এর মধ্যে কোন স্বাক্ষী নেই। (৪৮) আর যাদেরকে তারা পূর্বে আহ্বান করত তা সবই তাদের থেকে উধাও হয়ে যাবে, আর তারা বুঝতে পারবে যে, তাদের বাঁচার কোন উপায় নেই।

(৪৯) মানুষ মঙ্গল চাওয়ায় ক্লান্ত হয় না। আর যদি তাদের কোন কষ্ট এসে পড়ে তাহলে তারা নিরাশ এবং হতাশ হয়ে পড়ে। (৫০) আর যদি আমি ওদের যে কষ্ট পৌঁছেছিল সেই কষ্টের পর আমার অনুগ্রহের স্বাদ আস্বাদন করাই তখন ওরা বলে, এটাতো আমার অধিকারই। আর আমি মনে করি না যে, কখনও কেয়ামত আসবে। আর আমাকে যদি আমার প্রভূর কাছে ফেরানো হয় তাহলে তাঁর কাছেও আমার শ্রেষ্ঠত্বই বজায় থাকবে। অতএব আমি অবশ্যই অস্বীকারকারীদের কৃতকর্ম অবহিত করব। আর এদেরকে কঠিন শাস্তির স্বাদ আস্বাদন করাবো।

(৫১) আর যখন আমি মানুষের উপর অনুগ্রহ করি তখন সে মূখ ফিরিয়ে নেয় এবং বিমূখ হয়ে পড়ে। আর যখন সে কষ্টে পড়ে তখন লম্বা লম্বা প্রার্থনাকারী হয়ে যায়। (৫২) ওদেরকে প্রশ্ন কর যে, যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ থেকে এসে থাকে এবং তোমরা তাকে অস্বীকার কর তাহলে সেই

ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে হবে যে বিরোধীতায় অনেক দূর চলে গেছে।

(৫৩) শীঘ্রই আমি তাদেরকে আমার নিদর্শন দেখাব দিগন্তে ও তাদের নিজেদের মধ্যে। এমনকি তাদের কাছে স্পষ্ট হয়ে যাবে যে, এই কুরআন সত্য। আর একথা কি যথেষ্ট নয় যে, তোমার প্রভূ প্রত্যেক জিনিষের স্বাক্ষী। (৫৪) শোন, এরা এদের প্রভূর সাথে সাক্ষাতের ব্যাপারে সন্দিহান। শোন, প্রত্যেক জিনিষ তার সীমার মধ্যে আছে।

৪২. সূরাহ আশ-শুরা (পারস্পরিক পরামর্শ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হা-মীম। (২) আইন-সীন-কাফ।

(৩) এভাবেই পরাক্রমশীল, অসীমপ্রজ্ঞাবান আল্লাহ ওহী (প্রকাশনা) করেন তোমার কাছে ও তোমার পূর্ববর্তীদের কাছে। (৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে সবই তাঁর। তিনি সর্বোপরি, মহামহিম। (৫) আকাশসমূহ ফেটে পড়ার উপক্রম হয়, এবং ফেরেশতারা তাদের প্রভূর প্রশংসা ও স্তূতি করে আর জগৎবাসীদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। শোন, আল্লাহই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (৬) আর যারা তাঁকে ছাড়া অন্য অভিভাবক গ্রহণ করে, আল্লাহ তাদের দিকে নজর রেখেছেন। আর তুমি তাদের কর্ম-বিধায়ক নও।

(৭) আর আমি এভাবেই তোমার উপরে এক আরবী কুরআন অবতীর্ণ করেছি, যাতে তুমি মক্কাবাসীদের আর তার চতুরপাশে লোকদের সতর্ক করতেপার। আর তাদেরকে একত্রিত হওয়ার দিন সম্পর্কে সাবধান করে দাও, যা আসার ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই। একদল স্বর্গে থাকবে আরেকদল নরকে।

(৮) আর যদি আল্লাহ চাইতেন ওদের সবাইকে একই উম্মতে (সম্প্রদায়) পরিণত করে দিতেন। কিন্তু তিনি যাকে ইচ্ছা তাঁর অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেন, আর অত্যাচারীদের কোন সমর্থক ও সহায়তাকারী নেই। (৯) ওরা কি তাঁকে ছাড়া অন্যকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে? আসলে তো আল্লাহই অভিভাবক, আর তিনিই মৃতকে জীবিত করেন। তিনি সবকিছুই করতে সক্ষম। (১০) আর যে বিষয়ে তোমরা মতভেদ কর, তার মীমাংসা আল্লাহর কাছে। তিনিই আল্লাহ আমার প্রভূ। তাঁর উপরেই নির্ভর করি এবং তাঁর দিকেই ফিরে আসি।

(১১) তিনিই আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা। তিনিই তোমাদের প্রজাতি থেকে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন। আর পশুদের ও জোড়া তৈরী করেছেন। ওর মাধ্যমে তিনি তোমাদের বংশ পরম্পরা প্রবাহমান রাখেন। কোন কিছুই তার সমান নয়। তিনি সবকিছু শোনেন ও সবকিছু দেখেন। (১২) আকাশ ও পৃথিবীর চাবি তাঁরই কাছে। তিনি যাকে খুশী অধিক জীবিকা দান করেন আর যাকে চান সঙ্কুচিত করে দেন। নিঃসন্দেহে তিনি সর্ববিষয়ের জ্ঞান রাখেন।

(১৩) আল্লাহ তোমাদের জন্য সেই দ্বীন (ধর্ম) নির্দ্ধারিত করেছেন যার আদেশ তিনি নূহকে দিয়েছিলেন আর যার ওহী (প্রকাশনা) আমি তোমাকে করেছি। আর যে আদেশ আমি ইব্রাহীমকে, মূসাকে এবং ঈসাকে দিয়েছিলাম যে, দ্বীন (ধর্ম) কে স্থাপন কর, এতে মতভেদ করো না। অংশীবাদীদের কাছে একথা খুবই কষ্টকর যেদিকে তুমি ডাকছ। আল্লাহ যাকে চান নিজের দিকে বেছে নেন। আর তিনিই নিজের দিকে তাঁর দিক নির্দেশনা করেন যে তাঁর দিকে মনযোগী হয়।

(১৪) আর জ্ঞান আসার পরও যারা বিভেদ করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয় নিজেদের হঠধর্মীর কারণে। যদি তোমাদের প্রভূর পক্ষ থেকে একটি

নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশের পূর্ব সিদ্ধান্ত না থাকত তাহলে ওদের মধ্যে ফয়সালা করে দেওয়া হত। তাদের পরে যারা কিতাবের উত্তরাধিকারী লাভ করেছে তারা সে সম্পর্কে এক বিভ্রান্তিকর সন্দেহের মধ্যে রয়েছে।

(১৫) অতএব তুমি এর দিকেই ডাকো এবং এর উপরেই অবিচল থাকো, তোমাকে যে রকম আদেশ দেওয়া হয়েছে। তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না। আর বল, আল্লাহ যে কিতাব অবতীর্ণ করেছেন তাতেই বিশ্বাস করি। আর আমাকে এই আদেশ দেওয়া হয়েছে যে, আমি তোমাদের মধ্যে ন্যায়বিচার করি। আর আল্লাহই আমাদের প্রভূ এবং তোমাদের প্রভূ। আমাদের কর্ম আমাদের জন্য আর তোমাদের কর্ম তোমাদের জন্য। আমাদের ও তোমাদের মধ্যে কোন বিবাদ নেই। আল্লাহ আমাদের সবাইকে একত্রিত করবেন। আর তাঁর কাছেই যেতে হবে। (১৬) আর যারা আল্লাহ সম্পর্কে তর্ক-বিতর্ক করছে তাঁকে মেনে নেওয়ার পরও। তাদের তর্ক-বিতর্ক তাদের প্রভূর কাছে অসার। তাদের উপর ক্রোধ এবং তাদের উপর কঠোর শাস্তি রয়েছে।

(১৭) আল্লাহই যিনি অধিকারসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছেন এবং মানদণ্ডও। তুমি কিভাবে জানবে সম্ভবতঃ সেই সময় সন্নিকটে। (১৮) যারা তা বিশ্বাস করে না। তারাই তা তাড়াতাড়ি কামনা করে। আর যারা বিশ্বাস করে তারা তাকে ভয় পায় আর তারা জানে যে তা সত্য। মনে রেখ, যারা সেই ক্ষণ সম্পর্কে বিতর্ক করে। তার পথভ্রষ্টতায় অনেকদূর এগিয়ে গেছে।

(১৯) আল্লাহ তাঁর বান্দাদের প্রতি দয়ালু। তিনি যাকে ইচ্ছা জীবিকা দেন। তিনি মহাশক্তিধর, মহাপরাক্রমশালী। (২০) যে পরকালের ফসল চায় তার জন্য আমি তার ফসল বাড়িয়ে দিই। আর যে ব্যক্তি পার্থিব জগতের ফসল চায় আমি তাকে তা থেকেই কিছু দিয়ে দিই। আর পরলোকে তার কোন অংশ থাকবে না।

(২১) নাকি এদের কতিপয় অংশীদার আছে, যারা এদের জন্য এমন কোন দ্বীন (ধর্ম) প্রবর্তন করে দিয়েছে, আল্লাহ যার অনুমতি দেননি? যদি চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নির্দ্ধারিত না থাকত তাহলে তাদের ফয়সালা হয়ে যেত। নিঃসন্দেহে অত্যাচারীদের জন্য কঠোর শাস্তি রয়েছে। (২২) তুমি অত্যাচারীদেরকে তাদের কাজকর্মের জন্য ভীতসন্ত্রস্ত দেখবে। আর তা তাদের উপরে আপতিত হবেই। আর যারা ঈমান এনেছে এবং ভাল কাজ করেছে, তারা স্বর্গের উদ্যানে অবস্থান করবে। তাদের জন্যে তাদের প্রভূর কাছে ওই সবকিছু আছে যা তারা কামনা করবে, এটাই বড় পুরষ্কার। (২৩) আল্লাহ তাঁর ঈমানদার ও সৎকর্মশীল বান্দাদের জন্যে এই সুসংবাদই দিয়ে থাকেন। বলো, আমি এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান চাই না, কেবল আত্মীয়তার সৌহার্দ্য ছাড়া। আর কেউ কোন ভাল কাজ করলে আমি তার জন্য তাতে কল্যাণ বাড়িয়ে দিই। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, গুণগ্রাহী।

(২৪) নাকি তারা বলে যে, সে আল্লাহর উপর মিথ্যা বানিয়ে বলছে। আল্লাহ ইচ্ছা করলে তোমার অন্তরে মোহর মেরে দিতেন। আর আল্লাহ মিথ্যাকে মুছে দেন এবং নিজ বাণী দ্বারা সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করেন। নিঃসন্দেহে তিনি অন্তরের বিষয় ভালভাবেই জানেন। (২৫) আর তিনি তার বান্দাদের তওবা (অনুশোচনা) গ্রহণ করেন এবং পাপসমূহ ক্ষমা করেন। তোমরা যা কিছু করো তিনি তা জানেন। (২৬) আর তিনি ওই লোকদের প্রার্থনা স্বীকার করেন যারা ঈমান এনেছে এবং যারা ভাল কাজ করে। তিনি তাদের আপন কৃপা হতে অধিক দিয়ে দেন। আর যারা অবিশ্বাস করবে তাদের জন্য রয়েছে কঠোর শাস্তি।

(২৭) আল্লাহ যদি তাঁর বান্দাদের জন্য জীবিকার পথ খুলে দিতেন তাহলে তারা পৃথিবীতে উপদ্রব করত। তাই তিনি তাঁর ইচ্ছানুযায়ী পরিমাণমত

অবতারিত করেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ আপন বান্দাদের সব খবর রাখেন, সবকিছুই দেখেন। (২৮) আর তিনিই মানুষের নিরাশ হয়ে যাওয়ার পর বৃষ্টি বর্ষন করেন, এবং তাঁর অনুগ্রহ ছড়িয়ে দেন। তিনিই সকল কাজ সমাধাকারী, প্রশংসার অধিকারী। (২৯) আকাশ ও পৃথিবীর সৃষ্টি তাঁরই নিদর্শনসমূহের একটি। আর এই দুইয়ের মাঝে তিনি যেসব প্রাণী ছড়িয়ে দিয়েছেন। আর তিনিই যখন চাইবেন তাদের একত্রিত করতে সক্ষম।

(৩০) তোমাদের উপর যেসব বিপত্তি আসে তা তোমাদের স্ব-হস্ত উপার্জিত কৃতকর্মেরই ফল। আর তোমাদের অনেক অপরাধ তিনি ক্ষমা করে দেন। (৩১) আর পৃথিবীতে তোমরা আল্লাহর নিয়ন্ত্রনের বাইরে বেরতে পারো না। আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই, আর না কোন সাহায্যকারী।

(৩২) আর তাঁর নিদর্শনসমূহের মধ্যে রয়েছে সমূদ্রে চলমান পাহাড়ের মত জাহাজসমূহ। (৩৩) তিনি ইচ্ছা করলে বাতাসকে থামিয়ে দিতে পারেন। তখন জাহাজগুলো সমুদ্রপৃষ্ঠে স্থীর হয়ে থাকবে। নিঃসন্দেহে এর মধ্যে নিদর্শন রয়েছে প্রত্যেক ধৈর্যবান মানুষের জন্য যারা কৃতজ্ঞতা প্রকাশকারী। (৩৪) অথবা তাদের কৃতকর্মের জন্য ওগুলো নষ্ট করে দেন, তিনি অনেক লোককে ক্ষমাও করেন। (৩৫) যারা আমার নিদর্শনসমূহ নিয়ে বিতর্ক করে তারা জেনে রাখুক, পালাবার কোন পথ নেই।

(৩৬) অতএব যা কিছু তোমরা পেয়েছ তা কেবল পার্থিব জীবনের অস্থায়ী সুখসামগ্রী। আর যা কিছু আল্লাহর কাছে আছে তা অধিক শ্রেষ্ঠ এবং চিরস্থায়ী। ওইলোকদের জন্য যারা ঈমান এনেছে এবং আল্লাহর উপর ভরসা রাখে। (৩৭) যারা বড়পাপ এবং অশ্লীল কাজ পরিহার করে এবং ক্রোধের সময় ক্ষমা করে দেয়। (৩৮) আর যারা তাদের প্রভূর আমন্ত্রণ গ্রহণ করে

এবং নামায স্থাপিত করে ও নিজের কাজ পরস্পর পরামর্শের ভিত্তিতে সম্পন্ন করে। আর আমি যা কিছু দিয়েছি তা থেকে খরচ করে। (৩৯) এবং যারা তাদের প্রতি অন্যায় করা হলে প্রতিশোধ গ্রহণ করে। (৪০) মন্দের প্রতিফল মন্দই। আর যে ক্ষমা করে দেয় এবং মিটমাট করে নেয় তার প্রতিফল আল্লাহর কাছে রয়েছে। নিঃসন্দেহে তিনি অত্যাচারীদের পসন্দ করেন না। (৪১) যারা অত্যাচারিত হওয়ার পর প্রতিশোধ গ্রহণ করে তাহলে এদের বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ নেই। (৪২) অভিযোগ কেবল তাদের উপরেই যারা অত্যাচার করে এবং পৃথিবীতে অন্যায়ভাবে বিদ্রোহ করে। এই লোকদের জন্যই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। (৪৩) আর যে ধৈর্যধারণ করেছে এবং ক্ষমা করে দিয়েছে তাহলে নিঃসন্দেহে সে সাহসী পদক্ষেপ নিয়েছে।

(৪৪) আর আল্লাহ যাকে বিপথগামী করেন তার জন্য তিনি ছাড়া কোন অভিভাবক নেই। আর তুমি অত্যাচারীদের দেখবে যে, যখন তারা শাস্তি দেখবে তখন বলবে, ফিরে যাওয়ার কোন উপায় আছে কি? তুমি আরো দেখবে যে, তাদের নরকের সামনে উপস্থিত করা হচ্ছে। (৪৫) তারা অপমানে ঝুঁকে থাকবে, এবং লজ্জাবনত দৃষ্টিতে তাকাতে থাকবে। আর ঈমানদারগণ বলবে যে, ক্ষতিগ্রস্থ ওরাই যারা কেয়ামতের (পুনরুত্থান দিবস) দিন নিজেরা ক্ষতিগ্রস্ত হবে ও পরিবার-পরিজনদেরও ক্ষতিগ্রস্ত করবে। শোন, অত্যাচারীরা স্থায়ী শাস্তির মধ্যে থাকবে। (৪৬) আর তাদের কোন সাহায্যকারী থাকবে না যে আল্লাহর বিরুদ্ধে তাদের সাহায্য করে। আর আল্লাহ যাকে পথভ্রষ্ট করেন তার আর কোন পথ নেই।

(৪৭) তুমি তোমার প্রভূর আমন্ত্রণ স্বীকার কর আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন একটা দিন আসার পূর্বেই যার জন্য আল্লাহর পথ থেকে সরতে না হয়। সেদিন তোমাদের কোন আশ্রয় থাকবে না, আর না তোমরা কোন

জিনিষকে নিরস্ত করতে পারবে। (৪৮) তথাপিও যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আমি তো তোমাকে তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার দায়িত্ব কেবল পৌঁছে দেওয়া। আর আমি যখন মানুষকে আমার কৃপা দ্বারা সুশোভিত করি, তখন সে ওতে প্রসন্ন হয়। আর যদি তাদের কর্মের কারণে তাদের উপর কোন বিপত্তি এসে পড়ে তখন মানুষ কৃতঘ্নতা করতে থাকে।

(৪৯) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব একমাত্র আল্লাহর। তিনি যা চান সৃষ্টি করেন। যাকে ইচ্ছা কন্যা দান করেন আর যাকে ইচ্ছা পুত্র দান করেন। (৫০) অথবা পুত্র ও কন্যা দুইই দান করেন এবং যাকে ইচ্ছা নিঃসন্তান রাখেন। নিশ্চয়ই তিনি মহাজ্ঞানী। সর্বশক্তিমান।

(৫১) কোন মানুষের এ সামর্থ নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলেন, কিন্তু ওহীর (শ্রুতি) মাধ্যমে, অথবা পর্দার অন্তরাল থেকে অথবা কোন ফেরেশতা পাঠান সে ওহী করে দেন তাঁর অনুমতিতে তিনি যেরকম চান। নিঃসন্দেহে তিনিই সর্বোপরি, প্রজ্ঞাময়। (৫২) আর এভাবেই আমি তোমার প্রতি ওহী (প্রকাশনা) করেছি আমার আদেশের একটি আত্মা দিয়ে। তুমি জানতে না কিতাব কি আর এও জানতে না যে, ঈমান কি? কিন্তু আমি একে একটি আলো করেছি, যার সাহায্যে আমি আমার বান্দাদের মধ্যে যাকে চাই পথ দেখাই। নিঃসন্দেহে তুমি মানুষকে এক সোজা পথই প্রদর্শন করছ। (৫৩) সেই আল্লাহর পথ যিনি আকাশ ও পৃথিবীর সবকিছুরই মালিক। শোন, সকল বিষয় আল্লাহর কাছেই প্রত্যাবর্তন করবে।

৪৩. সূরাহ-আজ্-জুখরুফ (স্বর্ণালঙ্কার)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু

(১) হা-মীম।

(২) স্পষ্ট কিতাবের শপথ। (৩) আমি এটাকে আরবী ভাষার কুরআন করেছি। যাতে তোমরা বুঝতে পারো। (৪) নিঃসন্দেহে এর মূল কিতাব আমাদের কাছে সংরক্ষিত আছে, সুমহান প্রজ্ঞাপূর্ণ।

(৫) তোমাদের পথ নির্দেশককে কেবল এজন্যই প্রত্যাহার করে নেব যে, তোমরা সীমালঙ্ঘনকারী বলে? (৬) আমি পূর্ববর্তী মানুষদের কাছে কত না রসূল পাঠিয়েছি। (৭) তাদের কাছে এমন কোন রসূল আসেনি যাকে তারা উপহাস করেনি। (৮) অতঃপর যারা তাদের চেয়ে শক্তিশালী ছিল, তাদেরকে আমি ধ্বংস করে দিয়েছি এবং পূর্ববর্তীদের সেই উদাহরণ অতিক্রান্ত হয়েছে।

(৯) আর যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞেস করো যে, আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কে? তাহলে ওরা অবশ্যই বলবে, পরাক্রমশালী মহাজ্ঞানী আল্লাহই সৃষ্টি করেছেন। (১০) যিনি তোমাদের জন্য পৃথিবীকে বিছানা করে দিয়েছেন, আর ওতে তোমাদের জন্য পথ তৈরী করে দিয়েছেন যাতে তোমরা পথ পাও। (১১) এবং যিনি আকাশ থেকে পরিমাণমত বৃষ্টি বর্ষণ করেন। অতঃপর তার দ্বারা মৃত ভূমিকে পুনরুজ্জীবিত করেন। এভাবেই তোমাদেরকেও বের করা হবে। (১২) আর যিনি বিভিন্ন প্রকার জিনিষ তৈরী করেছেন। আর তোমাদের জন্য নৌযান এবং চতুষ্পদ পশু সৃষ্টি করেছেন যাতে তোমরা আরোহণ করো। (১৩) যাতে তোমরা তাদের পীঠে জমিয়ে বসতে পারো। যাতে তোমরা তোমাদের প্রভূর নেয়ামত (উপঢৌকন) স্মরণ করো, যখন

তোমরা তাদের পীঠে অবস্থান করবে। আর বলো, তিনিই মহান, যিনি এসব আমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন। অন্যথায় আমরা এদেরকে নিয়ন্ত্রণ করতে পারতাম না। (১৪) নিঃসন্দেহে আমরা আমাদের প্রভূর কাছে ফিরে যাব।

(১৫) আর ওরা আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে আল্লাহর অংশী বানিয়েছে। নিঃসন্দেহে মানুষ স্পষ্ট কৃতঘ্ন। (১৬) আল্লাহ তাঁর সৃষ্টি থেকে কন্যা গ্রহণ করেছেন, আর তোমাদের জন্য পূত্র মনোনীত করেছেন? (১৭) আর যখন ওদের মধ্যে কাউকে ওই বিষয়ের সংবাদ দেওয়া হয় যা তারা করুনাময় সম্পর্কে বর্ণনা করে, তখন তাদের চেহারা কালো হয়ে যায় এবং সে দুঃখ ভরাক্রান্ত হয়। (১৮) যাকে সাজ-সজ্জার মধ্যে লালন-পালন করা হয় এবং বিতর্কের সময় কথা বলতে পারে না। (১৯) আর ফেরেশতারা যারা করুনাময়ের বান্দা তাদেরকে ওরা নারী সাব্যস্ত করে রেখেছে। ওরা কি তাদের সৃষ্টির সময় উপস্থিত ছিল? ওদের এই দাবী লিখে নেওয়া হবে আর ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে।

(২০) আর ওরা বলে, যদি করুনাময় চাইতেন তাহলে আমরা ওদেরকে উপাসনা করতাম না। ওদের এ সম্পর্কে কোন জ্ঞান নেই। ওরা কেবল কাল্পনিক কথা বলছে। (২১) অথবা আমি কি ওদের এর আগে কোন কিতাব দিয়েছি, যা তারা দৃঢ় ভাবে আঁকড়ে ধরে আছে। (২২) বরং ওরা বলে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের একটি ধর্মমতের অনুসারী পেয়েছি, আর আমরা তাদেরকেই অনুসরণ করছি। (২৩) আর এভাবেই তোমার পূর্বে যে জনপদে কোন সতর্ককারী পাঠিয়েছি তখন সেখানকার সম্পূর্ণ লোকেরা বলেছে যে, আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের যে পথে চলতে দেখেছি আমরাও তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। (২৪) নজীর (সতর্ককারী) বলল, তোমরা তোমাদের বাপ-দাদাদের যে পথের অনুসারী পেয়েছ আমি যদি তোমাদের

জন্য তার চেয়ে উত্তম পথ-নির্দেশ নিয়ে আসি? তারা বলল আমরা তা অবিশ্বাস করছি যা দিয়ে তোমাকে পাঠানো হয়েছে (২৫) তাই আমি তাদের উপর প্রতিশোধ নিয়েছি। অতএব দ্যাখো, অবিশ্বাসীদের কি পরিণাম হয়েছিল।

(২৬) আর যখন ইবরাহীম তার পিতা ও তার সম্প্রদায়ক বলল, আমি ওই সব বিষয় থেকে মুক্ত যাদেরকে তোমরা উপাসনা করছো। (২৭) কিন্তু যিনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন তিনি নিঃসন্দেহে আমাকে সুপথ দেখাবেন। (২৮) আর একথাই ইবরাহীম তার পরবর্তী বংশধরদের জন্য রেখে গেছেন। যাতে তারা তার দিকে ফিরে আসে। (২৯) বরং আমি ওদের আর ওদের বাপ-দাদাদেরকে পার্থিব সামগ্রী দিয়েছি। অবশেষে তাদের কাছে সত্য এবং স্পষ্ট বর্ণনাকারী রসূল এল। (৩০) আর যখন ওদের কাছে সত্য এসেছে, ওরা বলল, এতো জাদু, আমরা এটা বিশ্বাস করিনা।

(৩১) ওরা আরো বলল, এই কুরআন দুই জনপদের মধ্যে কোন প্রভাবশালী ব্যক্তির উপর কেন অবতীর্ন হলো না? (৩২) তোমার প্রভূর অনুগ্রহ কি এরা বন্টন করে? পার্থিব জীবনে আমিই তো তাদের মধ্যে তাদের জীবিকা বন্টন করি, আর আমিই তো একে অপরের উপর শ্রেষ্ঠত্ব দান করি, যাতে তারা একে অপরের দ্বারা কাজ নিতে পারে। এরা যা জমা করছে তোমার প্রভূর কৃপা এর চেয়ে বড়। (৩৩) যদি এমন না হত যে, সব মানুষ একই শ্রেণীভূক্ত হয়ে যাবে তাহলে যারা করুনাময়কে অবিশ্বাস করে, তাদের জন্য আমি রুপোর তৈরী ছাদ ও তাদের উপরে উঠার সিঁড়ি দিতাম। (৩৪) এবং তাদের ঘরে দরজা, তাদের পালঙ্ক যাতে তারা ঠেস দিয়ে বসে। (৩৫) আর সোনাও দিতাম, আর এসব জিনিষ তো কেবল পার্থিব জীবনের সামগ্রী। আর পরলোক তোমার প্রভূর কাছে, তাঁকে যারা ভয় করে তাদের জন্য।

(৩৬) আর যারা করুনাময়ের উপদেশ থেকে মূখ, ফিরিয়ে নেয়, তাহলে আমি তার উপরে একজন শয়তান নিযুক্ত করে দিই। সে তার বন্ধু হয়ে যায়। (৩৭) আর সে তাকে সৎপথ থেকে বিরত রাখে। আর ওরা মনে করে যে, তারা সৎপথেই আছে। (৩৮) অবশেষে যখন তারা আমার কাছে আসবে তখন বলবে, হায়! আমার কাছে যদি তোমার থেকে পূর্ব ও পশ্চিমের দূরত্ব থাকত। সে কত খারাপ বন্ধু ছিল। (৩৯) যেহেতু তোমরা অন্যায় করেছ, তাই শাস্তিতে তোমরা একে অপরের শরিক হলেও আজ তোমাদের কোন লাভ হবে না।

(৪০) তাহলে তোমরা কি বধিরদেরকে শোনাবে না কি অন্ধদেরকে পথ দেখাবে? আর ওদেরকে যারা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে লিপ্ত। (৪১) অতএব যদি আমি তোমাদেরকে উঠিয়েও নিই তবুও আমি এর প্রতিশোধ গ্রহণকারী। (৪২) অথবা তাদেরকে যে ওয়াদা করেছি তা আমি তাদেরকে দেখিয়ে দেব। (৪৩) তাদের ব্যাপারে আমি পূরোপুরি সামর্থ রাখি। অতএব তুমি এটাকে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে থাকো যা তোমার উপরে ওহি (প্রকাশনা) করা হয়েছে। নিঃসন্দেহে তুমি এক সঠিক পথে আছো। (৪৪) আর এটাই তোমার ও তোমার সম্প্রদায়ের জন্য একটি উপদেশ। অতি শীঘ্রই ওদেরকে জিজ্ঞাসা করা হবে। (৪৫) আর যাদেরকে আমি তোমার পূর্বে পাঠিয়েছি, ওদেরকে জিজ্ঞাসা করো, আমি কি করুনাময় ছাড়া অন্য কোন উপাস্য নির্দ্ধারিত করে দিয়েছি? যে, তাদেরকে উপাসনা করা হবে।

(৪৬) আর আমি মূসাকে আমরা নিদর্শনসহ ফেরাউন ও তার সর্দারদের কাছে পাঠিয়েছি, সে বলেছিল যে,আমি বিশ্বজগতের প্রভূর প্রেরিত রসূল। (৪৭) অতএব যখন সে আমার নিদর্শনসহ এল, তখন তারা ওকে বিদ্রুপ করতে লাগল। (৪৮) আর আমি তাদেরকে যে নিদর্শন দেখাতাম তা পূর্বের

নিদর্শনের চাইতেও বড়। আর আমি তাদেরকে শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করেছি যাতে তারা ফিরে আসে। (৪৯) আর তারা বলল, ইনি জাদুকর, আমাদের জন্য তোমার প্রভূর কাছে প্রার্থনা করো, তিনি তোমাকে যে ওয়াদা করেছেন তা উপস্থিত করার জন্য, আমরা সেই শাস্তি সরিয়ে নিলাম তখনই তারা আপন ওয়াদা ভঙ্গ করল।

(৫১) আর ফেরাউন তার সম্প্রদায়ের কাছে চিৎকার করে বলল, হে আমার সম্প্রদায়! মিশরের সম্রাজ্য কি আমার নয়? আর এই নদী যা আমার পাদদেশ দিয়ে প্রবাহিত হচ্ছে? তোমরা কি দেখছ না? (৫২) এই হীন লোকটি থেকে আমি কি শ্রেষ্ঠ নই? সে তো স্পষ্ট করে কথাও বলতে পারে না। (৫৩) তাহলে কেন তাকে সোনার কঙ্কন দেওয়া হল না? কেনই বা তার সাথে ফেরেস্তা পাখা মেলে এল না? (৫৪) এভাবে সে তার সম্প্রদায়কে বোকা বানাল। তখন তারা তার কথা মেনে নিল। এরা অস্বীকারকারী লোক ছিল। (৫৫) অতঃপর যখন তারা আমাকে রাগান্বিত করল তখন আমি প্রতিশোধ নিলাম। আর আমি ওদেরকে ডুবিয়ে দিলাম। (৫৬) এভাবে আমি তাদেরকে অতীত ইতিহাস ও পরবর্তী প্রজন্মের জন্য এক দৃষ্টান্ত বানিয়ে দিলাম।

(৫৭) আর যখন মরিয়মের পুত্রের উদাহরণ দেওয়া হল তখন তোমার সম্প্রদায়ের লোকেরা হৈ চৈ শুরু করল। (৫৮) আর বলল, আমাদের উপাস্যরা ভাল না সে? এই উদাহরণ কেবল বিতর্কের জন্যই সে বর্ণনা করেছে। (৫৯) বরং এরা ঝগড়াটে। ঈসা তো কেবল আমারই এক বান্দা ছিল যার উপরে আমি কৃপা করেছি। আর তাকে ঈসরায়ীলের সন্তানদের জন্য এক আদর্শ বানিয়ে দিয়েছি। (৬০) আর যদি আমি চাইতাম তাহলে তোমাদের মধ্য থেকে ফেরেশতা বানিয়ে দিতাম যারা পৃথিবীতে তোমাদের উত্তরাধিকারী হতো। (৬১) আর নিঃসন্দেহে ঈসা কেয়ামতের (প্রলয়) এক নিদর্শন, তোমরা

এতে সন্দেহ পোষণ করো না আর আমার আদেশ পালন করো। এটাই সোজা পথ। (৬২) আর শয়তান এথেকে তোমাদের বাধা দিতে না পারে, নিঃসন্দেহে সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু।

(৬৩) আর যখন ঈসা স্পষ্ট নিদর্শনসহ এল, সে বলল, আমি তোমাদের কাছে প্রজ্ঞা নিয়ে এসেছি যাতে আমি তোমাদের কাছে পরিষ্কার করে দিতে পারি যে বিষয় নিয়ে তোমরা মতভেদ করছ। অতএব তোমরা আল্লাহকে ভয় করো আর আমার কথা মেনে চলো। (৬৪) নিঃসন্দেহে আল্লাহই আমার প্রভূ এবং তোমাদেরও প্রভূ, তাই তোমরা তাঁরই উপাসনা করো এটাই সোজা পথ। (৬৫) অতঃপর তাদের মধ্যে বিভিন্ন দল মতভেদ করল। তাই বিনাশ ওদের যারা অন্যায় করেছে, এক কঠিন দিনের শাস্তি।

(৬৬) তারা তাদের অজ্ঞাতসারে হঠাৎ কেয়ামত (প্রলয়) এসে পড়ারই অপেক্ষা করছে। (৬৭) সব বন্ধুরাই সেদিন একে অপরের শত্রু হবে, কেবল যারা ভয় করে তারা ছাড়া। (৬৮) হে আমার বান্দাগন! আজ তোমাদের কোন ভয় নেই এবং তোমরা দুঃখিত হবে না। (৬৯) যারা আমার নিদর্শনসমূহ বিশ্বাস করে এবং আমার কাছে আত্ম-সমর্পণ করে। (৭০) স্বর্গে প্রবেশ কর তোমরা আর তোমাদের স্ত্রীরা, তোমাদেরকে প্রসন্ন করা হবে। (৭১) সোনার থালা এবং পানপাত্র নিয়ে তাদেরকে পরিবেশন করা হবে। আর সেখানে এমন জিনিষ থাকবে মন যা চায় এবং চোখ যা দেখে তৃপ্ত হয়। আর সেখানে তোমরা চিরকাল থাকবে। (৭২) এই তো সেই স্বর্গ, তোমাদেরকে যার উত্তরাধিকারী করা হয়েছে তোমাদের কর্মের জন্য। (৭৩) তোমাদের জন্য এখানে প্রচুর ফলমূল আছে যা থেকে তোমরা আহার করবে।

(৭৪) নিঃসন্দেহে অপরাধীরা চিরকাল নরকের শাস্তির মধ্যে অবস্থান করবে। (৭৫) তাদের জন্য তা লাঘব করা হবে না এবং তারা তার মধ্যে

হতাশায় মুহ্যমান হয়ে পড়ে থাকবে। (৭৬) আমি তাদের উপর অত্যাচর করিনি বরং তারা নিজেই অত্যাচারী ছিল। (৭৭) তারা চিৎকার করে বলবে, হে মালেক! তোমার প্রভূ যেন আমাদের মৃত্যু ঘটান। দেবদূত বলবে, তোমাদেরকে এভাবেই পড়ে থাকতে হবে। (৭৮) আমি তোমাদের কাছে সত্য এনে দিয়েছি, কিন্তু তোমাদের অধিকাংশই সত্য থেকে বিমুখ থাকে। (৭৯) নাকি তারা কোন ব্যাপারে সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে। তাহলে আমিও তো দৃঢ় সিদ্ধান্ত নেব। (৮০) নাকি এটা তাদের ভ্রম যে, আমি তাদের গোপন রহস্য ও গোপন পরামর্শ শুনি না? হ্যাঁ, আমার দূতগণ তাদের কাছ থেকে সবকিছু লিখে রাখে।

(৮১) বলো, যদি করুণাময়ের কোন সন্তান হতো তাহলে আমিই হতাম তার প্রথম উপাসনাকারী। (৮২) আকাশ ও পৃথিবীর স্বামী, সিংহাসনের মালিক। তারা যা বলে তিনি তা থেকে পবিত্র। (৮৩) অতএব তাদেরকে ছেড়ে দাও, ওরা বাদ-বিবাদ ও খেল তামাশা নিয়েই থাকুক, এমনকি যে দিন সম্পর্কে তাদের সাথে ওয়াদা করা হয়েছে সেই দিনের মূখোমুখী হোক।

(৮৪) আর তিনিই আকাশের অধিপতি এবং তিনিই পৃথিবীর অধিপতি এবং তিনিই প্রজ্ঞাময়, মহাজ্ঞানী। (৮৫) আর অত্যন্ত বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) সেই সত্ত্বা যাঁর সম্রাজ্য আকাশ ও পৃথিবীতে ব্যপ্ত আর যা কিছু এর মধ্যে আছে। আর তাঁরই নিকটে আছে কেয়ামতের (মহাপ্রলয়) খবর। আর তাঁরই দিকে তোমাদের প্রত্যাবর্তন।

(৮৬) আর আল্লাহ ব্যতীত এরা যাদেরকে ডাকে তাদের সুপারিশের ক্ষমতা নেই, কিন্তু তারা সত্যের স্বাক্ষ্য দেবে জেনেশুনেই। (৮৭) যদি তুমি এদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, তোমাদের কে সৃষ্টি করেছেন তাহলে তারা একথাই বলবে যে, আল্লাহ সৃষ্টি করেছেন। তাহলে তারা কিভাবে ফিরে

যায় ? (৮৮) আর তাদের রসূলের একথার সূচনাই হল যে, হে আমাদের প্রভূ ! এরা এমন লোক যারা বিশ্বাস করে না। (৮৯) সুতরাং এদেরকে উপেক্ষা করো আর বলো, তোমাদেরকে সালাম। তবে তারা শীঘ্রই জানতে পারবে।

৪৪. সূরাহ আদ্-দুখান (ধূম্র)

আল্লাহর নামে শুরু যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) হা-মীম।

(২) স্পষ্ট কিতাবের শপথ ! (৩) আমি একে এক বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) রাত্রে অবতারিত করেছি, নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী ছিলাম। (৪) এ রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় নির্দ্ধারণ করা হয়। (৫) আমার নির্দেশে। নিঃসন্দেহে আমিই ছিলাম বার্তা প্রেরণকারী। (৬) তোমার প্রভূর কৃপায় তিনিই শ্রবণকারী, (৭) তিনি সর্বজ্ঞাত। যিনি আকাশ পৃথিবী ও এর মধ্যবর্তী সব কিছুর প্রভূ, যদি তোমরা বিশ্বাস করো। (৮) তিনি ছাড়া কোনই উপাস্য নেই। তিনিই জীবন দান করেন তিনিই মৃত্যু প্রদান করেন। তিনিই তোমাদের প্রভূ আর তোমাদের পূর্বপুরুষদেরও প্রভূ। (৯) বরং ওরাই সন্দেহের মধ্যে খেলছে। (১০) অতএব সেই দিনের প্রতীক্ষা করো যেদিন আকাশ স্পষ্ট ধোঁয়ায় ছেয়ে যাবে। (১১) যা মানুষকে ঢেঁকে ফেলবে। এটা এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১২) হে আমাদের প্রভূ ! আমাদের থেকে শাস্তি উঠিয়ে নাও, আমরা ঈমান আনছি। (১৩) তাদের জন্য পথ কোথায় ? ওদের কাছে রসূল এসেছিল স্পষ্ট বর্ণনাকারী। (১৪) তারপর তারা তার থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল এবং বলেছিল, এতো এক প্রশিক্ষিত উন্মাদ। (১৫) আমি কিছু সময়ের জন্য যদি শাস্তি উঠিয়ে নিই তাহলে তোমরা তো আগের অবস্থায় ফিরে যাবে। (১৬) যেদিন আমি ধরব, কঠিন ধরা, সেদিন আমি পূরো বদলা নেব।

(১৭) এদের পূর্বে আমি ফেরাউনের লোকজনদের পরীক্ষা নিয়েছি। আর এদের কাছে এক সম্মানিত বার্তাবহ এসেছিল (১৮) যে, আল্লাহর বান্দাদেরকে আমার কাছে সোপর্দ করো। আমি তোমাদের জন্য একজন বিশ্বস্ত বার্তাবাহক। (১৯) আর তোমরা আল্লাহর বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করো না। আমি তোমাদের কাছে এক স্পষ্ট প্রমাণ উপস্থাপিত করছি। (২০) আর আমি নিজের জন্য তোমাদের প্রভূর আশ্রয় নিয়েছি এজন্য যে, তোমরা আমাকে পাথর মেরে হত্যা করবে। (২১) যদি তোমরা ঈমান না আনো তাহলে আমার কাছ থেকে দূরে থাকো।

(২২) অতঃপর মূসা তার প্রভূকে ডাকল যে, এরা অপরাধী। (২৩) তুমি আমার বান্দাদের নিয়ে রাতে রাতে বেরিয়ে পড়, তোমাদের পশ্চাদ্ধাবন করা হবে। (২৪) আর তুমি সমুদ্রকে শান্ত থাকতে দাও। ওদের সেনা নিমজ্জিত হবে। (২৫) তারা কত উদ্যান ও ঝরণা (২৬) কত শস্য ক্ষেত আর সুন্দর ঘরবাড়ী, (২৭) আর বিশ্রামের সামগ্রী যাতে তারা প্রসন্ন থাকত, সব কিছুই ছেড়ে গেল। (২৮) এমনই হল। আর আমি অন্যজাতিকে এসবরে উত্তরাধিকারী করে দিলাম। (২৯) তাদের জন্য না আকাশ কাঁদল আর না ধরণী কাঁদল আর না তাদেরকে অবকাশ দেওয়া হল।

(৩০) আর আমি ঈসরায়ীলের সন্তানদের অপমানকর শাস্তি থেকে মুক্ত করলাম। (৩১) অর্থাৎ ফেরাউনের হাত থেকে, নিঃসন্দেহে সে ছিল সীমা লঙ্ঘনকারী এবং বিদ্রোহী। (৩২) তাদেরকে আমি জেনে শুনেই বিশ্ববাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করলাম। (৩৩) আর আমি তাদেরকে এমন সব নিদর্শন প্রদান করলাম যাতে প্রত্যক্ষ পূরষ্কার ছিল।

(৩৪) এরা বলে, (৩৫) এটাই আমাদের প্রথম মৃত্যু। আমাদেরকে আর উঠানো হবে না। (৩৬) তুমি যদি সত্য হও তাহলে আমাদের বাপ-দাদাদের

উঠিয়ে আনো। (৩৭) এরা শ্রেষ্ঠ না তুব্বা সম্প্রদায়, যারা এদের পূর্বে ছিল, আমি তাদেরকে ধ্বংস করে দিয়েছি। নিঃসন্দেহে তারাও অস্বীকারকারী ছিল।

(৩৮) আকাশ ও পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে আমি খেলার জন্য সৃষ্টি করেনি। (৩৯) এগুলো আমি যথার্থ উদ্দ্যেশ্যেই সৃষ্টি করেছি। কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না। (৪০) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন এদের সবার নির্দ্ধারিত সময়। (৪১) যেদিন কোন সম্পর্ক কোন সম্পর্কের কাজে আসবে না, আর না ওদেরকে কোন প্রকার সমর্থন করা হবে। (৪২) তবে হ্যাঁ, যার উপর আল্লাহ দয়া করবেন। নিঃসন্দেহে তিনি পরাক্রমশালী, পরম দয়ালু।

(৪৩) যাক্কূম বৃক্ষ। (৪৪) পাপীদের আহার হবে। (৪৫) তেলের তেলচিটের মত, পেটের মধ্যে ফুটবে। (৪৬) যেমন গরম পানি ফোটে। (৪৭) একে ধর, আর একে নরকের মধ্যে টেনে হিঁচড়ে নিয়ে যাও। (৪৮) তারপর এর মাথার উপর ফুটন্ত পানির যন্ত্রণা ঢেলে দাও। (৪৯) স্বাদ গ্রহণ কর, তুই খুবই সন্মানিত কুলীন ছিলি। (৫০) এটাই সেই জিনিষ যা তুই সন্দেহ করতিস।

(৫১) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ভয় করত তারা এক শান্তির স্থানে থাকবে। (৫২) উদ্যান ও ঝরনার মাঝে। (৫৩) তারা মিহি ও পুরু রেশমের বস্ত্র পরিধান করে সামনা সামনি বসে থাকবে। (৫৪) তা এই প্রকার, আর আমি তাদেরকে বিবাহ দেব হুরদের সাথে, ডাগর নয়না। (৫৫) সেখানে তারা প্রশান্ত মনে প্রত্যেক প্রকার ফল আনতে বলবে। (৫৬) সেখানে তারা অমর হবে এবং তিনি তাদেরকে নরকের শাস্তি হতে রক্ষা করবেন। (৫৭) তোমার প্রভূর অনুগ্রহে এমনই হবে, এটাই বড় সফলতা।

(৫৮) বস্তুত আমি এই কিতাবকে তোমার ভাষায় সহজ করে দিয়েছি

যা থেকে লোকেরা দিশা খুঁজে পায়। (৫৯) অতএব তুমিও প্রতীক্ষা করো, তারাও প্রতীক্ষা করছে।

৪৫. সূরাহ আল-জাসিয়াহ্ (নতজানু)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরম দয়ালু।

(১) হা-মীম।

(২) এই কিতাব পরাক্রমশালী প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (৩) নিঃসন্দেহ বিশ্বাসীদের জন্য আকাশ ও পৃথিবীতে অনেক নিদর্শন আছে। (৪) আর তোমাদের সৃষ্টিতে এবং ওই সব প্রাণীদের যারা পৃথিবীতে ছড়িয়ে আছে, ওদের জন্য নিদর্শন যারা বিশ্বাস রাখে। (৫) আর রাত ও দিনের পরিবর্তনে, আকাশ থেকে আল্লাহ যে জীবিকা অবতারিত করেন, অতঃপর তা দ্বারা মৃত ভূমিকে জীবন্ত করেন। এবং বাতাসের গমনাগমনেও নিদর্শন রয়েছে বুদ্ধিমান লোকদের জন্য। (৬) এগুলি আল্লাহর নিদর্শন যা আমি সঠিকভাবে তোমাকে শোনাচ্ছি। সুতরাং আল্লাহ ও তাঁর নিদর্শনের পর তারা কোন বাণীতে বিশ্বাস করবে।

(৭) প্রত্যেক মিথ্যাবাদী ও পাপীদের বিনাশ হোক। (৮) যারা আল্লাহর বাণী শোনে যখন তাদের সামনে তা আবৃত্তি করা হয়, অতঃপর অহঙ্কারবশত জিদ ধরে, যেন সে তা শুনতে পায়নি। অতএব তাদেরকে এক কষ্টদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দিয়ে দাও। (৯) আর যখন সে আমার কোন আয়াত জানতে পারে তখন তা নিয়ে হাঁসি-ঠাট্টা করে। এমন লোকদের জন্য লাঞ্ছনাকর শাস্তি রয়েছে। (১০) তাদের সামনেই নরক। আর তারা যা উপার্জন করেছে তা তাদের কোন কাজে আসবে না। তারা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে অভিভাবক বানিয়েছে তারাও তাদের কোন কাজে আসবে না। আর তাদের

জন্য রয়েছে এক বিরাট শাস্তি। (১১) এটি একটি পথ নির্দেশ, আর যারা তাদের প্রভূর আয়াতসমূহ অবিশ্বাস করেছে তাদের জন্য কঠিনতম যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে।

(১২) আল্লাহই সমুদ্রকে তোমাদের আয়ত্তাধীন করে দিয়েছেন। যাতে তাঁর আদেশে তাতে নৌযান চলাচল করতে পারে এবং তোমারা তাঁর অনুগ্রহ অনুসন্ধান করো ও কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (১৩) আকাশ ও পৃথিবীর যা কিছু আছে সবই তিনি তাঁর পক্ষ থেকে তোমাদের আয়ত্ত্বাধীন করে দিয়েছেন। নিঃসন্দেহে এতে নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীল লোকদের জন্য।

(১৪) বিশ্বাসীদের বলো, তারা যেন সেই সব লোকদের ক্ষমা করে দেয়, যারা আল্লাহর দিনসমূহের প্রত্যাশা করে না, যাতে আল্লাহ একটি জাতিকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দান করেন। (১৫) যে সৎকাজ করবে তার লাভ তার জন্যেই। আর যে মন্দ কাজ করবে তাহলে তার বিড়ম্বনা তারই। অতঃপর তোমার প্রভূর কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে।

(১৬) আমি তো ঈসরায়ীলের সন্তানদের কিতাব, শাসন ক্ষমতা, পয়গম্বরী প্রদান করেছিলাম এবং ওদেরকে পবিত্র জীবিকা দান করেছিলাম ও জগৎবাসীর উপর শ্রেষ্ঠত্ব প্রদান করেছিলাম। (১৭) আমি ওদেরকে ধর্ম সম্পর্কে প্রত্যক্ষ্য প্রমাণ দিয়েছিলাম। তাদের কাছে জ্ঞান আসার পরেও তারা পারস্পরিক বিদ্বেষবশত মতভেদ করেছে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূ কেয়ামত (পুররুত্থান দিবস) এর দিন ওদের বিষয় মীমাংসা করবেন। যা নিয়ে তারা মতভেদ করত। (১৮) এরপর আমি তোমাকে দ্বীনের (ধর্ম) স্পষ্ট পথে স্থাপিত করেছি। অতএবং তুমি তারই অনুসরণ করো, যারা জানে না তাদের ইচ্ছার অনুসরণ করো না। (১৯) তারা আল্লাহর সামনে তোমাদের কোনই কাজে আসবে না। আর অত্যাচারী লোকেরা একে অপরের বন্ধু। আর মুত্তাকী (খোদাভীরু)

লোকদের বন্ধু আল্লাহ। (২০) এটা মানুষের জন্য বিবেকের বাণী। পথ-নির্দেশ ও অনুগ্রহ ওই লোকদের জন্য যারা বিশ্বাস করে।

(২১) যারা অপকর্ম করে তারা কি মনে করে যে, আমি তাদেরকে ঈমানদার আর সৎকর্মশীলদের মত গণ্য করব? তাদের বাঁচা মরা কি সমান? তারা যা করছে তা খুবই খারাপ বিচার। (২২) আর আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী এক বিশেষ পরিকল্পনার সাথে সৃষ্টি করেছেন, যাতে প্রত্যেক ব্যক্তিকে তার কৃতকর্মের ফল দেওয়া যায়, আর তাদের প্রতি কোন অবিচার না হয়।

(২৩) তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছ যে তার প্রবৃত্তিকে তার উপাস্য বানিয়ে নিয়েছে? আর আল্লাহ তাকে জ্ঞান থাকা সত্ত্বেও পথভ্রষ্ট করে দিয়েছেন। আর তার কানে ও অন্তরে সীল মেরে দিয়েছেন এবং তার চোখে আবরণ দিয়ে দিয়েছেন। তাহলে এমন ব্যক্তিকে কে পথ দেখাতে পারে, এর পরেও যে আল্লাহ তাকে বিপথগামী করে দিয়েছেন, তুমি কি খেয়াল করো না?

(২৪) আর তারা বলে, আমাদের পার্থিব জীবন ছাড়া আর কোন জীবন নেই। আমরা মরি আর বাঁচি আমাদেরকে তো কেবল কালচক্র ধ্বংস করে। এসম্পর্কে ওদের কোন জ্ঞান নেই। ওরা কেবল অনুমান ভিত্তিক এরকম বলে। (২৫) আর যখন ওদেরকে আমার স্পষ্ট বাণী শোনান হয় তখন ওদের কাছে এছাড়া বলার কিছু থাকে না যে, আমাদের বাপ-দাদাদের জীবিত করে আনো। যদি তোমরা সঠিক হও। (২৬) বলো, আল্লাহই তোমাদেরকে বাঁচান ও মারেন। অতঃপর কেয়ামত (পুনরুত্থান দিবস) এর দিনে তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন, এতে কোন সন্দেহ নেই, কিন্তু অধিকাংশ লোক তা জানে না।

(২৭) আর আকাশ ও পৃথিবীতে আল্লাহরই রাজত্ব। আর যেদিন কেয়ামত (মহাবিনাশ) সংঘটিত হবে সেদিন মিথ্যাশ্রয়ীরা ক্ষতিগ্রস্থ হবে। (২৮) এবং

তুমি দেখবে যে, প্রত্যেক দল নতজানু অবস্থায় থাকবে। প্রত্যেক দলকে তাদের কর্ম-পঞ্জিকা দেখতে ডাকা হবে। আজ তোমাদের ওই সব কর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে যা তোমরা করেছিলে। (২৯) এটা আমাদের পঞ্জীকা যা তোমার বিষয়ে সঠিক তথ্য প্রদান করছে। তোমরা যা করেছিলে আমি তা লিপিবদ্ধ করাচ্ছিলাম।

(৩০) যারা ঈমান এনেছে ও সৎকাজ করেছে তাদেরকে তাদের প্রভূ নিজ অনুগ্রহের মধ্যে প্রবেশ করাবেন, এটাই স্পষ্ট সফলতা। (৩১) আর যারা অস্বীকার করেছে, (তাদেরকে বলা হবে) তোমাদেরকে কি আমার আয়াতসমূহ পড়ে শোনানো হয়নি ? তখন তোমরা অহংকার বশতঃ অস্বীকার করেছিলে, তোমরাই অপরাধী ছিলে। (৩২) আর যখন বলা হত যে,আল্লাহর ওয়াদা সত্য, কেয়ামতের ব্যাপারে কোন সন্দেহ নেই, তখন তোমরা বলতে, আমরা জানি না কেয়ামত কি ? আমরা শুধু একটা ভূল ধারণা করতাম, আর আমরা এ বিশ্বাস করি না।

(৩৩) তাদের খারাপ কাজগুলো তাদের সামনে প্রকাশ হয়ে পড়বে এবং যা নিয়ে তারা ঠাট্টা করত তা তাদের ঘিরে ধরবে। (৩৪) আর বলা হবে, আজ আমি তোমাদেরকে ভূলে যাব, যেমন তোমরা তোমাদের এ দিনের সাক্ষাৎকে ভূলে গিয়েছিলে। আর তোমাদের ঠিকানা নরক। তোমাদের কেউ সাহায্য করার নেই। (৩৫) এর কারণ এই যে, তোমরা আল্লাহর আয়াতসমূহকে উপহাস করেছিলে। পার্থিব জীবন তোমাদেরকে ধোকায় রেখেছিল। অতএব আজ তাদেরকে নরক থেকে বের করা হবে না। আর না তাদের ক্ষমা প্রার্থনা স্বীকার করা হবে।

(৩৬) অতএব সকল প্রশংসা আল্লাহর যিনি আকাশের প্রভূ, পৃথিবীর প্রভূ এবং নিখিল জগতের প্রভূ। (৩৭) আর আকাশ ও পৃথিবীতে তাঁরই মহিমা। তিনিই পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৪৬. সূরাহ আল-আহক্কাফ্ (বালিয়াড়ী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) হা-মীম।

(২) এই কিতাব পরাক্রমশালী ও অসীম প্রজ্ঞাবান আল্লাহর নিকট থেকে অবতীর্ণ। (৩) আকাশ ও পৃথিবী এবং তার মধ্যবর্তী সবকিছুই আমি যথাযথভাবে ও নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্যেই সৃষ্টি করেছি। আর যারা অস্বীকার করে তারা এথেকে মূখ ফিরিয়ে নেয়, যে বিষয়ে তাদেরকে সতর্ক করা হয়েছে।

(৪) বলো, আল্লাহ ব্যতীত যাদেরকে তোমরা ডাক তাদের কথা কি ভেবে দেখেছ? আমাকে দেখাও তো তারা পৃথিবীর কি সৃষ্টি করেছে? নাকি আকাশ সৃষ্টিতে তাদের কোন অংশীদারিত্ব আছে? তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে এর পূর্বের কোন কিতাব অথবা কোন জ্ঞানের নিদর্শন আমার কাছে উপস্থিত করো। (৫) ওই ব্যক্তির চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে, যে আল্লাহকে ছেড়ে এমন কাউকে ডাকে যে কেয়ামত পর্যন্ত সে ডাকে সাড়া দিতে অক্ষম। ওরা তো এদের ডাক সম্পর্কে অবহিতও নয়। (৬) আর যখন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে তখন ওরা ওদের শত্রু হয়ে যাবে এবং এদের উপাসনা অস্বীকার করবে।

(৭) যখন আমার সুস্পষ্ট আয়াত সমূহ তাদেরকে পড়ে শোনানো হয় তখন তাদের কাছে এই সত্য পৌঁছানোর পরেও অস্বীকারকারীরা বলে, এতো স্পষ্ট যাদু। (৮) অথবা তারা বলে, সে এটা নিজে বানিয়েছে। বলো আমি যদি এটা বানিয়ে থাকি তাহলে তোমরা আমাকে আল্লাহ থেকে ক্ষণিকের জন্যও বাঁচাতে পারবে না। তোমরা যা আলোচনা করছো সে সম্পর্কে আল্লাহ

খুব ভালভাবেই জানেন। তিনি আমার আর তোমাদের মধ্যে স্বাক্ষী হিসাবে যথেষ্ট। তিনি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৯) বলো, আমি তো রসূলদের মধ্যে নতুন নই। আমি জানিও না, আমার ও তোমাদের সাথে কি আচরণ করা হবে। আমি তো কেবল সেটাই পালন করি যা অহীর (শ্রুতির) মাধ্যমে আমার কাছে আসে। আর আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (১০) বলো, তোমরা কি কখনও ভেবে দেখেছ, যদি এই কুরআন আল্লাহর পক্ষ হতে এসে থাকে আর তোমরা একে অমান্য করো, এবং ঈসরায়ীলের কোন সন্তান যদি এরকম কোন কিতাবের পক্ষে স্বাক্ষী দেয়। অতএব সে ঈমান (বিশ্বাস) আনল আর তোমরা অহংকার করলে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ অত্যাচারী লোকদেরকে পথ দেখান না।

(১১) অবিশ্বাসীরা বিশ্বাসীদের সম্পর্কে বলে, এটা যদি কোন ভাল জিনিষ হত তাহলে এরা কি আমাদের পূর্বেই দৌড়াত না? আর যেহেতু ওরা এথেকে পথের দিশাপ্রাপ্ত হয়নি, এখন ওরা বলবে এ এক পূরানো মিথ্যা।

(১২) এর পূর্বে পথ প্রদর্শক ও অনুগ্রহ স্বরূপ ছিল মূসার কিতাব। আর এই কিতাব তার সমর্থক। আরবী ভাষায়, যাতে অত্যাচারীদেরকে সতর্ক করা যায়। আর এ সুসংবাদ সৎকর্মশীলদের জন্য। (১৩) নিঃসন্দেহে যারা বলে, আল্লাহ আমাদের প্রভূ, এবং একথায় দৃঢ় থাকে তাহলে তাদের কোন ভয় নেই আর তারা দুঃখী হবে না। (১৪) এরাই স্বর্গের অধিবাসী, এখানে তারা চিরদিন থাকবে। ওই কাজের বদলে যা তারা পার্থিব জীবনে করত।

(১৫) আর আমি মানুষকে নির্দেশ করেছি তারা যেন পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করে। তার মাতা তাকে কষ্ট করে গর্ভে ধারণ করেছে এবং কষ্ট করে তার জন্ম দিয়েছে। তাকে গর্ভে ধারণ ও দুধ ছাড়াতে ত্রিশ মাস

সময় লেগেছে। অবশেষে যখন সে বলিষ্ঠতার বয়সে উপনীত হয় এবং চল্লিশ বৎসর আয়ুকালে পোঁছায় তখন সে বলতে থাকে হে আমার প্রভূ ! তোমার প্রতি কৃতজ্ঞতা ব্যক্ত করার সামর্থ আমাকে দাও, যে উপকার তুমি আমার প্রতি করেছ আর আমার মাতা-পিতার উপর করেছো। আর আমি যেন সেই সৎকাজ করি যাতে তুমি প্রসন্ন হও এবং আমার জন্য আমার সন্তানদেরও সৎকর্মশীলতা দান করো। আমি তোমার দিকে ফিরে এসেছি, আমি তোমার অনুগত। (১৬) এরাই সেই লোক যাদের সৎকর্ম আমি গ্রহণ করবো, আর এদের খারাপ কাজগুলো আমি ক্ষমা করব। এরা স্বর্গের অধিবাসী হবে। তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছে তা সত্য।

(১৭) আর যে তার পিতা-মাতাকে বলে ধিক তোমাদেরকে ! তোমরা কি আমাকে এই ভয় দেখাও যে, আমাকে আবার কবর থেকে ওঠানো হবে, আমার পূর্বে অনেক প্রজন্ম গত হয়েছে। আর ওরা দুজন আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করে যে, তোমার সর্বনাশ হোক, তুমি ঈমান আনো, নিঃসন্দেহে আল্লাহর ওয়াদা সত্য। তখন সে বলে, এসব আগের লোকদের উপকথা ছাড়া কিছুই নয়। (১৮) এদের পূর্বে যে সব মানব জাতি ও জিন জাতি গত হয়েছে তাদের মত এদের ক্ষেত্রেও আল্লাহর কথা সত্য হয়েছে। নিঃসন্দেহে তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে।

(১৯) আর প্রত্যেকের কর্ম অনুযায়ী মর্যাদা হবে। এজন্য যে, আল্লাহ প্রত্যেকের কর্মের পূরো প্রতিফল দেবেন এবং কারো প্রতি অবিচার হবে না। (২০) আর যেদিন অবজ্ঞাকারীদের নরকের সামনে আনা হবে, (ওদের বলা হবে যে,) তোমরা তোমাদের ভাল জিনিষগুলো পার্থিব জীবনে নিয়ে নিয়েছ এবং তা ভোগও করেছ তাই আজ তোমাদের শাস্তি দেওয়া হবে, এজন্যে যে তোমরা পার্থিব জীবনে অহংকার করতে এবং অস্বীকার করতে।

(২১) আর আদ জাতির ভাই (হুদ) কে স্মরণ করো। যখন সে তার সম্প্রদায়কে আহকাফ (বালির ঢিবি) উপত্যকায় সতর্ক করেছিল। আর সতর্ককারীরা এদের পূর্বেও গত হয়েছিল এবং এদের পরেও এসেছিল যে, আল্লাহ ছাড়া কারো উপাসনা করো না। আমি তোমাদেরকে এক ভয়ানক শাস্তির দিন সম্পর্কে সতর্ক করেছি। (২২) তারা বলল তুমি কি আমাদের কাছে এজন্য এসেছ যে, আমাদেরকে আমাদের উপাস্য থেকে ফিরিয়ে দেবে। যদি তুমি সত্যবাদী হও তাহলে তুমি যে জিনিষের ভয় দেখাচ্ছ তা হাজির কর। (২৩) সে বলল এর জ্ঞান তো রয়েছে আল্লাহর কাছে, আর আমি শুধু তোমাদের কাছে সেই বার্তা পৌঁছে দিই যা দিয়ে আমাকে পাঠানো হয়েছে। কিন্তু আমি দেখছি তোমরা অবুঝের ন্যায় কথা-বার্তা বলছ।

(২৪) অতঃপর তারা যখন তাদের উপত্যকার দিকে একটি মেঘ এগিয়ে আসতে দেখল তখন তারা বলল, এই মেঘ আমাদের জন্য বৃষ্টি বর্ষণ করবে। না, বরং এ হল সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চেয়েছ। একটি ঝড় যার মধ্যে আছে কঠিন শাস্তি। (২৫) যা তার প্রভূর আদেশে সব কিছু ধ্বংস করে দেবে। পরে তাদের এমন পরিণতি হয়েছিল যে, তাদের ঘর-বাড়ী ছাড়া আর কিছুই দেখা যায়নি। অপরাধীদের আমি এভাবেই শাস্তি দিয়ে থাকি।

(২৬) তাদেরকে আমি এমন ক্ষমতা দিয়েছিলাম যা তোমাদেরকে দিইনি। তাদেরকে কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছিলাম কিন্তু তাদের কান, চোখ কিংবা অন্তর তাদের কোন কাজে আসেনি। কেননা তারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করত। আর তারা যা নিয়ে ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত সেই শাস্তি তাদেরকে ঘিরে ফেলল। (২৭) আমি তোমাদের চারপাশের জনপদসমূহ ধ্বংস করে দিয়েছি। আর আমি বার বার আমার নিদর্শনাবলী দেখিয়েছি, যাতে তারা

সামলে যায়। (২৮) তারা যাদেরকে নৈকট্য লাভের জন্য উপাস্য বানিয়ে রেখেছিল তারা তাদেরকে কোন সাহায্য করেনি? বরং তারা তাদের থেকে উধাও হয়ে গেছে। ওটা ছিল ওদের মিথ্যা আর অলিক উদ্ভাবন।

(২৯) যখন আমি তোমার কাছে কুরআন শোনার জন্য জিনদের একটি দলকে তোমার কাছে নিয়ে এসেছিলাম, তারা কুরআন শুনতে লাগল। অতঃপর যখন তারা ওর কাছে এল তখন বলল, সবাই চুপ করে শোন। তারপর যখন পাঠ সমাপ্ত হল তখন তারা তাদের সম্প্রদায়ের কাছে ফিরে গিয়ে অন্যদেরকে সতর্ক করতে লাগল। (৩০) তারা বলল, হে আমার সম্প্রদায়! আমরা একটি কিতাব শুনে এসেছি যা মূসার পরে অবতীর্ণ হয়েছে। যা সেই ভবিষদ্বানীসমূহ সমর্থন করে যা ইতিপূর্বে মজুদ ছিল। যা সত্যের দিকে এক সোজা পথের সন্ধান দিচ্ছে। (৩১) হে আমার সম্প্রদায়! আল্লাহর দিকে আহ্বানের নিমন্ত্রণ গ্রহণ করো আর ওর উপর ঈমান আনো, আল্লাহ তোমাদের অন্যায় মার্জনা করবেন এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করবেন। (৩২) আর যে ব্যক্তি আল্লাহর দিকে আহ্বানকারীর ডাকে সাড়া দেবে না তাহলে তারা পৃথিবীতে (আল্লাহ্‌র শাস্তিকে) পরাজিত করতে পারবে না এবং আল্লাহ ব্যতীত তাদের কোন সহায়ক ও হবে না। এধরনের লোকেরা সুস্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যে রয়েছে।

(৩৩) ওই লোকেরা কি দেখেনি যে, যে আল্লাহ আকাশ ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন এবং এসব সৃষ্টি করতে ক্লান্তি বোধ করেননি, তিনি এক্ষমতাও রাখেন মৃতদেরকে জীবিত করার। হ্যাঁ অবশ্যই তিনি সবকিছুই করার ক্ষমতা রাখেন। (৩৪) আর যেদিন এই অস্বীকারকারীদের নরকের সামনে হাজির করা হবে (তাদের বলা হবে) এটা কি বাস্তব নয়? তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের প্রভূর শপথ। বলা হবে, তাহলে শাস্তি আস্বাদন করো কারণ তোমরা অস্বীকার করতে।

(৩৫) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো যেমন সাহসী পরয়গম্বরগণ ধৈর্যধারণ করেছিল। আর ওর জন্য তাড়াতাড়ি করো না যেদিন তারা সেই জিনিষ দেখবে যার জন্য তাদেরকে ওয়াদা করা হচ্ছে সেদিন তাদের মনে হবে যেন তারা এক মূহুর্তের বেশী অবস্থান করেনি। এটা পৌঁছে দিতে হবে। অতএব ওই লোকেরাই ধ্বংস হবে যারা অবাধ্য।

৪৭. সূরাহ মুহাম্মদ (মুহাম্মদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় ও পরম দয়ালু।

(১) যারা অস্বীকার করে ও আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করে, আল্লাহ তাদের কর্মসমূহ ব্যর্থ করে দেন। (২) আর যারা বিশ্বাস করে এবং সৎকাজ করে আর ওই সব মেনে নেয় যা মুহাম্মাদের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। আর তা তার প্রভূর পক্ষ থেকে সত্য। আল্লাহ তাদের মন্দগুলি তাদের থেকে দূর করেন এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেন। (৩) এজন্য যে যারা অস্বীকার করে তারা অসত্যের অনুসরণ করল। আর যারা ঈমান আনলো তারা সত্যের অনুসরণ করল যা তার প্রভূর পক্ষ থেকে এসেছে। এভাবেই মানুষের জন্য তাদের উদাহরণ পেশ করেন।

(৪) অতএব অস্বীকারকারীদের সাথে যখন তোমাদের সংঘর্ষ হবে তখন তাদের শিরচ্ছেদ করো। এমনকি ভালভাবেই রক্তপাত ঘটে যাবে তখন তাদের শক্ত করে বাঁধো। তারপর হয় অনুকম্পা করে ছেড়ে দাও অথবা মুক্তিপন নিয়ে যতক্ষন না যুদ্ধ বন্ধ হয়। এটাই কাজ। আর আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি ওদের প্রতিশোধ নিতেন, কিন্তু আল্লাহ তোমাদের একে অপরকে পরীক্ষা করতে চান। আর যারা আল্লাহর পথে নিহত হবে আল্লাহ তাদের কর্ম কখনই নষ্ট করবেন না। (৫) তিনি তাদেরকে সৎপথ প্রদর্শন করবেন

এবং তাদের অবস্থা শুধরে দেবেন। (৬) এবং তাদেরকে স্বর্গে প্রবেশ করাবেন, যার কথা তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

(৭) হে ঈমানদারগণ! যদি তোমরা আল্লাহকে সহায়তা করো তাহলে আল্লাহও তোমাদের সহায়তা করবেন এবং তোমাদের পা সুদৃঢ় করবেন। (৮) আর যারা অস্বীকার করে তাদের জন্য দুর্গতি রয়েছে এবং আল্লাহ তাদের কর্ম নষ্ট করে দেবেন। (৯) একারণে যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তারা তা পছন্দ করেনি। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দেবেন। (১০) এরা কি দেশের মধ্যে চলা-ফেরা করেনি? যে, তাদের পূর্ববর্তীদের পরিণতি কি হয়েছিল? আল্লাহ তাদের স্বমূলে বিনষ্ট করে দিয়েছেন। এটাই অস্বীকারকারীদের জন্য পূর্বনির্দ্ধারিত। (১১) এজন্য যে, আল্লাহ বিশ্বাসীদের সংরক্ষক আর অবিশ্বাসীদের কোন সংরক্ষক নেই।

(১২) নিঃসন্দেহে যারা ঈমানদার ও সৎকর্মশীল আল্লাহ তাদের এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আর যারা অস্বীকার করে, তারা ভোগ করছে আর আহার করছে যেমন গবাদী পশুরা করে থাকে আর নরকই হচ্ছে ওদের ঠিকানা। (১৩) তোমার যে জনপদ তোমাকে বের করে দিয়েছে তার চেয়ে অধিক শক্তিশালী কত জনপদ ছিল, আমি তাদের ধ্বংস করে দিয়েছি। তাদের কেউ বাঁচাতে পারে নি।

(১৪) অতএব যে, তার প্রভূর কাছ থেকে আগত স্পষ্ট প্রমাণের উপর রয়েছে, সে কি তার মত, যার কাছে তার নিজের খারাপ কাজ সুন্দর বলে প্রতীয়মান হয়? এবং সে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৫) স্বর্গের বর্ণনা, যার প্রতিশ্রুতি খোদাভীরুদের দেওয়া হয়েছে, তার বৈশিষ্ঠ এই যে, এতে প্রবহমান নদী থাকবে এমন পানির যা পরিবর্তন হবে না, এবং এমন দুধের নদী থাকবে যার স্বাদ কখনও পরিবর্তন হবে না, এবং এমন শরাবের নদী

থাকবে যা পানকারীদের জন্য সুস্বাদু হবে। আর স্বচ্ছ মধুর নদী প্রবাহিত হবে। এবং ওদের জন্য ওখানে প্রত্যেক প্রকারের ফল থাকবে। আর তাদের প্রভূর পক্ষ থেকে থাকবে ক্ষমা। তাহলে তারা কি ওদের মত হতে পারবে যারা চিরকাল নরকে থাকবে? এবং যাদের ফুটন্ত গরম পানি পান করতে দেওয়া হবে, যা তাদের নাড়ী-ভুঁড়ি ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবে।

(১৬) ওদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা তোমার কথায় কান পাতে। অতঃপর যখন তোমার কাছ থেকে বের হয় তখন যাদেরকে জ্ঞান দান করা হয়েছে তাদেরকে জিজ্ঞাসা করে এইমাত্র উনি কি বললেন? এই সেই লোকেরা যাদের অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হয়েছে। আর এরাই নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। (১৭) আর যারা সৎপথ প্রাপ্ত হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে পথ প্রাপ্তি অধিক করেছেন এবং তাদেরকে তাঁর তাকওয়া (পরহেজগারী) প্রদান করেন।

(১৮) এরা তো কেবল এই প্রতীক্ষায় আছে যে, অকস্মাৎ কেয়ামত তাদের উপর এসে পড়ে। তবে তার লক্ষণ সমূহ তো এসেই গেছে। যখন তা এসে পড়বে তখন এদের জন্য উপদেশ প্রাপ্ত করার অবসর কোথায় থাকবে? (১৯) অতএব জেনে রাখ, আল্লাহ ছাড়া কোনই উপাস্য নেই, আর নিজেদের ভূলের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করো আর ঈমানদার পুরুষ ও নারীদের জন্য। আল্লাহ তোমাদের গতিবিধি ও ঠিকানা জানেন।

(২০) যারা ঈমান এনেছে তারা বলে, কোন সূরাহ অবতীর্ণ করা হয় না কেন? তাই যখন কোন স্পষ্ট সূরাহ অবতীর্ণ করা হয় আর তাতে যুদ্ধের উল্লেখ থাকে। এখন তুমি দেখবে যে, যাদের অন্তরে ব্যাধি আছে, তারা তোমার দিকে এমন তাকাচ্ছে যেন তারা মৃত্যুপথ যাত্রী। অতএব বড় দূর্ভোগ তাদের কপালে। (২১) নির্দেশ পালন আর উত্তম কথন। অতএব বিষয়টি

যখন চূড়ান্ত হবে তখন যদি তারা আল্লাহর কাছে সঠিক থাকত তাহলে তাদের জন্য ভাল হত। (২২) অতএব যদি তুমি মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তোমার কাছে এর বেশী কি আশা করা যায় যে, তোমরা পৃথিবীতে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি করবে আর নিজেদের সম্পর্ক ছিন্ন করবে। (২৩) এই সেই লোকেরা যাদেরকে আল্লাহ তাঁর দয়া থেকে দূরে সরিয়ে দিয়েছেন। অতএব এদেরকে বধির করেছেন এবং এদের চোখ অন্ধ করে দিয়েছেন।

(২৪) তবে কি এরা কুরআন সম্পর্কে চিন্তা করে না? নাকি এদের অন্তরে তালা লাগানো আছে? (২৫) যারা পৃষ্ঠ প্রদর্শন করে চলে গেছে সুপথ স্পষ্ট হওয়ার পরেও, শয়তান তাদেরকে বিভ্রান্ত করে দিয়েছে আর আল্লাহ ও তাদের ঢিল দিয়েছেন। (২৬) এটা এজন্য যে, যারা আল্লাহর অবতীর্ণ কিতাব অপছন্দ করে তাদেরকে এরা বলেছে, আমরা কোন কোন বিষয়ে তোমাদের কথা মেনে চলব। তবে আল্লাহ এদের গোপন অভিসন্ধি অবগত আছেন। (২৭) তবে তখন কি হবে যখন ফেরেশতারা ওদের মুখে ও পীঠে মারতে মারতে ওদের প্রাণ বার করবে। (২৮) এজন্য যে, ওরা ওই জিনিষের অনুসরণ করেছে যা আল্লাহকে ক্রোধান্বিত করে আর ওরা তাঁর প্রসন্নতাকে অপছন্দ করেছে। তাই আল্লাহ তাদের কর্ম নিষ্ফল করে দিয়েছেন।

(২৯) যাদের অন্তরে ব্যাধি রয়েছে তারা কি মনে করে যে, আল্লাহ তাদের বিদ্বেষ কখনও প্রকাশ করবেন না? (৩০) আমি যদি চাইতাম তাহলে তোমাকে অবশ্যই দেখিয়ে দিতাম। তখন তুমি তাদের চিহ্ন দেখেই তাদেরকে চিনতে পারতে, তবে তাদের বাকশৈলিতে তাদেরকে চিনে নেবে। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ অবগত আছেন।

(৩১) আর আমি অবশ্যই তোমাদেরকে পরীক্ষায় ফেলব, যাতে আমি ওই লোকদের জেনে নিতে পারি তোমাদের মধ্যে কে জেহাদ করতে চায় এবং কে ধৈর্যধারণ করতে পারে, আর তোমাদের প্রতিক্রিয়া যাচাই করে

নেই। (৩২) যারা অস্বীকার করেছে এবং আল্লাহর পথে বাধা সৃষ্টি করেছে আর রসূলের বিরোধীতা করেছে স্পষ্ট সত্য তাদের কাছে আসার পরেও, তারা আল্লাহর কোন ক্ষতি করতে পারবে না, বরং তিনি তাদের কর্মসমূহ নিষ্ফল করে দেবেন।

(৩৩) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও রসূলের নির্দেশ পালন কর এবং তোমাদের কর্মসমূহ বিনষ্ট করো না। (৩৪) যারা অস্বীকার করে আর আল্লাহর পথে বাধা দেয় আর অস্বীকারকারী অবস্থায় মারা যায়, আল্লাহ কখনই তাদের ক্ষমা করবেন না। (৩৫) অতএব তোমরা ধৈর্যহারা হয়ো না এবং শান্তি-চুক্তির আবেদন করো না তোমরাই প্রভাবশীল থাকবে। আল্লাহ তোমাদের সাথে আছেন। আর তিনি কখনই তোমাদের কর্মে খামতি করবেন না।

(৩৬) পার্থিব জীবন হচ্ছে খেল-তামাশার জীবন। আর যদি তোমরা ঈমান আনো আর আল্লাহকে ভয় করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে তার প্রতিফল দান করবেন। আর তিনি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চাইবেন না। (৩৭) তিনি যদি তোমাদের কাছে তোমাদের সম্পদ চান এবং শেষ পর্যন্ত চাইতেই থাকেন তাহলে তোমরা কার্পন্য করবে, আর আল্লাহ তোমাদের মনের বক্রতা প্রকাশ করে দেবেন। (৩৮) তবে হ্যাঁ, তোমরা সেই লোক যাদেরকে আল্লাহর পথে খরচ করার জন্য বলা হচ্ছে, তবে তোমাদের মধ্যে কিছু লোক আছে যারা কৃপণতা করে। যে কৃপণতা করছে সে তো নিজের প্রতিই কৃপণতা করছে। আর আল্লাহ অভাবমুক্ত এবং তোমরা অভাবগ্রস্ত। তোমরা যদি সরে যাও তাহলে আল্লাহ অন্য সম্প্রদায়কে তোমাদের স্থলাভিষিক্ত করবেন এবং তারা তোমাদের মত হবে না।

৪৮. সূরাহ আল-ফাত্‌হ (বিজয়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময় পরমদয়ালু।

(১) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে স্পষ্ট বিজয় দিয়েছি। (২) এজন্য যে, আল্লাহ তোমাকে তোমার অতীত ও বর্তমান ত্রুটিসমূহ ক্ষমা করে দেন। এবং তোমার প্রতি তার অনুকম্পা পূর্ণ করে দেন। এবং তোমাকে সোজাপথ দেখান। (৩) আর তোমাকে দৃঢ় সমর্থন দান করেন।

(৪) তিনিই বিশ্বাসীদের অন্তরে প্রশান্তি দান করেছেন, যাতে তাদের বিশ্বাসের সাথে আরো বিশ্বাস বাড়ে। আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীগুলি আল্লাহরই। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (৫) এজন্য যে, তিনি বিশ্বাসী পুরুষ ও বিশ্বাসী নারীদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাতে পারেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। তারা সেখানে চিরকাল থাকবে। আর তিনি তাদের পাপ সমূহ মোচন করবেন। এটাই আল্লাহর নিকট বড় সফলতা। (৬) আর আল্লাহ কপটচারী পুরুষ আর কপটচারী মহিলাদের এবং অংশীবাদী পুরুষ ও অংশীবাদী মহিলাদের শাস্তি দিতে পারেন যারা আল্লাহ সম্পর্কে খারাপ ধারণা পোষণ করে। খারাপ চক্র ওদেরই উপর। ওদের উপরেই আল্লাহর ক্রোধ আর ওদের উপরেই আল্লাহর অভিসম্পাত। আর ওদের জন্যই তিনি নরক প্রস্তুত করে রেখেছেন। এবং তা খুবই নিকৃষ্ট ঠিকানা। (৭) আকাশ ও পৃথিবীর বাহিনীগুলি তাঁরই। আল্লাহ পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাবান।

(৮) নিঃসন্দেহে আমি তোমাকে সাক্ষী স্বরূপ, সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে পাঠিয়েছি। (৯) যাতে তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং তাকে সহায়তা করো আর তার সম্মান করো। এবং তোমরা সকাল ও সন্ধ্যায় আল্লাহর স্তুতি করো। (১০) যারা তোমার কাছে প্রতিজ্ঞা করে তারা আসলে আল্লাহর কাছেই প্রতিজ্ঞা করে। আল্লাহর হস্ত তাদের

হাতের উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করল তার দায় তারই উপর বর্তাবে। আর যে ব্যক্তি প্রতিজ্ঞা পূরণ করল যা সে আল্লাহর সাথে করেছে, তাহলে আল্লাহ তাকে তার বড় প্রতিফল দান করবেন।

(১১) যে সব গ্রাম্য মানুষ পিছনে রয়ে গেছে তারা এখন তোমাকে বলবে, আমাদের ধন সম্পদ আর আমাদের সন্তান-সন্ততিরা আমাদেরকে ব্যস্ত রেখেছিল, অতএব আপনি আমাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করুন। তারা মুখে যে কথা বলছে তাদের অন্তরে সে কথা নেই। তুমি বল, কে আছে যে আল্লাহর কাছে তোমাদের জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখে ? যদি আল্লাহ তোমাদের কোন ক্ষতি বা উপকার করতে চান? বরং তোমরা যা করছ আল্লাহ তা ভালভাবেই জানেন।(১২) বরং তোমরা মনে করেছিলে যে, রসূল ও বিশ্বাসীগণ কখনই তাদের পরিবার-পরিজনদের কাছে ফিরে আসবে না এবং এই ধারণা তোমাদের অন্তরে প্রীতিকর মনে হয়েছিল। তোমরা খুব খারাপ ধারণা পোষণ করেছিলে। আর তোমরা এক ধ্বংসমূখী সম্প্রদায় হয়ে গেলে। (১৩) আর যারা আল্লাহ ও রসূলকে বিশ্বাস করল না, তাদের জন্য আমি জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত করে রেখেছি। (১৪) আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব আল্লাহরই, তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন। এবং যাকে ইচ্ছা শাস্তি দেন। আর আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু।

(১৫) যখন তোমরা গনীমত (যুদ্ধলব্ধ শত্রু সম্পত্তি) সংগ্রহের জন্য যাবে তখন যারা পিছনে রয়ে গিয়েছিল তারা বলবে, আমাদেরকেও তোমাদের সাথে যেতে দাও। তারা আল্লাহর কথা বদলে দিতে চায়। বলো, তোমরা কখনই আমাদের সাথে যেতে পারবে না। এমনটি আল্লাহ আগেই বলেছেন, তখন তারা বলবে, তোমরা আমাদেরকে হিংসা করছ। বরং তারা খুব কমই বোঝে।

(১৬) পিছনে রয়ে যাওয়া গ্রাম্য মানুষদের বল, শিঘ্রই তোমাদেরকে এক প্রবল পরাক্রান্ত জাতির সাথে লড়াই করবার জন্য ডাকা হবে। তোমরা তাদের সাথে লড়বে অথবা তারা ইসলাম গ্রহন করবে। সুতরাং তোমরা যদি এ নির্দেশ পালন করো তাহলে আল্লাহ তোমাদেরকে উত্তম পুরষ্কার প্রদান করবেন। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, যেভাবে ইতিপূর্বে তোমার মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিলে তাহলে তিনি তোমাদেরকে কষ্টদায়ক যন্ত্রণা দেবেন। (১৭) অন্ধের কোন পাপ নেই আর খোঁড়ার কোন পাপ নেই এবং অসুস্থ ব্যক্তির কোন পাপ নেই। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ ও রসূলের আনুগত্য করবে, তাকে আল্লাহ এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আর যে ব্যক্তি মূখ ফিরিয়ে নেবে তাকে তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রদান করবেন।

(১৮) আল্লাহ ঈমানদারগণের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন যখন তারা গাছের নিচে আনুগত্যের শপথ করছিল, আল্লাহ তাদের মনের কথা জেনে নিলেন। অতএব তিনি তাদের উপর প্রশান্তি অবতারিত করেন এবং তাদের পুরষ্কার স্বরূপ তাদেরকে দেন অনতিবিলম্বে আগতএক বিজয়। (১৯) আর অনেক গনীমত (যুদ্ধলব্ধ শত্রু সম্পত্তি) যা তারা প্রাপ্ত করবে। আর আল্লাহ মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২০) আর আল্লাহ তোমাদেরকে অনেক গনীমতের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন যা তোমরা দখল করবে। লোকদের হাত তোমাদের থেকে বিরত রেখেছেন, যাতে তা ঈমানদারগণের জন্য একটা নিদর্শন হয়ে যায় এবং তিনি তোমাদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। (২১) আরেক বিজয় এখনও আছে যা তোমরা এখনও লাভ করতে সামর্থ হও নাই। আল্লাহ তা বেষ্টন করে আছেন। আল্লাহ সবকিছু করতে সক্ষম।

(২২) আর এই অস্বীকারকারীরা যদি তোমার সাথে লড়াই করত তাহলে

তারা অবশ্যই পিছন ফিরে পালাত। আর তারা কোন সাহায্যকারী বা অভিভাবক পেত না। (২৩) এটাই আল্লাহর নিয়ম যা প্রথম থেকেই চলে আসছে। এবং তোমরা আল্লাহর নিয়মে কোন পরিবর্তন পাবে না। (২৪) আর তিনিই, যিনি মক্কা উপত্যকায় তাদের হাত তোমাদের থেকে এবং তোমাদের হাত ওদের উপর নিবৃত্ত করে রেখেছেন, তাদেরকে তোমাদের নিয়ন্ত্রণে নেওয়ার পর। আর আল্লাহ তোমাদের কর্মসমূহ দেখছেন।

(২৫) এরাই অস্বীকার করেছিল এবং তোমাকে মসজিদে-হারাম (কাবা) এ প্রবেশে বাধা দিয়েছিল এবং কুরবাণীর পশুগুলোকেও বাধা দিয়েছিল, যাতে তারা যথাস্থানে পৌঁছাতে না পারে। আর যদি (মক্কায়) অনেক ঈমানদার পুরুষ ও অনেক ঈমানদার মহিলা না থাকত তাহলে অজ্ঞানতার কারণে তোমরা তাদেরকে পিষে ফেলতে এবং তোমাদের উপর অজ্ঞানতাবশত আরোপ আসত, (তাহলে আমি যুদ্ধের অনুমতি দিয়ে দিতাম, কিন্তু আল্লাহ যুদ্ধের অনুমতি এজন্য দেন নাই।) যাতে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা তার অনুগ্রহের আওতায় নিয়ে আসেন। আর যদি তারা পৃথক থাকত তাহলে তাদের মধ্য থেকে অস্বীকারীদের আমি কঠিন শাস্তি দিতাম।

(২৬) যখন অস্বীকারকারীরা তাদের অন্তরে অহমিকা-অজ্ঞতাযুগের অহমিকা-পোষণ করেছিল। কিন্তু আল্লাহ তার রসূলের ও বিশ্বাসীদের অন্তরে স্বীয় প্রশান্তি অবতারিত করেন এং তাদেরকে তাকওয়ার (আল্লাহর ভয়) বাণীতে অটল রখেন। আর তারাই এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত ছিল। আল্লাহ সবকিছুই ভালোভাবে জানেন।

(২৭) নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর রসূলকে সত্য স্বপ্নই দেখিয়েছেন যা বাস্তবসম্মত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ চাইলে তুমি অবশ্যই মসজিদে হারামে প্রবেশ করবে নিরাপদে। মস্তক মুন্ডন করে, চুল ছেঁটে, তোমার কোন ভয়

থাকবে না। আল্লাহ যে কথা জানেন তোমরা তা জানো না। অতএব এর পূর্বেই আল্লাহ এক বিজয় দিয়ে দিয়েছেন।

(২৮) আর আল্লাহই তাঁর রসূলকে পথ-নির্দেশও সত্যধর্মই পাঠিয়েছেন; এজন্য যে তিনি একে সব ধর্মের উপর বিজয়ী করবেন। আর স্বাক্ষী হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট।

(২৯) মুহাম্মদ আল্লাহর রসূল, আর তার সঙ্গীরা অবিশ্বাসীদের প্রতি কঠোর এবং নিজেরা পরস্পরের প্রতি সহানুভূতিশীল। তুমি তাদের রুকু (ঝুঁকে) অবস্থায় এবং সেজদাহ (আভূমীনত) অবস্থায় দেখবে। তারা আল্লাহর কৃপা এবং তাঁর প্রসন্নতার জন্য সদা ব্যস্ত থাকতে দেখবে। তাদের চিহ্ন তাদের কপালে সেজদাহজনিত কারণে। তাদের বর্ণনা তৌরাত কিতাবে আছে। আর ইঞ্জীল কিতাবে তাদের বর্ননা এই যে, যেমন একটি বীজ, সে তার অঙ্কুর বার করে এবং অঙ্কুরটি ক্রমে শক্ত হয় তারপর তা আরো মোটা হয় এবং নিজের কাণ্ডের উপর সোজা হয়ে দাঁড়ায়, যা বপনকারীদের মুগ্ধ করে। যাতে তিনি তাদের দ্বারা অস্বীকারকারীদের জ্বালাতে পারেন। ওদের মধ্যে যারা ঈমান আনে আর ভালকাজ করে, আল্লাহ তাদেরকে ক্ষমা ও বড় পুরষ্কারের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

৪৯. সূরাহ আল-হুজুরাত (একপ্রস্থ্ ঘর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অতিক্রম করে যেওনা, আর আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু জানেন।

(২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা রসূলের কণ্ঠস্বরের উপর তোমাদের

কণ্ঠস্বর উঁচু করো না এবং নিজেরা একে অন্যের সাথে যেভাবে জোরে কথা বলো সেভাবে তার সাথে জোরে কথা বলো না। এরকম না হয় যে, তোমাদের কর্ম নিষ্ফল হয়ে যায় এবং তোমরা তা টেরও না পাও। আর আল্লাহকে ভয় করো, নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবকিছু জানেন, সবকিছু শোনেন। (৩) যারা আল্লাহর রসূলের সামনে নিজেদের কণ্ঠস্বর নিচু রাখে, এরাই সেই লোক যাদের অন্তরে তাকওয়ার (ঐশীপরায়নতা) জন্য যাচাই করে নিয়েছেন। ওদের জন্য রয়েছে ক্ষমা আর বড় পুরস্কার। (৪) যারা তোমাকে কামরার বাইরে থেকে ডাকাডাকি করে তাদের অধিকাংশের বুদ্ধি নেই। (৫) তুমি বের হয়ে তাদের কাছে আসা পর্যন্ত তারা যদি ধৈর্য ধরত, তাহলে সেটাই তাদের জন্য মঙ্গলজনক হত। আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়াবান।

(৬) হে ঈমানদারগণ! যদি কোন অস্বীকারকারী তোমাদের কাছে কোন সংবাদ নিয়ে আসে তাহলে তোমরা তা ভাল ভাবে যাচাই করে নেবে, এমন না হয় যে তোমরা অজ্ঞতাবশতঃ কোন সম্প্রদায়কে ক্ষতি করে ফেল, আর তোমাদের কৃতকর্মের জন্য তোমাদেরকে পরিতাপ করতে হয়। (৭) আর জেনে রাখো তোমাদের মধ্যে আল্লাহর রসূল আছেন। অনেক ব্যাপারে সে যদি তোমাদের কথা মেনে নেয় তাহলে তোমরাই কষ্ট পাবে। কিন্তু আল্লাহ তোমাদের জন্য ঈমানকে প্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন, আর তোমাদের অন্তরে তাঁর প্রেম দিয়েছেন । আর আল্লাহকে অস্বীকার, অধর্ম এবং পাপকে তোমাদের জন্য অপ্রিয় বানিয়ে দিয়েছেন। (৮) এধরনের লোকেরাই আল্লাহর কৃপা এবং দয়ায় সঠিক পথে আছে। আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

(৯) আর বিশ্বাসীদের দুটি দল যদি পরস্পরের সাথে লড়াই করে তাহলে তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও। তবুও যদি একদল আরেক দলের উপর অত্যাচার করে তাহলে অত্যাচারী দলের বিরুদ্ধে লড়াই করো, যতক্ষণ না

তারা আল্লাহর নির্দেশের দিকে ফিরে আসে। (১০) বিশ্বাসীরা সবাই ভাই ভাই। অতএব তোমার ভাইদের সাথে একে অপরকে মিলিয়ে দাও এবং আল্লাহকে ভয় করো, যাতে তোমাদের উপর অনুগ্রহ করা হয়।

(১১) হে ঈমানদারগণ! কোন পুরুষ যেন অপর পুরুষকে উপহাস না করে, হতে পারে সে তার থেকে শ্রেষ্ঠ। আর কোন মহিলা যেন অপর মহিলাকে উপহাস না করে, হতে পারে সে তার চেয়ে শ্রেষ্ঠ। আর একে অপরকে ব্যাঙ্গ করো না আর পরস্পরকে খারাপ উপাধিতে সম্মোধিত করো না। ঈমান আনার পর পাপীর নাম দেওয়া খুবই খারাপ। আর যারা এগুলো বন্ধ না করে তারাই অত্যাচারী।

(১২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা অনেক রকম অনুমান থেকে দূরে থাকো, কেননা কিছু অনুমান পাপ এবং গুপ্তচরবৃত্তি করো না। আর তোমাদের কেউ যেন কারো অসাক্ষাতে নিন্দা না করে। তোমাদের মধ্যে কেউ কি তার মৃত ভাই এর মাংস খাওয়া পছন্দ করবে? তোমরা তো তা অপছন্দই করো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৩) হে মানুষ! আমি তোমাদেরকে একজন পুরুষ ও একজন নারী থেকে সৃষ্টি করেছি। এবং তোমাদেরকে বিভিন্ন জাতি এবং পরিবারে ভাগ করেছি, যাতে তোমরা একে অপরকে জানতে পারো। নিঃসন্দেহে আল্লাহর নিকট অধিক সম্মানীয় সেই যে সবচেয়ে অধিক পরহেজগার (সংযমী)। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাজ্ঞানী, সর্বজ্ঞ।

(১৪) গ্রাম্য মানুষেরা বলে, আমরা ঈমান এনেছি, বলো, তোমরা ঈমান আনোনি। বরং এভাবে বলো, যে, আমরা ইসলাম গ্রহণ করেছি, এবং এখনও পর্যন্ত ঈমান তোমাদের হৃদয়ে প্রবেশ করেনি। আর যদি তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের আনুগত্য করো তাহলে তিনি তোমাদের কর্মের কিছুই কমাবেন

না। নিঃসন্দেহে আল্লাহ পরম ক্ষমাশীল, অসীম দয়ালু। (১৫) মোমিন (আস্থাবান) তো কেবল সেই যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে বিশ্বাস করল সন্দেহাতীত ভাবে, আর নিজের সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহর পথে জেহাদ (কঠোর পরিশ্রম) করল। এরাই সত্যবাদী।

(১৬) বলো, তোমরা কি আল্লাহকে তোমাদের ধর্ম শেখাচ্ছ? আল্লাহ জানেন যা কিছু আকাশে ও পৃথিবীতে আছে। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ। (১৭) এরা নিজেরা ইসলাম গ্রহণ করাকে তোমার প্রতি অনুগ্রহ করল মনে করে। বলো, তোমাদের ইসলামকে তোমরা আমার প্রতি অনুগ্রহ মনে করো না। বরং তোমাদেরকে ঈমানের পথ দেখিয়ে আল্লাহই তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন। যদি তোমরা সত্যবাদী হও। (১৮) নিঃসন্দেহে আল্লাহ আকাশ ও ধরনীর অদৃশ্য বিষয় জানেন। আর তোমরা যা কিছু কর আল্লাহ সবই দেখেন।

৫০. সূরাহ ক্বাফ (ক্বাফ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) ক্বাফ।

গৌরবময় কুরআনের শপথ। (২) বরং তারা অবাক হয়েছে। যে তাদের কাছে তাদেরই মধ্য থেকে একজন সতর্ককারী এসেছে। অস্বীকারকারীরা বলে, এতো এক আশ্চর্যের বিষয়। (৩) আমরা মরার পরে মাটি হয়ে গেলেও এই পুনর্জীবিত হওয়া সে তো অনেক দূরের কথা। (৪) মাটি তাদের কতটুকু ক্ষয় করবে তা আমার জানা আছে, তাছাড়া আমাদের কাছে এক সংরক্ষিত কিতাব তো আছেই। (৫) বরং সত্য যখন তাদের কাছে এল তখন তারা তা অস্বীকার করল। সুতরাং তারা সংশয়ের মধ্যেই পড়ে আছে।

(৬) তবে কি এই লোকেরা তাদের মাথার উপরের আকাশটা দেখেনি? আমি কিভাবে ওটা নির্মাণ করেছি এবং ওর সৌন্দর্য প্রদান করেছি এবং ওটাকে কত নিখুঁত করেছি। (৭) আর ধরণীকে আমি বিস্তৃত করেছি এবং তাতে পর্বত স্থাপন করেছি ও সবরকম মনোরম গাছপালা উৎপন্ন করেছি। (৮) প্রত্যেক নিবেদিত বান্দার জন্য শিক্ষা ও উপদেশ স্বরূপ। (৯) আর আমি আকাশ থেকে বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) বৃষ্টি বর্ষণ করেছি। অতঃপর ওর সাহায্যে বাগ-বাগিচা এবং কর্তন করা যায় এমন ফসল উৎপন্ন করেছি। (১০) আর সুউচ্চ খেজুরগাছ যাতে স্তরে স্তরে সাজানো শীষ। (১০) মানুষের জীবিকার জন্য। আর ওর মাধ্যমে আমি মৃত ভূমিকে জীবিত করি। এভাবেই পৃথিবী থেকে বের হতে হবে।

(১২) এদের পূর্বেও নূহের সম্প্রদায়, রাস সম্প্রদায় এবং সামূদের লোকেরা। (১৩) আদ, ফেরাউন এবং লূতের ভাইয়েরা। (১৪) আইকার অধিবাসীরা ও তুব্বা সম্প্রদায়েরাও সত্যকে অবিশ্বাস করেছিল। অতঃপর আমার সতর্ক-বার্তা বাস্তবে সংঘটিত হয়েই ছাড়ল। (১৫) প্রথম সৃষ্টির সময় আমি কি বিবশ ছিলাম? বরং তারা আবার নূতন করে সৃষ্টি সম্পর্কে সন্দেহ পোষণ করছে।

(১৬) আমি মানুষ সৃষ্টি করেছি আর আমি জানি তাদের অন্তরে যে বিষয় আসে। ঘাড়ের শিরার চেয়েও আমি তাদের কাছে রয়েছি। (১৭) যখন দুই গ্রহিতা গ্রহণ করতেই থাকে যারা ডাইনে ও বামে অবস্থান করছে। (১৮) কোন শব্দ করে না কিন্তু তার কাছে এক সতর্ক প্রহরী উপস্থিত থাকে।

(১৯) আর জ্ঞান লোপকারী মৃত্যু তার অধিকারের সাথে এসে গেছে। এই সেই বস্তু যা থেকে তুমি পলায়ন করতে। (২০) আর শৃঙ্গায় (মহাশঙ্খ) ফুঁক দেওয়া হবে। সে এক ভয়াবহ দিন হবে। (২১) প্রত্যেক ব্যক্তি এমন

ভাবে আসবে যে, তার সাথে একজন চালক এবং একজন সাক্ষী থাকবে। (২২) তুমি তো এদিন সম্পর্কে উদাসীন ছিলে। এখন আমি তোমার উপর থেকে পর্দা সরিয়ে দিলাম। তাই তোমার দৃষ্টি আজ তীক্ষ্ণ। (২৩) আর তার সঙ্গের ফেরেশতা বলবে, এই যা কিছু আমার কাছে ছিল সব হাজির। (২৪) প্রত্যেক অবাধ্য কৃতঘ্নকে নরকে নিক্ষেপ করো। (২৫) ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী ও সন্দেহ পোষণকারী। (২৬) যে আল্লাহর সাথে অন্য উপাস্য সাব্যস্ত করেছিল। অতএব তাকে কঠোর শাস্তিতে নিক্ষেপ করো। (২৭) এর সঙ্গি (শয়তান) বলবে, হে আমাদের প্রভূ! আমি একে অবাধ্য বানাইনি বরং সে নিজেই বিভ্রান্ত হয়ে দূরে পড়েছিল। (২৮) আদেশ হবে, তোমরা আমার সামনে ঝগড়া করো না। আমি তো আগেই তোমাদেরকে শাস্তি থেকে সাবধান করেছিলাম। (২৯) আমার এখানে কথার নড়চড় হয় না। আর আমি বান্দার উপর অত্যাচার করি না।

(৩০) যেদিন আমি নরককে বলব, তুমি কি ভরে গেছ? সে বলবে, আরো আছে কি? (৩১) আর স্বর্গ খোদাভীরুদের নিকটে উপস্থিত করা হবে, দূরে রাখা হবে না। (৩২) এই সেই বস্তু যার প্রতিশ্রুতি তোমাদেরকে দেওয়া হয়েছিল। আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তনকারী ও প্রতিজ্ঞা রক্ষাকারী প্রত্যেকের জন্য এই প্রতিশ্রুতি। (৩৩) যে না দেখেও করুণাময়কে ভয় করল এবং বিনীত অন্তর নিয়ে উপস্থিত হল। (৩৪) শান্তির সাথে তোমরা এতে প্রবেশ করো। এটাই অনন্ত জীবন শুরুর দিন। (৩৫) তারা যা চাইবে এখানে তাদের জন্য সবই থাকবে। আর আমার কাছে আরো বেশী আছে।

(৩৬) আমি তাদের পূর্বে অনেক প্রজন্মকে ধ্বংস করে দিয়েছি। তারা এদের চেয়েও শক্তিশালী ছিল। অতএব তারা অনেক দেশে ঘুরেছে। যদি

কোথাও আশ্রয়স্থল মেলে। (৩৭) এতে উপদেশ রয়েছে সেই ব্যক্তির জন্য যার অনুধাবনযোগ্য অন্তর আছে অথবা যে মনযোগ দিয়ে শ্রবণ করে।

(৩৮) আমি আকাশ, পৃথিবী এবং এর মধ্যে যা কিছু আছে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছি। কোন ক্লান্তি আমাকে স্পর্শ করেনি। (৩৯) অতএব ওরা যাই বলুক ধৈর্যধারণ করো এবং আপন প্রভূর স্তূতি করো। প্রশংসাসহ, সূর্যোদয়ের পূর্বে এবং সূর্যাস্তের পূর্বে। (৪০) এবং রাতেও তাঁর স্তুতি কর, প্রনিপাতের (সিজদাহর) পরেও।

(৪১) আর কান খাড়া রাখো, যেদিন আহ্বানকারী নিকট থেকে আহ্বান করবে। (৪২) যেদিন মানুষ সত্যিই সেই ভয়াবহ আওয়াজ শুনবে। সেটাই পুনরুত্থান দিবস। (৪৩) নিঃসন্দেহে আমিই জীবিত করি আমিই মৃত্যু দিই আর আমার কাছেই প্রত্যাবর্তন করতে হবে। (৪৪) যেদিন ধরনী চৌচির হয়ে যাবে, সবাই দৌড়াদৌড়ি করবে। সেই একত্রিতকরণ আমার জন্য এক সহজ ব্যাপার।

(৪৫) এরা যা বলছে আমি জানি। আর তুমি তাদের প্রতি বলপ্রয়োগকারী নও। অতএব যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে কোরানের মাধ্যমে উপদেশ দাও।

৫১. সূরাহ আয্-যারিয়াত (বিক্ষিপ্ত বাতাস)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) ধূলি উড়ানো প্রবল ঝঞ্চাবায়ুর শপথ। (২) তারপর সে উঠিয়ে নেয় বোঝা। (৩) তারপর সে ধীরগতিতে চলতে থাকে। (৪) তারপরে বিষয়টি বন্টিত হয়। (৫) নিঃসন্দেহে তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা সত্য। (৬) আর বিচার অবশ্যই হবে। (৭) তারকাখচিত আকাশের

শপথ। (৮) তোমরা অবশ্যই মত-বিরোধে পড়ে আছো। (৯) এথেকে সেই মূখ ফিরিয়ে নেয় যে ফিরে গেছে।

(১০) মিথ্যুকেরা মরেছে। (১১) যারা উদাসীনতায় ভূলে আছে। (১২) ওরা জিজ্ঞাসা করে, বিচারের দিন কবে? (১৩) যেদিন ওদের আগুনের উপর রাখা হবে। (১৪) তোমাদের বিদ্রোহের স্বাদ আস্বাদন করো। এতো সেই শাস্তি যা তোমরা তাড়াতাড়ি পেতে চাইতে। (১৫) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ভয় করত তারা থাকবে উদ্যানে ঝর্ণাধারায়। (১৬) তাদের প্রভূ তাদেরকে যা দিয়েছেন তা গ্রহণরত অবস্থায়। ইতিপূর্বে তারা ছিল সৎকর্মপরায়ণ। (১৭) তারা রাতে কম সময়ই ঘুমাতো। (১৮) এবং শেষরাতে তারা ক্ষমা প্রার্থনা করত। (১৯) এবং তাদের সম্পদে দানপ্রার্থী ও বঞ্চিতদের প্রাপ্য থাকত।

(২০) বিশ্বাসীদের জন্য ধরণীতে অনেক নিদর্শন আছে। (২১) এবং তোমাদের নিজের মধ্যেও, তোমরা কি দেখ না? (২২) আর আকাশে আছে তোমাদের জীবিকা। আর সে সবও যা তোমাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে। (২৩) অতএব আকাশ ও পৃথিবীর প্রভূর শপথ! এসব কথা তোমাদের কথাবার্তার মতই নিশ্চিত সত্য।

(২৪) তোমাদের কাছে কি ইব্রাহীমের সম্মানিত অতিথিদের বৃত্তান্ত পৌঁছেছে? (২৫) যখন তারা তার কাছে উপস্থিত হয়ে সালাম বলেছিল। জবাবে সেও বলেছিল 'সালাম, এরা যে অপরিচিত লোক। (২৬) তারপর সে তার ঘরের দিকে গেল এবং একটি বাছুর রান্না করে নিয়ে এল। (২৭) আর সেটি তাদের সামনে রাখল। বলল, আপনারা আহার করছেন না কেন? (২৮) অতঃপর সে মনে মনে তাদেরকে ভয় পেল। তারা বলল, ভয় নেই। এরপর তারা তাকে এক জ্ঞানী পুত্রসন্তানের সুসংবাদ দিল।

(২৯) তখন তার স্ত্রী বলতে বলতে এগিয়ে এল এবং কপাল চাপড়ে বলতে লাগল "বৃদ্ধা, বন্ধ্যা। (৩০) তারা বলল, তবু এমনই বলেছেন তোমার প্রভূ। নিঃসন্দেহে তিনি অসীম প্রজ্ঞাবান, মহাজ্ঞানী।

(৩১) ইবরাহীম বলল, হে দূতগণ! তোমাদের অভিযানটা কি? (৩২) তারা বলল আমাদেরকে এক অপরাধী সম্প্রদায়ের কাছে (লূতের সম্প্রদায়) পাঠানো হয়েছে। (৩৩) এজন্যে যে, আমরা তাদের উপর পাকা মাটির পাথর বর্ষন করব। (৩৪) যা তোমার প্রভূর কাছে সীমালঙ্ঘনকারীদের জন্য চিহ্নিত আছে। (৩৫) তারপর সেখানে যত বিশ্বাসী লোকেরা ছিল তাদেরকে আমি বের করে নিই। (৩৬) কিন্তু সেখানে আমি একটি ঘর ছাড়া কোন মুসলিম (আত্মসপর্নকারী) ঘর পাইনি। (৩৭) আর আমি সেখানে এক নিদর্শন রেখে দিয়েছি ওই সব লোকদের জন্য চিহ্নিত আছে। (৩৮) আর মূসার ঘটনায় ও নিদর্শন রয়েছে। যখন তাকে স্পষ্ট প্রমাণ সহ ফেরাউনের কাছে পাঠালাম। (৩৯) কিন্তু সে তার সভাসদসহ প্রত্যাখান করল আর বলল, এতো যাদুকর। (৪০) তাই আমি তাকে সমূদ্রে নিক্ষেপ করলাম। সে ছিল নিন্দনীয়। (৪১) আর আদ সম্প্রদায়ের ঘটনাতেও নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদের উপরে এক অপকারী বাতাস পাঠালাম। (৪২) যা কিছুর উপর দিয়েই তা প্রবাহিত হয়েছে তাকেই চুরমার করে দিয়েছে। (৪৩) আর সামূদ জাতির ঘটনায়ও নিদর্শন রয়েছে। যখন তাদেরকে বলা হয়েছিল কিছুকালের জন্য ভোগ করে নাও। (৪৪) অতঃপর তারা তাদের প্রভূর আদেশ আমান্য করে। তখন তাদেরকে বজ্রাঘাত পাকড়াও করল আর তারা দেখতেই থাকল। (৪৫) তারা না উঠে দাঁড়াতে পেরেছিল আর না নিজেদেরকে রক্ষা করতে পেরেছিল। (৪৬) এর আগে নূহের সম্প্রদায়কেও। নিঃসন্দেহে তারা এক অবাধ্য সম্প্রদায় ছিল।

(৪৭) আর আমি আকাশকে নিজ সামর্থে তৈরী করেছি এবং একে বিস্তৃত করতেও সক্ষম। (৪৮) আর ধরণীকে আমি বিছিয়ে দিয়েছি। আমি কত সুন্দরভাবে বিছাতে পারি। (৪৯) আর আমি প্রত্যেক জিনিষ জোড়ায় জোড়ায় তৈরী করেছি যাতে তোমরা চিন্তা-ভাবনা করো। (৫০) অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও। আমি তাঁরই পক্ষ হতে এক স্পষ্ট সতর্ককারী। (৫১) আর আল্লাহর সাথে অন্য কোন উপাস্য সাব্যস্ত করো না। আমি তাঁর পক্ষ হতে তোমাদের জন্য একজন প্রত্যক্ষ সতর্ককারী।

(৫২) একই ভাবে তাদের পূর্ববর্তীদের কাছে যে রসূলই এসেছে তারা বলেছে। হয় এ যাদুকর নয়তো পাগল। (৫৩) তারা কি পরাম্পরাগতভাবে এই অসিয়তই করে গেছে? আসলে ওরা এক অবাধ্য জনগোষ্ঠী। (৫৪) তাই তুমি ওদের কথায় আমল দিও না, তোমার কোন দোষ নেই। (৫৫) আর বোঝাতে থাকো কারণ বোঝানো ঈমানদারদের উপকারে আসে।

(৫৬) জিন ও মানুষকে আমি এজন্যই সৃষ্টি করেছি যে তারা আমার উপাসনা করবে। (৫৭) তাদের কাছ থেকে আমি কোন জীবিকা চাই না এবং এটাও চাই না যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। (৫৮) নিঃসন্দেহে জীবিকা দেওয়ার মালিক আল্লাহ, ক্ষমতাশালী, মহা শক্তিমান। (৫৯) অতএব যারা অত্যাচারী তাদের ঘড়া পূর্ণ হয়ে গেছে যেমন তাদের সঙ্গীদের ঘড়া পূর্ণ হয়েছিল। অতএব তারা যেন তাড়াতাড়ি না করে। (৬০) অস্বীকারকারীদের জন্য বিনাশ সেদিন যে দিনের প্রতিশ্রুতি তাদের সাথে করা হয়েছে।

৫২. সূরাহ আত্-তূর (সিনাই পর্বত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তূর পর্বতের শপথ! (২) এবং লিপিবদ্ধ কিতাবের (৩) বিস্তৃত পৃষ্ঠায়। (৪) জনবহুল ঘরের শপথ! (৫) এবং উঁচু ছাদের শপথ। (৬) আর উত্তাল সমূদ্রের শপথ। (৭) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূর শাস্তি আসবেই। (৮) তা কেউ প্রতিরোধ করতে পারবে না। (৯) যেদিন আকাশ আন্দোলিত হবে। (১০) এবং পাহাড়-পর্বত চলতে শুরু করবে। (১১) অতএব সেদিন দূর্ভোগ রয়েছে অবিশ্বাসীদের জন্য। (১২) যারা খেলার ছলে কথা তৈরী করে। (১৩) যে দিন তাদেরকে নরকের আগুনে ধাক্কা দিয়ে নিক্ষেপ করা হবে। (১৪) এই সেই আগুন যা তোমরা মিথ্যা মনে করতে। (১৫) এটা কি যাদু? নাকি তোমরা দেখতে পাচ্ছ না? (১৬) এতে প্রবেশ করো। তোমরা সহ্য করতে পারো বা না পারো তোমাদের জন্য সমান। তোমরা যা করতে তোমাদেরকে কেবল তারই প্রতিফল দেওয়া হচ্ছে।

(১৭) নিঃসন্দেহে ঐশীপরায়ণ লোকেরা উদ্যানে অপার অনুগ্রহের মধ্যে থাকবে। (১৮) তাদের প্রভূ তাদেরকে যা দিবেন তাতে তারা আনন্দিত হবে, আর তাদের প্রভূ তাদেরকে নরকের শাস্তি থেকে রক্ষা করবেন। (১৯) তোমাদের কর্মের প্রতিফল স্বরূপ খাও-দাও, পানাহার করো উৎফুল্ল চিত্তে। (২০) সারিবদ্ধ আসনে হেলান দিয়ে। আমি তাদেরকে ডাগর নয়না হুরদের (অপ্সরা) সাথে বিবাহ দিয়ে দেব।

(২১) আর যারা ঈমান এনেছে এবং তাদের সন্তানেরাও ঈমানের সাথে তাদের অনুসরণ করে, তাদের সাথে তাদের সন্তানদেরকেও আমি একত্রিত করব এবং তাদের কর্ম একটুও হ্রাস করব না। প্রত্যেক ব্যক্তি নিজ কৃতকর্মের সাথে দায়বদ্ধ। (২২) আমি তাদেরকে তাদের পসন্দের ফলমূল ও মাংসের

যোগান দেব। (২৩) সেখানে তারা একে অপরের মধ্যে শরাবের পেয়ালা আদান প্রদান করবে, যাতে কোন অসার কথা কিংবা পাপ থাকবে না। (২৪) আর সুরক্ষিত মুক্তার মত সুদর্শন কিশোররা তাদের সেবায় সদা নিয়োজিত থাকবে। (২৫) তারা একে অপরের কাছে সম্বোধন করে কথা-বার্তা বলবে। (২৬) তারা বলবে, আমরাতো এর পূর্বে আমাদের পরিবার-পরিজনের মাঝে (আল্লাহর অসন্তুষ্টির) ভয়ে শঙ্কিত থাকতাম। (২৭) অতঃপর আল্লাহ আমাদের প্রতি অনুগ্রহ করেছেন এবং আমাদেরকে ঝলসানো শাস্তি হতে রক্ষা করেছেন। (২৮) আমরা আগেও আল্লাহকে ডাকতাম। নিঃসন্দেহে তিনি প্রতিশ্রুতি পালনকারী, করুণাময়।

(২৯) অতএব তুমি উপদেশ দিতেই থাক, তোমার প্রভূর কৃপায়, তুমি ভণ্ড গণকও নও আর পাগলও নও। (৩০) নাকি তারা বলে যে, এ একজন কবি, আমি এ বিষয়ে কাল পরিবর্তনের প্রতিক্ষায় আছি। (৩১) বলো, প্রতীক্ষা করো, আমিও তোমাদের সাথে প্রতীক্ষা করছি। (৩২) এদের বুদ্ধি কি এদের এই শেখায়? নাকি এরা অবাধ্য জনগোষ্ঠী? (৩৩) নাকি তারা বলে যে, এই কুরআন সে নিজেই রচনা করেছে? বরং তারা বিশ্বাস করতে চায় না। (৩৪) তারা তাহলে এর অনুরূপ একটি বাণী রচনা করে নিয়ে আসুক, যদি তারা সঠিক হয়।

(৩৫) ওরা কি কোন রচয়িতা ছাড়াই সৃষ্টি হয়েছে? অথবা তারা স্বয়ংই রচয়িতা? (৩৬) আকাশ ও পৃথিবীর স্রষ্টা কি তারাই? আসলে তারা বিশ্বাস করে না। (৩৭) নাকি তাদের কাছে তোমার প্রভূর ভাণ্ডার রয়েছে? নাকি তারাই সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী? (৩৮) না কি তাদের কাছে কোন সিঁড়ি আছে যার মাধ্যমে তারা কথা শুনে নেয়? যদি তাই হয় তাহলে এদের শ্রবণকারী কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ উপস্থিত করুক। (৩৯) নাকি আল্লাহর জন্য মেয়ে আর তোমাদের জন্য ছেলে?

(৪০) নাকি তাদের কাছে তুমি পারশ্রমিক চাও? যার অর্থদণ্ডের বোঝা তাদেরকে দাবিয়ে রাখছে। (৪১) নাকি তাদের কাছে কোন পরোক্ষের জ্ঞান আছে যা তারা লিখে নেয়? (৪২) ওরা কি কোন ষড়যন্ত্র করতে চায়? তাহলে অস্বীকারকারীরা নিজেরাই নিজেদের ষড়যন্ত্রের শিকার হবে। (৪৩) আল্লাহ ছাড়া এদের অন্য কোন উপাস্য আছে কি? এরা যা কিছু শরীক করে আল্লাহ তা থেকে পবিত্র।

(৪৪) তারা যদি আকাশের কোন খণ্ড ভেঙ্গে পড়তে দেখে তাহলে তারা বলবে, এতো পুঞ্জীভূত মেঘ। (৪৫) অতএব ওদেরকে ছাড়ো তাদের সেই দিন পর্যন্ত যেদিন তারা মূর্ছিত হয়ে পড়বে। (৪৬) যেদিন তাদের ষড়যন্ত্র তাদের কোন কাজে আসবে না, আর না তারা কোন সাহায্য পাবে। (৪৭) এই অত্যাচারীদের জন্য এছাড়াও আরো শাস্তি আছে। কিন্তু এদের অধিকাংশই তা জানে না।

(৪৮) আর তুমি ধৈর্য সহকারে তোমার প্রভূর ফয়সালার প্রতীক্ষা করো। নিঃসন্দেহে তুমি আমার নজরেই আছো। এবং তোমার প্রভূর স্তুতি করো তাঁর প্রসংশার সাথে, যখন তুমি উঠবে। (৪৯) আর রাতেও তাঁর স্তূতি করো এবং তারকাদের পিছনে হঠার সময়েও।

৫৩. সূরাহ-আন-নাজ্ম (সুবিন্যস্ত তারকা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) অস্তগামী তারকার শপথ। (২) তোমাদের সাথি না পথভ্রষ্ট আর না বিভ্রান্ত। (৩) সে মনগড়া কথাও বলে না। (৪) এটি এক অহী (শ্রুতি) যা তার কাছে পাঠানো হয়। (৫) এটাকে চরম ক্ষমতাবান, মহাশক্তিমান শিক্ষা দিয়েছেন। (৬) বুদ্ধিমান এবং সর্বজ্ঞ। (৭) তারপর সে উপস্থিত হল, সে

ছিল সর্বোচ্চ দিগন্তে। (৮) সে নিকটাবর্তি হলো। (৯) তারপর সে নেমে এল। তাদের মধ্যে দুই ধনুক পরিমান বা তারচেয়েও কম দূরত্ব ছিল। (১০) তখন আল্লাহ তাঁর বান্দার প্রতি অহী (আকাশবাণী) করলেন যা অহী (শ্রুতি) করার ছিল। (১১) সে যা দেখেছিল অন্তর তাকে মিথ্যা বলেনি। (১২) এখন কি তোমরা ওই বিষয়ে তার সাথে বিতর্ক করবে যা সে স্বচক্ষে অবলোকন করেছে? (১৩) আর সে তাকে আরো একবার নেমে আসতে দেখেছে। (১৪) সিদরাতুল মুনতাহার (অন্তিম সীমায় অবস্থিত কুলগাছের) কাছে।(১৫) ওর নিকটেই জান্নাতুল মাওয়া (বসবাসের স্বর্গ) আরামে বসবাসের জন্য। (১৬) যখন কুলগাছটি যা দিয়ে আচ্ছাদিত থাকার, আচ্ছাদিত ছিল। (১৭) দৃষ্টিভ্রম হয়নি আর সীমা লঙ্ঘন করেনি। (১৮) সে তার প্রভূর বড় বড় নিদর্শন দেখেছে।

(১৯) তোমরা লাত ও উয্যা সম্পর্কে যে ধারণা পোষণ কর। (২০) আর তৃতীয় জন মানাতের উপরে। (২১) তাহলে কি তোমাদের জন্য পুত্র সন্তান আর আল্লাহর জন্য কন্যা সন্তান? (২২) এতো অসম বাঁটোয়ারা হলো। (২৩) এগুলো তো নাম মাত্র যা তোমাদের বাপ-দাদারাই রেখে দিয়েছে। এদের স্বপক্ষে আল্লাহ কোন প্রমাণ পাঠাননি। তারা কেবল মনের ভ্রম আর প্রবৃত্তির অনুসরণ করছে। অথচ ওদের কাছে ওদের প্রভুর কাছ থেকে পথ নির্দেশ এসে গেছে। (২৪) মানুষ যা আশা করে তা কি সে পায়? (২৫) বরং আল্লাহরই অধিকারে রয়েছে পরলোক এবং ইহলোক।

(২৬) আকাশে অনেক ফেরেশতা আছে, যাদের সুপারিশ কোন কাজে আসবে না; তবে আল্লাহ যাকে অনুমতি দেবেন এবং যাকে পছন্দ করবেন। (২৭) যারা পরলোক বিশ্বাস করে না, তারা ফেরেশতাদের নাম নারীদের নামে রাখে। (২৮) অথচ তাদের কাছে এর স্বপক্ষে কোন প্রমাণই নেই।

আর তারা কেবল অনুমানের পিছনে ছোটে। আর অনুমান দিয়ে বিন্দুমাত্র সত্যের কাজ হয় না। (২৯) অতএব যারা আমার স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয় এবং পার্থিব জীবন ছাড়া কিছুই চায় না, তাদেরকে পরিহার করে চল। ওদের জ্ঞান কেবল এই পর্যন্ত। (৩০) তোমাদের প্রভূ ভালভাবেই জানেন, কে তাঁর পথ থেকে ছিটকে গেছে। আর তাদেরকেও ভালকরেই জানেন, কে সঠিক পথে আছে।

(৩১) আকাশ ও ধরণীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহরই। তিনি চান, যারা খারাপ কাজ করে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দিতে এবং যারা ভাল কাজ করে তাদের উত্তম প্রতিফল দিতে। (৩২) যারা ছোটখাটো অপরাধ করে ফেললেও বড় বড় পাপ ও কু-কর্ম থেকে দূরে থাকে। নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূর ক্ষমা অত্যন্ত ব্যাপক। তিনি তেমাদের সম্পর্কে ভাল জানেন, যখন তিনি তোমাদেরকে ধরণী থেকেই সৃষ্টি করেছেন। আর যখন তোমরা মায়ের পেটে ভ্রূণ অবস্থায় ছিলে। অতএব তোমরা নিজেকে পবিত্র মনে করো না। তিনি মুত্তাকীদের (ঐশী-ভীতি) ভালভাবেই জানেন।

(৩৩) তোমরা কি ওই সময় সেই ব্যক্তিকে দেখেছ যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (৩৪) অল্প দিয়েই থেমে গেছে। (৩৫) তার কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, সে সব দেখতে পাচ্ছে? (৩৬) নাকি তাকে সে সব জানানো হয়নি যা মূসার সহীফায় (গ্রন্থে) আছে। (৩৭) আর ইব্রাহীমের, যে তার দায়ীত্ব পূরো করেছে। (৩৮) তা এই যে, একজন আরেকজনের বোঝা বহন করবে না। (৩৯) আর এই যে, মানুষের জন্য তাই যা সে উপার্জন করে। (৪০) আর এই যে, তার উপার্জন শীঘ্রই সে দেখতে পাবে। (৪১) অতঃপর তার পূরো প্রতিফল দেওয়া হবে। (৪২) আর এই যে, সবাইকে তোমার প্রভূর কাছে আসতে হবে। (৪৩) নিঃসন্দেহে তিনি হাঁসান, আর তিনিই

কাঁদান।(৪৪) এবং তিনিই মারেন, তিনিই বাঁচান।(৪৫) আর তিনিই পুরুষ ও স্ত্রী দুরকমই সৃষ্টি করেছেন। (৪৬) একটি ফোটা থেকে যখন তা নির্গত হয়।(৪৭) পুনরুত্থানের দায়িত্ব তাঁরই।(৪৮) আর তিনিই সম্পত্তি দিয়েছেন এবং ধনবান করেছেন।(৪৯) তিনিই লুব্ধকের (একটি নক্ষত্রের নাম) প্রভূ।

(৫০) আল্লাহই প্রাচীন আদ জাতিকে ধ্বংস করেছেন। (৫১) সামূদ জাতিকেও। কাউকেও অবশিষ্ট রাখেননি।(৫২) এবং নূহের সম্প্রদায়কেও ইতিপূর্বে। নিঃসন্দেহে তারা অত্যাচারী ও অবাধ্য লোক ছিল। (৫৩) এবং ওল্টানো জনপদকে তিনিই নিচে ফেলে দিয়েছিলেন।(৫৪) অতঃপর তাদের আচ্ছন্ন করেছিল যা আচ্ছন্ন করার।(৫৫) অতএব তুমি তোমার প্রভূর কোন কোন চমৎকারকে অস্বীকার করবে।

(৫৬) ইনিও একজন সতর্ককারী। পূর্বের সতর্ককারীদের ন্যায়। (৫৭) যা নিকটে আসার তা নিকটে এসে গেছে।(৫৮) আল্লাহ ছাড়া কেউই তাকে সরাতে পারে না।(৫৯) একথায় তুমি কি আশ্চর্য হচ্ছ? (৬০) আর তুমি না কেঁদে হাঁসছ। (৬১) আর তুমি অহংকার করছ। (৬২) অতএব আল্লাহকে সিজদাহ করো এবং তাঁরই উপাসনা করো।

৫৪. সূরাহ আল-ক্বামার (চন্দ্র)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) কেয়ামত নিকটবর্তী হয়েছে এবং চন্দ্র বিদীর্ণ হয়েছে। (২) আর তারা কোন নিদর্শন দেখলে মূখ ফিরিয়ে নেবে এবং বলবে, এতো এক চিরাচরিত যাদু।(৩) তারা অবিশ্বাস করেছে আর নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করেছে। আর প্রতিটি কাজের সময় নির্দ্ধারিত।(৪) ওদের কাছে ওই খবর পৌঁছে গেছে যাতে পর্যাপ্ত শিক্ষার বিষয় আছে।(৫) উচ্চ মর্যাদার তত্ত্বজ্ঞান।

কিন্তু সতর্কবাণী তাদের কোন কাজে আসে না। (৬) অতএব ওদের থেকে মূখ ফিরিয়ে নাও। যেদিন আহ্বানকারী ওদেরকে এক অপ্রিয় বিষয়ের দিকে আহ্বান করবে। (৭) সেদিন তারা দৃষ্টি নিচু করে বিক্ষিপ্ত পঙ্গপালের ন্যায় কবর থেকে বেরিয়ে আসবে। (৮) আহ্বানকারীর দিকে দৌড়াতে দৌড়াতে। অস্বীকারকারীরা বলবে, এ এক কঠিন দিন।

(৯) এর আগে নূহের সম্প্রদায়েরা অস্বীকার করেছিল, তারা আমার বান্দাকে অবিশ্বাস করেছিল আর বলেছিল, এ এক পাগল আর তাকে হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। (১০) তখন সে তার প্রভূকে বলেছিল, আমি হেরে গেছি, তুমি প্রতিশোধ নাও। (১১) তখন আমি মুষলধারে বর্ষিত বৃষ্টির পানিতে আকাশের দ্বার খুলে দিলাম। (১২) এবং ধরণীতে স্রোত প্রবাহিত করে দিলাম। তখন পূরো পানি নির্দ্ধারিত উদ্দেশ্য নিয়ে একত্রিত হলো। (১৩) আর আমি ওকে তক্তা ও পেরেক দ্বারা নির্মিত এক নৌযানে উঠিয়ে নিলাম। (১৪) যা আমার চোখের সামনে চলতে থাকল। ওই ব্যক্তির প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য যাকে প্রত্যাখ্যান করা হয়েছিল। (১৫) আর একে আমি নিদর্শন স্বরূপ রেখে দিয়েছি। অতএব চিন্তা করার কেউ আছে কি? (১৬) তাহলে কেমন ছিল আমার শাস্তি আর কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৭) আমি তো কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব উপদেশ গ্রহণকারী কেউ আছে কি?

(১৮) আদ সম্প্রদায়ও অবিশ্বাস করেছিল। অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি, আর কেমন ছিল আমার সতর্কবাণী। (১৯) আমি তাদের উপর এক তীব্র ঝড়ো বাতাস পাঠিয়েছিলাম নিরবিচ্ছিন্ন অশুভ (প্রচণ্ড ঠাণ্ডার সময়) দিনে। (২০) যা মানুষকে উপড়ে ফেলছিল যেন তারা উৎপাটিত খেজুর গাছের কাণ্ড। (২১) অতএব কেমন ছিল আমার শাস্তি আর আমার সতর্কবাণী।

(২২) আমি কুরআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কেউ আছে কি যে উপদেশ গ্রহণ করবে?

(২৩) সামূদ জাতি ও সতর্কবার্তা উপেক্ষা করেছিল। (২৪) তারা বলেছিল, আমরা কি আমাদের মধ্যে থেকে একজন মানুষকে অনুসরণ করব? তাহলে তো আমরা পথভ্রষ্ট ও উন্মাদ বলে গণ্য হবো। (২৫) আমাদের মধ্য থেকে কেবল তার কাছেই উপদেশ অবতীর্ণ হয়েছে? বরং সে তো এক উদ্ধত, মিথ্যাবাদী। (২৬) কালই তারা জানতে পারবে কে মিথ্যাবাদী আর কে উদ্ধত। (২৭) তাদেরকে পরীক্ষার জন্য আমি উষ্ট্রী পাঠাচ্ছি। তুমি প্রতীক্ষা করো। (২৮) ধৈর্যধর, আর তাদেরকে জানিয়ে দাও যে, তাদের মধ্যে পানি ভাগ করে দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকে পালাক্রমে উপস্থিত হও। (২৯) কিন্তু তারা তাদের সঙ্গীকে ডাকল, তখন তারা আক্রমণ করল এবং উষ্ট্রীকে কেটে ফেলল। (৩০) তখন কেমন ছিল আমার শাস্তি আর আমার সতর্কবাণী। (৩১) তাদের বিরুদ্ধে আমি একটি মাত্র আওয়াজ পাঠিয়েছিলাম। তাতেই তারা খোয়াড় নির্মাণকারীর খড়ের মত (দলিত-মথিত) হয়ে গিয়েছিল। (৩২) আমি তো কুরাআনকে উপদেশ গ্রহণের জন্য সহজ করে দিয়েছি। অতএব কেউ আছে কি উপদেশ গ্রহণকারী।

(৩৩) লূতের সম্প্রদায়ও সতর্ককারীকে অবিশ্বাস করেছিল। (৩৪) আমি তাদের কাছে পাথর বর্ষানো বাতাস পাঠিয়েছিলাম। কেবল লূতের পরিবার রক্ষা পেয়েছিল। আমি ওদেরকে রক্ষা করলাম ভোরের আগে। (৩৫) আমার পক্ষ থেকে অনুগ্রহ করে। যারা কৃতজ্ঞতা স্বীকার করে তাদরেকে এভাবেই প্রতিফল দিই। (৩৬) আর লূত ওদেরকে আমার পাকড়াও সম্পর্কে সতর্ক করেছিল। কিন্তু তারা তার সতর্কবাণী সম্বন্ধে বিতর্ক করেছিল। (৩৭) তারা তার কাছে তার অতিথিদের পেতে চাইল, তখন আমি তাদের দৃষ্টি বিলুপ্ত

করে দিই। এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন করো। (৩৮) প্রত্যুষে তাদের উপর স্থিতিশীল শাস্তি নেমে এল। (৩৯) এখন আমার শাস্তি ও সতর্কবাণী আস্বাদন করো। (৪০) আমি তো উপদেশ গ্রহণের জন্য কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি।

(৪১) আর ফেরাউনের লোকদের কাছেও সতর্ককারী এসেছিল। (৪২) তারা আমার সমস্ত নিদর্শনকে মিথ্যা বলেছিল। তাই আমি তাদেরকে পরাক্রমশালী ও মহাশক্তিধরের মত পাকড়াও করলাম।

(৪৩) তোমাদের অস্বীকারকারীরা কি এদের চেয়েও শ্রেষ্ঠ অথবা তোমাদের জন্য কি ঐশীগ্রন্থে ক্ষমার ঘোষণা লিখে দেওয়া হয়েছে? (৪৪) না কি তারা বলে যে, আমরা এমন একটি দল যেদল প্রভাবশালীই থাকবে। (৪৫) শীঘ্রই এই দল পরাজিত হবে এবং পিছন ফিরে পলায়ন করবে। (৪৬) বরং কেয়ামত তাদের প্রতিশ্রুতি সময় এবং কেয়ামত আরো গুরুতর ও কঠিন। (৪৭) নিঃসন্দেহে অপরাধিরা পথভ্রষ্ট এবং অজ্ঞতার মধ্যে রয়েছে। (৪৮) যেদিন তাদের উপুড় করে টেনে হিঁচড়ে নরকের আগুনে নিয়ে আসা হবে। আগুনের স্বাদ আস্বাদন করো।

(৪৯) আমি সবকিছুই পরিমাপ মত সৃষ্টি করেছি। (৫০) আর আমার আদেশ তো হঠাৎই এসে পড়বে, চোখের পলকে। (৫১) আমি তোমাদের মত দলগুলিকে ধ্বংস করে দিয়েছি। অতএব চিন্তা করার কেউ আছে কি? (৫২) আর যা কিছু তারা করেছে সবই কিতাবে লেখা আছে। (৫৩) প্রত্যেক ছোট ও বড় বিষয়ও লেখা আছে। (৫৪) নিঃসন্দেহে মোত্তাকীরা (খোদাভীরুরা) ঝরনা সমৃদ্ধ উদ্যানে থাকবে। (৫৫) তারা বসার মত বসে থাকবে মহাশক্তিধর সম্রাটের সান্নিধ্যে।

৫৫. সূরাহ আর-রহমান (করুণাময়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) করুণাময়।(২) কুরআন শিক্ষা দিয়েছেন।(৩) মানুষ সৃষ্টি করেছেন। (৪) তাকে ভাষা শিখিয়েছেন। (৫) চন্দ্র এবং সূর্যের জন্য একটি হিসাব রয়েছে। (৬) তারকা ও বৃক্ষ তাঁকে সিজদাহ করে। (৭) তিনি আকাশের উচ্চতায় তূলা-দণ্ড স্থাপন করেছেন। (৮) যাতে তোমরা মাপের ব্যাপারে অন্যায় না করো। (৯) তোমরা ন্যায়ের সাথে মাপ ঠিক রেখ এবং ওজনে কম দিও না।

(১০) এই ধরণীকে তিনি তাঁর সৃষ্ট জীবের জন্য রেখে দিয়েছেন। (১১) এতে আছে ফলমূল ও আবরণ সমৃদ্ধ খেজুর। (১২) আর আছে খোসাওয়ালা শস্যদানা ও সুরভিত ফুল। (১৩) অতএব তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (১৪) তিনি মানুষকে সৃষ্টি করেছেন পোড়ামাটির মত ঠন ঠনে মাটি থেকে। (১৫) আর তিনি জিনকে সৃষ্টি করেছেন ধূম্রবিহীন অগ্নিশিক্ষা থেকে। (১৬) অতএব তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (১৭) আর তিনিই দুই পূর্ব এবং দুই পশ্চিমের মালিক। (১৮) অতএব তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (১৯) তিনিই দুই সমুদ্রের মিলিত প্রবাহ প্রবাহিত করেছেন। (২০) দুইয়ের মাঝে আছে এক অন্তরাল, যা তারা অতিক্রম করে না। (২১) অতএব তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (২২) এই দুটি থেকেই মুক্তা ও প্রবাল বের হয়। (২৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (২৪) সমুদ্রে চলমান পাহাড়ের মত উঁচু নৌযানসমূহ তাঁরই।

(২৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে?

(২৬) ভূ-পৃষ্ঠে যা কিছু আছে তা ধ্বংস হয়ে যাবে। (২৭) অবশিষ্ট থাকবে কেবল তোমার প্রভূর সত্ত্বা। মহামহিম, চির সন্মানিত। (২৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (২৯) তাঁরই কাছে চায় যা কিছু আকাশ ও ধরণীতে আছে। প্রত্যেক দিনই তাদের কোন না কোন কাজ থাকে। (৩০) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে?

(৩১) শীঘ্রই আমি তোমাদের প্রতি মনোনিবেশ করব, হে দুই বৃহৎ কাফেলা। (৩২) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৩৩) হে জিন ও মানুষের দল। যদি তোমরা আকাশ ও পৃথিবীর সীমানা থেকে বের হয়ে যেতে পারো তাহলে বের হয়ে যাও। (৩৪) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৩৫) তোমাদের দিকে আগুনের স্ফুলিঙ্গ ও ধূম্র পাঠানো হলে তোমরা নিজেদেরকে রক্ষা করতে পারবে না। (৩৬) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে?

(৩৭) যে দিন আকাশ ফেটে চামড়ার মত লাল হয়ে যাবে। (৩৮) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৩৯) সেদিন না কোন মানুষকে তার অপরাধ সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে, না কোন জিনকে। (৪০) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকারকে অস্বীকার করবে? (৪১) লক্ষণ দেখে অপরাধীকে চিনে নেওয়া হবে। তাদের প্রত্যেককে মাথার সামনের চুল ও পা ধরে পাকড়াও করা হবে। (৪২) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার

অস্বীকার করবে? (৪৩) এটাই সেই নরক, অপরাধীরা যাকে অবিশ্বাস করত। (৪৪) ওরা এর মধ্যে ফুটন্ত পানির মধ্যে ছোটাছুটি করবে। (৪৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে?

(৪৬) আর যে ব্যক্তি তার প্রভূর সামনে দাঁড়াতে ভয় পায়, তার জন্যে রয়েছে দুটি বাগান। (৪৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৪৮) দুটিতেই সবুজের সমারোহ। (৪৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৫০) ওর মধ্যে দুটি ঝরণা প্রবাহিত হবে। (৫১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৫২) দুটি বাগানেই প্রত্যেকটি ফলই দুই দুই প্রকারের। (৫৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৫৪) তারা রেশমের মোটা আস্তরণের বিছানার উপরে বালিশে হেলান দিয়ে বসবে। আর ওই বাগানের ফলগুলো ঝুলে থাকবে। (৫৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৫৬) ওর মধ্যে থাকবে আনতনয়না রমনীরা, যাদেরকে ইতিপূর্বে না কোন মানুষ স্পর্শ করেছে আর না কোন জিন। (৫৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৫৮) তারা নীলকান্তমনি ও প্রবালের ন্যায় সৌন্দর্যমণ্ডিত। (৫৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৬০) ভাল কাজের পুরষ্কার ভাল ছাড়া আর কি হতে পারে? (৬১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে?

(৬২) এছাড়াও আরো দুটি বাগান আছে। (৬৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৬৪) গাঢ় সবুজ রঙের। (৬৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার

করবে? (৬৬) এতেও ফেনায়িত দুটি প্রবহমান ঝরণা থাকবে। (৬৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৬৮) তাতে থাকবে ফল, খেজুর এবং আনার। (৬৯) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৭০) এতে থাকবে চরিত্রবতী সুন্দরী রমণীগণ। (৭১) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৭২) 'হুর' (স্বর্গের অপরূপা অপ্সরা) তাঁবুতে সুরক্ষিতা। (৭৩) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৭৪) এর পূর্বে এদেরকে না কোন মানুষ ভোগ করেছে আর না কোন জিন। (৭৫) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৭৬) তারা সবুজ মসনদে মূল্যবান গালিচার উপরে হেলান দিয়ে বসবে। (৭৭) অতএব, তোমরা তোমাদের প্রভূর কোন কোন উপকার অস্বীকার করবে? (৭৮) বরকতময় (বিভূতিপূর্ণ) তোমার মহামহিম ও চিরসম্মানিত প্রভূর নাম।

৫৬. সূরাহ আল-ওয়াক্বিআহ (অনিবার্য ঘটনা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন ঘটিতব্য ঘটে যাবে। (২) যা ঘটবেই, এতে কোন মিথ্যা নেই। (৩) কাউকে নিচু করবে, কাউকে উঁচু করবে। (৪) যখন পৃথিবী প্রবলভাবে কম্পিত হবে। (৫) পর্বতসমূহ ভেঙে চুরমার হয়ে যাবে। (৬) তা বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত হবে। (৭) আর তোমরা তিন শ্রেণিতে বিভক্ত হয়ে যাবে।

(৮) অতএব, দক্ষিণ-পন্থী, কত সুন্দর দক্ষিণ-পন্থীরা। (৯) আর বাম-পন্থী, কত নিকৃষ্ট এই বাম-পন্থীরা। (১০) আর অগ্রগামীরা তো অগ্রগামীই থাকবে।

(১১) তারাই সান্নিধ্যপ্রাপ্ত। (১২) অনুগ্রহের উদ্যানে। (১৩) এদের বৃহৎ সংখ্যা পূর্ববর্তীদের মধ্য থেকে হবে। (১৪) এবং অল্প সংখ্যাক পরবর্তীদের মধ্যে থেকে হবে। (১৫) স্বর্ণখচিত আসন সমূহে (১৬) বালিশে হেলান দিয়ে মূখো-মূখি বসবে। (১৭) চির-কিশোর বালকেরা তাদের কাছাকাছি ঘুরবে (১৮) পানপাত্র, জগ ও বিশুদ্ধ শরাবের পেয়ালা নিয়ে। (১৯) যা পান করলে মাথা ব্যাথাও হবে না, নেশাও লাগবে না। (২০) আর ফলের মধ্যে যা খুশী বেছে নাও। (২১) আর পাখির মাংস যা পছন্দ। (২২) এবং ডাগর নয়না হুর (অপ্সরা) (২৩) সুরক্ষিত মুক্তার মত। (২৪) তাদের কৃত-কর্মের প্রতিদান স্বরূপ। (২৫) সেখানে তারা কোন বাজে কথা কিংবা পাপের কথা শুনবে না। (২৬) শুনবে শুধু 'সালাম' 'সালাম' রব।

(২৭) আর দক্ষিণাপন্থীরা কি সৌভাগ্যবান দক্ষিণ পন্থীরা। (২৮) কাঁটাবিহীন কূলগাছএ (২৯) কাঁদিওয়ালা কলাগাছ, (৩০) প্রসারিত ছায়া। (৩১) প্রবহমান পানি। (৩২) প্রচুর ফলমূল। (৩৩) যা কখনও শেষ হবে না, বাধাপ্রাপ্তও হবে না। (৩৪) আর উন্নত বিছানা। (৩৫) আমি ওই রমনীদের বিশেষভাবে তৈরী করেছি। (৩৬) তাদেরকে কুমারী অবস্থায় রেখেছি। (৩৭) মন-মোহিনী ও সমবয়সী করে। (৩৮) দক্ষিণ-পন্থীদের জন্য। (৩৯) পূর্ববর্তীদের মধ্যে থেকেও একটি বড় দল হবে (৪০) এবং পরবর্তীদের মধ্য থেকেও একটি বড় দল হবে।

(৪১) আর বামপন্থী, কত নিকৃষ্ট বামপন্থীরা। (৪২) আগুন এবং ফুটন্ত পানিতে। (৪৩) আর কালো ধোঁয়ার ছায়ায়। (৪৪) যা না ঠাণ্ডা আর না সম্মানের। (৪৫) ইতিপূর্বে এরা ছিল সম্পন্ন লোক। (৪৬) তারা বড় পাপে অনঢ় থাকত। (৪৭) আর বলত, আমরা যখন মরে যাব এবং মাটি ও হাড়ে পরিণত হব, তারপরও কি আমাদের পূনর্জীবিত করা হবে? (৪৮) আর

আমাদের পূর্ববর্তী বাপ-দাদাদেরকেও? (৪৯) বলো, পূর্ববর্তীরা ও পরবর্তীরা (৫০) সবাইকে এক নির্দ্ধারিত দিনের সময়ে একত্রিত করা হবে। (৫১) অতঃপর হে পথভ্রষ্ট অবিশ্বাসীরা। (৫২) তোমরা অবশ্যই যাকুম গাছ থেকে আহার করবে। (৫৩) তা দিয়ে উদর পূর্ণ করবে। (৫৪) তার উপর গরম পানি পান করবে। (৫৫) তৃষ্ণার্ত উটের মত পান করবে। (৫৬) এটাই হবে প্রতিদানের দিনে তাদের আপ্যায়ন।

(৫৭) আমিই তো তোমাদের সৃষ্টি করেছি। অতএব, তোমরা বিশ্বাস করছোনা কেন? (৫৮) তোমরা যে বীর্যপাত করছো সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ? (৫৯) তোমরা কি তার আকৃতি দিয়েছ না আমি আকৃতিদাতা? (৬০) আমি তোমাদের মধ্যে মৃত্যু নির্দ্ধারণ করেছি এবং আমি এতে অপারগ নই। (৬১) তোমাদের অবস্থা পরিবর্তন করতে এবং এমন আকৃতি দিতে যা তোমরা জানো না। (৬২) তোমরা কি প্রথমবারের জন্ম সম্পর্কে জানো? তাহলে এথেকে শিক্ষা নিচ্ছ না কেন? (৬৩) তোমরা যে বীজ বপণ করো সে সম্পর্কে চিন্তা করেছ কি? (৬৪) তোমরা কি তা উৎপন্ন করো, না আমিই উৎপন্নকারী? (৬৫) আমি ইচ্ছা করলে তাকে উল্টোপাল্টা করে দিতে পারি। তোমরা তখন হতবাক হয়ে থাকবে। (৬৬) আমরা তো ক্ষতিগ্রস্ত। (৬৭) বরং আমরা সম্পূর্ণ বঞ্চিত। (৬৮) তোমরা যে পানি পান কর সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৬৯) তোমরা কি তা মেঘ থেকে বর্ষণ করেছ, না আমিই বর্ষণকারী। (৭০) যদি আমি ইচ্ছা করি তাহলে তা অত্যন্ত লবণাক্ত করে দিতে পারি। তবুও তোমরা কেন কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো না। (৭১) তোমরা যে আগুন জ্বালাও সে সম্পর্কে ভেবে দেখেছ কি? (৭২) তার গাছ কি তোমরা সৃষ্টি করেছ, না আমিই তা সৃষ্টিকারী। (৭৩) আমি তা একটি স্মারক বানিয়েছি, আর পথচারীদের জন্য একটি

লাভদায়ক বস্তু। (৭৪) অতএব তুমি তোমার মহান প্রভূর নামের স্তূতি কর।

(৭৫) তা নয়, আমি শপথ করছি তারকারাজীর অবস্থিতির। (৭৬) যদি তোমরা ভেবে দেখ এ এক মস্ত বড় শপথ। (৭৭) নিঃসন্দেহে এ হল মহা সম্মানিত কুরআন। (৭৮) এক সুরক্ষিত গ্রন্থে। (৭৯) একে সেই স্পর্শ করে, যাকে পবিত্র করা হয়েছে। (৮০) বিশ্ব জগতের প্রভূর পক্ষ থেকে অবতীর্ণ। (৮১) তবুও কি তোমরা এই বাণী উপেক্ষা করছ? (৮২) আর তোমরা তোমাদের ভাগ এই নিচ্ছ যে, তোমরা একে অবিশ্বাস করছ?

(৮৩) তবে কেন নয়, যখন প্রাণ কণ্ঠনালীতে চলে আসে। (৮৪) আর তোমরা তখন ফ্যাল ফ্যাল করে তাকাতে থাক। (৮৫) আর আমি থাকি তোমাদের চেয়েও তার বেশি কাছে, কিন্তু তোমরা তা দেখ না। (৮৬) তবে কেন নয়, যখন তোমরা অধীনই নও। (৮৭) তাহলে তোমরা তার প্রাণ ফিরিয়ে আনো না কেন, যদি তোমরাই সঠিক হও? (৮৮) যদি সে প্রিয় বান্দাদের একজন হয়। (৮৯) তাহলে শান্তি, উত্তম সূখ সামগ্রী আর অনুগ্রহের বাগান। (৯০) আর যদি সে ডান-পন্থীদের মধ্যে হয়। (৯১) তাহলে তোমার জন্য সালামতী, কারণ তুমি ডান-পন্থীদের একজন। (৯২) আর যদি সে অবিশ্বাসী, পথভ্রষ্টদের মধ্যে কেউ হয়। (৯৩) তাহলে উত্তপ্ত পানির আপ্যায়ন। (৯৪) আর নরকের দহন। (৯৫) নিঃসন্দেহে এটাই অন্তিম সত্য। (৯৬) অতএব তুমি তোমার মহান প্রভূর নামের স্তুতি করো।

৫৭. সূরাহ আল-হাদীদ (লৌহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আকাশ ও ধরণীতে যা কিছু আছে সবই আল্লাহর স্তূতি করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) আকাশ ও ধরণীর সম্রাজ্য তাঁরই। তিনিই জীবন দান করেন এবং মৃত্যু দান করেন। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (৩) তিনিই আদি, তিনিই অন্ত, তিনিই পরোক্ষ তিনিই প্রত্যক্ষ, তিনিই সর্বজ্ঞাতা। (৪) তিনিই আকাশ ও ধরণী ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন। অতঃপর তিনি সিংহাসনে সমাসীন হয়েছেন। যা কিছু ধরণীতে প্রবেশ করে এবং যা কিছু ধরণী হতে বের হয়। আকাশ থেকে যা কিছু নেমে আসে এবং আকাশে যা কিছু উঠে যায়, সবকিছুই তিনি জানেন। তোমরা যেখানেই থাকো তিনি তোমাদের সঙ্গেই আছেন, আর তোমরা যা কিছু করো, তিনি দেখতে পান। (৫) আকাশ ও ধরণীর সম্রাজ্য তাঁরই, আর আল্লাহর দিকেই সর্ব বিষয়ের প্রত্যাবর্তন। (৬) তিনি রাত-কে দিনের মধ্যে প্রবেশ করান এবং দিনকে রাতের মধ্যে প্রবেশ করান এবং তিনি অন্তর্যামী।

(৭) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি বিশ্বাস আনো এবং তিনি তোমাদেরকে যা কিছুর উত্তরাধিকারী করেছেন তা থেকে ব্যয় করো। তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস আনবে ও ব্যয় করবে তাদের জন্য রয়েছে বড় প্রতিদান। (৮) তোমাদের হয়েছে কি যে, আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করছো না, অথচ রসূল তোমাদেরকে ডাকছে যে, আপন প্রভূর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তিনি তোমাদের থেকে প্রতিশ্রুতিও নিয়েছেন। যদি তোমরা মোমিন (আস্থাবান) হও। (৯) তিনিই তাঁর বান্দাদের প্রতি স্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, এজন্য যে, তিনি তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে আলোর

দিকে নিয়ে যেতে চান। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত স্নেহপরায়ণ, পরম দয়ালু। (১০) আর তোমাদের হয়েছে কি যে, তোমরা আল্লাহর পথে ব্যয় করো না, অথচ সমস্ত আকাশ ও ধরণী শেষ পর্যন্ত আল্লাহরই থাকবে। তোমাদের মধ্যে যারা বিজয়ের পরে ব্যয় করেছে ও যুদ্ধ করেছে তারা ওদের সমান হতে পারে না যারা বিজয়ের পূর্বে ব্যয় করেছে এবং যুদ্ধ করেছে, তবে আল্লাহ সবাইকে কল্যাণের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। তোমরা যা কিছু করো আল্লাহ তা জানেন।

(১১) এমন কে আছে যে, আল্লাহকে ঋণ দিতে পারে, ভাল ঋণ? তার জন্য তিনি তা বহুগুণ বৃদ্ধি করে দেবেন। উপরন্তু তার জন্যে রয়েছে সম্মানজনক প্রতিফল। (১২) সেদিন তুমি আস্থাবান পুরুষ এবং আস্থাবান মহিলাদের দেখবে তাদের সামনে ও ডাইনে তাদের জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হয়ে চলছে, আজ তোমাদের জন্য স্বর্গোদ্যানের সুসংবাদ, যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, তোমরা ওখানে চিরকাল থাকবে। এটাই মহাসাফল্য। (১৩) সেদিন কপটাচারী পুরুষ ও কপটাচারী মহিলারা আস্থাবানদের বলবে, আমাদের জন্য একটু অপেক্ষা করো আমরা তোমাদের আলোয় কিছুটা উপকার নিই। বলা হবে, তোমরা তোমাদের পিছনের দিকে ফিরে যাও এবং নিজেদের আলো খোঁজ করো। অতঃপর তাদের মাঝে একটি প্রাচীর খাড়া করে দেওয়া হবে, যাতে একটি দরজা থাকবে। তার ভিতরের দিকে থাকবে কৃপা এবং বাইরের দিকে থাকবে শাস্তি। (১৪) তারা আস্থাবানদের ডেকে বলবে, আমরা কি তোমাদের সাথে ছিলাম না? তারা বলবে, হ্যাঁ, কিন্তু তোমরা নিজেরাই নিজেদেরকে বিপদগ্রস্থ করেছ। তোমরা প্রতীক্ষা করেছ এবং সন্দেহ পোষণ করতেই থেকেছে। আর মিথ্যা আশা তোমাদেরকে ধোকা দিয়েছে। অবশেষে আল্লাহর নির্ণয় এসে গেছে। আর ধোকাবাজ তোমাদেরকে আল্লাহ সম্পর্কে

প্রতারিত করেছে। (১৫) অতএব আজ তোমাদের কাছ থেকে কোন মুক্তিপণ নেওয়া হবে না আর না ওদের কাছ থেকে যারা অস্বীকার করেছিল। তোমাদের ঠিকানা নরক। ওটাই তোমাদের সাথী। ওটা কতই না নিকৃষ্ট ঠিকানা।

(১৬) ঈমানদারগণের জন্য কি সেই সময় আসেনি যে, আল্লাহর উপদেশের সামনে অবণত হয়ে পড়ে। আর সেই সত্যের সামনে যা অবতরণ করা হয়েছিল। আর তারা ওদের মত না হয়ে পড়ে যাদেরকে পূর্বে কিতাব দেওয়া হয়েছিল? অতঃপর বহুকাল অতিক্রান্ত হওয়ায় তাদের হৃদয় কঠোর হয়ে গেছে। আর তাদের মধ্যে অনেকেই অবাধ্য। (১৭) জেনে রাখ, আল্লাহ ভূমিকে তার মৃত্যুর পরে জীবিত করেন। ওর মৃত্যুর পর আমি তোমাদের জন্য নিদর্শনসূমহ বর্ণনা করে দিয়েছি যাতে তোমরা বুঝতে পারো।

(১৮) নিঃসন্দেহে দানশীল পুরুষ ও দানশীলা মহিলা এবং যারা আল্লাহকে ঋণ দিয়েছে, সুন্দর ঋণ। তাদেরকে বহুগুন বেশী দেওয়া হবে। উপরন্তু তাদের জন্য রয়েছে এক মহাসম্মানিত প্রতিদান। (১৯) আর যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান এনেছে, তারাই আল্লাহর নিকট খাঁটি ও শহীদ বলে বিবেচিত, তাদের জন্য তাঁর প্রতিফল আর তাঁর জ্যোতি। আর যারা অস্বীকার করেছে এবং আমার নিদর্শনসমূহকে মিথ্যা বলেছে তারাই নরকের অধিবাসী।

(২০) জেনে রাখ, পার্থিব জীবন খেল-তামাশা ছাডা আর কিছুই নয়, সাজ-সজ্জা, পারস্পরিক অহমিকা এবং সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি বৃদ্ধির প্রতিযোগিতা ছাড়া আর কিছুই নয়। যেমন একটা বৃষ্টি যার ফসল কৃষকদের মুগ্ধ করে। তারপর তা শুকিয়ে যায় এবং তুমি তাকে হলদে দেখতে পাও। অতঃপর তা খড়কূটো হয়ে যায়। পরকালে আছে কঠিন শাস্তি আর আল্লাহর ক্ষমা ও সন্তুষ্টি। আর পার্থিব জীবন তো প্রতারণামূলক ভোগ ব্যতিত আর কিছুই নয়। (২১) তোমরা প্রভূর ক্ষমার দিকে দৌড়াও। আর এমন এক

স্বর্গের দিকে যার ব্যপকতা আকাশ ও পৃথিবীর সমান। তা ওই লোকদের জন্য প্রস্তুত করা হয়েছে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলদের বিশ্বাস করে। এটাই আল্লাহর কৃপা, তিনি যাকে চান তাকে দিয়ে থাকেন। আর আল্লাহ মহান কৃপার অধিকারী।

(২২) কোন বিপত্তি না পৃথিবীতে আসে আর না তোমাদের জীবনে পরন্তু তা এক কিতাবে লিখিত আছে, সৃষ্টির পূর্বেই। নিঃসন্দেহে এটা আল্লাহর পক্ষে সহজ। (২৩) যাতে তোমরা যা হারাও তাতে দুঃখ না করো। আর না ওই জিনিষে অভিমান করো যা তিনি তোমাদিগকে দিয়েছেন। আর আল্লাহ দাম্ভিক অহংকারীদের পছন্দ করেন না। (২৪) যে কৃপণতা করে এবং অন্যকে কৃপনতা করতে শিক্ষা দেয়। আর যে মূখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে আল্লাহ নিস্পৃহ, প্রশংসনীয়।

(২৫) আমি আমার রসূলদের নিদর্শনসহ পাঠিয়েছি এবং তাদের সাথে কিতাব ও মানদণ্ড দিয়েছি, যাতে মানুষ ন্যায়বিচার প্রতিষ্ঠা করে। আর আমি লোহাও দিয়েছি যার মধ্যে প্রচণ্ড শক্তি ও মানুষের জন্য কল্যাণ রয়েছে; এজন্য যে আল্লাহ জানতে চান, কে না দেখেও তাঁকে ও তাঁর রসূলদেরকে সহায়তা করে। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।

(২৬) আর আমি নূহ ও ইবরাহীমকে পাঠিয়েছি। আর ওদের বংশধরদের পয়গম্বরী ও কিতাব দিয়েছি। তাদের মধ্যে কেউ কেউ ছিল সৎপথপ্রাপ্ত। আবার তাদের অনেকেই ছিল অবাধ্য। (২৭) অতঃপর তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে আমি আমার রসূলদের পাঠিয়েছি। এবং ওদেরই পদাঙ্ক অনুসরণে মরিয়মের পুত্র ঈসাকে পাঠিয়েছি। এবং তাকে ইনজীল প্রদান করেছি। যারা তার অনুসরণ করেছে তাদের অন্তরে দিয়েছি সহানুভূতি ও দয়া। আর সন্যাসকে তারা নিজেরাই উদ্ভাবন করে নিয়েছে, আমি তাদের উপর এটা অনিবার্য

করিনি, কিন্তু ওরা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য নিজেরাই এটাকে বেছে নিয়েছে। কিন্তু এটাও তারা ঠিকভাবে পালন করতে পারেনি, অতএব ওদের মধ্যে যারা ঈমান এনেছিল তাদেরকে আমি প্রতিদান দিয়েছি। তবে তাদের মধ্যে অধিকাংশই ছিল অবাধ্য।

(২৮) হে বিশ্বাসীগণ! আল্লাহকে ভয় করো এবং তাঁর রসূলদের প্রতি ঈমান আনো। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে দ্বিগুণ দিবেন। এবং তোমাদেরকে এমন আলো প্রদান করবেন যা নিয়ে তোমরা পথ চলবে। এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২৯) যাতে গ্রন্থধারীরা জানতে পারে যে, আল্লাহর অল্প অনুগ্রহের উপরও তাদের কোন অধিকার নেই, অনুগ্রহ আল্লাহর হাতে। তিনি যাকে ইচ্ছা করেন প্রদান করেন। আর আল্লাহ বিরাট অনুগ্রহের মালিক।

৫৮. সূরাহ-আল-মুজাদালাহ (প্রতিবাদীপক্ষ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আল্লাহ ওই মহিলার কথা শুনেছেন যে তার স্বামী সম্বন্ধে তোমার সাথে বাদানুবাদ করছিল, এবং আল্লাহর কাছে অভিযোগ জানাচ্ছিল, আর আল্লাহ তোমাদের দুজনের কথাবার্তা শুনছিলেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ সবই শোনেন সবই জানেন।

(২) তোমাদের মধ্যে যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে 'যিহার' (তালাক দেওয়ার একটি পন্থা, যাতে স্বামী তার স্ত্রীকে বলে যে, তুমি আমার মায়ের পীঠের মত) করে, তারা তাদের মা নয়। তারা নিঃসন্দেহে বিবেকহীন এবং অসত্য কথা বলে, আর আল্লাহ মার্জনাকারী, ক্ষমাশীল। (৩) আর যারা তাদের স্ত্রীদের সাথে যিহার করে এবং পরে তাদের কথা থেকে ফিরে আসে যা তারা

বলেছিল, তাহলে একটি গর্দান (দাস) কে মুক্ত করতে হবে পরস্পরের সংস্পর্শে আসার পূর্বেই। এথেকে তোমাদের এই উপদেশ দেওয়া হচ্ছে। আর তোমরা যা করো আল্লাহ তা জানেন। (৪) যার সে সামর্থ নেই সে নিরন্তর দুমাস রোযা রাখবে পারস্পরিক সংস্পর্শে আসার পূর্বেই, এটাও যারা করতে পারবে না তাহলে ৬০ জন গরীব মানুষকে আহার করাবে। তোমরা যাতে আল্লাহ ও তাঁর রসূলের প্রতি খাঁটি বিশ্বাস স্থাপন করো সেজন্য এই বিধান। এগুলো আল্লাহর নির্দ্ধারিত বিধান। আর অবাধ্যদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি।

(৫) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরুদ্ধাচারণ করে তারা লাঞ্ছিত হবে, যেভাবে এদের পূর্ববর্তীরা লাঞ্ছিত হয়েছে। আমি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেছি। আর অস্বীকারকারীদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। (৬) যে দিন আল্লাহ তাদের সকলকে পূনরায় উঠাবেন এবং তাদের কৃত-কর্ম তাদেরকে জানিয়ে দেবেন। আল্লাহ তার হিসাব রেখেছেন, যদিও তারা তা ভূলে গেছে। আল্লাহ সবকিছুরই স্বাক্ষী।

(৭) তুমি কি দেখনি যে, আল্লাহ সবই জানেন যা কিছু আকাশ ও পৃথিবীতে বিরাজ করছে। যে কোন তিনজনের কানা-ঘুষো হলে তিনি থাকেন তার চতুর্থজন। আর যদি পাঁচজনের কানা-ঘুষো হয় তিনি থাকেন তার ষষ্ঠ জন। আবার এরচেয়েও কম বা বেশী জনের হলেও তারা যেখানেই থাকুক, তিনি তাদের সঙ্গে থাকেন। অতঃপর কেয়ামতের দিন তিনি তাদেরকে তাদের কৃতকর্ম জানিয়ে দেবেন। নিঃসন্দেহে আল্লাহ প্রত্যেক বিষয়ই অবগত আছেন। (৮) তুমি কি দেখনি যাদেরকে কানা-ঘুষো করতে নিষেধ করা হয়েছিল, তবুও তারা তাই করছে, যা থেকে তাদেরকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল। আর তারা অন্যায়, অত্যাচার এবং রসূলকে অবজ্ঞার কানা-ঘুষো করে,

এবং যখন তারা তোমার কাছে আসে তখন এমন ভাবে তোমাকে সালাম জানায় যেভাবে আল্লাহও তোমাকে সালাম জানাননি। আর মনে মনে বলে, আমাদের এই কথায় আল্লাহ আমাদের শাস্তি দিচ্ছেন না কেন? ওদের জন্য নরকই যথেষ্ট, ওরা তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। কত নিকৃষ্ট সেই গন্তব্য।

(৯) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা গোপন পরামর্শ কর তখন পাপ, অন্যায় এবং রসুল অবজ্ঞার কানা-ঘুষো করবে না। বরং সৎকাজ ও খোদা-ভীতির বিষয়ে গোপন পরামর্শ করো এবং আল্লাহকে ভয় কর যাঁর কাছে তোমাদেরকে একত্রিত করা হবে। (১০) এই কানা-ঘুষো তো শয়তানের পক্ষ থেকে, যাতে সে বিশ্বাসীগণকে কষ্ট দিতে পারে, তবে আল্লাহর অনুমতি ছাড়া সে তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবে না। আর ঈমানদারগণের উচিৎ আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখা।

(১১) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদেরকে বলা হয় মজলিসে ছড়িয়ে বসো, তখন ছড়িয়ে বসো, তাহলে আল্লাহও তোমাদের ছড়িয়ে দেবেন। আর যখন বলা হয় উঠে যাও তখন উঠে যাবে। তোমাদের মধ্যে যারা ঈমানদার এবং যাদেরকে জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে, আল্লাহ তাদের উচ্চ মর্যাদা দান করবেন। তোমরা যা কিছুই করো না কেন আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

(১২) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমরা রসূলের সাথে একান্তে কথা বলতে চাইবে তখন তোমাদের একান্ত কথার পূর্বে কিছু সদকা (দান) প্রদান করবে। তোমাদের জন্য এটাই উত্তম এবং অধিক পবিত্র। তবে যদি না পাও তাহলে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৩) তোমরা কি একান্ত কথার পূর্বে সদকা দিতে ভয় পাচ্ছো? ঠিক আছে যদি এমন হয় যে, তোমরা সদকা দিতে পারলে না, আর আল্লাহ তোমাদেরকে ক্ষমা করে দিলেন, তখন

নামায স্থাপিত করো এবং যাকাত আদায় করো। আল্লাহ ও তাঁর রসূলের নির্দেশ পালন করো। আর তোমরা যা করো আল্লাহ সে সম্পর্কে অবগত।

(১৪) তুমি কি ওই লোকদের দেখনি, যারা এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যাদের উপর আল্লাহর ক্রোধ আছে। তারা না তোমাদের মধ্যে আর না ওদের মধ্যে, আর তারা জেনে বুঝে মিথ্যা বিষয়ে শপথ করে। (১৫) আল্লাহ ওদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন, নিঃসন্দেহে ওরা যা করে তা কত খারাপ। (১৬) তারা নিজেদের শপথসমূহকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে, আর তারা আল্লাহর পথে চলতে বাধা দিয়েছে, অতএব ওদের জন্য রয়েছে অপমানজনক শাস্তি।

(১৭) ওদের সম্পত্তি এবং ওদের সন্তান আল্লাহর শাস্তি থেকে ওদেরকে মোটেও বাঁচাতে পারবে না। ওরা নরকবাসী। ওরা সেখানেই থাকবে। (১৮) যেদিন আল্লাহ ওদের সবাইকে ওঠাবেন। তখন ওরা তাঁর কাছে সেরকমই শপথ করবে যেমন ওরা তোমাদের কাছে শপথ করত। আর ওরা জানে যে ওরা কিসের উপরে আছে, জেনে রাখ ওরাই মিথ্যাবাদী। (১৯) শয়তান ওদেরকে বশীভূত করে ফেলেছে, আর সে ওদেরকে আল্লাহর স্মরণ ভূলিয়ে দিয়েছে। ওরা শয়তানের দল। জেনে রাখ, শয়তানের দল অবশ্যই ধ্বংস হবে। (২০) যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করে তারা চরম লাঞ্ছিতদের দলভূক্ত। (২১) আল্লাহ লিখে দিয়েছেন যে, আমি আর আমার রসূল অবশ্যই বিজয়ী হব। নিঃসন্দেহে আল্লাহ মহাশক্তিধর, পরাক্রমশালী।

(২২) তুমি এমন কোন সম্প্রদায় পাবে না যে, যারা আল্লাহ ও পরলোক বিশ্বাস করে অথচ এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করে যারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধী। যদিও তারা তাদের পিতা বা তাদের ভাই অথবা পুত্র অথবা তার পরিবারের কেউ হোক না কেন। এরাই সেই লোক যাদের অন্তরে

আল্লাহ ঈমান দিয়েছেন। এবং আপন অনুগ্রহে যাদেরকে কৃতার্থ করেছেন। তিনি তাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এরাই আল্লাহর দল, আর আল্লাহর দলই সফলকাম।

৫৯. সূরাহ আল-হাশর (নির্বাসন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আকাশ ও ধরণীর সবকিছুই আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করে। তিনি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) তিনিই সেই সত্ত্বা যিনি কিতাবধারী-অস্বীকারকারীদের প্রথমবারের মত একত্রিত করে তাদের ঘর থেকে বিতাড়িত করে দিয়েছেন। তোমরা অনুমানও করতে পারোনি যে, তারা বের হয়ে যাবে, তারা মনে করত যে, তাদের দূর্গ তাদেরকে আল্লাহ থেকে রক্ষা করবে। কিন্তু আল্লাহ এমন জায়গা থেকে তাদের কাছে পৌঁছালেন যা তাদের কল্পনারও অতীত ছিল। আর তাদের অন্তরে ভীতি সঞ্চার করলেন। তারা নিজের হাতে নিজেদের ঘরবাড়ী ধ্বংস করছিল এবং মুসলমানদের হাতেও অতএব, হে দৃষ্টিসম্পন্ন ব্যক্তিরা! শিক্ষা নাও।

(৩) আল্লাহ যদি এদের উপর নির্বাসন না লিখে দিতেন তাহলে এই পার্থিব জগতেই তাদের শাস্তি দিয়ে দিতেন, আর পরলোকে ওদের জন্য রয়েছে নরক যন্ত্রণা। (৪) এজন্যে যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের বিরোধিতা করেছে। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর বিরোধিতা করে আল্লাহ তাকে কঠোর শাস্তি দিবেনই। (৫) তোমরা যে খেজুর গাছ গুলো কেটেছ, আর যেগুলো

না কেটে তার মূলের উপর দাঁড়ানো অবস্থায় ছেড়ে দিয়েছ তাতো আল্লাহরই নির্দেশে, এজন্য যে, তিনি অবাধ্যদেরকে অপমাণিত করবেন।

(৬) আল্লাহ তাঁর রসূলকে তাদের কাছ থেকে যা কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন তার জন্য তোমরা তার উপর না ঘোড়া দৌড় করেছ না উট। কিন্তু আল্লাহ তাঁর রসূলদের যাকে ইচ্ছা করেন ক্ষমতা দান করেন। আর আল্লাহ সবকিছুই করতে সক্ষম। (৭) আল্লাহ তাঁর রসূলকে জনপদবাসীদের কাছ থেকে যা কিছু ফিরিয়ে দিয়েছেন তা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের জন্য, আত্মীয় স্বজনের জন্য, অনাথ এবং নির্ধন ও মুসাফিরদের জন্য। যাতে তা তোমাদের সম্পদশালীদের মধ্যে আবর্তিত না হয়। আর রসূল তোমাদের যা কিছু দেয় তা গ্রহণ করো এবং যা নিতে বারণ করে তা নিওনা। আর আল্লাহকে ভয় করো। আল্লাহ কঠোর শাস্তিদাতা। (৮) ওই সব দেশত্যাগী গরীবদের জন্য, যারা তাদের ঘর-বাড়ী ও ধন-সম্পদ থেকে বহিষ্কৃত হয়েছে। তারা আল্লাহর অনুগ্রহ ও সন্তুষ্টি কামনা করে। আর তারা আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে সহায়তা করে, এরাই সঠিক লোক।

(৯) আর যারা প্রথম থেকেই মদীনায় বসবাস করে আর নিজ আস্থায় অটুট। যারা দেশত্যাগ করে ওদের কাছে এসেছে তাদেরকে এরা ভালবাসে, তাদেরকে যা দেওয়া হয়েছে তার জন্য তারা অন্তরে কোন চাহিদা পোষণ করে না; নিজেরা অভাবগ্রস্ত হলেও নিজেদের উপর তাদেরকে অগ্রাধিকার দেয়। মনের কার্পন্য থেকে যাদেরকে মুক্ত রাখা হয়েছে তারাই সফলকাম। (১০) আর যারা তাদের পরে এসেছে তারা বলে, হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে ক্ষমা করো আর আমাদের ওই ভাইদেরকেও যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে। আর আমাদের অন্তরকে আমাদের বিশ্বস্ত ভাইদের বিদ্বেষ থেকে

মুক্ত রাখো। হে আমাদের প্রভূ ! তুমি তো অত্যন্ত স্নেহ পরায়ণ এবং অত্যন্ত কৃপাশীল।

(১১) তুমি কি ওই লোকদের দেখনি, যারা কপটতায় লিপ্ত। তারা তাদের কিতাবধারী (ইহুদীও খৃষ্টান) ভাইদের বলে,যদি তোমাদেরকে বের করে দেওয়া হয় তাহলে আমরাও তোমাদের সাথে বের হয়ে যাব। তোমাদের ব্যাপারে আমরা কারো কথা মানব না। যদি তোমাদের সাথে যুদ্ধ হয় তাহলে আমরা অবশ্যই তোমাদেরকে সাহায্য করবো। কিন্তু আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন, তারা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (১২) যদি ওদের বের করে দেওয়া হয় তাহলে তারা ওদের সাথে বের হবে না। আর যদি ওদের সাথে যুদ্ধ হয় তাহলে তারা ওদের সহায়তা করবে না। যদি সাহায্য করতে আসেও তাহলে তারা অবশ্যই পৃষ্ঠপ্রদর্শন করবে অতঃপর ওরা কোথাও সাহায্য পাবে না।

(১৩) নিঃসন্দেহে ওদের অন্তরে আল্লাহর চেয়ে তোমাদের ভয়ই বেশী। এর কারণ ওরা অবুঝ লোক। (১৪) এরা একত্রিত হয়ে কখনই তোমাদের সাথে যুদ্ধ করবে না। তবে সুরক্ষিত জনপদের মধ্যে অথবা দেয়ালের আড়াল থেকে। ওদের নিজেদের মধ্যেই প্রচণ্ড সংঘাত। তুমি ওদেরকে ঐক্যবদ্ধ মনে করছ অথচ ওদের মধ্যে মনের মিল নেই। এর কারণ ওরা একদল নির্বোধ লোক।

(১৫) এরা তাদের মতই, যারা এদের অল্প আগে নিজেদের কৃতকর্মের পরিণতি আস্বাদন করেছে। এদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৬) যেমন, শয়তান মানুষকে বলে যে, অস্বীকারকারী হয়ে যাও। আর যখন সে অস্বীকারকারী হয়ে যায় তখন সে বলে, তোমাদের প্রতি আমি বিরক্ত। আমি আল্লাহকে ভয় করি যিনি সমস্ত ব্রহ্মাণ্ডের প্রভূ। (১৭) অতঃপর

দুজনের পরিণতি শেষ-মেশ নরক, যেখানে উভয়েই চিরকাল থাকবে। আর অত্যাচারীর শাস্তি এটাই।

(১৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় করো। প্রত্যেক ব্যক্তির ভেবে দেখা উচিৎ, আগামী কালের জন্য সে কি পাঠালো। আর আল্লাহকে ভয় করো। নিঃসন্দেহে তোমরা যা কর আল্লাহ সবই অবগত। (১৯) আর তোমরা ওদের মত হয়ে যেওনা যারা আল্লাহকে ভুলে গেছে। যার ফলে আল্লাহও ওদেরকে ওদের প্রাণের কথা ভুলিয়ে দিয়েছেন। এরাই হল অবাধ্য। (২০) স্বর্গের অধিবাসী আর নরকের অধিবাসী কখনই সমান হতে পারে না। স্বর্গের অধিবাসীরাই আসলে সফল।

(২১) আমি যদি এই কুরআনকে পাহাড়ের উপরে অবতীর্ণ করতাম তাহলে তুমি দেখতে সে আল্লাহর ভয়ে ধসে গেছে এবং বিদীর্ণ হয়ে গেছে। আমি মানুষের জন্য এসব দৃষ্টান্ত বর্ণনা করি, যাতে তারা চিন্তা করে। (২২) তিনিই আল্লাহ যিনি ছাড়া কেউই উপাস্য নেই, পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ্য সম্পর্কে অবগত, তিনি পরম করুণাময়, অসীম দয়ালু। (২৩) তিনিই আল্লাহ, যিনি ব্যতীত কোনও উপাস্য নেই। মহাঅধিপতি, অভাবমুক্ত, পরম শান্তি, শান্তিদাতা, মহা সংরক্ষক, পরাক্রমশালী, মহাশক্তিবান, মহানুভব, মানুষ তাঁর সাথে যে অংশীবানায় তিনি তা থেকে পবিত্র। (২৪) তিনিই আল্লাহ সৃষ্টিকর্তা, মহা উদ্ভাবক, মহা রুপকার, উত্তম নামসমূহ তাঁরই। আকাশ ও ধরণীর সবকিছুই তাঁরই স্তূতি করছে। তিনি পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৬০. সূরাহ আল-মুমতাহিনা (পরীক্ষিতা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে ঈমানদারগণ! তোমরা আমার শত্রুদের এবং তোমাদের শত্রুদের বন্ধুরূপে গ্রহণ করো না। তোমরা তাদের কাছে বন্ধুত্বের বার্তা পাঠাও; অথচ তোমাদের কাছে যে সত্য এসেছে তারা তা প্রত্যাখ্যান করেছে। তারা তোমাদের এবং রসূলকে একারণেই নির্বাসনে দিয়েছে যে, তোমারা তোমাদের প্রভূ আল্লাহর প্রতি ঈমান এনেছ। তোমরা যদি আমার পথে জেহাদ করার জন্য এবং আমার সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে বের হয়ে থাকো। তোমরা গোপনে তাদের সাথে যোগাযোগ করে থাকো, আমি জানি তোমরা যা গোপন করো আর যা প্রকাশ করো। আর তোমাদের মধ্যে যে এটা করছে, সে অবশ্যই সরল পথ থেকে বিচ্যুত হয়েছে। (২) তারা যদি তোমাদেরকে নাগালে পায় তাহলে তোমাদের শত্রুই হবে। তারা হাত এবং মূখ দ্বারা তোমাদের কষ্ট দেবে। আর চাইবে যে, তোমরাও যে কোন প্রকারে অস্বীকারকারী হয়ে যাও।(৩) তোমাদের আত্মীয়-স্বজন এবং তোমাদের সন্তান-সন্ততি কেয়ামতের (পুনরুত্থান) দিনে কোনই কাজে আসবে না। তিনি তোমাদের মধ্যে ফয়সালা করবেন। তোমরা যা কর আল্লাহ তা দেখতে পান।

(৪) তোমাদের জন্য ইবরাহীম ও তার সঙ্গীদের মধ্যে উত্তম আদর্শ (নমূনা) রয়েছে। যখন তারা তাদের সম্প্রদায়কে বলেছিল, আমরা তোমাদের থেকে আলাদা এবং তোমরা আল্লাহ ব্যতীত যাকে উপাসনা কর তার সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আমরা তোমাদেরকে প্রত্যাখ্যান করলাম আর আমাদের ও তোমাদের মধ্যে চিরকালের জন্য শত্রুতা ও বিদ্বেষ সৃষ্টি হল, যতক্ষণ না তোমরা এক আল্লাহর প্রতি ঈমান আনো। তবে ইবরাহীম তার

পিতাকে বলেছিল, আমি তোমার জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করব। যদিও আল্লাহর সামনে তোমাদের জন্য আমার কিছু করার ক্ষমতা নেই। হে আমাদের প্রভূ! আমরা তোমার উপরই ভরসা করেছি এবং তোমার কাছেই ফিরে এসেছি, আর তোমার কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৫) হে আমাদের প্রভূ! আমাদেরকে অবজ্ঞাকারীদের জন্য পরীক্ষার পাত্র করো না। হে আমাদের প্রভূ! আমাদের ক্ষমা করো। তুমিই তো নিঃসন্দেহে মহাপরাক্রমশালী অসীম প্রজ্ঞাবান। (৬) নিঃসন্দেহে তোমাদের জন্য তাদের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, অবশ্য যারা আল্লাহ ও পরকাল প্রত্যাশা করে। আর যে মূখ ফিরিয়ে নেবে তাহলে আল্লাহও তার ব্যাপারে নিস্পৃহ, সমস্ত প্রশংসার অধিকারী। (৭) সম্ভবতঃ আল্লাহ তোমাদের এবং ওদের মধ্যে বন্ধুত্ব সৃষ্টি করে দিবেন, যাদের সাথে তোমাদের শত্রুতা আছে। আল্লাহই সবকিছুই করতে পারেন এবং আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(৮) যারা দ্বীনের (ধর্মের) ব্যাপারে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করেনি এবং তোমাদেরকে তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে বের করে দেয়নি, তাদের সাথে সদাচার করতে এবং তাদের সাথে ন্যায় করতে আল্লাহ তোমাদের নিষেধ করেন না। আল্লাহ তো ন্যায়বিচারকারীদের ভাল বাসেন। (৯) আল্লাহ কেবল তাদের সম্পর্কে নিষেধ করেন যারা ধর্মীয় কারণে তোমাদের সাথে যুদ্ধ করে আর তোমাদের ঘর-বাড়ী থেকে তোমাদের উৎখাত করেছে এবং তোমাদেরকে বের করে দিতে সাহায্য করেছে। যারা তাদের সাথে বন্ধুত্ব করে তারাই অত্যাচারী।

(১০) হে ঈমানদারগণ! যখন তোমাদের কাছে মুসলমান মহিলাগণ হিজরত (প্রবাস) করে আসে তখন তোমরা তাদের যাঁচাই করো, আল্লাহ তাদের ঈমান সম্পর্কে ভালভাবেই জানেন। যদি তোমরা জানতে পারো

যে, তারা আস্থাবান তাহলে তাদেরকে অবিশ্বাসীদের কাছে ফেরৎ পাঠাবে না। ওই মহিলা তাদের জন্য বৈধ নয়, আর না তারা ওই মহিলার জন্য বৈধ। অবিশ্বাসী স্বামীরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছে তা তাদেরকে দিয়ে দাও। আর যদি তোমরা তাদেরকে বিবাহ করো তাহলে তোমাদের কোন পাপ নেই, যদি তোমরা তাদেরকে তাদের মোহরানা আদায় করে থাকো। আর তোমরাও অবিশ্বাসী মহিলাদেরকে বিবাহ-বন্ধনে আটকে রেখ না। তোমরা তাদের জন্য যা ব্যয় করেছ তা চেয়ে নিতে পার। আর অবিশ্বাসীরা যা ব্যয় করেছে তাও তোমাদের কাছ থেকে চেয়ে নিতে পারে। এটাই আল্লাহর আদেশ, তিনি তোমাদের মধ্যে মীমাংসা করে দেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (১১) যদি তোমাদের স্ত্রীদের মোহরানা বাবদ কিছু অবিশ্বাসীদের কাছে রয়ে যায় আর যখন তোমাদের পালা আসে তাহলে যার স্ত্রী চলে যায় তারা যা ব্যয় করেছিল তা পরিশোধ করে দাও। আল্লাহকে ভয় করো যাঁর উপর তোমরা ঈমান এনেছ।

(১২) হে নবী! যখন মুমিন (আস্থাবান) মহিলারা তোমরা কাছে এসে এই মর্মে আনুগত্যের শপথ করে যে, তারা আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করবে না। চুরি করবে না। ব্যাভিচার করবে না। আর তারা নিজ সন্তান হত্যা করবে না। জেনে শুনে মিথ্যা অপবাদ রটাবে না এবং ভালকাজে তোমার আদেশ অমান্য করবে না, তখন তুমি তাদের আনুগত্য গ্রহণ করো। ওদের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

(১৩) হে ঈমানদারগণ! এমন লোকদের সাথে বন্ধুত্ব করো না যাদের উপর আল্লাহ অসন্তুষ্ট। ওরা তো পরকাল সম্পর্কে নিরাশ হয়ে গেছে, যেমন ভাবে অবিশ্বাসী কবর বাসীরা নিরাশ হয়ে গেছে।

৬১. সূরাহ-আস্-সফ্ (সারিবদ্ধ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আকাশ ও ধরনীর প্রত্যেকটি বস্তুই আল্লাহর স্তূতি করে। তিনি মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) হে ঈমানদারগণ! তোমরা যা করো না তা বলো কেন? (৩) আল্লাহর কাছে একথা খুবই অপছন্দনীয় যে, তোমরা এমন কথা বল যা নিজে করো না। (৪) আল্লাহ তো ওই লোকদের পছন্দ করেন, যারা তাঁর পথে অটল থেকে কাতার বেঁধে যুদ্ধ করে যেন তারা এক লৌহ নির্মিত প্রচীর।

(৫) আর যখন মূসা তার লোকদেরকে বলেছিল, হে আমার লোকেরা! তোমরা আমাকে কেন কষ্ট দিচ্ছ, অথচ তোমরা জান যে, আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত রসূল। অতএব যখন তারা ফিরে গেল তখন আল্লাহও তাদের অন্তর ফিরিয়ে দিল। আল্লাহ অবিশ্বাসীদের সৎপথ প্রদান করেন না।

(৬) আর যখন মরিয়মের পুত্র ঈসা বলেছিল, হে ঈসরায়ীলের সন্তানেরা! আমি তোমাদের কাছে আল্লাহর প্রেরিত বার্তাবাহক, ওই তৌরাতের সমর্থক যা আমার পূর্ব থেকে বিদ্যমান। এবং সুসংবাদ দাতা একজন বার্তা বাহকের যে আমার পরে আসবে, তার নাম হবে আহমদ। অতঃপর সে যখন স্পষ্ট প্রমাণাদী নিয়ে এল তখন তারা বলল, এতো পরিষ্কার যাদু। (৭) তার চেয়ে বড় যালেম আর কে হবে যে আল্লাহর বিরুদ্ধে মিথ্যা বানিয়ে বলে, অথচ তাকে ইসলামের দিকে ডাক দেওয়া হচ্ছে। আল্লাহ অত্যাচারী লোকদের পথ প্রদান করেন না। (৮) তারা ফুঁ দিয়ে আল্লাহর জ্যোতি নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর প্রকাশ পূরো করেই ছাড়বেন, অস্বীকারকারীদের কাছে তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন। (৯) তিনিই পাঠিয়েছেন তাঁর রসূলকে

পথ নির্দেশ ও সত্য দ্বীন (ধর্ম) সহ, যাতে তিনি একে সকল ধর্মের উপর কর্তৃত্ব প্রদান করে দিতে পারেন, অংশীবাদীদের নিকট তা যতই অপ্রিয় হোক না কেন।

(১০) হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের পথ বলে দেব, যা তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তি থেকে রক্ষা করবে? (১১) তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রসূলের উপর ঈমান আনো এবং আল্লাহরপথে তোমাদের ধন-সম্পদ ও জীবন দিয়ে জেহাদ করো। এটাই তোমাদের জন্য সর্বোত্তম যদি তোমরা জানতে। (১২) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। এবং উৎকৃষ্ট আবাস সমূহে যা চিরস্থায়ী স্বর্গের উদ্যানে অবস্থিত। এটাই বড়ো সাফল্য। (১৩) তোমাদের পছন্দনীয় আরও একটি অনুগ্রহ যেটা তোমাদের অভিপ্রায়। আল্লাহর সাহায্য এবং নিকটবর্তী এক বিজয়। মুমিনদেরকে (আস্থাবানদের) সুসংবাদ দাও।

(১৪) হে ঈমানদরগণ! তোমরা আল্লাহর সাহায্যকারী হয়ে যাও। যেমন মরিয়মের পুত্র ঈসা তার সাথীদের বলেছিল, কে আল্লাহর জন্য আমার সাহায্যকারী হতে চাও? সাথীরা বলেছিল, আমরাই আল্লাহর সাহায্যকারী। অতঃপর ঈসরায়ীলের সন্তানদের মধ্যে কিছু লোক ঈমান আনলো আর কিছু লোক অস্বীকার করলো। যারা ঈমান এনেছিল আমি তাদেরকে শত্রুর বিরুদ্ধে শক্তি যুগিয়েছিলাম, ফলে তারা বিজয়ী হয়েছিল।

৬২. সূরাহ আল-জুমুআহ (ধর্মসভার দিন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আল্লাহর স্তুতি করছে প্রত্যেকটি বস্তু যা আকাশসমূহে এবং ধরণীতে বিরাজমান, যিনি মহা অধিপতি, মহাপবিত্র, পরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (২) তিনিই নিরক্ষরদের মধ্যে তাদের থেকেই একজন রসূল পাঠিয়েছেন। যে তাদের কাছে তাঁর বাণীসমূহ পাঠকরে শোনায়। তাদেরকে কলুষমুক্ত করে। এবং তাদেরকে কিতাব ও তত্ত্বজ্ঞান শিক্ষা দেয়। আগে তো তারা স্পষ্ট বিভ্রান্তির মধ্যেই ছিল। (৩) তাদের আরো লোকদের জন্য, যারা এখনও তাদের সাথে সম্মিলিত হয়নি। তিনিই মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান। (৪) এটা আল্লাহর অনুগ্রহ, তিনি যাকে ইচ্ছা করেন তাকেই তা দান করেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহের মালিক।

(৫) যাদেরকে তৌরাতের বাহক বানানো হয়েছিল, কিন্তু তারা তা বহন করেনি, তাদের অবস্থা পুস্তক বহনকারী গাধার মত। কতই না নিকৃষ্ট উদাহরণ ওই লোকদের জন্য, যারা আল্লাহর নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছে। আল্লাহ অত্যাচারীদের সৎপথ দেখান না। (৬) বলো হে ইহুদী সম্প্রদায়! যদি তোমাদের ভূল ধারণা থাকে যে, তোমরা অন্যদের তুলনায় আল্লাহর অধিক প্রিয় তাহলে তোমরা মৃত্যু কামনা কর, যদি তোমরা সঠিক হও। (৭) আর তারা কখনই মৃত্যু কামনা করবে না, তাদের নিজেদের কৃত কর্মের কারণে। আল্লাহ অত্যাচারীদের ভাল করেই জানেন। (৮) বলো, যে মৃত্যু থেকে তোমরা পালাতে চাইছ তা অবশ্যই আসবে, আর তোমাদের পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবগত সত্ত্বার কাছে নিয়ে যাওয়া হবে, তখন তিনি তোমাদের বলে দেবেন যা তোমরা করতে।

(৯) হে ঈমানদারগণ! যখন জুমার দিনে নামাযের জন্য ডাক দেওয়া হয়, তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে বেরিয়ে পড় এবং কেনা-বেচা বন্ধ রাখো, এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা জানতে। (১০) নামায সম্পূর্ণ হলে ধরণীতে ছড়িয়ে পড় এবং আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধান করো ও আল্লাহকে অধিক স্মরণ করো, যাতে তোমরা সফল হও। (১১) আর যখন তারা কোন ব্যবসা অথবা বিনোদন দেখে তখন সেদিকেই ছুটে যায় এবং দাঁড়ানো অবস্থায় রেখে চলে যায়। বলো, আল্লাহর কাছে যা আছে তা ব্যবসা ও বিনোদন অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ। আর আল্লাহই সর্বশ্রেষ্ঠ জীবিকাদাতা।

৬৩. সূরাহ আল-মুনাফিকূন (কপটাচারীগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন কপটাচারী লোকেরা তোমার কাছে আসে, তখন বলে, আমরা স্বাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আপনি নিঃসন্দেহে আল্লাহর রসূল। আল্লাহ জানেন যে, তুমি অবশ্যই তাঁর রসূল; তবে আল্লাহ সাক্ষ্য দিচ্ছেন যে, এই কপটাচারীরা অবশ্যই মিথ্যাবাদী। (২) তারা তাদের শপথকে ঢাল বানিয়ে রেখেছে, আর তারা আল্লাহর পথে বাধা দেয়। তারা যা করে নিঃসন্দেহে তা খুবই খারাপ। (৩) এটা একারণে যে, তারা ঈমান আনার পর আবার অবিশ্বাসী হয়ে গেছে। যে জন্য তাদের অন্তরে সীল মেরে দেওয়া হয়েছে, তাই তারা বোঝে না।

(৪) তুমি যখন তাদের দেখ, তাদের শরীর তোমাকে মুগ্ধ করে এবং তারা যদি কথা বলে, তাদের কথা তুমি শোন। তারা ঠেস দেওয়া কাঠের মত। তারা প্রতিটি ঝঙ্কার তাদের বিরুদ্ধে মনে করে। এরাই শত্রু, তাদের সম্পর্কে সতর্ক হও। আল্লাহ এদের ধ্বংস করুন। এরা কিভাবে বিভ্রান্ত হচ্ছে! (৫) যখন তাদেরকে বলা হয়, এসো, আল্লাহর রসূল তোমাদের জন্য ক্ষমা

চাইবেন, তখন তারা নিজেদের মাথা বাঁকা করে, আর তুমি দেখবে যে, তারা অহংকারের উপরেই অটল থাকে। (৬) তুমি তাদের জন্য ক্ষমা চাও বা না চাও তা তাদের কাছে সমান। আল্লাহ কখনই ওদের ক্ষমা করবেন না। অহংকারী লোকদের আল্লাহ পথ দেখান না।

(৭) এরাই তারা যারা বলে, যারা আল্লাহর রসূলের সান্নিধ্যে আছে তাদের জন্য ব্যয় করো না, যতক্ষণ না তারা ছত্রভঙ্গ হয়ে যায়। অথচ আল্লাহই আকাশ ও পৃথিবীর ধনভাণ্ডারের মালিক; কিন্তু কপটাচারীরা তা বোঝে না। (৮) তারা বলে, যদি আমরা মদীনায় ফিরে যাই তাহলে সম্মানওয়ালারা ওখান থেকে অসম্মানওয়ালাদের বহিষ্কৃত করে দেবে। যদিও সম্মান আল্লাহ এবং তাঁর রসূলের জন্য ও মোমীন (আস্থাবান) দের জন্য; কিন্তু কপটাচারীরা তা জানে না।

(৯) হে ঈমানদারগণ! তোমাদের সম্পদ ও সন্তান যেন তোমাদেরকে আল্লাহর স্মরণ থেকে অচেতন না করতে পারে, আর যে এমন করবে সেই ক্ষতিগ্রস্থ লোকদের দলভূক্ত হয়ে যাবে। (১০) আমি যা কিছু তোমাকে দিয়েছি তা থেকে ব্যয় করো। মৃত্যু আসার পূর্বে। তখন সে বলবে, হে আমার প্রভূ! তুমি আমাকে আরো কিছু সময় দিলে না কেন? আমি দান করতাম এবং সৎলোকদের দলভুক্ত হতাম। (১১) সময় এসে গেলে আল্লাহ কখনই কোন প্রাণকে অবকাশ দেন না। আর আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করো।

৬৪. সূরাহ আত্-তাগাবুন (লাভ-ক্ষতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আল্লাহর স্তুতি করছে প্রত্যেক বস্তু যা কিছু আকাশে আছে আর প্রত্যেক বস্তু যা কিছু পৃথিবীতে আছে। রাজত্ব তাঁরই, প্রশংসা তাঁরই। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২) তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন; অতঃপর তোমাদের মধ্যে কেউ হয়েছে অবিশ্বাসী আবার কেউ বিশ্বাসী। আল্লাহ দেখেন যা কিছু তোমরা কর। (৩) তিনিই আকাশ ও পৃথিবীকে যথাযথভাবে সৃষ্টি করেছেন, তোমাদের আকৃতি দিয়েছেন এবং তোমাদের আকৃতি সুন্দর করেছেন। তাঁর কাছেই প্রত্যাবর্তন। (৪) আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে তিনি তা সবই জানেন। আর তিনি জানেন যা কিছু তোমরা গোপন করো যা কিছু প্রকাশ করো। আর আল্লাহ অন্তর সমূহের কথাও জানেন।

(৫) তোমার কাছে কি ওদের সংবাদ পৌঁছায়নি যারা এর পূর্বে অবিশ্বাস করেছিল, তারা তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে। আর ওদের জন্য রয়েছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (৬) এটা একারণে যে তাদের কাছে স্পষ্ট প্রমাণ নিয়ে রসূল এসেছিল, তখন তারা বলেছিল যে, মানুষ আমাদের নেতৃত্ব করবে? অতএব তারা অবিশ্বাস করল এবং মূখ ফিরিয়ে নিল, আর আল্লাহ ওদের সম্পর্কে বেপরোয়া হয়ে গেলেন, আল্লাহ নিস্পৃহ এবং সমস্ত প্রশংসার অধিকারী।

(৭) অস্বীকারকারীদের দাবী যে, তাদেরকে কখনই পূনরায় উঠানো হবে না। বলো, হ্যাঁ, আমর প্রভূর শপথ! তোমাদেরকে অবশ্যই উঠানো হবে। অতঃপর তোমরা যা করেছ, তোমাদেরকে তা অবশ্যই অবহিত করা হবে। আর এ আল্লাহর পক্ষে খুবই সহজ। (৮) অতএব আল্লাহর উপর

বিশ্বাস স্থাপন করো এবং তাঁর রসূলের উপর এবং সেই জ্যোতির উপরে যা আমি অবতীর্ণ করেছি। আর আল্লাহ জানেন যা কিছু তোমরা করো। (৯) যেদিন অর্থাৎ সমবেত হওয়ার দিনে তিনি তোমাদেরকে একত্রিত করবেন সেই দিনটি হবে হার-জিতের দিন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ঈমান এনেছিল এবং সৎকর্ম করেছিল, আল্লাহ তার পাপ মোচন করবেন। এবং তাকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে সে চিরকাল থাকবে। এটাই বড় সাফল্য। (১০) আর যারা অস্বীকার করেছে ও আমার নিদর্শন সমূহ অবিশ্বাস করেছে, এরাই নরকবাসী, ওখানেই তারা চিরকাল থাকবে। আর তা খুবই নিকৃষ্ট গন্তব্য।

(১১) যে বিপদই আসুক না কেন আল্লাহর অনুমতিতেই আসে। আর যে আল্লাহর উপর ঈমান রাখে আল্লাহ তার অন্তরকে সঠিক দিক-নির্দেশনা দেন। আল্লাহ সবকিছুই ভালভাবে জানেন। (১২) তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রসূলের আনুগত্য করো। আর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে আমার রসূলের দায়িত্ব শুধু সাফ-সাফ পৌঁছে দেওয়া। (১৩) আল্লাহ, তিনি ছাড়া কোন উপাস্য নেই। মোমিনরা (আস্থাবানেরা) যেন আল্লাহর উপরেই ভরসা রাখে।

(১৪) হে ঈমানদারগণ ! তোমাদের কিছু স্ত্রীগণ এবং কিছু সন্তান তোমাদের শত্রু। অতএব ওদের থেকে সাবধান থাকো। আর যদি তোমরা মার্জনা করো, উপেক্ষা করো ও ক্ষমা কর তাহলে আল্লাহও ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (১৫) তোমাদের সম্পদ ও তোমাদের সন্তান-সন্ততি একটি পরীক্ষার বিষয়। আর আল্লাহর কাছে আছে বড় প্রতিফল। (১৬) অতএব যতটা পারো আল্লাহকে ভয় করো। শোনো, আনুগত্য করো এবং ব্যয় করো। এটাই তোমাদের জন্য মঙ্গল। আর যে ব্যক্তি মনের লোভ এবং কার্পন্য থেকে মুক্ত তারাই

সফলকাম। (১৭) তোমরা যদি আল্লাহকে একটি উত্তম ঋণ দাও তাহলে তিনি তা কয়েকগুণ বাড়ীয়ে দিবেন। এবং তোমাদের ক্ষমা করবেন। আল্লাহ পরম গুণগ্রাহী, পরম ধৈর্যশীল। (১৮) তিনি পরোক্ষ ও প্রত্যক্ষ সম্পর্কে অবগত। মহাপরাক্রমশালী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

৬৫. সূরাহ আত্-তালাক (বিবাহ-বিচ্ছেদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে নবী! যখন তোমরা স্ত্রীদের তালাক দাও তখন ওদের ইদ্দত (অবধি) এর উপরে তালাক দাও এবং ইদ্দত গণনা করতে থাকো। আর আল্লাহকে ভয় করো, যিনি তোমাদের প্রভূ। ওই স্ত্রীদেরকে ওদের ঘর থেকে বের করে দেবে না আর তারা নিজেরাও যেন বের না হয়। তবে তারা প্রকাশ্য কোন অশ্লীল কাজ করলে ভিন্ন কথা। এগুলো আল্লাহর সীমারেখা। যে ব্যক্তি আল্লাহর সীমারেখা লঙ্ঘন করে, সে তার নিজের উপরেই অত্যাচার করে। তুমি জানো না, এই তালাকের পর আল্লাহ হয়তো কোন পথ বের করবেন।(২) অতঃপর তারা তাদের মেয়াদ শেষে উপনীত হলে হয় তাদের রীতি অনুযায়ী রেখে দাও অথবা রীতি অনুযায়ী ছেড়ে দাও এবং নিজেদের মধ্যে দুজন বিশ্বস্ত স্বাক্ষী রাখবে, আর তোমরা আল্লাহর জন্য সঠিক সাক্ষ্য দেবে। যে আল্লাহ ও পরকাল বিশ্বাস করে, এই উপদেশ তাকেই দেওয়া হচ্ছে। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার জন্য পথ বের করবেন। (৩) আর তাকে এমন জায়গা থেকে জীবিকার ব্যবস্থা করবেন যা সে কোন দিন কল্পনাও করেনি। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর উপর ভরসা করবেন তাহলে আল্লাহ তার জন্য পর্যাপ্ত। নিঃসন্দেহে আল্লাহ তাঁর উদ্দ্যেশ্য পূরণ করেন। আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর জন্য একটি সীমা নির্দ্ধারিত করে রেখেছেন।

(৪) তোমাদের নারীদের মধ্যে যারা মাসিক ঋতুস্রাব সম্পর্কে নিরাশ হয়েছে তাদের সম্পর্কে তোমাদের যদি সন্দেহ হয় তাহলে তাদের ইদ্দত তিনমাস। এরকমই ওদেরও ইদ্দত যারা এখনও ঋতুবর্তী হয়নি। গর্ভবতী নারীদের ইদ্দত সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার কাজ সহজ করে দিবেন। (৫) এটাই আল্লাহর নির্দেশ যা তোমাদের প্রতি অবতীর্ণ করেছেন। আর যে আল্লাহকে ভয় করবে, আল্লাহ তার পাপসমূহ মোচন করবেন এবং তাকে বড় প্রতিফল দান করবেন।

(৬) তোমরা ওই মহিলাদের তোমাদের সামর্থ অনুযায়ী বাসস্থানের ব্যবস্থা করো যেমন বাসস্থানে তোমরা বাস করো। তাদেরকে সংকটে ফেলার জন্য তাদের ক্ষতি করবে না। তারা গর্ভবতী হয়ে থাকলে সন্তান প্রসব করা পর্যন্ত তাদের খরচ বহন করবে। আর যদি সে তোমাদের পক্ষে বুকের দুধ পান করায় তাহলে তার পারশ্রমিক তাকে দিয়ে দাও। এবং নিজেদের মধ্যে সঙ্গতভাবে পরামর্শ করে নেবে। আর যদি তোমরা উভয়পক্ষ একে অপরের প্রতি কঠোর হও তাহলে সন্তানের বাবার পক্ষে অন্য কোন নারী বুকের দুধ পান করাবে। (৭) বিত্তবান ব্যক্তি তার বিত্ত অনুযায়ী ব্যয় করবে এবং যার জীবিকা সীমিত করা হয়েছে, সে ব্যয় করবে আল্লাহ তাকে যেমন দিয়েছেন তা থেকে। আল্লাহ যাকে যতটুকু দিয়েছেন তার চেয়ে বেশী তিনি কাউকে ব্যয় করতে বলেন না। কষ্টের পর আল্লাহ স্বাচ্ছন্দ দান করবেন।

(৮) অনেক জনপদ আছে যারা তাদের প্রভূর নির্দেশ থেকে মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে, ফলে আমি তাদের কঠোর হিসাব নিয়েছি এবং তাদেরকে ভয়ানক দণ্ড দিয়েছি। (৯) অতএব তারা তাদের কৃতকর্মের স্বাদ আস্বাদন করেছে এবং ক্ষতিই ছিল তাদের কর্মের পরিণতি। (১০) আল্লাহ তাদের জন্য কঠিন শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছেন। অতএব আল্লাহকে ভয় করো, হে বুদ্ধিমানেরা।

যারা ঈমান এনেছো। আল্লাহ তোমাদের কাছে একটি উপদেশ অবতীর্ণ করেছেন। (১১) একজন নবী যিনি তোমাদের কাছে আল্লাহর স্পষ্ট আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনায়, যাতে ওই লোকদেরকে অন্ধকার থেকে আলোয় নিয়ে আসে, যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করে। আর যে ব্যক্তি আল্লহর উপর ঈমান আনে এবং সৎকর্ম করে তাকে তিনি এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। আল্লাহ তাদের জন্য উত্তম জীবিকার ব্যবস্থা করেছেন।

(১২) আল্লাহই সেই মহান সত্ত্বা যিনি সপ্ত আকাশ এবং এরকমই সপ্ত পাতাল। যার মধ্যে তাঁরই নির্দেশ অবতীর্ণ হয়, যাতে তুমি জানতে পারো যে, আল্লাহ সর্ববিষয়ে ক্ষমতাশীল। এবং আল্লাহ সবকিছুই তাঁর জ্ঞানের আওতায় রেখেছেন।

৬৬. সূরাহ আত্-তাহরীম (নিষেধাজ্ঞা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে পয়গম্বর! তুমি কেন ওই জিনিষকে অবৈধ করছ যা আল্লাহ তোমার জন্য বৈধ করেছেন। তোমার স্ত্রীদের মন রক্ষার জন্য? আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। (২) আল্লাহ তোমাদের জন্য তোমাদের শপথ থেকে অব্যাহতির বিধান দিয়েছেন। আল্লাহ তোমাদের সংরক্ষক। তিনি মহাজ্ঞানী, অসীম প্রজ্ঞাবান।

(৩) যখন নবী তার কোন এক স্ত্রীকে গোপনে একটি কথা বলেছিল। সে যখন তা বলে দিল এবং আল্লাহ পয়গম্বরকে সে কথা অবগত করালেন, তখন নবী তার কিছু কথা জানিয়ে দিল আর কিছু কথা জানাতে উপেক্ষা

করল। সে যখন তা ওই স্ত্রীকে জানালো তখন সে বলল, আপনাকে এটা কে জানালো? সে বলল, যিনি সবকিছুই জানেন, সবকিছুর খবর রাখেন তিনিই আমাকে জানিয়েছেন। (৪) যদি তোমরা দুজন আল্লাহর দিকে প্রত্যাবর্তন করো তাহলে তোমাদের অন্তর ঝুঁকে পড়েছে। আর যদি তোমরা দুজন পয়গম্বরের বিরোধিতার কাজ করো, তাহলে তার বন্ধু আল্লাহ এবং জিব্রাঈল ও সদাচরী ঈমানদারগণ এছাড়াও ফেরেশতাগনও তার সাহায্যকারী। (৫) যদি পয়গম্বর তোমাদের সবাইকে তালাক দিয়ে দেয়। তাহলে তার প্রভূ তোমাদের পরিবর্তে তাকে তোমাদের চেয়ে ভাল স্ত্রী দিতে পারেন। যারা হবে আত্ম-সমর্পণকারীনী, আস্থাবর্তী, কৃতজ্ঞ, অনুশোচনাকারিণী, উপাসনাকারিণী, রোজাদার, বিধবা এবং কুমারী।

(৬) হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে ও তোমাদের পরিবার-পরিজনকে সেই আগুন থেকে রক্ষা করো যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, ওখানে কঠোর স্বভাবের শক্তিশালী ফেরেশতা নিযুক্ত আছে। আল্লাহ তাদেরকে যে আদেশ দেন তারা তার অবাধ্যতা করে না, আর তারা তাই করে যে আদেশ তাদের মেলে। (৭) হে অস্বীকারকরীরা! আজ অজুহাত দেখিও না। তোমরা ওই প্রতিফল পাচ্ছো যা তোমরা করতে।

(৮) হে ঈমানদারগণ! আল্লাহর সন্মুখে খাঁটি তওবা (অনুশোচনা) করো। আশা করা যায় তোমাদের প্রভূ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে এমন উদ্যানে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত হবে। আল্লাহ সেদিন পয়গম্বর ও তার সঙ্গী ঈমানদারগণকে অপমানিত করবেন না। তাদের জ্যোতি তাদের সামনে এবং ডাইনে চমকাবে। তারা বলবে, হে প্রভূ! আমাদের আলো পূর্ণ কর, আর আমাদের ক্ষমা করো, নিঃসন্দেহে তুমি সবকিছুই করতে সক্ষম।

(৯) হে পয়গম্বর ! অবিশ্বাসী এবং কপটচারীদের সাথে যুদ্ধ করো এবং তাদের প্রতি কঠোর হও। তাদের ঠিকানা নরক। আর সেটা কতইনা খারাপ গন্তব্য। (১০) আল্লাহ অবিশ্বাসীদের জন্য উদাহরণ দিচ্ছেন। নূহের স্ত্রীর এবং লূতের স্ত্রীর। দুজনেই আমার বান্দাদের মধ্যে দুজন সৎলোকের স্ত্রী ছিল। কিন্তু তারা তাদের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল। ফলে তারা দুজন তাদের দুজনকে আল্লাহর হাত থেকে বাঁচাতে কিছুই করতে পারেনি। আর দুজনকেই বলা হয়েছে, নরকে প্রবেশকারীদের সাথে প্রবেশ করো।

(১১) আর আল্লাহ ঈমানদারদের জন্য উদাহরণ দিচ্ছেন ফেরাউনের স্ত্রীর উদাহরণ। সে বলেছিল হে আমার প্রভূ ! আমার জন্য তোমার কাছে স্বর্গে একটি ঘর বানিয়ে দাও। আর আমাকে ফেরাউন ও তার অপকর্ম থেকে বাঁচাও। এবং আমাকে অত্যাচারীদের হাত থেকে রক্ষা করো। (১২) আর ঈমারানের কন্য মরিয়মের উদাহরণ। যে তার সতীত্ব রক্ষা করেছিল। অতঃপর আমি তাতে আমার আত্মা ফুঁকে দিয়েছিলাম। সে তার প্রভূর বাণী ও কিতাব সমূহকে সত্য বলে বিশ্বাস করেছিল। আর সে ছিল অনুগত বান্দাদের একজন।

৬৭. সূরাহ আল-মুল্‌ক (রাজ্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) মহিমান্বিত সেই সত্তা, যাঁর হাতে যাবতীয় কতৃত্ব। তিনি সবকিছু করতে সক্ষম। (২) যিনি মৃত্যু ও জীবন সৃষ্টি করেছেন যাতে তিনি তোমাদের পরীক্ষা করতে পারেন যে, তোমাদের মধ্যে কে সৎকাজ করে। তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। (৩) যিনি স্তরে স্তরে সপ্তআকাশ সৃষ্টি করেছেন। করুণাময়ের সৃষ্টিতে তুমি কোন ত্রুটি খুঁজে পাবে না। ভাল করে দেখে নাও। কোথাও

কোন ত্রুটি দেখতে পাচ্ছ কি? (৪) বার বার দৃষ্টি ঘুরিয়ে দেখ, দৃষ্টি ক্লান্ত হয়ে অসফল অবস্থায় তোমার দিকেই ফিরে আসবে।

(৫) আর আমি নিকটবর্তী আকাশকে প্রদীপমালা দিয়ে সুসজ্জিত করেছি, সেগুলোকে শয়তানদের মারার মাধ্যম বানিয়েছি। আর ওর জন্য আমি নরকের শাস্তি তৈরী করে রেখেছি। (৬) আর যারা তাদের প্রভূকে অবিশ্বাস করেছে, তাদের জন্য রয়েছে নরক-যন্ত্রণা, আর সে গন্তব্য কত নিকৃষ্ট। (৭) যখন ওদের সেখানে নিক্ষেপ করা হবে তখন তারা নিঃশ্বাসের শব্দ শুনবে। (৮) আর তা টগবগ করে ফুটতে থাকবে, মনে হবে যেন সে ক্রোধে ফেটে পড়বে। যখনই তাতে কোন দলকে নিক্ষেপ করা হবে, তার দারোগা তাকে জিজ্ঞাসা করবে, তোমাদের কাছে কি কোন সতর্ককারী আসেনি? (৯) তারা বলবে, হ্যাঁ, আমাদের কাছে সতর্ককারী এসেছিল। কিন্তু আমরা তাকে বিশ্বাস করিনি এবং আমরা বলেছিলাম যে, আল্লাহ কোন কিছুই অবতরণ করেননি। তোমরা বড়ই পথভ্রষ্টতার মধ্যে পড়ে আছো। (১০) ওরা আরো বলবে, আমরা যদি শুনতাম বা বুঝতাম তাহলে নরকবাসী হতাম না। (১১) অতএব তারা অপরাধ স্বীকার করবে, ধিক নরকবাসীদের।

(১২) যারা না দেখেও তাদের প্রভূকে ভয় করে, তাদের জন্য রয়েছে ক্ষমা ও এক বড় পুরষ্কার। (১৩) তোমরা তোমাদের কথা গোপনে বলো বা চিৎকার করে বলো তিনি অন্তরের কথাও জানেন। (১৪) যিনি সৃষ্টি করেছেন তিনি জানবেন না? তিনি সূক্ষ্মদর্শী মহাবিজ্ঞ।

(১৫) তিনিই পৃথিবীকে তোমাদের বশীভূত করে দিয়েছেন; অতএব তোমরা তার পথে-প্রান্তরে চল এবং তাঁর দেওয়া জীবিকা থেকে আহার কর। তাঁর কাছেই পুনরুত্থান। (১৬) তোমরা কি তাঁর থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে, যিনি আকাশে আছেন, তিনি তোমাদেরকে ভূমিতে ধ্বসিয়ে দিবেন

এবং ভূমি কাঁপতে থাকবে। (১৭) তোমরা কি তাঁর থেকে নির্ভয় হয়ে গেলে যিনি আকাশে আছেন যে, তিনি তোমাদের উপর পাথর বর্ষন করার ঝড় পাঠিয়ে দিবেন এবং তখন তোমরা জানতে পারবে আমার সতর্কবাণী কেমন ছিল? (১৮) এদের পূর্ববর্তীরাও অবিশ্বাস করেছিল। অতএব কেমন হয়েছিল আমার অভিশম্পাত?

(১৯) তারা কি তাদের মাথার উপরে পাখীদের দিকে দেখে না ডানা মেলে আবার কখনও ডানা গুটিয়েও নেয়? করুণাময় ছাড়া কেউ নেই যে, তাদের ধরে রাখেন। নিঃসন্দেহে তিনি সবকিছুই দেখছেন। (২০) কে আছে যে, তোমাদের সেনা হয়ে করুণাময়ের বিরুদ্ধে তোমাদের সাহায্য করতে পারে? অস্বীকারকারীরা ধোঁকার মধ্যে পড়ে আছে। (২১) কে আছে যে তোমাকে জীবিকা দিতে পারে, যদি আল্লাহ তাঁর জীবিকা বন্ধ করে দেন? বরং তারা অবাধ্যতা ও অনীহার মধ্যে অটল রয়েছে।

(২২) একজন মূখে ভরদিয়ে চলে, আরেকজন সোজা হয়ে সরল পথে চলে; দুজনের মধ্যে কার পথ চলা সঠিক? (২৩) বলো, তিনিই তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন এবং তোমাদের জন্য কান, চোখ ও অন্তর দিয়েছেন। তোমরা খুবই কম কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করো। (২৪) বলো, তিনিই তোমাদেরকে পৃথিবীতে ছড়িয়ে দিয়েছেন এবং তাঁর কাছেই তোমাদের একত্রিত করা হবে।

(২৫) আর তারা বলে সেই প্রতিশ্রুতি কখন হবে? যদি তুমি সঠিক হও? (২৬) বলো, সে জ্ঞান তো আল্লাহর কাছে আছে। আমি তো কেবল একজন সতর্ককারী। (২৭) অতএব তারা যখন তা কাছে আসতে দেখবে তখন তাদের চেহারা বিগড়ে যাবে যারা অবজ্ঞা করেছিল, আর বলা হবে যে, এই সেই জিনিষ যা তোমরা চাইতে। (২৮) বলো, আল্লাহ যদি আমাকে মৃত্যু দিয়ে দেন আর ওই লোকদের যারা আমার সঙ্গে আছে, অথবা আমার

উপর অনুগ্রহ করেন, তাহলে অবজ্ঞাকীদের কঠিন শাস্তি থেকে কে রক্ষা করবে? (২৯) বলো, তিনি করুণাময়, আমরা তাঁর প্রতি ঈমান এনেছি এবং তাঁর উপরেই ভরসা করেছি। আর শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে যে, স্পষ্ট পথভ্রষ্টতায় কারা আছে। (৩০) বলো, তোমরা আমাকে বলো তো, যদি তোমাদের পানি ভূগর্ভে চলে যায় তাহলে কে এমন আছে যে তোমাদের জন্য স্বচ্ছ পানি নিয়ে আসবে?

৬৮. সূরাহ আল-ক্বলম (কলম)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) নূন।

কলমের শপথ, আর লোকেরা যা কিছু লেখে। (২) তুমি তোমার প্রভূর কৃপায় পাগল নও। (৩) আর নিঃসন্দেহে তোমার জন্য রয়েছে নিরবিচ্ছিন্ন পুরস্কার। (৪) আর তুমি এক মহান চরিত্রের অধিকারী। (৫) অতএব অতিশীঘ্রই তুমি দেখবে আর ওরাও দেখবে। (৬) তোমাদের মধ্যে কার পাগলামী ছিল? (৭) তোমার প্রভূই ভাল জানেন, কে তাঁর পথ থেকে ছিটকে গেছে। আর সঠিক পথে যারা চলছে তাদেরকেও তিনি ভালই জানেন।

(৮) অতএব তুমি এই অবিশ্বাসীদের কথা মতো চলবে না। (৯) তারা চায় তুমি নরম হয়ে যাও, তাহলে তারাও নরম হয়ে যাবে। (১০) আর তুমি এমন ব্যক্তির কথা মানবে না যে অধিক শপথকারী, ইতর। (১১) ব্যাঙ্গকারী, চোগলখোর। (১২) ভাল কাজে বাধাদানকারী, সীমালঙ্ঘনকারী, অবিশ্বাসী। (১৩) পাষান হৃদয় এর চেয়েও অধম। (১৪) এই বিবেচনায় যে তাদের ধনবল ও জনবল আছে। (১৫) যখন তার কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ

করে শোনান হয়, তখন সে বলে, এতো আগেকার লোকদের প্রমাণহীন কথা-বার্তা। (১৬) শীঘ্রই আমি তার নাকে দাগ দিয়ে দেবো।

(১৭) আমি তো তাদের পরীক্ষায় ফেলেছি। যেমনভাবে আমি বাগানওয়ালাদের পরীক্ষা করেছিলাম। যখন তারা শপথ নিয়েছিল যে তারা সকালেই বাগানের ফল আহরণ করবে। (১৮) তারা আল্লাহর স্তুতি করেনি (১৯) অতঃপর ওই বাগানের উপর তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে বিপর্যয় ঘুরে গেল যখন তারা ঘুমাচ্ছিল। (২০) সকালে সেটা এমন হয়ে গেল যেন ফসল কাটা বাগান। (২১) অতএব সকালে তারা একে অপরকে ডাক দিল। (২২) সকাল সকাল ক্ষেতে চল যদি ফল আহরণ করতে চাও। (২৩) তারপর যেতে যেতে তারা চুপি চুপি বলছিল। (২৪) আজ যেন কোন অভাবী মানুষ তোমাদের সাথে বাগানে না ঢোকে। (২৫) আর তারা নিজেদেরকে না দেওয়ার ক্ষমতা রাখে মনে করে চলল। (২৬) তারপর যখন বাগান দেখল তখন বলল নিশ্চয়ই আমরা পথ ভূলে এসেছি। (২৭) বরং আমরা বঞ্চিত হয়েছি। (২৮) তাদের মধ্যে যে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি ছিল সে বলল, আমি কি তোমাদের বলিনি যে, তোমরা স্তুতি কেন কর না? (২৯) তারা বলল, আমাদের প্রভূ পবিত্র। আমরাই অত্যাচারী। (৩০) অতঃপর তারা আপোষে একে অন্যের প্রতি দোষারোপ করতে লাগল। (৩১) তারা বলল, হায় আফসোস! নিঃসন্দেহে আমরা সীমালঙ্ঘন করে ফেলেছি। (৩২) আমাদের প্রভূ হয়ত এই বাগানের পরিবর্তে আমাদেরকে এর চেয়েও কোন ভাল বাগান দিবেন। আমরা তাঁর কাছেই আশাকরি। (৩৩) এভাবেই শাস্তি আসে, আর পরলোকের শাস্তি এর চেয়েও বড়। যদি তারা জানত।

(৩৪) নিঃসন্দেহে খোদা-ভীরুদের জন্য তাদের প্রভূর কাছে রয়েছে স্বর্গের সুখোদ্যান। (৩৫) আমি কি অনুগতদের অবাধ্যদের সঙ্গে সমান করে

দেব ? (৩৬) তোমাদের কি হল ? তোমরা কেমন বিচার করছ ? (৩৭) তোমাদের কাছে কি কোন কিতাব আছে ? (৩৮) এতে তোমাদের জন্য তাই আছে যা তোমরা পছন্দ করো। (৩৯) নাকি আমার কাছ থেকে তোমাদের কেয়ামত পর্যন্ত শপথ আছে যে, তোমরা যা সিদ্ধান্ত নেবে তাই পাবে। (৪০) তাদেরকে জিজ্ঞাসা করো যে, এদের মধ্যে কে তাদের জিম্মাদার ? (৪১) না কি তাদের কোন শরীক আছে ? তাহলে তারা তাদের শরীকদের নিয়ে আসুক যদি তারা সঠিক হয়।

(৪২) যেদিন সত্যের পর্দা উন্মোচিত হবে এবং লোকদেরকে সেজদাহ করতে বলা হবে, তখন তারা সেজদাহ করতে পারবে না। (৪৩) ওদের দৃষ্টি অবনত থাকবে, লাঞ্ছনা ওদেরকে আচ্ছন্ন করে রাখবে। ওরা যখন সুস্থ ও হৃষ্ট পুষ্ট ছিল তখনও ওদেরকে সেজদাহর জন্য ডাকা হতো। (৪৪) অতএব যারা এই বাণী অবিশ্বাস করে তাদেরকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। আমি তাদেরকে ধীরে ধীরে এমনভাবে পাকড়াও করব যে, তারা জানতেই পারবে না। (৪৫) ওদেরকে আমি অবকাশ দিচ্ছি। নিঃসন্দেহে আমার কৌশল খুবই মজবুত।

(৪৬) তুমি কি তাদের কাছে ক্ষতি-পূরণ চাইছো ? যে তারা অর্থ-দণ্ডের বোঝায় নত হয়ে যাচ্ছে। (৪৭) অথবা তাদের কাছে কি অদৃশ্যের জ্ঞান আছে যে, তারা লিখে রাখে ? (৪৮) অতএব তুমি তোমার প্রভূর নির্দেশের জন্য ধৈর্য ধরো এবং মাছ-ওয়ালার মত হয়োনা। যখন সে বিষন্ন অবস্থায় আমাকে ডেকেছিল। (৪৯) যদি তার প্রভূর অনুগ্রহ তার সাথে না থাকত তাহলে তো সে নিন্দিত অবস্থায় উন্মুক্ত প্রান্তরে নিক্ষিপ্ত হতো। (৫০) অতঃপর তার প্রভূ তাকে সম্মানিত করলেন এবং তাকে সৎকর্মশীলদের দলভূক্ত করলেন। (৫১) আর এই অবজ্ঞাকারী লোকেরা যখন উপদেশ শোনে তখন এমনভাবে

তোমার দিকে তাকায় যেন তাদের দৃষ্টি দ্বারা তোমাকে স্খলিত করে দেবে। আর বলে এ অবশ্যই এক পাগল। (৫২) আর এ বিশ্ব-জগতের জন্য এক উপদেশ।

৬৯. সূরাহ আল-হাক্কাহ (অনিবার্যক্ষন)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার। (২) কি সেই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপার? (৩) তুমি কি জানো সেই অবশ্যম্ভাবী ব্যাপারটা কি? (৪) সামূদ ও আদ সম্প্রদায় ওই খড়খড়ানো আওয়াজকে অবিশ্বাস করেছিল। (৫) অতএব সামূদকে এক ভয়ানক দূর্ঘটনায় ধ্বংস করা হয়েছিল। (৬) আর আদ সম্প্রদায়কে এক প্রচণ্ড ঝড়ো হাওয়া দ্বারা ধ্বংস করা হয়েছিল। (৭) তাদের উপরে আল্লাহ তা নিরন্তর সাত রাত আর আটদিন বহাল রেখেছিলেন। তুমি দেখতে, মানুষগুলো মাটিতে এমনভাবে পড়ে আছে যেন খেজুরগাছের শূন্য গর্ভ কাণ্ড। (৮) তুমি কি ওদের কোন অবশিষ্টাংশ দেখতে পাও? (৯) আর ফেরাউন ও তার আগে যারা ছিল, এবং উল্টে দেওয়া জনপদগুলো অপরাধ করেছিল। (১০) তারা তাদের প্রভূর বার্তাবাহককে অস্বীকার করেছিল। যার জন্য তিনি তাদেরকে কঠোরভাবে পাকড়াও করেছিলেন। (১১) আর যখন পানি বিপদ সীমা অতিক্রম করেছিল, তখন আমি তোমাদেরকে নৌকায় আরোহণ করিয়েছিলাম। (১২) যাতে আমি এটা তোমাদের জন্য স্মৃতি বানিয়ে দিই। আর স্মরণ রাখা কান এটাকে স্মরণ রাখে।

(১৩) আর যখন 'সূর' (মহাশঙ্খ) হঠাৎই ফুঁ দেওয়া হবে। (১৪) ভূমি ও পাহাড়গুলোকে উঠিয়ে একেবারেই চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে।

(১৫) সেই দিন যা ঘটার ঘটে যাবে। (১৬) আকাশ বিদীর্ণ হয়ে যাবে এবং সেদিন পূর্ণতঃ ক্ষীণ হয়ে পড়বে। (১৭) আর ফেরেশতারা থাকবে তার প্রান্তদেশে। আটজন ফেরেশতা সেদিন তোমার প্রভূর সিংহাসন নিজেদের উপর উঠিয়ে নেবে। (১৮) সেদিন তোমাদেরকে পেশ করা হবে। তোমাদের কোন তথ্যই সেদিন গোপন থাকবে না।

(১৯) যে ব্যক্তিকে তার কর্মপত্র তার ডান হাতে দেওয়া হবে, সে বলবে, এই নাও আমার কর্মপত্র পড়ে দেখ। (২০) আমি কল্পনা করতাম যে, আমাকে আমার হিসাব দিতে হবে। (২১) অতএব সে তার পছন্দমত সূখে জীবন-যাপন করবে। (২২) উচ্চ উদ্যানে। (২৩) তার ফলগুলি ঝুঁকে থাকবে। (২৪) তৃপ্তি সহকারে খাও আর পান করো, তোমাদের সেই কর্মের বিনিময়ে, বিগত দিনে যা তোমরা করেছিলে। (২৫) আর যে ব্যক্তির কর্মপত্র তার বাম হাতে দেওয়া হবে, তখন সে বলবে, হায়! যদি আমার কর্মপত্র না দেওয়া হত। (২৬) আমি জানতাম না আমার হিসাব কি হবে। (২৭) হায়! যদি সেই মৃত্যুই আমার শেষ হত। (২৮) আমার সম্পদ আমার কোন কাজে আসল না। (২৯) আমার ক্ষমতাও তো শেষ হয়ে গেল। (৩০) তাকে ধরো ও তাকে বেড়ি পরিয়ে দাও। (৩১) তারপর তাকে নরকে নিক্ষেপ করো। (৩৩) এই ব্যক্তি মহান আল্লাহকে বিশ্বাস করত না। (৩৪) এবং গরীব মানুষকে আহার করাতে উৎসাহ দিত না। (৩৫) তাই আজ এখানে ওকে সহানুভূতি দেখাবার কেউ নেই। (৩৬) কোন খাদ্য নেই, একমাত্র পূঁজ ছাড়া। (৩৭) যা কেবল অপরাধীরাই খাবে।

(৩৮) শুধু তাই না, আমি শপথ করছি ওই সব জিনিষের যা তোমরা দেখতে পাও। (৩৯) আর যা তোমরা দেখতে পাও না। (৪০) নিঃসন্দেহে এ এক সম্মানীয় বার্তাবাহকের বাণী। (৪১) আর এটা কোন কবির কথা নয়,

তোমরা খুবই কম আস্থাশীল। (৪২) আর এটা কোন ভবিষ্যৎ বক্তারও কথা নয়, তোমরা খুবই কম চিন্তা করো। (৪৩) এটা বিশ্বপ্রভূর কাছ থেকে অবতীর্ণ। (৪৪) সে যদি আমার নামে কোন কথা বানিয়ে বলত, (৪৫) তাহলে অবশ্যই আমি তার ডান হাত ধরে ফেলতাম। (৪৬) তারপর তার অন্তরের মূল ধমনী কেটে দিতাম। (৪৭) তখন তোমাদের কেউ একাজে আমাকে বাধা দিতে পারতে না। (৪৮) নিঃসন্দেহে এটা এক উপদেশ খোদা-ভীরুদের জন্য। (৪৯) আমি তো জানি, তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ এটাকে মিথ্যা মনে করে। (৫০) অবিশ্বাসীদের জন্য এটা তো অনুতাপের কারণ। (৫১) এটা নিশ্চিত সত্য। (৫২) অতএব তুমি তোমার মহান প্রভূর নামের স্তুতি করো।

৭০. সূরাহ আল-মা'আরিজ (আরোহী সিঁড়ি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) একজন প্রশ্নকারী শাস্তি সম্পর্কে প্রশ্ন করল, যা নেমে আসবে। (২) অস্বীকারকারীদের কাছ থেকে কেউ তা প্রতিহত করতে পারবে না। (৩) সিঁড়ির অধিকারী আল্লাহর পক্ষ থেকে। (৪) ফেরেশতা এবং জিব্রাঈল এতে চড়েই তাঁর দিকে যায়। এমন একটি দিন যার অবধি পঞ্চাশ হাজার বছরের সমান। (৫) অতএব তুমি ধৈর্যধারণ করো ভালভাবে ধৈর্য ধর। (৬) তারা তাকে দূরে মনে করছে, (৭) কিন্তু আমি তাকে কাছে দেখছি। (৮) যেদিন আকাশ তরল তামার মত হয়ে যাবে। (৯) পর্বতগুলো ধোনাই করা উলের মত। (১০) আর কোন বন্ধু কোন বন্ধুর খবর জিজ্ঞেস করবে না। (১১) তা ওদেরকে দেখানো হবে। অপরাধী চাইবে যদি ওই দিনের শাস্তি থেকে বাঁচার জন্য নিজের পুত্র, (১২) নিজের স্ত্রী এবং নিজের ভাই। (১৩) এবং নিজের পরিবার পরিজন দ্বারা, যারা তাকে আশ্রয় দিত।

(১৪) এবং পৃথিবীর সকলের দ্বারা মুক্তিপণ দিয়ে নিজেকে রক্ষা করবে।

(১৫) কখনই নয়, একেবারে জলন্ত আগুন। (১৬) যা চামড়া তুলে নেবে। (১৭) সে ওদের প্রত্যেককে ডাকবে যে এড়িয়ে গিয়েছিল মুখ ফিরিয়ে নিয়েছিল। (১৮) সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করেছিল। (১৯) মানুষ সৃষ্টিগত ভাবে ভীত। (২০) কষ্টের মধ্যে পড়লে ঘাবড়ে যায়। (২১) আর যখন অবস্থা ভাল হয় তখন কার্পন্য করে। (২২) তবে এর ব্যতিক্রমী হল নামাযীরা। (২৩) যারা নিজ নামায নিয়মিত আদায় করে। (২৪) যাদের সম্পদে নির্দিষ্ট অধিকার আছে। (২৫) যাঞ্চাকারী ও বঞ্চিত ব্যক্তির জন্য। (২৬) যারা মীমাংসার দিনকে বিশ্বাস করে। (২৭) আর যে তার প্রভূর শাস্তিকে ভয় পায়। (২৮) নিঃসন্দেহে তার প্রভূর শাস্তি থেকে কারো নির্ভয় হওয়া উচিত নয়। (২৯) যারা তাদের যৌনাঙ্গ সংযত রাখে। (৩০) তাদের স্ত্রী এবং মালিকানাধীন মহিলাদের সাথে (বিবাহের পর), অতএব ওতে ওদের কোন দোষ নেই। (৩১) আর যে ব্যক্তি এছাড়াও আরো কিছু চায় তাহলে এরাই সীমালঙ্ঘনকারী। (৩২) যারা তাদের আমানত ও প্রতিশ্রুতি রক্ষা করে। (৩৩) যারা তাদের সাক্ষ্যদানের উপর অটল থাকে। (৩৪) আর যে তার নামায রক্ষা করে। (৩৫) এরাই স্বসন্মানে স্বর্গে স্থান পাবে।

(৩৬) এই অবজ্ঞাকারীদের কি হল যে, তারা তোমার দিকে দৌড়ে চলে আসছে। (৩৭) ডানদিক থেকে এবং বামদিক থেকে দলে, দলে। (৩৮) তাদের প্রত্যেকেই কি আশা করে যে, তাকে সূখের স্বর্গে প্রবেশ করানো হবে? (৩৯) কখনই নয়, আমি তাদেরকে যে জিনিষ দিয়ে সৃষ্টি করেছি তা তারা জানে।

(৪০) অতএব না, আমি শপথ করছি পূর্বও পশ্চিমের প্রভূর, নিশ্চয়ই আমি সক্ষম। (৪১) তাদের পরিবর্তে তাদের চেয়ে ভাল মানুষ সৃষ্টি করতে। তাতে আমি অপরাগ নই। (৪২) অতএব ওদেরকে বলতে ও খেল-তামাশা

করতে দাও, যতক্ষণ না তারা তাদের সেই প্রতিশ্রুত দিনটির সাথে সাক্ষাৎ করে। (৪৩) সেদিন তারা কবর থেকে বেরিয়ে ছুটতে থাকবে, যেন তারা কোন লক্ষ্যের দিকে ছুটছে। (৪৪) তাদের দৃষ্টি অবনত হবে। অপমান তাদের আচ্ছন্ন করে রাখবে। এই সেই দিন যা তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল।

৭১. সূরাহ নূহ (নোয়াহ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আমি নূহকে তার সম্প্রদায়ের কাছে বার্তাবাহক করে পাঠিয়েছিলাম, ;যে "কঠিন শাস্তি আসার আগে তোমার সম্প্রদায়কে সতর্ক করো"। (২) সে বলেছিল হে আমার সম্প্রদায়! আমি তোমাদের জন্য একজন স্পষ্ট সতর্ককারী। (৩) তোমরা আল্লাহর উপাসনা করো এবং তাঁকে ভয় করো, আর আমার আনুগত্য করো। (৪) আল্লাহ তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন এবং তোমাদেরকে এক নির্দ্ধারিত সময় পর্যন্ত অবকাশ দিবেন। নিঃসন্দেহে যখন আল্লাহর নির্দ্ধারিত সময় এসে যায় তখন তা আর বিলম্বিত করা যায় না। (৫) নূহ বলেছিল, হে আমার প্রভূ! আমি তো আমার সম্প্রদায়কে দিনরাত ডেকেছি। (৬) কিন্তু আমার ডাক তাদের সাথে শুধু দূরত্বই বৃদ্ধি করেছে। (৭) আর আমি যখনই ওদের ডেকেছি যে, তুমি ওদের ক্ষমা করে দেবে, তখনই ওরা কানে আঙুল দিয়ে, কাপড় দিয়ে নিজেদেরকে ঢেঁকে, জিদ ধরে রেখেছে এবং দারুণ অহংকার করেছে। (৮) অতঃপর আমি ওদেরকে প্রকাশ্যে ডেকেছি। (৯) তারপর তাদেরকে জন সমক্ষে আহ্বান জানিয়েছি এবং গোপনেও ওদেরকে বুঝিয়েছি। (১০) আমি বলেছি যে, আপন প্রভূর কাছে ক্ষমা চাও, নিঃসন্দেহে তিনি পরম ক্ষমাশীল। (১১) তাহলে তিনি তোমাদের জন্য আকাশ থেকে পর্যাপ্ত বৃষ্টি বর্ষন করাবেন। (১২) আর তোমাদের

সম্পদ ও সন্তান বৃদ্ধি করে দিবেন। এবং তোমাদের জন্য বাগ-বাগীচা ও নদ-নদী বানিয়ে দিবেন। (১৩) তোমাদের কি হল যে, তোমরা আল্লাহর মহানতা মানছ না। (১৪) অথচ তিনিই তোমাদেরকে বিভিন্ন পর্যায়ে সৃষ্টি করেছেন। (১৫) তোমরা কি দেখনি যে, কিভাবে আল্লাহ সপ্ত আকাশকে স্তরে স্তরে সৃষ্টি করেছেন? (১৬) আর তাতে চাঁদের জ্যোতি এবং সূর্যকে প্রদীপরূপে সৃষ্টি করেছেন। (১৭) এবং আল্লাহ তোমাদেরকে পৃথিবী (মাটি) থেকে বিশেষভাবে উৎপন্ন করেছেন। (১৮) আবার তিনি তোমাকে পৃথিবীতে (মাটিতে) ফিরিয়ে নিবেন, এবং ও থেকেই তোমাদেরকে বের করবেন। (১৯) আর আল্লাহ তোমাদের জন্য ভূমিকে সমতল বানিয়েছেন। (২০) যাতে তোমরা তার প্রশস্ত রাস্তায় পথ চলতে পারো।

(২১) নূহ বলল, প্রভূ! এরা আমার কথা শোনেনি, এবং এমন ব্যক্তির অনুসরণ করেছে যার সম্পত্তি ও সন্তান কেবল ওদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করেছে। (২২) আর এরা এক বড় ষড়যন্ত্র করেছে। (২৩) এরা আরো বলেছে। তোমরা তোমাদের উপাস্যদের কখনই ত্যাগ করো না; ত্যাগ করো না ওয়াদ কিংবা সুওয়াকে, অথবা ইয়াগুছ, ইয়াউক ও নাসরকে। (২৪) আর ওরা অনেক লোককেই পথভ্রষ্ট করেছে। এখন তুমি এই পথভ্রষ্ট লোকদের পথভ্রষ্টতা বৃদ্ধি করো। (২৫) তাদের পাপের কারণেই তাদেরকে ডুবিয়ে দেওয়া হয়েছে এবং পরে নরকে নিক্ষেপ করা হয়েছে। অতঃপর তারা আল্লাহ ব্যতীত কোনই সাহায্য কারী পায়নি।

(২৬) নূহ বলল, হে আমার প্রভূ! এই অস্বীকারকারী কাউকে পৃথিবীতে বসবাস করার জন্য ছেড় না। (২৭) যদি তুমি ওদের ছেড়ে দাও। তাহলে এরা তোমার বান্দাদের বিপথগামী করবে। আর এদের বংশ থেকে যেই জন্ম নেবে সে পাপী এবং কঠোর অবজ্ঞাকারীই হবে। (২৮) হে আমার

প্রভূ ! আমাকে ক্ষমা করো। এবং আমার মাতা-পিতাকে ক্ষমা করে দাও। আমার ঘরে আস্থাবান হয়ে যে প্রবেশ করে, তাকেও তুমি ক্ষমা করো। আর সকল আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবান মহিলাদের ক্ষমা করো, আর ধ্বংস ব্যতীত অত্যাচারীদের কোন কিছুই বৃদ্ধি করো না।

৭২. সূরাহ আল-জ্বিন (জিন জাতি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বলো, আমাকে বার্তা পাঠানো হয়েছে যে, জ্বিনদের একটি দল কুরআন শুনে বলেছে যে, আমরা এক বিচিত্র কুরআন শুনেছি। (২) যা পথ-প্রদর্শক, তাই আমরা তার উপর ঈমান এনেছি। আর আমরা আমাদের প্রভূর সাথে কাউকে শরীক করবো না। (৩) আর আমাদের প্রভূর মর্যাদা সুউচ্চ। তাঁর না কোন পত্নী আছে আর না কোন সন্তান। (৪) আমাদের নির্বোধ ব্যক্তিরা আল্লাহ সম্পর্কে অনেক বাস্তব-বিরোধী কথা-বার্তা বলত। (৫) আর আমরা মনে করেছিলাম যে, মানুষ ও জ্বিন আল্লাহ সম্পর্কে কখনো মিথ্যা কথা বলবে না। (৬) কতক মানুষ ছিল, যারা কতক জ্বিনের কাছে আশ্রয় নিত, ফলে ওরা জ্বিনদের অভিমান আরো বাড়িয়ে দিয়েছিল। (৭) তারাও মনে করেছিল যেমন তোমরা মনে করো যে, আল্লাহ কাউকে পুনরুত্থিত করবেন না। (৮) আর আমরা আকাশে গিয়ে তার তথ্য সংগ্রহ করতে চেয়েছিলাম, কিন্তু তাকে কঠোর প্রহরা ও উল্কায় পরিপূর্ণ দেখতে পেয়েছি। (৯) আমরা আকাশের বিভিন্ন স্থানে শোনার জন্য বসতাম। তবে এখন যে কেউ শুনতে চাইবে সে তার জন্য প্রস্তুত রাখা উল্কা পাবে। (১০) আমরা জানি না পৃথিবীর অধিবাসীদের জন্য অমঙ্গল চাওয়া হয়েছে না তাদের প্রভূ তাদের জন্য মঙ্গল চেয়েছেন। (১১) আমাদের মধ্যে কতক

আছে সৎকর্মপরায়ণ আর কতক তার ব্যতিক্রম। আমরা বিভিন্ন মতের অনুসারী। (১২) আমরা বুঝে গেছি যে, পৃথিবীতে আমরা আল্লাহকে পরাজিত করতে পারব না। আর পালিয়েও তাকে পরাজিত করতে পারব না। (১৩) আমরা যখন উপদেশ শুনলাম তখন আমরা তার উপর ঈমান আনলাম। যে ব্যক্তি তার প্রভূর প্রতি ঈমান আনবে তার কোন ক্ষতি বা অত্যাচারের আশঙ্কা থাকবে না। (১৪) আর এই যে, আমাদের মধ্যে কিছু আত্মসমর্পণকারী আছে, আবার কিছু দিশাহীনও আছে। অতএব যে আত্মসমর্পণ করেছে সে সঠিক পথ খুঁজে নিয়েছে। (১৫) আর যারা দিশাহীন তারাই নরকের ইন্ধন হবে।

(১৬) আমাকে বার্তা দেওয়া হয়েছে যে, এরা যদি সঠিক পথে থাকত তাহলে এদেরকে বাহুল্যতা প্রদান করতাম। (১৭) যাতে এর দ্বারা তাদের পরীক্ষা নিতে পারি। আর যে তার প্রভূর স্মরণ থেকে মুখ ফিরিয়ে নিবে, তাহলে তিনি তাকে কঠোর শাস্তি দিবেন। (১৮) আর এই যে, মসজিদসমূহ আল্লাহরই জন্য, অতএব তোমরা আল্লাহর সাথে আর কাউকে ডেকো না। (১৯) আর এই যে, যখন আল্লাহর বান্দা ওদেরকে ডাকার জন্য খাড়া হলো, তখন লোকেরা তার উপরে হামলে পড়ার জন্য তৈরী হল। (২০) কেননা, আমি কেবল আমার প্রভূকেই ডাকি, এবং তাঁর সাথে কাউকে শরীক করি না। (২১) বলো, আমার কোন ক্ষমতা নেই তোমাদের কোন ক্ষতি করার আর না কোন ভাল করার। (২২) বল, আমাকে আল্লাহর থেকে কেউ বাঁচাতে পারবে না। আর তিনি ব্যতীত আমি কোন আশ্রয়স্থলও পাব না। (২৩) কেবলমাত্র আল্লাহর পক্ষ থেকে পৌঁছে দেওয়া এবং তাঁর বার্তা প্রচার করা। আর যে আল্লাহ ও তাঁর রসূলকে অমান্য করবে, তাহলে তার জন্য রয়েছে নরকের আগুন। তার মধ্যে সে অনন্তকাল থাকবে।

(২৪) এমনকি যখন তারা সেই জিনিষটা দেখবে যার প্রতিশ্রুতি তাদেরকে

দেওয়া হচ্ছে, তখন তারা জানতে পারবে যে, কার সাহায্যকারী দূর্বল। আর কে সংখ্যায় কম। (২৫) বলো, যে জিনিষের প্রতিশ্রুতি তোমাদের দেওয়া হচ্ছে তা নিকটে অথবা আমার প্রভূ তার জন্য দীর্ঘ মেয়াদ নির্দ্ধারিত করে রেখেছেন, তা আমি জানি না। (২৬) পরোক্ষের খবর তিনিই জানেন। তিনি তার পরোক্ষ কাউকে জানান না। (২৭) এই পয়গম্বর ছাড়া তিনি যাকেই পসন্দ করেছেন, তার সামনে ও পিছনে প্রহরার ব্যবস্থা করেন। (২৮) যাতে আল্লাহ জানতে পারেন যে, তারা তাদের প্রভূর বার্তা পৌঁছে দিয়েছে এবং তাদেরকে তাঁর বাতাবরণ বেষ্ঠন করে আছে। আর তিনি সব জিনিষই গুনে রেখেছেন।

৭৩. সূরাহ আল-মুয্‌যাম্মিল (চাদরাবৃত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে বস্ত্রাবৃত, (২) রাতে দাঁড়িয়ে থাক কিছু সময়। (৩) রাতের অর্ধেক অথবা তার থেকেও কিছু কমাও। (৪) অথবা এর চেয়ে কিছু বাড়াও, আর কুরআনকে থেমে থেমে পড়। (৫) আমি তোমার উপর এক গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ভার দিতে যাচ্ছি।

(৬) নিঃসন্দেহে রাতে ওঠা খুবই কষ্টকর এবং প্রার্থণার সঠিক সময়। (৭) দিনের বেলায় তোমার অনেক কাজ থাকে। (৮) আর তোমার প্রভূকে স্মরণ করো এবং তাঁর দিকেই মনসংযোগ কেন্দ্রিভূত করো সবার থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে। (৯) তিনিই পূর্ব ও পশ্চিমের মালিক, তিনি ছাড়া কেউ পূজ্য নেই, অতএব তুমি তাঁকেই নিজের সংরক্ষক বানিয়ে নাও। (১০) আর লোকেরা যা বলে তাতে ধৈর্য রাখো এবং তাদেরকে সুন্দরভাবে বর্জন করো। (১১) আর অবিশ্বাসী সম্পন্ন লোকদের ব্যাপার আমার উপরে ছেড়ে দাও

এবং ওদেরকে কিছু ঢিল দাও। (১২) আমার কাছে আছে শৃঙ্খল ও নরক। (১৩) আর গলায় আটকে যাওয়া খাদ্য এবং যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। (১৪) যেদিন ভূমি আর পাহাড় কাঁপতে থাকবে আর পাহাড়গুলো বালির স্তূপে পরিণত হবে।

(১৫) আমি তোমাদের কাছে একজন রসূল পাঠিয়েছি তোমাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে, যেভাবে আমি ফেরাউনের দিকে একজন রসূল পাঠিয়েছিলাম। (১৬) কিন্তু ফেরাউন সেই রসূলের কথা মানেনি, তাই আমি তাকে ধরেছি কঠিন ধরা। (১৭) অতএব তোমরাও যদি অবিশ্বাস করো তাহলে সেদিনের শাস্তি থেকে কিভাবে নিস্তার পাবে, যা বাচ্চাকে বৃদ্ধ করে দেবে। (১৮) যাতে আকাশ ফেটে যাবে, নিঃসন্দেহে তাঁর প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত হবেই। (১৯) এটা এক উপদেশ, অতএব যার ইচ্ছা সে তার প্রভূর পথ ধরুক।

(২০) নিঃসন্দেহে তোমরা প্রভূ জানেন যে, তুমি প্রায় তিনভাগের দুভাগ রাত অথবা অর্ধেক রাত বা তিনভাগের একভাগ রাত (নামাযের জন্য) দাঁড়িয়ে থাকো এবং তোমার সাথীদের একটি দলও। আর আল্লাহই রাত-দিনের পরিমাপ নির্দ্ধারণ করেন। তিনি জানেন তোমরা ওটা পূরো করতে পারবে না। অতএব তিনি তোমাদেরকে কৃপা করেছেন। অতএব কুরআন যতটুকু সহজ হয় ততটুকু পাঠ করো। তিনি জানেন তোমাদের মধ্যে কেউ কেউ অসুস্থ থাকবে, কেউ কেউ আল্লাহর অনুগ্রহের খোঁজে ধরণীতে ব্যস্ত থাকবে, এবং এমনও লোকও থাকবে যারা আল্লাহর রাস্তায় জেহাদ করবে। তাই এথেকে পড় যতটা সহজ হয়, আর নামায স্থাপিত করো এবং যাকাত আদায় করো, আল্লাহকে ঋণ দাও। উত্তম ঋণ। তোমরা নিজেদের জন্য যে ভাল অগ্রিম পাঠাবে তা আল্লাহর কাছে মজুদ পাবে। উত্তম ও অধিক সংখ্যায়। আর আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাও। নিঃসন্দেহে আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু।

৭৪. সূরাহ আল-মুদ্দাস্‌সির (বস্ত্রাবৃত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) হে বস্ত্রাবৃত। (২) ওঠো এবং লোকদের সতর্ক কর। (৩) তোমার প্রভূর গৌরব বর্ণনা করো। (৪) তোমার পোষাক পবিত্র রাখো। (৫) অপবিত্রতা পরিহার করো। (৬) কিছু পাওয়ার আশায় উপকার করো না। (৭) আর আপন প্রভূর জন্য ধৈর্যধারণ করো।

(৮) যখন সূরে (মহাশঙ্খ) ফুঁক দেওয়া হবে। (৯) সেদিনটি হবে এক কঠিন দিন। (১০) অবিশ্বাসীদের জন্য সহজ হবে না। (১১) যে ব্যক্তিকে আমি একাকী সৃষ্টি করেছি তাকে আমার হাতে ছেড়ে দাও। (১২) আর আমি তাকে বিপুল ধন-সম্পদ দিয়েছি (১৩) ও কাছে অবস্থানকারী পুত্রবর্গ। (১৪) আর তাকে বেশ স্বচ্ছলতা দান করেছি। (১৫) তবুও সে চায় তাকে আমি আরো অধিক দিই। (১৬) কখনই নয়, সে তো আমার নিদর্শনসমূহের বিরোধী। (১৭) শীঘ্রই আমি তাকে এক কঠিন চড়াইতে আরোহণ করাব।

(১৮) সে চিন্তা করল আর সিদ্ধান্ত নিল। (১৯) অতঃপর সে ধ্বংস হোল, তাহলে সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল। (২০) অতঃপর সে ধ্বংস হোল, সে কেমন সিদ্ধান্ত নিল। (২১) তারপর সে দেখল। (২২) অতঃপর ভ্রূকূটি করল ও বিকৃত মুখভঙ্গি করল। (২৩) তারপর বলল, এতো প্রাচীনকাল থেকে চলে আসা এক যাদু ছাড়া কিছুই নয়। (২৫) এতো মানুষেরই বাণী।

(২৬) আমি তাকে শীঘ্রই নরকে নিক্ষেপ করব। (২৭) তুমি কি জান, নরক কি? (২৮) না অক্ষত রাখবে আর না ছাড়বে। (২৯) চামড়া ঝলসে দেওয়া। (৩০) প্রহরায় উনিশ জন ফেরেশতা। (৩১) আর আমি ফেরেশতাদেরকে নরকের কার্যকর্তা বানিয়েছি। আর তাদের এই সংখ্যা নির্দ্ধারণ করেছি কেবল

অবজ্ঞাকারীদের পরীক্ষার জন্য, যাতে কিতাবধারীদের প্রত্যয় জন্মে, আস্থাবানদের আস্থা বৃদ্ধি পায় এবং গ্রন্থধারী (ইহুদী এবং খৃষ্টান) এবং মোমিনগণ (আস্থাবান) সন্দেহ পোষন না করে। আর যাদের অন্তরে ব্যাধী আছে সেই সব অবিশ্বাসী লোকেরা বলবে, এতে আল্লাহর কি তাৎপর্য আছে? এভাবে আল্লাহ যাকে ইচ্ছা পথভ্রষ্ট করেন আর যাকে ইচ্ছা পথ দেখান। আর তোমার প্রভূর বাহিনী সম্পর্কে কেবল তিনিই জানেন। আর একথাটাই তো লোকদের বোঝানোর।

(৩২) কখনও নয়, চন্দ্রের শপথ। (৩৩) রাতের শপথ যখন তা চলে যায়। (৩৪) এবং প্রভাতের শপথ যখন তা উদ্ভাসিত হয়। (৩৫) নিঃসন্দেহে নরক গুরুতর বিষয়সমূহের একটি। (৩৬) মানুষের জন্য সতর্কবানী স্বরূপ। (৩৭) তার জন্য যে তোমাদের মধ্যে সামনে যেতে অথবা পিছনে থাকতে চায়। (৩৮) প্রত্যেকেই তার কৃত-কর্মের দায়ে আবদ্ধ। (৩৯) ডানদিকের লোকেরা ব্যতীত। (৪০) তারা থাকবে স্বর্গোদ্যানে, একে অপরের কাছে জানতে চাইবে। (৪১) অপরাধীদের সম্পর্কে। (৪২) কোন কাজ তোমাদের নরকে নিয়ে এল? (৪৩) তারা বলবে, আমরা নামায পড়তাম না। (৪৪) গরীবদের খাবার দিতাম না। (৪৫) অহেতুক সমালোচনাকারীদের সাথে অহেতুক সমালোচনা করতাম। (৪৬) এবং বিচারের দিনকে মিথ্যা বলতাম। (৪৭) শেষ পর্যন্ত আমাদের নিশ্চিত পরিণতি এসে গেছে। (৪৮) ফলে সুপারিশকারীদের সুপারিশ তাদের কোন কাজে আসবে না।

(৪৯) তাদের কি হয়েছে যে, উপদেশ থেকে মূখ ফিরিয়ে নিচ্ছে? (৫০) যেন তার জংলী গাধা। (৫১) সিংহের ভয়ে পলায়ন করছে। (৫২) বরং ওদের মধ্যে প্রত্যেকেই চায় যে, তাদেরকে উন্মুক্ত কিতাব দেওয়া হোক। (৫৩) কখনও নয়, বরং এরা পরলোকের ভয় করে না। (৫৪) কখনও নয়, এটাতো এক উপদেশ। (৫৫) অতএব যার মন চায় সে এথেকে উপদেশ

গ্রহণ করুক। (৫৬) তবে আল্লাহ চাইলেই তারা এথেকে উপদেশ গ্রহণ করবে। তাঁকেই ভয় করা উচিৎ। এবং তিনিই ক্ষমা করার মালিক।

৭৫. সূরাহ আল-ক্বিয়ামাহ (পুনরুত্থান দিবস)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) না, আমি শপথ করছি কেয়ামতের দিনের। (২) আর না, আমি শপথ করছি নিন্দুক আত্মার। (৩) মানুষ কি মনে করে যে, আমি তার হাড়গুলো একত্রিত করতে পারব না। (৪) কেন নয়, আমি তার আঙুলের ডগা পর্যন্ত ঠিকভাবে লাগাতে সক্ষম। (৫) বরং মানুষ তার সামনের জীবনেও পাপ করতে চায়। (৬) তারা প্রশ্ন করে, কেয়ামতের দিন কবে আসবে? (৭) যখন দৃষ্টি ধাঁধিয়ে যাবে। (৮) আর চন্দ্র জ্যোতিশূন্য হয়ে যাবে। (৯) সূর্য এবং চন্দ্রকে একত্রিত করে দেওয়া হবে। (১০) সেদিন মানুষ বলবে, কোথায় পালাব। (১১) না, না, কোন আশ্রয়স্থল নেই। (১২) সেদিনের ঠিকানা কেবল তোমার প্রভূর কাছেই। (১৩) মানুষকে সেদিন জানিয়ে দেওয়া হবে যে, সে যা সামনে পাঠিয়েছে ও যা পিছনে রেখে এসেছে। (১৪) বরং মানুষ স্বয়ং নিজেকে ভালভাবে জানে।

(১৬) তার পড়ার উপরে তোমার জিহ্বা নাড়িও না (তাড়াতাড়ী করো না) যে, তুমি তা শীঘ্রই শিখে নেবে। (১৭) এর সংগ্রহ ও পাঠের ব্যবস্থা করা আমারই দায়িত্ব। (১৮) তাই যখন আমি তা শোনাই তখন তুমি এর পাঠ অনুসরণ করো। (১৯) এরপর তা বুঝিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমারই।

(২০) না, না, তোমরা বরং পার্থিব জীবনটাকেই ভালবাস। (২১) এবং পরকালকে উপেক্ষা করো। (২২) সেদিন কতক চেহারা হবে প্রফুল্ল। (২৩) তারা তাদের প্রভূর দিকে দেখতে থাকবে। (২৪) আর কিছু চেহারা

হবে উদাস। (২৫) তারা ধারণা করবে যে, তাদের উপর এক বিপর্যয় নেমে আসবে। (২৬) কখনও নয়, যখন প্রাণ গলার কাছে আসবে। (২৭) আর বলা হবে যে, কে আছ ঝাড়-ফুঁককারী? (২৮) আর সে বুঝে নেবে যে, এটাই বিদায়ের সময়। (২৯) এবং পায়ের সাথে পা জড়িয়ে যাবে। (৩০) সেই দিনটি হবে তোমার প্রভূর দিকে যাওয়ার।

(৩১) সে বিশ্বাস ও করেনি আর নামায ও পড়েনি। (৩২) বরং অবিশ্বাস করেছে আর মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (৩৩) অতঃপর দম্ভভরে তার নিজের লোকের কাছে চলে গেছে। (৩৪) আফসোস! তোমার উপর আফসোস! (৩৫) আবারো তোমার উপর আফসোস! তোমার উপর আফসোস! (৩৬) মানুষ কি মনে করে তাকে এমনি এমনি ছেড়ে দেওয়া হবে? (৩৭) সে কি নিক্ষিপ্ত এক ফোঁটা বীর্য ছিল না? (৩৮) তারপর সে রক্তের এক ফুটকি হয়, তারপর আল্লাহ তাকে সৃষ্টি করেছেন এবং সুন্দর আকৃতি দিয়েছেন। (৩৯) তারপর তাকে দুই প্রকারের করে দিয়েছেন। পূরুষ ও মহিলা। (৪০) এই সৃষ্টিকর্তা কি মৃতদেরকে জীবিত করতে সক্ষম নন?

৭৬. সূরাহ আল-ইনসান (মানব সম্প্রদায়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) মানুষের উপর দিয়ে কখনও এমন একটা সময় অতিবাহিত হয়েছে যখন সে কোন উল্লেখযোগ্য বস্তু ছিল না। (২) আমি মানুষকে মিশ্র বীর্যের একটি ফোটা থেকে সৃষ্টি করেছি তাকে পরীক্ষা করব বলে; তাই তাকে শ্রবণশক্তিসম্পন্ন ও দৃষ্টিশক্তি সম্পন্ন করেছি। (৩) তারপর তাকে পথ বুঝিয়ে দিয়েছি, এখন হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় অকৃতজ্ঞ।

(৪) আমি অস্বীকারকারীদের জন্য শিকল, বেড়ী ও জ্বলন্ত আগুন প্রস্তুত

রেখেছি। (৫) সৎকর্মশীলরা এমন এক পেয়ালা থেকে পান করবে যাতে কাফূরের মিশ্রণ থাকবে। (৬) ওর ঝর্ণা থেকে আল্লাহর বান্দারা পান করবে এবং তারাই একে যথাযথভাবে প্রবাহিত করবে। (৭) তারা মানত পূরো করে, এবং এমন একটি দিনকে ভয় করে যার কঠোরতা হবে ব্যাপক। (৮) এবং তাঁরই প্রেমে আহার করায় বঞ্চিত, অনাথ ও বন্দীকে। (৯) আমরা তোমাদের যা খাওয়াই তা কেবল আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য। এর জন্য তোমাদের কাছে কোন প্রতিদান বা কৃতজ্ঞতা চাই না। (১০) আমরা আমাদের প্রভূর কাছ থেকে এক কঠোর ও বিপদময় দিনের ভয় করি। (১১) তাই আল্লাহ তাদেরকে সেদিনের অনিষ্ট থেকে রক্ষা করবেন। এবং তাদেরকে সজীবতা ও আনন্দ দান করবেন। (১২) এবং তাদের ধৈর্যের বদলে তাদেরকে স্বর্গ ও রেশমী বস্ত্র প্রদান করবেন। (১৩) তারা খাটের উপর হেলান দিয়ে বসবে, সেখানে তারা না গরমের মোকাবেলা করবে আর না ঠান্ডার। (১৪) উদ্যানের ছায়া তাদের উপর নুয়ে থাকবে এবং ফল-মূল তাদের নাগালের মধ্যে থাকবে। (১৫) এবং তাদের মাঝে পরিবেশিত হবে রূপোর পাত্র এবং কাঁচের পিয়ালা। (১৬) রূপোর তৈরী স্ফটিকের মত স্বচ্ছ পানপাত্র। পরিবেশনকারীরা উপযুক্ত পরিমাপে সেগুলো ভরবে। (১৭) সেখানে তাদেরকে অন্য এক জাম পান করানো হবে যাতে থাকবে আদার মিশ্রণ। (১৮) সেকানকার একটি ঝরনা যাকে সালসাবীল বলা হয়। (১৯) তাদের কাছে ঘোরাফেরা করবে এমন সব বালকেরা যারা চিরদিন বালকই থাকবে। তুমি তাদেরকে দেখলে মনে করবে যে যেন মুক্তা ছড়ানো রয়েছে। (২০) আর তুমি যেখানেই দেখবে, সেখানেই মহাপুরস্কার ও মহান সম্রাজ্য দেখতে পাবে। (২১) তাদের গায়ে থাকবে সবুজ পাতলা রেশমীবস্ত্র এবং মোটা রেশমী বস্ত্রও। আর তাদেরকে পরানো হবে রূপোর কঙ্কন। আর তাদের প্রভূ তাদেরকে পবিত্র পানীয়

পান করাবেন। (২২) নিঃসন্দেহে এটা তোমাদের পুরষ্কার, আর তোমাদের প্রচেষ্টা গৃহীত হয়েছে।

(২৩) আমিই তোমার উপরে পর্যায়ক্রমে কুরআন অবতীর্ণ করেছি। (২৪) অতএব তোমার প্রভূর নির্দেশের জন্য ধৈর্য রাখ এবং ওদের মধ্যে কোন পাপী অথবা কৃতঘ্নের কথা শুনো না। (২৫) আর তোমার প্রভূর নাম স্মরণ করো সকাল সন্ধ্যায়। (২৬) এবং রাতেও তাকে সিজদাহ করো এবং তাঁরই স্তূতি করো রাতের অধিক সময় ধরে। (২৭) এরা শীঘ্র পাওয়া যায় এমন জিনিষ চায় এবং এক কঠিন দিনকে এরা পিছনে ফেলে রাখে। (২৮) আমিই তাদের সৃষ্টি করেছি এবং তাদের গঠন মজবুত করেছি। আবার আমি যখন ইচ্ছা করব তখন তাদের পরিবর্তে তাদের মতই আরেক দলকে নিয়ে আসব। (২৯) এটা একটা উপদেশ। অতএব যে চায় সে যেন তার প্রভূর দিকের পথ অবলম্বন করুক। (৩০) আল্লাহ না চাইলে তোমরা চাইতে পারো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ মহাজ্ঞানী, পরম প্রজ্ঞাবান। (৩১) তিনি যাকে ইচ্ছা করেন স্বীয় অনুগ্রহের অন্তর্ভূক্ত করেন। আর অত্যাচারীদের জন্য তিনি যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত রেখেছেন।

৭৭. সূরাহ আল-মুর্সালাত (প্রেরিতগণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বাতাসের শপথ, যা প্রেরণ করা হয়। (২) তারপর যখন তা প্রবল বেগে ধাবমান হয়। (৩) আর মেঘরাশীকে বহন করে ছড়িয়ে দেয়। (৪) ন্যায়-অন্যায়ের পার্থক্যকারী আয়াতসমূহের। (৫) আর ওহী (শ্রুতি) বহনকারী দেবদূতগণের। (৬) অজুহাত রূপে অথবা সতর্কতা রূপে। (৭) তোমাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হচ্ছে তা অবশ্যই বাস্তবায়িত হবে।

(৮) অতএব, যখন তারকারাজী জ্যোতিশূন্য হয়ে যাবে। (৯) এবং আকাশ বিদীর্ণ হবে। (১০) পাহাড়-পর্বত-চূর্ণ-বিচূর্ণ করে দেওয়া হবে। (১১) এবং যখন রসূলগণকে নির্দ্ধারিত সময়ে একত্রিত করা হবে। (১২) কোন দিনের জন্য এসব স্থগিত রাখা হয়েছে? (১৩) নির্ণয়ের দিনের জন্য। (১৪) তুমি কি জানো নির্ণয়ের দিন কি? (১৫) অবিশ্বাসকারীদের জন্য বিনাশের দিন। (১৬) আমি কি পূর্ববর্তীদেরকে ধ্বংস করিনি? (১৭) অতঃপর পরবর্তীদেরকেও তাদের অনুগামী করব। (১৮) আমি অপরাধীদের সাথে এমনই করে থাকি। (১৯) অবিশ্বাসীদের জন্য সেদিন বিনাশের দিন।

(২০) আমি কি তোমাদেরকে তুচ্ছ পানি হতে সৃষ্টি করিনি? (২১) তারপর তা এক নিরাপদ স্থানে রেখেছি। (২২) একটি নির্দিষ্ট মেয়াদ পর্যন্ত। (২৩) তারপর আমি পরিমাপ করেছি। কত উত্তম পরিমাপকারী আমি। (২৪) সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বিনাশ। (২৫) আমি কি ভূমিকে ধারণকারী করিনি? (২৬) জীবিত ও মৃতদের জন্য? (২৭) তাতে আমি সুদৃঢ় উঁচু পর্বতমালা স্থাপন করেছি আর তোমাদেরকে সুমিষ্ট পানি পান করিয়েছি। (২৮) সেদিন অবিশ্বাসীদের জন্য বিনাশের দিন।

(২৯) তোমরা যা অবিশ্বাস করতে তার দিকেই চল। (৩০) তিন শাখা বিশিষ্ট ছায়ার দিকে চল। (৩১) যাতে না আছে ছায়া আর না তা থেকে গরমের হাত থেকে বাঁচা যায়। (৩২) প্রাসাদের মত বড় বড় অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ বর্ষন করবে। (৩৩) যেন তা হলুদ উটের পাল। (৩৪) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন। (৩৫) এ সেইদিন যেদিন লোকেরা কথা বলতে পারবে না। (৩৬) এবং তাদেরকে কোন আপত্তি পেশ করার অনুমতি দেওয়া হবে না। (৩৭) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন। (৩৮) এদিন শেষ বিচারের দিন।

আমি তোমাদেরকে ও পূর্ববর্তীদেরকে একত্রিত করে নিয়েছি। (৩৯) যদি তোমাদের কোন যুক্তি থাকে তাহলে আমার বিরোধিতা কর। (৪০) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন।

(৪১) নিঃসন্দেহে খোদা-ভীরুরা থাকবে ছায়া ও ঝরণার মধ্যে। (৪২) এবং তাদের কাঙ্খিত ফলমূলের মধ্যে। (৪৩) তৃপ্তি সহকারে খাও-দাও এবং পান কর। তোমাদের সেই কর্মের বিনিময়ে যা তোমরা করতে। (৪৪) আমি সৎ মানুষদের এভাবেই প্রতিদান দিই। (৪৫) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন। (৪৬) খাও আর কিছুদিন উপভোগ করে নাও, নিঃসন্দেহে তোমরা অপরাধী। (৪৭) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন। (৪৮) যখন তাদেরকে বলা হত অবনত হও, তখন তারা অবনত হত না। (৪৯) সেদিন অবিশ্বাসীদের বিনাশের দিন। (৫০) এখন এরপরে তারা কিসের উপর ঈমান আনবে?

৭৮. সূরাহ আন-নাবা (সংবাদ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) লোকেরা কি ব্যাপারে জিজ্ঞেস করছে? (২) সেই বড় খবরের ব্যাপার। (৩) যা নিয়ে তাদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। (৪) না, না, শীঘ্রই তারা জানবে। (৫) না, না, শীঘ্রই তারা জানবে! (৬) আমি কি ভূমিকে বিছানা বানাইনি? (৭) আর পর্বতসমূহকে পেরেক? (ঠেক দেওয়া স্তম্ভ)। (৮) আমি তোমাদিগকে জোড়া জোড়া সৃষ্টি করেছি। (৯) আর ঘুমকে বানিয়েছি তোমাদের ক্লান্তি দূর করার জন্য। (১০) আর রাতকে আবরণ বানিয়েছি। (১১) এবং দিনকে জীবিকা উপার্জনের সময় বানিয়েছি। (১২) তোমাদের উপর সুদৃঢ় সপ্ত আকাশ বানিয়েছি। (১৩) তাতে একটি প্রোজ্জ্বল প্রদীপ

স্থাপন করেছি। (১৪) আর আমি বৃষ্টি-বাহী মেঘমালা থেকে প্রচুর বৃষ্টিপাত করেছি। (১৫) যাতে আমি ওর মাধ্যমে উৎপন্ন করি শস্য ও উদ্ভিদ। (১৬) এবং ঘন গাছপালা বিশিষ্ট বাগান। (১৭) নিঃসন্দেহে বিচারের দিন নির্দ্ধারিত আছে।

(১৮) যেদিন 'সূর' (মহাশঙ্খ) এ ফুঁক দেওয়া হবে, আর তোমরা দলে দলে আসবে। (১৯) আকাশ খুলে দেওয়া হবে, আর তাতে শুধু দরওয়াজা আর দরওয়াজা হয়ে যাবে। (২০) এবং পর্বতসমূহকে চালিয়ে দেওয়া হবে আর তা মরীচিকায় পরিণত হবে। (২১) নিঃসন্দেহে নরক তো অপেক্ষায় আছে। (২২) বিদ্রোহীদের ঠিকানা। (২৩) সেখানে তারা যুগযুগ ধরে বাস করবে। (২৪) সেখানে তারা কোন ঠাণ্ডা কিংবা কোন পানীয় আস্বাদন করবে না, (২৫) ফুটন্ত পানি ও পুঁজ ব্যতীত। (২৬) কর্মফলের প্রতিদানে। (২৭) তারা হিসাবের ভয় করত না। (২৮) আর তারা আমার আয়াত সমূহকে পূর্নতঃ অবিশ্বাস করত। (২৯) আমি সবকিছুই লিখিতভাবে সংরক্ষণ করে রেখেছি। (৩০) অতএব স্বাদ আস্বাদন করো, আমি কেবল তোমাদের শাস্তিই বাড়িয়ে যাব।

(৩১) নিঃসন্দেহে যারা আল্লাহকে ভয় করত তাদের জন্য এক বিরাট সাফল্য রয়েছে। (৩২) বাগান এবং আঙুর। (৩৩) এবং পর্ণযৌবনা তরুণী। (৩৪) পরিপূর্ণ পেয়ালা। (৩৫) সেখানে তারা কোন নিরর্থক ও অসত্য কথা শুনবে না। (৩৬) প্রতিফল তোমার প্রভূর পক্ষ থেকে হবে, ওদের কর্ম অনুসারে। (৩৭) করুণাময়ের পক্ষ থেকে যিনি আকাশ, পৃথিবী ও তার মধ্যে যা কিছু আছে সবার প্রভূ। কারো সামর্থ্য নেই যে, তাঁর সাথে কথা বলে। (৩৮) যেদিন জিব্রাঈল ও ফেরেশতাগণ সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়াবে, কেউ কথা বলবে না কিন্তু করণাময় যাকে অনুমতি দিবেন, এবং সে উচিৎ কথাই বলবে।

(৩৯) সেই দিনটি নিশ্চিত। অতএব যে চায় সে তার প্রভূর কাছে আশ্রয় নিক। (৪০) আমি তোমাকে এক নিকটবর্তী শাস্তি সম্পর্কে সতর্ক করলাম। যেদিন মানুষ দেখবে যে, সে হাতে করে কি আগাম পাঠিয়েছে, আর অস্বীকারকারীরা বলবে, হায়! আমি যদি মাটি হতাম।

৭৯. সূরাহ আন-নাযিআত (নিমজ্জিত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ! শিকড় ছেঁড়া বাতাসের। (২) আর শপথ, মৃদু গতিতে চলা বাতাসের। (৩) আর শপথ, ভাসমান মেঘের। (৪) অতঃপর যারা এগিয়ে চলে তাদের। (৫) তারপর কাজ সুসম্পন্নকারীদের। (৬) যেদিন প্রকম্পিত করবে প্রকম্পিতকারী। (৭) তারপরেই আসবে আর এক জিনিষ। (৮) কত হৃদয় সেদিন কাঁপতে থাকবে। (৯) তাদের দৃষ্টি থাকবে অবণত। (১০) তারা বলে আমরা কি পূর্বাবস্থায় ফিরে যাব। (১১) আমরা যখন পচা-সড়া অস্থী হয়ে যাব। (১২) তারা বলে এই প্রত্যাবর্তন তো খুবই ক্ষতিকর হয়ে দাঁড়াবে। (১৩) তা তো কেবল এক আওয়াজ হবে। (১৪) তারপর হঠাৎই (একে একে) এক ময়দানে উপস্থিত হবে।

(১৫) মূসার কথা তোমার কাছে পৌঁছেছে কি? (১৬) যখন তার প্রভূ তাকে পবিত্র তূবা উপত্যকায় সম্মোধন করেছিলেন। (১৭) ফেরাউনের কাছে যাও, সে বিদ্রোহী হয়ে গেছে। (১৮) তাকে গিয়ে বল, তোমার কি শুধরে যাওয়ার ইচ্ছা আছে? (১৯) আমি কি তোমাকে তোমার প্রভূর দিকের পথ দেখাব, যাতে তুমি ভয় কর? (২০) অতঃপর মূসা তাকে মহা নিদর্শন দেখাল। (২১) কিন্তু সে অবিশ্বাস করল ও অবাধ্য হল। (২২) তারপর সে পাল্টা প্রয়াস চালাতে (২৩) সমাবেশ করল এবং ঘোষণা করল, (২৪) আমিই

তোমাদের সবচেয়ে বড় প্রভূ।(২৫) তাই আল্লাহ তাকে পরলোক ও পার্থিব জগতের শাস্তি দ্বারা পাকড়াও করলেন।(২৬) নিঃসন্দেহে এতে এক শিক্ষা আছে প্রত্যেক ওই ব্যক্তির জন্য যারা ভয় করে।

(২৭) তোমাদেরকে বানানো বেশী কঠিন না আকাশকে; আল্লাহই ওটা বানিয়েছেন।(২৮) তিনি এর ছাদ উঁচু করেছেন এবং একে সুগঠিত করেছেন।(২৯) এর রাতকে তিনি অন্ধকারাচ্ছন্ন করেছেন এবং এর দিনকে করেছেন জ্যোতিষ্মান।(৩০) এরপরে তিনি ভূমিকে বিস্তৃত করেছেন।(৩১) তা থেকে তিনি তার পানি ও চারা বের করেছেন।(৩২) আর পর্বতসমূহ স্থাপন করেছেন।(৩৩) তোমাদের ও তোমাদের গবাদী পশুদের জীবনসামগ্রী রূপে।

(৩৪) তারপর যখন মহাবিপদ আসবে।(৩৫) সেদিন মানুষ তার কৃতকর্ম স্মরণ করবে।(৩৬) এবং নরককে প্রকাশ্যে দেখানো হবে।(৩৭) তাই যারা বিদ্রোহ করেছে। (৩৮) আর পার্থিব জীবনকে অগ্রাধিকার দিয়েছে। (৩৯) নরক হবে তাদের ঠিকানা। (৪০) আর যে তার প্রভূর সামনে দাঁড়ানোর ভয় করেছে এবং কু-প্রবৃত্তি থেকে নিজেকে বিরত রেখেছে।(৪১) তাহলে স্বর্গই হবে তার ঠিকানা।(৪২) তারা তোমাকে কেয়ামত সম্পর্কে প্রশ্ন করে যে, তা কখন সংঘটিত হবে? (৪৩) ওদের চর্চায় তোমার কি সম্পর্ক? (৪৪) এই ব্যাপারটি তোমার প্রভূর সাথে সম্পর্কিত।(৪৫) তুমি তো কেবল সতর্ককারী ওই ব্যক্তির যে ভয় করে।(৪৬) যেদিন তারা তা দেখবে, মনে করবে তারা এজগতে ছিলই না, মাত্র একটি সকাল বা একটি সন্ধ্যা ছাড়া।

৮০. সূরাহ আল-আবাসা (ভ্রূকুঞ্চিত)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) সে ভ্রকুঞ্চিত করল এবং মুখ ফিরিয়ে নিল।(২) তার কাছে অন্ধ লোকটি এসে পড়ায়। (৩) তুমি কেমন করে জানবে, সে হয়ত পরিশুদ্ধ

হতো। (৪) অথবা উপদেশ গ্রহণ করত এবং এই উপদেশ তার কাজে আসত। (৫) যে লোক কারো পরোয়া করে না। (৬) তুমি তার চিন্তায় পড়ে আছো। (৭) অথচ তারা পরিশুদ্ধ না হলেও তোমার কোন দায়িত্ব নেই। (৮) পক্ষান্তরে যে তোমার কাছে ছুটে এল। (৯) এবং সে ভয়ও করে। (১০) তাকে তুমি পরোয়া করলে না। (১১) না, না, এটা তো একটা উপদেশ। (১২) অতএব যার ইচ্ছা সে তা স্মরণ রাখুক। (১৩) তা এমন সহীফায় (গ্রন্থ) আছে যা প্রতিষ্ঠিত। (১৪) শ্রেষ্ঠ এবং পবিত্র। (১৫) লেখকদের হাতে। (১৬) যারা সম্মানিত ও পূণ্যবান। (১৭) খারাবী হোক মানুষের! সে কত অকৃতজ্ঞ। (১৮) আল্লাহ তাকে কোন বস্তু দিয়ে সৃষ্টি করেছেন। (১৯) একটি ফোটায়, তার পর তার মান নির্ণয় করেছেন। (২০) তারপর তার জন্য পথ সহজ করে দিয়েছেন। (২১) তারপর তার মৃত্যু ঘটান এবং কবরে পাঠান। (২২) তারপর যখন তিনি ইচ্ছা করবেন তাকে পূনঃজীবিত করবেন। (২৩) না, না, সে তা পূরণ করেনি, আল্লাহ তাকে যে আদেশ দিয়েছিলেন। (২৪) মানুষ যেন তার খাদ্যের প্রতি লক্ষ্য করে। (২৫) আমি প্রচুর পরিমাণ পানি বর্ষন করি। (২৬) তারপর ভূমিকে যথোচিতভাবে বিদীর্ণ করি। (২৭) এবং তা থেকে শস্য উৎপন্ন করি। (২৮) আঙুর, শাক-সবজি, (২৯) জলপাই, খেজুর, (৩০) ঘন গাছপালা বিশিষ্ট বাগান, (৩১) ফল ও সবুজের সমারোহ, (৩২) তোমাদের ও তোমাদের গবাদীপশুদের জীবনোপকরণ রূপে। (৩৩) অতঃপর যখন কান ফাটা বিকট শব্দ উঠবে।

(৩৪) যেদিন মানুষ তার ভাই থেকে পালাবে। (৩৫) তার মা-বাবা থেকে। (৩৬) তার স্ত্রী থেকে এবং পুত্র থেকে। (৩৭) সেদিন তাদের প্রত্যেকের মনে এমন চিন্তা হবে যে অন্যের ব্যাপারে তাকে বেপরোয়া করে দেবে। (৩৮) কোন কোন মূখ সেদিন উজ্জ্বল থাকবে। (৩৯) সহাস্য ও প্রফুল্ল। (৪০) আর কোন কোন মূখ সেদিন ধূলি ধূসর থাকবে। (৪১) এবং সেগুলি থাকবে কালিমালিপ্ত। (৪২) এই লোকেরাই অস্বীকারকারী, পাপাচারী।

৮১. সূরাহ আত্-তাকবীর (ভাঁজ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন সূর্যকে ঢেঁকে দেওয়া হবে। (২) এবং তারকারাজী জ্যোতিশূন্য হয়ে যাবে। (৩) আর পাহাড়গুলোকে চলমান করা হবে। (৪) যখন দশমাসের গর্ভবতী উষ্ট্রীগুলো বেপরোয়া চলাফেরা করবে। (৫) যখন সমস্ত বণ্যপশুদেরকে একত্রিত করা হবে। (৬) যখন সমূদ্রগুলোকে উত্তাল করা হবে। (৭) আর যখন এক এক প্রকার লোকদের একত্রিত করা হবে। (৮) যখন জীবন্ত সমাধী দেওয়া কন্যা সন্তানদের জিজ্ঞাসা করা হবে। (৯) কোন অপরাধে তাকে হত্যা করা হয়েছিল, (১০) যখন কর্মপত্র খোলা হবে, (১১) যখন আকাশ আবরণমুক্ত হবে, (১২) আর নরকের আগুন প্রজ্জ্বলিত করা হবে। (১৩) স্বর্গকে নিকটে আনা হবে। (১৪) তখন প্রত্যেক ব্যক্তি জানতে পারবে যে, সে কি নিয়ে এসেছে।

(১৫) অতএব না, আমি শপথ করছি, যা পিছনে সরে যায়। (১৬) তারকাদের যা চলমান ও অদৃশ্য হয়। (১৭) রাতের যখন তা চলে যায়। (১৮) এবং প্রভাতের যখন তা উদিত হয়। (১৯) এ এক আদরণীয় বার্তাবাহকের আনীত বাণী, (২০) ক্ষমতার অধিকারী, মহা সিংহাসনের মালিকের নিকট উচ্চ মর্যাদা প্রাপ্ত, (২১) মান্যবরও বিশ্বাসভাজন। (২২) আর তোমাদের সাথী পাগল নয়। (২৩) সে তাকে স্পষ্ট দিগন্তে প্রত্যক্ষ করেছে। (২৪) আর সে অদৃশ্য বিষয় নিয়ে অতি উৎসুক নয়। (২৫) আর এ অভিশপ্ত শয়তানের বাণী নয়। (২৬) অতএব তোমরা কোথায় যাচ্ছ? (২৭) এটা তো মাত্র বিশ্ব-বাসীর জন্য এক উপদেশ। (২৮) তোমাদের মধ্যে যে, সোজা চলতে চায় তার জন্য। (২৯) আর আল্লাহ না চাইলে তোমরা কিছুই চাইতে পার না।

৮২. সূরাহ আল -ইন্‌ফিতার (চূর্ণবিচূর্ণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন আকাশ ফেটে যাবে। (২) আর তারকারা ছড়িয়ে যাবে। (৩) আর যখন সমূদ্র বহমান হবে। (৪) কবর গুলো খুলে দেওয়া হবে। (৫) প্রত্যেকেই জানবে যে, সে আগে কি পাঠিয়েছে আর পিছনে কি ছেড়ে এসেছে। (৬) হে মানুষ! কিসে তোমাকে বিভ্রান্ত করল তোমার দয়াবান প্রভূ সম্পর্কে। (৭) যিনি তোমাকে সৃষ্টি করলেন, তোমার সর্বাঙ্গ ঠিক করলেন, অতঃপর তোমাকে সুগঠিত করলেন। (৮) তিনি যেমন চাইলেন তেমন আকৃতি দিলেন। (৯) না, না তোমরা বরং বিচার দিনকে অবিশ্বাস করছো। (১০) তোমাদের উপরে অবশ্যই পর্যবেক্ষক নিযুক্ত আছে। (১১) সম্মানিত লেখকেরা। (১২) তোমরা যাই করো তারা সব জানে। (১৩) নিঃসন্দেহে পুন্যবানেরা সূখে থাকবে। (১৪) এবং অপরাধীরা অবশ্যই নরকে। (১৫) তারা বিচারের দিনে তাতে প্রবেশ করবে। (১৬) তা থেকে তারা কোনদিন বিচ্ছিন্ন হবে না। (১৭) তুমি কি জান, বিচারের দিন কি? (১৮) আবারো, তুমি কি জান, বিচারের দিন কি? (১৯) যেদিন কেউ কারো জন্য কিছুই করতে পারবে না। সেদিনের কর্তৃত্ব হবে একমাত্র আল্লাহর।

৮৩. সূরাহ আল-মুতফ্‌ফিফীন (ছোটলোক)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বিনাশ তাদের জন্য, যারা মাপে ও ওজনে কম দেয়। (২) যারা মানুষের কাছ থেকে মেপে নেওয়ার সময় পূরো নেয়। (৩) আর দেওয়ার সময় মাপ বা ওজন কম দেয়। (৪) তারা কি বোঝে না যে, তাদেরকে আবার উঠানো হবে। (৫) এক মহাদিবসে। (৬) যেদিন মানুষ বিশ্বজগতের প্রভূর

সামনে খাড়া হবে। (৭) না, না পাপীদের কর্মপত্র সিজ্জীনে থাকবে। (৮) তুমি জান কি সিজ্জীন কি? (৯) সুলিখিত এক পুস্তক। (১০) সেদিন অবিশ্বাসকারীদের জন্য বিনাশ।(১১) যারা বিচারের দিনকে অবিশ্বাস করে। (১২) তবে প্রত্যেক সীমালঙ্ঘনকারী, পাপীই কেবল তা অবিশ্বাস করে। (১৩) যখন তাদের কাছে আমার আয়াতসমূহ পাঠ করে শোনানো হয়, তখন সে বলে, এতো পূর্ববর্তীদের কেসসা-কাহিনী।(১৪) কখনই নয়, বরং তাদের অন্তরে তাদের কৃতকর্মের মরিচা ধরে গেছে। (১৫) কখনই নয়, বরং সেদিন তাদেরকে প্রভূর থেকে আড়ালে রাখা হবে। (১৬) তারপর তারা নরকে প্রবেশ করবে।(১৭) তারপর বলা হবে, এটাই সেই জিনিষ যা তোমরা অবিশ্বাস করতে।

(১৮) কখনই নয়, নিঃসন্দেহে পূন্যবানদের কর্ম পত্র থাকবে ইল্লিয়ীনে। (১৯) তুমি জান কি ইল্লিয়ীন কি? (২০) সুলিখিত এক পুস্তক।(২১) নৈকট্য প্রাপ্ত ফেরেশতার তত্ত্বাবধানে।(২২) নিঃসন্দেহে পূণ্যবানেরা স্বাচ্ছন্দে থাকবে। (২৩) তারা পালঙ্কে বসে বসে দেখবে।(২৪) তাদের চেহারায় স্বাচ্ছন্দের সজীবতা দেখতে পাবে। (২৫) তাদেরকে সীলমোহর কৃত বিশুদ্ধ শরাব (পানীয়) পান করতে দেওয়া হবে। (২৬) যার শীলমোহর হবে কস্তুরীর। অতএব এর জন্য প্রতিযোগীদের প্রতিযোগিতা করা উচিৎ।(২৭) আর ওই শরাবের মিশ্রণ হবে ও তাসনীমের পানি।(২৮) এমন এক ঝরনা যা থেকে নৈকট্যপ্রাপ্তরা পান করবে।(২৯) নিঃসন্দেহে অপরাধীরা ঈমানদারদের উপহাস করত। (৩০) তারা যখন তাদের পাশ দিয়ে যেত তখন নিজরা পরস্পর চোখ টিপত। (৩১) আর যখন নিজের লোকদের কাছে ফিরত তখন মজা করতে করতে ফিরত।(৩২) আর যখন ওদেরকে দেখাত তখন বলত, এই লোকগুলো আসলে বিভ্রান্ত। (৩৩) অথচ তাদেরকে ওদের তত্ত্বাবধায়ক করে পাঠানো হয়নি। (৩৪) অতএব আজ মুমিনরাই (আস্থাবানেরা)

অস্বীকারকারীদেরকে উপহাস করছে। (৩৫) পালঙ্কে বসে বসে দেখছে। (৩৬) বাস্তবে অস্বীকারকারীদেরকে তাদের কৃতকর্মের পর্যাপ্ত প্রতিফল মিলেছে।

৮৪. সূরাহ আল -ইনশিক্বাক (চৌচির)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন আকাশ বিদীর্ণ হবে। (২) সে তার প্রভূর আদেশ পালন করবে এবং সে তারই যোগ্য। (৩) আর যখন ভূমিকে বিস্তৃত করে দেওয়া হবে। (৪) আর সে তার ভিতরের সবকিছু বের করে দিয়ে শুন্য হয়ে যাবে। (৫) সে তার প্রভূর আদেশ পালন করবে এবং সে এরই যোগ্য। (৬) হে মানুষ! তোমাকে তোমার প্রভূর দিকে গুটিয়ে নেওয়া হচ্ছে, তোমাকে অবশ্যই তোমার প্রভূর সাথে সাক্ষাৎ করতে হবে। (৭) তখন যাকে তার কর্মপত্র তার ডান হাতে দেওয়া হবে। (৮) তার খুব সহজ হিসাব নেওয়া হবে। (৯) এবং আনন্দের সাথে নিজের লোকদের কাছে ফিরে আসবে। (১০) আর যার কর্মপত্র পিঠের পিছন থেকে দেওয়া হবে। (১১) সে মৃত্যু কামনা করবে। (১২) এবং নরকে প্রবেশ করবে। (১৩) সে তার নিজের লোকদের কাছে চিন্তামুক্ত থাকত। (১৪) সে মনে করত কখনও ফিরে আসবে না। (১৫) কেন নয়, তার প্রভূ তার উপর দৃষ্টি রাখতেন। (১৬) তাই নয়, আমি শপথ করছি গোধূলী লগ্নের। (১৭) রাতের এবং রাত যেসব জিনিষকে ঢেঁকে নেয়। (১৮) এবং চন্দ্রের যখন তা পূর্ণ হয়। (১৯) অবশ্যই তোমাদেরকে এক দশা থেকে আরেক দশায় পৌঁছাতে হয়। (২০) তাদের কি হল যে, তারা বিশ্বাস করে না। (২১) আর যখন তাদের সামনে কুরআন পাঠ করা হয় তখন তারা অবনত হয় না। (২২) বরং অবিশ্বাসীরা মিথ্যা বলছে। (২৩) তারা যা সংরক্ষণ করছে আল্লাহ তা জানেন। (২৪) অতএব ওদেরকে এক যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির শূভসূচনা দিয়ে দাও। (২৫) কিন্তু যারা সত্যে বিশ্বাস করে ও সৎকর্ম করে, তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন এক পুরষ্কার।

৮৫. সূরাহ আল -বুরুজ (নক্ষত্রপুঞ্জ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তারা মণ্ডল সম্বলিত আকাশের শপথ।(২) আর প্রতিশ্রুত দিনের। (৩) যিনি দেখছেন আর যা দেখা হয়েছে।(৪) ধ্বংস হয়েছে খাদওয়ালারা। (৫) যাতে ইন্ধনপ্রাপ্ত আগুনের তাপ ছিল। (৬) যখন তারা তার কিনারায় বসে ছিল।(৭) তারা মোমিন (আস্থাবান) দের সাথে যা করছিল তা প্রত্যক্ষ করছিল। (৮) ওদের সাথে তাদের শত্রুতা শুধু একারণেই ছিল যে, তারা পরাক্রমশালী ও সকল প্রশংসার অধিকারী আল্লাহকে বিশ্বাস করত। (৯) তাঁরই সম্রাজ্য আকাশ ও ধরণীতে। আর আল্লাহ সবকিছু প্রত্যক্ষ করছেন। (১০) যারা আস্থাবান পুরুষ ও আস্থাবতী মহিলাদের প্রতারিত করেছে এবং অনুশোচনা করেনি ওদের জন্য রয়েছে নরকের শাস্তি। (১১) নিঃসন্দেহে যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে তাদের জন্য রয়েছে উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত। এটাই বড় সফলতা।(১২) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূর ধরা বড়ই শক্ত।(১৩) তিনিই সূচনা করেন আবার তিনিই পূনরাবৃত্তি করবেন।(১৪) তিনিই ক্ষমাশীল, পরম স্নেহপরায়ন।(১৫) মহা সিংহাসনের মালিক।(১৬) যা চান তাই করতে সক্ষম।(১৭) তোমার কাছে কি সেনাদলের সূচনা পৌঁছেছে? (১৮) ফেরাউন ও সামূদের? (১৯) বরং এই অস্বীকারকারীরা তাদের অবিশ্বাসে অনড় রয়েছে। (২০) তবে আল্লাহ ওদেরকে চতুর্দিক থেকে ঘিরে রেখেছেন। (২১) বরং এতো গৌরবময় কুরআন। (২২) লওহে-মাহফুযে (সংরক্ষিত ফলকে) লিপিবদ্ধ আছে।

৮৬. সূরাহ আত -তারিক (নৈশ আগন্তুক)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ আকাশের ও রাতে আগমনকারীর! (২) তুমি কি জান,

রাতে আগমনকারী কি? (৩) এক উজ্জ্বল নক্ষত্র। (৪) কোন মানুষই এমন নেই যার উপর তত্ত্বাবধায়ক নেই। (৫) তাই মানুষের ভাবা উচিৎ যে, তাকে কোন বস্তু থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৬) তাকে বেগে নির্গত এক পানি থেকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (৭) যা বেরিয়ে আসে পীঠ ও বুকের মধ্য থেকে। (৮) নিঃসন্দেহে তিনি তা পূনঃসৃষ্টি করতে সক্ষম। (৯) যেদিন গোপন কাজগুলো পরখ করা হবে। (১০) সেদিন মানুষের কাছে না কোন ক্ষমতা থাকবে আর না কোন সাহায্যকারী। (১১) শপথ আকাশে চক্করকারীর। (১২) আর ফাটলধারী ধরণীর। (১৩) নিঃসন্দেহে এটা পাকা কথা। (১৪) এটা তামাশা নয়। (১৫) ওরা চক্রান্ত করতে লেগেছে। (১৬) আর আমিও কৌশল করতে লেগেছি। (১৭) অতএব অস্বীকারকারীদের অবকাশ দাও, ওদেরকে অবকাশ দাও কিছুদিনের।

৮৭. সূরাহ আল-আ'লা (সর্বোচ্চ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তোমার প্রভূর নামের পবিত্রতা বর্ণনা করো যিনি সবচেয়ে শ্রেষ্ঠ। (২) যিনি তৈরী করেছেন তারপর ঠিকঠাক করেছেন। (৩) যিনি স্থিতিশীল করেছেন ও পথ দেখিয়েছেন। (৪) যিনি সবুজ ঘাস উৎপন্ন করেছেন। (৫) অতঃপর তাকে কালোবর্ণের আবর্জনায় পরিণত করেছেন। (৬) আমি তোমাকে পড়াব যা তুমি ভূলবে না। (৭) কিন্তু আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন। তিনি প্রত্যক্ষ জানেন আর যা গোপনে আছে তাও। (৮) আর আমি তোমাকে সহজ পথে নিয়ে যাব। (৯) অতএব উপদেশ দাও, যদি উপদেশ উপকারে আসে। (১০) যে ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে। (১১) আর সে ও থেকে মূখ ফিরিয়ে নেবে যে অভাগা। (১২) ওরা ভয়ঙ্কর আগুনে প্রবেশ করবে। (১৩) অতঃপর সেখানে সে না মরবে আর না বাঁচবে। (১৪) যে

নিজেকে শুদ্ধ করেছে সেই সফল হয়েছে। (১৫) স্বীয় প্রভূর নাম স্মরণ করে এবং নামায পড়ে। (১৬) তবে তোমরা পার্থিব জীবনকে প্রাধান্য দাও। (১৭) অথচ পরলোকের জীবনই শ্রেয় ও স্থায়ী। (১৮) এটাই পূর্বের সহীফায়ও (গ্রন্থে) আছে। (১৯) মূসা ও ইবরাহীমের সহীফায়।

৮৮. সূরাহ আল-গাশিয়াহ (অপ্রতিরোধ্য ঘটনা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তোমার কাছে কি আচ্ছন্নকারীর সংবাদ পৌঁছেছে। (২) সেদিন কতিপয় চেহারা হবে অপমানিত। (৩) শ্রান্ত, ক্লান্ত। (৪) তারা জ্বলন্ত আগুনে পড়বে। (৫) তাদেরকে ফুটন্ত ঝরনা থেকে পানি পান করানো হবে। (৬) তাদের খাদ্য হবে একমাত্র কাঁটাওয়ালা তৃণ ঝাড়। (৭) যা না পুষ্ট করবে আর না ক্ষুধা নিবারণ করবে। (৮) কতিপয় চেহারা সেদিন হবে আনন্দোজ্জ্বল। (৯) নিজেদের কর্মের জন্য সন্তুষ্ট থাকবে। (১০) সুউচ্চ উদ্যানে। (১১) সেখানে তারা কোন বাজে কথা শুনবে না। (১২) সেখানে থাকবে বহমান ঝরণা। (১৩) সেখানে থাকবে উন্নত শয্যা। (১৪) উন্নত পানপাত্র, (১৫) এবং সারি সারি বিছানো গদি, (১৬) আর গালিচা সব জায়গায় বিছানো থাকবে। (১৭) তারা কি তাহলে উটগুলির প্রতি তাকিয়ে দেখেনা যে, কিভাবে তাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। (১৮) আকাশের দিকে যে, কিভাবে তা উচ্চ করা হয়েছে। (১৯) পাহাড়গুলোর দিকে যে, কিভাবে সেগুলো স্থাপিত করা হয়েছে? (২০) এবং পৃথিবীর দিকে যে, কিভাবে তাকে বিছানো হয়েছে। (২১) অতএব উপদেশ দাও, বস্তুতঃ তুমি একজন উপদেশ দাতা। (২২) তুমি তাদের উপর দারোগা নও। (২৩) কিন্তু যে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে এবং অবিশ্বাস করেছে। (২৪) আল্লাহ তাকে শাস্তি দিবেন। (২৫) আমার কাছেই ওদের প্রত্যাবর্তন। (২৬) তারপর তাদের হিসাবের দায়িত্ব আমারই।

৮৯. সূরাহ আল-ফজর (ভোর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ প্রভাতের। (২) আর দশরাতের। (৩) সম এবং অসমের। (৪) আর চলমান রাতের। (৫) কেননা বুদ্ধিমানদের জন্য তো এতে অনেক প্রমাণ আছে। (৬) তুমি কে দেখনি, তোমার প্রভূ 'আদ' সম্প্রদায়ের সাথে কি আচরণ করেছিলেন? (৭) স্তম্ভধারী 'ইরাম' সম্প্রদায়ের সাথে। (৮) তাদের সমান কোন জাতি পৃথিবীতে সৃষ্টি করা হয়নি। (৯) 'সামূদ' সম্প্রদায়ের সাথে, যারা উপত্যকায় পাথর খোদাই করত। (১০) আর গোঁজ খুটিওয়ালা ফেরাউনের সাথে। (১১) যারা দেশের মধ্যে বিদ্রোহ করেছিল। (১২) এবং সেখানে অনেক অশান্তি সৃষ্টি করেছিল। (১৩) যার ফলে তোমাদের প্রভূ তাদের উপর শাস্তির চাবুক বর্ষণ করেছিলেন। (১৪) তোমাদের প্রভূ অবশ্যই ওৎ পেতে আছেন। (১৫) অতএব মানুষের ব্যাপার হল এই যে, যখন তার প্রভূ তাকে পরীক্ষা নেন এবং তাকে সম্মান ও নেয়ামত দান করেন, তখন সে বলে, আমার প্রভূ আমাকে সম্মান দিয়েছেন। (১৬) আর যখন তিনি ওর পরীক্ষা নেন এবং তার উপর তাঁর জীবিকা সংকুচিত করেন, তখন সে বলে, আমার প্রভূ আমাকে অপমাণিত করে দিয়েছেন। (১৭) কখনো নয়, বরং তোমরাই অনাথের মর্যাদা দাও না। (১৮) আর নির্ধনকে খাওয়াতে একে অপরকে উৎসাহিত কর না। (১৯) আর তোমরা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত সম্পত্তি পূরোপুরি খেয়ে ফেল। (২০) এবং সম্পদকে খুবই ভালবাস। (২১) কখনও নয়, যখন পৃথিবীকে ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করা হবে। (২২) এবং তোমার প্রভূ এবং কাতারে কাতারে ফেরেশতা চলে আসবে। (২৩) সেদিন নরককেও নিয়ে আসা হবে, সেদিন মানুষ বুঝতে পারবে, আর এখন বোঝার সময় কোথায়। (২৪) তারা বলবে, হায়! যদি আমি

আমার জীবনের জন্য আগে কিছু পাঠাতাম। (২৫) অতএব সেদিন আল্লাহর সমান শাস্তি কেউ দেবে না। (২৬) এবং তিনি যেমন বাঁধবেন তেমন বাঁধন কেউ বাঁধতে পারবে না। (২৭) হে পরিতৃপ্ত আত্মা! (২৮) তোমার প্রভূর কাছে ফিরে চল। তুমি তার প্রতি প্রসন্ন আর সেও তোমার প্রতি প্রসন্ন। (২৯) অতএব আমার বান্দাদের দলভূক্ত হও। (৩০) আর প্রবেশ করো আমার স্বর্গে।

৯০. সূরাহ আল-বালাদ (শহর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) না, আমি শপথ করছি এই নগরীর (মক্কার)। (২) আর তুমি এতে বসবাস করো। (৩) শপথ, পিতা ও তার সন্তানের। (৪) আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি কষ্টের মধ্যে। (৫) সে কি মনে করে যে, সে কারো বশে নয়। (৬) সে বলে আমি বিপুল সম্পদ ব্যয় করেছি। (৭) সে কি মনে করছে যে, তাকে কেউ দেখেনি? (৮) আমি কি তাকে দুটি চোখ দিইনি? (৯) একটি জিহ্বা দুটি ওষ্ঠ! (১০) আর আমি তাকে দুটি পথ বলে দিয়েছি। (১১) কিন্তু সে ঘাঁটিতে চড়েনি। (১২) তুমি কি জান সেই ঘাঁটি কি? (১৩) গর্দান মুক্ত করা। (১৪) অথবা ক্ষুধার্তকে খাবার খাওয়ানো। (১৫) নিকট সম্পর্কের অনাথকে, (১৬) অথবা মাটিতে পড়ে থাকা বঞ্চিতকে। (১৭) সর্বোপরি তাদের অন্তর্ভূক্ত হওয়া যারা ঈমান এনেছে, এবং যারা একে অপরকে ধৈর্য ও দয়ার উপদেশ দেয়। (১৮) এরাই ভাগ্যবান। (১৯) আর যারা আমার নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে, তারাই হতভাগ্য। (২০) তাদের উপরেই আগুন আচ্ছন্ন করে রাখবে।

৯১. সূরাহ আশ-শামস (সূর্য্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ! সূর্যের ও তার প্রখর রৌদ্রের। (২) এবং চন্দ্রের যখন সে সূর্যের পিছনে আসে। (৩) আর দিনের যখন তা ওকে প্রকাশিত করে। (৪) এবং রাতের যখন তা ওকে ঢেঁকে রাখে। (৫) আর আকাশের আর যেমন তাকে তৈরী করা হয়েছে। (৬) এবং পৃথিবীকে যেমন তাকে বিস্তৃত করা হয়েছে। (৭) আর ব্যক্তিকে যেমন তাকে সুষম করা হয়েছে। (৮) অতঃপর তাকে তার পাপ-পূন্যের জ্ঞান দেওয়া হয়েছে। (৯) যে তাকে পবিত্র করেছে সে সফল হয়েছে। (১০) আর যে তাকে দূষিত করেছে সে অসফল হয়েছে। (১১) 'সামূদ' জাতিরা বিদ্রোহের কারণে অবিশ্বাস করেছে। (১২) যখন উঠে দাঁড়িয়েছিল তাদের সবচেয়ে বড় অভাগা। (১৩) আল্লাহর রসূল তাদেরকে বলেছিল, 'আল্লাহর উষ্ট্রি ও তার পানি পান' সম্পর্কে সচেতন হয়ে যাও। (১৪) কিন্তু তারা তাকে অবিশ্বাস করল। এবং উষ্ট্রিকে হত্য করল। তারপর তাদের প্রভূ তাদের পাপের কারণে তাদের বিনাশ করলেন এবং সবই সমতল বানিয়ে দিলেন। (১৫) তারা এর পরিণতির ভয় করে না।

৯২. সূরাহ আল-লাইল (রাত্রি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ, আচ্ছাদিত রাতের। (২) এবং উদ্ভাসিত দিনের। (৩) আর তাঁর, যিনি সৃষ্টি করেছেন নর ও নারী। (৪) তোমাদের কর্মপ্রয়াস অবশ্যই ভিন্ন ভিন্ন। (৫) অতএব যে দান করে এবং ভয় করে। (৬) এবং যা ভালো তা সত্য বলে মেনে নেয়। (৭) আমি তাকে সহজ পথের জন্য সুবিধা করে

দেব। (৮) আর যে কৃপনতা করে ও বেপরোয়া থাকে। (৯) এবং যা ভাল তাকে অবিশ্বাস করে। (১০) তাহলে আমি তাকে কঠিন পথের জন্য সুবিধা করে দেব। (১১) আর তার সম্পদ তার কোনই কাজে আসবে না, যখন সে গর্তে পড়বে। (১২) আমার দায়িত্ব তো পথের সন্ধান দেওয়া। (১৩) নিঃসন্দেহে ইহকাল ও পরকালের কতৃত্ব তো আমারই। (১৪) তা আমি তোমাকে শিখায়িত আগুন সম্পর্কে সতর্ক করলাম। (১৫) অত্যন্ত দূর্ভাগা ব্যক্তিই তাতে নিক্ষিপ্ত হবে। (১৬) যে অবিশ্বাস করেছে এবং মূখ ফিরিয়ে নিয়েছে। (১৭) আর ওথেকে সুরক্ষিত রাখা হবে অধিক খোদা-ভীরুদের। (১৮) যে নিজের পবিত্রতা অর্জনের জন্য নিজের সম্পদ ব্যয় করে। (১৯) তার কাছে কারো এমন কোন অনুগ্রহ থাকেনা, যার প্রতিদান দিতে হবে। (২০) কেবলমাত্র মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি ব্যতীত। (২১) আর শীঘ্রই সে সন্তুষ্ট হয়ে যাবে।

৯৩. সূরাহ আয্-যুহা (গৌরবান্বিত সকাল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) রৌদ্রজ্জ্বল দিনের শপথ। (২) এবং রাতের যখন তা অন্ধকারাচ্ছান্ন হয়ে যায়। (৩) তোমার প্রভূ তোমাকে পরিত্যাগ করেননি, আর না তিনি তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট হয়েছেন। (৪) আর পরলোক তোমার জন্য পার্থিব জীবনের চেয়ে উত্তম। (৫) তোমার প্রভূ অবশ্যই তোমাকে অনুগ্রহ করবেন এবং তুমি সন্তুষ্ট হবে। (৬) আল্লাহ কি তোমাকে অনাথ অবস্থায় পাননি? তারপর তিনিই তোমাকে আশ্রয় দিয়েছেন। (৭) তিনিই তোমাকে পথহারা অবস্থায় পেয়েছিলেন; তারপর পথের সন্ধান দিয়েছেন। (৮) তিনিই তোমাকে নির্ধন অবস্থায় পেয়েছিলেন; তারপর তোমাকে সম্পদ দান করেছেন। (৯) অতএব তুমি অনাথদের উপরে কঠোরতা দেখিওনা। (১০) আর তুমি

ভিখারীদেরকে ধমক দিওনা। (১১) আর তুমি তোমার প্রভূর অনুগ্রহের কথা বর্ণনা করো।

৯৪. সূরাহ আল-ইনশিরাহ্ (আরাম)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আমি কি তোমার বক্ষ তোমার জন্য খুলে দিইনি? (২) আর তোমার সেই বোঝা নামিয়ে দিয়েছি (৩) যা তোমার পিঠ ঝুঁকিয়ে দিয়েছিল। (৪) এবং তোমার খ্যাতি উচ্চ করে দিয়েছি। (৫) কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। (৬) নিশ্চয়ই কষ্টের সাথে আছে স্বস্তি। (৭) অতএব যখন অবকাশ পাবে, তখন পরিশ্রম করবে। (৮) আর নিজের প্রভূর প্রতি মনযোগী হও।

৯৫. সূরাহ আত্-ত্বীন (ডুমুর)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ আন্জীরও যয়তূনের। (২) আর সিনাই পর্বতের। (৩) আর এই শান্তি-নগরীর। (৪) আমি মানুষকে সবচেয়ে সুন্দর গঠনে সৃষ্টি করেছি। (৫) তারপর তাকে সর্বনিম্নে নিক্ষেপ করেছি। (৬) কিন্তু যারা ঈমান এনেছে এবং সৎ কাজ করেছে, তাদের জন্য রয়েছে অন্তহীন প্রতিফল। (৭) সুতরাং এখন কিসে তোমাকে প্রতিফল সম্পর্কে অবিশ্বাসী করে তুলল। (৮) আল্লাহ কি বিচারকদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ বিচারক নন?

৯৬. সূরাহ আল-আলাক (জমাট বাধা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) পড় তোমার প্রভূর নাম নিয়ে, যিনি সৃষ্টি করেছেন। (২) তিনি

মানুষ সৃষ্টি করেছেন জমাটবদ্ধ রক্ত থেকে। (৩) পড়, তোমার প্রভূ তো বড়ই উদার। (৪) যিনি কলমের সাহায্যে জ্ঞান শিখিযেছেন। (৫) মানুষকে শিখিয়েছেন যা সে জানতোনা। (৬) না, না, মানুষ বিদ্রোহ করে। (৭) এ কারণে যে, মানুষ নিজেকে আত্ম-নির্ভর মনে করে। (৮) নিঃসন্দেহে তোমার প্রভূর কাছেই ফিরতে হবে। (৯) তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখেছ, যে বাধা দেয়। (১০) এক বান্দাকে যখন সে নামায পড়ে? (১১) তোমরা কি বলো, যদি সে সৎপথে থাকে। (১২) অথবা সতর্কতা অবলম্বনের নির্দেশ দেয়। (১৪) সে কি জানো না যে, আল্লাহ দেখছেন। (১৫) না, না, যদি সে বিরত না হয় তাহলে আমি মাথার চুল ধরে টেনে আনব। (১৬) ওই মাথাকে যে মিথ্যাবাদী, পাপী মাথা। (১৭) সে তার সমর্থকদের ডেকে নিক। (১৮) আমিও নরকের ফেরেশতাদের ডাকব। (১৯) না, না, তুমি তার কথা শুনোনা, বরং সেজদা করো আর নৈকট্য অর্জন করো।

৯৭. সূরাহ আল-ক্বদর (ভাগ্য রজনী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আমি একে লাইলাতুল-ক্বদর-এ (মর্যাদাময় রাতে) অবতীর্ণ করেছি। (২) তুমি কি জান মর্যাদাময় রাত কি? (৩) মর্যদাময় রাত হাজার মাসের চেয়েও শ্রেষ্ঠ। (৪) ফেরেশতা এবং জিবরাঈল এরাতে তাদের প্রভূর অনুমতিক্রমে প্রতিট নির্দেশ নিয়ে নেমে আসে। (৫) এরাত পূর্ণতঃ শান্তির রাত, উযার আবির্ভাব পর্যন্ত।

৯৮. সূরাহ আল-বাইয়িনাহ (স্পষ্ট প্রমাণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) কিতাবধারী (ইহুদী ও খৃষ্টান) এবং মুশরিকদের (অংশীবাদীদের) মধ্যে যারা অবিশ্বাস করেছে, তারা মানবে না। যতক্ষন পর্যন্ত তাদের কাছে

স্পষ্ট প্রমাণ না আসবে। (২) আল্লাহর পক্ষ থেকে এমন এক রসূল যিনি পবিত্র সহীফা (গ্রন্থ) পড়ে শোনাবেন। (৩) যাতে সঠিক বিষয় লেখা থাকবে। (৪) আর যারা কিতাবধারী ছিল তারা স্পষ্ট প্রমাণ আসার পরেও বিভক্ত হয়ে গেল। (৫) অথচ তাদেরকে এই আদেশই দেওয়া হয়েছিল যে, তারা যেন আল্লাহর উপাসনা করে। ওদের জন্য দ্বীনকে শুদ্ধ করে, একাগ্রচিত্তে নামায স্থাপিত করে এবং যাকাত (অনিবার্য দান) আদায় করে, আর এটাই সঠিক ধর্ম। (৬) নিঃসন্দেহে কিতাবধারী ও অংশীবাদীদের মধ্যে যারা অবিশ্বাসী তারাই নরকের আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে এবং চিরকাল সেখানেই থাকবে, এরাই সবচেয়ে নিকৃষ্ট জীব। (৭) যারা ঈমান এনেছে এবং সৎকর্ম করেছে এরাই সবচেয়ে উৎকৃষ্ট জীব। (৮) তাদের পুরস্কার তাদের প্রভূর কাছে চিরস্থায়ী উদ্যান যার পাদদেশ দিয়ে নদী প্রবাহিত, তারা চিরকাল সেখানে থাকবে। আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট এবং তারাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট। এটা সেই ব্যক্তির জন্য যে তার প্রভূকে ভয় করে।

৯৯. সূরাহ আয-যিল্‌যাল (ভূমিকম্প)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন পৃথিবীকে প্রকম্পিত করা হবে। (২) আর পৃথিবী তার বোঝা বের করে দেবে। (৩) আর মানুষ বলবে, ‘তার কি হল’? (৪) সেদিন পৃথিবী তার বৃত্তান্ত বর্ণনা করবে। (৫) কেননা তোমার প্রভূ তাকে এরকমই আদেশ দিবেন। (৬) সেদিন মানুষ আলাদা আলাদা দলে বিভক্ত হয়ে বেরিয়ে আসবে, যাতে তাদেরকে তাদের কর্মসমূহ দেখানো যায়। (৭) সুতরাং যে অনুপরিমান ভালকাজ করবে, সে তা দেখতে পাবে। (৮) আর যে অনূ পরিমান মন্দকাজ করবে, সেও তা দেখতে পাবে।

১০০. সূরাহ আল-আদিয়াত (হ্রেষ্বাধ্বনি)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ ওইসব ঘোড়ার যারা হাঁপাতে হাঁপাতে দৌড়ায়। (২) যাদের ক্ষুরের আঘাতে স্ফুলিঙ্গ বের হয়। (৩) যারা ভোরের সময় হানা দেয়। (৪) ধূলি উড়িয়ে (৫) শত্রু সেনার অভ্যন্তরে ঢুকে পড়ে। (৬) নিঃসন্দেহে মানুষ তার প্রভূর প্রতি অকৃতজ্ঞ। (৭) আর সে নিজেই এর বড় সাক্ষী। (৮) আর সম্পদের মোহে সে অনড়। (৯) সে কি সেই সময়ের কথা জানে না, যখন তাকে কবর থেকে বের করা হবে। (১০) এবং বের করা হবে, যা কিছু অন্তরে আছে। (১১) তাদের প্রভূ তাদের সেদিনের অবস্থা সম্পর্কে অবশ্যই অবগত রয়েছেন।

১০১. সূরাহ আল-ক্বারিআহ (খটখট শব্দ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) খট্খট শব্দ। (২) কি সেই খটখট শব্দ। (৩) তুমি কি জান কি সেই খটখট শব্দ? (৪) সেদিন মানুষ হবে বিক্ষিপ্ত পতঙ্গের মত। (৫) আর পাহাড়গুলো হবে ধুনিত রঙিন পশমের মত। (৬) তখন যার পাল্লা ভারী হবে (৭) সে মনের মত আরামে থাকবে। (৮) আর যার পাল্লা হালকা হবে। (৯) তার ঠিকানা হবে গর্তে। (১০) তুমি কি জান, সেটা কি? (১১) উত্তপ্ত আগুন।

১০২. সূরাহ আত-তাকাসুর (ভীষণ ক্ষুধা)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) অত্যাধিক লালসা তোমাদেরকে ভূলিয়ে রেখেছে। (২) এমনকি তোমরা কবরে পৌঁছাও। (৩) না, না, খুব শীঘ্রই তোমরা জানতে পারবে।

(৪) আবার বলছি, না, না, তোমরা শীঘ্রই জানতে পারবে। (৫) না, না, যদি তোমরা নিশ্চিত ভাবে জানতে (৬) যে, তোমরা অবশ্যই নরকের সাক্ষাৎ পাবে। (৭) তখন তোমরা তাকে বিশ্বাসের চোখে দেখবে। (৮) অতঃপর সেদিন অবশ্যই তোমাদেরকে নেয়ামত সম্পর্কে জিজ্ঞাসা করা হবে।

১০৩. সূরাহ আল-আসর (সময়ের উত্তরণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) শপথ অতীত হওয়া সময়ের। (২) নিঃসন্দেহে মানুষ ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। (৩) তবে তারা নয়, যারা বিশ্বাস করে, সৎকাজ করে, একে অপরকে সত্যের উপদেশ দেয় এবং একে অপরকে ধৈর্যের উপদেশ দেয়।

১০৪. সূরাহ আল-হুমাযাহ (নিন্দুক)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বিনাশ প্রত্যেক ব্যাঙ্গকারী, ও পরনিন্দাকারীর। (২) যে সম্পদ জমা করে এবং গুনে গুনে রাখে। (৩) সে মনে করে যে, তার সম্পদ চিরকাল তার সাথে থাকবে। (৪) কখনই নয়, তাকে নিক্ষেপ করা হবে পেষন করা জায়গায়। (৫) আর তুমি কি জান ওই পেষন করা জায়গাটা কী? (৬) আল্লাহর প্রজ্জ্বলিত আগুন। (৭) যা হৃদয় পর্যন্ত পৌঁছাবে। (৮) এ আগুন তাদের জন্য বন্ধ রাখা হবে। (৯) লম্বা স্তম্ভে।

১০৫. সূরাহ আল-ফীল (হাতী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তুমি কি দেখনি, তোমার প্রভূ হাতীওয়ালাদের সাথে কিরুপ আচরণ করেছেন। (২) তিনি কি তাদের চক্রান্ত ব্যর্থ করে দেননি? (৩) তিনি তাদের

বিরুদ্ধে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখি (আবাবীল) পাঠিয়েছিলেন। (৪) যারা তাদের উপরে পাথরের কাঁকর নিক্ষেপ করছিল। (৫) অতঃপর তিনি তাদেরকে ভক্ষিত তৃনের মত করে দিয়েছিলেন।

১০৬. সূরাহ কুরাইশ (কুরাইশ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) এজন্য যে, কুরাইশরা অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। (২) শীতও গৃষ্মের যাত্রায় অভ্যস্ত। (৩) অতএব তারা যেন এই ঘরের প্রভূর উপাসনা করে। (৪) যিনি তাদেরকে ক্ষুধার অন্ন দিয়েছেন এবং তাদেরকে ভয়মূক্ত করেছেন।

১০৭. সূরাহ আল-মা'ঊন (তুচ্ছ দ্রব্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) তুমি কি ওই ব্যক্তিকে দেখনি যে বিচার দিনকে অবিশ্বাস করে। (২) ওই সেই ব্যক্তি যে অনাথকে ধাক্কা দেয়। (৩) আর নির্ধনকে খাদ্য দানে উৎসাহ দেয় না। (৪) অতএব বিনাশ সেই নামাযীদের (৫) যারা তাদের নামায আদায়ের ব্যাপারে অমনযোগী। (৬) যারা লোক দেখানোর জন্য করে থাকে। (৭) আর কাউকে প্রয়োজনীয় গৃহ সামগ্রীও দেয় না।

১০৮. সূরাহ আল-কওসর (প্রাচুর্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আমি তোমাকে কওসর (প্রচুরতা) দান করেছি। (২) অতএব তোমার প্রভূর জন্য নামায পড় আর কুরবানী (উৎসর্গ) করো। (৩) নিঃসন্দেহে তোমার শত্রুরাই নির্বংশ।

১০৯. সূরাহ আল-কাফিরুন (সত্য প্রত্যাখ্যানকারী)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বলো, হে অবিশ্বাসীরা! (২) আমি ওর উপাসনা করব না, যার উপাসনা তোমরা কর। (৩) আর না তোমরাও তাঁর উপাসনা করবে না, যার উপাসনা আমি করি। (৪) আবার তোমরা যার উপাসনা করে আসছো, আমি তো তার উপাসনা করব না। (৫) এবং আমি যার উপাসনা করি, তোমরা তো তাঁর উপাসনা করবে না। (৬) তোমাদের জন্য তোমাদের দ্বীন (ধর্ম) আর আমার জন্য আমার দ্বীন (ধর্ম)।

১১০. সূরাহ আন্-নসর (সাহায্য)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) যখন আল্লাহর সাহায্য এসে যায় এবং বিজয়। (২) আর তুমি দেখবে লোকেরা দলে দলে আল্লাহর দ্বীনে (ধর্মে) প্রবেশ করছে। (৩) তখন তোমার প্রভূর স্তূতি করো তাঁর প্রশংসাসহ, আর তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করো। নিঃসন্দেহে তিনি বড়ই ক্ষমাশীল।

১১১. সূরাহ আল-লাহাব (অঙ্গারবর্ণ)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আবুলাহাবের হাত ভেঙে যাক আর সে ধ্বংস হোক। (২) না তার সম্পত্তি তার কোন কাজে এল, আর না তার উপার্জন। (৩) সে শীঘ্রই জ্বলন্ত আগুনে নিক্ষিপ্ত হবে। (৪) আর তার স্ত্রীও, সে জ্বালানী কাঠ মাথায় নিয়ে ঘোরে। (৫) তার গলায় পাকানো রশি।

১১২. সূরাহ আল-ইখলাস (একত্ব)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বলো, তিনি এক আল্লাহ। (২) আল্লাহ অমুখাপেক্ষী (৩) না তাঁর কোন সন্তান আছে, আর না তিনি কারো সন্তান। (৪) তাঁর সমকক্ষ কেউ নেই।

১১৩. সূরাহ আল-ফালাক (ঊষাকাল)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) আমি আশ্রয় চাইছি প্রভাতের প্রভূর।(২) তাঁর সৃষ্টির অনিষ্ট থেকে। (৩) অন্ধকার রাতের অনিষ্ট থেকে যখন তা নেমে আসে। (৪) এবং যারা গ্রন্থিতে ফুঁদেয় তাদের অনিষ্ট থেকে। (৫) এবং হিংসুকের অনিষ্ট থেকে, যখন সে হিংসা করে।

১১৪. সূরাহ আন্-নাস (মানব সম্প্রদায়)

আল্লাহর নামে আরম্ভ যিনি পরম করুণাময়, পরম দয়ালু।

(১) বলো, আমি আশ্রয় চাই মানুষের প্রভূর।(২) মানুষের অধিপতির। (৩) মানুষের উপাস্যের।(৪) আত্মগোপনকারী কুমন্ত্রণাদাতার অনিষ্ট থেকে। (৫) যে মানুষের মনে কুমন্ত্রণা দেয়। (৬) জ্বিন ও মানুষের মধ্য থেকে।

পবিত্র কোরআন

প্রত্যেক বই এর একটি বিষয় (Subject) থাকে। কুরআনের বিষয় হল আল্লাহ্‌র সৃষ্টি নির্মাণ যোজনা (Creation Plan of God)-এর সাথে মানুষকে অবগত করান, অর্থাৎ মানুষকে একথা বলা যে, আল্লাহ্ এই বিশ্ব সংসার কি জন্য তৈরী করেছেন। মানুষকে পৃথিবীতে বসবাস করানোর উদ্দেশ্যে কি? মৃত্যুর পূর্বের জীবনকাল হতে মানুষের নিকটে কি কাঙ্খিত এবং মৃত্যুর পরের জীবনে মানুষের সাথে কি ঘটবে। মানুষ এক অমর সৃষ্টি। তার জীবনযাত্রা মৃত্যুর পরেও চলতে থাকে। কুরআন এই সম্পূর্ণ জীবনযাত্রার জন্য পথ প্রদর্শকের মর্যাদা রাখে। মানুষকে এই বাস্তবিকতা সম্পর্কে অবগত করান, এটাই কুরআনের উদ্দেশ্য আর এটাই কুরআনের বার্তার বিষয়।

GOODWORD
www.goodwordbooks.com
www.cpsglobal.org

ISBN 978-93-86589-15-6
9 789386 589156